

সহীহ আল বুখারী

২য় খণ্ড

صحيح البخاری

مجلد رقم ۲

অনুবাদে

মাওলানা আতিকুর রহমান এম, এম ; এম, এ

অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মোজায়েল হক এম, এম ; এম, এ

অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন এম, এম ; এম, এ

অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক এম, এম ; এম, এ

অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন এম, এম ; এম, এ

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মুসা

অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মোজায়েল হক

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৩

১২শ প্রকাশ
জিলকদ ১৪৩৫
ভাদ্র ১৪২১
সেপ্টেম্বর ২০১৪

মূল্য : ৪৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخارى -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARI-2nd Volume. Published by Adhunik Prokashani,
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 490.00 Only.

কিছু কথা

আল্লাহর মেহেরবানীতে বিগত দশ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্র দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। সিহাহ সিগার প্রায় সবগুলো কিতাব বাংলা অনূদিত হয়ে গেছে। মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে সংকলনগুলোর মধ্যে মিশকাত ও রিয়াদুস সালেহীনও প্রকাশিত হয়েছে। অন্য হাদীসগ্রন্থ ও সংকলনগুলোর অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজও অব্যাহত রয়েছে। এ জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা এগিয়ে এসেছে। তবে এ সংস্থাগুলো কোন একটি পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে চলছে না। ফলে একাধিক সংস্থা একই গ্রন্থ প্রকাশ করছে। এতে কাজের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে মন্থরতার শিকার হচ্ছে। তাছাড়া এর মধ্যে একটা পরিকল্পনাহীনতার ছাপও দেখা যাচ্ছে। আসলে এ সংস্থাগুলোর মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ সমঝোতা গড়ে উঠলে হাদীসের অনুবাদ বাংলায় আরো বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে বিশ্বের বিশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ উপকৃত হতো এবং মুসলমানদের ইসলামী চরিত্র গঠন, সুস্থ ও নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ কাঠামো নির্মাণ ও অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজে বহুল অগ্রগতি সাধিত হতো।

ইতিপূর্বে আমাদের অনূদিত সহীহ আল বুখারী বিভিন্ন খণ্ডের প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে কোন কোন খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণও বাজারে এসে গেছে। কিন্তু সম্পাদনার কাজ ব্যাহত হবার কারণে ২য় খণ্ডটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে পারেনি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর এবার এ খণ্ডটির সূষ্ঠ সম্পাদনার কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এ খণ্ডটি যেভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে তাতে একে একটি নতুন সংস্করণও বলা যায়। এ সংস্করণটির মোটামুটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

এক, ভারতীয় ও মিসরীয় সংস্করণ সামনে রেখে মূল আরবীর সম্পাদনা করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ আরবী বিকল্প পাঠ ব্রাকেটের মধ্যে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে আরবীর মূল টেক্সটে যথাসম্ভব কোন ভুল নেই।

দুই, তরজমায় ইতিপূর্বে যে ভুল-ত্রুটি ছিল তা দূর করা হয়েছে।

তিন, ভাষাও যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চার, অধ্যায় নম্বর ও অনুচ্ছেদ নম্বরও যোগ করা হয়েছে।

কম্পিউটারের প্রতারণা না থাকলে এ সংস্করণটিকে আমরা নির্ভুল বলতে পারি আমাদের বোধ ও যোগ্যতার সীমা পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ অন্যান্য খণ্ডগুলোকেও আমরা একের পর এক এভাবে সুসংস্কৃত রূপ দেবার চেষ্টা করবো। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বিদগ্ধ পাঠক সমাজের সুরূচি, সজাগ দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা। তারা যদি তাদের পাঠ ও অধ্যয়নের হক আদায় করেন তাহলে এ কিতাবটি আরো সুশৃংখল, পরিপূর্ণ ও ত্রুটিহীন রূপ নিতে পারে। অর্থাৎ পড়ার সময় যেখানেই তাদের নজরে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা ধরা পড়বে সংগে সংগেই তারা তা নোট করবেন। যথা সময়ে সেগুলো আমাদের

জানিয়ে দিলে আমরা তা বিবেচনা করতে পারবো। এভাবে লেখক, পাঠক ও প্রকাশকের ত্রয়ী সহযোগিতায় একটি কিতাব বিশেষ করে হাদীস গ্রন্থ সর্বাংগ সুন্দর রূপ নিতে পারে। এজন্য আল্লাহর কাছে অবশ্যই প্রত্যেক পূর্ণ প্রতিদান পাবেন এতে সন্দেহ নেই। হাদীস চর্চার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ঈমান ও হেদায়াতের নূর এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবী দান করুন। আমীন।

আবদুল মান্নান সান্নিবি

১৩ রজব ১৪১৩, ৭ই জানুয়ারী ১৯৯৩

সূচীপত্র

অধ্যায়-৯

কিতাবুখ যাকাত

(যাকাতের বর্ণনা)

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা	১
যাকাত দেয়ার ব্যাপারে বায়জাত করা	৪
যাকাত প্রতিরোধকারীদের গুনাহ	৪
যে মালের যাকাত আদায় হয়	
সকালের পর্যায়ে	৬
ধন-সম্পদ সংগে ব্যয় করা	৯
দান খয়রাত প্রদর্শনেচ্ছা	৯
আল্লাহ অবৈধ উপায়ে অর্জিত মালের	
সদকা গ্রহণ করেন না	১০
বৈধ উপায়ে অর্জিত মাল থেকে	
সদকা করা	১০
গ্রহীতার প্রত্যাখ্যানের পূর্বে দান	
করা উচিত	১১
এক টুকরা খেজুর কিংবা আরো	
নগণ্য কিছু দান করা	১২
কোন প্রকার দান-খয়রাত উত্তম	১৪
প্রকাশ্যে দান করা	১৫
গোপনে দান করা	১৬
অজ্ঞাতে কোন ধনী ব্যক্তিকে দান করা	১৬
অজ্ঞাতে নিজের পুত্রকে দান করা	১৭
ডান হাতে দান করা	১৭
খাদ্যমকে দিয়ে দান করা	১৮
সম্পূর্ণতা বজায় রেখে দান করা	১৯
দান-খয়রাত করে খোটা দেয়া	২০
তড়িষড়ি দান-খয়রাত	২০
দান-খয়রাতে উৎসাহ প্রদান	২১
সামর্থ অনুযায়ী দান করা	২২
দান-খয়রাতে পাপ মোচন হয়	২২
মুশরিক অবস্থায় দান-খয়রাত করা	২৩
যে খাদ্যে মনিবের কতি না করে	
দান করে	২৩

যে দ্বী বামীর কতি না করে দান করে	২৪
যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহকে	
ভয় করে	২৫
দাতা ও কৃপণের উপমা	২৫
উপার্জন ও ব্যবসায়িক পণ্য থেকে	
দান-খয়রাত করা	২৬
প্রত্যেক মুসলমানেরই দান-খয়রাত	
করা কর্তব্য	২৬
যাকাত কি পরিমাণ দিতে হবে	২৬
রূপার যাকাত	২৭
যাকাত বাবদ পণ্য সামগ্রী দান করা	২৮
বিচ্ছিন্নগুলো একত্র ও একত্রকে ভিন্ন	
করা যাবে না	২৯
যে মাল দুই শরীকের যৌথ	
মালিকানায থাকে তারা উভয়ে	
তা ভাগভাগী করে নিবে	৩০
উটের যাকাত	৩০
যার এক বছরের একটি বাচ্চা	
উষ্ট্রী যাকাত হিসেবে ধার্য হয় অথচ	
তা তার নিকট নেই	৩০
মেষ ও বকরীর যাকাত	৩১
যাকাত বাবদ অতি বৃহৎ, দোষযুক্ত	
পশু কিংবা পাঠা ছাগল গ্রহণ করা	
যাবে না	৩৩
যাকাত বাবদ বকরীর মাদী বাচ্চা	
গ্রহণ করা	৩৩
যাকাত বাবদ লোকদের উত্তম মাল	
গ্রহণ করা যাবে না	৩৪
পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই	৩৪
গরুর যাকাত	৩৫
অনিষ্ট আত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা	৩৫
মুসলমানের ঘোড়ার কোন যাকাত নেই	৩৭
মুসলমানের দাসের কোন যাকাত নেই	৩৭

ইয়াতীয়-অনাথদের দান করা	৩৭
স্বামী ও ইয়াতীয়কে যাকাত প্রদান করা	৩৮
গোলাম আযাদ, ঋণগ্রস্ত ও আত্মাহর	
পথে এবং পথচারীদের জন্য যাকাত	৪০
কারো নিকট কিছু চাওয়া থেকে	
বিরত থাকা	৪১
আত্মাহ যাকে লোভ-লালসা ও চাওয়া	
ব্যতীতই কিছু দান করেন	৪৩
সম্পদ বৃদ্ধির জন্য হাত পাতা	৪৩
কি পরিমাণ সম্পদ হলে কোন ব্যক্তিকে	
সম্পদশালী বলে	৪৪
অনুমানে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা	৪৭
সেচ করা ভূমিতে "উশর"	৪৮
পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই	৪৮
খেজুরের যাকাত আদায় করা	৪৯
যে ব্যক্তি নিজের ফল অথবা	
..... যাকাত ওয়াজিব ছিল	৪৯
যাকাতদাতা স্বীয় যাকাতের মাল ক্রয়	
করতে পারে কি	৫০
নবী (সা) ও তাঁর বংশধরদের জন্য সদকা	৫১
নবী (সা)-এর সহধর্মীনিদের গোলামদের	
সদকা	৫১
সদকা যখন যথাস্থানে পৌছে যায়	৫২
যাকাত ধনীদের থেকে গ্রহণ করে	
গরীবদের মধ্যে বিতরণ	৫২
যাকাত দানকারীর জন্য ইমামের দোয়া	৫৩
সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদের যাকাত	৫৪
ভূগর্ভস্থ ধনে যাকাত	৫৪
যাকাত আদায়কারী থেকে ইমামের	
হিসেব-নিকেশ গ্রহণ	৫৫
যাকাতের উট ও উটের দুধ পর্যটকদের	
প্রয়োজনে গ্রহণ	৫৫
ইমামের যাকাতের উটে দাগ লাগানো	৫৬
সাদাকাভুল ফিতর বা ফিতরা	৫৭
সদকায়ে ফিতর ফরয হওয়ার বর্ণনা	৫৭
সদকায়ে ফিতর সবার ওপর ওয়াজিব	৫৭

সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা যব প্রদান	৫৭
সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা	
খাদ্যদ্রব্য প্রদান	৫৮
সদকায়ে ফিতর বাবদ এক সা	
খেজুর প্রদান	৫৮
এক সা কিসমিস প্রদান করা	৫৮
ঈদের নামাযে যাবার আগেই ফিতরা	
আদায় করা	৫৯
ক্রীতদাস ও স্বাধীন উভয়ের ওপর	
সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব	৫৯
বড় ও ছোট সবার ওপর সদকায়ে	
ফিতর ওয়াজিব	৬০

অধ্যায়-১০

কিতাবুল হজ্জ

(হজ্জের বর্ণনা)

হজ্জ ফরয ও তার মর্যাদা	৬১
হজ্জের জন্য লোকদের আহ্বান জানাও	৬২
সওয়ারীতে আরোহণ করে হজ্জ যাওয়া	৬২
আত্মার নিকট কবুল হওয়া হজ্জের মর্যাদা	৬৩
হজ্জ ও উমরার মীকাত নির্ধারণ	৬৪
হজ্জের সফরে পথের সযল সাথে	
নিয়ে যাও	৬৪
হজ্জ ও উমরার জন্য মক্কাবাসীদের	
ইহরাম বীধার স্থান	৬৫
মদীনাবাসীদের মীকাত	৬৫
শামবাসীদের ইহরাম বীধার স্থান	৬৬
নাঈদবাসীদের মীকাত	৬৬
মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে	
বসবাসকারীদের ইহরাম	৬৭
ইয়ামানবাসীদের মীকাত	৬৭
যাতু ইরক নামক স্থান হলো	
ইরাকবাসীদের মীকাত	৬৭
যুল-হলাইফাতে নামায আদায় করা	৬৮
শাজারার পথে নবী (সা)-এর মদীনা	
হতে বহির্গমন	৬৮

অল-আকীক একটি মোবারক বা		কোন এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে	৮৯
কল্যাণময় উপত্যকা	৬৬	কোন এলাকা দিয়ে মক্কা থেকে বের হবে	৯০
কাপড় থেকে খালুক বা সুগন্ধি		মক্কা ও তার বাড়ী-ঘরের মর্যাদা	৯১
তিনবার ধোয়ার নির্দেশ	৬৯	মক্কার হেরেমের মর্যাদা	৯৪
ইহরাম বীধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা	৭০	মক্কার ঘর-বাড়ীতে উত্তরাধিকার	
চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহরাম বীধা	৭১	বহাল থাকা	৯৫
যুল-হলাইফার মসজিদের নিকটে		নবী (সা)-এর মক্কায় উপনীত হওয়া	৯৭
ইহরাম বীধা	৭১	ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন	
মুহরিরম ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক		ইবরাহীম দোআ করেছিল	৯৮
পরিধান করতে পারবে না	৭১	পবিত্র স্থান কা'বাকে আগ্নাহ লোকদের	
হজ্জের সফরে কোন জন্তুর পিঠে		জন্য আবাসভূমি করেছেন	৯৮
আরোহণ করা	৭২	কা'বা ঘরকে গেলাফ দ্বারা আবৃত করা	৯৯
মুহরিরম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড়,		কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করা	১০০
চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করবে	৭২	হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে	১০০
যে ব্যক্তি যুল-হলাইফাতে রাত		কা'বা ঘরের দরজা বন্ধ করা	১০০
যাপন করে	৭৪	কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া	১০১
উর্কস্বরে তালবিয়া পাঠ করা	৭৪	যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেনি	১০১
তালবিয়া পাঠ করা	৭৪	কা'বার চতুর্দিকে তাকবীর শ্বনি দেয়া	১০২
সওয়াবীতে আরোহণের সময় তালবিয়া		রমল কিভাবে শুরু হয়েছে	১০২
বলার পূর্বে তাহমীদ, তাসবীহ ,		মক্কা আগমনের পরই হাজরে	
তাকবীর বলা	৭৫	আসওয়াদকে চুমু দেয়া	১০৩
সওয়াবী আরোহীকে নিয়ে ঠিকমত		হজ্জ ও উমরায় রমল করা	১০৩
দাঁড়িয়ে গেলে তালবিয়া পাঠ শুরু করবে	৭৬	লাঠি বা ছড়ির সাহায্যে হাজরে	
কিবলার দিকে মুখ করে ইহরাম		আসওয়াদ চূষন করা	১০৪
বীধা ও তালবিয়া পাঠ করা	৭৬	যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দু'টি রুকনে	
কোন উপত্যকা বা নিম্ন ভূমিতে		ইয়ামানীকে চুমু দিতে সক্ষম হলো	১০৪
অবতরণের সময় তালবিয়া পাঠ করা	৭৭	হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া	১০৫
ঋতুবতী নারীর ইহরাম ও তালবিয়া পাঠ	৭৭	হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে	
নবী (সা)-এর সময়ে যারা তীর		ইথগিতে চুমু দেয়া	১০৫
অনুকরণে ইহরাম বেঁধেছেন	৭৮	হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌছে	
হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত	৮০	তাকবীর বলা	১০৫
হজ্জে তামাযু, কিরান ও ইফরাদ	৮২	যে ব্যক্তি মক্কায় আগমনের পর বাড়ী	
যে ব্যক্তি হজ্জের নিয়ত করে	৮৬	ফেরার পূর্বে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে	১০৬
নবী (সা)-এর সময় হজ্জে তামাযু	৮৬	পুরস্বের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করা	১০৭
আগ্নার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ	৮৭	তাওয়াফের সময় কথাবার্তা বলা	১০৮
মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল করা	৮৯	উলঙ্গ হয়ে কেউ বায়তুল্লাহর	
দিবাভাগে অথবা রাতে মক্কায় প্রবেশ	৮৯	তাওয়াফ করতে পারবে না	১০৮

কেউ তাওয়াফ করতে করতে		আরাফাতের অবস্থানহলে জলাদ যাওয়া	১৩০
তা বন্ধ করে দিলে	১০৯	আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন	১৩১
নবী (সা) প্রতি সাত চক্র পর দুই		কোন প্রয়োজনে আরাফাত	
রাকাত নামায আদায় করেছেন	১০৯	মুজদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ	১৩১
যে ব্যক্তি তাওয়াফে কুদুম.....		আরাফাত থেকে ফিরার সময়	১৩২
আরাফাতের দিকে যাওয়া	১১০	মুজদালিফাতে দুই ওয়াতের নামায	
মসজিদের বাইরে তাওয়াফের দুই		একত্রে আদায় করা	১৩৩
রাকাত নামায আদায় করা	১১০	নফল নামায আদায় করা	১৩৩
মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দাঁড়িয়ে		মুজদালিফাতে মাগরিব ও এশা	
তাওয়াফের দুই রাকাত নামায পড়া	১১১	উভয় নামায	১৩৪
ফজর ও আসরের পর তাওয়াফ করা	১১১	চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর	১৩৫
পীড়িত ব্যক্তির সওয়ারীতে আরোহণ		কোন সময় মুজদালিফাতে ফজরের	
করে তাওয়াফ করা	১১২	নামায পড়তে হবে	১৩৭
হাজীদের পানি পান কারানো	১১৩	মুজদালিফা হতে কোন সময়	
যমযম সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখিত		প্রত্যাবর্তন করতে হবে	১৩৮
হয়েছে	১১৪	কোরবানীর দিন সকালে	১৩৮
কিন্নান হজকারীদের বায়তুল্লাহ		যদি তোমরা হজের পূর্বে মকায়	
তাওয়াফ করা	১১৪	পৌছে যাও	১৩৯
উযুসহ তাওয়াফ করা	১১৬	কোরবানীর জন্তুর পিঠে আরোহণ করা	১৩৯
সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাই করা	১১৭	যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু	
সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাইর নিয়ম	১২০	সংগে নিয়ে যায়	১৪১
মেয়েদের হয়েয অবস্থায় একমাত্র		পথিমধ্যে কোরবানীর পশু খরিদ করা	১৪২
বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ছাড়া	১২২	যে ব্যক্তি যুল-হলাইফা থেকে উটের	
মক্কাবাসীদের বাতহা ও অন্যান্য		কুজ যখম করে	১৪৩
স্থান থেকে ইহরাম বীধা	১২৫	উট ও গরুর গলায় বীধার জন্য	
তালবিয়ার দিন কোন স্থানে		মালা পাকানা	১৪৩
যোহরের নামায আদায়	১২৫	কোরবানীর পশুকে ইশ'আর করা	১৪৪
মিনাতে নামায আদায় করা	১২৬	নিজ হাতে কিলাদা পাকানো ও বীধা	১৪৪
আরাফাতের দিন রোযা রাখা	১২৬	বকরীর গলায় কিলাদা লটকানো	১৪৫
সকালে মিনা থেকে আরাফাতে		পশম বা তুলার কিলাদা	১৪৬
যাওয়ার সময়	১২৭	কোরবানীর পশুর গলায় জুতার মালা	১৪৬
আরাফাতের দিন দুপুরে অবস্থান	১২৭	কোরবানীর পশুকে আচ্ছাদন পরানো	১৪৬
আরাফাতে সওয়ারী জন্তুর ওপর অবস্থান	১২৮	রাস্তা থেকে পশু খরিদ করা	১৪৬
আরাফাতে যোহর ও আসরের নামায		স্ত্রীদের অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ	
একসাথে আদায়	১২৯	থেকে গরু কোরবানী করা	১৪৭
আরাফাতের খুতবা সংক্ষিপ্ত করা	১২৯	মিনাতে নবী (সা)-এর জায়গায়	
আরাফাতে অবস্থানের স্থান জলদি করা	১৩০	কোরবানী করা	১৪৮

নিজ হাতে কোরবানী করা	১৪৮
উটকে বোঁধে কোরবানী করা	১৪৯
উটকে দাঁড় করিয়ে কোরবানী করা	১৪৯
কোরবানীর পশুর কোন কিছুই	
কশাইকে দেয়া যাবে না	১৫০
কোরবানীর পশুর চামড়া সদকা	
করে দিতে হবে	১৫০
কোরবানীর পশুর জিন ইত্যাদি	
সদকা করে দিতে হবে	১৫০
সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন	
ইবরাহীমকে	১৫১
মাথা মুড়ানোর আগেই কোরবানী করা	১৫৩
ইহরামের সময় মাথার চুল	
জড়িয়ে নেয়া	১৫৪
ইহরাম খোলার সময় মাথা	
মুড়িয়ে ফেলা	১৫৪
তামাসুকারীদের উমরা আদায়ের পর	
মাথার চুল ছেঁটে ফেলা	১৫৬
কোরবানীর দিন তাওয়াফ	
যিয়ারত করা	১৫৬
যদি কেউ ভুল বশত সন্ধ্যার পর	
কংকর মারে	১৫৭
জামবার কাছে আরোহণ করে	
লোকদের প্রশ্নের জবাব দান করা	১৫৭
মিনাতে অবস্থানের দিনগুলোতে	
খুতবা প্রদান করা	১৫৮
পানি সরবরাহকারী বা অনুরূপ	
লোকেরা মিনায় অবস্থানের	
রাতগুলো মক্কায় কাটাতে পারে কিনা	১৬১
কংকর মারা	১৬১
বাতনুল ওয়াদী অর্থাৎ উপত্যকার	
মধ্যভাগ থেকে কংকর মারা	১৬২
জামরায় সাতটি কংকর মারতে হবে	১৬২
কংকর মারার সময় বায়তুল্লাহকে	
বাম দিকে রাখা	১৬২
প্রতিটি পাথর মারার সময় তাকবীর	
বলতে হবে	১৬৩

যে ব্যক্তি জামরাভুল আকাবাতে	
কংকর মারে	১৬৪
কেউ উভয় জামরা থেকে কংকর	
মারলে	১৬৪
জামরাভুল দুনয়া ও জামরাভুস-	
সানিয়ার নিকটে দুই হাত উত্তোলন	১৬৪
উভয় জামরার নিকটে দোআ করা	১৬৫
কংকর মারার পর খোশবু লাগানো	১৬৬
বিদায়ী তাওয়াফ	১৬৬
তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন	
মহিলার হায়েয হলে	১৬৭
প্রত্যাবর্তনের দিন আবতাহ নামক	
জায়গায় আসরের নামায আদায়	১৬৯
মুহাসসাব	১৭০
মক্কায় প্রবেশের পূর্বে যু-ভুয়ায় অবতরণ	১৭০
মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যে	
ব্যক্তি যু-ভুয়া উপত্যকায় ধামে	১৭১
হজ্জের মওসুমে ব্যবসা করা	১৭১
শেষ রাতে মুহাসসাব থেকে যাত্রা করা	১৭২

অধ্যায় - ১০(১)

উমরার বর্ণনা

উমরা আদায় করা ওয়াজিব	১৭৪
হজ্জ আদায়ের পূর্বে উমরা করলে	১৭৪
নবী (স) কতবার উমরা করেছেন	১৭৪
রমযান মাসে উমরা আদায় করা	১৭৭
মুহাসসাবের রাতে অথবা অন্য	
কোন সময়ে উমরা আদায় করা	১৭৭
তানঈম থেকে উমরা করা	১৭৮
হজ্জের পরে কোরবানী ছাড়াই	
উমরা আদায় করা	১৭৯
উমরার জন্য কষ্ট অনুপাতে	
সওয়াব বা পুরস্কার দেয়া	১৮০
উমরা আদায়কারী উমরার তাওয়াফ	
করেই যদি রওয়ানা হয়ে যায়	১৮১
হজ্জে যেসব কাজ করতে হয় উমরাতেও	
তাই করতে হয়	১৮২
উমরাকারী কখন ইহরাম খুলবে	১৮৪

হজ্জ, উমরা বা জিহাদ থেকে ফিরে এসে কি বলবে	১৮৭	মুহর্রিম নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি শিকার করে	১৯৮
প্রত্যাবর্তনকারী হাজীদের স্বাগত জানানো	১৮৭	মুহর্রিম ব্যক্তি শিকার দেখে হাসাহাসি করার কারণে	১৯৯
সকাল বেলা বাড়ী পৌছা	১৮৭	মুহর্রিম ব্যক্তি অমুহর্রিম ব্যক্তিকে শিকার জন্তু হত্যায় সাহায্য করবে না	২০০
বিকালে বা সন্ধ্যাকালে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করা	১৮৮	মুহর্রিম কোন অ-মুহর্রিমকে কোন শিকারের জন্তু দেখিয়ে দিবে না	২০১
নিজ শহরে পৌছে রাতের বেলা বাড়ীতে প্রবেশ করবে না	১৮৮	মুহর্রিম ব্যক্তিকে জীবিত জল্লী গাধা উপহার দিলে তা গ্রহণ করবে না	২০২
মদীনার নিকটবর্তী হয়ে উটের গতি দ্রুত করা	১৮৮	ইহরামধারী যে প্রাণী হত্যা করতে পারে	২০২
দরজাসমূহ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা	১৮৮	হেরেমের অভ্যন্তরের গাছ কাটা যাবে না	২০৪
সফর কষ্ট ক্রেশের অংশবিশেষ মুসাফিরের যদি শীঘ্র বাড়ী ফেরার প্রয়োজন দেখা দেয়	১৮৯	হেরেমের অভ্যন্তরে কোন শিকার তাড়ানো যাবে না	২০৫
পথে অপরুদ্ধ ব্যক্তি ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারী ব্যক্তি কি করবে	১৯০	মক্কাতে লড়াই করা হালাল নয়	২০৬
উমরা আদায়কারী অপরুদ্ধ হয়ে পড়লে তার বিধান	১৯০	ইহরাম বীধা ব্যক্তি রক্ত মোক্ষম করাতে পারে	২০৭
হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া	১৯২	ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা	২০৭
বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মাথা কামানোর আগেই কোরবানী করা	১৯২	মুহর্রিম নারী-পুরুষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ	২০৮
যারা বলেন, অপরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর বদলা হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব নয় তাদের দলীল	১৯৩	মুহর্রিম ব্যক্তির গোসল করা	২০৯
আল্লাহর বাণী তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার কারণে	১৯৪	জুতার অভাবে মুহর্রিম শুধু মোজা পরিধান করবে	২০৯
সদকার ব্যাখ্যা হলো ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান করা	১৯৫	ইজার বা লুগী না থাকলে পাজামা পরিধান করবে	২১০
ফিদইয়া হিসেবে দেয় খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ আধা ছা	১৯৫	মুহর্রিম ব্যক্তির অস্ত্রসজ্জিত হওয়া	২১০
নুসুক অর্থ বকরী কোরবানী করা	১৯৬	হেরেম ও মক্কাতে বিনা ইহরামে প্রবেশ	২১১
রাফাস সম্পর্কে হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে	১৯৭	অজ্ঞতা বশতঃ কেউ কামিজ পরে ইহরাম বীধলে	২১২
হজ্জে কোন প্রকার অগ্নিল আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ নাই	১৯৭	কোন মুহর্রিম ব্যক্তি অরাফাতে মৃত্যুবরণ করলে	২১২
ইহরাম অবস্থায় শিকার	১৯৭	মৃত মুহর্রিম ব্যক্তির কাফন দাফনের নিয়ম	২১৩
		মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ যেসব লোক সওয়ারীতে বসে স্থির থাকতে পারে না	২১৪
		পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলার হজ্জ	২১৪

বালকদের হজ্জ করা	২১৫
মেয়েদের হজ্জ	২১৬
যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কা'বা শরীফ	
খিয়ারতের মানত করল	২১৮

অধ্যায় - ১০ (২)

মদীনার হেরেম

মদীনার হারাম বা সম্মানিত হওয়া	২১৯
মদীনার মর্যাদা	২২০
মদীনার নাম তাবাহ	২২১
মদীনার দুটি কালো কংকরময় এলাকা	২২১
মদীনার প্রতি বিমুখ হওয়ার নিন্দাবাদ	২২১
ঈমান মদীনাতে ফিরে আসবে	২২২
মদীনাবাসীদের প্রভারণা করা	২২২
মদীনার দুর্গসমূহ	২২৩
দাজ্জাল মদীনাতে প্রবেশ	
সক্ষম হবে না	২২৩
মদীনা অপবিত্র ৩ পাপীদের বহিকার	
করে দেয়	২২৫
মদীনার কোন এলাকা পরিত্যাগ করা	২২৬

অধ্যায় - ১১

কিতাবুস সাওম

(রোজার বর্ণনা)

রমযানের রোযা ফরয	২২৮
রোযার মর্যাদা	২৩০
রোযা গোনাহর কাফ্ফারা	২৩১
জান্নাতের রাইয়ান নামক দরজাটি	২৩২
রমযানকে কি শুধু রমযান বলবে	২৩৩
রমযানের চাঁদ দেখা	২৩৩
যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায়	
রমযানের রোযা রাখে	২৩৩
রমযান মাসে নবী (সা) অত্যধিক	
দান করতেন	২৩৪

যে রোযাদার মিথ্যা ও তদনুযায়ী কাজ	
পরিত্যাগ করতে পারে না	২৩৪
গালি ও কটুবাক্যের জবাবে	২৩৪
অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত	
হওয়ার আশংকা করলে	২৩৫
তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ	২৩৫
ঈদের দু'টি মাসই পর পর উনত্রিশ	
দিন হয় না	২৩৭
নবী (সা) বলেছেন, আমরা লেখা	
পড়া বা হিসাব জানি না	২৩৭
রমযানের একদিন বা দুদিন পূর্বে	
রোযা রাখা যাবে না	২৩৮
রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের	
সাথে মেলামেশা	২৩৮
আর তোমরা খাও এবং পান কর	২৩৯
বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহরী	
থেকে বিরত না রাখে	২৪০
তাড়াতাড়ি সাহরী খাওয়া	২৪১
সাহরী ও ফজরের নামাযের মাঝখানে	
সময়ের ব্যবধান	২৪১
সাহরী খাওয়াতে বরকত লাভ হয়	২৪১
দিনের বেলা রোযার নিয়ত করা	২৪২
রোযাদার নাপাক অবস্থায় ভোরে	
উপনীত হলে	২৪২
স্ত্রীর সাথে রোযাদারের সব রকমের	
মেলামেশা জায়েয	২৪৩
রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেয়া	২৪৪
রোযাদারের গোসল করা	২৪৪
রোযাদার ভুলবশত কিছু খেলে বা	
পান করলে	২৪৫
রোযা অবস্থায় কোন কাঁচা বা রসালো	
জিনিস দিয়ে মেসওয়াক করা	২৪৬
ঝুতে নাকের ছিদ্রে পানি পৌছাবে	২৪৭
রমযান মাসে রোযা রেখে সংগম করা	২৪৭
রোযা রেখে কেউ স্ত্রী সংগম করলে	২৪৮
সংগমকারী অভাবী হলে	২৪৯

রোযাদানের শিঙা লাগানো বা	
বমি করা	২৪৯
সফরে রোযা রাখা বা না রাখা	২৫০
রমযানের কয়েকটি রোযা রাখার	
পর সফরে বের হলে	২৫০
প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে পড়ার কারণে	২৫২
সফরে রোযা রাখা বা না রাখা	২৫২
রমযান মাসে সফর অবস্থার সবাইকে	
দেখিয়ে রোযা ভঙ্গ করা	২৫২
যারা রোযা রাখতে সমর্থ নয়	২৫৩
কাযা রোযা কখন আদায় করবে	২৫৪
ঋতুবতী নামায়-রোযা করবে না	২৫৪
মৃত ব্যক্তির ফরয রোযা কাযা থাকলে	২৫৫
কোন সময় ইফতার করা জায়েয	২৫৬
পানি বা অন্য কিছু যা সহজে পাওয়া	
যাবে তা দিয়েই ইফতার করবে	২৫৭
সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা	২৫৭
ইফতার করার পূর্বে সূর্য দেখা গেলে	২৫৮
শিশুদের রোযা রাখা	২৫৮
সাওমে বেসাল বা বিরতীহিন রোযা	২৫৯
বেশী বেশী সাওমে বেসালকারীর শাস্তি	২৬০
সাহরীর সময় পর্যন্ত বেসাল করা	২৬১
নফল রোযা ভংগ করার জন্য	২৬১
শাবান মাসের রোযা রাখার বর্ণনা	২৬২
নবী (সা)-এর রোযা না রাখার বর্ণনা	২৬৩
রোযায় মেহমানের হক আদায় করা	২৬৪
নফল রোযায় দেহের অধিকারের	
প্রতি নফর রাখা	২৬৪
সারা বছর রোযা রাখা	২৬৫
রোযায় পরিবার-পরিজনের হক	২৬৬
একদিন পরপর রোযা রাখা	২৬৭
দাউদ (আ)-এর রোযার বর্ণনা	২৬৭
আইয়্যামে বিয়ের রোযা	২৬৯
কারো সাক্ষাতে গেলে নফল রোযা	
ভাঙা জরুরী নয়	২৬৯
মাসের শেষভাগে রোযা	২৭০
শুধু জুমার দিন রোযা রাখা	২৭০

রোযার জন্য কোন বিশেষ দিন	
নির্দিষ্ট করা	২৭১
আরাফাতের দিন রোযা রাখা	২৭২
ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা	২৭২
কোরবানীর দিন রোযা রাখা	২৭৩
আইয়্যামে তাশরীকের রোযা	২৭৪
আশুরার দিনে রোযা	২৭৫
তাবাবীহ নামায়ের ফযীলত	২৭৭
লাইলাতুল কদরের ফযীলত	২৭৯
লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ	
সাত দিনে	২৮২
রমযানের শেষ দশ দিনে লাইলাতুল	
কদর	২৮৪
ঝগড়া বিবাদের কারণে লাইলাতুল	
কদরের নির্দিষ্ট তারিখ.....	২৮৫
রমযানের শেষ দশ দিনের আমল	২৮৬
রমযানের শেষ দশ দিনে সব	
মসজিদে ইতেকাফে বসা	২৮৬
ঋতুবতীর ইতেকাফরত পুরুষের	
মাথায় চিরুনি করা	২৮৭
ইতেকাফরত ব্যক্তি বিনা দরকারে	
যেন ঘরে না যায়	২৮৮
ইতেকাফ অবস্থায় গোসল করা	২৮৮
রাতে ইতেকাফ করা	২৮৮
মহিলাদের ইতেকাফ করা	২৮৮
মসজিদে তীবু খাটানো	২৮৯
প্রয়োজনে ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদের	
দরজায় আসা	২৮৯
নবী (সা)-এর বিশ তারিখে	
ইতেকাফ সমাপ্ত করা	২৯০
রক্তপ্রদর অবস্থায় নারীর ইতেকাফ	২৯১
ইতেকাফ অবস্থায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর	
দেখা করা	২৯১
ইতেকাফকারী নিজেই কি কুহারণা	
দূর করতে পারে?	২৯২
ইতেকাফ থেকে ভোরে বেরিয়ে আসা	২৯২
শাওয়াল মাসে ইতেকাফ করা	২৯৩

ইতেকাফের জন্য রোযা রাখা	
জুম্মার নয়	২৯৩
জাহিলী যুগে ইতেকাফের মান্নত করা	২৯৪
রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফ	২৯৪
ইতেকাফের ইচ্ছা করে কোন	
কারণে তা বর্জন করা	২৯৪
ইতেকাফ অবস্থায় মাথা ধোয়ার উদ্দেশ্যে	
ঘরের দিকে তা এগিয়ে দেয়া	২৯৫

অধ্যায়-১২

কিতাবুল বুয়ু

(ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য)

নামায সমাধা হলে তোমরা	
ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়	২৯৬
হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট	২৯৯
মুতাশাবিহাত বা সন্দেহজনক	
বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা	৩০০
সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকবে	৩০২
যারা ওসওয়াসা সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহকে	
সন্দেহযুক্ত মনে করেন না	৩০২
যখন তারা কোন ব্যবসার সামগ্রী	
দেখতে পায়	৩০৩
কোথা থেকে কিতাবে অর্থ	
উপার্জিত হলো	৩০৩
বস্তু ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা	৩০৪
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহির্গত হওয়া	৩০৪
নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য	৩০৫
আর যখন তারা কোন ব্যবসার	
সামগ্রী.....দেখতে পায়	৩০৬
পবিত্র উপার্জন থেকে খরচ করো	৩০৬
প্রচুর পরিমাণে রিযিক কামনাকারী	৩০৭
নবী (সা) কর্তৃক বাকীতে খরিদ করা	৩০৭
নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা	৩০৮
ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নম্রতা	৩০৯
যে ব্যক্তি সচ্ছল ও বিস্ত্রশালী ব্যক্তিকে	
অবকাশ প্রদান করে	৩১০
ক্রোতা এবং বিক্রোতা কর্তৃক বিক্রিত	
বস্তুর দোষ-গুণ	৩১০

বিভিন্ন রকমের খেজুর ক্রয় বিক্রয়	৩১১
গোশত বিক্রোতা ও কশাই	৩১১
ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা	৩১২
চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করো না	৩১২
সুদ গ্রহীতা, সুদের সাক্ষ্যদাতা ও	
লেখক সম্পর্কে	৩১৩
সুদখোরের গুনাহ	৩১৪
অল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং	
যাকাতে ক্রমবৃদ্ধি	৩১৫
ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ অপছন্দনীয়	৩১৫
স্বর্ণকারদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে	৩১৫
কর্মকার সম্পর্কে	৩১৭
দর্জীদের সম্পর্কে	৩১৭
তাতীদের কথা	৩১৮
কাঠমিস্ত্রীদের সম্পর্কে	৩১৮
রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক প্রয়োজনীয়	
জিনিস খরিদ করা	৩১৯
চতুস্পদ জন্তু ও গাধা ক্রয় করা	৩২০
জাহিলী যুগের বাজার বা ক্রয়-বিক্রয়	৩২১
অতি পিপাসার্ত এবং চর্মরোগে	
আক্রান্ত উটের ক্রয়	৩২২
গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃংখল পরিস্থিতিতে	
এবং শান্ত পরিবেশে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি	৩২২
আতর ও মেশক বিক্রোতা	৩২৩
রক্তমোক্ষণকারীদের সম্পর্কে	৩২৩
যা পরিধান করা নারী ও পুরুষ	
উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ	৩২৪
পণ্যের মালিক মূল্য বলার হকদার	৩২৫
বিক্রয় বা ক্রয় বাতিল করার	
এখতিয়ার কতক্ষণ থাকে	৩২৫
এখতিয়ারের সময় নির্ধারিত না থাকলে	৩২৬
ক্রোতা ও বিক্রোতার বেচা-কেনা	
বাতিল করার এখতিয়ার	৩২৬
ক্রোতা এবং বিক্রোতা ক্রয়-বিক্রয়ের পর	
একে অপরকে এখতিয়ার প্রদান করলে	৩২৭
গুধু বিক্রোতার জন্য বিক্রয় বাতিল	
করার এখতিয়ার	৩২৭

কেউ কোন জিনিস ক্রয় করে	
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে	৩২৮
ক্রয়-বিক্রয়ে ধোকা দেয়া নিষিদ্ধ	৩২৯
বাজার বা ব্যবসাকেন্দ্র সম্পর্কে	৩২৯
বাজারে চিৎকার ও হৈহুল্লোড় নিষিদ্ধ	৩৩২
ওজন করার মজুরী প্রদানের দায়িত্ব	৩৩২
মেপে দেওয়া উত্তম	৩৩৪
নবী (সা)-এর সা ও মুদে বরকত	৩৩৪
খাদ্যশস্য বিক্রি ও তা শুদামজাত করা	৩৩৪
হস্তগত হওয়ার আগে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি	৩৩৬
অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়	৩৩৬
কোন দ্রব্য বা জন্তু বিক্রোতার কাছেই	
রেখে দিয়ে বিক্রি করা	৩৩৭
কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের	
উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে	৩৩৭
নিলাম ডাকে ক্রয়-বিক্রয়	৩৩৮
প্রভারণাপূর্ণ দালালী	৩৩৯
প্রভারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়	৩৩৯
স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়	৩৩৯
মোনাবাখার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়	৩৪০
দুধ বেশী দেখানোর জন্য পালানে দুধ	
জমা করা নিষিদ্ধ	৩৪০
পালানে দুধ জমা করা পশু খরিদ	
করার পর ফেরত দিতে পারবে	৩৪২
ব্যভিচারী ক্রীতদাসের বিক্রয়	৩৪২
মহিলাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ	৩৪৩
শহরের অধিবাসী কি পল্লীবাসিন্দার	
পক্ষে বিক্রি করতে কিংবা.....	৩৪৪
পারিশ্রমিক নিয়ে শহরবাসী গ্রামবাসীর	
পক্ষে বিক্রি করাকে যারা অপছন্দ করে	৩৪৫
শহরবাসী গ্রামবাসীর জন্য দালালী	
করে কোন দ্রব্য খরিদ করবে না	৩৪৫
সস্তায় কিছু ক্রয় করার মানসে	
অগ্রগামী হয়ে.....	৩৪৫
অগ্রগামী হয়ে সাক্ষাতের সীমা	৩৪৬
ক্রয়-বিক্রয়ে অবৈধ শর্ত আরোপ	৩৪৭
খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা	৩৪৯

শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনো	
আঙ্গুর ক্রয়-বিক্রয়	৩৪৯
যবের বিনিময়ে যব বিক্রয়	৩৪৯
স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি	৩৫০
রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা	৩৫০
বাকীতে বা ধারে দীনারের বিনিময়ে	
দীনার ক্রয়-বিক্রয়	৩৫১
স্বর্ণের বিনিময়ে বাকীতে রৌপ্য	
ক্রয়-বিক্রয় করা	৩৫২
রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণের নগদ বিক্রি	৩৫২
মোযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়	৩৫৩
স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে বৃক্ষোপরি	
খেজুর বেচাকেনা করা	৩৫৪
আরিম্যার ব্যাখ্যা	৩৫৫
ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল	
ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা	৩৫৬
ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই	
খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা	৩৫৭
ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে যদি	
কেউ ফল বিক্রি করে	৩৫৭
বাকীতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা	৩৫৮
উত্তম খেজুরের বিনিময়ে খারাপ খেজুর	৩৫৮
স্ত্রী খেজুরের কাঁদিতে নয় খেজুরের	
রেনু প্রবিষ্ট করানো	৩৫৮
মাঠের ফসল ওজনকৃত খাদ্যশস্যের	
বিনিময়ে বিক্রি করা	৩৫৯
মূল শিকড় সমেত খেজুর গাছ বিক্রি	৩৫৯
কাঁচা ফল ও ফসল বিক্রি করা	৩৬০
খেজুর গাছের মাথি বিক্রি করা	৩৬০
ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ এবং	৩৬১
অংশীদারের নিকট বিক্রি	৩৬২
এজমালী জমি-বাড়ী ও অন্যান্য	
আসবাবপত্র বিক্রয়	৩৬২
কারো বিনা অনুমতিতে তার জন্য	
কোন দ্রব্য ক্রয় করা	৩৬৩
শত্রু রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং মুশরিকদের	
সাথে ক্রয়-বিক্রয়	৩৬৪

শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিকের নিকট থেকে	
কৃতদাস খরিদ করে তা দান করা	৩৬৫
প্রক্রিয়াজাত করার পূর্বে মৃত জন্তুর	
চামড়া ব্যবহার সম্পর্কে	৩৬৮
শূকর হত্যা করা	৩৬৯
মৃত জন্তুর চবি গলানো বৈধ নয়	৩৬৯
প্রাণহীন জিনিসের ছবি ক্রয়-বিক্রয়	৩৬৯
শরাবের ব্যবসা হারাম	৩৭০
বাধীন মানুষ বিক্রি করা গোনাহ	৩৭০
মদীনা থেকে বহিষ্কার	৩৭১
কৃতদাসের বিনিময়ে কৃতদাস	৩৭১
কৃতদাসীদের বিক্রি করার বর্ণনা	৩৭১
মোদাব্বির কৃতদাস বিক্রির বর্ণনা	৩৭২
ইন্দ্রাজ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দাসীকে	
নিয়ে সফরে গমন করা	৩৭৩
মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রি করা	৩৭৪
কুকুরের মূল্য	৩৭৪

অধ্যায়-১৩

কিতাবুল সালাম

(অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা)

মাপ নির্দিষ্ট করে আগাম বেচাকেনা	৩৭৬
নির্দিষ্ট ওজননে আগাম বেচাকেনা	৩৭৬
এমন ব্যক্তিকে আগাম মূল্য প্রদান.....	৩৭৭
খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয়	৩৭৯
আগাম ক্রয়-বিক্রয়ের যামানত রাখা	৩৮০
আগাম ক্রয়-বিক্রয়ের বন্ধক রাখা	৩৮০
সময় নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়	৩৮০
উষ্ট্রের বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে	
অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়	৩৮১
প্রতিটি অবিতক্ত স্থাবর.....	৩৮১
বিক্রির পূর্বে শুফআর অধিকারী	৩৮২
কোন প্রতিবেশী অধিক নিকটবর্তী	৩৮৩

অধ্যায়-১৪

কিতাবুল ইজারা

(ইজারার বর্ণনা)

সং ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করা	৩৮৪

কয়েক কীরাতের বিনিময়ে	
ছাগল-ভেড়া চরানো	৩৮৪
মুসলমান না পাওয়া গেলে মুশরিকদের	
শ্রমিক নিয়োগ করা	৩৮৫
যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তে শ্রমিক	
নিয়োগ করে.....	৩৮৫
জিহাদের ময়দানে শ্রমিক নিয়োগ করা	৩৮৬
ময়দুর নিয়োগ করে তার	
সময়সীমা উল্লেখ	৩৮৭
যদি কেউ এ উদ্দেশ্যে কোন মজুর	
নিয়োগ করে	৩৮৭
অর্ধ দিনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা	৩৮৮
আসর নামাযের সময় শ্রমিক নিয়োগ	৩৮৮
যে ব্যক্তি মজুরকে পারিশ্রমিক	
দিল না তার পাপ	৩৮৯
আসরের সময় থেকে রাত পর্যন্ত	
মজুর খাটানো	৩৮৯
এক ব্যক্তি কোন লোককে মজুর	
নিয়োগ করল	৩৯০
যে ব্যক্তি নিজেকে বোঝা বহনের	
কাজে নিয়োগ করল	৩৯৩
দালালীর প্রাপ্য	৩৯৩
অমুসলিম দেশে কোন ব্যক্তি কোন	
মুশরিকের মজুর খাটতে পারে কি?	৩৯৩
সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঝাড়ফুক	৩৯৪
দাস-দাসীর নিকট থেকে নির্ধারিত	
হারে অর্থ আদায়	৩৯৬
রক্ত মোক্ষণকারীর মজুরী প্রসঙ্গে	৩৯৬
গোলামের মালিকের সাথে আলোচনা	
করে কর কমিয়ে দেয়া	৩৯৬
বেশ্যা ও দাসীর উপার্জন	৩৯৭
পশুকে পাল দেয়ার মাশুল	৩৯৭
যদি কোন ব্যক্তি ভূমি ইজারা নেয়	৩৯৮
হাওয়ালা হওয়ার পর হাওয়ালা-	
কারীর নিকট দাবী করা যায় কি?	৩৯৮
যখন কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা	
করা হয়	৩৯৯

কারো ওপর মৃত ব্যক্তির ঋণের
হাওয়ালা করা ৩৯৯

অধ্যায়-১৫

কিতাবুল কেফালাহ (জামিন হওয়ার বর্ণনা)

দেনা ও কর্জের ব্যাপারে দৈহিক বা
আর্থিক দায় গ্রহণ ৪০১
যাদের সাথে তোমরা কসম করে
অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ ৪০২
যদি কেউ মৃত ব্যক্তির দেনার দায়
গ্রহণ করে ৪০৩
নবী (সা)-এর জামিনায় আবু বাকর
(রা)-কে নিরাপত্তা দান ৪০৪
ঋণ ৪০৮

অধ্যায়-১৬

কিতাবুল ওকালাত (প্রতিনিধিত্বের বর্ণনা)

ভাগ-বাটোয়ারা ইত্যাদিতে এক
শরীক অপর শরীকের..... ৪০৯
মুসলমানের পক্ষে অমুসলিমকে
.....প্রতিনিধি নিয়োগ ৪০৯
সোনা-রূপা ও গুজনে বিক্রয়যোগ্য ৪১০
রাখাল অথবা প্রতিনিধি দেখে যে
কোন বকরী মারা যাচ্ছে ৪১১
উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির
উকীল নিয়োগ ৪১২
ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১২
কোন প্রতিনিধিকে অথবা কোন কণ্ডমের
সুপারিশকারীকে কোন বস্তু হেবা করা ৪১৩
কোন লোককে কিছু দান
করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১৪
দ্বীলোক কর্তৃক বিয়ের ব্যাপারে
ইমামকে প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১৫
যদি কেউ কোন লোককে কোন
প্রতিনিধি নিয়োগ করে ৪১৫

যদি প্রতিনিধি কোন ঋণারূপ জিনিস
বিক্রি করে তবে ৪১৭
ওয়াকফকৃত সম্পদে প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১৭
শরীআত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগের
জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১৭
কোরবানীর উট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য
প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১৮
যখন কোন লোক তার প্রতিনিধি বলে ৪১৮
কোষাগার ইত্যাদির সচিবের প্রতিনিধিত্ব ৪১৯

অধ্যায়-১৭

কিতাবুল হারসে ওয়াল মুজারেআ (কৃষিকার্য ও ভাগচাষ)

খাদ্য শস্য উৎপাদন ও বৃক্ষ
রোপনের ফযীলত ৪২১
শুধু কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা ৪২১
ক্ষেত-খামার বৃক্ষ রোপনের জন্য
কুকুর গোষা ৪২২
চাষাবাদের কাজে গরুর ব্যবহার ৪২২
কোন ব্যক্তি বলল আমার খেজুর
ইত্যাদির বাগানে তুমি মেহনত কর ৪২৩
খেজুর গাছ ও ফলবান গাছ কাটা ৪২৩
অধিক বা অনুরূপ ফসলের শর্তে
ভাগে চাষাবাদ ৪২৩
ভাগচাষে যদি বছর নির্দিষ্ট না করা... ৪২৫
ইহদীর সাথে ভাগচাষ করা ৪২৬
ভাগচাষে যেসব শর্ত আরোপ মাকরুহ ৪২৬
কোন সম্প্রদায়ের অর্থে তাদের
অনুমতি ছাড়া কৃষিকাজ করা ৪২৬
নবী (সা)-এর সাহাবীদের ওয়াকফ
ও খাজনার জমি ৪২৮
যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি আবাদ করে ৪২৯
জমির মালিক বলল আমি তোমাকে
ততদিন অবস্থান করতে দিব ৪৩০
নবী (সা)-এর সাহাবীদের কৃষিকাজ ৪৩০

সোনা রূপার বিনিময়ে জমি

কেরায়া দেয়া ৪৩২

বৃক্ষ রোপন প্রসঙ্গে ৪৩৪

অধ্যায়-১৮

কিতাবুল মুসাকাত

(পানিসেচের বর্ণনা)

পানি পান প্রসঙ্গে ৪৩৬

কিছু লোকের মতে পানি বন্টন করা

হোক বা না হোক তা সাদকা ৪৩৬

পরিভূক্ত না হওয়া পর্যন্ত পানির

মালিক বেশী হকদার ৪৩৭

কেউ নিজের জায়গায় কূপ খনন করে ৪৩৮

কূপ নিয়ে বিবাদ ও তার মীমাংসা ৪৩৮

পথিককে পানি না দেয়ার গুনাহ ৪৩৮

নদী-নালায় পানি আটকানো ৪৩৯

নীচু জমির আগে উচু জমিতে

পানি সেচ ৪৪০

উচু জমির মালিক পায়ের গিরা পর্যন্ত

পানি নিয়ে নিবে ৪৪০

পানি পান করানোর ফযীলত ৪৪১

চৌবাচ্চা ও মশকের মালিক ৪৪২

আন্তাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কারো ৪৪৪

নহর থেকে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর

পানি পান করা ৪৪৪

ছালানি কাঠ ও গবাদি পশুর খাদ্য

বিক্রি ৪৪৫

জায়গীর দেয়া ৪৪৭

জায়গীর পিণিবদ্ধ করা ৪৪৭

পানি পানের স্থানে উট দোহন ৪৪৭

বাগানে বা খেজুর বনে পানির কূপ ৪৪৭

অধ্যায়-১৯

কিতাবুল ইসতিকরাদ

(ঋণের আদান-প্রদান)

ঋণ নেয়া ঋণ পরিশোধ করা ৪৪৯

যার কাছে মূল্য পরিমাণ অর্থ নেই ৪৪৯

পরিশোধ করার বা নষ্ট করার

উদ্দেশ্যে কারো সম্পদ গ্রহণ ৪৪৯

ঋণ পরিশোধ করা ৪৫০

উট ধার নেয়া ৪৫১

পাওনার জন্য ভদ্র ও উত্তম পন্থায়

তাগাদা করা ৪৫১

কম বয়সের উটের পরিবর্তে বেশী

বয়সের উট দেয়া ৪৫১

উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করা ৪৫২

পাওনা অপেক্ষা কম আদায় করা ৪৫৩

ঋণদাতার সংগে কথা বলা ৪৫৩

ঋণ থেকে পরিত্রাণ চাওয়া ৪৫৪

ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়া ৪৫৪

ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে

টালবাহানা জুলুমের শামিল ৪৫৫

পাওনাদার ব্যক্তির কড়া কথা

বলার অধিকার রয়েছে ৪৫৫

ঋণ, বিক্রয় ও আমানত হিসেবে

রক্ষিত ৪৫৫

যে ব্যক্তি পাওনাদারকে দু-এক

দিনের জন্য বিলম্বিত করল ৪৫৬

গরীব কিংবা অভাবী ব্যক্তির মাল

সম্পদ বিক্রি করে ৪৫৬

একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়া ৪৫৬

ঋণভার কমানোর সুপারিশ ৪৫৭

ধন-সম্পত্তির অপচয় ৪৫৮

গোলাম মনিবের সম্পদের রক্ষক ৪৫৯

অধ্যায়-২০

কিতাবুল খুসুমাছ

(ঋণড়া-বিবাদ মীমাংসা)

ঋণগ্রস্তকে স্থানান্তরিত করা ৪৬০

অজ্ঞ ও নির্বোধ ব্যক্তির লেনদেন ৪৬২

বিবদমানদের পরস্পরের বাক্যালাপ ৪৬৩

পাপে ও বিবাদে লিপ্ত লোকদের অবস্থা ৪৬৪

মৃত ব্যক্তির ওসিয়াতের দাবী ৪৬৫

কারো দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার

আশংকা থাকলে ৪৬৫

হেরেম শরীফে কাউকে বন্দী করে	
বেঁধে রাখা	৪৬৬
পাওনা আদায়ের জন্য ঋণী ব্যক্তির	
পিছনে লেগে থাকা	৪৬৬
ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা	৪৬৬

অধ্যায়-২১

কিতাবুল লুকতাহ

(কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বর্ণনা)

পড়ে থাকা জিনিসের মালিক	৪৬৮
হারিয়ে যাওয়া উট	৪৬৮
হারিয়ে যাওয়া বকরী	৪৬৯
এক বছরের মধ্যে পড়ে থাকা জিনিসের	
মালিকের খোঁজ পাওয়া না গেলে	৪৭০
নদীতে শুকনা কাঠ খণ্ড অথবা লাঠি	
জাতীয় কোন বস্তু পাওয়া গেলে	৪৭০
রাস্তাঘাটে খেজুর পাওয়া গেলে	৪৭০
মক্কাবাসীদের পড়ে থাকা জিনিসের	
ঘোষণা কিতাবে করা হবে	৪৭০
অনুমতি ছাড়া কারো পশু দোহন	
করবে না	৪৭২
পড়ে থাকা জিনিসের মালিক যখন	
এক বছর পরে ফিরে আসে	৪৭২
পড়ে থাকা জিনিস যাতে নষ্ট না হয়	৪৭৩
যে ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিসের	
ঘোষণা করেছে	৪৭৪

অধ্যায়-২২

কিতাবুল মাজালিম ওয়াল কিসাস

(জুলুম প্রতিরোধ ও হত্যার প্রতিশোধ)

জুলুম ও অপহরণ	৪৭৬
অপরাধের দণ্ড	৪৭৭
জালিমের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত	৪৭৭
মুসলমান মুসলমানের উপর জুলুম	
করবে না	৪৭৮
তোমার ভাইকে সাহায্য কর	৪৭৯
মজলুমকে সাহায্য করা	৪৭৯

জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ	৪৮০
মজলুমের ক্ষমা	৪৮০
জুলুম কিয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার	
রূপ ধারণ করবে	৪৮১
মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করা ও	
তা থেকে বেঁচে থাকা	৪৮১
কেউ যদি কারো ওপর অত্যাচার করে	৪৮১
যদি কেউ কারো জুলুম বা অন্যায়	
ক্ষমা করে দেয়	৪৮১
যদি কোন ব্যক্তি কাউকে অনুমতি	
প্রদান করে	৪৮২
কারো জমি কেড়ে নিলে তার গুনাহ	৪৮২
যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন	
বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে	৪৮৩
যে ব্যক্তি জেনে শুনে ঝগড়া করে	৪৮৪
ঝগড়া বিবাদকালে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ	৪৮৫
জালিমের মাল মজলুমের হস্তগত হয়	৪৮৫
ছায়াযুক্ত জায়গা প্রসঙ্গে	৪৮৬
কোন প্রতিবেশী যেন তার.....	
দেয়ালে খুঁটি লাগাতে নিষেধ না করে	৪৮৬
রাস্তায় মদ ঢেলে দেয়া	৪৮৬
বাড়ীর আঙ্গিনা ও রাস্তায় বসা	৪৮৭
রাস্তায় কূপ খনন করা	৫৮৮
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা	৪৮৮
দালানের ছাদে চিলেকোঠা নির্মাণ	৪৮৮
যে ব্যক্তি নিজের উট মসজিদের	
দরজার সাথে বেঁধে রাখে	৪৯৪
লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে	
দাঁড়ান ও পেশাব করা	৪৯৪
যে ব্যক্তি ডালপালা এবং কষ্টদায়ক	
বস্তু রাস্তা থেকে তুলে ফেলে	৪৯৫
যদি এজমালি পতিত জমিতে	
রাস্তার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়	৪৯৫
মালিকের অনুমতি ছাড়া লুটপাট	৪৯৫
ক্রুশ ভেঙে ফেলা ও শুকর হত্যা করা	৪৯৬
শারাবের মটকা ভেঙে ফেলা	৪৯৬
যে নিজের হেফায়তের জন্য নিহত হয়	৪৯৭

যদি কেউ অন্য কারো পিয়াল বা	
কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেলে	৪৯৭
যদি কোন ব্যক্তি কারো দেয়াল	
ফেলে দেয়	৪৯৮

অধ্যায়-২৩

কিতাবুল শিরকা

(অংশীদারিত্ব)

খাদ্য, পাথের এবং দ্রব্যসামগ্রীতে	
অংশগ্রহণ	৫০০
কোন মালের দুই জন অংশীদার হলে	৫০২
ছাগল-ভেড়ার বটন	৫০২
একত্রে খেতে বসলে সংগীর	
অনুমতি ভিন্ন	৫০৩
শরীকদের মধ্যে এজমালী বস্তুর	
উচিত মূল্য নির্ধারণ	৫০৪
লটারীর মাধ্যমে অংশ নিরূপণ	৫০৫
ইয়াতীম ও ওয়ারিশদের অংশীদারিত্ব	৫০৫
জমি ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব	৫০৭
যদি অংশীদাররা ঘর ইত্যাদি বটন	
করে নেয়	৫০৭
সোনা রূপা ও নগদ লেনদেনের	
বস্তুতে অংশীদারিত্ব	৫০৭
যিহী ও মুশরিকদের ভাগচাষে	
অংশীদারিত্ব	৫০৮
ছাগল-ভেড়ার ইনসাফ ভিত্তিক বটন	৫০৮
খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতিতে অংশীদারিত্ব	৫০৮
দাস-দাসীতে অংশদারিত্ব	৫০৯
কোরবানীর জন্তু ও উটে অংশগ্রহণ	৫০৯
বটনকালে দশটি ভেড়া-বকরীকে	
একটা উটের সমান মনে করা	৫১১

অধ্যায়-২৪

কিতাবুল রাহন

(বন্ধক সংক্রান্ত বর্ণনা)

স্থায়ী বাসস্থানে থাকা অবস্থায়	
বন্ধক রাখা	৫১২
নিজ বর্ম বন্ধক রাখা	৫১২

অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখা	৫১২
বন্ধক রাখা জন্তুর ওপর আরোহণ করা	৫১৩
ইহুদী ও অন্যান্য অমুসলিমদের নিকট	
বন্ধক রাখা	৫১৩
বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা কিংবা	
অনুরূপ কারো মধ্যে মতাবিরোধ	৫১৪

অধ্যায়-২৫

কিতাবুল ইত্বক ওয়াল ফাদলাহা

(ক্রীতদাস মুক্ত করা ও তার মর্যদার বর্ণনা)

দাসমুক্ত করা ও তার ফযীলত	৫১৬
কোন ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম	৫১৬
সূর্যগ্রহণ বা অনুরূপ কোন নিদর্শন	৫১৭
দুই বা ততোধিক জনের মালিকানা ভুক্ত	
দাস-দাসী	৫১৭
কোন ব্যক্তি যদি যৌথ মালিকানাধীন	
কোন দাসের নিজ অংশমুক্ত করে	৫১৯
ভুলক্রমে দাসমুক্ত করা	৫১৯
যদি কেউ তার গোলাম সম্পর্কে বলে	
যে, সে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট	৫২০
উম্মুল ওয়ালাদ সম্পর্কে হাদীসে	
যা উল্লেখিত হয়েছে	৫২১
মুদারার ক্রীতদাসের ক্রয়-বিক্রয়	৫২২
দাসের অভিভাবকত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা	৫২৩
যদি কোন ব্যক্তির মুশরিক ভাই বা	
বোন যুকে বন্দী হয়ে আসে	৫২৩
মুশরিক কৃতদাসকে আযাদ করা	৫২৪
কোন আরব দাস-দাসীর মালিক হলে	৫২৪
নিজের দাসীকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার	
শিক্ষা দেয়ার মর্যাদা	৫২৭
দাস-দাসীরা তোমাদের ভাই	৫২৮
যে ক্রীতদাস উত্তমরূপে তার মহান	
প্রভুর ইবাদত করে	৫২৯
দাসদের প্রতি হাত উঠানো	৫৩০
শিরোনামের সাথে সাদৃশ্য	৫৩১
খাদেম খাদ্য পরিবেশন করলে	৫৩২

দাস তার মালিকের সম্পদ	
রক্ষণাবেক্ষণকারী	৫৩২
কেউ তার দাসকে তার মুখমণ্ডলে	
মারবে না	৫ ৩৩

অধ্যায়-২৬

কিতাবুল মুকাতিব

(ছুক্তিবদ্ধ দাসের বর্ণনা)

চুক্তির ভিত্তিতে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস	৫৩৪
মুকাতিব গোলামের সাথে যে ধরনের	
শর্ত করা যেতে পারে	৫৩৫
মুকাতিব দাস বা দাসীর সাহায্য প্রার্থনা	৫৩৬
মুকাতিব গোলাম যদি কাউকে বলে....	৫৩৮

অধ্যায়-২৭

কিতাবুল হেবা ওয়া ফাদলিহা

(ওয়াদাত—তাহরীস আলহিহা)

(দান করার মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে
উৎসাহিত করা)

অল্প পরিমাণ জিনিস দান করা	৫৩৯
বন্ধু বা সংগীদের কাছে কোন	
জিনিস চাওয়া	৫৪০
পান করার জন্য পানি চাওয়া	৫৪১
শিকারের উপহার গ্রহণ করা	৫৪২
উপহার গ্রহণ করা	৫৪২
নির্দিষ্ট জীবের ঘরে পালা বা রাত্রি	
যাপনের দিন	৫৪৪
যে উপহার বা হাদিয়া ফিরিয়ে	
দেয়া যাবে না	৫৪৭
কাছে নেই এমন জিনিস দান করা	৫৪৭
হেবা বা দানের প্রতিদান দেয়া	৫৪৮
নিজের সন্তানকে কোন জিনিস	
হাদিয়া বা উপহার দেয়া	৫৪৮
দানের ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী মানা	৫৪৮
স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক	
স্বামীকে দান করা	৫৪৯

বিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে

অন্য কাউকে দান করা	৫৫০
হাদিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার	৫৫১
কোন কারণে উপহার গ্রহণ না করা	৫৫২
যদি কেউ কোন জিনিস দান করে	৫৫৩
দানকৃত গোলাম বা অন্য জিনিস	৫৫৩
কেউ কাউকে কোন জিনিস দান করলে	৫৫৪
পাওনা মাফ করে দেয়া	৫৫৫
এক ব্যক্তি কর্তৃক এক দল লোককে	
দান করা	৫৫৫
দখলকৃত ও দখলকৃত নয় এবং	
বটনকৃত নয় এমন সম্পদ	৫৫৬
কয়েক ব্যক্তি মিলে এক ব্যক্তিক	
দান করা	৫৫৭
কাউকে কিছু দান করার সময় গর	
সংগীরাও তার সাথে উপস্থিত থাকলে	৫৫৯
কোন ব্যক্তিকে সে যে উটের পিঠে	
আরোহণ করে আছে সেটি দান করা	৫৫৯
এমন কিছু উপহার দেয়া যা পরিধান...	৫৬০
মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা	৫৬১
মুশরিকদের হাদিয়া দেয়া	৫৬৩
সদকা বা দান ফিরিয়ে নেয়া	৫৬৪
উমরা ও রুকবা করা	৫৬৫
ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য	
কিছু ধার নেয়া	৫৬৬
নব দম্পতির বাসর রাতে ব্যবহারের	
জন্য কিছু ধার নেয়া	৫৬৬
দুধ পানের জন্য উট বা বকরী দান	
করার মর্যাদা	৫৬৬
প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দাসী সেবা বা	
খেদমতের জন্য দান করা	৫৬৯

অধ্যায়-২৮

কিতাবুল শাহাদাত

(সাক্ষ্যদানের মর্যাদা)

বাদীকেই প্রমাণ করতে হবে	৫৭১
কেউ কোন লোকের সং স্বভাবের	
বর্ণনা দিতে গিয়ে	৫৭২

অন্তরালে অবস্থান করে সাক্ষ্যদান	৫৭৫	পুরুষ লোক অন্য পুরুষ	
এক বা একাধিক ব্যক্তির কোন		লোকের নির্দোষিতা বর্ণনা করলে	৫৯৬
বিষয়ে সাক্ষ্যদান	৫৭৬	শিশুদের সাবলকত্ব প্রাপ্তি ও সাক্ষ্যদান	৫৯৭
সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্যদাতা	৫৭৬	বিচারক কসম করানোর পূর্বে	
কাজে সাফাই প্রমাণের ব্যাপারে		বাদীকে জিজ্ঞেস করবে	৫৯৮
কতজনের সাক্ষ্য গ্রহণ	৫৭৭	অর্থ-সম্পদ ও হদের ব্যাপারে	
বংশধারা, স্তন্যদান, বহু পূর্বের মৃত্যু		বিবাদীকে কসম করতে হবে	৫৯৯
সম্পর্কে সাক্ষ্যদান	৫৭৮	কেউ কোন দাবী উত্থাপন করলে	৬০১
অপবাদ আরোপকারী, চোর ও		আসরের পর মিথ্যা শপথ করা	৬০২
ব্যভিচারীর সাক্ষ্যদান	৫৮০	বিবাদীর কসম বাধ্যতামূলক	৬০২
অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী মানলে সাক্ষী		যারা শপথ করতে প্রতিযোগিতা করে	৬০৩
দেয়া চলবে না	৫৮২	যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও	
মিথ্যা সাক্ষ্যদান করা	৫৮৬	কসম নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে	৬০৩
অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন ব্যাপারে		কিভাবে হলফ করানো হবে	৬০৪
সিদ্ধান্তদান	৫৮৪	বিবাদীর শপথের পর সাক্ষ্য-প্রমাণ	
স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যদান	৫৮৬	উপস্থিত করলে	৬০৫
ক্রীতদাস-দাসীদের সাক্ষ্য	৫৮৬	ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দান করা	৬০৬
স্তন্যদানকারী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যদান	৫৮৭	সাক্ষ্য বা অনুরূপ বিষয়ে মুশরিকদের	
স্ত্রীলোকদের একে অপরের		জিজ্ঞাসা করা যাবে না	৬০৭
ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য	৫৮৭	জটিল বিষয়ে লটারী করা	৬০৮

অধ্যায়—৯
 ڪتاب الزكاة
 (যাকাতের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা। মহান আল্লাহ বলেন:

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও।”

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: নবী (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ান আমাকে বলেছেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে নামায কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিতেন।

১৩.৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

১৩০৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মুয়ায (রা)-কে ইয়ামান দেশে পাঠান এবং তাঁকে বলেন, তুমি (প্রথমে) তাদেরকে এ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে, আল্লাহ প্রত্যহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে তাদের জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের ওপর তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। ঐ যাকাত তাদের মধ্যকার ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টিত হবে।

১৩.৬. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَالَهُ مَالَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَبَّ مَالَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

১৩০৬. আবু আইউব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-কে বলল, আমাকে বেহেশতে যাবার উপায় স্বরূপ একটি কাজের কথা বলে দিন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল; 'চমৎকার প্রশ্ন তো!' নবী (সঃ) বললেন, সে জরুরী প্রশ্ন করেছে, চমৎকার প্রশ্ন তার। (তারপর তাকে বললেনঃ) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, (যথারীতি) নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে।

১৩.৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتَهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا .

১৩০৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত পরিশোধ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। বেদুইন বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এর অতিরিক্ত আমি কিছুই করব না। (আবু হুরাইরা বলেন,) লোকটি চলে গেলে নবী (সঃ) বললেনঃ যে ব্যক্তি কোন জ্ঞানাতবাসীকে দেখে আনন্দ লাভ করতে চায় সে যেন এ লোকটিকে দেখে।^১

১৩.৮. عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رِبْعَةٍ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَيْنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤْتُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدَّبَائِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْفَتِ .

১৩০৮. আবু জামরা (রাঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, একদা আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর

১. হজ্জ তখনো ফরয হয়নি। তাই বেদুইন লোকটিকে হজ্জের কথা বলা হয়নি।

রসূল! আমাদের এ গোত্রটি “রাবীআ” গোত্রেরই একটি শাখা। আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তী স্থলে কাফের “মুদার” গোত্রটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। (যার ফলে) ‘মাহে হারাম’^২ ব্যতীত (অন্য মাসে) আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। সুতরাং আমাদেরকে এমন কিছু নির্দেশ দান করুন, যা আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে নিজেরাও আমল করতে পারি এবং আমাদের লোকদেরকেও (যাদের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি) এর প্রতি আহবান জানাতে পারি। নবী (সঃ) বললেনঃ আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। (যে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি তা হলো) (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই। এই বলে তিনি নিজের হাত দ্বারা ইংগিত করেন,^৩ (২) নামায কয়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা এবং (৪) গনীমতের (জিহাদলব্ধ মাল) এক-পঞ্চমাংশ (ইমামের নিকট) জমা দেয়া। আর আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হস্তাম, নাকীর ও মুযাফ্ফাত^৪ (এ চারটি পানপাত্রের ব্যবহার) থেকে নিষেধ করছি। সুলায়মান ও আবু নুমান হাম্বাদের সূত্রে বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো এ কথায় সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

১৩.৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرٌ مِنْ كَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَهُ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحُسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ -

১৩০৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের পর এবং আবু বাকর (রা)-র খেলাফতকালে আরবের কোন কোন গোত্র কাফের হয়ে গেল, তখন (আবু বাকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করলে) উমর (রাঃ) বলেন, আপনি কিরূপে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন (যারা কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে), অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) লোকদের বিরুদ্ধে

২. ‘মাহে হারাম’-যে সব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম। এ মাসগুলো হল মুহররম, রজব, জিলকাদ ও জিলহজ্জ। গোটা আরব সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে।

৩. অর্থাৎ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার সময় নবী (সঃ) হাত মুঠিবদ্ধ করে শাহাদত আব্দুল উত্তোলন করে আল্লাহর একত্বের প্রতি ইংগিত করেন।

৪. ‘দুব্বা’-লাউয়ের খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র বিশেষ। ‘হস্তাম’-মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ। ‘নাকীর’-কাঠের পাত্র বিশেষ। ‘মুযাফ্ফাত’ তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ। এসব পাত্রে তৎকালে শরাব রাখা হত।

যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই)। আর যে ব্যক্তি এটা বলল, সে তার জ্ঞান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করল। অবশ্য আইনের দাবী আলাদা (অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে) এবং তার প্রকৃত বিচারভার আল্লাহর ওপর। তখন আবু বাকর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হচ্ছে মালের উপর আরোপিত অবশ্য দেয়। আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে এমন একটি ছাগল-ছানা প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করত, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবু বাকরের হৃদয়কে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য উনুজ্ঞ করে দিয়েছিলেন। তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই (অর্থাৎ আবু বাকরের অভিমত) সঠিক।

২-অনুচ্ছেদ : যাকাত দেয়ার ব্যাপারে বায়আত করা। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের সম্পর্কে বলেন :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ .

“যদি তারা (কুফরী থেকে) তওবা করে নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই”-(তাওবাঃ ১১)।

১২১. قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْبِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

১৩১০. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণকামী হওয়ার ব্যাপারে বায়আত করেছি।

৩-অনুচ্ছেদ : যাকাত প্রতিরোধকারীদের ওনাহ। মহান আল্লাহ বলেন :

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ *يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ *

“আর যারা সোনা ও রূপা সঞ্চিত্ত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দান করুন। (সেদিন ঐ সব (সোনা-রূপা) দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ এবং

তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। (এবং বলা হবে) এটা তোমরা নিজেদের জন্য যা সংরক্ষণ করেছিলে তার প্রতিফল। সুতরাং যা তোমরা সংরক্ষণ করেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ কর”— (সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫)।

১৩১১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ إِلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَخْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تَحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ.

১৩১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, উটের যা হক (দেয়) রয়েছে উটের মালিক যদি তা আদায় না করে তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ উট পূর্বের চাইতেও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে পিষ্ট করতে থাকবে। (তদুপ) বকরীর যা হক (দেয়) রয়েছে তার মালিক যদি তা আদায় না করে তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ বকরী পূর্বের চাইতে শক্তিশালী অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে দলন করতে ও শিং দ্বারা গুতোতে থাকবে। নবী (সঃ) বলেনঃ তার হকসমূহের মধ্যে একটি হল পানি পান করাবার স্থানে ওদের দোহন করা (এবং দরিদ্রদের মাঝে দুধ বিতরণ করা)। ৫ নবী (সঃ) আরো বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকেও যেন চিৎকাররত কোন বকরী কাঁধে বহন করে উপস্থিত হতে না হয় এবং বলতে না হয়, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! (আমাকে রক্ষা করুন) আর আমাকে যেন বলতে না হয়, আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্য (আজ) আমি কিছুই করতে পারি না। আমি তো (আল্লাহর হুকুম) আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আর তোমাদের কাউকেও যেন চিৎকাররত কোন উট কাঁধে বহন করে উপস্থিত হতে না হয় এবং বলতে না হয়, হে মুহাম্মাদ (সঃ) (সাহায্য করুন)! এবং আমাকেও যেন বলতে না হয়, তোমার ব্যাপারে কিছু করার এখতিয়ার (আজ) আমার নেই। আমি তো পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি।

১৩১২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثْلُ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبْيَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ

৫. গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত দেয়া ফরয। কিন্তু দরিদ্রের মাঝে দুধ বিতরণ ফরয নয়, নফল সদকা বিশেষ।

بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ .

১৩১২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার জন্য একটি টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে- যার (চোখ দুটোর ওপর) দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার গলদেশে পঁটানো হবে। অতপর সাপটি ঐ ব্যক্তির উভয় অধর প্রান্ত (কামড়ে) ধরে বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভান্ডার। তারপর নবী (সঃ) এ আয়াত পাঠ করেনঃ “এবং আল্লাহ যাদেরকে কৃপা করে যা কিছু দান করেছেন তা নিয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। কবুতঃ এটা হবে তাদের পক্ষে অকল্যাণকর। তারা যে বিষয়ে কার্পণ্য করছে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় (বেড়ির ন্যায়) জড়ানো হবে”-(আল ইমরানঃ ১৮০)।

৪-অনুচ্ছেদ : যে মালের যাকাত আদায় করা হয় তা ‘কানয’ বা সঞ্চয়ের পর্যায়ে পড়ে না। কেননা নবী (সঃ) বলেছেন : পাঁচ উকিয়ার ৬ (রূপা) কমে যাকাত নেই।

১৩১৩. عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبَرَنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ كَنْزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهْرًا لِلْأَمْوَالِ .

১৩১৩. খালিদ ইবনে আসলাম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-র সাথে বের হলাম। এক বেদুইন (তৌকে) বলল, আমাকে “যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে...” আয়াতের মর্মার্থ বলে দিন। ইবনে উমর (রঃ) বললেন, যে ব্যক্তি সোনা-রূপা সঞ্চিত করে রেখেছে এবং তার যাকাত আদায় করেনি তার পরিণতি অত্যন্ত অন্তত। আর প্রয়োজনের অতিরিক্তটুকু আল্লাহর পথে ব্যয় করার হুকুম যাকাত সম্পর্কিত নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগেকার। যাকাতের আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ যাকাতকে মাল পবিত্রকরণের উপকরণ বানিয়ে দিলেন।

১৩১৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ نُوْدٌ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةٍ أَوْسُقٌ صَدَقَةٌ .

৬. পাঁচ উকিয়া হল তৎকালীন দু'শ দিরহাম আর বর্তমানে সাড়ে বায়ার তোলা রূপার সমান।

১৩১৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : পাঁচ উকিয়ার কমে (রূপার মধ্যে) যাকাত নেই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের^৭ কমে (শস্যের মধ্যে) কোন যাকাত নেই।

১৩১৫. عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبِذَةِ فَأَذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مِنْزِلَكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَأَخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِيْنَا وَفِيهِمْ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ وَكُتِبَ إِلَى عُثْمَانَ يَشْكُونِي فَكُتِبَ إِلَى عُثْمَانَ أَنْ أَقْدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَانَهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَتَجَبَّيْتُ فَكُنْتُ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَرُوا عَلَى حَبْشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ .

১৩১৫. যায়েদ ইবনে ওয়াহব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা (মদীনার নিকটবর্তী) ‘রাবায়া’^৮ নামক স্থানে গেলাম। সেখানে আবু যার (গিফারী)-এর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ জায়গায় কেন এসেছেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় ছিলাম। সেখানে আমার ও মুয়াবিয়ার মধ্যে “যারা সোনা-রূপা সঞ্চিত করে...” আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়। মুয়াবিয়া বললেন, এ আয়াত আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আমাদের (মুসলমানদের) ও আহলে কিতাবদের (উভয়ের) উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার ও তাঁর মধ্যে খুব বাদানুবাদ চলতে থাকে। অবশেষে মুয়াবিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে উসমানকে চিঠি লিখেন। উসমান আমাকে লিখলেন, আমি যেন মদীনায় চলে আসি। সুতরাং আমি মদীনায় চলে এলাম। এখানে এলে লোকেরা আমার নিকট এমনভাবে ভীড় জমাতে লাগল যেন তারা ইতিপূর্বে আমাকে কখনো দেখেনি (এবং আমার সিরিয়া ত্যাগের কারণ জানতে চাইল)। আমি এ ব্যাপারে উসমানকে অবহিত করলে তিনি আমাকে বললেন, যদি (তুমি ঝামেলা থেকে) দূরে থাকতে চাও তবে মদীনার অদূরে কোন (নিভৃত) স্থানে অবস্থান কর। আর এটাই সেই কারণ যা আমাকে এ জায়গায় আসতে বাধ্য করেছে (অর্থাৎ উসমানের আদেশেই আমি এখানে অবস্থান করছি)। যদি খলীফা কোন হাবশীকেও আমার নেতা নিযুক্ত করেন, তবে আমি তার কথা শুনব এবং তার আনুগত্য করব।

৭. ‘পাঁচ ওয়াসাক’ এ দেশীয় ওজনে প্রায় আটশ মন। হানাফী মতে পাঁচ ওয়াসাকের কমেও উশর দিতে হয়।

৮. ‘রাবায়া’ মদীন শহর থেকে মক্কার পথে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আবু যার গিফারী (রাঃ) উসমান (রাঃ)-র আদেশক্রমে মদীন থেকে রাবায়ায় চলে যান এবং বাকী জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেন। তাঁর মাযার সেখানেই বিদ্যমান।

۱۳۱۶. عَنْ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَلَأٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنَ الشَّعْرَ وَالنِّيَابَ وَالْهَيْئَةَ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلْمَةٍ تُدْنَى أَحَدَهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةٍ تُدْنِيهِ يَتَرَلْزَلُ ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَذْرِي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا قَالَ لِي خَلِيلِي قَالَ قُلْتُ وَمَنْ خَلِيلُكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَبْصِرُ أَحَدًا قَالَ فَتَنَظَّرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا أَتَفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ وَأَنْ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا وَلَا وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ .

১৩১৬. আহনাফ ইবনে কায়েস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি কুরাইশদের একদল লোকের মাঝে বসা ছিলাম। ইঠাৎ সেখানে উক্খুখ চুলধারী, মোটা পোশাক পরিহিত ও আলুথালু অবয়ব বিশিষ্ট এক লোকের আবির্ভাব ঘটল। লোকটি (সোজা) তাদের নিকট এসে দাঁড়াল এবং সালাম করে বলল, ‘সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, একটি পাথর জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের একজনের বুকের ওপর রাখা হবে যা তার কাঁধের হাড়গোড় ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। তারপর পাথরটি আবার তার কাঁধের ওপর রাখা হবে যা তার বক্ষস্থল ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং পাথরটি (অগ্নিদাহে) কাঁপতে থাকবে।’ অতপর লোকটি পেছন দিকে সরে গিয়ে একটি খুঁটির কাছে গিয়ে বসে পড়ল। আমিও তার পিছু পিছু এসে তার নিকটেই বসে পড়লাম। কিন্তু সে কে তা আমি জানতাম না। আমি তাকে বললাম, তুমি যা বললে তাতে লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে আমার মনে হল। সে বলল, তারা কিছুই বুঝে না। অথচ (একথা) আমার বন্ধু বলেছেন। আমি বললাম, তোমার বন্ধু বলতে তুমি কাকে বুঝাচ্ছ? সে বললঃ (আমার বন্ধু হচ্ছেন) ‘নবী’ (সঃ)। (তিনি বলেছেন) হে আবু যার! তুমি কি উহদ পাহাড় দেখতে পাচ্ছ? আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দিনের কিছু অংশ তখনো বাকী রয়েছে (অর্থাৎ সূর্য তখনো অস্ত যায়নি)। আমি ধারণা করছিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) (হয়ত বা) তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে (কোথাও) পাঠাবেন। আমি বললাম, হী (দেখতে পাচ্ছি)। তিনি বললেনঃ আমি এটা মোটেই পসন্দ করি না যে, উহদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আমার হোক আর আমি তা (আমার নিজের জন্য) খরচ করি। শুধু তিনটি স্বর্ণমুদ্রা হলেই আমার জন্য যথেষ্ট। (তারপর আবু যার বললেন) অথচ এরা তো কিছুই বুঝে

না। এরা শুধু দুনিয়া সঞ্চয় করছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) আমি এদের নিকট পার্থিব কিছুই চাইব না (বরং স্বল্পতেই তুষ্ট থাকব) এবং দীন সম্পর্কেও এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করব না [বরং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যা শুনেছি তা-ই যথেষ্ট মনে করব]।

৫-অনুচ্ছেদ : ধন-সম্পদ সংপথে ব্যয় করা।

১২১৭. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَاسْلَطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا .

১৩১৭. ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ঈর্ষা বা হাসাদ^১ বৈধ নয়। প্রথম ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে তাকে তা সংকাজে ব্যয় করার যথেষ্ট মনোবলও দান করেছেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ‘হিকমত’ (জ্ঞান) দান করেছেন এবং সে তদ্বারা (সঠিক) মীমাংসা করে ও (লোকদের) তা শিখায়।

৬-অনুচ্ছেদ : দান-খয়রাতে প্রদর্শনেচ্ছা। মহান আল্লাহ বলেন:

قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (البقرة - ২৬৬)

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ষোঁটা ও ক্রেশ দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বিনষ্ট কর না, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে (শুধু) লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় অর্থ দান করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তির উপমা এরূপ, যেমন এক বৃহৎ মসৃণ পাথর, যার ওপর কিছু পরিমাণ মাটি (জমে) থাকে, অতপর তাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়; তখন সেটাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয়। (তদুপ দানের মাধ্যমে) তারা যা কিছু অর্জন করেছে তদ্বারা (কপটতা ও লোক দেখানো

১- হাসাদ : এখানে গিবতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো: অপরের ভালো দেখে সেরূপ হাসিল করার বাসনা। এরূপ ঈর্ষা বা গিবতা করা বৈধ।

উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে) কোন বিষয়েই তারা সুকল পাবে না এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ দেখান না”- (সূরা বাকারা : ২৬৪)।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْئٌ وَقَالَ عِكْرَمَةُ وَابِلَ مَطَرٌ شَدِيدٌ وَالطَّلُّ
النَّدَى

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, “সালদান” শব্দের অর্থ এমন বতু যার ওপর কোন কিছুই চিহ্ন নেই। ইকরামা (র) বলেন : “ওয়াবিল” শব্দের অর্থঃ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত, আর “তাল্লুন” শব্দের অর্থ শিশির বা হালকা বৃষ্টি।

৭-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ অবৈধ উপায়ে অর্জিত মালের সদকা (দান-খ.রাত) গ্রহণ করেন না। শুধুমাত্র বৈধ পন্থায় অর্জিত মালের সদকাই গ্রহণযোগ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

لِقَوْلِهِ تَعَالَى - قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ
غَنِيٌّ حَلِيمٌ

“যে দানের পেছনে ক্রেশ রয়েছে সে দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর এবং আল্লাহ মহাসম্পদশালী ও সহিষ্ণু”- (বাকারা : ২৬৩)।

৮-অনুচ্ছেদ : বৈধ উপায়ে অর্জিত মাল থেকে সদকা (দান) করা। মহান আল্লাহ বলেন :

لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

“আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন ও দানকে বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী পাপীদেরকে ভালবাসেন না। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। (পরকালে) তাদের জন্য (কোনরূপ বিপদের) আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না” (বাকারা: ২৭৬-২৭৭)।

١٣١٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ ثَمَرَةٍ مِنْ كَسَبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا يَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهَ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ .

১৩১৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বৈধ উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, আর আল্লাহ তো পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছুই কবুল করেন না, আল্লাহ ঐ দান নিজের ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতপর তিনি তা দানকারীর জন্য পরিপোষণ করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের অশ শাবক পরিপোষণ করে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ দান পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।

৯-অনুচ্ছেদ : গ্রহীতার প্রত্যাখ্যানের পূর্বে দান করা উচিত।

১৩১৯. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا (بِهَا)

১৩১৯. হারিসা ইবনে ওয়াহব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা দান কর। কেননা তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক তার যাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে, অথচ এমন কাউকে খুঁজে পাবে না যে তা গ্রহণ করবে। লোকে বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে তবে অবশ্যই আমি গ্রহণ করতাম, কিন্তু আজ আর আমার এর প্রয়োজন নেই।

১৩২০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضُ حَتَّى يَهْمُ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي.

১৩২০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদের এতটা প্রাচুর্য দেখা না দেবে যে, তা ভাঙার ভর্তি হয়ে উগচে পড়বে। এমনকি সম্পদের মালিক তখন ভাবনায় পড়বে যে, কে তার দান (যাকাত) গ্রহণ করবে এবং সে ঐ সম্পদ (দানের জন্য) পেশ করবে। কিন্তু যার সামনেই সে তা পেশ কবে সে-ই বলবে, আমার (ধন-সম্পদের) প্রয়োজন নেই।

১৩২১. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعِيْلَةَ وَالْأُخْرَى يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ وَأَمَّا الْعِيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقْفَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانُ يَتَرَجَّمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا فَلَيَقُولَنَّ بَلَى ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَلَيَقُولَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ

يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِينَ حَدَّكُمْ
النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِيكُمْ طَبِيبَةً .

১৩২১. আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদা) নবী (সঃ)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় দু'জন লোক তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হল। তাদের একজন দারিদ্র্যের অনুযোগ করল এবং অপরজন রাহাজানির (অর্থাৎ পথ-ঘাটের নিরাপত্তাহীনতার) অভিযোগ করল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : রাহাজানি সম্পর্কে কথা এই যে, অচিরেই (বাণিজ্যিক) কাফেলাসমূহ প্রহরী ছাড়াই মক্কা গমন করবে। দারিদ্র্য সম্পর্কে কথা এই যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না (অবস্থা এরূপ দাঁড়াবে যে) তোমাদের কেউ নিজের যাকাতের অর্থ নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াবে অথচ এমন কাউকে সে খুঁজে পাবে না যে তার কাছ থেকে ঐ অর্থ গ্রহণ করবে। তারপর নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ (এক দিন) আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকবে না এবং কথা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কোন দোতায়ীও থাকবে না। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি? সে বলবেঃ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি কি তোমার নিকট রসূল পাঠাইনি? সে বলবেঃ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। অতপর সে তার ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তারপর সে তার বাম দিকে নয়র করবে, কিন্তু (সেখানেও) আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও যেন নিজেকে দোষখের আগুন থেকে রক্ষা করে। যদি এটাও সে না পায় (অর্থাৎ সামান্য খেজুর দেয়ার সামর্থ্যও যদি না থাকে) তবে উত্তম কথা দিয়ে (দোষখের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে)।

১৩২২. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ
الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيَرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ
يَتَّبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يُلْذَنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ .

১৩২২. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি যাকাতের সোনা নিয়ে ইতস্তত ঘুরতে থাকবে কিন্তু এমন কাউকে সে খুঁজে পাবে না যে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে। আরো দেখা যাবে যে, পুরুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও নারীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অধীনে থাকবে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করবে।

১০-অনুচ্ছেদ : এক টুকরা খেজুর কিংবা আরো নগণ্য কিছু দান করে হলেও (দোষখের) আগুন থেকে বেঁচে থাকা মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَوْلُهُ تَعَالَى - وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَيَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَمَثَلُ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نُخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ .

“যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং মানসিক দৃঢ়তা সহকারে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত উদ্ভে অবস্থিত উদ্যানের অনুরূপ, যাতে প্রচলিত বারিষারা বর্ষিত হয়, অনন্তর তাতে দ্বিগুণ ফল-শস্য উৎপন্ন হয়; আর যদি তাতে তেমন প্রচলিত বারিষাত নাও হয় তবে হালকা শিশিরই তার জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী খুব প্রত্যক্ষ করছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পসন্দ করে যে, তার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান হয় যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত এবং তাতে রয়েছে সকল প্রকারের ফল ফলাদি”-
(বাকারা: ২৬৫-২৬৬)

১২২২. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نَحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا مُرَأًى وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَنَى عَنْ صَاعٍ هَذَا فَنَزَلَتْ الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *

১৩২৩. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যাকাত ও দান-খয়রাত সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা শ্রমের কাজ করতাম। একজন লোক (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) এসে বহু অর্থ-সম্পদ দান করে দিলেন। ঐ সময় (মুনাফিক) লোকেরা বলতে লাগল, এ লোকটি রিয়াকার অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করছে। তারপর অপর একজন লোক (আবু আকীল আনসারী) এসে এক সা^{১০} দান করলেন। (মুনাফিক) লোকেরা বলল, আল্লাহ এই এক সা’-র মুখাপেক্ষী নন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়: “যারা সদকা প্রদানে অগ্রহী মু’মিনদের বিদূষ করে এবং পরিশ্রম দ্বারা যারা অর্থোপার্জন করে তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে উপহাস করবেন (অর্থাৎ উপহাসের প্রতিফল দিবেন) এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি”-
(তওবা: ৭৯)।

১০. এক সা’-র ওজন প্রায় তিন সের এগার ছটাক।

১২২৫. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنْ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لِمِائَةِ أَلْفٍ .

১৩২৪. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আমাদের দান করার আদেশ করতেন (অর্থাৎ যাকাত ও দান-খয়রাতের হুকুম যখন অবতীর্ণ হয়) তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক ‘মুদ’^{১১} মজুরী লাভ করত এবং তা থেকে দান করত। আর আজ তাদের কেউ কেউ লাখপতি।

১২২৬. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ .

১৩২৫. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তোমরা (দোষখের) আগুন থেকে বাঁচ।

১২২৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ أَبْتَلَى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنْ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .

১৩২৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একটি স্ত্রীলোক তার দু’টি কন্যাসহ আমার নিকট সাহায্য চাইতে আসে। কিন্তু আমার নিকট একটা খেজুর ছাড়া সে আর কিছুই পেল না। আমি তাকে তা দিয়ে দিলাম। সে ঐ খেজুরটি তার কন্যাৱয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল। নিজে তা থেকে একটুও খেল না, তারপর উঠে চলে গেল। নবী (সঃ) আমাদের নিকট এলে আমি তাঁকে ঘটনাটা বললাম। নবী (সঃ) বললেনঃ যে কেউ এরূপ অসহায় কন্যাদের কারণে কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করবে তার জন্য তারা (কন্যারা) দোষখের আগুন থেকে আড়াল হবে (অর্থাৎ কন্যাদের প্রতিপালনের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে দোষখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন)।

১১-অনুচ্ছেদ : কোন প্রকারের দান-খয়রাত উত্তম এবং সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় দান করার কবীলতা মহান আল্লাহ বলেন :

لِقَوْلِهِ تَعَالَى- وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا إِخْرَجْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدُقُ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ . (مُنَافِقُونَ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

“(হে ঈমানদানগণ!) আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি মৃত্যুর পূর্বে তা থেকে ব্যয় কর যখন (মৃত্যুলাগ্নে) সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক। যদি আমাকে আরো কিছু

দিন সময় দিতেন তাহলে আমি অনেক দান-সাদকা করতাম এবং সথলোকদের দলভূক্ত হয়ে যেতাম। (সূরা মুনাফিকুন) “হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি তা থেকে ঐ দিন (কিয়ামত) আসার পূর্বে ব্যয় কর- যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় হবে না, বন্ধত্ব থাকবে না এবং কোন সুপারিশ চলবে না। আর অবিশ্বাসীরাই হচ্ছে প্রকৃত যালেমা” (বাকারা : ২৫৪)

১৩২৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تَمْلِكُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحَقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

১৩২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে রসূলুল্লাহ! কোন্ ধরনের দান সর্বাধিক পুণ্যের? তিনি বললেন, তুমি সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় (যে দান করবে) এবং দারিদ্র্যের আশংকা করছ, ধনী হওয়ার আশাও পোষণ করছ, এমনভাবে দান করবে। আর ঐ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে না, যখন তোমার প্রাণ হবে কঠাগত আর তুমি বলবে, অমুককে এত, অমুককে এত দিলাম। বস্তুত তা তো তখন অপরের হয়ে গেছে।

১২- অনুচ্ছেদ :

১৩২৮. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لِحَوْقٍ قَالَ أَطْوَلُكُمْ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةً أَطْوَلُهُنَّ يَدًا فَعَلَمْنَا بَعْدَ إِنَّمَا كَانَتْ طَوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لِحَوْقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ -

১৩২৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর কোন কোন সহধর্মিণী নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে সবার আগে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে মিলিত হবেন? তিনি বললেনঃ যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হস্তের অধিকারিণী। তাঁরা একটি কাঠি নিয়ে (নিজেদের) হাত মেপে দেখলেন, সাওদা (রাঃ) তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘহস্ত। পরে (সবার আগে যখন মৃত্যু হলো) আমরা বুঝতে পারলাম, হাতের দীর্ঘতা মানে দানশীলতা। তিনি (যখন) আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন।

১৩-অনুচ্ছেদ : প্রকাশ্যে দান করা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَوْلُهُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

“যারা দিনে ও রাতে, প্রকাশ্যে ও গোপনে নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার, তাদের জন্য কোন আশংকার কারণ নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না”-(বাকারঃ ২৭৪)।

১৪-অনুচ্ছেদ : গোপনে দান করা। আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি এতটা গোপনভাবে দান করল যে, তার ডান হাত কি খরচ করল তা তার বাম হাতও জানতে পাল না। মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتِيهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

“যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট, আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং দরিদ্রকে প্রদান কর তবে সেটাও তোমাদের জন্য উত্তম। আর (এ দানের বরকতে) আল্লাহ তোমাদের পাপও মোচন করে দেবেন। আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন”-(বাকারঃ ২৭১)।

১৫-অনুচ্ছেদ : অজান্তে কোন ধনী ব্যক্তিকে যাকাত বা দান-খয়রাত করলে।

১২২৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَآتَى فَقِيلَ لَهُ أَمَا صَدَقْتِكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَغْفِرَ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَغْتَبِرُ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

১৩২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একদা এক ব্যক্তি বলল, অবশ্যই আমি কিছু দান-খয়রাত করব। অতপর সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হলো এবং একটি চোরের হাতে তা সমর্পণ করল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একটি চোরকে দান করা হয়েছে। লোকটি বলল: ‘হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা

তোমারই, আমি অবশ্যই (রাতের বেলা) আবারও কিছু দান-খয়রাত করব। আবার সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হল এবং (অজ্ঞাতে) একটি ব্যাভিচারিণীকে তা দান করল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, এ রাতে একটি যেনাকারিণীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বললঃ হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই; একটি যেনাকারিণীকে (দান করা হল?)। আমি অবশ্যই (এ রাতেও) কিছু দান করব। সুতরাং (পুনরায়) সে তার দান-খয়রাত নিয়ে বের হল এবং (নিজের অজ্ঞাতে) তা এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে দিল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একজন ধনীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বলল : হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই। একটি চোর, একটি যেনাকারিণী ও একজন ধনীকে (দান করা হল)। পরে (স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল, তোমার এসব দানের ব্যাপারে কথা এই যে, হয়ত বা এর কারণে চোরটি চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে; এবং যেনাকারিণী হয়ত যেনা থেকে বিরত থাকবে, আর ধনী ব্যক্তি হয়ত (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করবে এবং ফলতঃ আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দান করবে।

১৬-অনুচ্ছেদ : অজ্ঞাতে নিজের পুত্রকে দান করা।

১২২. عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَآبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلِيٌّ فَأَنكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجَنَّتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَبَاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتُ يَا يَزِيدُ وَلَكِ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ .

১৩৩০. মা'ন ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা, আমার দাদা ও আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বায়আত করেছিলাম। তিনি আমার বিয়ের পয়গাম পাঠান এবং আমাকে বিয়েও করান। (একবার) আমি তাঁর নিকট একটি নালিশ নিয়ে গেলাম। (নালিশটি এই) আমার পিতা ইয়াযীদ দান করার জন্য কয়েকটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বের করলেন এবং মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট তা রেখে দিলেন (এবং তাকে দান করার অনুমতিও দিলেন)। অতপর আমি গিয়ে তা (দান-স্বরূপ) গ্রহণ করলাম এবং তা নিয়ে আমার পিতার নিকট হাযির হলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাকে দান (করার) ইচ্ছা করিনি। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নালিশ করলাম। তিনি বললেনঃ হে ইয়াযীদ! তুমি যে (পুণ্যের) নিয়াত করেছিলে তা তোমার (অর্থাৎ দানের সওয়াব তুমি ঠিকই পাবে) এবং হে মা'ন! তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমারই।

১৭-অনুচ্ছেদ : ডান হাতে দান করা।

১২২১. عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا

ظَلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ مُعَلِّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيزُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ.

১৩৩১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ (কিয়ামত দিবসে) তীর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যে দিন তীর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া (আশ্রয়) থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক), (২) ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে বড় হয়েছে, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে (অর্থাৎ জামাআতের প্রতি যে উন্মুখ থাকে), (৪) ঐ দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালবেসেছে এবং তাতে অবিচল রয়েছে, কিংবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে (তাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে), (৫) ঐ ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত সুন্দরী নারী (ব্যভিচারের দিকে) আহ্বান করে আর (তদুত্তরে) সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) ঐ ব্যক্তি যে কিছু দান করল এবং তা এতটা গোপনভাবে করল যে, তার বাম হাত জানতে পারল না তার ডান হাত কি দান করেছে এবং (৭) ঐ ব্যক্তি যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখ দু'টো (আল্লাহর ভয়ে) অশ্রুপাত করে।

১৩৩২. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخُرَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَنَسِيَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا

১৩৩২. হারিসা ইবনে ওয়াহব আল-খুরায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা দান-খয়রাত কর। কেননা তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক তার যাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে (কিন্তু দেয়ার মত কাউকে পাবে না)। লোকে বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে, তবে অবশ্যই আমি তা তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আর আমার এর প্রয়োজন নেই।

১৮-অনুবাদ : যে ব্যক্তি তার খাদেমকে দান করতে বলল, নিজের হাতে দান করল না। আবু মুসা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, সে (খাদেম)-ও দানকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।

১৩৩৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ

مُفْسِدَةٌ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

১৩৩৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যদি কোন স্ত্রীলোক কোন ক্ষতিসাধন ব্যতিরেকে তার ঘরের খাদ্য-সামগ্রী থেকে কিছু দান করে তবে সে সওয়াব পাবে। কেননা সে দান করেছে এবং তার স্বামীও সওয়াব পাবে, যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের কেউ কারো সওয়াব বিন্দুমাত্র হ্রাস করতে পারবে না।

১৯-অনুচ্ছেদ : সম্বলতা বজায় রেখে দান-খয়রাত করা উচিত। যে ব্যক্তি দান করল অথচ সে নিজেই অভাবী কিংবা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্থ অথবা সে ঋণগ্রস্থ, এমতাবস্থায় (তার জন্য) দান, হেবা (উপঢৌকন) ও গোলাম আযাদ করার চাইতে ঋণ পরিশোধ সর্বাধিক জরুরী। এরূপ দান (আল্লাহর নিকট) প্রত্যাখ্যাত। কেননা অন্যের মাল বিনষ্ট করার অধিকার তার (দানকারীর) নেই। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকদের মাল বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে অন্যের সম্পদ হস্তগত করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে ছাড়বেন। হী যদি ঐ ব্যক্তি (দানকারী) ধৈর্যশীল হিসেবে সুপরিচিত হয় এং নিজের অসম্বলতা থাকা সত্ত্বেও অপরকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম হয় (তবে তার কথা স্বতন্ত্র)। যেমন আবু বাকর (রাঃ) করেছেন, তিনি যখন নিজের ধন-সম্পদ দান করলেন, তখন সব সম্পদ দান করে দিলেন। এমনিভাবে আনসারগণ মুহাজিরদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর (যেহেতু) নবী (সঃ) ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং দানের নামে লোকদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করার তার (দাতার) অধিকার নেই। কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেনঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ার কারণে আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে দান করে দিতে চাই (কেননা এ মালের কারণেই আমি জিহাদে শরীক হতে পারিনি)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখ। আর সেটাই হবে তোমার জন্য উত্তম। আমি বললামঃ আমি আমার খায়বারের (যমীনের) অংশটুকু নিজের জন্য রাখলাম।

১৩৩৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَأَبَدًا بِمَنْ تَعُولُ .

১৩৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম দান এবং নিজের পোষ্য আত্মীয়দের দিয়ে (দান-খয়রাত) গুরু কর।

১২৩৫. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ أَلَيْدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يَغْفِرُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ .

১৩৩৫. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। নিজের পোষ্য (আত্মীয়)-দের দিয়ে (দান-খয়রাত) শুরু কর। অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই উত্তম দান। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত না পেতে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে (তা থেকে) পবিত্র রাখেন এবং যে স্বনির্ভর থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন।

১২৩৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالْتِعَافَ وَالْمَسْأَلَةَ أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ أَلَيْدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ .

১৩৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে দান-খয়রাত, পরমুখাপেক্ষীহীনতা ও ভিক্ষা থেকে নিবৃত্তির উল্লেখ করে বলেনঃ ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। ওপরের হাত হল দানকারীর এবং নীচের হাত হল দান প্রার্থীর।

২০-অনুচ্ছেদ : কিছু দান-খয়রাত করে ষোঁটা দেওয়া নিন্দনীয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

“যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অতপর যা তারা ব্যয় করে তার জন্য (দান গ্রহীতাকে) গুণনা (ষোঁটা) না দেয় এবং ক্রেস প্রদান না করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের জন্য কোনরূপ আশংকার কারণ নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না”-(বাকারা: ২৬২)।

২১-অনুচ্ছেদ : যিনি তড়িঘড়ি দান-খয়রাত করা পসন্দ করেন।

১২৩৭. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَاسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِّنْ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ .

১৩৩৭. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) একদিন আসরের নামায সমাপন করে খুব তড়িঘড়ি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ পর আবার বেরিয়ে এলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অথবা তাঁকে (এ তড়িঘড়ির কারণ) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ সদকার এক টুকরা কীচা সোনা আমি ঘরে রেখে এসেছিলাম। আর সদকার মাল ঘরে রেখে রাত যাপন করাটা আমার অপসন্দনীয়। তাই তা আমি বন্টন করে দিয়ে এলাম।

২২-অনুলেদ : দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে সুপারিশ করা।

১৩৩৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَبِلَالٌ مَعَهُ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلُوبَ وَالْخُرُصَ.

১৩৩৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) ঈদের দিন নবী (সঃ) বের হলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। তার আগে ও পরে তিনি কোন নামায (নফল বা সুন্নাত) পড়েননি। অতপর তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করে তাদের ওয়াজ্ব নসীহত করলেন। (এ সময়) বিলাল (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে দান-খয়রাত করতে আদেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের চুড়ি ও কানবালা খুলে দিতে থাকল।

১৩৩৯. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طَلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ.

১৩৩৯. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন সাহায্য প্রার্থী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসত, কিংবা তাঁর নিকট কোন প্রয়োজন মিটাবার আবেদন করা হত, তখন তিনি বলতেনঃ তোমরা সুপারিশ কর, তার জন্য তোমরা পূণ্য লাভ করবে। আল্লাহ তাঁর নবীর যবনীতে যা চান তাই আদেশ করেন।

১৩৪০. عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُؤْكِلِي فِتْوَكِي عَلَيْكَ.

১৩৪০. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আমাকে বলেছেনঃ (দান না করে) সম্পদ আটকে রেখো না, তাহলে তোমার ক্ষেত্রেও (না দিয়ে) আটক করে রাখা হবে।

১৩৪১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ.

১৩৪১. আবদা ইবনে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আসমা (রা) কে বলেছেনঃ (দান না করে) গুণে গুণে সঞ্চয় করে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে জমা করে রাখবেন।

২৩-অনুচ্ছেদ : সামর্থ অনুযায়ী দান করা।

১৩৪২. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهَ عَلَيْكَ أَرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتَ .

১৩৪২. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর নিকট আসলেন। নবী (সঃ) (তাকে) বললেনঃ (টাকা-পয়সা) খলেতে আবদ্ধ করে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে আবদ্ধ করে রাখবেন, যতটুকু সাধ্যে কুলোয় দান কর।

২৪-অনুচ্ছেদ : দান-খয়রাতে পাপ মোচন হয়।

১৩৪৩. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيْكُمُ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِي فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تَكْفُرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ قَالَ سَلِيمُنْ قَدْ كَانَ يَقُولُ الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمْوِجُ كَمْوِجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَكَ بَابٌ مَغْلُوقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يَفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا قَالَ قُلْتُ أَجَلَ فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ فَقُلْنَا فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ نُونًا غَدًا لَيْلَةٌ وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعَالِيطِ .

১৩৪৩. হযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) (আমাদের লক্ষ্য করে) বললেন, বিপর্যয় (ফেতনা) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস তোমাদের মধ্যে কার স্মরণ রয়েছে? হযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, তিনি (এ সম্পর্কে) যা বলেছেন আমি তা হুবহু স্মরণ রেখেছি। উমর (রাঃ) বললেনঃ তুমি তো দেখছি এ ব্যাপারে বড় সাহসী, আচ্ছা বল তো! তিনি (হযাইফা) বলেন, আমি বললাম, হাদীসটি এই যে, মানুষের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীকে কেন্দ্র করে যে বিবাদের সূত্রপাত হয় নামায, দান-খয়রাত ও ন্যায়ের আদেশ তার জন্য কাফ্যারা স্বরূপ। (রাবী) সুলায়মান বলেন, কখনো তিনি (আবু ওয়াইল) এভাবে বলতেন, নামায, দান-খয়রাত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ (তার জন্য কাফ্যারা স্বরূপ)। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, আমার উদ্দেশ্য এটা নয়; বরং আমি ঐ ফেতনা সম্পর্কে জানতে

চাচ্ছি যা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় উখিত হবে। হযাইফা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল্ল মু'মিনীন! সে সম্পর্কে আপনার কোন ভয়ের কারণ নেই। (কেননা) আপনার ও তার মাঝে একটি রুদ্ধ দ্বার রয়েছে। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, ঐ (রুদ্ধ) দ্বার ভাঙ্গা হবে, না খোলা হবে? হযাইফা (রা) বলেন, আমি বললাম, না; বরং ভাঙ্গা হবে। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, যদি ভাঙ্গা হয় তবে তো ওটা আর কখনো বন্ধ হবে না। হযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হী। [আবু ওয়াইল রাঃ বললেনঃ] ঐ (রুদ্ধ) দ্বার কে, তা আমরা হযাইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলাম। তাই আমরা মাসরুকে বললাম, তাঁকে (হযাইফাকে) জিজ্ঞেস করুন। মাসরুকে (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (ঐ রুদ্ধ-দ্বার হল) উমর। আবু ওয়াইল (রাঃ) বলেন, আমরা (আবার) জিজ্ঞেস করলাম, উমর কি জানেন আপনি তাঁকে বুঝছেন? তিনি (হযাইফা) বললেন, হী, এরূপ (দৃঢ়)-ভাবে জানেন যেমন আগামী কালের পূর্বে আজকের রাত। কেননা আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস বলেছি যা ভুল নয়।

২৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় দান-খয়রাত করল, পরে মুসলমান হল।

১৩৪৪. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنُّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتَاقَةٍ وَصَلَةٍ رَحِمَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

১৩৪৪. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে রসুলুল্লাহ! আমাকে বলুন, অজ্ঞতার যুগে ধর্মকাজ মনে করে যে দান-খয়রাত অথবা দাসমুক্তি কিংবা রক্ত-বন্ধন সংযুক্ত রাখা (আত্মীয়তা রক্ষা করা) প্রভৃতি কাজ করতাম তার জন্য কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? তখন নবী (সঃ) বললেনঃ অতীতে সম্পন্ন পুণ্য কাজ সমেতই তুমি মুসলমান হয়েছ।

২৬-অনুচ্ছেদ : যে খাদেম কোনরূপ ক্ষতি না করে তার মনিবের আদেশে দান করে, তার প্রতিদান প্রসঙ্গে।

১৩৪৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَصَدَّقْتَ الْمَرْأَةَ مِنْ طَعَامٍ زَوْجَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَالْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.

১৩৪৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক (পরিবারের) ক্ষতি সাধন না করে তার স্বামীর খাদ্য-সামগ্রী থেকে কিছু দান করে, তবে সে পুণ্য লাভ করবে (যেহেতু সে দান করেছে) এবং তার স্বামীও (পুণ্য লাভ করবে) যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ পুণ্য লাভ করবে।

১৩৪৬. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفَذُ وَرَيْعًا قَالَ يُعْطَى مَا أَمَرَ بِهِ كَامِلًا مُؤَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ .

১৩৪৬. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে বিশ্বস্ত মুসলিম খাজাঞ্চী তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সম্বলিতভাবে কাজে পরিণত করে কিংবা (যা দান করতে বলা হয়েছে তা) দান করে এবং যাকে যা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে তাকে তা পৌঁছে দেয় সে দানকারীঘরের একজন (অপর জন দাতা স্বয়ং)।

২৭-অনুবাদঃ যে স্ত্রী ক্ষতি সাধন না করে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান-খয়রাত করে কিংবা কাউকে কিছু খেতে দেয়, তার প্রতিদান প্রসঙ্গে।

১৩৪৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَإِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ .

১৩৪৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ যদি কোন স্ত্রী কোন-রূপ ক্ষতি সাধন না করে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান-খয়রাত করে কিংবা যদি কোন স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে কাউকে কিছু খেতে দেয়, তবে সে পূণ্য লাভ করবে এবং তার স্বামীও অনুরূপ পূণ্য লাভ করবে। আর খাজাঞ্চীও ঐ পরিমাণ পূণ্য পাবে। স্বামী এজন্য পাবে যে, সে উপার্জন করেছে, আর স্ত্রী এজন্য পাবে যে, সে দান করেছে।

১৩৪৮. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ .

১৩৪৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : যদি কোন স্ত্রীলোক ক্ষতি সাধন না করে তার ঘরের খাদ্যসামগ্রী থেকে কিছু দান করে, তবে সে এর সওয়াব পাবে এবং তার স্বামীও (সওয়াব পাবে), যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে।

২৮-অনুবাদ : আব্বাহর বাণী-

قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَى فَسَنَسِرُهُ لِلْيُسْرَى
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّابَ بِالْخُسْنَى فَسَنَسِرُهُ لِّلْعُسْرَى -

“যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে আর উত্তম বিষয়কে সত্য বলে মানে, অচিরেই আমি তার জন্য (শান্তির) সহজ পথকে আরো সহজ করে দেব। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়ে অসত্য আরোপ করে, সত্ত্বরই আমি তার জন্য (শান্তির) পথকে সুগম করে দেব” —(আল-লাইল: ৫-১০)। (ফেরেশতারা দোআ করে: হে আল্লাহ! দানকারীকে পুরস্কৃত কর।

১২৬৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

১৩৪৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ প্রতিদিন প্রত্যুষে যখন (আল্লাহর) বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে তখন দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকে: হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত কর এবং অপরজন বলতে থাকে : হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর।

২৯-অনুবাদ : দাতা ও কৃপণের উপমা।

১৩৫০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ تُدِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يَرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَسْبِعُ.

১৩৫০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিব্যয়ের উপমা এরূপ দুই ব্যক্তির মত যাদের দু'জনের গায়ে দুটি লৌহবর্ম রয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে অপর একটি রিওয়াযাতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ কৃপণ এবং দাতার উপমা এরূপ দুই ব্যক্তির অনুরূপ যাদের দু'জনের দেহে বুক থেকে কঠিনালী (গলা) পর্যন্ত দু'টি লৌহবর্ম রয়েছে। দাতা যাদের দু'জনের দেহে বুক থেকে কঠিনালী (গলা) পর্যন্ত দু'টি লৌহবর্ম রয়েছে। দাতা যখনই দান করতে উদ্যত হয়, তখন ঐ বর্ম তার শরীরে ঢিলা ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এমনকি তা তার নখত্র পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন মুছে দেয়। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি

যখনই কিছু দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের প্রতিটি আংটা স্বস্থানে দৃঢ়ভাবে এঁটে যায়। সে বর্মটিকে প্রশস্ত ও ঢিলা করতে চায় কিন্তু তা ঢিলা হয় না।

৩০-অনুচ্ছেদ : উপার্জন ও ব্যবসায়িক পণ্য থেকে দান-খয়রাত করা। মহান আল্লাহ বলেন:

لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি মাটি (ভূমি) থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করি তার মধ্য থেকে যা উৎকৃষ্ট তা থেকে দান করা তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু দান করার ইচ্ছা কর না। (কেমনা) তোমরা নিজেরাও তো ঐরূপ বস্তু (কারো কাছ থেকে) শ্রুষ্টিত না করে নিতে চাও না এবং জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং প্রশংসিত” –(বাকারা: ২৬৭)।

৩১-অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক মুসলমানেরই দান-খয়রাত করা কর্তব্য। যদি তাতে অসমর্থ হয় তবে সে যেন সংকাজ করে।

۱۳۵۱. عَنْ جَدِّ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ يَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فليَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْيَمْسِكِ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ .

১৩৫১. সাঈদ ইবনে আবু বুরদার দাদা (আবু মুসা আশআরী রাঃ) থেকে। নবী (সঃ) বলেছেন: প্রত্যেক মুসলমানেরই দান-খয়রাত করা কর্তব্য। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর নবী! যার কিছু নেই (সে কি করবে)? তিনি বললেন, সে নিজ হাত দিয়ে কাজ (শ্রম) করবে, ফলে সে নিজেও লাভবান হবে এবং দানও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি সে তাতেও অক্ষম হয়? তিনি বললেন : তবে সে অভাবী ও দুর্দশগ্রস্তের (কাজে) সাহায্য করবে। সাহাবারা বলেন, যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তবে সে যেন সংকাজ করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটিই তার জন্য সদকা।

৩২-অনুচ্ছেদ : যাকাত কি পরিমাণ দিতে হবে? যে ব্যক্তি বকরী দান করল।

۱۳۵۲. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ أَنَّهَا قَالَتْ بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى

عَائِشَةَ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا إِلَّا مَا أُرْسِلَتْ بِهِ نُسَيِّئُهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّأْنِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا .

১৩৫২. উম্মে আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার-রমলী নুসাইবা'র^{১৩} নিকট (সদকার) একটি বকরী [নবী (সঃ) কর্তৃক] প্রেরিত হয়েছিল এবং সে (নুসাইবা) তা থেকে কিছু (গোশত) আয়েশা (রাঃ)-র নিকট পাঠিয়েছিল। নবী (সঃ) তাঁকে (আয়েশাকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কিছু (খাবার) আছে? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ বকরীটির যে গোশত নুসাইবা পাঠিয়েছে তাছাড়া অন্য কিছু নেই। তিনি [নবী সঃ] বললেন, নিয়ে আস, ওটা (সদকা) যথাস্থানে পৌছে গেছে।

৩৩-অনুচ্ছেদ : রূপার যাকাত।

১৩৫৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي دُونِ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

১৩৫৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ উটের মধ্যে পাঁচটির কমে যাকাত নেই,^{১৪} (রূপার মধ্যে) পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে কোন যাকাত নেই।

১৩. নুসাইবা উম্মে আতিয়া (রাঃ)-রই নাম। নিজেই নিজের বিবরণ দিতে গিয়ে তৃতীয় পুরুষ (3rd person) ব্যবহার করেছেন।

১৪. এক নজরে বিভিন্ন সম্পদের যাকাতের পরিমাণঃ

(১) উটঃ ৫ থেকে ২৪টি পর্যন্ত উটের যাকাত-

০ প্রতি ৫টিতে ১টি বকরী দিতে হবে।

০ ২৫	থেকে	৩৫ পর্যন্ত	১টি ২ বছরের	মাদী	উট।
০ ৩৬	"	৪৫ "	১টি ৩ "	"	" "
০ ৪৬	"	৬০ "	১টি ৪ "	"	" "
০ ৬১	"	৭৫ "	১টি ৫ "	"	" "
০ ৭৬	"	৯০ "	১টি ৬ "	"	" "
০ ৯১	"	১২০ "	২টি ৮ "	"	" "
অতপর প্রতি ৪০টিতে		১টি ৩ "	"	"	"
আর প্রতি		৫০ "	১টি ৪ "	"	" "

(২) গরুঃ

০ প্রতি ৩০টিতে ১টি ১ বছরের গাভী

০ প্রতি ৪০টিতে ১টি ২ বছরের গাভী

১৩৫৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا

১৩৫৪. আবু সাঈদ (খুদরী) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ) থেকে (ওপরে বর্ণিত) এ হাদীসটি শুনেছি।

৩৪-অনুলেদ : যাকাত বাবত (সোনা-রূপার পরিবর্তে) পণ্য-সামগ্রী দান করা। তাউস (র) বলেন, মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) (যাকাত আদায় করতে গিয়ে) ইয়েমেনবাসীকে বললেন, তোমরা যাকাত বাবত যব ও ছুট্টা (ইত্যাদির) পরিবর্তে বস্ত্র জাতীয় পণ্য অর্থাৎ চাদর কিংবা পোশাক আমার নিকট নিয়ে আস। এটা (যেমন) তোমাদের জন্যও সহজ হবে (তেমনী) মদীনায় নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের পক্ষেও উত্তম হবে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ খালিদ ইবনে ওলীদ তার লৌহবর্ম তথা যুদ্ধের হাতিয়ার আত্মাহর পথে (লড়ার জন্য) ওয়াকফ করে দিয়েছে।

নবী (সঃ) (একদা স্ত্রীলোকদের লক্ষ্য করে) বলেন, তোমরা তোমাদের অলংকার হলেও দান কর। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এতে বুখা যায়, নবী (সঃ) দানের ক্ষেত্রে পণ্য-সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করেননি। তখন স্ত্রীলোকেরা তাদের কানবালা ও গলার হার খুলে দান করতে লাগল। ইমাম বুখারী (র) বলেন, নবী (সঃ) সোনা-রূপাকে পণ্য-সামগ্রী থেকে আলাদা করেননি।

১৩৫৫. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَةُ بِنْتٍ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَأَنَّهُ تَقَبَّلَ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهَا ابْنٌ لَبُونٍ فَأَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

(৩) ছাগল/ ভেড়া:

০ ৪০	থেকে	১২০ পর্যন্ত	১ টি ১ বছরের বকরী
০ ১২১	"	২০০ পর্যন্ত	২ টি ১ " "
০ ২০১	"	৩০০ পর্যন্ত	৩ টি ১ " "

অতপর প্রতি শতে ১ টি করে বাড়বে।

(৪) স্বর্ণ: $৭\frac{১}{২}$ তোলা, রূপা : $৫২\frac{১}{২}$ তোলা হলে $\frac{১}{৪০}$ যাকাত।

(৫) কৃষিজাত : বিনা সেচে $\frac{১}{১০}$, সেচে $\frac{১}{২০}$ ।

(৬) খনিজ মালের $\frac{১}{৫}$ ।

(৭) অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের $\frac{১}{৪০}$ ।

১৩৫৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আব্বাহ ও তাঁর রসূল (যাকাত সম্পর্কে) যে আদেশ করেছিলেন আবু বাকুর (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে পাঠান। (তন্মধ্যে ছিল) যার যাকাত এ পরিমাণ দাঁড়ায় যে, তার ওপর পূর্ণ এক বছরের একটি বাচ্চা উষ্ট্রী দেয়া (ওয়াজিব) হয় অথচ তা তার নিকট নেই, বরং দু'বছর পূর্ণ হয়েছে এমন একটি উষ্ট্রী তার নিকট রয়েছে, তবে ওটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী প্রদান করবে। আর যদি পূর্ণ এক বছরের বাচ্চা উষ্ট্রী দেয় হয় আর তা তার নিকট না থাকে, বরং পূর্ণ দুই বছরের উট তার থাকে, তবে ওটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু তার সাথে আর কিছুই দেয় হবে না।

১৩৫৬. عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمِعِ النِّسَاءَ فَاتَّاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَالْإِلَى حَلْقِهِ.

১৩৫৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি খুতবার পূর্বে (ঈদের) নামায পড়েন। অতপর তিনি ভাবলেন যে, স্ত্রীলোকদের তিনি তার খুতবা (ভাষণ) শুনাতে পারেননি (অর্থাৎ দূরত্বের কারণে তারা শুনাতে পায়নি)। তাই তিনি তাদের নিকট আসলেন। বিলাল (রাঃ)-ও তাঁর সাথে আসলেন এবং এক খন্ড কাপড় বিস্তৃত করে ধরলেন। তারপর তিনি [সঃ] তাদেরকে নসীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করতে আদেশ দিলেন। তখন স্ত্রীলোকেরা যে যা পারল দান করতে লাগল। এ কথা বলে বর্ণনাকারী আইউব (র) তাঁর কান ও গলার দিকে ইংগিত করেন। (অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা তাদের কান ও গলা থেকে অলংকারাদি খুলে কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করতে লাগল)।

৩৫-অনুচ্ছেদ : বিচ্ছিন্নগুলো একত্র ও একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সালিম (র) ইবনে উমর (রাঃ)-র সূত্রে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩৫৭. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

১৩৫৭. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (যাকাত সম্পর্কে) যা নির্ধারিত করেছেন, আবু বাকুর (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে পাঠান। (তার মধ্যে এটাও ছিল) স্যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্নগুলোকে যেন একত্র করা না হয় এবং একত্রগুলোকে যেন বিচ্ছিন্ন করা না হয়।” ১৫

১৫. যাকাত দেয়ার ভয়ে অপকৌশল অবলম্বন করা যেমন-দুই ভাইয়ের পৃথক পৃথক চপ্পিটি বকরী আছে। এভাবে দু'জনের দু'টি বকরী যাকাত হিসাবে দেয়। সুতরাং তারা এ সুযোগ গ্রহণ করলো যে, একত্র করে আশিটি বকরী দেখিয়ে দিলো আর একটি বকরী যাকাত আদায় করলো, কেননা চপ্পি থেকে একশ বিশ পর্যন্ত বকরীর জন্যও একটি বকরীই দিতে হয়।

৩৬-অনুচ্ছেদ : যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানাধীন থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা উভয়ে সমান হারে ভাগাভাগি করে নেবে। তাউস ও আতা (রা) বলেন, যদি শরীকদ্বয় তাদের স্ব স্ব মাল সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে তবে তাদের মালকে (যাকাত আদায়ের জন্য) একত্র করা যাবে না। সুফিয়ান সাওরী (রা) বলেন, শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের চল্লিশটি করে বকরী না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না।

১৩৫৮. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الْبَنَى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوِيَّةِ .

১৩৫৮. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (যাকাত সম্পর্কে) যা নির্দিষ্ট করেছেন আবু বাকর (রাঃ) তা তাঁকে লিখে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল) “এবং যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানায় থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা উভয়ে তা সমান হারে ভাগাভাগি করে নেবে।”

৩৭-অনুচ্ছেদ : উটের যাকাত। আবু বাকর, আবু যার ও আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩৫৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وِرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا .

১৩৫৭. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : আরে হতভাগা! ওটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার কি যাকাত দেওয়ার মত উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি সমুদ্রের ওপারে (দূর দেশে) থেকে নেক আমল করতে থাক, আল্লাহ তোমার নেক আমল থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করবেন না। ১৬

৩৮-অনুচ্ছেদ: যার এক বছরের একটি বাচ্চা উষ্ট্রী যাকাত হিসাবে ধার্য হয় অথচ তা তার নিকট নেই।

১৩৬. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا

অথবা কারো কাছে যাট কিংবা সত্তর তোলা রূপা ছিল। সে যাকাতের ভয়ে কিছু রূপা বোনামা অপরকে দিয়ে রাখলো যেন তার নেসা-ব পূর্ণ না হয়। তাহলে যাকাত দিতে হবে না। এ ধরনের অপকৌশল অবলম্বন করা জঘন্য গোনাহর কাজ।

১৬. অর্থাৎ দূর দেশ থেকে আল্লাহর হুকুম যথাযথ পালন করাই যথেষ্ট! সেখান থেকে হিজরত করে এখানে আসার প্রয়োজন নেই। কারণ হিজরতের বিধি-বিধান পালন করা বড়ই কঠিন ও দুরূহ।

تَقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرَيْنِ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحَقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذْعَةُ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْجَذْعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطَى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرَيْنِ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطَى مَعَهَا عِشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ .

১৩৬০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আব্বাহ তাঁর রসূল (সঃ)-কে ফরয সদকা (যাকাত) সম্পর্কে যে আদেশ করেছিলেন, আবু বাকর (রা) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল) “যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, (তার ওপর) একটি পঞ্চম বর্ষীয় উষ্ট্রী যাকাত বাবত ওয়াজিব হয় অথচ তার নিকট সেটা নেই, বরং তার নিকট রয়েছে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাকে এর সাথে (অতিরিক্ত) দু’টি বকরী দিতে হবে যদি এটা তার পক্ষে সহজসাধ্য হয়, অথবা বিশ দিরহাম (দিতে হবে)। আর যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, যাকাত বাবত তার ওপর একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দেয়, অথচ তার নিকট চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী নেই, বরং তার নিকট আছে পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গৃহীত হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু’টি বকরী প্রদান করবে। যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, যাকাত বাবত তার ওপর একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়, অথচ তার নিকট তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ছাড়া আর কিছু (চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ষীয়া) নেই, তবে তার কাছ থেকে তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রীই গৃহীত হবে এবং এর সাথে তাকে দু’টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম দিতে হবে। যার ওপর যাকাত বাবত একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়, অথচ তার নিকট আছে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গৃহীত হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু’টি বকরী প্রদান করবে। যার ওপর যাকাত বাবত একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয় অথচ তা তার নিকট নেই, বরং তার নিকট আছে দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার নিকট থেকে গৃহীত হবে এবং এর সাথে তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু’টি বকরী (অতিরিক্ত) দিতে হবে।

৩৯-অনুচ্ছেদ : মেষ ও বকরীর যাকাত।

۱۳۶۱. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ رَسُولُهُ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سَأَلَ
فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ مِنَ الْأَبْلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ
شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعَشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْثَى فَإِذَا
بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أَنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حَقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ
وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ
فَإِذَا بَلَغَتْ أَحَدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا
زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ فَقِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَمَنْ
لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْأَبْلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ
خَمْسًا مِنَ الْأَبْلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى
عَشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ
عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَقِي كُلِّ
مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا
صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً
فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .

১৩৬১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রাঃ) তাঁকে বাহরাইনে পাঠানোর সময়
নিম্নোক্ত আদেশনামা লিখে দেনঃ

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরয সদকা (যাকাত) সম্পর্কে
মুসলমানদের ওপর যা নিধারণ করেছেন এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রসূলকে যা আদেশ
করেছেন তা এই। কাছেই মুসলিমদের মধ্যে যার কাছেই (যাকাত) বিধি অনুসারে এটা
চাওয়া হবে সে যেন তা প্রদান করে। কিন্তু যার নিকট তার অধিক (অর্থাৎ নির্দিষ্ট
পরিমাণের অধিক) দাবী করা হয় সে যেন (অতিরিক্ত) প্রদান না করে। চব্বিশটি উট কিংবা
তার কম হলে বকরী দিতে হবে (এ নিয়মে যে,) প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী।
উটের সংখ্যা যখন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে তখন তাতে একটি দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী (দেয়
হবে); যখন তা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে পৌছবে তখন তাতে একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী
দিতে হবে, যখন তা ছিচত্রিশ থেকে ষাট হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগী একটি
চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা (উটের সংখ্যা) একষট্টি থেকে পঁচাত্তর হবে তখন
তাতে একটি পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হবে তখন

তাতে দু'টি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা একানব্বই থেকে একশ' বিশ হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগী দু'টি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা একশ' বিশের উর্ধ্বে যাবে তখন প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী এবং প্রতি পঞ্চাশটি উটের জন্য একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দেয় হবে। যদি কারো নিকট মাত্র চারটি উট থাকে তবে তাতে যাকাত দেয় হবে না। হাঁ যদি মালিক স্বৈচ্ছায় (নফল সাদকা হিসেবে) কিছু প্রদান করে (তবে তা উত্তম)। কিন্তু যখন উটের সংখ্যা পাঁচ হবে তখন তাতে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। গৃহপালিত বকবীর যাকাত দিতে হবে-চল্লিশ থেকে একশ' বিশটি পর্যন্ত একটি বকরী, একশ' বিশটির অধিক হলে দু'শ পর্যন্ত দু'টি বকরী; দু'শ'য়ের অধিক হলে তিনশ' পর্যন্ত তিনটি বকরী এবং যদি তিনশ'য়ের অধিক হয় তবে প্রতি একশ'য়ের জন্য একটি বকরী (ওয়াজিব হবে)। বকরীর সংখ্যা যদি কারো নিকট চল্লিশের একটিও কম থাকে তবে তাতে যাকাত দেয় হবে না। হাঁ, মালিক যদি স্বৈচ্ছায় কিছু প্রদান করে (ভালো)। রূপার মধ্যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (যাকাত) প্রদান করা ওয়াজিব। যদি রূপার পরিমাণ মাত্র একশ' নব্বই দিরহাম হয় তবে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না।^{১৭} হাঁ, যদি মালিক ইচ্ছা করে (তবে নফল হিসেবে কিছু দান করতে পারে)।

৪০-অনুচ্ছেদ : যাকাত বাবত অতি বৃদ্ধ কিংবা দোষযুক্ত (পশু) কিংবা পাঠা ছাগল গ্রহণ করা যাবে না। হাঁ, যদি আদায়কারী (প্রয়োজন বশত) নিতে চায় (তবে নিতে পারে)।

১২৬২. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هِرْمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ .

১৩৬২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ)-কে (যাকাত সম্পর্কে) যে আদেশ করেছিলেন আবু বাকর (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল), যাকাত বাবত যেন অতি বৃদ্ধ কিংবা দোষযুক্ত (পশু) ও পাঠা ছাগল দেয়া না হয়, হাঁ, আদায়কারী যদি (প্রয়োজন বশত পাঠা) পশু নিতে চায় (তবে নিতে পারে)।

৪১-অনুচ্ছেদ : যাকাত বাবত বকরীর মাদী বাচ্চা গ্রহণ করা।

১২৬৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ۖ لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنَعِهِمَا قَالَ عُمَرُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

১৭. কমপক্ষে দু'শ দিরহাম হলে রূপার মধ্যে যাকাত ফরয হয়। এ দেশে এর পরিমাণ সাড়ে বায়ান তোলা।

১৩৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্র (রাঃ) (যাকাত সম্পর্কে) বলেছেনঃ “আল্লাহর কসম! যদি তারা এমন একটি ছাগল-ছানা প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায় যা তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করত, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা, ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবু বাক্রের হৃদয়কে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই (আবু বাক্রের কথাই) সঠিক।

৪২-অনুচ্ছেদ : যাকাত বাবত লোকদের উত্তম মালসমূহ গ্রহণ করা যাবে না।

১৩৬৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تَأْخُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَمَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ .

১৩৬৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মুয়ায (রাঃ)-কে (দশম হিজরীতে) ইয়ামন দেশে পাঠান তখন বলেন : তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান জানাবে। যদি তারা আল্লাহর কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন-রাত পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন-যা তাদের (ধনীদের) সম্পদ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের গরীবদের মধ্যে বিতরিত হবে। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তবে তাদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবে, কিন্তু সাবধান! লোকদের ভাল ভাল সম্পদগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাকবে।

৪৩-অনুচ্ছেদ : পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই।

১৩৬৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دُونِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ .

১৩৬৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : খেজুরের মধ্যে পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই; রূপার মধ্যে পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং উটের মধ্যে পাঁচটির কমে যাকাত নেই।

৪৪-অনুচ্ছেদ : গরুর যাকাত। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই চিনতে পারব যে আল্লাহর নিকট চিৎকাররত গাভী নিয়ে হাযির হবে। 'খুওয়ার' শব্দের পরিবর্তে 'জুওয়ার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে 'তাজ্জাকানা,' অর্থাৎ গরু যেমন চিৎকার করে, তারাও তেমন চিৎকার করবে।

১৩৬৬. عَنْ أَبِي دَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ يَعْزِي النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوَّالُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بَكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৩৬৬. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী (সঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেনঃ ঐ সম্ভার কসম যীর অধিকারে আমার প্রাণ, অথবা (বলেছেন) ঐ সম্ভার কসম যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, অথবা অনুরূপ কোন হলফ করে (তিনি বললেন) যারই উট কিংবা গরু অথবা বকরী রয়েছে-যদি সে তার হক (ওয়াজিব) আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন ঐ জানোয়ারগুলোকে পূর্বের চাইতেও অধিক বড় ও মোটাতাজা অবস্থায় ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত করা হবে এবং ঐ জানোয়ার স্বীয় খুর দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে দলন করতে থাকবে এবং শিং দ্বারা তাকে গুঁতোতে থাকবে। যখন শেষ জানোয়ারটি তাকে অতিক্রম করে যাবে তখন প্রথমটি আবার তার কাছে ফিরে আসবে (এবং পালাক্রমে তাকে দলন করতে শুরু করবে)। এমনিভাবে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৪৫-অনুচ্ছেদ : ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। একটি আত্মীয়তার (হক আদায়ের) জন্য, অপরটি দান করার জন্য।

১৩৬৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهُ أَكْثَرَ الْإِنصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَا لَا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُ حَاءٍ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرِ حَاءٍ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ

تَعَالَى فَصَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخِ ذَلِكَ مَا لُ
رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ
أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عِمَّةٍ تَابِعَهُ رَوْحٌ .

১৩৬৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রাঃ)-রই খেজুর বাগানের সম্পদ সবচাইতে অধিক ছিল এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে 'বাইরু হা'আ (বাগানটিই) তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল। এটা মসজিদে নববীর সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো কখনো ঐ বাগানে প্রবেশ করতেন এবং সেখানকার মিঠা পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলঃ "তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে দান না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত পূণ্য লাভ করবে না," তখন আবু তালহা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেন, "হে রসূলুল্লাহ! মঙ্গলময় মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত কিছুতেই প্রকৃত পূণ্য লাভ করবে না। (আমি দেখলাম) আমার সম্পদসমূহের মধ্যে 'বাইরু হাআ' আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। আমি তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলাম, আল্লাহর নিকট এর পূণ্য ও সঞ্চয়ের আশা রাখি। অতএব হে রসূলুল্লাহ! আপনি এটা নিয়ে নেন এবং যেভাবে ইচ্ছা এটা ব্যবহার করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ বাঃ! এটা তো লাভজনক সম্পদ, এটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। (তবে) তুমি এটা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে দেয়াটাই আমি সঙ্গত মনে করি। আবু তালহা (রাঃ) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি তাই করব। অতপর আবু তালহা (রাঃ) তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

১৩৬৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعِظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرُّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مَنْ نَاقَصَاتِ عَقْلٍ وَدَيْنٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ أَحَدِكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَازِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذِنُوا لَهَا فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَرَزَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكَ وَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ .

১৩৬৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) রসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদগাহে বের হলেন। অতপর (নামায) শেষ করে তিনি লোকদের নসীহত করলেন এবং তাদের দান-খয়রাত করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোকেরা! তোমরা দান-খয়রাত কর। তারপর তিনি (উপস্থিত) মহিলাদের নিকট পৌছলেন এবং বললেনঃ হে নারী সমাজ! তোমরা দান-খয়রাত কর। কেননা আমাকে দেখানো হয়েছে যে, দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী নারী। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! এরূপ কেন হবে? তিনি বললেনঃ তোমরা (অন্যের প্রতি) খুব বেশী লা'নত (অভিশাপ) করে থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ। হে নারীগণ! তোমাদের অপূর্ণ বুদ্ধি ও দীন হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ও সচেতন পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী তোমাদের ব্যতীত এমন আর কাউকে দেখিনি। অতপর তিনি (সঃ) ঘরে ফিরলেন। যখন তিনি স্বগৃহে ফিরে আসলেন, তখন ইবনে মাসউদ (রাঃ)-র স্ত্রী যয়নব (রাঃ) এসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! এই যে যয়নব (দেখা করতে চাচ্ছেন)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যয়নব? জবাবে বলা হল, ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তিনি বললেন, হাঁ, তাকে অনুমতি দাও। তাকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি (এসে) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আজ দান-খয়রাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমার নিকট আমার নিজস্ব কিছু অলংকার রয়েছে, যা আমি দান করতে মনস্থ করেছি। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রাঃ) মনে করেন যে, আমি যাদেরকে এটা দান করতে চাই তাদের চাইতে তিনি এবং তাঁর সন্তান-সন্তুতি অধিক হকদার। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছে, তুমি যাদের ওটা দান করতে চাও তাদের চাইতে তোমার স্বামী ও তোমার সন্তান-সন্তুতিই অধিক হকদার।

৪৬-অনুচ্ছেদ : মুসলমানের ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।

১২৬৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.

১৩৬৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মুসলমানদের ওপর তাদের ঘোড়া ও দাসের কোন যাকাত নেই।

৪৭-অনুচ্ছেদ : মুসলমানের দাসের কোন যাকাত নেই।

১২৭০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ.

১৩৭০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মুসলমানদের তাদের দাস ও ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই।

৪৮-অনুচ্ছেদ : ইয়াতীম-অনাথদের দান করা।

১২৭১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ

وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا وَزَيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَاتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تَكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يَكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحُضَاءُ وَقَالَ آيِنَ السَّائِلُ وَكَأَنَّهُ حَمْدُهُ فَقَالَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ وَإِنْ مِمَّا يُنْبِئُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَةُ الْخَضِرَاءِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَنَعِمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمَسْكِينُ وَالْيَتِيمُ وَأَبْنُ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذْهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.

১৩৭১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) একদা মিশরের ওপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চার পাশে বসে পড়লাম। তিনি বললেনঃ আমার পরে তোমাদের সম্পর্কে যেসব ব্যাপারে আমি আশংকা করছি তার মধ্যে অন্যতম হল দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা-সৌন্দর্য যা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে রসূলুল্লাহ! কল্যাণ কি কখনও অকল্যাণ নিয়ে আসে? নবী (সঃ) চুপ থাকলেন। এ লোকটিকে তখন বলা হল, কি দুর্ভাগ্য তোমার! তুমি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন না। অতপর আমরা বুঝতে পারলাম যে, তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তিনি নিজের (মুখমন্ডল হতে) ঘাম মুছে বললেনঃ প্রশ্নকর্তা কোথায়? তিনি যেন তার প্রশংসাই করলেন। তারপর তিনি বললেনঃ কল্যাণের বস্তু তো কখনও অকল্যাণ বয়ে আনে না। তবে বসন্ত ঋতুতে যেসব (উদ্ভিদ) উৎপন্ন হয় তা (অপরিমিত ভোজনে) মৃত্যু ঘটায় কিংবা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা ভক্ষণ করে এবং উদর পূর্ণ হলে সূর্যের দিকে মুখ করে (জাবর কাটে আরা) মলমূত্র ত্যাগ করে এবং পুনরায় চরতে শুরু করে (তার ক্ষতি করে না)। এ (দুনিয়ার) ধন-সম্পদ আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট এবং এ ধন মুসলমানদের কতই উত্তম বস্তু যা থেকে সে নিঃস্ব, অনাথ (ও অসহায়) পথচারীকে দান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এ ধন উপার্জন করে সে এ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে অথচ ভৃগু হয় না। এ মাল কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

৪৯-অনুচ্ছেদ : স্বামীকে এবং নিজের লালনাশীন ইয়াতীমদের যাকাত প্রদান করা।
এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ (রাঃ) মহানবী (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩৭২. عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُمْ وَكَأَنْتِ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَآيَاتِهِمْ فِي حَجَرِهَا فَقَالَتْ

لَعَبْدُ اللَّهِ سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْجُزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجَرِي
مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُ
امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتَهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ
النَّبِيَّ ﷺ أَيْجُزِي عَنِّي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِي فِي حَجَرِي وَقُلْنَا لَا
تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَّانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ .

১৩৭২. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদের) স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন নবী (সঃ)-কে দেখলাম যে, তিনি (নারীদেরকে লক্ষ্য করে) বললেনঃ তোমরা তোমাদের অলংকারাদি হলেও দান কর। আর যয়নব (তার স্বামী) আবদুল্লাহ এবং যেসব ইয়াতীম তার পোষ্য ছিল তাদের জন্য ব্যয় করতেন (অর্থাৎ তাদের ভরণপোষণ করতেন)। তিনি (যয়নব) আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-কে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আপনার এবং যে ইয়াতীমরা আমার পোষ্য রয়েছে তাদের জন্য ব্যয় করছি তা কি দান হিসেবে আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, তুমি গিয়েই রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস কর। তখন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করলাম এবং দরজার নিকট জনৈক আনসার রমণীকে দেখতে পেলাম। তার প্রয়োজনটাও ছিল আমার প্রয়োজনের মত। তখন বিলাল (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আমার স্বামী ও যে ইয়াতীমরা আমার কোলে রয়েছে তাদের জন্য সদকা (কর) করছি তা কি (দান হিসেবে) আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? আমরা (তাকে) আরও বললাম, [নবী সঃ-এর নিকট] আমাদের নাম বলবেন না। বিলাল (রাঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেনঃ ঐ মহিলা দু'জন কে কে? বিলাল (রাঃ) বললেন, যয়নব। তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যয়নব? বিলাল (রাঃ) বললেন, আবদুল্লাহর (ইবনে মাসউদ) স্ত্রী। তিনি (সঃ) বললেন : হাঁ তার দ্বিগুণ পূনা হবে-আত্মীয়তার (হক আদায় করার) পূণ্য এবং দানের পূণ্য। ১৮

١٣٧٣ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي أَجْرُ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِي فَقَالَ أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَلَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ .

১৮ স্ত্রী তার স্বামীকে দান-খয়রাত করতে পারে কি না, এ সম্বন্ধে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) বলেন, জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেন, জায়েয আছে। যাকাত বা ফেত্রা আদায় হবে (শামী, ২৮, ৮৭)।

ওপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা সাহেবাইন দলীল প্রদান করেন। ইমাম আহম (রাঃ) বলেন : এ হাদীসগুলোতে নফল দান-খয়রাত সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৩৭৩. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি আবু সালামার পুত্রদের জন্য ব্যয় করি, তারা তো আমারই পুত্র, তবে আমার কোন পুণ্য হবে কি? তিনি বলেনঃ তাদের জন্য ব্যয় কর, তাদের জন্য যা ব্যয় করবে তার পুণ্য তুমি লাভ করবে।

৫০-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ বলেন :

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

(সদকা বা যাকাতের অর্থ) গোলাম আযাদ, ঋণগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে এবং (অসহায়) পথচারীদের জন্য (নির্ধারিত)।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর মালের যাকাত দ্বারা গোলাম আযাদ করতেন এবং হজ্জের জন্য (দুঃস্থ হাজ্জীদের) দান করতেন।

হাসান (বসরী) বলেন : যদি (যাকাত দানকারী) যাকাতের অর্থ দ্বারা নিজের পিতাকে ক্রয় করে তবে তা জায়েয, (এছাড়া) সৈনিক এবং এমন ব্যক্তিকেও (যাকাত) দেয়া যেতে পারে যে হজ্জ করেনি (যদি সে দরিদ্র হয়)। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“সদকা (যাকাত) কেবলমাত্র দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ, প্রীতি বন্ধনের জন্য এবং গোলাম মুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের এবং আল্লাহর পথে ও (অসহায়) পথচারীদের জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।”

উল্লিখিত (আটটি খাতের) যে কোন খাতে দান করাই যথেষ্ট। নবী (সঃ) বলেছেন : খালিদ (ইবনে ওলীদ) তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে। আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আমাদের যাকাতলব উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে হজ্জ গিয়েছেন।

১৩৭৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَانْكُمُ تَطْلُمُونَ خَالِدًا قَدْ اخْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا .

১৩৭৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করলে (তাকে) বলা হল যে, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনে ওলীদ ও আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (যাকাত দিতে) অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। নবী (সঃ) বললেনঃ ইবনে জামীল বুঝি এ কারণে অস্বীকার করেছে যে, সে নিঃস্ব ছিল, অতপর আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাকে বিস্ত্রশালী করেছেন। আর খালিদের কথা এই যে, তোমরা (যাকাত দাবী করে) তার ওপর যুলুম করেছে। কেননা সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। আর আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, তিনি রসূলের চাচা। সুতরাং এটা (দাবীকৃত যাকাত) তার জন্য অবশ্য ওয়াজিব এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ (অর্থাৎ তাঁর মর্যাদার খাতিরে তিনি শুধু ধার্যকৃত যাকাতই দেবেন না, বরং তার দ্বিগুণ দেবেন)। *

৫১-অনুচ্ছেদঃ কারো নিকট কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা।

১৩৭৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَنَسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفَدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفُ يَعْفُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ .

১৩৭৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন আনসারী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাদের দান করলেন। আবার তারা চাইলে তিনি তাদের (আবারও) দান করলেন। এতে তাঁর নিকট যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তিনি (আবারও) দান করলেন। এতে তাঁর নিকট যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তিনি (রসূল) বললেনঃ আমার নিকট মাল থাকলে আমি তা কখনো তোমাদেরকে না দিয়ে মজুদ করে রাখি না। যে ব্যক্তি অপরের নিকট কিছু চাওয়া থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে স্বনির্ভর থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর রাখেন এবং যে ধৈর্যাবলম্বী হতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করেন। ধৈর্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও প্রশস্ততর দান আর কাউকেও দেয়া হয়নি।

১৩৭৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

১৩৭৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ঐ সম্ভার কসম যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ! তোমাদের কারো পক্ষে এক গাছা রজ্জু নিয়ে বের হওয়া এবং কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে বোঝাই করে বয়ে আনা কোন লোকের কাছে গিয়ে ভিক্ষা

* আবু দাউদের বর্ণনায় আছেঃ আব্বাস (রাঃ)-র যাকাত তাঁর পক্ষ থেকে আমি পরিশোধ করব।

চাওয়ার চেয়ে উত্তম। অথচ সে ব্যক্তি তাকে দান করতেও পারে অথবা তাকে বিমুখও করতে পারে।

১৩৭৭. عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحِزْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ -

১৩৭৭. যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কারো এক গাছা রশি নিয়ে বের হওয়া এবং কাঠের বোঝা নিজের পিঠে করে বয়ে এনে তা বিক্রি করা যার দ্বারা আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করে থাকেন এটা তার জন্য এমন কাজ থেকে অধিক উত্তম যে, সে লোকের কাছে ভিক্ষা চাইবে, আর তারা তাকে হয়ত দান করবে অথবা ফিরিয়ে দিবে।

১৩৭৮. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعَلِيْبَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ أَنْ عُمَرُ دَعَا لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تُوَفَّى -

১৩৭৮. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে কিছু দান করলেন। আবার তীর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আবার দান করলেন। আবারও তীর নিকট কিছু চাইলাম তিনি (এবারও) কিছু দান করলেন এবং বললেনঃ হে হাকীম! এ মাল আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট। যে এটা নিরোভে গ্রহণ করে সে এতে বরকত প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে এটা লোভাতুর মনে গ্রহণ করে সে এতে বরকত পায় না এবং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করতে থাকে অথচ তৃপ্ত হয় না। ওপরের (দাতার) হাত নীচের (ভিক্ষার) হাতের চাইতে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! ঐ সম্ভার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহকারে

পাঠিয়েছেন। আমি এ দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া পর্যন্ত আপনার পরে আর কারো নিকট হতে কিছু গ্রহণ করব না। পরবর্তী কালে আবু বাক্কর (রাঃ) হাকীম (রাঃ)-কে দান গ্রহণ করতে আহ্বান জানাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর উমর (রাঃ)-ও তাকে দান করার জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন উমর (রাঃ) বললেন : হে মুসলিম সমাজ! আমি হাকীম সম্পর্কে তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, এ গনীমতের মাল থেকে তার প্রাপ্য আমি তাকে দান করছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এভাবে হাকীম (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পর আমৃত্যু কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেননি।

৫২-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বাকো লোভ-লালসা ও চাওয়া ব্যতীতই কিছু দান করেন (সে তা গ্রহণ করতে পারে)। (কেনা মহান আল্লাহ বলেনঃ)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .

“বিস্তারিতের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।”

১৩৭৭. عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ .

১৩৭৯. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে কিছু দান করলে আমি বলতাম, আমার চাইতে যার অভাব বেশী তাকে দিন। তিনি বলতেন : এটা গ্রহণ কর, যখন এ সম্পদ থেকে কিছু তোমার নিকট আসে অথচ তুমি তার জন্য লালায়িত নও এবং প্রার্থীও নও তখন তুমি তা গ্রহণ কর। আর এরূপ না হলে তোমার মনকে তার (ঐ মালের) পেছনে ধাবিত কর না।

৫৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য লোকদের নিকট হাত পাতে।

১৩৮০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَفْأَوْا بِأَدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمُنْذِ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ .

১৩৮০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) সর্বদা লোকের নিকট হাত পেতে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখমন্ডলে সামান্য গোশতও থাকবে না। তিনি (সঃ) আরো বলেছেন : কিয়ামতের দিন সূর্য নিকটবর্তী হবে, এমনকি ঘাম কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌছবে। এমতাবস্থায় লোকেরা (প্রথমে) আদম (আঃ), অতপর মূসা (আঃ) এবং তারপর (সর্বশেষে) মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে।

রাবী আবদুল্লাহ (ইবনে সালেহ) -এর বর্ণনায় আরও আছেঃ “তখন তিনি (সঃ) মাখলুকের মধ্যে (তডিৎ) ফয়সালার জন্য (আল্লাহর নিকট) সুপারিশ করবেন। অতপর তিনি (বেহেশতের দিকে) এগিয়ে যাবেন এবং (বেহেশতের) দরজার কড়া ধরে দাঁড়াবেন। ঐদিন আল্লাহ তাঁকে ‘মাকামে মাহমূদ’ (প্রশংসিত স্থান)-এ পৌছাবেন। উপস্থিত সবাই ঐ স্থানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে।”

৫৪-অনুবাদ : মহান আল্লাহ বলেন,

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا

“তারা (অর্থাৎ আল্লাহর পথে অপরূহ ব্যক্তিরা) ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট চেয়ে বেড়ায় না” এবং কি পরিমাণ সম্পদ হলে কোন ব্যক্তিকে সম্পদশালী বলা চলে। নবী (সঃ) বলেনঃ যে পর্যন্ত এ পরিমাণ সম্পদ অর্জিত না হবে যা তাকে অভাবমুক্ত করবে (সে পর্যন্ত সম্পদশালী বলা যাবে না)। মহান আল্লাহ বলেন :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

“(সদকাসমূহ) সেসব দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর, যারা আল্লাহর পথে অপরূহ রয়েছে বলে (জীবিকার অবেশনে) দেশের কোথাও ভ্রমণ করতে সক্ষম হয় না। কারো কাছে কিছু চায় না বলে নির্বোধ লোকেরা তাদের ধনশালী মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের চিনতে পারবে। তারা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট চেয়ে বেড়ায় না। আর যে অর্থ-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তৎসম্পর্কে খুব জ্ঞাত।”

১২৮১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمُسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَى وَيَسْتَحْيِ أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ الْحَافَا.

১৩৮১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মিসকীন নয় যে দু'এক গ্রাস (খাদ্য) পেয়ে ফিরে যায় (অথবা দু'এক গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ফেরায়), বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার সম্বলতা নেই অথচ চাইতেও লজ্জাবোধ করে কিংবা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট কিছু চায় না।

১২৮২. عَنْ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَأَضَاعَ الْمَالَ وَكَثَرَةَ السُّؤَالِ .

১৩৮২. মুগীরা ইবনে শো'বার লেখক (কেরানী) বলেন, একদা মুয়াবিয়া (রাঃ) মুগীরা ইবনে শো'বাকে লিখলেন, আমাকে এমন কিছু (কথা) লিখে পাঠাও যা তুমি নবী (সঃ) থেকে শুনেছ। তিনি (মুগীরা) তাকে লিখলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপসন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা, (২) সম্পদ ধ্বংস করা, (৩) বেশী বেশী যাচ্চা করা।

১২৮২. عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكْبَ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِمْ فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتَفِي ثُمَّ قَالَ أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَكَبِكَبُوا قُلُوبًا مُكْبًا أَكْبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللَّهُ لَوَجْهِهِ وَكَبَيْتُهُ أَنَا .

১৩৮৩. আবু আমের সাদ ইবনে আবু ওয়াহাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ (সঃ) একদল লোককে কিছু (মাল) দান করলেন এবং আমিও তাদের মাঝে

ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে বাদ দিলেন, তাকে কিছুই দান করলেন না। অথচ ঐ ব্যক্তিই আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গেলাম এবং তাকে ব্যাপারটি চুপি চুপি বললাম, আপনি অমুক লোকটিকে যে বাদ দিয়ে দান করলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি (সঃ) বললেন : বরং বল, সে একজন মুসলমান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। অতপর তার অভাব সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করল (অর্থাৎ তার অভাব-অনটনের কথা মনে করে আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না)। তাই আমি (আবার) বললাম, হে রসূলুল্লাহ, কি ব্যাপার। অমুক লোকটিকে যে বাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি বললেন, বরং বল, সে একজন মুসলমান। বর্ণনাকারী (আবু আমের) বলেন, আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। অতপর তার (অভাব) সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করল। তাই আমি (আবারও) বললাম, হে রসূলুল্লাহ, কি ব্যাপার। আপনি অমুক লোকটিকে যে বাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি বললেন, বরং বল, সে একজন মুসলমান। এভাবে তিনবার (এরূপ কথাবার্তা) হল। (অবশেষে) তিনি বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে দান করি অথচ অপর ব্যক্তি আমার নিকট তার চাইতে প্রিয়তর হয়ে থাকে, শুধু উপড় করে দোষখে নিষ্কপিত হবার ভয়ে (এরূপ করি)।

ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমি আমার পিতা (সা'দ)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, (তৃতীয় বারের পর) নবী (সঃ) তাঁর হাত আমার কঁধ ও গর্দানের মাঝখানে রাখলেন, তারপর বললেন, এসো সা'দ (দানের ব্যাপারে তোমার জিজ্ঞাসার জবাব শোন)। আমি এক ব্যক্তিকে দান করি....শেষ পর্যন্ত।

১২৮৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمَرَةُ وَالتَّمَرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمَسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

১৩৮৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকের দ্বারা দ্বারা ঘুরে বেড়ায় এবং দু'এক গ্রাস (খাবার) কিংবা দু'একটা খেজুর পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়, বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার এমন সম্বল নেই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে। অথচ তার অবস্থাও কারো জ্ঞাত নয় যে, তাকে কেউ কিছু দান করে এবং সেও লোকের নিকট গিয়ে মুখ খুলে কিছু চায় না।

১২৮৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَفْدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيعُ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ.

১৩৮৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ এক গাছা রশি নিয়ে (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে পড়ে তিনি বলেছেন, পাহাড়ে গমন করা এবং কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করা এবং (তার দ্বারা) আহানের সংস্থান করা ও দান-খয়রাত করা তার জন্য শোকের নিকট কিছু চাওয়ার চাইতে অধিক উত্তম।

৫৫-অনুবাদ : অনুমানে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

১২৮৬. عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرْبَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ اخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا آتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا أَنْهَا سَتَهَبُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلٍ طَبِئٍ وَأَهْدَى مَلِكٌ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِحَرَمِهِمْ فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرْبَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَتْ حَدِيقَتُكَ قَالَتْ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ خَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا قَالَ ابْنُ بُكَارٍ كَلِمَةً مَعَهَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةٌ فَلَمَّا رَأَى أَحَدًا قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحْبُهُ إِلَّا أَخْبِرَكُمْ بِخَيْرٍ ثَوْرٍ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ ثَوْرُ بَنِي النَّجَارِ ثُمَّ ثَوْرُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ ثَوْرُ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ ثَوْرُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزَدَجِ وَفِي كُلِّ ثَوْرٍ الْأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا.

১৩৮৬. আবু হুমাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে আবুকের যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। তিনি “ওয়াদিল-কুরা” নামক জনপদে পৌঁছে একটি দ্বীলোককে তার বাগানে দেখতে পেলেন। নবী (সঃ) স্বীয় সহচরদের বললেন, তোমরা (বাগানের খেজুরের) পরিমাণ অনুমান কর। রসূলুল্লাহ (সঃ) দশ ওয়াসাক (প্রায় ষাট মণ) অনুমান করলেন। তারপর তিনি দ্বীলোকটিকে বললেন : এ বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয় তার হিসেব রেক্ষ। যখন আমরা আবুকে উপস্থিত হলাম তখন নবী (সঃ) বললেন : সাবধান। আজ রাতে প্রচণ্ড ঝড় বইবে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং যার সঙ্গে উট রয়েছে সে যেসে তা বেঁধে রাখে। আমরা আমাদের উট বেঁধে রাখলাম। প্রচণ্ড ঝড় বইতে লাগল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল, ঝড় তাকে ‘তাই’ পাহাড়ে নিক্ষেপ করল।

(ঐ সময়) আইলার ১৯ বাদশাহ নবী (সঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপঢৌকন দিলেন এবং তিনি (সঃ) তাকে একখানা চাদর প্রদান করলেন আর তাকে ঐ দেশের রাজত্ব লিখে দিলেন। (ফেরার পথে) যখন তিনি 'ওয়াদিল-কুরা' পৌঁছলেন তখন ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার বাগানে কি পরিমাণ (খেজুর) উৎপন্ন হয়েছে? সে জবাব দিলঃ "দশ ওয়াসাক" যা রসূলুল্লাহ (সঃ) অনুমান করেছিলেন। অতপর নবী (সঃ) বললেন : আমি শীগগির মদীনায পৌঁছতে চাই। সুতরাং তোমাদের যে কেউ আমার সাথে যেতে চায় সে যেন তাড়াতাড়ি করে। (অতপর রাবী) ইবনে বাক্বার একটি কথা বললেন যার অর্থ হল, যখন তিনি (সঃ) মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন বললেন : এটা 'তাবা' ২০। যখন তিনি উহদ পাহাড় দেখলেন তখন বললেনঃ এটা ঐ পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও এটাকে ভালবাসি। আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আনসার গোত্র সম্পর্কে অবহিত করব না? সাখীরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ সর্বোত্তম গোত্র হলো বনু নাজ্জার, অতপর বনু আবদুল আশহাল, অতপর বনু সায়েদা অথবা বনুল হারিস ইবনে খায়রাজ্জ। তবে প্রতিটি আনসার গোত্রই উত্তম।

৫৬-অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির পানি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্তিত ভূমিতে 'উশর' (দশমাংশ) ওয়াজিব। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-র মতে মধুর উপর কোন যাকাত নেই।

১২৮৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُونَ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ.

১৩৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদনদী দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিক্তিত হয়, তাতে 'উশর' (দশমাংশ) ওয়াজিব হবে। আর যেসব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে।

৫৭-অনুচ্ছেদ : পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই।

১২৮৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خُمْسَةٍ أَوْ سُقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خُمْسٍ مِنَ الْأَيْلِ النَّوْءِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خُمْسٍ أَوْاقٍ مِنَ الْوَبِقِ صَدَقَةٌ.

১৩৮৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোন যাকাত নেই, উটের ওপর পাঁচটির কমে যাকাত নেই এবং রূপার উপর পাঁচ উকিয়ার কমে কোন যাকাত নেই।

১৯. 'আইলা' সমুদ্র উপকূলে একটি পুরনো শহর।

২০. 'তাবা' মদীনার অপর নাম, অর্থ হলো 'পবিত্র'।

৫৮-অনুচ্ছেদ : খেজুর কাটার মওসুমে খেজুরের যাকাত আদায় করা। আর সদকার (যাকাত লব্ধ) খেজুর হাতে নেয়ার জন্য ছোট বাটাকে ছেড়ে দেয়া যায় কি?

১২৮৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِي بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَافِ النَّخْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَيَجْعَلُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا ثَمْرَةً فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ .

১৩৮৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর কাটার মওসুম এলে যাকাতের খেজুরসমূহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আনা হত। এক ব্যক্তি তার খেজুর নিয়ে আসল। আরেক জন তার খেজুর নিয়ে আসল। এভাবে তাঁর নিকট খেজুরের স্থূপ পড়ে যেত। একদিন হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ঐ খেজুর নিয়ে খেলা করতে করতে তাদের একজন একটি খেজুর মুখে পুরে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং খেজুরটি তার মুখ থেকে বের করে বললেন : “তুমি কি জান না যে, মুহাম্মাদের বংশধররা সদকার দ্রব্য খায় না”?

৫৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজের ফল অথবা বৃক্ষ (ফলসহ) অথবা যমীন (ফসলসহ) কিংবা গুথু ফসল বিক্রি করল যার ওপর উশর অথবা যাকাত ওয়াজিব ছিল, অতপর সে অন্য মাল দ্বারা ঐ যাকাত আদায় করল, অথবা সে এ ধরনের ফল বিক্রি করে দিল যাতে যাকাত ওয়াজিব ছিল না। নবী (সঃ) বলেন: তোমরা ব্যবহারের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি কর না। সুতরাং ফল ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পর বিক্রি করতে তিনি কাউকে নিষেধ করেননি এবং (এ ব্যাপারে) যার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে আর যার ওপর ওয়াজিব হয়নি এ দু'জনের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

১২৯০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاقَتُهُ

১৩৯০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যে পর্যন্ত না তা ব্যবহারের উপযোগী হয়। (ইবনে উমরকে) যখন জিজ্ঞেস করা হত যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়া মানে কি? তিনি বলতেন, তার (খেজুরের) আপদ কাল কেটে যাওয়া।

১৩৯১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْنُو صِلَاحُهَا.

১৩৯১. জাবর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) ব্যবহারের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

১৩৯২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى قَالَ حَتَّى تَحْمَارَ.

১৩৯২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফল রঙীন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ লাল রং ধারণ না করা পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৬০-অনুচ্ছেদ : যাকাতদাতা স্বীয় যাকাতের মাল ক্রয় করতে পারে কি? অপরের যাকাতের মাল ক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। কেননা নবী (সঃ) ওধু যাকাতদাতাকে (নিজের যাকাতের মাল) ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, অন্যদের নিষেধ করেননি।

১৩৯৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ لِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يَبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يُبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.

১৩৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করেন। এরপর তিনি দেখলেন যে, ঐ ঘোড়াটি বিক্রি হচ্ছে। তিনি তা কিনতে চাইলেন। তিনি নবী (সঃ)-এর নিকট এসে (এ ব্যাপারে) তাঁর অনুমতি চাইলেন। তিনি (সঃ) বললেন : নিজের দান ফেরত নিও না। এ কারণে (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রাঃ) যখন কোন দানের বস্তু ক্রয় করতেন তৎক্ষণাৎ তা সদকা করে দিতেন।

১৩৯৪. عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِيَهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدْرَهُمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ.

১৩৯৪. আবু যায়েদ (রাঃ) বলেনঃ আমি উমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আমি আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। কিন্তু যার নিকট ঐ ঘোড়াটি ছিল সে তাকে অকর্মণ্য

করে দিয়েছিল। আমি ওটা কেনার ইচ্ছা করলাম। আমি ধারণা করলাম যে, সে ওটা সস্তা দামে বিক্রি করবে। আমি নবী (সঃ)-কে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ ওটা খরীদ কর না। তুমি যা সদকা করেছ তা পুনরায় গ্রহণ কর না, যদিও সে এক দিনহামের বিনিময়ে তোমাকে তা প্রদান করে। কেননা সদকার দ্রব্য পুনঃ গ্রহণকারী নিজ বমি ভক্ষণকারীরাই ন্যায়।

৬১-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) ও তাঁর বংশধরদের জন্য সদকা বা যাকাত প্রদান সম্পর্কিত বর্ণনা।

১২৯০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَخْ كَخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

১৩৯৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাসান ইবনে আলী (রাঃ) যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর (হাতে) নিলেন এবং তা মুখে পুরে দিলেন। নবী (সঃ) বললেন : কখ কখ, যাতে সে ওটা বেল দেয়। অতপর তিনি বলেন : তুমি কি জ্ঞান না যে, আমরা (বনু হাশিমরা) যাকাতের দ্রব্য খাই না?

৬২-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর সহধর্মিণীদের গোলামদের সদকা দান প্রসঙ্গ।

১২৯৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ كُلُّهَا.

১৩৯৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) (একদা) একটি মৃত বকরী দেখতে পেলেন। ওটা সদকার মাল থেকে মায়মুনা (রাঃ)-এর মুক্ত দাসীকে দেয়া হয়েছিল। নবী (সঃ) বললেনঃ ওর চামড়াটা তোমরা কাজে লাগালে না কেন? তারা জবাব দিল, ওটা যে মৃত। তিনি বললেনঃ ওটা তক্ষণ করাই শুধু হারাম।

১২৯৭. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا رَأَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِشْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيَهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَ مَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرَيْهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَأَوْتَى النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ مَوْلَاهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

১৩৯৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাহ (নাখী দাসী)-কে মুক্ত করার জন্য খরীদ করতে চাইলে তার মনিবরা এই শর্ত আরোপ করতে চাইল যে, তার 'ওয়াল্লা'

(উত্তরাধিকার) তাদেরই থাকবে। তখন আয়েশা (রাঃ) (এ সম্পর্কে) নবী (সঃ)-কে বললে তিনি তাকে বলেনঃ তুমি তাকে কিনে নাও। 'ওয়লা' (উত্তরাধিকার) তো তারই যে মুক্ত করে।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ (একদা) নবী (সঃ)-এর সামনে কিছু গোশত আনা হল। আমি বললাম, এটা বারীরাতে সদকা স্বরূপ দেয়া গোশত। তিনি বলেনঃ এটা তার জন্য সদকা বটে, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া (উপঢৌকন)।

৬৩-অনুচ্ছেদ : সদকা যখন যথাস্থানে পৌঁছে যায়।

১৩৯৮. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْنَا نُسِيئُهُ مِنَ الشَّأَةِ الَّتِي بَعَثَتْ لَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا.

১৩৯৮. আনসার রমনী উম্মে আতিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আয়েশা (রাঃ)-র নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কিছু (খাবার) আছে? তিনি জবাব দিলেন, আপনি সদকার যে বকরীটা নুসাইবার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তার যে গোশতটুকু সে আমাদের জন্য পাঠিয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছু নেই। তিনি (সঃ) বলেনঃ নিশ্চয়ই ওটা যথাস্থানে পৌঁছে গেছে (সুতরাং এখন আমরা তার গোশত খেতে পারি)।

১৩৯৯. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِلَحْمٍ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

১৩৯৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর সামনে এমন কিছু গোশত আনা হল যা বারীরাতে সদকা স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। তিনি (সঃ) বলেনঃ এটা তার জন্য সদকা বটে, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া (উপহার) স্বরূপ।

৬৪-অনুচ্ছেদ : যাকাত খনীদেদের থেকে গ্রহণ করে যে কোন এলাকার গরীবদের মধ্যে বিতরণ। ২১

১৪০০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا

২১. প্রত্যেক এলাকার যাকাত সেই এলাকার গরীবদের জন্যই ব্যয় করতে হবে। কোন কোন ইমামের মাযহাবে এরূপ করাই ওয়াজিব, অন্যত্র নেয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফার মাযহাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্য অঞ্চলে যাকাত প্রেরণ করা যায় : যেমন (১) যাকাতদাতার গরীব আত্মীয় অন্য এলাকায় থাকলে; (২) এবং কোনো এলাকায় অভাব বেশী দেখা দিলে; (৩) এলেম শিক্ষার্থী ও অভাবী নেক লোকদের জন্য এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় প্রেরণ করা যায় (শাযী)।

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

১৪০০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামন দেশে পাঠান তখন তাঁকে বলেন : তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা কিতাবধারী। সুতরাং তুমি তাদের নিকট পৌঁছে আহ্বান জানাবে যে, তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, প্রত্যহ দিন-রাতে আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের ভাল ভাল সম্পদগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থেক। আর মবলুমের অতিপ্রাপকে ভয় কর, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধক নেই।

৬৫-অনুবাদ : যাকাত দানকারীর জন্য ইমামের দোআ ও মঙ্গল কামনা করা। মহান আল্লাহ বলেন :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ .

“তাদের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে তাদেরকে (তনাই থেকে) পবিত্র কর এবং তাদের জন্য দোআ কর। তোমার দোয়া তাদের জন্য শান্তিদায়ক।”

১৪.১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

১৪০১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন সম্প্রদায় তাদের যাকাত নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! তুমি অমুকের বংশধরের ওপর করুণা কর। আমার পিতাও স্বীয় যাকাত নিয়ে তাঁর নিকট এলে তিনি বলেন : হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশধরের ওপর দয়া কর।

৬৬-অনুচ্ছেদ : সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আব্বাস^{২২} ভূগর্ভস্থ ধন নয়, বরং এটা সমুদ্র থেকে নিষ্কৃত একটি বস্তু। হাসান বসরী (র) বলেন, আব্বাস ও মুতার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত (ওয়াজিব)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, নবী (সঃ) ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করেছেন, পানি অর্থাৎ সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত ধনে নয়। আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি একই সোতের অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার কর্ত্ত চাইলে সে তাকে তা প্রদান করল। পরে ঐ দেনাদার সমুদ্রের দিকে যাত্রা করল। কিছু কোন যানবাহন পেল না (যাতে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে দেনা পরিশোধ করতে পারে)। তাই সে এক খড় কাঠ নিয়ে তাতে ছিদ্র করল এবং তার মধ্যে হাজার দীনার ভরে (ছিদ্র বন্ধ করে) তা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। যে লোকটি তাকে কর্ত্ত দিয়েছিল সে (নির্ধারিত দিনে সমুদ্র তীরে) পেল এবং হঠাৎ ঐ কাঠের টুকরাটা তার নজরে পড়ল। সে তার পরিবারের ছালানি কাঠের জন্য তা নিয়ে এল। এরপর তিনি [আবু হুরাইরা রাঃ] সম্পূর্ণ ঘটনাটা বর্ণনা করেন। সে কাঠের টুকরাটা ভিড়ে ঐ অর্থ পেয়ে গেল।

৬৭-অনুচ্ছেদ : 'রিকাব' অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। মালেক ইবনে আনাস ও ইবনে ইদরীস (ইমাম শাফি'রী) বলেন, জাহিলী যুগে ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদকে 'রিকাব' বলে। এর পরিমাণ কম হোক আর বেশী হোক তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। এবং খনি 'রিকাব' নয়। নবী (সঃ) বলেছেন : খনির জন্য (খননকালে মারা গেলে) দত্ত নেই এবং ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) খনি থেকে প্রতি দু'শ' দিরহামে পাঁচ দিরহাম (চল্লিশ ডাগের একভাগ) গ্রহণ করেছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন, কাকের অধ্যুসিত এলাকার ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। আর মুসলিম অধ্যুসিত এলাকার ভূগর্ভস্থ ধনে যাকাত ওয়াজিব। যদি শত্রু-জমিতে কোন বস্তু কুড়িয়ে পাওয়া যায় তবে তার ঘোষণা দিতে হবে। যদি শত্রু পক্ষের মাল হয় তবে তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। কেউ কেউ (ইমাম আবু হানীফা) বলেন, জাহিলী যুগের ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদের ন্যায় খনিও 'রিকাব'।^{২৩} কেননা যখন খনি থেকে কিছু বের করা হয় তখন বলা হয় : 'আরকাযাল মাদিন'। (বুখারী বলেন) এর জবাব এই যে, যখন কাউকে কোন বস্তু দান করা হয়, কিংবা কেউ যদি অধিক মুনাফা অর্জন করে অথবা ফল অধিক উৎপন্ন হয় তখন বলা হয় : 'আরকাযাত'। তাছাড়া তিনি নিজেই স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, খনি গোপন করাতে কোন দোষ নেই এবং এক-পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে না।

২২. বর্তমান কালে তিনি মাছকে আনবার বলা হয়।

২৩. ইমাম আবু হানীফার মতে 'রিকাব' অর্থাৎ ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদ, আর 'মা'দিন' অর্থাৎ ভূগর্ভে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ (খনি) এ উভয়টার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

১৪.২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَجَمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

১৪০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : (গৃহপালিত) পশুর (জড়ির) জন্য দত্ত নেই। কূপের জন্য দত্ত নেই এবং খনির জন্যও নেই। ২৪ ভূ-গর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

৬৮-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ বলেন : “যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা”। এবং যাকাত আদায়কারী থেকে ইমামের হিসেব-নিকেশ গ্রহণ করা।

১৪.৩. عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ الْمُتَيْبَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ -

১৪০৩. আবু হুমাইদ সা'ইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বনী সুলাইমের নিকট থেকে যাকাত আদায় করার জন্য আসাদ গোত্রের ইবনে লুতবিয়াকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে ফিরে এলে তিনি তার কাছ থেকে হিসেব নিয়েছিলেন।

৬৯-অনুচ্ছেদ : যাকাতের উট ও উটের দুধ পয়টকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা।

১৪.৪. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنَ الْبَاقِ وَأَبْوَالَهَا فَقَتَلُوا الرُّاعِيَ وَاسْتَأْقُوا الذَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعْضُونَ الْحِجَارَةَ .

১৪০৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায এলে সেখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না (ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে)। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে যাকাতলব্ধ উটের নিকট যেতে এবং ঐ উটের দুধ ও পেশাব পান করতে অনুমতি দিলেন। (সুস্থতা লাভের পর) তারা পালের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য লোক পাঠালেন। তাদেরকে ধরে আনা হল। তিনি (সঃ) তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখে (গরম) শলাকা বিদ্ধ করলেন। তারপর তাদেরকে কৌকরময় স্থানে ফেলে রাখলেন। তারা

২৪. উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও জানোয়ার কর্তৃক কেউ নিহত হলে তার জন্য মালিককে মৃত্যুপণ দিতে হবে না। কূপ অথবা খনি খননকালে অথবা অন্য কোন সময়ে তাতে চাপা পড়ে কেউ মারা গেলে তার জন্য মালিককে মৃত্যুপণ দিতে হবে না, যদি কূপ বা খনি মালিকের নিজস্ব জমিতে কিংবা জনস্বত্বের ক্ষতিসাধন করানো হয়।

(যজ্ঞগায় ও সূ৭-গিণাসায়) পাথর চিবাতে থাকে। আবু কিলাবা, সাবিত ও হমাইদ প্রমুখ রাবী আনাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৭০-অনুবাদ : ইমাম কর্তৃক নিজের হাতে যাকাতের উটে দাগ লাগানো।

১৪.৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمَيْسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ .

১৪০৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক দিন ভোরবেলা শিশু আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম যেন তিনি খুঁয়া চিবিয়ে তার মুখের তালুতে লাগিয়ে দেন। আমি গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তাঁর হাতে পশু দাগাবার একটি লৌহযন্ত্র রয়েছে, যদ্বারা তিনি যাকাতের উটগুলো দাগাচ্ছিলেন।

সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা

৭১-অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর ফরয হওয়ার বর্ণনা। আবুল আলিয়া, আতা ও ইবনে সীরীন (রা)-এর মতে সদকায়ে ফিতর ফরয।^১

১৪.৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

১৪০৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিম দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর ও নারী এবং বালক ও বৃদ্ধের ওপর সদকায়ে ফিতর (রোযার ফিতরা) এক সা^২ খেজুর কিংবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি এটাও আদেশ করেছেন যে, লোকদের (ঈদের) নামাযে যাবার পূর্বেই যেন তা আদায় করা হয়।

৭২-অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর মুসলিম দাস ও স্বাধীন সবার ওপর ওয়াজিব।

১৪.৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

১৪০৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন ও গোলাম প্রত্যেকের ওপর সদকায়ে ফিতর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

৭৩-অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' যব প্রদান করা।^৩

১৪.৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَطْعُمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

১. সদকা বা ফিতরা সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। যেমন ইমাম আবু হানীফার মতে তা ওয়াজিব। ইমাম শাফি'রী, মালেক, আহমদ প্রমুখের মতে সদকা ফেত্বা ফরয। এই উভয় মতের মধ্যে সুন্নাহ ও মর্মগত সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান।
২. এ দেশীয় ওজনে এক সা' সমান তিন সের এগার হটাক।
৩. ফিতরার পরিমাণ সম্পর্কে হানাফী মত হলো, অর্ধ সা' বা এক সের সাড়ে তেরো হটাক। অন্যান্য ইমামদের মতে পূর্ণ সা'।

১৪০৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' যব দিতাম।

৭৪-অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খাদদ্রব্য প্রদান করা।

১৪০৯. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيبٍ.

১৪০৯. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (রসূলুল্লাহর যমানায়) সদকায়ে ফিতর বাবত (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাবার (আটা) অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনির কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম।

৭৫-অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খেজুর প্রদান করা।

১৪১০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مَدَيْنٍ مِّنْ حِنْطَةٍ.

১৪১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন, (পরবর্তী কালে) লোকেরা (আমীর মুয়াবিয়া ও তার সঙ্গীরা) তার স্থলে দুই 'মুদ্' ৪ গম নির্ধারিত করেছেন।

৭৬-অনুচ্ছেদ : এক সা' কিসমিস প্রদান করা।

১৪১১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السُّمَرَاءُ قَالَ أَرَىٰ مُدًّا مِّنْ هَذَا يَعْدِلُ مَدَيْنٍ.

১৪১১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর যমানায় আমরা ফিতরা বাবত (মাথা পিছু) এক সা' খাবার (গম) অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম। মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর যমানায় যখন এক সা' যব কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম। মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর যমানায় যখন গম আমদানি হল তখন তিনি বললেন, আমার মতে এর (গমের) এক 'মুদ্' (অন্য জিনিসের) দুই মুন্দের সমান।

৪. দুই 'মুদ্' হলো : এক সা'র অর্ধেক, অর্থাৎ এক সের সাড়ে তের ছটাক।

৭৭-অনুচ্ছেদ : ঈদের নামাযে যাবার আগেই ফিতরা আদায় করা।

১৬১২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

১৪১২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) লোকদের (ঈদের) নামাযে যাওয়ার পূর্বেই সদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৬১৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالْتَّمْرُ.

১৪১৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর যমানায় ঈদুল ফিতরের দিন আমরা ফিতরা বাবত (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করতাম। আবু সাঈদ (খুদরী) বলেন, তখন আমাদের খাবার ছিল যব, কিসমিস পনির ও খুরমা।

৭৮-অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাস ও স্বাধীন উভয়ের ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। মুহরী (র) বলেন, ব্যবসার ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে যাকাত ও ফিতরা দু'টোই আদায় করতে হবে।

১৬১৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعُوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ أَنْ كَانَ لِيُعْطَىٰ عَنْ بَنِي وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَنِي يَعْنِي بَنِي نَافِعٍ قَالَ كَانُوا يُعْطُونَ لِجُمُعٍ لَا لِلْفُقَرَاءِ

১৪১৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) নর ও নারী এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর সদকায়ে ফিতর অথবা বলেছেন রোযার ফিতরা (রাবীর সন্দেহ) এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। পরবর্তী কালে লোকেরা আধা সা' গমকে এর (এক সা' খেজুরের) সমান ধরে নিয়েছে। ইবনে উমর (সব সময়) খেজুর প্রদান করতেন। একবার মদীনাবাসীর নিকট খেজুরের আকাল দেখা দিলে

তিনি যব প্রদান করেন। ইবনে উমর (রাঃ) ছোট বড় সবার ফিতরা প্রদান করতেন। (রাবী নাফে বলেন,) এমনকি আমার ছেলেদের ফিতরাও তিনি দিয়ে দিতেন। ইবনে উমর ওদেরকেই ফিতরা প্রদান করতেন যারা তা গ্রহণ করত এবং সাহাবারা ইদুল ফিতরের এক কিংবা দুই দিন পূর্বেই (আদায়কারীর নিকট) ফিতরা জমা দিতেন।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, হাদীসে ‘বানিয়্যি’ শব্দ দ্বারা নাফে’র ছেলেদেরকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সাহাবারা আদায়কারীর নিকট ফিতরা জমা দিতেন, সরাসরি গরীবদেরকে দিতেন না।

৭৯-অনুচ্ছেদ : বড় ও ছোট সবার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। আবু উমর বলেন : উমর, আলী, ইবনে উমর, জাবির, আয়েশা (রা), তাউস, আতা ও ইবনে সীরীন (র)-এর মতে ইয়াতীমের মাল থেকেও যাকাত (সদকায়ে ফিতর) আদায় সীরীন (র)-এর মতে ইয়াতীমের মাল থেকেও যাকাত (সদকায়ে ফিতর) আদায় করতে হবে। যুহরী (র) বলেন, পাগলের সম্পদেরও যাকাত দিতে হবে।

১৬১০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَمْلُوكِ .

১৪১৫. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর সদকায়ে ফিতর এক সা’ যব অথবা এক সা’ খেজুর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

كتاب الحج

(হজ্জের বর্ণনা)

১-অনুবাদ : হজ্জ করণ ও তার মর্যাদা। মহান আল্লাহর বাণী :

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“যারা এই ঘর (বায়তুল্লাহ) পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য রাখে তাদেরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ আদায় করতে হবে। আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন” (আলে ইমরান: ৯৭)।

١٤١٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْتَظِرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخِرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيصَةَ اللَّهِ عَلَى هَيْبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৪১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা ফযল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে তাঁর সওয়ারীতে বসা ছিলেন। এ সময় খাছআম গোত্রের এক মহিলা আগমন করলে ফযল তার দিকে তাকাচ্ছিল এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। নবী (সঃ) বার বার ফযলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে থাকলেন। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কর্তৃক বান্দার ওপর আরোপিত হজ্জ আমার বৃদ্ধ পিতার উপর ফরয় হয়েছে। তিনি সওয়ারীর ওপর ঠিক হয়ে বসে থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? উত্তরে নবী (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, পার। এটি ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।^১

১. বদলী হজ্জ করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছে:

ক. ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদের মতে নিজে হজ্জ না করে অন্যের বদলী হজ্জ করতে পারে। উক্ত হাদীস এর দলীল। কেননা রসূল (সঃ) মহিলাটিকে এ কথা জিজ্ঞেস করেননি, তুমি হজ্জ করেছ কি না, অথচ তাকে বলে দিয়েছেনঃ বদলী হজ্জ করতে পার।

খ. ইমাম শাফিঈ'র মতে নিজে হজ্জ না করে অপরের বদলী হজ্জ করা জায়েয নয়।

২-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
 بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَلَكُوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا الضَّالِّينَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
 وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * الْحَجُّ آيَات ٢٧-٢٩

“হজ্জের জন্য লোকদেরকে এই মর্মে আহ্বান জানাও যেন তারা দূর দূরান্ত থেকে
 হেঁটে এবং সব কৃশকায় উটের ওপর সওয়ার হয়ে তোমার নিকট আগমন করে,
 এখানে যেসব কল্যাণ তাদের জন্য রয়েছে সেগুলো যাতে তারা প্রত্যক্ষ করতে
 পারে এবং আল্লাহ যে জন্তুগুলো তাদেরকে দান করেছেন কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে
 সেগুলোর ওপর আল্লাহর নাম নিতে পারে (কোরবানী করে)। অতপর তার গোশত
 নিজেরাও খাবে আর দরিদ্র অভাব-গ্রস্তদেরও দান করবে। এরপর নিজেদের
 (শরীরের) ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করবে (ইহরাম খুলে গোসল করা নখ ইত্যাদি
 কাটা) ও মান্নত পূরণ করবে এবং এই সুপ্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করবে” (সূরা হজ্জ :
 ২৭-২৯)।

١٤١٧. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ
 يَهْلُ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً -

১৪১৭. ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি যুল-হলাইফা নামক
 জায়গায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করতে দেখেছি। তাঁর সওয়ারী
 ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি সজোরে তালবিয়া (“লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা”)
 পড়তে থাকেন।

١٤١٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذِي
 الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ -

১৪১৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যুল-হলাইফা থেকে
 রসূলুল্লাহ (সঃ) ঠিক সেই সময় সজোরে তালবিয়া পড়তে শুরু করেন, যখন তাঁর সওয়ারী
 উট তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

৩-অনুচ্ছেদ : সওয়ারীতে আরোহণ করে হজ্জ যাতায়াত... আয়েশা (রা)
 থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আয়েশার সাথে তাঁর ভাই আবদুর রহমানকে
 পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে (আয়েশাকে) সওয়ারীতে বসিয়ে তানঈম নামক জায়গা
 থেকে উমরা করিয়েছিলেন। উমর (রা) বলেছেন, হজ্জের উদ্দেশ্যে সওয়ারীর পিঠে

মজবুত করে হাওদা বাঁধো। কেননা দুটি জিহাদের মধ্যে এটি একটি জিহাদ। মুহাম্মদ ইবনে আবু বাকর.....সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আনাস (রা) একটি সওয়ারীর পিঠে হাওদার মধ্যে বসে হজ্জে গিয়েছেন। অথচ তিনি কৃপণ স্বভাবের মানুষ ছিলেন না। তিনি (আনাস) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) সওয়ারীর পিঠে হাওদায় বসে হজ্জে গিয়েছিলেন। এর ওপর তাঁর আসবাবপত্রও ছিল।

১৬১৭. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْتَمَرْتُ وَلَمْ اعْتَمِرْ قَالَ يَا عَبْدَ لِرُحْمَنِ اذْهَبْ بِأَخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَأَحَقَّهَا عَلَى نَاقَةٍ فَأَعْتَمَرَتْ.

১৪১৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনারা উমরা আদায় করলেন, অথচ আমি উমরা আদায় করতে পারলাম না। একথা শুনে নবী (সঃ) আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরকে বললেন, হে আবদুর রহমান! যাও, তোমার বোনকে নিয়ে তানঈম নামক জায়গা থেকে উমরা করাও। আবদুর রহমান তাঁকে সওয়ারীর ওপর হাওদার মধ্যে পিছনে বসিয়ে নিলেন এবং এভাবে তিনি (আয়েশা) উমরা সমাপন করলেন।

৪-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া হজ্জের মর্যাদা।

১৬২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

১৪২০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কোন আমল সবচাইতে উত্তম?' তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান। আবার জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, 'হজ্জে মাবরুর' অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া হজ্জ।

১৬২১. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

১৪২১. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! জিহাদকে আমরা (মেয়েরা) সবচাইতে উত্তম কাজ বলে জানি, আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'হজ্জে মাবরুর'।

١٤٢٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

১৪২২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আত্মাহুত উদ্দেশ্যে হজ্জ সমাপন করলো এবং হজ্জ সমাপনকালে কোন প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজে কিংবা গোনাহর কাজে লিপ্ত হলো না, সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাভর্তন করল।

৫-অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরার মীকাত নির্ধারণ (অর্থাৎ হজ্জ ও উমরার নিয়্যাত করলে বিভিন্ন এলাকার বা দেশের লোকদের যেসব নির্দিষ্ট স্থান হতে ইহরাম বাধতে হবে)।

١٤٢٣. عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَاقٌ فَسَأَلْتُ مَنْ آيِنُ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ.

১৪২৩. যায়েদ ইবনে জুযায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের অবস্থানে গমন করলেন। তাঁর তাঁবুটি সূতি ও পশমী বস্ত্র নির্মিত ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ জায়গা থেকে উমরার ইহরাম বাধা আমার জন্য জায়েয? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) নজদবাসীদের জন্য কারন্ থেকে, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হলাইফা এবং শামবাসীদের জন্য জুহফা নামক জায়গাকে হজ্জ ও উমরার মীকাত বা ইহরাম বাধার জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৬-অনুচ্ছেদ : মহান আত্মাহুত বাণী :

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ . البقرة - آية ١٩٧

“তোমরা হজ্জের সফরে পথের সবল (প্রয়োজনীয় দ্রব্য) সাথে নিয়ে যাও। আর সবচাইতে উত্তম পাথের হল তাকওয়া বা পরহেজগারী। হে জ্ঞানীগণ! আমাদের ভয় করে চলো।” (বাকারা-১৯৭)

١٤٢٤. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحْجُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَاذًا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى.

১৪২৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়ামানবাসীরা হজ্জে গমন করত কিন্তু সফরের পাথেয় আনত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মক্কা পৌঁছার পর তারা লোকদের কাছে ভিক্ষা করে বেড়াত। সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ (তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে, নাযিল করলেন) “তোমরা হজ্জের সফরে পাথেয় সাথে নিয়ে যাও। আর জেনে রাখো! উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া বা খোদাভীতি।”

৭-অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরার জন্য মক্কাবাসীদের ইহরাম বাধার স্থান।

১৪২৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتْ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَأَهْلَ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلَأَهْلَ الْيَمَنِ يَلْمَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَاءَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

১৪২৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হলাইফা, শামবাসীদের (সিরিয়া) জন্য জুহফা, নজ্দবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম^২ নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার জন্য) মীকাত বা ইহরাম বাধার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলো উক্ত লোকদের জন্য, আর যেসব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানগুলোর ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও মীকাত বা ইহরাম বাধার নির্দিষ্ট জায়গা। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী তারা যেখানে আছে সেখান থেকেই ইহরাম বাধবে, এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাধবে।

৮-অনুচ্ছেদ : মদীনাবাসীদের মীকাত। তারা যুল-হলাইফা^৩ নামক স্থানে পৌঁছার পূর্বে ইহরাম বাধবে না।

১৪২৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُهَلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيُهَلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَمَ .

১৪২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মদীনাবাসীগণ যুল-হলাইফা থেকে, শামবাসীগণ জুহফা থেকে এবং নজ্দবাসীগণ কারন

২. পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতবাসী হজ্জ গমনেচ্ছুদের মীকাতও ইয়ালামলাম।

৩. যুল-হলাইফা, এ স্থানটি মদীনার অদূরে অবস্থিত। বর্তমানে একে বীরে আলী বলা হয়। এখানে একটি মসজিদ আছে।

(কারনুল মানাযিল) থেকে (হজ্জ ও উমরার) ইহরাম বীধবে। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) বলেছেন, আমি জানত পেরেছি, রসূলুল্লাহ (সঃ) এও বলেছেন যে, ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বীধবে।

৯-অনুচ্ছেদ : শাম (সিরিয়া)-বাসীদের ইহরাম বীধার স্থান।

১৬২৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمَّمُ فَهْنٌ لَهُنَّ وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ نَوْنَهُنَّ فَمَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا.

১৪২৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহফা, নাজ্দবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার জন্য) মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলো উক্ত লোকদের জন্য যেমন মীকাত, যেসব লোক ঐ এলাকার অধিবাসী নয়, কিন্তু হজ্জ ও উমরা পালনের জন্য ঐ সব এলাকার ওপর দিয়ে এলাকার অধিবাসী নয়, কিন্তু হজ্জ ও উমরা পালনের জন্য ঐ সব এলাকার ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও তেমনি মীকাত। আর যারা মীকাতগুলোর অভ্যন্তরে বসবাস করে তাদের বাসস্থানই তাদের মীকাত। এমনকি মক্কাবাসীগণ তাদের বাসস্থান থেকেই ইহরাম বীধবে।

১০-অনুচ্ছেদ : নাজ্দবাসীদের মীকাত।

১৬২৮. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَهْلٌ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَوَا الْحُلَيْفَةِ وَمَهْلٌ أَهْلِ الشَّامِ مَهْبِغَةٌ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَأَهْلُ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ وَمَهْلٌ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمَّمُ

১৪২৮. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যুল-হলাইফা মদীনাবাসীদের ইহরাম বীধার স্থান, মুহাইয়া অর্থাৎ জুহফা শামবাসীদের জন্য এবং নাজ্দবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল ইহরাম বীধার নির্দিষ্ট স্থান। ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, লোকেরা বলত, নবী (সঃ) (একথাও) বলেছেন যে, ইয়ামানবাসীদের ইহরাম বীধার নির্দিষ্ট স্থান হল ইয়ালামলাম, কিন্তু আমি তা [নবী (সঃ)-এর এই কথা] শুনে পাইনি।

১১-অনুচ্ছেদ : মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের ইহরাম বাধার স্থান।

১৪২৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ وَلَأَهْلَ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ تَوْنُهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّىٰ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَهْلَوْنَ مِنْهَا

১৪২৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহফা, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম এবং নজ্দবাসীদের জন্য কারনুল (কারনুল মানাযিল) নামক স্থানকে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন। এসব স্থান উক্ত এলাকার জন্য এবং অন্য সব এলাকা থেকে যারা হজ্জ ও উমরা সমাপনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে তাদের জন্য মীকাত। কিন্তু যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী তাদের বাড়ীই তাদের জন্য মীকাত। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহরাম বাধবে।

১২-অনুচ্ছেদ : ইয়ামানবাসীদের মীকাত।

১৪২৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَأَهْلَ نَجْدٍ قَرْنِ الْمَنَازِلِ وَلَأَهْلَ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ مِنْ لَأَهْلِهِمْ وَلِكُلِّ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ تَوْنُ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

১৪৩০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহফা, নজ্দবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ স্থানগুলো এখানকার অধিবাসীদের জন্য এবং অন্য যেসব লোক (এর বাইরে থেকে) হজ্জ ও উমরা পালনের নিয়তে এসব জায়গার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে তাদের জন্যও মীকাত হিসেবে নির্ধারিত। কিন্তু এসব মীকাতের অভ্যন্তরে যারা বাস করে তাদের জন্য মীকাত হল যেখান থেকে তারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করবে। আর মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাধবে।

১৩-অনুচ্ছেদ : যাতু ইরক নামক স্থান হল ইরাকবাসীদের মীকাত।

১৪৩১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ هَذَانِ الْمَصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّ لَأَهْلٍ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرُ عَنْ

طَرِيقَنَا وَإِنَّا إِن أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَذَوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عَرِقٍ.

১৪৩১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ দু'টি শহর (বসরা ও কুফা) বিজিত হলে এর অধিবাসীরা উমরের নিকট এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন। নজদবাসীদের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) কারন্ (কারনুল মানাযিল)-কে (মীকাত হিসেবে) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু তা আমাদের যাতায়াতের পথ থেকে দূরে অবস্থিত। যদি আমরা কারন্ (কারনুল-মানাযিল) হয়ে যেতে চাই, তবে তা আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়। একথা শুনে উমর (রাঃ) বললেন, কারন্ বরাবর সম দূরত্বে তোমাদের যাতায়াত পথে একটি জায়গা দেখে (নির্দিষ্ট করে) নাও। অতপর তিনি নিজেই যাতু ইরক নামক জায়গাকে তাদের মীকাত নির্দিষ্ট করে দিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদ : যুল-হলাইফাতে নামায আদায় করা।

১৬৩২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

১৪৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যুল-হলাইফায় তাঁর উট বসিয়ে রেখে নামায আদায় করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমরও অনুরূপ করতেন।

১৫-অনুচ্ছেদ : শাজারার পথে নবী (সঃ)-এর মদীনা হতে বহির্গমন।

১৬৩৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْرَسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بَيْنَ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ .

১৪৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা থেকে বহির্গমনকালে শাজারার পথ দিয়ে বের হতেন এবং মদীনায় প্রবেশকালে মুআররাসের পথে প্রবেশ করতেন। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন তখন মসজিদে শাজারাতে তিনি নামায আদায় করতেন। আবার যখন তিনি (মদীনায়) ফিরে আসতেন তখন তিনি যুল-হলাইফায় উপত্যকার মধ্যখানে নামায আদায় করতেন এবং সেখানে রাত যাপন করে ভোরে (মদীনার দিকে) যাত্রা করতেন।

১৬-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর বাণী, আল-আকীক একটি মোবারক বা কল্যাণময় উপত্যকা।

১৬৩৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةُ أَتِ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ .

১৪৩৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি আল-আকীক উপত্যকায় নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আজ রাতে আমার রবের তরফ থেকে একজন আগমনকারী এসে আমাকে বলল, এই কল্যাণময় উপত্যকায় নামায আদায় করুন এবং বলুন, আমি হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহরাম বাঁধলাম।

১৬৩৫. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَرَى وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحَلِيفَةِ بَيْطُنَ الْوَادِي قِيلَ لَهُ إِنَّكَ بَبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى الْمَنَاخَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ .

১৪৩৫. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন। যুল-হলাইফার আকীক উপত্যকার মধ্যস্থলে রাতের বিশ্রামস্থলে নবী (সঃ) স্বপ্নে দেখলেন তাকে বলা হয়, এখন আপনি কল্যাণময় উপত্যকায় অবস্থান করছেন। রাবী বলেন, সালেম (রা) আমাদের সাথে উট বেঁধে রেখে সেই স্থানটির খোঁজ করেন যেখানে ইবনে উমর (রা) উট বেঁধে মহানবী (সঃ)-এর রাতের বিশ্রামস্থলটির অনুসন্ধান করতেন। উপত্যকার মধ্যস্থলের মসজিদ ও পথের মাঝখানের ফাঁকা স্থানটি হল তাঁর (সঃ) বিশ্রামস্থল। তা মসজিদ অপেক্ষা কিছুটা ঢালুভূমি।

১৭-অনুচ্ছেদ : কাপড় থেকে খালুক বা সুগন্ধি তিনবার ধোয়ার নির্দেশ।

১৬৩৬. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ أَرْنِي النَّبِيَّ ﷺ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطَيْبٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَلَ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّرٌ الْوَجْهَ وَهُوَ يَغْطُ ثُمَّ سَرَّيَ عَنْهُ فَقَالَ آيْنَ الَّذِي سَأَلَ
عَنِ الْعُمْرَةِ فَأْتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلِ الطَّيِّبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَنْزِعْ
عَنْكَ الْجُبَّةَ وَأَصْنَعْ فِي عُمَرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ
الْإِنْفَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ نَعَمْ .

১৪৩৬. সাফওয়ান ইবনে ইআলা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইআলা (রা) উমর (রা)-কে বললেন, নবী (সঃ)-এর প্রতি যে মুহূর্তে ওহী নাযিল হয়, সে সময় তাঁর (সঃ) অবস্থা (কিরূপ হয়) আমাকে দেখাবেন। উমর (রা) বলেন, নবী (সঃ) জিরানাঈ নামক জায়গাতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে সাহাবাদেরও একটি দল ছিল। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ফয়সালা কি যে উমরার ইহ্রাম বেঁধেছে কিছু তার কাপড় ও শরীরে সুগন্ধি লাগানো রয়েছে। একথা শুনে নবী (সঃ) কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকলেন। ইতিমধ্যে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল শুরু হল। উমর (রা) ইআলাকে ইশারা করলে তিনি এগিয়ে এলেন। সেই সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গায়ের ওপরে একখানা কাপড় টানিয়ে ছায়া করা হয়েছিল। ইআলা (রা) কাপড়ের মধ্যে তাঁর মাথা নিয়ে ডুকি দিয়ে দেখতে পেলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করেছে, আর নির্দিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় তাঁর নাক থেকে শব্দ বেরুচ্ছে। অতপর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বলেন, উমরা সম্পর্কে যে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল সে কোথায়? লোকটিকে এনে উপস্থিত করা হলে তিনি বলেন, তোমার শরীরে যে সুগন্ধি আছে তা তিনবার ধুয়ে ফেল, শরীর থেকে জুবাটি খুলে ফেল এবং হজ্জে যা কিছু করে থাক উমরাতেও তাই কর। ইবনে জুরায়জ বর্ণনা করেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক তিনবার ধোয়ার নির্দেশদান কি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে ছিল? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৮-অনুচ্ছেদ : ইহ্রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা।

ইহ্রাম বাঁধতে মনস্থ করলে কিরূপ পোশাক পরিধান করতে হবে? চুল আচড়ানো এবং তেল মাখা যাবে কি না? ইবনে আবাস (রাঃ) বলেছেন, মুহর্রিম ব্যক্তি সুগন্ধির স্রাব নিতে পারে, আর্শিতে মুখ দেখতে পারে এবং খাদ্য জাতীয় পদার্থ, যেমন: তেল, ঘি ইত্যাদি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। আতা (রা) বলেছেন, আঁংটি পরিধান করতে এবং টাকার খলিয়া বাঁধতে পারবে। ইবনে উমর (রাঃ) নিজের পেটে কাপড় বাঁধা অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন। আয়েশা (রা)-র মতে, নেংটি পরিধানে কোন দোষ নেই। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, আয়েশার এ কথার অর্থ হল, যারা তাঁর উটের ওপর হাওদা বাঁধে তাদের নেংটি পরিধান করায় কোন দোষ নেই।

৪. জিরানা বা জিররানা মক্কা থেকে প্রায় ১০/১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

১৪৩৭. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدُهْنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرَتْهُ لَأِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَيَيْصُ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৪৩৭. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে উমর (রা) ইহ্রাম বীধা অবস্থায় যয়তুন তেল মর্দন করতেন। সূতরাং বিষয়টি আমি (মুহাদ্দিস) ইবরাহীমের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তুমি তাঁর এ বর্ণনা কি করবে? আসওয়াদ আমার নিকট আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, ইহ্রাম অবস্থায় তিনি (সঃ) যে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সীথিতে তার চাকটিক্য যেন আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

১৪৩৮. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِأَحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُطَوَّفَ بِالْبَيْتِ.

১৪৩৮. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইহ্রাম বীধার সময় এবং ইহ্রাম খোলার সময় খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করার পূর্বে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

১৯-অনুচ্ছেদ : চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহ্রাম বীধা।

১৪৩৯. عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مُلْبَدًا.

১৪৩৯. সালেম (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহ্রাম বেঁধেছেন।

২০-অনুচ্ছেদ : যুল-হলাইফার মসজিদের নিকটে ইহ্রাম বীধা।

১৪৪০. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ مَا أَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

১৪৪০. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যুল-হলাইফার মসজিদের নিকটে ইহ্রাম বেঁধেছেন।

২১-অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করতে পারবে না।

৫. ইহ্রামের অবস্থায় হাজ্জীগণ যে আরবী (লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা) দোয়া পাঠ করেন তাকে বলে তালবিয়া।

١٤٤١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ رَعْفَرَانُ أَوْ ذَسٌ

১৪৪১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! মুহরিম ব্যক্তি কিরূপ কাপড় পরিধান করবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি কামিস বা জামা, পাগড়ী, পাঁজামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করতে পারবে। কিন্তু মোজা দু'টির পায়ের গোছার নীচে থেকে (ওপরের অংশটুকু) কেটে ফেলতে হবে। আর জাফরান বা ওয়ারস্‌ড সুগন্ধি লাগানো কোন কাপড় পরিধান করবে না।^৭

২২-অনুচ্ছেদ : হজ্জের সফরে কোন জন্তুর পিঠে আরোহণ করা বা সওয়ারীতে কাউকে পিছনে আরোহণ করানো।

١٤٤٢. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَسَامَةَ كَانَ رَذَفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفُضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِثَى قَالَ فَكَلِمًا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

১৪৪২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উসামা (রা) নবী (সঃ)-এর সওয়ারীতে আরাফা থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত (তীর) পিছনে বসা ছিলেন। পরে নবী (সঃ) মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফযলকেও পিছনে উঠিয়ে নিলেন। বর্ণনাকারী (ইবনে আব্বাস) বলেন, তারা উভয়েই (উসামা ও ফযল) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর মারার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

২৩-অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড়, চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করবে? আয়েশা (রা) ইহরাম অবস্থায় কুসুম রঙের কাপড় পরিধান করেছিলেন। তিনি বলেছেন, মেয়েরা ইহরাম অবস্থায় মুখমন্ডল ঢাকবে না, সুগন্ধি মাখা বা জাফরানে রঞ্জিত কোন কাপড় পরিধান করবে না।

৬. ওয়ারস এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস।

৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধুতে পারে কিন্তু চুল চিরনীর কন্নতে পারবে না, কিংবা শরীর চুলকাবে না। আর মাথা ও শরীর থেকে উকুন ধরে মাটিতে ফেলে দিবে (মারতে পারবে না)।

জাবের (রা) বলেছেন, আমি কুসুম রংকে সুগন্ধি মনে করি না। আয়েশা (রা) মেয়েদের অলংকার ব্যবহার এবং কালো বা গোলাপী রঙের কাপড় এবং মোটা পরিধানে কোন দোষ আছে বলে মনে করতেন না। ইবরাহীম বলেছেন, মুহর্রিম ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র পাঁচটাতে কোন দোষ নেই।

১৬৬২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَ جُلَّ وَأَدَهْنُ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالْأَزْرِ أَنْ تَلْبَسَ إِلَّا الْمُرْعَفَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَاصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقُلْدُ بُدْنَهُ وَذَلِكَ لَخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لَارْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلْ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُّونِ وَهُوَ مُهْلٌ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَقْصِرُوا مِنْ رُؤُسِهِمْ ثُمَّ يَحْلُوا وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بُدْنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امِرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطَّيْبُ وَالنِّيبَابُ .

১৪৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ তেল মাখা, চিরুনী করা এবং লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করার পর মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। নবী (সঃ) জাফরানী রঙের এমন কাপড় যা থেকে শরীরে রং লাগতে পারে তা ছাড়া অন্য যে কোন চাদর বা লুঙ্গি পরিধান করতে নিষেধ করেননি। অতপর প্রত্যুষে যুল-হলাইফা থেকে সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক জায়গাতে উপস্থিত হলে তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ তালবিয়া পাঠ করলেন এবং নিজেদের কোরবানীর পশুর গলায় কেলাদা বা (কোরবানীর পশুর চিহ্ন) মালা বেঁধে দিলেন। তখন যুল-কা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট ছিল এবং যখন তিনি মক্কায় উপনীত হলেন, তখন যুল-হিজ্জার চার তারিখ ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাক্ষি করলেন (দৌড়ালেন), কিন্তু কোরবানীর পশুর গলায় কেলাদা বা মালা বাঁধা ছিল (সাথে কোরবানীর পশু ছিল) বিধায় ইহরাম খোললেননি। অতপর মক্কার নিকটবর্তী উচ্চ ভূমিতে হাজুন নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় অবস্থান করেন। আর এরপর তাওয়াফ করে গুনরায় কা'বা ঘরের নিকটবর্তী হননি আরাফাত থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত। অবশ্য তাঁর সাহাবাগণকে তাওয়াফ করতে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাক্ষি করতে এবং মাথার চুল কেটে ইহরাম খুলতে নির্দেশ দিলেন। যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল না এ নির্দেশ ছিল তাদের জন্য। এ ছাড়াও যার সাথে তার স্ত্রী ছিল তার সাথে সহবাস করা এরপর থেকে

বৈধ বলে জানিয়ে দিলেন। সংক্ষেপে সংগে সুগন্ধি ব্যবহার ও কাপড় (ইহরামের কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড়) পরিধানেরও অনুমতি দিলেন।

২৪-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাত যাপন করে ভোর পর্যন্ত যুল-হলাইফাতে অবস্থান করে। ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৬৬৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهْلٌ.

১৪৪৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হজ্জের সফরে) নবী (সঃ) মদীনাতে চার রাকআত নামায আদায় করে যাত্রা করেছেন এবং যুল-হলাইফাতে পৌঁছে দুই রাকআত নামায আদায় করেছেন, আর সেখানেই ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করেছেন। পরে সওয়ারীর ওপর আরোহণ করে সেটি সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

১৬৬৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَاحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

১৪৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (হজ্জের সফরে) নবী (সঃ) মদীনা থেকে যোহরের নামায চার রাকআত পড়ে রওয়ানা হলেন এবং যুল-হলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দুই রাকআত আদায় করলেন। তিনি বললেন, আমার মনে হয় তিনি (সঃ) সেখানে রাত যাপন করে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন।

২৫-অনুচ্ছেদ : উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

১৬৬৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.

১৪৪৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের সফরে যাত্রার সময় নবী (সঃ) মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকআত এবং যুল-হলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দুই রাকআত আদায় করেছেন। আমি সবাইকে উচ্চস্বরে হুজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

২৬-অনুচ্ছেদ : তালবিয়া পাঠ করা।

১৬৬৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلِكَ اللَّهُمَّ لَيْلِكَ لَيْلِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْلِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ.

১৪৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) রসূলুল্লাহ (সঃ)– এর তালবিয়া হল, “লাব্বাইকা অল্লাহুমা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান-নি’মাতা লাকা ওয়াল-মুশ্বকা লা শারীকা লাকা।”^৮ ‘হে আল্লাহ! (তোমার আহবানে সাড়া দিয়ে) আমি হাজির আছি। তোমার কোন শরীক নাই এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমি হাজির আছি। সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত একমাত্র তোমারই, এ ঘোষণা দেয়ার জন্যও আমি হাজির ও প্রস্তুত হয়ে আছি। আর নিরঙ্কুশ রাজত্ব ও বাদশাহী তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই।’

১৪৪৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

১৪৪৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই জানি, নবী (সঃ) কিতাবে তালবিয়া পাঠ করতেন। তাঁর তালবিয়া ছিলঃ লাব্বাইকা অল্লাহুমা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান নি’মাতা লাকা। [হে রব! (তোমার আহবানে সাড়া দিয়ে) আমি হাজির আছি। তোমার কোন শরীক বা অংশীদার নেই এ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমি হাজির আছি। সকল প্রশংসা ও নেয়ামত একমাত্র তোমারই– এ ঘোষণা দিতেও আমি হাজির আছি।]

২৭-অনুবাদ : সওয়ারীতে আরোহণের সময় তালবিয়া বলার পূর্বে তাহমীদ, তাসবীহ ও তাকবীর বলা।^৯

১৪৪৯. عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمْدُ اللَّهِ وَسَبْحُ وَكَبْرُ ثُمَّ أَهْلُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهْلُ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّزْوِجَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ .

৮. হজ্জের উদ্দেশ্যে ইব্রাহিম বীথার পর অস্তরে বিশ্বাসসহ মুখে উপরোক্ত কথাগুলো উচ্চারণের নামক হল তালবিয়া পাঠ করা। প্রত্যেক ইব্রাহিম বীথা ব্যক্তিকে চলার পথে চড়াই উতরাই অতিক্রমের সময়, কোন কাকেলার সাথে সাক্ষাত হলে কিংবা পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে এ কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে হয়।

৯. তাহমীদ-আল্লাহর প্রশংসা করা। তাসবীহ-আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা দেয়া এবং তাকবীর হল আল্লাহ মহৎ, মহান ও বিরাট এ কথার ঘোষণা করা।

১৪৪৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সফরে যাত্রার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনাতে 'চার রাকআত নামায আদায় করলেন এবং সফরে যাত্রা করার পর যুল-হলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দুই রাকআত আদায় করলেন। এ সময় আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি সেখানে রাত যাপন করলেন এবং ভোর হলে (যাত্রার জন্য) সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে আগ্রাহর প্রশংসা করলেন, তাসবীহ পাঠ করলেন এবং তাকবীর পড়লেন, এরপর হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করলে অন্য সকলেও হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করল। অতপর আমরা মকায় উপনীত হলে তিনি লোকদেরকে (উমরা করার পর) ইহরাম খুলতে নির্দেশ দিলেন। সবাই ইহরাম খুলে ফেলল। অতপর তারবিয়ার দিন আসলে সকলেই হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করল। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সঃ) কতকগুলো উটকে খাড়া করে কোরবানী করলেন এবং আগের বছর তিনি মদীনায শিং বিশিষ্ট সাদা-কালো রংয়ের দু'টি দুধা কোরবানী করেন।

২৮-অনুচ্ছেদ : সওয়ারী আরোহীকে নিয়ে ঠিকমত দাঁড়িয়ে গেলে তালবিয়া পাঠ শুরু করবে।

১৪৫০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَهْلُ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً.

১৪৫০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করার পর সেটি ঠিকমত দাঁড়িয়ে গেলে নবী (সঃ) তালবিয়া পাঠ করতেন।

২৯-অনুচ্ছেদ : কিবলার দিকে মুখ করে ইহরাম বাধা ও তালবিয়া পাঠ করা। আবু মা'মার বর্ণনা করেছেন, আবদুল ওয়ারিস আইয়ুবের মাধ্যমে নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন। নাফে বলেছেন, যুল-হলাইফাতে ইবনে উমর (রাঃ) ফজরের নামায আদায় করার পর তাঁর সওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতেন। তা প্রস্তুত করা হলে তিনি তাতে আরোহণ করার পর যখন সেটি যাত্রার জন্য ঠিকমত প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াত, তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া পাঠ করতেন এবং এ অবস্থায়ই (অর্থাৎ তালবিয়া পাঠ করতে করতে) হেরেমে পৌঁছার পর তা বন্ধ করতেন। অতপর যীতুয়া^{১০} নামক স্থানে পৌঁছে রাত যাপন করতেন এবং সকাল হলে ফজরের নামায আদায় করে গোসল করতেন এবং বলতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এদ্বার্পই করতেন। গোসল সম্পর্কে ইসমাঈল আইয়ুবের নিকট থেকে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

১৪৫১. عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ إِذْهَنَ بِذَهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَاحَةٌ طَيِّبَةٌ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ نَبِيِّ الْحَلِيفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ

১০. 'যীতুয়া' মক্কার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। বর্তমানে এটা 'বী'য়ে বাহেদ' নামে অভিহিত।

يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَفْعَلُ.

১৪৫১. নাকে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর (রা) হজ্জের বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের সিদ্ধান্ত করলে সুগন্ধিবিহীন তেল মাখতেন। যুল-হলাইকার মসজিদে পৌঁছে নামায আদায় করতেন, অতপর সওয়ারীতে আরোহণ করতেন। সেটি ঠিকমত দাঁড়িয়ে গেলে বা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলে তিনি ইহরাম বাঁধতেন এবং বলতেন, আমি নবী (সঃ)-কে এরূপই করতে দেখেছি।

৩০-অনুচ্ছেদ : কোন উপত্যকা বা নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় তালবিয়া পাঠ করা।

১৪৫২. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الدَّجَالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلْبِي.

১৪৫২. মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সকলে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল। একজন বলল, নবী (সঃ) বলেছেন, তার (দাজ্জালের) কপালে 'কাফের' শব্দটি লিখিত থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ও কথা আমি শুনি। তবে তিনি (সঃ) মুসা (আ) সম্পর্কে বলেছেন, আমি যেন দেখছি যখন তিনি নিম্নভূমিতে অবতরণ করছেন, তখন তালবিয়া পাঠ করছেন।

৩১-অনুচ্ছেদ : যেসব মাহলা হায়েয ও নেকাস অবস্থায় আছে তারা কিভাবে ইহরাম বাঁধবে বা তালবিয়া পাঠ করবে।

১৪৫৩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَّوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ انْقَضَى رَأْسُكَ وَامْتَشَطَى وَأَهْلَى بِالْحَجِّ وَدَعِيَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ

بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا أُخْرَ (وَاحِدًا) بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

১৪৫৩. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে নবী (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। আমরা সবাই উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বীধলাম। কিন্তু নবী (সঃ) বললেন, যাদের কাছে কোরবানীর পশু আছে তারা হজ্জের জন্যও ইহরাম বেঁধে নাও এবং হজ্জ ও উমরা সমাপন না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলবে না। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি হায়েয অবস্থায় মকায় উপনীত হলাম। তাই আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করলাম না। আমি এ বিষয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি আমাকে বলেন, চুলের বেণী খুলে ফেল এবং চিরুনী করে উমরার নিয়াত পরিত্যাগ করে শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। অতপর আমাদের হজ্জ সমাপ্ত হলে নবী (সঃ) আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকুর (অর্থাৎ আমার ভাই)-এর সাথে তানঈমে পাঠালেন। আমি সেখান থেকে (ইহরাম বেঁধে) উমরা আদায় করলাম। এরপর নবী (সঃ) বললেন, এটিই তোমার উমরার ইহরাম বীধার স্থান (অথবা এটা তোমরা পূর্বোক্ত উমরার পরিপূরক)। আয়েশা বর্ণনা করেন, যারা উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল, সাফা ও মারওয়ায় মাঝে সা'ঈ করল এবং মিনা থেকে ফিরে আসার পর আর একবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল। আর যারা হজ্জ ও উমরা এক সাথে আদায় করল তারা শুধুমাত্র একবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল।

৩২-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর সময়ে যারা তাঁর অনুকরণে ইহরাম বেঁধেছেন। ইবনে উমর (রা) এ বিষয়ে নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٤. عَنْ جَابِرٍ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا أَنْ يَقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَّاقَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَتْ يَاعَلِيُّ قَالَ بِمَا أَهْلُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ -

১৪৫৪. জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) আলী (রা)-কে তাঁর ইহরাম ঠিক রাখার জন্য আদেশ করেছিলেন। অতপর জাবের (রা) সুরাকা (রা)-র কথা বর্ণনা করেছেন। সুরাকা (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাকুর, ইবনে জুরায়েজ থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আলী! তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছ? আলী বলেন, যে জিনিসের ইহরাম নবী (সঃ) বেঁধেছেন, আমিও সেই জিনিসের ইহরাম বেঁধেছি। তখন নবী (সঃ) বললেন, কোরবানীর পশু প্রেরণ কর ও যেমন আছ তেমনভাবেই ইহরাম ঠিক রাখ।

١٤٥٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلِيُّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَتْ قَالَ بِمَا أَهْلُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْ لَا أَنْ مَعِيَ الْهَدْيُ لَأَحَلَّتْ.

১৪৫৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে নবী (সঃ)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলে তিনি (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের (হজ্জের না উমরার) ইহরাম বেঁধেছ? জবাবে তিনি বলেন, নবী (সঃ) যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও সে উদ্দেশ্যেই ইহরাম বেঁধেছি। নবী (সঃ) বললেন, যদি আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকত তাহলে আমি ইহরাম খুলে ফেলতাম।

১৪৫৬. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمِي بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَكْتَ فَقُلْتُ أَهْلَكْتُ كَامِلًا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لَا فَأَمَرَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَهْلَكْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي فَقَدِمَ عُمَرُ فَقَالَ إِنْ نَاخِذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ نَاخِذُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلْ حَتَّى نَحْرَأَ الْهَدْيَ

১৪৫৬. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আমাকে আমার কণ্ঠের কাছে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। আমি সেখান থেকে মক্কায় আগমন করলাম। তখন তিনি মক্কার কঙ্করময় এলাকায় (মুহাসসাবে) অবস্থানরত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কিসের উদ্দেশ্যে (হজ্জ না উমরা) ইহরাম বেঁধেছ? আমি বললাম, আমি নবী (সঃ)-এর মতই ইহরাম বেঁধেছি। তিনি (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোরবানীর পশু আছে? আমি বললাম, 'না'। তখন তিনি আমাকে বায়তুত্ত্বার তাওয়াফ করিতে নির্দেশ দিলে আমি বায়তুত্ত্বার তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ই করলাম। অতপর তিনি আমাকে ইহরাম খুলতে নির্দেশ দান করলে আমি ইহরাম খুলে আমার গোত্রের একজন মহিলার কাছে আসলাম। সে আমার চুল চিরুণী করে দিল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মাথা ধুইয়ে দিল। উমর (রা) স্বীয় খেলাফতকালে এ সম্পর্কে বললেন, "আমরা যদি আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ গ্রহণ করি তাহলে আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।" অপরদিকে যদি আমরা নবী (সঃ)-এর সূন্যকে গ্রহণ করি তাহলে তো তিনি কোরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলেননি।

৩৩-অনুবাদ : মহান আল্লাহর বানী :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٍ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْفَرْ لَكُمْ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ . البقرة - ১৯৬

“হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট মাসগুলোতে হজ্জ আদায়ের সংকল্প করবে, তাকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে যে, হজ্জ সমাপনের মধ্যে কোন অশ্রীলতা ও যৌনসম্বোগ অথবা কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদের সুযোগ নেই। আর তোমরা যে নেক কাজ কর তা আল্লাহ অবহিত আছেন। আর হজ্জের সফরে তোমরা পাথের সাথে করে নিয়ে যাও। সবচাইতে উত্তম পাথের হলো খোদাতীতি। অতএব হে সুধীজন! আমার অবাধ্যতা বর্জন করে চল” — (বাকারা : ১৯৭)।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَمَّةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . البقرة - ১৮৭-

“হে নবী! লোকে তোমাকে টাদের ক্ষয়-বৃদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল এটা মানুষের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করার উপায় ও হজ্জের সময় জানিয়ে দেয়ার জন্য। তাছাড়া তাদেরকে এ কথাও বলে দাও যে, পিছন দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কোন সংকর্ম নয় বরং প্রকৃত সংকর্ম হল খোদাতীতি। তোমরা সম্মুখ দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন সফলতা লাভ করতে পার” — (বাকারা : ১৮৯)।

ইবনে উমর (রা) বলেছেন, হজ্জের মাসসমূহ হল: শাওয়াল, যুল-কা’দাহ এবং যুল-হিজ্জার দশ দিন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, হজ্জের মাসগুলোতেই হজ্জের ইহরাম বাধা সূরাত। খোরাসান বা কিরমান থেকে ইহরাম বাধাকে উসমান (রা) মাকরুহ বা অপসদ্ করতেন। ১১

١٤٥٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ وَحَرُمِ الْحَجِّ فَفَزَلْنَا بِسَرَفٍ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدًى فَاحْبَبْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدًى فَلَا قَالَتْ فَلَا اخْذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدًى فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ يَا هَيْتَاهُ قُلْتُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَمَنْعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ قُلْتُ لَا أَصَلِّي قَالَ

১১. উসমান (রাঃ) নির্দিষ্ট সময়ের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থানের প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। তিনি নির্ধারিত মীকাতের পূর্বে অন্য স্থান-যেমন খুরাসান ও কিরমান (ইরানের দুটো প্রদেশ) থেকে ইহরাম বাধা মাকরুহ বলেছেন।

فَلَا يَضُرُّكَ إِنَّمَا أَنْتَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ أَدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ
فَكُونِي فِي حَجَّتِكَ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرِزُ فَكَهَا قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى
قَدِمْنَا مِنْى فَطَهَّرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنْى فَأَقْضَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ
فِي النَّفْرِ الْآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبُ وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي
بَكْرٍ فَقَالَ أَخْرِجْ بِأَخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتَهْلُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْرَعَا ثُمَّ ابْتِهَامَا هُنَا
فَأَنَّى أَنْظَرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَعْتُ وَفَرَعَ مِنَ
الطَّوْفِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَقَالَ هَلْ فَرَعْتُمْ قُلْتُ نَعَمْ فَأَذِنَ بِالرَّحِيلِ فِي
أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.

১৪৫৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা হজ্জের মাসে, হজ্জের রাতে, হজ্জের সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম এবং সারিফ নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলাম। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নেই, সে এই ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করতে চাইলে তা করতে পারে। আর যার কাছে কোরবানীর পশু আছে সে এরূপ করবে না। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে কতেকে এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল এবং কতেকে করল না। রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবা (দীর্ঘ কাল ইহরাম অবস্থায় থাকতে) সক্ষম ছিলেন এবং তাঁদের সাথে কোরবানীর জন্তুও ছিল। সুতরাং তাঁরা কেবল উমরা করেই ইহরামমুক্ত হতে পারলেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। এ অবস্থা দেখে তিনি আমাকে বললেন, হে পাগলী নারী! তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনার সাহাবাদেরকে আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি। এখন তো আমি উমরা করতে পারছি ন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কেন, ব্যাপার কি? আমি বললাম, আমি তো নামায পড়ছি না (অর্থাৎ ঋতুবতী)। তিনি বললেন, তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। তুমি তো আদমের কন্যাদেরই একজন। তাদের সকলের জন্য যা নির্দিষ্ট আছে তোমার জন্যও ঠিক তাই নির্দিষ্ট আছে। তুমি তোমার হজ্জের সিদ্ধান্তেই ঠিক থাক। হতে পারে আল্লাহ তোমাকে উমরা করার সুযোগও দিবেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতপর আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওযানা হলাম এবং মিনায় হাযির হলাম। আর সেখানেই পবিত্রতা লাভ করলাম। অতপর মিনা থেকে ফিরে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতপর আমি তাঁর (সঃ) সাথে শেষ যাত্রাকারী দলের সংগে যাত্রা করলাম। কাফেলা মুহাসসাবে পৌঁছলে আমরাও নবী (সঃ)-এর সাথে সেখানে পৌঁছলাম। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্রকে ডেকে বললেন, তোমার ভগ্নিকে নিয়ে হেরেমের বাইরে চলে যাও। সেখান থেকে সে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে চলে আসবে। তোমাদের

আগমন পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে থাকব। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমরা দু'জনে উমরার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং আমি ও সে (আয়েশার ভাই) তাওয়াফ শেষ করে ভোর হওয়ার পূর্বেই নবী (সঃ)-এর সাথে এসে মিলিত হলাম। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উমরা করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। সুতরাং এরপর তিনি তাঁর সাহাবাদের যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। অতপর সবাই মদীনা অভিযুখে যাত্রা করলেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ : হচ্ছে তামাযু, কিরান ও ইফরাদ। আর যে ব্যক্তির কাছে কোরবানীর পণ্ড নাই তার হজ্জ (ও ইহরাম) ভংগ করে উমরা করতে পারবে কি না১২

১৬০৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوُّفَنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٍ الْهَدْيِ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٍ الْهَدْيِ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسْقَنْ فَأَهْلَكُنْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَضَّتْ فَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفْتُ لِيَالِي قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَادْهَبِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاهْلِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكَ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ صَفِيَّةٌ مَا أَرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ فَقَالَ عَقْرَى حَلَقَى أَوْ مَا طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ انْفِرِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِينِي النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

১৪৫৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। হজ্জ আদায় করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা মকায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। যারা কোরবানীর পণ্ড সাথে আনেনি নবী (সঃ) তাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং যারা সাথে কোন কোরবানীর পণ্ড নিয়ে আসেনি তারা ইহরাম খুলে ফেলল। নবী (সঃ)-এর স্ত্রীগণও যেহেতু কোরবানীর পণ্ড সাথে আনেননি, সুতরাং তাঁরাও ইহরাম খুলে ফেললেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম। সুতরাং আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারলাম না। অতপর মুহাসসাবের রাতে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সবাই হজ্জ ও

১২. হেরেম শরীক থেকে যারা কসর নামায পড়ার মত দূরত্বে বাস করে হজ্জের মাসে মিকাত হতে তাদের উমরার ইহরাম বীধা এবং উমরা সমাপনাতে ঐ বছরই মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করাকে হজ্জ তামাযু বলে। কিরান হল দু'টির জন্য একত্রে ইহরাম বীধা এবং ইফরাদ হল শুধু হজ্জের জন্য 'ইহরাম' বীধা।

উমরা আদায় করে প্রত্যাবর্তন করবে আর আমাদের শুধু হজ্জ আদায় করে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমরা মক্কায় আগমন করার পরবর্তী রাতগুলোতেও কি তুমি তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, 'না।' তখন তিনি বললেন, যাও তোমার ভাইয়ের সাথে তান'ঈমে (একটি জায়গার নাম) গিয়ে ইহরাম বীধ এবং উমরা সমাপন করে অমুক জায়গায় ফিরে এস। সাফিয়া (রাঃ) বললেন, আমার মনে হয়ে আমি আপনাদের বাধাদানকারী হব। রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা শুনে মিষ্টি তিরস্কার করে বললেন, এই বন্ধা নেড়ে নারী। তুমি কি ইয়াওমুন্নাহরে তাওয়াফ করনি? সাফিয়া (রা) বলেন, জ্বাবে আমি বললাম, হী, করেছি। তিনি বললেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তুমি রওয়ানা হয়ে যাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমার উমরা সমাপন হলে এমন অবস্থায় নবী (সঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল যে, তিনি মক্কার উচ্চভূমিতে আরোহণ করছেন আর আমি অবতরণ করছি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি আরোহণ করছিলাম এবং তিনি অবতরণ করছিলেন।

১৪৫৭. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِالْحَجِّ وَأَهْلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَمَا مِّنْ أَهْلٍ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ -

১৪৫৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের বছর আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল কিছু লোক হজ্জ ও উমরা দু'টোর জন্য ইহরাম বেঁধেছিল এবং কিছু সংখ্যক লোক শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। তবে যারা শুধু হজ্জের জন্য অথবা হজ্জ ও উমরা দু'টোর জন্যই ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা কোরবানীর দিনের পূর্বে ইহরাম খুলতে পারেননি।

১৪৬০. عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَعُثْمَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدْعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ -

১৪৬০. মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসমান ও আলী (রা) উভয়েরই খেলাফত যুগ দেখেছি। উসমান (রা) হজ্জে তামাযু ও কিরান করতে নিষেধ করতেন। কিন্তু আলী (রা) তা দেখে তাঁর খেলাফত কালে হজ্জ ও উমরার একই সাথে ইহরাম বীধলেন এবং লাব্বাইকা বে উমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিন পড়লেন। তিনি বললেন, মাত্র এক ব্যক্তির কথায় আমি নবী (সঃ)-এর সূনাত ত্যাগ করতে পারি না।

১৬৬১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْجَرُ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْحَرَّمَ صَفْرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَاءَ الدَّبَرِ وَعَقَا الْأَثَرَ وَأَنْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ. قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةِ مِهْلَيْنِ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ حِلُّ كُلُّهُ -

১৪৬১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের মাসে উমরা আদায় করাকে মুশরিকরা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর গোনাহ বলে মনে করত। তারা মাহে মুহাররমকে সফর বানিয়ে নিত এবং বলত, উটের পিঠের ঘা শুকিয়ে গেলে, রাস্তায় মুসাফিরের পদচিহ্ন মুছে গেলে এবং সফর মাস অতিবাহিত হলে উমরা করতে ইচ্ছুকদের জন্য উমরা করা হালাল হয়ে যায়। নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধে চার তারিখে সকালে (মক্কা) পৌঁছলেন এবং সবাইকে উমরা করতে নির্দেশ দিলেন। সকলের কাছেই এ নির্দেশটি গুরুতর বলে মনে হল। তাই তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এরপর আমাদের জন্য কি কি হালাল হবে। তিনি বললেন, সব কিছুই হালাল হবে।

১৬৬২. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ -

১৪৬২. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি ইহরাম খোলার নির্দেশ দিলেন।

১৬৬৩. عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحُلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبِذْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَذِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ -

১৪৬৩. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপার কি, সকলেই যে ইহরাম খুলে ফেলেছে কিন্তু আপনি এখনও উমরার ইহরাম খুলেন নি? জবাবে তিনি বলেন, আমি মাথার চুল (আঠালো পদার্থ দিয়ে) জড়িয়ে নিয়েছি এবং আমার কোরবানীর পশুর গলায় মালা লটকিয়েছি। অতএব কোরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলব না।

১৬৬৪. عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضَّبْعِيِّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَفَنَاهَنِ نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ رَجُلًا يَقُولُ لِي حَجٌّ مَبْرُودٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبِّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ

ثُمَّ قَالَ أَقِمْ عُنْدِي وَاجْعَلْ لَكَ سَهْمًا مِّنْ مَّالِي قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ
لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتَ -

১৪৬৪. আবু জামরাহ নাসর ইবনে ইমরান দুবাই (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমি হজ্জে তামাযু আদায় করার জন্য ইহরাম বোধলে কিছু সংখ্যক লোক আমাকে নিষেধ করল। সুতরাং এ ব্যাপারে আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে হজ্জে তামাযু করতে আদেশ দিলেন। পরে আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একজন লোক আমাকে বলছেন, ‘হজ্জ কবুল হয়েছে এবং উমরাও কবুল হয়েছে’। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জানালে তিনি বললেন, এটি তো নবী (সঃ)-এর সূরাত। পরে তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকট অবস্থান করুন। আমি আমার মাল ও সম্পদের একটা অংশ আপনাকে দিয়ে দেব। শো’বা (র) বলেন, আমি (আবু জামরাকে) জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (ইবনে আব্বাস) সম্পদের অংশ দিতে চাইলেন কেন? জবাবে তিনি (আবু জামরা) বললেন আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই কারণে।

١٤٦٥. عَنْ أَبِي شِهَابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّوْبَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لِي أَنَسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الْآنَ حَجَّكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقِ الْبُذْنِ مَعَهُ وَقَدْ أَهْلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ أَهْلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّوْبَةِ فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مَتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مَتْعَةً وَقَدْ سَمِينَا الْحَجَّ فَقَالَ أَفْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْ لَا أَنَّى سَقَتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَفَعَلُوا -

১৪৬৫. আবু শিহাব (র) বর্ণনা করেছেন, আমি উমরার ইহরাম বেঁধে ইয়াওমুত তারবিয়াহ, অর্থাৎ আট তারিখের তিনদিন পূর্বেই মক্কা পৌঁছলে মক্কাবাসীদের কিছু সংখ্যক লোক আমাকে বলল, আপনার হজ্জ এখন দেখছি মকী হজ্জ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সঠিক মাসয়লা জানার জন্য আমি আতা (র)-র কাছে গেলাম। তিনি বললেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বলেছেন যে, যে দিন মহানবী (স) কোরবানীর পশুগুলো সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন তিনি নবী (সঃ)-এর সাথে হজ্জ করেছিলেন। অথচ সবাই শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিল। তিনি তাদের বললেন, তোমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করে ইহরাম খুলে ফেল আর মাথার চুল কেটে ফেল এবং ইহরাম মুক্ত হয়ে যাও, আবার আট তারিখ আসলে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও এবং পূর্বেরটাকে উমরার ইহরাম গণ্য কর। সবাই বলল, আমরা তো হজ্জের নিষ্যাত করেছিলাম,

এমতাবস্থায় সেটিকে কি করে উমরার ইহরামে পরিণত করব? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, আমি যা নির্দেশ প্রদান করছি তাই কর। যদি আমি সাথে কোরবানীর পশু এনে না থাকতাম, তাহলে তোমাদের যে নির্দেশ আমি দিচ্ছি, আমি নিজেও তাই করতাম। কিন্তু আমি কোন হারামকে (অর্থাৎ ইহরাম বীধার কারণে যেসব কাজ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে তা) হালাল করতে পারি না যতক্ষণ না কোরবানীর পশু তার জায়গায় না পৌছে (ততক্ষণ আমি ইহরাম খুলতে পারি না)। সুতরাং লোকেরা সবাই তাঁর নির্দেশ মত কাজ করল।

১৬৬৬. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلَى وَعُثْمَانُ وَهُمَا يَعْسِفَانِ فِي الْمَتْعَةِ فَقَالَ عَلَى مَا قُرِئْتُ إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ عَنْ أَمْرِ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنِي عَنْكَ قَالِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ بِهِمَا جَمِيعًا -

১৪৬৬. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জে তামাযুর ব্যাপারে উসফান^{১৩} নামক স্থানে আলী ও উসমান (রা)-র মধ্যে মতানৈক্য হয়ে গেল। আলী (রা) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কাজ করেছেন তা থেকে আপনি নিষেধ করছেন, এতে আপনার উদ্দেশ্য কি? জবাবে উসমান (রা) বললেন, আমাকে আমার মতে চলতে দিন। বর্ণনাকারী বলেন, এ দেখে আলী (রা) এক সাথেই দু'টোর (হজ্জ ও উমরা) ইহরাম বীধলেন।

৩৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হজ্জের নিয়াত করে এবং তজ্ঞা (ইহরাম বেধে) ভালবিশ্বা পাঠ করে।

১৬৬৭. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً

১৪৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (হজ্জ সমাপনের জন্য) আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আগমন করলাম। এ সময় আমরা বলছিলাম, লাওয়াইকা বিল হাজ্জি। কিন্তু নবী (সঃ) আমাদের নির্দেশ দিলে আমরা তা উমরায় পরিণত করে নিলাম (অর্থাৎ উমরার নিয়াত করলাম)।^{১৪}

৩৬-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর সময়ে হজ্জ তামাযুর।

১৬৬৮. عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ -

১৩. 'উসফান' মক্কা থেকে প্রায় ছত্রিশ মাইল দূরবর্তী একটি জনপদ।

১৪. তিন প্রকার হজ্জ ইহরাম বীধার সময় এভাবে লাওয়াইকা পড়ে দোআ করা উত্তম।

১৪৬৮. ইমরান ইবনে হসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়ে হজ্জে তামাসু আদায় করেছি এবং এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াতও নাযিল হয়েছে। অথচ এক ব্যক্তি যেভাবে ইচ্ছা নিজের ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করছেন। ১৫

৩৭-অনুচ্ছেদ : মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বানী :

وَاتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ط فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ * فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا إِلَى الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . سورة البقرة . آية ١٩٦

“আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ ও উমরার নিয়্যাত করলে তা পূর্ণাংগরূপে আদায় করা। যদি কোথাও অবরুদ্ধ হও তবে কোরবানীর জন্য যা পাবে কোরবানী হিসেবে আল্লাহর দরবারে পেশ করবে। আর কোরবানী ঠিক তার জায়গায় (হেরেমে) না পৌছা পর্যন্ত মাথা মুড়াবে না। অবশ্য কেউ পীড়িত হওয়া অথবা মাথায় কোন কষ্টদায়ক ব্যাধি থাকার কারণে যদি মাথা মুড়ান করে তাহলে তার উচিত রোযা রাখা, কিংবা দান করা অথবা কোরবানী করা। এরপর শান্তির পরিবেশ হলে (এবং হজ্জের পূর্বেই মক্কা পৌছতে পারলে) হজ্জের পূর্বে তোমাদের কেউ যদি উমরা করে কল্যাণ লাভ করতে চায় তবে সে সাধ্যমত কোরবানী দিবে। কিন্তু কোরবানী দিতে না পারলে হজ্জের মওসুমে তিনটি এবং বাড়ী ফিরে সাতটি (মোট দশটি) রোযা রাখবে। এই বিশেষ সুবিধা একমাত্র তাদের জন্য যারা মসজিদে হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। আল্লাহর দেয়া এসব নির্দেশের অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা ভালভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা-” (সূরা বাকারা : ১৯৬)।

(আবু কামেল সুদায়েল ইবনে হুসাইন বাসরী বলেছেন, আবু মাশারুল বররা উসমান ইবনে সিয়াস এবং ইকরামার মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে,) ইবনে আব্বাসকে হজ্জে তামাসু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

১৫. এখানে হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা উমরই প্রথম ব্যক্তি যিনি হজ্জে তামাসু করতে নিষেধ করেছিলেন।

তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের সময় মুহাজির, আনসার ও নবী (সঃ)-এর ত্রীগণ ইহরাম বেঁধেছিলেন। আর সেই সাথে আমরাও ইহরাম বেঁধেছিলাম। অতঃপর আমরা মক্কার পৌছলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিণত করে নাও (অর্থাৎ হজ্জের নিয়্যাতকে উমরায় নিয়্যাতে পরিবর্তিত কর)। কিন্তু যাদের কুরবানীর পত্ত আছে এবং তার গলায় মালা বেঁধেছে তাকে এমনটি করতে হবে না। আমরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম, আমাদের ত্রীদের কাছে গমন করলাম (সহবাস করলাম) এবং ইহরামের কাপড় বদলিয়ে কাপড় পরিধান করলাম। নবী (সঃ) বলেছেন, যারা কোরবানীর পত্ত গলায় কিলাদা (মালা) বেঁধেছে, তাদের কোরবানী যথাস্থানে (হেরেমে) না পৌছা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারবে না। এরপর তারবিয়ার দিন (অর্থাৎ আট তারিখের সন্ধ্যায়) নবী (সঃ) আমাদেরকে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধতে নির্দেশ দিলেন। আমরা হজ্জের সকল মানাসিক (অনুষ্ঠান) সমাপন করে ফিরে এসে বায়তুল্লাহর ও সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করলে আমাদের হজ্জ সম্পন্ন হল এবং একটি কুরবানী আমাদের ওপর ওয়াজিব হল। কেননা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন :

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ-

سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَةُ ١٩٦

“হজ্জের সময় উপনীত হওয়ার পূর্বে তোমাদের কেউ যদি উমরা করার সুযোগ গ্রহণ করতে চায় তবে সে সামর্থ্য মত কোরবানী দিবে। কিন্তু কোরবানী দিতে না পারলে হজ্জের মওসুমে তিনটি এবং বাড়ী ফিরে সাতটি (মোট দশটি) রোযা রাখবে-” (সূরা বাকারা : ১৯৬)।

অর্থাৎ নিজেদের বাসভূমিতে ফিরে যাওয়ার পর (অবশিষ্ট সাতটি রোযা আদায় করবে)। আর এ ক্ষেত্রে কোরবানীর জন্য একটি বকরীই যথেষ্ট। সুতরাং সবাই হজ্জ ও উমরাকে একসাথে আদায় করতে পারার কারণে একই বছর দু’টি ইবাদত করতে সক্ষম হয়েছে। কেননা এর (অনুমতি প্রদান করে) আল্লাহ তাঁর কিতাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আর নী (সঃ) এটিকে সুন্নাত হিসেবে পালন করেছেন এবং মক্কাবাসীগণ ব্যতীত অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন :

ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ - سُورَةُ الْبَقَرَةِ . آيَةُ ١٩٦

“এই বিশেষ সুবিধা তাদের জন্য যারা মসজিদে হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। আল্লাহর এসব নির্দেশের অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা জেনে রাখ, আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী” —(বাকারা : ১৯৬)।

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে যা বলেছেন, তদনুযায়ী হজ্জের মাসগুলো হলঃ শাওয়াল, যুল-কাদাহ ও যুল-হিজ্জাহ। এই মাসগুলোতে যারা হজ্জ তামাত্ত্ব আদায় করবে তাদেরকে (অতিরিক্ত) একটি কোরবানী করতে হবে অথবা রোযা রাখতে হবে।

৩৮-অনুচ্ছেদ : মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল করা।

১৬৬৭. عَنْ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّيْبَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طَوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

১৪৬৯. নাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে উমর (রা) হেরেমের নিকটবর্তী হলে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন, যি-তুয়া নামক উপত্যকায় রাত কাটাতেন, সকালে সেখানে ফজরের নামায আদায় করে গোসল করতেন। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (সঃ) এরূপই করতেন।

৩৯-অনুচ্ছেদ : দিবাভাগে অথবা রাতে মক্কায় প্রবেশ করা।

১৬৭০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

১৪৭০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) যি-তুয়া নামক উপত্যকায় রাত যাপন করেছেন এবং ভোর হলে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। আর ইবনে উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

৪০-অনুচ্ছেদ : কোন্ এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে হবে?

১৬৭১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَةِ السُّفْلَى.

১৪৭১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সানিয়াতুল উলইয়া (মক্কার পূর্বদিকে কাদা নামক উচ্চ গিরিপথ) দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন ও

সানিয়াতুস সুফলা (মক্কার পশ্চিম দিকে কাদা নামক নিম্ন গিরিপথ) দিয়ে মক্কা থেকে বের হতেন।

৪১ অনুচ্ছেদ : কোন্ এলাকা দিয়ে মক্কা থেকে বের হতে হবে?

১৪৭২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَادَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى -

১৪৭২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার কংকরময় ভূমিতে অবস্থিত সানিয়াতুল উলইয়ার কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়াতুস সুফলা দিয়ে বের হতেন।

১৪৭৩. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا -

১৪৭৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), নবী (সঃ) মক্কায় এসে এর উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

১৪৭৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدَى مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ -

১৪৭৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন আর মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত কোদা নামক জায়গা দিয়ে প্রস্থান করেছিলেন।

১৪৭৫. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةٌ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَابَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدَى وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدَى وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ -

১৪৭৫. আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

১৪৭৬. عَنْ عُرْوَةَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةٌ أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدَى وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ -

১৪৭৬. উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছরে নবী (সঃ) মক্কার উচ্চভূমি এলাকার কাদা নামক জায়গা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। উরওয়া (রাঃ) অধিকাংশ

সময়ই কোদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন। দু'টি জায়গার (কাদা এবং কোদা) মধ্যে এটিই ছিল তাঁর বাড়ীর বেশ নিকটবর্তী।^{১৬}

১৪৭৭. عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُرْوَةً يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْتَهُمَا وَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ-

১৪৭৭. হিশাম (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছরে নবী (সঃ) কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। উরওয়া (কাদা এবং কোদা) এ দু'টি জায়গা দিয়েই প্রবেশ করতেন। তবে তিনি তাঁর বাড়ীর নিকটবর্তী কোদা নামক জায়গা দিয়ে অধিকাংশ সময় প্রবেশ করতেন।^{১৭}

৪২-অনুচ্ছেদ : মক্কা ও তার বাড়ি-ঘরের মর্যাদা। মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأِسْمَاعِيلَ أَنِ ظَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ-

(সূরা البقرة - آيات ১২৪-১২৮)

“আর আমি এ ঘরকে (কা’বাকে) সমগ্র মানবজাতির জন্য কেন্দ্র এবং নিরাপত্তার জায়গা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছি। (আর লোকদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে,) ইবরাহীম যেখানে দাঁড়িয়ে আমার ইবাদত করত, সে জায়গাটাকে নামাযের স্থায়ী জায়গা করে নাও। সংগে সংগে ইবরাহীম ও ইসমাইলকে তাকীদ করেছিলাম, আমার এই ঘরকে তাওয়াক্ব ‘ই’তেকাফ, রুকু’ ও সিজদাকারীদের জন্য (নামায আদায়কারীদের জন্য) পাক পবিত্র রাখ। আর যখন ইবরাহীম এই বলে প্রার্থনা করলেন যে, হে আমার রব। এ শহরকে তুমি নিরাপত্তার শহর করে দাও এবং

১৬. হিশাম বর্ণনা করেছেন, উরওয়া (ইবনে যুবারের) কাদা ও কোদা এ উভয় জায়গা দিয়েই মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর অধিকাংশ সময় তিনি কোদা নামক জায়গা দিয়ে প্রবেশ করতেন। কারণ, এটি তাঁর বাড়ী বেশী নিকটে হত।

১৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেছেন, কাদা এবং কোদা আলাদা আলাদা দু'টি জায়গা।

এখানকার যে সকল বাসিন্দা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে রিযিক হিসেবে সব রকমের ফলমূল দান করা জবাবে তার সব বললেন, এর পরেও যারা কুফরী করবে তাদেরকেও আমি দুনিয়ার স্বল্পকালস্থায়ী জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করব। কিন্তু পরিণামে তাকে জাহান্নামের আযাবের দিকে নিয়ে যাব, আর তা কতই না জঘন্য জায়গা। ঐ সময়ের স্মৃতি স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল (পিতা-পুত্র) মিলে এ ঘরের বুনিয়াদ গেঁথে উঠাচ্ছিল আর দোয়া করেছিল, হে আমাদের রব! আমাদের (পিতা-পুত্র) উভয়কে তুমি মুসলমান (তোমার অনুগত) বানাও। আমাদের অধস্তন পুরুষ থেকে এমন এক জাতির উৎপত্তি ঘটও যারা সত্যিকার অর্থেই তোমার অনুগত হবে। তোমার ইবাদতের পন্থা আমাদের বাতলিয়ে দাও এবং আমাদের ক্রটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি বড় ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী ও মেহেরবান (বাকারা : ১২৪-১২৮)।

١٤٧٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسُ بْنُ قُلَيْبٍ الْحَجَّارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ فَطَمَحَتْ (فَطَحَمَتْ) عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أُرْنِي إِزَارِي فَشَدَّهُ عَلَيْهِ-

১৪৭৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, কা'বার নির্মাণকাজ শুরু হলে নবী (সঃ) ও (তীর চাচা) আব্বাস (কীধে করে) পাথর বয়ে আনছিলেন। এক সময় আব্বাস নবী (সঃ)-কে বললেন, তোমার ইজার (লুঙ্গি) খুলে কীধে রেখে (তার ওপরে) পাথর বহন কর। সুতরাং তিনি এরূপ করা (কাপড় খোলা) মাত্র সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং (তীর) চোখ দু'টি আসমানের দিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, আমার ইজারখানা আমাকে দাও। সুতরাং (তাকে তা দেয়া হলে) তিনি তা বেঁধে নিলেন অর্থাৎ পরিধান করলেন।

١٤٧٩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا أَلَمْ تَرِي أَنَّ قَوْمَكَ حِينَ (لَمَّا) بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلَا حَدَّثَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِئْلَامَ الرُّكْنَيْنِ الَّذِينَ يَلِيَانِ الْحَجَرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ-

১৯. মক্কা ও মক্কার চারদিকে কিছু জায়গাকে হেরেম বলা হয়। এ স্থানকে হেরেম এ জন্য বলা হয় যে, এ স্থানে এমন অনেক কাজ করাকে আল্লাহ তাআলা হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন যা এ এলাকার

১৪৭৯. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেছিলেনঃ আয়েশা! তুমি কি জান না, তোমার কণ্ঠম যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিল তখন ইবরাহীমের ভিতের চেয়ে ছোট করে নির্মাণ করেছিল? (আয়েশা বলেন), আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি তা পুনরায় ইবরাহীমের তৈরী ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করবেন না? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, কুফরের সাথে তোমার কণ্ঠমের সম্পর্ক যদি অল্পকাল আগের না হত, তবে আমি অবশ্যই তা করতাম (অর্থাৎ কা'বা ঘর ভেঙ্গে ইবরাহীমের ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করতাম)। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) নিশ্চিতভাবেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে এ কথা শুনেছেন। সুতরাং আমার মনে হয় এজন্যই রসূলুল্লাহ (সঃ) হাজরে আসওয়াদের সন্নিকটস্থ দু'টি রুকনে চুমু খাওয়া পরিত্যাগ করেছিলেন। কেননা কা'বা ঘর ইবরাহীমের তৈরী ভিত্তি অনুযায়ী পূর্ণাংগ করে নির্মাণ করা হয়নি।

১৪৮০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجِدَارِ أَمِنْ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يَدْخُلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنْ قَوْمَكَ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفَعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكَ لِيَدْخُلُوها مِنْ شَأَعًا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَأَعًا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكَرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ تُدْخِلَ الْجِدَارَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ -

১৪৮০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি (কা'বা) ঘরের বাইরের প্রাচীর (হাতীম) সম্পর্কে নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সেটি কি (কা'বা) ঘরের অংশ? নবী (সঃ) বললেন, হ্যাঁ (সেটাও কা'বা ঘরের অংশ)। আমি বললাম, তাহলে তারা (কুরাইশরা) সেই অংশ খানায়ে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করেনি কেন? তিনি (সঃ) বললেন, তাদের নিকট এজন্য খরচ করার মত অর্থের অনটন দেখা দিয়েছিল। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, দরজা (কা'বা ঘরের দরজা) এত উঁচুতে স্থাপন করার কারণ কি? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, তোমার কণ্ঠম এটি এজন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশের অনুমতি দেবে আর যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে বাধা দেবে। জাহিলিয়াতের সাথে তোমার কণ্ঠমের সম্পর্ক যদি অল্পকাল আগের না হত এবং প্রাচীর বেষ্টিত স্থান বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করা তাদের মন মেনে নিতে পারবে না বলে আমি ভয় না করতাম, তাহলে উক্ত স্থান বায়তুল্লাহর মধ্যে शामिल করতাম এবং দরজা নীচু করে ভূমি সংলগ্ন করে দিতাম।^{১৮}

১৪৮১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَا حَدَاثَةُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبْنَيْتُهُ عَلَى أُسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنْ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا .

১৮. হাতীম : বায়তুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন উত্তর পাশে ছোট দেয়ালঘেরা স্থানকে হাতীম বলা হয়। মূলতঃ এটা কাবারই অংশ।

১৪৮১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছিলেন, কুফরী ধ্যানধারণার সাথে তোমার কণ্ঠের সম্পর্ক যদি অল্পকাল আগের না হত, তাহলে আমি কা'বা ঘর ভেঙ্গে ফেলে তা ইবরাহীমের ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করতাম। কেননা কুরাইশগণ তা ছোট করে নির্মাণ করেছে এবং এর আরো একটি দরজা রাখতাম।

١٤٨٢. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهَدَمَ فَادْخَلْتُ فِيهِ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ وَالزَّقَتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيدُ وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ جِئَ هَدْمَهُ وَبَنَاهُ وَادْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحَجَرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حَجَارَةً كَأَسْنَمَةِ الْإِبِلِ قَالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ مَوْضِعُهُ قَالَ أُرِيكَه الْآنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحَجَرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ هَهُنَا فَخَرَرْتُ مِنَ الْحَجَرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا-

১৪৮২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে (সম্বোধন করে) বলেছিলেন, হে আয়েশা! জাহিলিয়াতের সাথে তোমার কণ্ঠের সম্পর্কটা যদি অতি অল্প দিন আগের না হত, তাহলে আমি নির্দেশ দিয়ে বায়তুল্লাহ ভেঙ্গে ফেলতাম এবং তার যে স্থানটুকু বাইরে রাখা হয়েছে তা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করে নিতাম। আর ঘর ও তার দরজা ভূমি সলংগ করে দিতাম এবং দু'টি দরজা রাখতাম, একটা পূর্বদিকে ও অপরটা পশ্চিম দিকে, আর ইবরাহীমের তৈরী (ভিতের ওপর নির্মিত) ঘরের সমতুল্য করে দিতাম। নবী (সঃ) -এর এই বাণীই (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবায়েরকে বায়তুল্লাহ ভেঙ্গে গড়বার অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছিল। ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন, (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবায়ের (রা) যে সময় ঘর ধ্বংস করে তা পুনঃনির্মাণ করেন এবং বেষ্টিত অংশটুকু (হাতীম) এর অন্তর্ভুক্ত করেন সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত ভিতের পাথরও দেখেছি যা একটা উটের কুঁজের মত দেখাত। জারীর ইবনে হাযেম (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াযীদকে জিজ্ঞেস করলাম, উক্ত পাথরের স্থান কোনটি? তিনি বললেন, আমি এখনই সে স্থান তোমাকে দেখাচ্ছি। সুতরাং আমি তাঁর সাথে গিয়ে পরিত্যক্ত দেয়াল বেষ্টনীতে (হাতীমে) প্রবেশ করলে তিনি একটি জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এখানে। জারীর (রা) বলেছেন, আমি অর্ধ বৃত্তাকার স্থানটুকু মেপে দেখেছি- ছয় গজ বা তার কাছাকাছি।

৪৩-অনুচ্ছেদ : মক্কার হেরেমের মর্যাদা।^{১১} মহান আল্লাহর বাণী :

أَنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (سورة النمل - آية ٩١)

“হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে জানিয়ে দাও, আমাকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি এ শহরের ঐভূর দাসত্ব করব যিনি একে হেরেম বা মহিমাভিত্ত করেছেন। তিনি সব জিনিসেরই মালিক। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি মুসলমান হয়ে জীবন যাপন করি—” (নামল : ৯১)।

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ تَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا . أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا أَمْنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (سورة القصص - آية ٥٧)

“তারা বলে, আমরা যদি তোমাদের সাথে এ হেদায়াতের আনুগত্য স্বীকার করে নেই তাহলে স্বদেশভূমি থেকে অকস্মাৎ বহিস্কৃত হব। কিন্তু এটা কি বাস্তব ঘটনা নয় যে, আমি একটি নিরাপদ ও শান্তিময় হেরেমকে তাদের অবস্থান স্থল করেছি, যেখানে সব রকমের ফল-ফলাদি আমার পক্ষ থেকে রিযিক হিসেবে প্রতিনিয়ত এসে জমা হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবহিত নয়”—(কাসাস : ৫৭)।

١٤٨٣. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمُهُ اللَّهُ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَن عَرَفَهَا -

১৪৮৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেনঃ এ শহরকে আল্লাহ মহিমাভিত্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। এর কাঁটা (গাছ)-ও কাটা যাবে না, শিকার তাড়া করা যাবে না, রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কেউ কুড়িয়ে নিতে পারবে না।

৪৪-অনুচ্ছেদ : মক্কার ঘর-বাড়ীতে উত্তরাধিকার বহাল থাকা ও ঐগুলোর ক্রয় বিক্রয় করা। মসজিদে হারামের মধ্যে সকল মানুষেরই (মুসলমান) অধিকার সমান। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন :

বাইরে হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। হেরেম মকী বা মক্কার হেরেমের সীমা হল, মক্কা থেকে মদীনার পথে তিন মাইল, ইরাকের পথে সাত মাইল, জে'রানার পথে নয় মাইল এবং জেন্দার পথে দশ মাইল পর্যন্ত। এই সীমার মধ্যে অবস্থিত জায়গাকে হেরেম বলা হয়। হেরেমের বাইরে হালাল এমন অনেক কাজও হেরেমের মধ্যে হারাম। মক্কা ইসলামের কেন্দ্রভূমি। তাই এর মর্যাদা, মহত্ত্ব ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
لِلنَّاسِ سَوَاءً نِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ط وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذِقْهُ مِنْ
عَذَابِ أَلِيمٍ (سورة الحج - آية ٢٥)

“যারা কুফরী করছে এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছে এবং মসজিদে হারামে
(এর ঘিয়ারতের উদ্দেশ্যে) যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে মসজিদে
হারামকে আমি সকল মানুষের জন্য তৈরী করেছি এবং যেখানে স্থানীয় ও
বহিরাগত লোকের অধিকার সমান, তাদের আচরণ নিশ্চিতভাবেই শাস্তি প্রদানের
মত আচরণ। এতে (মসজিদে হারামে) যে-ই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যুলুমের
পথ ধরবে, আমি তাকে কঠিন শাস্তির আশ্বাদ গ্রহণ করাব”- (সূরা হজ্জ : ২৫)।

١٤٨٤. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آيَنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ
فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دَوْرٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ
وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلَى شَيْئًا لَأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ
فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا
يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَتَصَرَّوْا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ
اسْتَنَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ط
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - سورة الانفال - آية ٧٢

১৪৮৪. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস
করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মক্কায় আপনি নিজ বাড়ীতে কোথায় অবস্থান করবেন (মনে
করছেন?) নবী (সঃ) বললেন, আকীল কি আসবাবপত্র ও ঘরবাড়ীর কিছু অবশিষ্ট
রেখেছে? আকীল এবং তালেব আবু তালেবের উত্তরাধিকারী হয়েছিল, কিন্তু জাফর ও
আলী (রা) উত্তরাধিকারী হননি। কেননা তাঁরা দু’জন ছিলেন মুসলমান, আর আকীল ও
তালেব কাফের। এ কারণে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলতেন, মুমিন কোন কাফেরের
উত্তরাধিকারী হতে পারে না। ইবনে শিহাব (রা) বর্ণনা করেছেন, এ ব্যাপারে সকলেই
মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার এ বাণীর ব্যাখ্যা করে উক্ত মর্ম গ্রহণ করতেন।
(আয়াতটির অর্থ হল) “যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জান-মাল
দিয়ে জিহাদ করেছে এবং যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দান করেছে এবং তাদেরকে

সাহায্য করেছে তারাই একে অপরের বন্ধু ও অভিভাবক। আর যেসব লোক ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে দারুল ইসলামে আগমন করেনি তাদের সাথে বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্বের কোন প্রকার সম্পর্ক তোমাদের ততক্ষণ পর্যন্ত থাকতে পারে না, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে চলে আসে। তবে দীনের ব্যাপারে তারা তোমাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হলে এবং তারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে না গেলে, তোমরা তাদের সাহায্য করতে পার। যা কিছুই তোমরা করছ তা সবই আল্লাহ দেখে থাকেন” (আনফাল : ৭২)।

৪৫-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর মক্কায় উপনীত হওয়া।

১৪৮৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ مَنَزَلْنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ-

১৪৮৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) যখন মক্কা আগমনের ইচ্ছা করলেন তখন বলেছিলেন: ইনশাআল্লাহ আগামী কাল আমাদের অবস্থান স্থল হবে খাইফে বনী কিনানাতে, যেখানে কুরাইশগণ কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য শপথ করেছিল।

১৪৮৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ الْغَدِ يَوْمَ النُّحْرِ وَهُوَ بَيْنِي نَحْنُ نَارِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَحْصَبِ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاقِضُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ

১৪৮৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ইয়াওমুন নাহারে (অর্থাৎ কোরবানীর দিন) মিনাতে অবস্থানকালে বলেছিলেন : আমরা আগামী সকালে খাইফে বনী কিনানা অর্থাৎ মুহাস্সাবে অবস্থান করব যেখানে তারা (অর্থাৎ কুরাইশরা) কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য শপথ করেছিল। ঘটনাটি ছিল এই যে, কুরাইশ ও বনী কিনানা (গোত্রদ্বয়) বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিব অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বনী মুত্তালিবের ব্যাপারে এই শপথ নিয়াছিল যে, যে পর্যন্ত তারা (বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব) নবী (সঃ)-কে তাদের (কুরাইশ ও বনী কিনানার) হাতে সোপর্দ না করবে তত দিন পর্যন্ত তাদের সাথে বিবাহ-শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না।

৪৬-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ (سورة ابراهيم آيات ٣٥-٢٧)

“ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন ইবরাহীম দো’আ করেছিল: হে আমার রব! ঐ শহরকে (মক্কা) তুমি নিরাপত্তার শহর বানাও, আর আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। হে প্রভু! ঐ সব মূর্তি বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে যে আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবে, সে আমার পথ অনুসরণকারী হবে। যদি কেউ অমান্য করে তাহলে তুমি তো ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। প্রভু হে! আমি একটি উসর মরুপ্রান্তরে আমার সন্তানদের এক অংশ তোমার মহিমান্বিত ঘরের পাশে এনে রেখে যাবি, হে রব! যাতে তারা এখানে নামায প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং তুমি ওদের প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফলমূলের খাদ্য দান কর, যাতে তারা তোমার শোকরগোজার বান্দা হতে পারে—” (ইবরাহীম : ২৪-২৭)।

৪৭-অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী:

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتَّى الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقِلَادَ ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . (المائدة ٩٧)

“পবিত্র স্থান কাবাকে আল্লাহ লোকদের (সমষ্টিগত জীবনের) জন্য আবাসভূমি (স্থিতির ধারক) করেছেন। আর নিষিদ্ধ মাস, কোরবানীর পতঙ্গলো এবং পত্তর গলায় লটকানো চিহ্নসমূহ (এ উদ্দেশ্যে সহায়ক করে দেয়া হয়েছে) যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ আসমান ও যমীনের সকল অবস্থা জ্ঞাত রয়েছেন। আর সব বিষয়ে তো তাঁর জ্ঞানই আছে—” (মাইদা : ৯৮)।

١٤٨٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخَرَّبُ الْكَعْبَةُ نَوَاسِئُوقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ

১৪৮৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, কীর্ণ পায়ের নলা বিশিষ্ট হাবশীরা কাবাঘর ক্ষতস করবে।

١٤٨٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفَرَضَ

رَمَضَانَ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرَفِيهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ -

১৪৮৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে মুসলমানগণ আশুরার রোযা রাখতেন। আর এ দিনটিতে (আশুরার দিনটি) কাবা ঘরকে গেলাফ দ্বারা ঢাকা হত। অতঃপর আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযা ফরয করে দিলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ তোমাদের কেউ আশুরার রোযা রাখতে চাইলে এখনও (রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পরও) রাখতে পারে। আর যারা তা ছেড়ে দিতে চায় ছেড়ে দিতে পারে।

١٤٨٩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِيُحَجَّ الْبَيْتُ وَلِيَعْتَمِرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تَابِعَهُ أَبَانٌ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ-

১৪৮৯. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, ইয়াজ্জ-মাজ্জের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহয় হজ্জ ও উমরা হতে থাকবে। আবান (রঃ) ইমরানের মাধ্যমে কাতাদা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবদুর রহমান শো'বা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যত দিন পর্যন্ত না বায়তুল্লাহর হজ্জ বন্ধ হবে তত দিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তবে প্রথম কথাটিই বেশী লোকে বর্ণনা করেছেন।

৪৮-অনুচ্ছেদ : কা'বা ঘরকে গেলাফ দ্বারা আবৃত করা।

١٤٩٠. عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدْعَ فِيهَا صَفَرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهُ قُلْتُ إِنَّ صَاحِبِيكَ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ قُلْنَا الْمَرَانِ اقْتَدِي بِهِمَا-

১৪৯০. আবু ওয়ায়েল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শাইবার সাথে কা'বার আঙ্গিনায় একটি কুরসীতে বসেছিলাম। শাইবা বললেন, একদিন উমর (রাঃ) এখানে বসেছিলেন। তিনি (উমর) বললেন, আমি এ (কা'বা) ঘরের মধ্যে কোন প্রকার সোনা বা রূপা না রেখে বরং তা বন্টন করে দেয়ার ইচ্ছা করেছি। (শাইবা বলেন) আমি বললাম, আপনার (পূর্ববর্তী) দুই সাথী (রসূলুল্লাহ সাঃ ও আবু বকর) তো এরূপ করেননি। একথা শুনে উমর (রাঃ) বললেন, ঐ দুই জনকেই তো আমি অনুসরণ করে থাকি (অর্থাৎ তারা যদি এরূপ না করে থাকেন তাহলে আমিও করব না)।

৪৯-অনুবাদ : কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করা। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, একটি সেনাবাহিনী কা'বা ঘরে যুদ্ধাভিযান চালাবে, কিন্তু তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেওয়া হবে।

১৬৭১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانِي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجْرًا حَجْرًا -

১৪৯১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, আমি সেই কালো কুণ্ডলি ব্যক্তিকে যেন দেখছি, যে কা'বার এক একটি পাথর খুলে খুলে নিক্ষেপ করবে।

১৬৭২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ نَوَاسِيقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَّةِ -

১৪৯২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, পায়ের দু'টি ক্ষুদ্র গোছা বিশিষ্ট এক হাবশী কা'বা ঘর ধ্বংস করবে।

৫০-অনুবাদ : হাজ্জের আসওয়াদ সম্পর্কে যেসব কথা উল্লেখিত হয়েছে।

১৬৭৩. عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ -

১৪৯৩. আবেস ইবনে রাবীআ (রাঃ) উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উমর) হাজ্জের আসওয়াদের কাছে এসে তাতে চুমু দিয়ে বললেন, আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। তুমি কারো অনিষ্ট করতেও পার না, আবার উপকার করতেও সক্ষম নও। আমি যদি নবী (সঃ)-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমায় চুমু দিতাম না।

৫১-অনুবাদ : কা'বা ঘরের দরজা বন্ধ করা এবং ঘরের অভ্যন্তরে যেদিকে বা যেখানে ইচ্ছা নামায পড়া।

১৬৭৪. عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ -

১৪৯৪. সালেম (রঃ) তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজে এবং উসামা ইবনে য়াসেদ, বিলাল ও উসমান ইবনে তাগহা (রা) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। পরে দরজা খুললে আমিই সর্বপ্রথমে (তাতে) প্রবেশ করলাম এবং বিলালের দেখা পেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কি ঘরের মধ্যে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ তিনি (সঃ) ইয়ামানী স্তম্ভ দু'টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন।

৫২-অনুচ্ছেদ : কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া।

১৪৯৫. عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظُّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِّنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَيُصَلِّي يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ -

১৪৯৫. নাফে (রঃ) ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখনই খানায় কা'বাতে প্রবেশ করতেন তখনই দরজা পিছনে রেখে সামনের দিকে এতখানি এগিয়ে যেতেন যে, তাঁর ও সামনের দেয়ালের মধ্যে মাত্র তিন গজের দূরত্ব থাকত। সেখানে তিনি নামায পড়তেন এবং পরে সেই জায়গাটির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতেন যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়েছেন। জায়গাটির কথা বিলাল (রা) তাঁকে বলেছিলেন। তবে খানায় কা'বার অভ্যন্তরে যে কোন দিকে যে কোন জায়গায় নামায আদায় করতে দোষ নেই।

৫৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেনি। ইবনে উমর (রা) অনেক বার হজ্জ করেছেন কিন্তু কা'বা ঘরে প্রবেশ করতেন না।

১৪৯৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتَرْهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ادْخُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا -

১৪৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরা আদায় করলেন। সেই সময় তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। এ সময় তাঁর সাথে একটি লোক ছিল, যে তাঁকে লোকদের থেকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। এক ব্যক্তি তাকে (আড়ালকারী ব্যক্তিকে) জিজ্ঞেস করল, রসূলুল্লাহ (সঃ) কি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন? সে জবাব দিল, না (তিনি প্রবেশ করেননি)।

৫৪-অনুচ্ছেদ : কা'বার চতুর্দিকে তাকবীর ধ্বনি দেয়া।

১৬৭৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ أَبِي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْأَلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ فَأُخْرِجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا وَاللَّهِ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ -

১৪৯৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা ঘরের কাছে আগমন করে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। কারণ তখন তাতে ছিল বহু সংখ্যক ইলাহ বা পাথরের মূর্তি আকারের দেবদেবী। তিনি সেগুলো বের করে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। সেগুলো বের করে ফেলা হল। (মুসলমানগণ) সবাই ইবরাহীম ও ইসমাঈলের মূর্তিও বের করে ফেললেন। তাদের (ইবরাহীম ও ইসমাঈল) হাতে দেওয়া ছিল আযলাম (শুভ-অশুভ নির্ণয়ক তীর ফলক)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহ তাদের (মুশরিকদের) ধ্বংস করুন। আল্লাহর শপথ! তারা (মুশরিকরা) অবশ্যই জানতো যে, তাঁরা (ইবরাহীম ও ইসমাঈল) কোন সময়ও শুভ-অশুভ নির্ণয়ক তীর নিক্ষেপ করেননি। অতঃপর তিনি (সঃ) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার বিভিন্ন স্থানে তাকবীর ধ্বনি বললেন। তবে তখন তিনি সেখানে নামায পড়েননি।

৫৫-অনুচ্ছেদ: রমল কিভাবে শুরু হয়েছে। ২২

১৬৭৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ (وَقَدْ) وَمَنْهُمْ حُمَى يَتَرَبَّ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ -

১৪৯৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ (উমরাভুল কাযা) আদায়ের উদ্দেশ্যে (মক্কায়) আগমন করলে মুশরিকরা বলতে শুরু করল, এমন একদল লোক তোমাদের এখানে এসেছে মদীনার জ্বর যাদেরকে হীন ও দুর্বল করে দিয়েছে। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাদের প্রথম তিন শাওতে (কা'বার চারদিকে একবার ঘোরাতে এক শাওত বলে) রমল করতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু দুই রুকনের মাঝে স্বাভাবিক গতিতে চলতে বললেন। আর তাদের ওপর স্নেহপ্রবণ হয়েই তিনি সবগুলো শাওতে (মোট সাত শাওত দিতে হয়) রমল করতে নির্দেশ দেননি।

২২. রমল হল ছোট ছোট পদক্ষেপে দুই কীধ হেলিয়ে দুপুরে (যীর বোছার মত) দ্রুত চলা। যাতে কাঙ্ক্ষেরা মুসলমানদের দৈহিক শক্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ পায় এবং তাদের শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করতে না পারে।

৫৬-অনুচ্ছেদ: মক্কা আগমনের পরই হাজ্জের আসওয়াদকে চুমু দেয়া এবং তাওয়াফের সময় প্রথম তিন শাওতে রমল করা।

১৬৭৭. عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخْبُ ثَلَاثَةً أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ .

১৪৯৯. সালেম (রঃ) তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি যখন তিনি মক্কা আগমন করতেন তখন প্রথম তাওয়াফেই হাজ্জের আসওয়াদে চুমু দিতেন এবং সাত তাওয়াফের প্রথম তিন তাওয়াফে রমল করতেন।

৫৭-অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরায় রমল করা।

১৫০০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَعَى النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةً أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ-

১৫০০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জ ও উমরা আদায়ের ক্ষেত্রে নবী (সঃ) (তাওয়াফের সময় প্রথম) তিন শাওতে দ্রুত ও (পরবর্তী) চার শাওতে স্বাভাবিকভাবে পদচারণা করেছেন।

১৫০১. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلرُّكْنِ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا عَلِمُ أَنَّكَ حَجْرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا آتَى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ وَمَا لَنَا وَلِلرَّمْلِ إِنَّمَا كُنَّا رَأَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيْئٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ .

১৫০১. য়য়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রুকন (হাজ্জের আসওয়াদ)-কে সন্ধান করে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। তুমি কারো ক্ষতি করতে পার না এবং উপকার করতেও পার না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখলে আমিও তোমায় চুমু দিতাম না। (এসব কথা বলার পর) তিনি হাজ্জের আসওয়াদে চুমু দিলেন এবং আবার বললেন, এ রমল করাতেই বা আমাদের কি প্রয়োজন? হী, এর দ্বারা আমরা মুশরিকদের (আমাদের বীরত্ব ব্যাঙ্গক ভাবভঙ্গি) দেখিয়েছি। এখন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, এটি এমন একটি বিষয় যা রসূলুল্লাহ (সঃ) করেছিলেন। অতএব তা পরিত্যাগ করা আমাদের পসন্দ নয়।

১০.২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِسِتْلَامِهِ-

১৫০২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কষ্ট অথবা আরাম যে অবস্থায়ই হোক না কেন এ দু'টি রুকনে চুমু দেওয়া আমি তখন থেকে ছাড়িনি, যখন থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমি এ দু'টিতে চুমু দিতে দেখেছি। (উবায়দুল্লাহ বলেন) আমি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে উমর (রা) কি দু'টি রুকনের মাঝখানে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, চুমু দেয়ার সুবিধার জন্য তিনি এ দু'টির মাঝে এসে ধীর গতিতে হাঁটতেন।

৫৮-অনুচ্ছেদঃ লাঠি বা ছড়ির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

১০.৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنٍ-

১৫০৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী (সঃ) তাঁর উষ্ট্রের ওপর আরোহণ করে তাওয়াফ করেছেন এবং লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়েছেন। ২৩

৫৯-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দু'টি রুকনে ইয়ামানীকে চুমু দিতে সক্ষম হল। মুহাম্মদ ইবনে বকর (র) ইবনে জুরয়েজ ও আমার ইবনে দীনারের মাধ্যমে আবু শাহা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু শাহা বলেছেন, কে এমন আছে যে বায়তুল্লাহর কোন কিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায়? মু'আবিয়া (রা) সবগুলো রুকনেই চুমু দিতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বললেন, আমরা কিন্তু এ দু'টি রুকনে চুমু দেই না। একথা শুনে মু'আবিয়া তাঁকে বললেন, বায়তুল্লাহর কোন কিছুই বাদ দেয়ার মত নয়। (আবদুল্লাহ) ইবনে যু'আয়ের সবগুলোতেই চুমু দিতেন।

১০.৪. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ-

১৫০৪. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেছেন, দু'টি রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আমি নবী (সঃ)-কে বায়তুল্লাহর আর কোন কিছুতেই চুমু দিতে দেখিনি।

২৩. হাজরে আসওয়াদে মুখ লাগিয়ে চুমু দিতে পায়ে সেটিই উত্তম। তবে যদি খুব জিড় থাকে তাহলে লাঠি বা ছড়ি হাজরে আসওয়াদের সাথে লাগিয়ে তাতে চুমু দিলেও চলবে। এমনকি লাঠি বা ছড়ি দ্বারা স্পর্শ করাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে হাজরে আসওয়াদের প্রতি হাত দ্বারা ইশারা করবে এবং হাতে চুমু দেবে।

৬০-অনুচ্ছেদ : হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া।

১৫.৫. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ الْحَجَرِ وَقَالَ لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

১৫০৫. যাসেদ ইবনে আসলাম (রঃ) তার পিতা (আসলাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আসলাম) বলেছেন, আমি দেখেছি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে বললেন, যদি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমায় চুমু দিতাম না।

১৫.৬. عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ

১৫০৬. যুবারের ইবনে আরাবী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া সম্পর্কে এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাতে চুমু দিতে দেখেছি। লোকটি বলল, যদি অধিক ভীড়ের মধ্যে পড়ে যাই এবং অপারগ হয়ে পড়ি? ইবনে উমর (রা) বললেন, তোমার ওসব 'যদি' ও 'মনে করুন' ইত্যাদি দূরে রেখে দাও তো! আমি নবী (সঃ)-কে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে দেখেছি।

৬১-অনুচ্ছেদ: হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে ইংগিতে চুমু দেওয়া।

১৫.৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعْضِ كُلْمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ -

১৫০৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) একটি উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। তাওয়াফের সময় যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছতেন তখনই কোন জিনিস দ্বারা তার প্রতি ইশারা করতেন (অর্থাৎ চুমু দেওয়ার পরিবর্তে তিনি এতটুকু করাই যথেষ্ট মনে করেছেন)।

৬২-অনুচ্ছেদ : হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে তাকবীর বলা।

১৫.৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعْضِ كُلْمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ -

১৫০৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) একটি উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওযাফ করেছেন। যখন তিনি হাজ্জের আসওয়াদের কাছে পৌঁছতেন তখন সেদিকে কোন জিনিস দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন।

৬৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মক্কায় আগমনের পর বাড়ী ফেরার পূর্বে বায়তুল্লাহর তাওযাফ করে এবং দুই রাকাত নামায আদায় করে সাক্ষা পাহাড়ের দিকে গমন করে (সাক্ষা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার জন্য যায়)।

১০. ৯. عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَّجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ فَأَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوْفُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرْتَنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهْلَتْ هِيَ وَأَخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا -

১৫০৯. উরওয়া (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী (সঃ) মক্কা পৌঁছেই প্রথমে যে কাজ করলেন তা হল, তিনি উযু করলেন এবং তারপর (বায়তুল্লাহর) তাওযাফ করলেন। কিন্তু এটি উমরার তাওযাফ ছিল না। অতঃপর আবু বকর ও উমর (তাদের খেলাফতকালে) অনুরূপভাবেই হজ্জ আদায় করেন। এরপর আমি আমার পিতা যুবায়েরের সাথে হজ্জ করেছি। তিনিও সর্বপ্রথমে তাওযাফ করেছিলেন। আমি আনসার ও মুহাজিরদেরও অনুরূপভাবে হজ্জ করতে দেখেছি। আমার আম্মাজান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি, তাঁর বোন, যুবায়ের এবং অমুক অমুক ব্যক্তি উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বীধলে তাদেরকেও অনুরূপই করতে দেখেছি। তারা হাজ্জের আসওয়াদ স্পর্শের (চুমু দেয়ার) পরই ইহরাম খোলেন।

১০. ১০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

১৫১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) হজ্জ বা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় আগমন করার পরই রসূলুল্লাহ (সঃ) যে তাওযাফ করতেন তার প্রথম তিন তাওযাফে দৌড়াতে (রমল করতেন) এবং অবশিষ্ট চার তাওযাফে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন, এরপর দুই রাকাত নামায পড়তেন এবং সাক্ষা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন।

১০. ১১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوْافَ

الْأَوَّلُ يَخْبُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرَوَةِ

১৫১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) প্রথম বার যখন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, তখন প্রথম তিন তাওয়াফে দ্রুত চললেন এবং অবশিষ্ট চার তাওয়াফে স্বাভাবিক গতিতে চললেন। আর সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর সময় উভয় টিলার মাঝখানের নীচ স্থানটুকু দৌড়ে পার হতেন।

৬৪—অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করা।

আমর ইবনে আলী বলেন, আমার কাছে আবু আসেম (রঃ), ইবনে জুরায়েজ এবং আতার মাধ্যমে ইবনে হিশাম (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে হিশাম পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করতে নিষেধ করলে আতা তাঁকে বললেন, কি করে তাদেরকে আপনি নিষেধ করছেন? অথচ নবী (সঃ)—এর ত্রীগণ পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন। আমি (ইমাম বুখারী) বললাম, এ ঘটনা পর্দা সংক্রান্ত আয়াত নাখিল হওয়ার আগের না পরের? তিনি (আমর ইবনে আলী) জবাব দিলেন, হ্যাঁ আমার জীবনের শপথ! আমি পর্দার আয়াত নাখিল হওয়ার পর তাঁদেরকে এরূপ করতে দেখেছি। আমি বললাম, কি করে পুরুষরা মেয়েদের সাথে মিশতে পারে? জবাবে তিনি বলেন, তারা মেয়েদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যেত না। যেমন আয়েশা (রা) পুরুষদের থেকে দূরে থেকে তাওয়াফ করতেন এবং তাদের সাথে মিশতেন না। একজন মহিলা আয়েশাকে বলল, হে উম্মুল মুমিনীন! চলুন, আমরা হাজরে আসওয়াদে চুমু দেই। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তুমি যাও। আর এ কথা বলে তিনি অস্বীকার করলেন। নবী (সঃ)—এর ত্রীগণ রাতে (তাওয়াফ করতে) বের হতেন, তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না। এভাবে তারা পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করতেন। কিন্তু তারা খানায় কা'বায় প্রবেশ করতে চাইলে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। পুরুষরা বের হয়ে গেলে তখন তারা প্রবেশ করতেন। আয়েশা (রা) যখন সাবীর পাহাড়ের পাদদেশে (তীব্রতে) অবস্থান করছিলেন সেই সময় আমি ও উবায়দ ইবনে উমায়ের তাঁর নিকটে গেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই সময় তিনি কি দিয়ে পর্দা করছিলেন? তিনি বললেন, সেই সময় তিনি তুর্কী তীব্রতে অবস্থান করছিলেন, এর দরজায় একটা পর্দা লটকানো ছিল। এছাড়া আমাদের ও তাঁর মাঝে আর কোন প্রকার পর্দা ছিল না। সেই সময় তিনি একটি গোলাপী চাদর পরিহিতা ছিলেন।

১০১২. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي اشْتَكَيْتُ فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَمُوْ يَقْرَأُ وَالطُّورُ وَكِتَابٌ مَّسْطُورٌ—

১৫১২. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমার পীড়ার অভিযোগ করলে (এবং এ কারণে তাওয়াফ করার অসুবিধার কথা বললে) তিনি বলেন, তুমি সওয়ারীতে আরোহণ করে লোকদের পিছনে পিছনে থেকে তাওয়াফ কর। সুতরাং আমি লোকদের পিছনে পিছনে থেকে তাওয়াফ করলাম। আর সেই সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর এক পাশে নামায আদায় করছিলেন এবং তিনি নামাযে 'ওয়াত্ ত্বরে ওয়া কিতাবিম মাসতুর' সূরাটি পড়ছিলেন।

৬৫-অনুচ্ছেদ : তাওয়াফের সময় কথাবার্তা বলা।

১৫১৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْهُ بِيَدِهِ -

১৫১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) কা'বা ঘর তাওয়াফের সময় একটি লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তার হাত ফিতা, রশি বা অনুরূপ কোন কিছু (যেমন রুমাল) দ্বারা অন্য এক লোকের সাথে বেধে রেখেছিল। নবী (সঃ) নিজ হাতে তা কেটে দিলেন এবং বললেন, ওকে হাত ধরে নিয়ে যাও। ২৪

১৫১৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتَوَفَّ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ -

১৫১৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করতে দেখলেন, লোকটি চাবুকের রশি বা অনুরূপ কিছু দ্বারা বাঁধা ছিল। সুতরাং তিনি তা কেটে দিলেন।

৬৬-অনুচ্ছেদ : উলঙ্গ হয়ে কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবে না এবং কোন মুশরিকও হজ্জ করতে পারবে না।

১৫১৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ -

২৪. জাহিলী যুগে মানুষ আত্মার নৈকট্য লাভের জন্য নানা রকমের কশি-ফিকির বেগ করত এবং তা দ্বারা নিজেদেরকে কষ্ট দিয়ে মনে করত যে, এভাবে আত্মার নৈকট্য লাভ হবে। অথচ এভাবে অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন কাজের মাধ্যমে কখনো আত্মা তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা যেতে পারে না। নবী (সঃ)-এর আগমন হয়েছিল মানব জাতিকে এসব কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বন্ধন থেকে মুক্ত করে খোদায়ী আইনের অধীনে বাধীন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাই অর্থহীনভাবে লোকটির হাত বাঁধা দেখে তিনি বন্ধন কেটে দিলেন এবং লোকটিকে হাত ধরে নিতে বললেন।

১৫১৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) বিদায় হজ্জের পূর্বে যে হজ্জের রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকর সিদ্দীককে 'আমীরে হজ্জ' নিয়োগ করেছিলেন সে সময় কোরবানীর দিন তিনি [আবু বকর রাঃ] আমাকে কিছু সংখ্যক লোক সমভিব্যাহারে এই ঘোষণা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, এই বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং উল্লেখ হয়েছে কেউ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না।

৬৭-অনুচ্ছেদঃ কেউ তাওয়াফ করতে করতে তা বন্ধ করে দিলে। আতা (রাঃ) বলেছেন, তাকে তাওয়াফরত ব্যক্তিদের মধ্যেই গণ্য করা হবে। ফরয নামাযের ইকামত হলে তাওয়াফ বন্ধ করে নামাযে शामिल হবে। নামাযের সালাম ফিরানোর পর তাকে যদি নিজের জায়গা থেকে (যেখান থেকে সে তাওয়াফ বন্ধ করেছে) বিছিন্ন করে দেওয়া হয় তবে যেখান থেকে তাওয়াফ ছিন্ন হয়েছে সেখান থেকেই শুরু করবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ও আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

৬৮-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) প্রতি সাত চক্র পর দুই রাকাত নামায আদায় করেছেন। নাফে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রাঃ) প্রতি সাত চক্রে দুই রাকাত নামায পড়তেন। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া বর্ণনা করেছেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আতা (ইবনে আবু রাবাহ মক্কী) বলে থাকেন, তাওয়াফের এ দুই রাকাত নামাযের স্থলে (এ সময়ের) ফরজ নামাযই যথেষ্ট। জবাবে তিনি বললেন, সূরাত অনুযায়ী কাজ করাই উত্তম। তাওয়াফের সময় এমন কোন সাত চক্র নবী (সঃ) দিতেন না যাতে তিনি দুই রাকাত আদায় করতেন না।

১০১৬. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ أَيْقَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رُكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرُبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ -

১৫১৬. আমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উমরার সময় কি কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার আগে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারে? তিনি বলেন, নবী (সঃ) (মক্কায়) আগম করে (প্রথমে) সাত বার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, তারপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামায পড়লেন এবং পরে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সা'ঈ করলেন আর বললেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ রয়েছে, (আল-আহযাব)। এরপর (বর্ণনাকারী) আমার বললেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, 'না', সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করার পূর্বে কেউ তার স্ত্রীর কাছে যাবে না।

৬৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তাওয়াক্কে কুদুম বা প্রথম বার তাওয়াকের পর আরাফাতের দিকে চলে গেল এবং সেখান থেকেই ফিরে গেল, খানারে কা'বার কাছে গেল না বা তাওয়াকও করল না। ২৫

১০১৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ -

১৫১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) মকায় আগমন করে সাত বার কা'বার তাওয়াক করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করলেন কিন্তু এ তাওয়াক (তাওয়াক্কে কুদুম বা আগমনি তাওয়াক) করার পর আরাফাত থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত কা'বার নিকটে গেলেন না।

৭০-অনুচ্ছেদ : মসজিদের বাইরে তাওয়াকের দুই রাকাত নামায আদায় করা। উমর (রা) এ দুই রাকাত নামায হেরেমের বাইরে পড়েছেন।

১০১৮. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَارَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَارَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلْتَ ذَلِكَ وَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجْتَ -

১৫১৮. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হজ্জের মৌসুমে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মকায় অবস্থানকালে যখন তিনি (সেখান থেকে) যাত্রা করার ইচ্ছা করলেন,

২৫. 'তাওয়াক' : তিন প্রকার (১) কুদুম (২) বিদায় ও (৩) সুদূর।

(১) কুদুম তাওয়াক সূরাত বা বায়তুলাহতে এসেই করতে হয়।

(২) বিদায় তাওয়াক করব। হজ্জের তিনটি করণের অন্যতম।

(৩) বিদায়ী তাওয়াককে সুদূর বলা হয়। বিদায়ী তাওয়াক করা ওয়াজিব।

তাওয়াকের পর দুই রাকাত নামায পড়া সূরাতে মুম্বাকাদা। ইমাম শাফি'রী ও হাম্বলীসের এই অভিমত। হানাফী ও মালেকীসের মতে এ নামায ওয়াজিব। দলীল :

(১) মহান আল্লাহর বাণী :

অর্থাৎ 'মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাও' অর্থাৎ এখানে নামায পড়।

(২) যেহেতু নবী (সঃ) এ নামায সব সময় পড়েছেন।

এ নামায পড়ার স্থান : মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে দুই রাকাত নামায পড়াই উত্তম ও সূরাত তরীকা। কেউ এখানে পড়তে না পারলে বাইরে কোথাও আদায় করে নেয়া তার জন্য জায়েয। দলীল : হাদীসে উম্মে সালামা (রাঃ)। হেঁটে তাওয়াক করতে সক্ষম না হলে অন্য কিছুতে চড়ে তাওয়াক করা জায়েয। উম্মু করে তাওয়াক করতে হবে। ইমামসের মতে উম্মু বিহীন তাওয়াক শুদ্ধ হয় না। নবী (সঃ) উম্মু করে তাওয়াক করেছেন।

তীর সাথে (তীর স্ত্রী) উম্মে সালামা (রা)-ও যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন, অথচ তখনও তিনি তাওয়াক্ফ করেননি। তিনি তাঁকে বললেন, সকালে যখন ফজরের নামাযের ইকামত হবে এবং লোকেরা নামায পড়তে থাকবে তখন তুমি তোমার উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াক্ফ করে নিও। সুতরাং তিনি তাই করলেন এবং তাওয়াক্ফের দুই রাকআত নামায না পড়েই যাত্রা করলেন।

৭১-অনুচ্ছেদ : মাকামে ইবরাহীমের ২৬ পিছনে দাঁড়িয়ে তাওয়াক্ফের দুই রাকআত নামায পড়া।

১০১৭. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১৫১৯. আমর ইবনে দীনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি ইবনে উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সঃ) মক্কায় আগমন করে সাত বার বায়তুল্লাহ তাওয়াক্ফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর (সঃ) করার জন্য) সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করলেন। মহান ও শক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, “তোমাদের অনুসরণের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে।”

৭২-অনুচ্ছেদ : ফজর ও আসরের নামাযের পর তাওয়াক্ফ করা। ইবনে উমর (রা) সূর্য উদিত না হওয়ার পূর্বেই তাওয়াক্ফের দুই রাকআত নামায পড়তেন। আর উমর (রা) ফজরের নামাযের পর তাওয়াক্ফ করেছেন এবং সওয়াবীতে আরোহণ করে যি-জুয়া নামক উপত্যকায় পৌঁছে দুই রাকআত নামায পড়েছেন।

১০২. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَنُوا إِلَى الْمَذْكَرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَعَنُوا حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ .

১৫২০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক ফজরের নামাযের পর বায়তুল্লাহর তাওয়াক্ফ করে এক বক্তার কাছে তার বক্তৃতা শোনার জন্য গিয়ে বসলো এবং সূর্য উদিত হওয়ার সময় সবাই নামাযের জন্য উঠে পড়লো। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, তারা সেখানে বসে থাকলো এবং নামাযের মাকরুহ সময় উপস্থিত হলে নামায আদায় করতে দাঁড়াল।

২৬. যে পাথরের ওপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পদচিহ্ন আছে সেটাই মাকামে ইবরাহীম। এই পাথরে দাঁড়িয়ে তিনি বায়তুল্লাহর দেয়াল গেঁথে ছিলেন।

১৫২১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.

১৫২১. আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়তে নিষেধ করতেন।

১৫২২. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَافًا.

১৫২২. আবদুল আযীয ইবনে রুফাই' (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবারের (রা)-কে ফজরের নামাযের পর তাওয়াফ করতে ও তারপর দুই রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। আবদুল আযীয (ইবনে রুফাই') আরো বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবারেরকে আসরের পরেও দুই রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। আর এ সম্পর্কে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যুবারের) বলতেন, আয়েশা (রা) তাঁর কাছ বর্ণনা করেছেনঃ : নবী (সঃ) দুই রাকআত নামায না পড়ে তাঁর ঘরে যেতেন না।

৭৩- অনুচ্ছেদ : পীড়িত ব্যক্তির সওয়াযীতে আরোহণ করে তাওয়াফ করা।

১৫২৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ كَلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشِيبَتِي فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ.

১৫২৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একটি উটে আরোহণ করে রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। তাওয়াফের সময় যখনই তিনি হাজ্জের আসওয়াদের কাছে উপনীত হতেন তখনই তাঁর হাতের কোন একটা জিনিস দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন।

১৫২৪. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وِزَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مُسْطُورٍ.

১৫২৪. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলাম, আমি পীড়িত (সুতরাং আমি তাওয়াফ করতে সক্ষম নই। তাই তিনি আমাকে বললেন, সওয়াযীতে আরোহণ করে লোকদের পিছনে থেকে তাওয়াফ করে

নাও। সুতরাং আমি (সেভাবেই) তাওয়াফ করলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর এক পাশে নামায পড়ছিলেন আর তাতে তিনি সূরা তুর পাঠ করছিলেন।

৭৪-অনুচ্ছেদ : হাজ্জীদের পানি পান করানো।

১৫২৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُبَيِّتَ بِمَكَّةَ لِيَالِي مَنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأْذَنَ لَهُ .

১৫২৫. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) মিনাতে অবস্থানের নির্দিষ্ট রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করে হাজ্জীদের পানি পান করানোর জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

১৫২৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَاتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِّنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اسْقِنِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ اسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ ااعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ يَغْنَى عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ .

১৫২৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, হজ্জের সময়ে) যে জায়গায় পানি পান করানো হয়, নবী (স) সেখানে এসে (আব্বাসের কাছে) পানি (পান করতে) চাইলেন। তখন আব্বাস (রা) ফযলকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ফযল! তুমি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে তার নিকট থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য শরবত নিয়ে আস। তখন তিনি বললেন, আমাকে পান করানো। জবাবে তিনি বললেন, হে আব্বাসের রসূল! সবাই তো এর মধ্যে হাত দেয়। অতএব এ পানি আপনার পান করার দরকার নেই। এরপরও তিনি বললেন, আমাকে পানি পান করানো। তারপর তিনি সেখান থেকেই পানি পান করলেন এবং পরে যমযমের নিকট এসে দেখলেন সবাই পানি পান করানো ও পানি উঠানোতে ব্যস্ত। এসব দেখে তিনি বললেন, তোমরা এসব কাজ করতে থাক। কেননা তোমরা সৎ ও নেক কাজ করে যাচ্ছ। তারপর তিনি আরো বললেন, ‘মানুষের ভিড়ে তোমরা পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে মনে না করলে তিনি নিজের কৌধের প্রতি ইশারা করে বললেন, আমি সওয়াবী হতে নেমে (পানি উঠাবার) দড়ি আমার কৌধে নিতাম (অর্থাৎ পানি উঠিয়ে মানুষকে পান করাতাম। কিন্তু আমি এ কাজ করতে আরম্ভ করলে মানুষের ভিড় বেড়ে যাবে এবং ভিড়ের চাপে তোমরা শান্ত-ক্রান্ত হয়ে পড়বে। তাই এরূপ করা আমি ভাল মনে করছি না)।

৭৫-অনুব্বেদ : যমযম সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখিত হয়েছে। আবদান- আবদুল্লাহ, ইউনুস ও যুহরীর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু যার (রা) বর্ণনা করতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি মক্কায় অবস্থানকালে এক দিন আমার ঘরের ছাদ (রাতে) খুলে গেল এবং জিবরাঈল অবতরণ করে আমার বক্ষ বিদারণ করেন এবং যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে দিলেন। অতঃপর একখানা স্বর্ণের থালায় ঈমান ও হিকমাত পরিপূর্ণ করে এনে আমার বক্ষে ঢেলে দিয়ে তা জোড়া লাগালেন। এরপর আমাকে নিয়ে তিনি দুনিয়ার আসমানে আরোহণ করলেন এবং দুনিয়ার আসমানের দ্বাররক্ষী কেরেশতাকে বললেনঃ খুলে দাও। দ্বাররক্ষী কেরেশতা জিজ্ঞাশ করলেন, কে? জবাবে তিনি বললেন, 'জিবরাঈল।'

১০২৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرَمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى يَعِيزٍ.

১৫২৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়িয়েই তা পান করেছেন। আসেম বর্ণনা করেছেন যে, ইকরামা (র) এ বিষয়ে শপথ করে বলেছেন যে, সেই সময় তিনি একটি উটের ওপর আরোহিত ছিলেন।

৭৬- অনুব্বেদ : কিরান হজ্জকারীদের বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা।

১০২৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَمَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مَذْيٌ فَلْيُهِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ فَطَافَ الَّذِينَ أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

১৫২৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমরা হজ্জ পালনের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। (প্রথমে) আমরা শুধু উমরার জন্য ইহরাম বোধলাম। পরে তিনি নির্দেশ দিলেন, যার সাথে কোরবানীর পণ আছে সে যেন হজ্জ এবং উমরা উভয়টির জন্য ইহরাম বোধে এবং দু'টিই সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম না খোলে। আয়েশা বলেন, আমি যখন মকায় পৌছলাম, তখন আমি হায়েয অবস্থায় ছিলাম (সুতরাং আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারলাম না)। আমরা হজ্জ সম্পন্ন করলে

রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমানের সাথে তানইম নামক জায়গায় পাঠালেন। সেখান থেকে আমি উমরা আদায় করলাম। তিনি বললেন, তোমার পূর্ববর্তী উমরার পরিবর্তে এটিই। যারা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলো তারা একবার তাওয়াফ করার পর ইহরাম খুলে মিনা থেকে ফিরে আসার পর আরেকবার তাওয়াফ করলো। আর যারা হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করলো তারা শুধু মাত্র একবারই তাওয়াফ করলো।

১৫২৭. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ أَبْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهَرَهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ إِنِّي لَا أَمْنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامُ بَيْنَ النَّاسِ فِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَلَوْ أَقَمْتُ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَالَ كِفَارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ حُلَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ أَفَعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمَرَتِي حَجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

১৫২৯. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রা) তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহর কাছে গেলেন। (হজ্জ যাত্রার জন্য) তাঁর সওয়ারী তখন বাড়ীতে (প্রস্তুত) ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বললেন : আমি (এ সময়ে আপনার হজ্জ যাতায়া) নিরাপদ মনে করছি না। কারণ এ বছর লোকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে, যে কারণে তারা বায়তুল্লাহ থেকে আপনাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং আপনি যদি (এ বছর বাড়ীতেই) অবস্থান করতেন তাহলে বরং ভালো হত। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও (বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে) যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু বায়তুল্লাহ ও তাঁর মাঝে কাফের কুরাইশরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ) যেমন করেছিলেন আমিও তাই করব। কেননা (আল্লাহর বাণী) ‘আল্লাহর রসূলের জীবনে তোমাদের অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে।’ এরপর তিনি (আরো) বললেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব করে নিয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি মক্কায় আগমন করলেন এবং হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য মাত্র একবার তাওয়াফ করলেন।

১৫৩. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بَيْنَهُمْ فِتَالٌ وَأَنَا نَخَافُ أَنْ يُصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِنَّهُ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ

اللَّهِ ۖ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الْوَاحِدَةِ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقَدِيدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ وَلَمْ يَخْلُقْ وَلَمْ يَقْصِرْ حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَدَايَ أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ

১৫৩০. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। যে বছর হাজ্জাহ (ইবনে ইউসুফ) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আগমন করেছিল, সেই বছর (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রা) হজ্জের সংকল্প করলে তাঁকে বলা হল, এবার (হজ্জের সময়ে) লোকদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে বলে মনে হয় এবং আমি আশংকা করছি, তারা আপনাকে (হজ্জের ব্যাপারে) বাধা দান করবে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহর রসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। (যদি বাধাপ্রাপ্ত হই) তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ) যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জও ওয়াজিব করে নিয়েছি। এ সময় তিনি কুদাইদ নামক জায়গা থেকে কোরবানীর পশুও কিনে নিয়ে গেলেন। এর অধিক তিনি আর কিছুই করলেন না, না কোরবানী করলেন, না ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোন কাজ করলেন, না মাথা কামালেন এবং চুল ছাঁটলেন। এমতাবস্থায় কোরবানীর দিন এলে কোরবানী করে মাথা মুড়ালেন। তাঁর মত ছিল যে, প্রথমবারের তাওয়াফের দ্বারা হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ পূর্ণ করেছেন। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপই করেছিলেন।

৭৭- অনুচ্ছেদ : উযুসহ তাওয়াফ করা।

١٥٣١. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمِرُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ مَعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَّجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بِنِ الْعَوَامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ الْخِرُ

مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمَرَةَ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ
عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى
يَصْنَعُونَ أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي
وَحَالَتَنِي حِينَ يَتَقَدَّمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ
إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ مِنِّي وَأَخْتَهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ
وَفُلَانٌ بِعُمَرَةَ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا .

১৫৩১. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে নাওফাল আল-কুরাশী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া ইবনুয যুবায়েরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আয়েশা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, নবী (সঃ) হজ্জ করেছেন। হজ্জ করতে গিয়ে (মক্কা) আগমন করে তিনি প্রথমে উষু করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু তা উমরা ছিল না। এরপর আবু বকর (রা) হজ্জ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনিও প্রথমে যে কাজটি করেছেন তা হলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। কিন্তু এরপরেও তা উমরা হয়ে যায়নি। এরপর উমর (রা)-ও অনুরূপ করেছেন। এরপর উসমান (রা) হজ্জ করেছেন। আমি দেখেছি, সর্বপ্রথম তিনি যে কাজটি দ্বারা শুরু করেছেন তা হলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। তবে তা উমরা হয়ে যায়নি। তারপর মুআবিয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হজ্জ করেছেন এবং আমিও আমার পিতা যুবায়ের ইবনে আওয়ামের সাথে হজ্জ করেছি। সবাই প্রথম যে কাজটি দ্বারা শুরু করেছেন, তা হলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। কিন্তু তা উমরার তাওয়াফ ছিল না। এছাড়াও আমি মুহাজির ও আনসারদের এরূপই করতে দেখেছি, কিন্তু তাও উমরা ছিল না। এরপর সর্বশেষ যাকে আমি এরূপ করতে দেখেছি তিনি হলেন ইবনে উমর (রা)। তিনি তা (হজ্জকে) ভঙ্গ করে উমরায় পরিণত করেননি। তাদের সামনে তো ইবনে উমর (রা) বর্তমান আছেন, কিন্তু তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখে না কেন? যারা চলে গেছেন মক্কার (পবিত্র) ভূমিতে পা রাখার পর তাদের সবাই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত আর কিছুই প্রথমে শুরু করতেন না এবং পরে তারা ইহরাম খুলতেনও না। এছাড়াও আমি আমার আশ্মা ও খালাকে দেখেছি তাঁরা (মক্কা) আগমন করলে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত আর কিছু দ্বারাই প্রথমে শুরু করতেন না। এরপরও তাঁরা ইহরাম খুলে ফেলতেন না। তাছাড়া আমার আশ্মা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি, তাঁর বোন, যুবায়ের এবং আরো কয়েক ব্যক্তি উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছেন এবং হাজ্জের আসওয়াদ চূষন করার পর ইহরাম খুলেছেন।

৭৮-অনুবোধ : সাক্ষা ও মারওয়ার মাঝে সাঙ্গ করা ওয়াজিব এবং এ দুটিকে আল্লাহর নিদর্শন বানানো হয়েছে।

১৫৩২. عَنْ عُرْوَةَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ بِشَسْمَا قُلْتُ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ لَوُ كَانَتْ كَمَا أَوْلَتْهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوَّعَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا أَنْزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا يُهْلُونَ لِمَنَاةَ الطَّاعِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مِنْ أَهْلِ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَّافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرَكَ الطَّوَّافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ الْأَمَنَ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يَهْلُ لِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصُّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطُوفَ بِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْمِعْ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كُلِّهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنْ اللَّهَ أَمَرَ بِالطَّوَّافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصُّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ .

১৫৩২. উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? ২৭ নিচয় সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা করবে তার কোন গোনাহ হবে না যদি সে ঐ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করে। কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কোন ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ তা জানেন এবং তিনি তার গুণভূ দিয়ে থাকেন" (আল-বাকারাহ: ১৫৮)। অতএব আল্লাহর শপথ। মনে হয় সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করলে কারো কোনরূপ গোনাহ হবে না। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বলেন, তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বললে বোনপো! এ আয়াতের তুমি যে রূপ ব্যাখ্যা করলে যদি তা ঠিক হত তবে আয়াতটি হত "তার কোন গোনাহ নাই যদিও সে এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ না করে"। কিন্তু (প্রকৃত ব্যাপার তা নয়) আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাথিল হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা নাকরমান মানাত মূর্তির উদ্দেশ্যে ইহরাম বীধতো। মোশাভ্বালের নিকট স্থাপিত এই মূর্তিটিরই তারা পূজা করত। সুতরাং এভাবে যে ইহরাম বীধতো সে সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সা'ঈ করা খারাপ মনে করত। তাই ইসলাম গ্রহণের পর তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা আমরা খারাপ ও অনুচিত মনে করতাম। তখন আল্লাহ নাথিল করলেন, "নিচয়ই সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা করবে, তার কোন গোনাহ হবে না যদি সে ঐ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করে। আর কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কোন কল্যাণকর ও ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ তা জানেন এবং তার কদর করে থাকেন" (আল-বাকারাহ : ১৫৮)। এরপর আয়েশা (রা) বলেন, এ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করা রসূলুল্লাহ (সঃ) অব্যাহত রেখেছেন। সুতরাং এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সা'ঈ ত্যাগ করার

২৭ সাফা ও মারওয়া মসজিদে হারামের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়ের নাম। আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে হজ্জের জন্য যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানোও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী কালে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে শিরক ছড়িয়ে পড়লে সাফা পাহাড়ের ওপর আসাফ নামক একটি মূর্তি ও মারওয়া পাহাড়ের ওপর নায়লা নামক একটি মূর্তি স্থাপন করে তার আত্মনা গড়ে তোলা হয় এবং এর চতুর্দিকে তাওয়াফ করা হত। পরে নবী (সঃ)-এর দাওয়াতের ফলে আরবের সর্বত্র ইসলামের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লে সকলেই মনে মনে এ সন্দেহ গোষণ করতে থাকে যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা প্রকৃত হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, নাকি শিরক যুগের আবিষ্কার? আমরা এ তাওয়াফ ও সা'ঈ করে কোন শিরক করছি না তো? হযরত আয়েশা (রা) -র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ ও সা'ঈ করা মদীনাবাসীগণ অগসন্ম করত। কারণ তারা মানাত নামক দেবতার অনুরক্ত ছিল এবং আসাফ ও নায়লাকে অবীকার করত। এসব কারণে মসজিদে হারামকে কিবলা নির্ধারিত করার সময় সাফা ও মারওয়ার ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি দূর করার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং কুরআন মজীদের আয়াত নাথিল করে বলে দেয়া হল যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা হজ্জের প্রকৃত অনুষ্ঠানসমূহের অন্তর্গত। এগুলোর সাথে জাহিলী রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই, বরং এর পবিত্রতা আল্লাহর তরফ থেকেই নির্ধারিত। হাদীসটিতে এ বিষয়েরই আলোচনা রয়েছে।

কোন এখতিয়ার কারো নেই। উরওয়া বর্ণনা করেছেন, এরপর আয়েশা (রা)-র এ কথাগুলো আমি আবু বকর ইবনে আবদুর রহমানকে জানালে তিনি বললেন, এটি তো সত্যিকারের জ্ঞানের কথা, এরূপ কথা তো (এর আগে) শুনিনি। অবশ্য আমি জ্ঞানী ব্যক্তিদের কিছু লোককে আয়েশা (রা) যা বলেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু বলতে শুনেছি। তা এই যে, যেসব লোক মানাতের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো তারা সবাই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করত। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ যখন শুধুমাত্র বায়তুল্লাহর তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন, সাফা মারওয়ার কথা উল্লেখ করলেন না, তখন সবাই এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করতাম। কিন্তু মহান আল্লাহ শুধুমাত্র বায়তুল্লাহর তাওয়াফের কথা বলে আয়াত নাযিল করেছেন এবং সাফার কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং এমতাবস্থায় আমরা যদি সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ বা সা'ঈ করি তাহলে কি কোন গোনাহ হবে? তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন : “নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ এবং উমরা করার কালে যদি ঐ দু'টি পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ বা সা'ঈ করে তবে তার কোন গুনাহ হবে না। আর কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সমুদ্র চিহ্নে কোন কল্যাণকর কাজ করে তবে আল্লাহ তা অবহিত আছেন এবং তিনি তার কদর করে থাকেন” (বাকারা : ১৫৮)।

আবু বকর (র) বর্ণনা করেছেন : আমি শুনতে পাই যে, এই আয়াতটি ঐ দুই দল লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা জাহিলিয়াতের সময়ে সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করাকে গুনাহ মনে করত এবং যারা এর তাওয়াফ (জাহিলী যুগে) করত, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাওয়াফ করাকে গোনাহ মনে করতে শুরু করল। কেননা আল্লাহ শুধু বায়তুল্লাহর তাওয়াফের নির্দেশ দান করেছেন, সাফার কথা উল্লেখ করেননি। এ কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের কথা উল্লেখের পর সাফা-মারওয়ার তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন।

৭৯-অনুচ্ছেদ : সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার নিয়ম সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, বনী আবাদের বসত এলাকা থেকে বনী আবু হুসাইনের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত সা'ঈ করতে হবে।

১৫৩৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوْفَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِي قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدْعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ .

১৫৩৩. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন প্রথমবার তাওয়াফ করতেন তখন প্রথম তিন চক্রে দৌড়াতে এবং পরবর্তী চার চক্রে স্বাভাবিক

গতিতে চলতেন। যখন তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে তাওয়াফ করতেন তখন বাতনে মাসীল নামক জায়গায় দৌড়াতেন। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি নাকেকে জিজ্ঞেস করলাম, রসুলে ইয়ামানী অর্থাৎ হাজ্জের আসওয়াদের কাছে পৌছে কি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) স্বাভাবিক গতিতে চলতেন? তিনি বলেন, না (তবে হাজ্জের আসওয়াদের নিকট ভীড় হলে একটু মন্থর গতিতে চলতেন।) কেননা চূষন না করে তিনি সেখান থেকে সরে যেতেন না।

১০২৪. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَّاتِي امْرَأَتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَلَّامًا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرَبْنَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৫৩৪. আমার ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে উমরা আদায় করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করেছে কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করেনি, সে কি তার স্ত্রীর কাছে গমন (সহবাস) করতে পারবে? তিনি (ইবনে উমর) বললেন : নবী (সঃ) মক্কায় আগমন করে সাতবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত নামায পড়লেন এবং সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়)-এর মাঝে সাতবার সা'ঈ করলেন। আর তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে (সূরা আহযাব)। আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়ার সা'ঈর পূর্বে কেউ স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে না।

১০২৫. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ تَلَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১৫৩৫. আমার ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছিঃ নবী (সঃ) মক্কায় আগমন করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, দুই রাক-আত নামায পড়লেন এবং তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ “তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে রয়েছে অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ ও নমুনা।”

১০২৬. عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لَانَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعَى بَيْنَ

الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى أَنْ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ .

১৫৩৬. আসেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা অপসন্দ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। কেননা তা ছিল জাহিলিয়াতের নিদর্শন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আয়াত নাখিল করে আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন: "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ বায়তুল্লাহর হক্ক বা উমরা পালন ব্যাপদেশে এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোন গোনাহ হবে না। আর যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মুখি চিণ্ডে কোন কল্যাণকর কাজ করবে, আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং তিনি তার কদর করে থাকেন" (বাকারা : ১৫৮)।

১৫৩৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ
الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ لِيُرَى الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ .

১৫৩৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মুশরিকদেরকে তাঁর শক্তি প্রদর্শনের জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সা'ঈ করেছিলেন।

৮০- অনুচ্ছেদ : মেয়েদের হায়েয অবস্থায় একমাত্র বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া (হজ্জের) অন্যান্য অনুষ্ঠান আদায় করা এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে উম্মুবিহীন অবস্থায় তাওয়াফ ও সা'ঈ করা।

১৫৩৮. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا
بَيْنَ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَفْعَلِي كَمَا
يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي .

১৫৩৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: (হজ্জে যাত্রা করে) আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হওয়ায় বায়তুল্লাহ কিংবা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করতে পারলাম না। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, এ ব্যাপারে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, হাজ্জীদের করণীয় সব কিছুই তুমি পালন কর তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর না।

১৫৩৯. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَمَلُ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ

وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدًى غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلَى مَنْ
 الْيَمَنَ وَمَعَهُ هَدًى فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ
 أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يَقْصِرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ
 مَعَهُ الْهَدًى فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مَنًى وَذَكَرُ أَحَدُنَا يَقْطُرُ مَنًى فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ
 فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لَا أَنْ مَعِيَ
 الْهَدًى لَأَحَلَلْتُ وَحَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطْفُ
 بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهَّرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْطَلِقُونَ بِحُجَّةٍ وَعُمْرَةٍ
 وَأَنْطَلِقُ بِحُجٍّ فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُخْرِجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ
 فَأَعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

১৫৩৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে যাত্রা করলেন। কিন্তু নবী (সঃ) ও তালহা (রাঃ) ব্যতীত তাদের কারো সাথেই কোরবানীর পশু ছিল না। তবে আলী (রাঃ) ইয়ামান থেকে আগমন করেছিলেন এবং তাঁর সাথেও কোরবানীর পশু ছিল। আলী (রাঃ) বললেন, নবী (সঃ) যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ইহরাম বেঁধেছি। পরে নবী (সঃ) সাহাবাদের সকলকে (যাদের কাছে কোরবানীর পশু ছিল না) তাদের হজ্জকে উমরায় রূপান্তরিত করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে নির্দেশ দিলেন এবং পরে চুল ছেঁটে ইহরাম খুলতে বললেন। তখন সবাই বলাবলি করলেন, আমরা কিভাবে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করব অথচ আমাদের কেউ কেউ এই মাত্র স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়েছে? এসব কথা নবী (সঃ)-এর কানে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি যে নির্দেশ দান করেছি এবং যা আমি পরে জানতে পেরেছি যদি তা আগেই জানতে পারতাম তাহলে কোরবানীর পশু সংগে করে আনতাম না। আর যদি আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকতো তবে অবশ্যই আমি ইহরাম খুলে ফেলতাম। এ সময় আয়েশা (রাঃ) হায়েযগ্ধ হয়ে পড়লেন। তাই হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করলেও একমাত্ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ তিনি করতে পারলেন না। পরবর্তী সময়ে পবিত্র হলে তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। এ সময় তিনি (আয়েশা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনারা সবাই হজ্জ ও উমরা (উভয়টিই) সমাধা করে প্রত্যাবর্তন করছেন, অথচ আমি শুধুমাত্র হজ্জ আদায় করে প্রত্যাবর্তন করছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে (আয়েশাকে) তানঈম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য (তঁার ভাই) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে নির্দেশ দিলেন। এভাবে তিনি হজ্জ আদায়ের পর উমরাও আদায় করলেন।

١٥٤. عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يُخْرِجَنَّ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَفَزَلْتُ

قَصَرَ بَنِي خَلْفٍ فَحَدَّثْتُ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلْتُ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ هَلْ عَلَى أَحَدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ إِنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلَتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَدِمْتُ أُمُّ عَطِيَّةٍ سَأَلَتْهَا أَوْ قَالَتْ سَأَلَنَاهَا قَالَتْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَدًا إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي فَقُلْتُ أَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي فَقَالَتْ لَتَخْرُجَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ نَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى فَقُلْتُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ أَوْلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا.

১৫৪০. হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা আমাদের কুমারী মেয়েদের (ঈদের নামাযের জন্য) বাইরে বের হতে দিতাম না। একদা জনৈক মহিলা বনী খালাফের প্রাসাদে আগমন করলো। সে বললো, তার বোন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন এক সাহাবার স্ত্রী ছিলেন। সেই সাহাবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বারোটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, আর আমার বোন তার সাথে ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি (আমার বোন) বলেছেন, (এসব যুদ্ধে) আমরা আহতদের ঔষধ লাগাতাম ও ব্যাভেজ্ঞ করতাম এবং পীড়িতদের সেবা করতাম। আমার বোন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কারো চাদর না থাকার কারণে যদি (ঈদের নামাযের জন্য) বের না হয়, তবে কি তার কোন দোষ হবে? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, তার বাস্তুবী নিজের (অতিরিক্ত) চাদর তাকে ব্যবহার করতে দিবে। এভাবে সে মংগলজনক কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং মুমিনদের সাথে দোয়ায় শরীক হবে। পরে উম্মে আতিয়া (রা) আগমন করলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম অথবা তিনি নিজেই বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), তিনি (উম্মে আতিয়া) “আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক”, এ কথা না বলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা বলতেন না। আপনি কি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঐরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই, আমার পিতার শপথ। তিনি বললেন, যুবতী ও পর্দানশীন নারীদেরও বের হওয়া উচিত অথবা বলেন, পর্দানশীন যুবতী ও হয়েযগ্গস্তদেরও বের হওয়া উচিত। তারা কল্যাণকর কাজে এবং মুসলমানদের সাথে দোয়ায় যথাস্থানে উপস্থিত থাকবে। তবে হয়েযগ্গস্তরা নামাযে শরীক হবে না। আমি মহানবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম; হয়েয অবস্থায়ও নারীরা ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়বে? জবাবে তিনি বললেন, তারা কি আরাফাত ও অমুক অমুক জায়গাতে অংশগ্রহণ করে না?

৮১-অনুচ্ছেদঃ মক্কাবাসীদের বাতহা (মক্কার উপত্যকা) ও অন্যান্য স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা এবং হাজ্জীলগ্ন যখন মিনার দিকে যাত্রা করবে (তখন তাদের করণীয়)। মক্কার স্থায়ী অধিবাসী সম্পর্কে আতাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সে কি হজ্জের জন্য তালবিয়া বলবে? তিনি জবাব দিলেন, ইবনে উমর (রা) তারবিয়ার ২৮ দিন যোহরের নামায পড়ার পর সওয়ারীতে ঠিকমত আরোহণ করে তালবিয়া বলতেন। আবদুল মালেক (র) আতার মাধ্যমে জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ) বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে মক্কায় আগমন করলাম এবং ইহরাম খুলে ফেললাম। ইতিমধ্যে তারবিয়ার দিন উপনীত হল। তখন আমরা মক্কাতে পিছনে রেখে (ইহরাম বেঁধে) হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করলাম। আবু যুবায়ের (র) জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমরা বাতহা থেকে ইহরাম বেঁধেছিলাম। উবায়দ ইবনে জুরায়জ (র) ইবনে উমর (রা)-কে বলেছিলেন, আপনি যখন মক্কায় ছিলেন তখন দেখেছি সব লোক চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধলেও আপনি তারবিয়ার দিন না আসা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেননি। তিনি বললেন, সওয়ারীতে আরোহণ করার আগে আমি নবী (সঃ)-কে ইহরাম বাঁধতে দেখিনি।

৮২-অনুচ্ছেদ : তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) কোন স্থানে যোহরের নামায আদায় করতে হবে।

১৫৬১. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْئٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّوْبَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ أَفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكَ.

১৫৪১. আবদুল আযীয ইবনে রুফাই' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, নবী (সঃ) থেকে স্বরণ করে একটি জিনিস আমাকে বলুন। নবী (সঃ) তারবিয়ার দিন যোহর ও আসরের নামায কোন স্থানে পড়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, 'মিনাতে'। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মিনা থেকে ফেরার দিন কোথায় নামায পড়েছিলেন? তিনি বললেন, আবতাহে (মুহাসসাবে)। এ কথা বলার পর তিনি বললেন, তোমাদের (ন্যায়বান) নেতাগণ যেভাবে করেন, তোমরাও সেভাবে করে যাও।

১৫৬২. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّوْبَةِ فَلَقِيتُ أَنَسًا ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ قَالَ أَنْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أَمْرَاؤُكَ فَصَلِّ -

২৮. 'তারবিয়ার' দিন বলতে যিলহজ্জ মাসের আট তারিখকে বুঝানো হয়।

১৫৪২. আবদুল আযীয (ইবনে রুফাইঈ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তারবিয়ার দিন আমি মিনার পথে যাত্রা করে (পশ্চিমদ্যে) আনাস (রা)-র সাকাত পেলাম। তিনি একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এ দিনে নবী (সঃ) যোহরের নামায কোন জায়গায় পড়েছেন? তিনি (আনাস) বললেন, লক্ষ্য কর যেখানে তোমাদের নেতাগণ নামায পড়েন, সেখানেই নামায পড়ে নাও।

৮৩- অনুচ্ছেদ : মিনাতে নামায আদায় করা।

১৫৪৩. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خَلْفَتِهِ.

১৫৪৩. উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা (ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে উমর) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মিনাতে দুই রাকআত নামায পড়েছেন। আবু বকর, উমর ও উসমান (রা) তাঁদের খেলাফতের প্রথম ভাগে মিনাতে দুই রাকাত নামায পড়েছেন।

১৫৪৪. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَأَمْنَهُ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ.

১৫৪৪. হারিসা ইবনে ওয়াহব খোযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মিনাতে আমাদের দুই রাকআত নামায পড়ালেন। এ সময় আমরা সংখ্যায় এতো বেশী ছিলাম, যা আগে কখনো ছিলাম না এবং সাথে সাথে নিরাপদ ও শংকাহীনও ছিলাম।

১৫৪৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ فَيَأْتِيَتْ حَظِي مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ.

১৫৪৫. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে (মিনাতে) দু'রাকাত নামায পড়েছি, আবু বকরের সাথে দু'রাকাত পড়েছি এবং উমরের সাথেও দু'রাকাত পড়েছি। এরপর তোমাদের পথ বিভক্ত হয়ে গেছে (অর্থাৎ তোমরা মতানৈক্য করে কেউ কসর আদায় করছ, আবার কেউ চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের চার রাকাতই পড়ছ)। কতই না ভাল হত যদি চার রাকাতের মধ্য থেকে আমার অংশের দুই রাকাত কবুল হত।

৮৪- অনুচ্ছেদ : আরাফাতের (ময়দানে অবস্থানের) দিন রোযা রাখা।

১৫৪৬. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ .

১৫৪৬. উম্মুল ফাদল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাফাতে অবস্থানের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রোযা রাখার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে আমি (এ দিন) নবী (সঃ)-এর কাছে কিছু পানীয় পাঠিয়ে দিলাম এবং তিনি তা পান করলেন। ২৯

৮৫- অনুচ্ছেদ : সকালে মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়ার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা।

১৫৪৭. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَمَا غَادِيَانِ مَنْ مَنَى إِلَى عَرَفَةَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَهْلُ مِنَّا الْمَهْلُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمَكْبَرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

১৫৪৭. মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর সাকফী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে যখন তাঁরা দু'জন মিনা থেকে আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলেন-জিজ্ঞেস করলেন, আজকের এ দিনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে থেকে কি কি করছিলেন? তিনি (আনাস) বললেন, আমাদের মধ্য থেকে তালবিয়া পাঠকারীরা তালবিয়া পাঠ করছিলেন।, তিনি (সঃ) তা নিষেধ করেননি। আবার কেউ তাকবীর উচ্চারণ করছিলেন, তিনি তাও নিষেধ করেননি।

৮৬- অনুচ্ছেদ : আরাফাতের দিন দুপুরে অবস্থান স্থলে যাত্রা করা (অর্থাৎ আরাফাতের সন্নিকটস্থ নামিরাহ নামক জায়গা থেকে আরাফাতের অবস্থান স্থলে গমন করা)।

১৫৪৮. عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَالِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالَفَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مَلْحَفَةٌ مُعْصَفَرَةٌ

২৯. আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই হিজল তারিখে রোযা রাখাঃ-

(ক) ইমাম শাফি'রী বলেন, এদিন রোযা রাখা মাকরুহ।

(খ) হানাবীদের মতেঃ রোযা ভংগ করা মুস্তাহাব। তবে হজ্জ পালনকারী ছাড়া ব্যক্তির জন্য রোযা মুস্তাহাব।

(গ) ইমাম মুহাম্মদের মতে : রাখা বা ভাংগার অনুমতি আছে। তবে রোযা রাখা অতিরিক্ত ইবাদত। হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনে অসুবিধা হলে ভাংগাই উত্তম।

فَقَالَ مَا لَكَ يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الرِّوَا حَ إِن كُنْتُ تُرِيدُ السَّنَةَ قَالَ
هَذِهِ السَّاعَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أَفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرَجَ
فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِن كُنْتُ تُرِيدُ
السَّنَةَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا رَأَى
ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ .

১৫৪৮. সালেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল মালেক (ইবনে মারওয়ান) হাজ্জাজ (ইবনে ইউসুফ) সাকাকী-র কাছে লিখেন (অর্থাৎ হাজ্জাককে মক্কার শাসক করে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যখন পাঠালেন) যে, হজ্জের ব্যাপারে (আবদুল্লাহ) ইবনে উমরের বিরোধিতা না করে বরং তাকে অনুসরণ করবে। আরাফাতের (অবস্থানের) দিনে সূর্য ঢলে পড়ার পর ইবনে উমর (রা) হাজ্জাজের তাঁবুর কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন। আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। হাজ্জাজ (জাফরানী) কুসুম রঙের চাদর পরিহিত অবস্থায় বের হয়ে এসে ইবনে উমরকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! কি ব্যাপার? ইবনে উমর (রা) বললেন, যদি আপনি সূরাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে এখনই যেতে হবে যে। হাজ্জাজ বললেন, এখনই কি (অর্থাৎ এ দুপুরের প্রচণ্ড সূর্যতাপের মধ্যেই কি যেতে হবে)? ইবনে উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, এখনই যেতে হবে। তিনি (হাজ্জাজ) বললেন, অবকাশ দিন, গোসল করে বের হই। সুতরাং ইবনে উমর (রা) তাঁর সওয়ারী হতে অবতরণ করে হাজ্জাজের বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। হাজ্জাজ আমার ও আমার আবার মাঝে থেকে চলতে থাকলেন। (সালেম বলেন), আমি তাকে বললাম, যদি আপনি সূরাতের অনুসরণ করতে চান তবে খুতবা সফিক্ত করবেন এবং (আরাফাতে) ওকুফ (অবস্থান) জলদি করবেন। (একথা শুনে) হাজ্জাজ আবদুল্লাহ (ইবনে উমর)-এর প্রতি বার বার (জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে) তাকাতে থাকলে তিনি (ইবনে উমর) বললেন, সে (সালেম ইবনে আবদুল্লাহ) ঠিকই বলেছে।

৮৭- অনুচ্ছেদ : আরাফাতের ময়দানে সওয়ারী জন্তুর ওপর অবস্থান করা।

١٥٤٩. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أَنَسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ
فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ
فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ فَشَرِبَهُ .

১৫৪৯. উম্মুল ফাদল বিনতে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আরাফাতে অবস্থানের দিন কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সামনে ঐ দিন নবী (সঃ)-এর রোযা রাখা সম্পর্কে পরস্পর মতানৈক্য করল। কেউ বলল, তিনি (আজ) রোযা রেখেছেন। কেউ বলল, তিনি (আজ) রোযা রাখেননি। আমি তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলে তিনি তা পান করলেন। সেই সময় তিনি একটি উটের পিঠে আরোহিত ছিলেন।

৮৮- অনুচ্ছেদ : আরাফাতে যোহর ও আসরের নামায এক সাথে আদায় করা। জামাআতের সাথে নামায পড়তে না পারলে ইবনে উমর (রা) দুই নামায (যোহর ও আসর) একসাথে পড়ে নিতেন। লাইস . . . সালেম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ (আব্দুল্লাহ) ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, সে বছর সে আবদুল্লাহ (ইবনে উমর)-কে জিজ্ঞেস করেছিল, আরাফার দিনে অবস্থানের সময় আমরা কি করব? জবাবে সালেম বললেন, এ ব্যাপারে আপনি যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে আরাফার দিন দুপুরেই যোহরের নামায পড়ে নিন। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, সালেম ঠিকই বলেছে। সুন্নাত মোতাবেক সাহাবাগণ (আরাফার দিন) যোহর ও আসর এক সাথে পড়ে নিতেন। ইবনে শিহাব বলেন, (একথা শুনে) আমি সালেম (ইবনে আবদুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও কি এমনই করেছেন। জবাবে সালেম বললেন, এরূপ করার দ্বারা তোমরা তাঁর সুন্নাতই অনুসরণ করে থাক।

৮৯- অনুচ্ছেদ : আরাফাতের ময়দানে খুতবা সংক্ষিপ্ত করা।

১৫০. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتِمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَذَا فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرِّوَاخُ فَقَالَ الْأَنْ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَنْظِرْنِي أَفِيضَ عَلَى مَاءٍ فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ لَوْ كُنْتُ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السَّنَةَ الْيَوْمَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ .

১৫৫০. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান হাজ্জাজকে লিখে পাঠালেন যে, হজ্জের ব্যাপারে যেন আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে অনুসরণ করা হয়। আরাফার দিন সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়ার পর (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রা) তার (হাজ্জাজের) তাঁবুর কাছে আসলেন। তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি (ইবনে উমর) উচ্চস্বরে তাকে (হাজ্জাজকে) ডাকলেন। বললেন, এ কোথায়? সে তখন বেরিয়ে আসলে ইবনে উমর বললেন, যেতে হবে। সে বলল, এখনই কি? ইবনে উমর বললেন, হ্যাঁ, এখনই। হাজ্জাজ বলল, আমাকে মাথায় পানি ঢেলে নেয়ার (অর্থাৎ গোসল দের নেয়ার) অবকাশ দিন। সুতরাং (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রা) তাঁর সওয়ারী হতে রতরণ করে হাজ্জাজের বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। সে (বেরিয়ে এসে) আমার ও আমার আবার মাঝে থেকে চলতে থাকল। এ সময় আমি তাকে বললাম, আজকের এ দিনে (অর্থাৎ আরাফার দিনে) আপনি যদি সুন্নাতমোতাবেক কাজ করতে চান তবে খুতবা

সংক্ষিপ্ত করবেন এবং শুকুফে জলদি করবেন। এসব কথা শুনে ইবনে উমর বললেন, সে (সালেম) ঠিকই বলেছে।

৯০- অনুচ্ছেদ : আরাফাতে অবস্থানের জন্য জলদি করা। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বোখারী (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদে মালেক কর্তৃক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত হাদীসটি সন্নিবিষ্ট করা যায়, কিন্তু আমি কোন হাদীসের পুনরুল্লেখ করতে চাই না।

৯১- অনুচ্ছেদ : আরাফাতের ময়দানে অবস্থান স্থলে জলদি যাওয়া।

১০০১. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضَلَّتْ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَّةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَقِفاً بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هُنَا .

১৫৫১. জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার একটা উট হারিয়ে ফেললাম এবং আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের দিন তা খুঁজতে খুঁজতে আরাফাতের মাঠে উপস্থিত হয়ে নবী (সঃ)-কে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পেলাম। তখন আমি বলে উঠলাম, আল্লাহর শপথ! ইনি তো কুরাইশদের লোক। এখানে তাঁর কি প্রয়োজন?

১০০২. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَرَاةَ الْأَحْمَسِ وَالْحُمْسِ قُرَيْشٍ وَمَا وَلَدَتْ وَكَانَتْ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا وَتُعْطَى الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا فَمَنْ لَمْ يُعْطِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَقاتٍ وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَآخَبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَانُوا يَفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدَفَعُوا (فَرَفَعُوا) إِلَى عَرَقاتٍ .

১৫৫২. হিশাম ইবনে উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উরওয়া বলেছেন, হমুস বা কুরাইশরা এবং তাদের ঔরসে অনুগ্রহকারী সন্তান-সন্ততি ব্যতীত সব লোকেরাই জাহিলী যুগে উলঙ্গ হয়ে (খানায় কা'বার) তাওয়াফ করত। আর হমুস বা কুরাইশগণ নেকী মনে করে লোকেরদকে কাপড় দান করত। তাদের পুরুষরা পুরুষদের কাপড় দিত আর মেয়েরা মেয়েদের কাপড় দিত। এ কাপড়ে তারা তাওয়াফ করত। কুরাইশগণ যাদেরকে কাপড় প্রদান করত না তারা উলঙ্গ হয়েই (খানায় কা'বার) তাওয়াফ করত। সকল মানুষই

আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করত, কিন্তু কুরাইশরা মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত। বর্ণনাকারী হিশাম বলেন, আমার পিতা আয়েশা (রা)-র নিকট থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, “অতঃপর যেখান থেকে অন্য সকল লোক প্রত্যাবর্তন করে সেখান থেকে তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর” এ আয়াতটি কুরাইশদের সম্পর্কেই নাযিল হয়। বর্ণনাকারী বলেন, কুরাইশরা মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত। তাই তাদেরকে আরাফাতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল।

৯২- অনুচ্ছেদ : আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় চলার গতি যে রূপ হবে।

১৫০২. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنْقَ فَإِذَا وَجَدَ فُجُوءَ نَصٍّ قَالَ هِشَامُ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنْقِ وَفُجُوءٌ مُتَّسِعٌ وَالْجَمِيعُ فُجُوءَاتٌ وَفَجَاءٌ وَكَذَلِكَ رَكُوعٌ وَرِكَاءٌ مَنَاصُّ لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ.

১৫৫৩. হিশাম ইবনে উরওয়া (র) তাঁর পিতা উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উরওয়া) বলেছেন, একদা আমি উসামার কাছে বসেছিলাম। এমন সময় হাজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জে আরাফাত থেকে মুযদালিফাতে ফেরার পথে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চলার গতি কেমন ছিল সে সম্পর্কে উসামাকে জিজ্ঞেস করা হল। জবাবে তিনি বলেন, তিনি দ্রুত গতিতে চলতেন। আর যখন তিনি কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা ফাঁকা পথে উপনীত হতেন তখন আরো দ্রুত গতিতে চলতেন।

৯৩-অনুচ্ছেদ : কোন প্রয়োজনে (পায়খানা-পেশাব ইত্যাদির জন্য) আরাফাত ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ করা।

১৫০৪. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشَّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتُصَلِّي قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ .

১৫৫৪. উসামা ইবনে যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যে সময় নবী (সঃ) আরাফাত থেকে মুযদালিফার দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি একটা গিরিপথের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেখানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন, অতপর উষু করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি (এখন) নামায পড়বেন? তিনি বললেন, নামায তো তোমার সম্মুখে (অর্থাৎ সামনে আরো কিছু পথ অগ্রসর হওয়ার পর মুযদালিফায় নামায পড়া হবে)।

১০০৫. عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَجْمَعُ غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشَّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ يَجْمَعُ .

১৫৫৫. নাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) মুযদালিফাতে এশা ও মাগরিবের নামায একই সাথে পড়তেন। যে গিরিপথে রসূলুল্লাহ (সঃ) গিয়েছিলেন সেই পথে তিনিও যেতেন। সেখানে প্রবেশ করে তিনি পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন সেরে উঠু করতেন, কিন্তু সেখানে নামায না পড়ে মুযদালিফায় গিয়ে নামায পড়তেন।

১০০৬. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَافَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَخَبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَلْبِي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ .

১৫৫৬. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আরাকাতের ময়দান থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর (সওয়ারীর) পিছনে আরোহণ করলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুযদালিফা যাবার আগেই বাম পাশের পাহাড়ী গুহায় পৌছলে তাঁর সওয়ারীর উট বসালেন। এরপর তিনি পেশাব করে আসলে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি হালকা উঠু করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি নামায পড়বেন? তিনি বললেন, নামায সামনে গিয়ে। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারীতে আরোহণ করে মুযদালিফায় আগমন করলেন এবং সেখানে নামায পড়লেন। এরপর কোরবানীর দিন সকাল বেলা ফযল (ইবনে আব্বাস) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর (সওয়ারীর) পিছনে আরোহণ করে যাত্রা করলেন। (ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম) কুরাইব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ফযল (ইবনে আব্বাস) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) জামরাতে না পৌছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।

৯৪-অনুচ্ছেদ : আরাকাত থেকে ফেরার সময় শান্তভাবে পথ চলার জন্য নবী (সঃ)-এর নির্দেশ প্রদান এবং চাবুকের সাহায্যে লোকদের প্রতি তাঁর ইশারা করা।

১০০৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَاهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيُّهَا

النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ أَوْضَعُوا أَسْرِعُوا خِلَالَكُمْ
مَنْ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا بَيْنَهُمَا

১৫৫৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন তিনি নবী (সঃ)-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। নবী (সঃ) পিছনের দিকে সোরগোল ও উট পিটানোর শব্দ শুনে পেলে। তাই তিনি (পিছনে ফিরে) চাবুকের দ্বারা তাদের প্রতি ইশারা করে বললেনঃ হে লোকসকল! ধীরেসুস্থে চল। (উটগুলোকে) দ্রুত হাঁকিয়ে চলাতে কোন কল্যাণ নেই।

৯৫-অনুচ্ছেদ : মুযদালিফাতে (মাগরিব ও এশার) দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা।

১৫৫৮. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ فَتَزَلَّ الشَّعْبُ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَبِّحِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَجَاءَ الْمُرْدَلِفَةُ فَتَوَضَّأَ فَاسْبَغَ ثُمَّ أَقِيَمْتَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقِيَمْتَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا .

১৫৫৮. উসামা ইবনে যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে গিরি সংকটে অবতরণ করে পেশাব করলেন এবং তারপর (হালকা) উযু করলেন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন না। আমি (উসামা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নামায? তিনি বললেন, 'নামায সামনে গিয়ে'। অতঃপর তিনি মুযদালিফাতে পৌঁছে উযু করলেন এবং পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন। এরপর নামাযের ইকামত হলে তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর সকল লোক নিজ নিজ জায়গায় নিজেদের উট বসিয়ে দিল এবং (এশার) নামাযের ইকামত হলে নবী (সঃ) নামায পড়লেন, কিন্তু এশা ও মাগরিবের মাঝে আর কোন নামায পড়লেন না।

৯৬-অনুচ্ছেদ : নফল নামায আদায় করা ছাড়াই (মাগরিব ও এশা) দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা।

১৫৫৯. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .

১৫৫৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়লেন। প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা আলাদা ইকামত বলা হয়েছিল। তিনি দুই নামাযের মাঝে বা পরে কোন নফল নামায আদায় করেননি।

১৫৬. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

১৫৬০. আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্জের সময় মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়েছিলেন।

৯৭-অনুচ্ছেদ : মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশা উভয় নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দেয়া।

১৫৬১. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ فَاتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَجُلًا فَاذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعِشَائِهِ فَتَعَشَى ثُمَّ أَمَرَ أَرَى فَاذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ عَمْرُو لَا أَعْلَمُ الشُّكَّ إِلَّا مِنْ زُمْبِيرٍ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هُمَا صَلَاتَانِ تَحُولَانِ عَنْ وَقْتِهَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْعُلُهُ .

১৫৬১. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক বছর) আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) হজ্জ আদায় করলেন। (সেই বছর) আমরা (আরাফাত থেকে) এশার নামাযের আযানের সময় বা তার কাছাকাছি সময়ে মুযদালিফায় গেলাম। তিনি (ইবনে মাসউদ) এক ব্যক্তিকে আদেশ করলে সে আযান দিল এবং ইকামত বললো। তখন তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন এবং এরপর আরো দুই রাকাত নামায পড়লেন। এরপর তিনি রাতের খানা চেয়ে নিয়ে খেলেন। (আবদুর রহমান বলেনঃ) আমার মনে হয়, তারপর তিনি (ইবনে মাসউদ) একজনকে আযান ও ইকামতের নির্দেশ দিলেন। (বর্ণনাকারী 'আমর ইবনে খালিদ বলেনঃ) যুহাইর ব্যতীত আর কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন বলে আমার জানা নেই। এরপর তিনি দুই রাকাত এশার নামায আদায় করলেন। ফজরের সময় হলে তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, নবী (সঃ) এ দিনে এ সময় এখানে এ নামায ছাড়া আর কোন নামায পড়তেন না। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেন, ঐ দুই ওয়াক্ত নামায (মাগরিব ও এশা) তার প্রকৃত ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে আদায় করা হয়েছে। তাই লোকেরা মুযদালিফাতে পৌঁছার পর মাগরিবের নামায আদায় করে, আর ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামায আদায় করে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে এরূপই করতে দেখেছি।

৯৮-অনুচ্ছেদ : চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর যারা নিজ পরিবারের দুর্বল লোকদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে মুযদালিফায় অবস্থান করে ও দোয়া করে।

১০৬২. عَنْ سَالِمٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقْدُمُ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ فَيَقْفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَأَ لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْأَمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يُدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ مِنِّي لَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجِمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أَوْلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১৫৬২. সালেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগে পাঠিয়ে দিতেন। রাত্রিকালে তারা মুযদালিফাতে মাসআরে হারামের নিকট অবস্থান করে তাদের ইচ্ছা ও সাধ্য মত আল্লাহকে স্মরণ করতেন। অতঃপর ইমামের (স্বীয়) অবস্থানে ফিরে আসার আগেই (মুযদালিফা থেকে মিনাতে) তারা প্রত্যাবর্তন করতেন। তাদের কেউ কেউ মিনাতে ফজরের নামায পড়ার জন্য আগমন করতেন এবং কেউ কেউ এর পরে আসতেন। তারা এসে জামরায় (আকাবাতের) কংকর মারতেন। ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন, এসব (দুর্বল) লোকদের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ক্ষেত্রে বিধান শিথিল করেছেন।

১০৬৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ .

১৫৬৩. ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে রাতের বেলা মুযদালিফা থেকে পাঠিয়েছিলেন।

১০৬৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ .

১৫৬৪. ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) তাঁর পরিবারের যেসব দুর্বল লোকদের মুযদালিফার রাতে আগেভাগেই পাঠিয়েছিলেন আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম।

১০৬৫. عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَبْنَى هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحِلْنَا فَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجِمْرَةَ ثُمَّ رَجَعْتُ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ

لَهَا يَاهَمَّتَاهُ مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

১৫৬৫. আসমা (রাঃ)-র আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আসমা) মুযদালিফার রাতে মুযদালিফার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ঘন্টাখানেক নামায পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি (আবদুল্লাহ) বললাম, না চাঁদ ডুবেনি। সুতরাং তিনি আবার ঘন্টাখানেক নামায পড়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি বললাম, হী চাঁদ ডুবে গেছে। তখন তিনি (আসমা) বললেন, এখন তোমরা যাত্রা কর। সুতরাং আমরা যাত্রা করলাম এবং চলতে থাকলাম। অতঃপর জামরাতে (আকাবাতে) পৌঁছে তিনি (আসমা) কংকর মারলেন এবং ফিরে এসে নিজের অবস্থানের জায়গাতেই ফজরের নামায আদায় করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে বললাম, হে রমণী! আমার মনে হয় আমরা (বেশ) অন্ধকার থাকতেই নামায আদায় করলাম। জবাবে তিনি বললেন, বৎস! রসূলুল্লাহ (সঃ) মেয়েদের জন্য এর অনুমতি প্রদান করেছেন।

১৫৬৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ تُقِيلُهُ ثُبُطَةً فَأَذِنَ لَهَا.

১৫৬৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সাওদা (রাঃ) মুযদালিফার রাতে যাত্রা করার জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। সাওদা (রাঃ) ছিলেন মন্সুর গতিসম্পন্ন স্থলদেহী মহিলা। সুতরাং তিনি (সঃ) তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

১৫৬৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ أَمْرَاءَ بَطِيئَةٍ فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

১৫৬৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা সবাই মুযদালিফায় পৌঁছলে সাওদা (রাঃ) সব লোকের আগেই যাত্রার জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, যাতে সবার একযোগে যাত্রাকালের ভিড় এড়াতে পারেন। কেননা তিনি ছিলেন একজন মন্সুর গতিসম্পন্ন মহিলা। সুতরাং নবী (সঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। লোকের ভিড়ের আগেই তিনি যাত্রা করলেন। আর আমরা সেখানেই অবস্থান করলাম এবং ভোর পর্যন্ত

ধাক্কাম। পরে তাঁর (সঃ) সাথেই আমরা যাত্রা করলাম। যদি আমিও সাওদার মত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুমতি চাইতাম তাহলে তা আমার জন্য অত্যন্ত খুশীর কারণ হত।

৯৯-অনুচ্ছেদ : কোন সময় মুযদালিফাতে ফজরের নামায পড়তে হবে?

১০৬৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَوةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا .

১৫৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এশা ও মাগরিব নামাযকে (মুযদালিফাতে) একসাথে পড়া এবং ফজরের নামায ওয়াজের পূর্বেই পড়ে নেয়া, এই দুই নামায ব্যতীত আর কোন নামায সময়ের পূর্বে আদায় করতে আমি নবী (সঃ)-কে দেখিনি।

১০৬৯. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَوةٍ وَحْدَهَا بِإِذْنِ وَأَقَامَةَ وَالْعِشَاءَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حَوْلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَا يَقْدُمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتَمُوا وَصَلَوَةُ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا أَدْرَى أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفَعُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعُقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ .

১৫৬৯. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-র সাথে মক্কার দিকে যাত্রা করলাম। সেখান থেকে মুযদালিফায় আগমন করলে তিনি সেখানে আলাদা আলাদা আযান ও ইকামতে দুই (ওয়াজের) নামায একসাথে পড়লেন (অর্থাৎ মাগরিব ও এশার নামায) এবং এ দুই নামাযের মাঝে রাতের খাবারও খেলেন। পরে উষার উদয়কালে যখন ফজরের নামায আদায় করলেন তখন কেউ কেউ বলছিল, ফজর (উষা) হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছিল, ফজর এখনও হয়নি। এরপর তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মাগরিব ও এশা এই দুই ওয়াজের নামায স্বাভাবিক সময় থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।’ তাই এশার ওয়াজের আগেই যেন কেউ মুযদালিফায় আগমন না করে। আর এই দ্বিতীয় সময় হল

ফজরের নামাযের সময়। তাই ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন এবং ফর্সা হয়ে গেলে বললেন, আমি রুল মুমিনীন যদি এ মুহূর্তে ফিরে আসেন তাহলে তিনি সূনাত মোতাবেক কাছ করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না যে, উসমানই দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, না তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের) কথাই প্রথমে শেষ হয়েছিল। তখন থেকে কোরবানীর দিন জামরায় আকাবাত কংকর মারা পর্যন্ত তিনি (আবদুল্লাহ) অবিরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

১০০-অনুচ্ছেদ : মুয়দালিফা হতে কোন্ সময় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১০৭. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعِ الصَّبَحِ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ أَشْرِقَ ثَبِيرٌ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৫৭০. আমার ইবনে মায়মুন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় আমি উমর (রাঃ)-র সাথে ছিলাম। তিনি মুয়দালিফাতে ফজরের নামায পড়লেন এবং সেখানেই (মাশআরে হারামে) অবস্থান করলেন। তিনি বললেন, মুশরিকরা (মুয়দালিফা থেকে) সূর্য না ওঠা পর্যন্ত রওয়ানা হত না। সেখানে (অবস্থানকালে) তারা বলত, হে সাবির (পাহাড়)। আলোকিত হও। আর নবী (সঃ) তাদের বিপরীত করেছেন এবং সূর্য উদয়ের আগে মুয়দালিফা থেকে রওয়ানা হন।

১০১-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর দিন সকালে জামরায় আকাবাত কংকর মারার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা এবং কোনো সওয়ারীর পিছনে সওয়ার হয়ে রাস্তা চলা।

১০৭১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

১৫৭১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (মুয়দালিফা থেকে যাত্রার সময়) ফযলকে তাঁর সওয়ারীর পৃষ্ঠে পিছনে বসিয়ে নিলেন। পরে ফযল জানিয়েছেন যে, তিনি (সঃ) জামরায় আকাবাত পৌছে কংকর না মারা পর্যন্ত তালবিয়া পড়ছিলেন।

১০৭২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ رَدَفَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى قَالَ فَكَلَامُهَا قَالَا لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

১৫৭২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উসামা (ইবনে যায়েদ) আরাফাত থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত নবী (সঃ)—এর সওয়ারীর পিছনে বসে ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা (উসামা ও ফযল) দু'জনই বর্ণনা করেছেন, জামরায় আকাবাতের কংকর না মারা পর্যন্ত তিনি (সঃ) তালবিয়া পড়ছিলেন।

১০২—অনুবাদ :

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرة . آية - ١٩٦)

“(আর যদি তোমরা হজ্জের পূর্বেই মক্কায় পৌঁছে যাও তবে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার সুযোগ গ্রহণ করবে সে যেন তার সাধ্যমত কোরবানী করে। আর কারো জন্য যদি কোরবানী দেয়ার মত অবস্থা না থাকে তাহলে সে হজ্জ সমাপনকালে তিনটা এবং বাড়ী ফিরে সাতটা মোট এই দশটা রোযা রাখবে। এ সুবিধা একমাত্র তাদের জন্যই যাদের বসতি ও পরিবার—পরিজন মসজিদে হারামের নিকটবর্তী নয়। আল্লাহকে ভয় করা জেনে রাখ, আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী” (সূরা বাকারা : ১৯৬)।

ইসহাক ইবনে মানসুর, নাদর ইবনে ওমাইল, শো'বা ও আবু জামরার মাধ্যমে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আবু জামরা বলেন, আমি (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাসকে মুত'আহ (হজ্জ তামাত্তা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে মুত'আহ করতে আদেশ দিলেন। আমি তাঁকে কোরবানীর পশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উট, গরু বা বকরী কোরবানী করতে হবে অথবা একটি পশুতে একভাগ শরীক হতে পারবে। তিনি বলেন, তামাত্তা হজ্জ কিছু সংখ্যক লোকের অপসন্দ হল। এমতাবস্থায় আমি রাত্রি বেলা স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একটা লোক ঘোষণা করছে এবারের হজ্জ এবং এবারের মুত'আহ উভয়টি কবুল হয়েছে। আমি এরপর ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাঁকে সব কিছু বললে তিনি আল্লাহ আকবার বলে উঠলেন এবং বললেন, এটাই তো আবুল কাসেম (সঃ)—এর সুল্লাত। আদাম, ওয়াহব ইবনে জারীর এবং ওনদার শো'বা থেকে এবারের হজ্জ ও এবারের মুত'আহ কবুল হয়েছে, শব্দের পরিবর্তে এবারের উমরা ও এবারের হজ্জ কবুল হয়েছে বর্ণনা করেছেন।

১০৩—অনুবাদ : কোরবানীর জন্তুর পিঠে আরোহণ করা। আল্লাহর বাণী:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطَعِمُوا الْقَانِعَ
وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يُنَالَ اللَّهُ لِحُومَهَا
وَلَا دِمَاقُهَا. وَلَكِنْ يُنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَيَشِيرَ الْمُحْسِنِينَ (سُورَةُ الْحَجِّ - آيَات - ٣٦-٣٧)

‘আর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে शामिल করেছি। তোমাদের জন্য এতে কল্যাণ নিহিত আছে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় এগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা। (কোরবানীর পরে) এগুলোর পিঠ মাটি স্পর্শ করলে নিজেরাও খাও এবং যারা অভাবের মুখে হাত পাতে না এবং যারা হাত পাতে উভয় শ্রেণীর লোককেই খেতে দাও। এভাবে এসব জন্তুকে আমি তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি, যেন তোমরা গুফরিয়া আদায় করা। এসব জন্তুর গৌশত অথবা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছে না, বরং তোমাদের তাকওয়াই মাত্র তাঁর কাছে পৌছে। তিনি এসব জন্তুকে তোমাদের জন্য এভাবে অনুগত করেছেন, যাতে তার দেখানো পথে তোমরা তার মহত্ব ঘোষণা করতে পার। আর হে নবী! তুমি নেককারদেরকে সুসংবাদ দান কর” (হজ্জ : ৩৬-৩৭)।

١٥٧٣. عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بُدْنَةً قَالَ
ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَبِكَ فِي
الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ .

১৫৭৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে কোরবানীর পশু (উট) টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, (এর পিঠে) আরোহণ করে নিয়ে যাও। লোকটি বললো, এটি কোরবানীর পশু। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, (এর পিঠে) আরোহণ কর। লোকটি এবারও বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। এবার রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি (এর পিঠে) আরোহণ কর। দ্বিতীয় অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তৃতীয় বার তিনি লোকটিকে বলেছিলেন, হে হতভাগা।

١٥٧٤. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بُدْنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا
قَالَ إِنَّهَا بُدْنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا ثَلَاثًا .

১৫৭৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে একটি কোরবানীর পশু টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, (এর পিঠে) আরোহণ করে নিয়ে যাও। লোকটি বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। নবী (সঃ) বললেন, এর পিঠে সওয়ার হয়ে নিয়ে যাও। লোকটি আবার বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। নবী (সঃ) বললেন, এর পিঠে সওয়ার হয়ে নিয়ে যাও। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

১০৪-অনুবাদ : যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সংগে নিয়ে যায়।

১০৭০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلًا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلًا بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَقْصِرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيَهْلِ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاتَى الصَّافَا فَطَافَ بِالصَّافَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَتَحَرَّ هَدْيُهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ . وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৫৭৫. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্জ ও উমরা একসাথে করে তামাসু হজ্জ আদায় করলেন। তিনি যুল-হলাইফা নামক জায়গা থেকে কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে গেলেন। সুতরাং সবাইকে তামাসু করার নির্দেশ দানের পর রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন এবং এরপর হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন। এ দেখে লোকেরাও হজ্জের সাথে উমরার নিয়ত করে তামাসু আদায় করলো। কতেকে তাদের সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে গিয়েছিল আবার কতেকে তা নেয়নি। নবী (সঃ) মক্কা পৌঁছে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা যারা কোরবানীর পশু

সাথে এনেছ হজ্জ আদায় না করা পর্যন্ত কোন নিষিদ্ধ (হারাম) জিনিস তাদের জন্য হালাল নয়। আর তোমরা যারা কোরবানীর পশু সাথে আননি তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'ঈ করে চুল কেটে ইহরাম খুলে ফেলো এবং (নতুন করে) হজ্জের ইহরাম বীধো। কিন্তু যারা কোরবানী দিতে পারবে না তারা হজ্জের মওসুমে তিনটি রোযা এবং বাড়ী ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। সুতরাং হজ্জ সমাপনকালে নবী (সঃ) মক্কা পৌঁছে প্রথমেই হাজ্জের আসওয়াদ চূষন করলেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে রমল করলেন (শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে দ্রুত চললেন) এবং অবশিষ্ট চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে চললেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইবরাহীমের পাশে দুই রাকাত নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি সাফা পাহাড়ে গেলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সা'ঈ করলেন, অতঃপর হজ্জ সমাপন করে ইয়াওমুন নাহরে কোরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় রইলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে ইহরাম খুললেন। তাই যেসব লোক তাদের সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে গিয়েছিল তারাও রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অনুসরণ করল।

১০৫-অনুচ্ছেদ : (হজ্জ রওয়ানা হয়ে) পশ্চিমধ্যে কোরবানীর পশু খরিদ করা।

১০৭৬. عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَأَبِيهِ أَقِمْ فَاِنِّي لَا اَمْنَهَا اَنْ سَتُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ اِذْنٌ اَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاَنَّا اُشْهِدُكُمْ اَنِّي قَدْ اَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ فَاهْلٌ بِالْعُمْرَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى اِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ اَهْلٌ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الْاَوَّاحِدُ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ لَهَا طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى اَحْلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا .

১০৭৬. নাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি এ বছর হজ্জ না গিয়ে আমাদের সাথে বাড়ীতে অবস্থান করুন। কেননা বায়তুল্লাহ থেকে আপনাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না (এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে যুবারের ও হাজ্জাজের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল) এ ব্যাপারে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, এরূপ অবস্থা দেখা দিলে আমি তাই করব যা রসূলুল্লাহ (সঃ) করেছিলেন। তিনি আরো বললেনঃ (কুরআন মজীদে আছে) “তোমাদের অনুসরণের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে” (সূরা আহযাব)। সুতরাং আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, এ বছর উমরা আদায় করাকে আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। তাই তিনি উমরার জন্য ইহরাম বীধলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি রওয়ানা হলেন এবং বায়দা নামক জায়গায় পৌঁছে হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য ইহরাম বেঁধে বললেন : হজ্জ ও উমরার ব্যাপার তো

একই (অর্থাৎ একইভাবে তা আদায় করতে হয়)। এরপর কুদায়েদ নামক স্থান থেকে তিনি কোরবানীর পশু খরিদ করলেন এবং মক্কা আগমন করে হজ্জ ও উমরার জন্য একই তাওয়াফ করলেন, আর (হজ্জ ও উমরা) দু'টিই সমাধা না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম খুললেন না।

১০৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যুল-হুলাইফা থেকে উটের কুঁজ যখম করে ও মালা বাধার পর ইহরাম বাধে। নাকে (রঃ) বলেছেন, ইবনে উমর (রা) মদীনা থেকে কোরবানীর জন্তু সাথে নিলে যুল-হুলাইফাতে পৌঁছে তা ইশ'আর ও তাকলীদ করতেন। উটকে কেবলামুখী করে বসিয়ে বড় ছুরি দিয়ে কুঁজের ডান পাশে আঘাত করতেন।

১০৭৭. عَنْ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدِ الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ .

১৫৭৭. মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তীরা উভয়ে বলেছেন, নবী (সঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাকালে এক হাজারেরও অধিক সাহাবা নিয়ে (মদীনা থেকে) যাত্রা করলেন। যুল-হুলাইফাতে উপনীত হয়ে নবী (সঃ) কোরবানীর পশু ইশ'আর (যখম করলেন) ও তাকলীদ (মালা) করলেন এবং উমরার ইহরাম বেঁধে নিলেন।

১০৭৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بَدَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا وَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أَحِلَّ لَهُ .

১৫৭৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) কোরবানীর পশুর কেলাদা আমি নিজ হাতে পাকিয়ে দিয়েছি। আর তিনি তা নিজ হাতে (কোরবানীর পশুর) গলায় বেঁধে ইশ'আর করে (মক্কায়) পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় যা তাঁর জন্য হালাল ছিল তা তিনি হারাম মনে করেননি। অর্থাৎ কোরবানীর পশু বা হাদী মক্কায় প্রেরণের পর ইহরামের বিধিনিষেধ তাঁর প্রতি আরোপিত হয়নি।

১০৭-অনুচ্ছেদ : উট ও গরুর গলায় বাধার জন্য মালা পাকানো।

১০৭৭. عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوًا وَلَمْ تَحِلِّ (تَحِلِّ) أَنْتَ قَالِ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ .

১৫৭৯. হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! কি ব্যাপার, লোকেরা যে সবাই ইহরাম খুলে ফেলেছে, অথচ

আপনি এখনও ইহরাম খুলছেন না? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি মাথার চুল জড়িয়ে নিয়েছি এবং কোরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বেঁধেছি। সুতরাং হজ্জ সমাধা না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারি না।

১০৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَقْلَبْتُ قَلَانِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .

১৫৮০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বাণত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা থেকে (মকায়) কোরবানীর পশু প্রেরণ করতেন, আর আমি তার গলায় বাঁধার জন্য মালা পাকাতাম। কিন্তু এগুলো প্রেরণ করার পর ইহরামধারী ব্যক্তির যা যা বর্জন করতে হয় তিনি তা বর্জন করতেন না।

১০৮-অনুবাদ : কোরবানীর পশুকে ইশ'আর করা। উরওয়া (রঃ) মিসওয়্যার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কোরবানীর পশুকে তাকলীদ ও ইশ'আর করেছেন এবং তারপর উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বেঁধেছেন।

১০৮১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَانِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَدَهَا أَوْ قَلَدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْئٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ .

১৫৮১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর কোরবানীর পশুর কিলাদা আমি পাকিয়েছি। পরে নবী (সঃ) পশুকে ইশ'আর করে গলায় কিলাদা বেঁধেছেন অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি বেঁধেছি। অতঃপর ঐ পশুগুলোকে তিনি বায়তুল্লাহর দিকে প্রেরণ করে মদীনায় অবস্থান করেছেন এবং হালাল কোন জিনিসকে নিষিদ্ধ মনে করেননি।

১০৯-অনুবাদ : নিজ হাতে কিলাদা পাকানো ও বাঁধা।

১০৮২. عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدِيًّا حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرُوَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَانِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحْرَ الْهَدْيُ .

১৫৮২. যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রাঃ)-র নিকট এই বলে পত্র লিখেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু (মক্কায়) প্রেরণ করলো, তা কোরবানী না করা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ সব কাজ করা হারাম যা হাজ্জীদের জন্য হারাম। বর্ণনাকারী আমরাহ (রাঃ) বলেনঃ (পত্র পেয়ে) আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইবনে আব্বাস যা বলেছেন প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। আমি নিজ হাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোরবানীর পশুর কিলাদা পাকাতাম, আর রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে তা পশুর গলায় লটকিয়ে আমার পিতার সাথে (মক্কায়) প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এর পরেও তা কোরবানী না করা পর্যন্ত আল্লাহর হালাল করা কোন জিনিস রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি হারাম হয়নি (অর্থাৎ কোরবানীর পশু প্রেরণের পর তিনি ইহরামধারীদের মত আচরণ না করে স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাপন করেছেন)।

১১০-অনুবাদ : বকরীর গলায় কিলাদা লটকানো।

১০৮৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا.

১৫৮৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) এক সময় একটি বকরী কোরবানীর জন্য (মক্কায়) প্রেরণ করেছিলেন।

১০৮৪. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُقْلَدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا.

১৫৮৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর কিলাদা পাকিয়ে প্রস্তুত করতাম। তিনি সেগুলো বকরীর গলায় লটকিয়ে (কোরবানীর জন্য হেরেমে পাঠিয়ে) দিতেন এবং নিজে পরিবার-পরিজনদের মধ্যে বাড়ীতে ইহরাম ছাড়াই অবস্থান করতেন। অর্থাৎ ইহরাম বোধলে যেসব বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় তা তিনি মানতেন না।

১০৮৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعُثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُتُ حَلَالًا.

১৫৮৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর বকরীর জন্য কিলাদা পাকাতাম। তিনি সেগুলোকে (কোরবানীর পশু) হেরেমে (মক্কায়) প্রেরণ করে নিজে ইহরাম ছাড়াই বাড়ীতে অবস্থান করতেন।

১০৮৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِي الْقَلَائِدَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

১৫৮৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ইহরাম বোধার পূর্বে আমি তাঁর কোরবানীর জন্তুর জন্য কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি।

১১১-অনুচ্ছেদ : পশম বা তুলার কিলাদা (মালা)।

১০৮৭. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَانِدَهَا مِنْ عَهْنٍ كَانَ عِنْدِي .

১৫৮৭. উম্মুল মু'মিনান আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার কাছে রাখা তুলা দিয়ে কোরবানীর পশুর কিলাদা (মালা) পাকিয়ে দিয়েছি।

১১২-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর পশুর গলায় জুতার মালা লটকানো।

১০৮৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بُذْنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بُذْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَافِرُ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا -

১৫৮৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহর নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে একটি কোরবানীর পশু টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেনঃ এর পিঠে আরোহণ করে যাও। সে বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। তিনি (সঃ) বললেন, তাতে কি, এর ওপর আরোহণ করো। বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা বলেন : আমি ঐ ব্যক্তিকে ঐ পশুটির পিঠে সওয়ার হয়ে এমনভাবে যেতে দেখেছি যে, নবী (সঃ) এর সাথে সাথে চলছিলেন। তখন জন্তুটির গলায় জুতার মালা লটকানো ছিল।

১১৩-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর পশুকে আচ্ছাদন পরানো। ইবনে উমর (রাঃ) কুঞ্জের কাছে আচ্ছাদন ফেড়ে দুই ভাগ করে দিতেন। তবে কোরবানী করার সময় তিনি তা এ আশংকায় খুলে নিতেন যে, রক্ত রঞ্জিত হয়ে তা খারাপ হয়ে যাবে। পরে অবশ্য তিনি তা সদকা করে দিতেন।

১০৮৯. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُذْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا .

১৫৮৯. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোরবানী করার পর আমাকে কোরবানীর পশুর আচ্ছাদন ও চামড়া সদকা করে দেয়ার আদেশ করেছেন।

১১৪-অনুচ্ছেদঃ রাস্তা থেকে পশু খরিদ করা এবং তার গলায় কিলাদা (মালা) লটকানো।

১০৯০. عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بَيْنَهُمْ قِتَالًا وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذْ أَنْصَنُ كَمَا صَنَعَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتَّى كَانَ بَظَاهِرِ
الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ
حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ وَأَهْدَى هَدْيًا مُقْلَدًا اشْتَرَاهُ حِينَ قَدِمَ قَطَافَ بِالْبَيْتِ
وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى
يَوْمَ النَّحْرِ فَحَلَّقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنَّ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ
الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ

১৫৯০. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবয়েরের খেলাফত কালে যে বছর খারেজীরা হজ্জ আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে বছর (আবদুল্লাহ) ইবনে উমরও হজ্জ আদায়ের ইচ্ছা করলে তাকে বলা হল-এ বছর (লোকদের মধ্যে) যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। আর আমাদের আশংকা যে, তারা আপনাকে বাধা প্রদান করবে। এসব কথা শুনে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেন : (কুরআন মজীদে বলা হয়েছে) “তোমাদের অনুসরণের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে” (সূরা আহযাব)। রসূলুল্লাহ (সঃ) (এরূপ ক্ষেত্রে) যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আমি নিজের প্রতি উমরা আদায় করা ওয়াজিব করে নিয়েছি। অতঃপর হজ্জে যাত্রা করে তিনি বায়দা নামক প্রান্তরে উপনীত হয়ে বললেন, হজ্জ আর উমরার অবস্থা তো একই অর্থাৎ একই নিয়মে আদায় করতে হয়। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি হজ্জকে উমরার সাথে একত্র করলাম। এরপর তিনি খরিদ করা মালা পরিহিত কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে চললেন আর মকায় পৌঁছে তিনি বায়তুল্লাহ ও সাফা মারওয়ার তাওয়াফ করলেন, এ ক্ষেত্রে কোন কিছু অতিরিক্ত করলেন না বা কোরবানীর দিন আসা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ এমন কোন কাজকে হালাল হিসেবে গণ্য করলেন না। (কোরবানীর দিন) তিনি মাথা মুন্ডন করেন ও কোরবানী করলেন এবং মনে করলেন প্রথম তাওয়াফের দ্বারাই হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য তাওয়াফ সম্পূর্ণ করেছেন। এভাবে সবকিছু করার পর তিনি বললেন, নবী (সঃ) এরূপই করেছেন।

১১৫-অনুচ্ছেদঃ দ্বীদেহর অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ থেকে গরু কোরবানী করা।

١٥٩١. عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَخَمْسِ بَقِيعِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ يَلْحَمُ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ .

১৫৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল-কা'দাহ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মদীনা থেকে যাত্রা করলাম। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ আদায় করা। আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, যার সাথে কোরবানীর জানোয়ার নেই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করার পর সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত আনা হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, একি? লোকেরা বলল, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন (তাঁরই গোশত)।

১১৬-অনুচ্ছেদ : মিনাতে নবী (সঃ)-এর কোরবানীর জায়গায় কোরবানী করা।

১৫৯২. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنَحَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৫৯২. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কোরবানী করার স্থানে কোরবানী করতেন। 'উবায়দুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোরবানী করার জায়গায় কোরবানী করতেন। ১৭

১৫৯৩. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِهَدِيَةٍ مِنْ جَمْعٍ مِنَ الْخِرِّ اللَّيْلِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهِ مَنَحَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ .

১৫৯৩. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ) মুয়দালিফা থেকে শেষ রাতের দিকে হাজ্জীদের দলের সাথে, যার মধ্যে স্বাধীন ও কৃতদাসও शामिल ছিল, নিজ কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দিতেন। যাতে তা রসূলুল্লাহ (সঃ) যেখানে কোরবানী করতেন সেখানে পৌঁছে যায়।

১১৭-অনুচ্ছেদ : নিজ হাতে কোরবানী করা।

১৫৯৪. عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُخْتَصِرًا .

১৫৯৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসটি সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড় করিয়ে কোরবানী করেছেন এবং মদীনাতে দু'টি সাদা কালো মিশ্রিত ও শিং বিশিষ্ট মেষ কোরবানী করেছেন।

১৭. মিনার সবটাই কোরবানীর জায়গা। এর যে কোন জায়গায় কেউ কোরবানী করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সূনাত পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। আর এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সঃ) যেখানে কোরবানী (যবেহ) করেছিলেন ঠিক সেখানেই তিনি কোরবানী করেছেন।

১১৮-অনুচ্ছেদ : উটকে (রশি দ্বারা) বেঁধে কোরবানী করা।

১০৭০. عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ
أَنَاحَ بُدْنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْتَغَهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سَنَةً مُحَمَّدٍ ﷺ.

১৫৯৫. যিয়াদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি ইবনে উমর (রাঃ) এক ব্যক্তির কাছে গেলেন যে তার উটকে কোরবানী করার জন্য বসিয়েছিল। তিনি তাকে বললেন, দাঁড় করিয়ে (পা) বেঁধে কোরবানী কর। এটিই মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সূনাত।

১১৯-অনুচ্ছেদ: উটকে দাঁড় করিয়ে কোরবানী করা। ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, এটিই মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সূনাত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, (কুরআন মজীদে উল্লেখিত) সাওয়াফফা শব্দের অর্থ হল: দাঁড়ানো অবস্থায়।

১০৭১. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ
بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ
يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ
أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْلُوا وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ
كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.

১৫৯৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হওয়ার সময় নবী (সঃ) মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকাত এবং যুল-হলাইফাতে আসরের নামায দুই রাকাত আদায় করে সেখানেই রাত যাপন করেন। ভোর হলে তিনি সওয়াফফাতে আরোহণ করলেন এবং তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাসবীহ পাঠ শুরু করলেন। পরে বায়দার উচ্চভূমিতে আরোহণ করলে (হজ্জ ও উমরা) উভয়টির জন্য তালবিয়া ও তাসবীহ পাঠ করলেন এবং মক্কাতে প্রবেশ করে লোকদের (তাওয়াফ ও সাঈ করা) ইহরাম খুলতে আদেশ দিলেন। এই হজ্জে নবী (সঃ) সাতটি উট দাঁড় করিয়ে নিজ হাতে কোরবানী করলেন। আর মদীনাতে তিনি দু'টি সাদা কালো মিশ্রিত রংয়ের ও বড় বড় শিং বিশিষ্ট মেষ কোরবানী করেছিলেন।

১০৭২. عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ
بِهِ الْبَيْدَاءُ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

১৫৯৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকাত আদায় করেছিলেন এবং যুল-হলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দুই রাকাত পড়েছিলেন। আর আইয়ুব (রাঃ) এক ব্যক্তির মাধ্যমে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তিনি (সঃ) সেখানে রাত যাপন করলেন। ভোর হলে তিনি ফজরের নামায আদায় করে সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। সওয়ারী বায়দা নামক জায়গায় পৌঁছলে তিনি উমরা ও হজ্জ উভয়টির নিয়াত করে তালবিয়া পাঠ করলেন।

১২০-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর পশুর কোন কিছুই কশাইকে দেয়া যাবে না।

১৫৯৮. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُمْتُ عَلَى الْبُذْنِ فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لِحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا وَقَالَ سَفِيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُذْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا.

১৫৯৮. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে পাঠালে আমি গিरे কোরবানীর পশুর কাছে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বন্টন করতে নির্দেশ দিলে আমি সমস্ত গোশত বন্টন করে দিলাম। তিনি আবার নির্দেশ দিলে জিন ও চামড়া বন্টন করে দিলাম। সুফিয়ান, আবদুল করীম, মুজাহিদ, আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলার মাধ্যমে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী) বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে কোরবানীর পশুর পাশে দাঁড়াতে এবং তা থেকে কশাইকে পারিশ্রমিক বাবদ কিছু না দিতে আদেশ করলেন।

১২১-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর পশুর চামড়া সদকা করে দিতে হবে।

১৫৯৯. عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُذْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

১৫৯৯. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে নিজে কোরবানীর পশুর পাশে থাকতে, তার সমস্ত গোশত, চামড়া ও জিন বন্টন করে দিতে বলেছেন এবং (কশাইকে) পারিশ্রমিক হিসেবে তার গোশত থেকে না দিতে আদেশ করেছেন।

১২২-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর পশুর জিন ইত্যাদি সদকা করে দিতে হবে।

১৬০. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بُذْنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلِحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا.

কিতাবুল হজ্জ

১৬০০. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার নবী (সঃ) একশত উট কোরবানী করে আমাদের তার গোশত বন্টন করতে বললে আমি গোশত বন্টন করে দিলাম। তিনি জিনসমূহও বন্টন করে দিতে বললে সেগুলোও বন্টন করে দিলাম। সর্বশেষে চামড়াগুলো বন্টন করে দিতে বললে সেগুলোও বন্টন করে দিলাম।

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
يَأْتُواكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا
مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بِهِمَّةٍ الْإِنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لِيَقْضُوا
تَفَتُّهُمْ وَلِيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * ذَلِكَ وَمَنْ
يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

(সূরা الحج - আيات - ২৬-৩০)

১২৩-অনুবাদ : “সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে এ ঘরের (খানায় কা’বা) জায়গা নির্দেশ করে দিলাম এবং সংগে সংগে এ হেদায়াতও দিলাম যে, আমার সাথে অন্য কিছু শরীক কর না। আর যারা তাওয়াফ করে, অবস্থান করে এবং নামায পড়ে তাদের জন্য আমার এ ঘরকে পরিষ্কার রাখ। আর হজ্জের জন্য লোকদের মধ্যে ঘোষণা প্রদান কর, যাতে তারা তোমাদের কাছে দূরদূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এবং উটের পিঠে আরোহণ করে আসে এবং এই সব কল্যাণ স্বচক্ষে দেখতে পায় যা এখানে তাদের জন্য রয়েছে। আর কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তাদেরকে দেওয়া চতুর্দশ জন্তুগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। তারপর তা থেকে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র-অভাবীদেরকেও খেতে দেবে। তারপর নিজের ময়লা আবর্জনা দূরীভূত করবে। তাদের নজর পূর্ণ করবে এবং এ প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করবে। এগুলোই হলো কা’বা নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর যারা আল্লাহর নিষেধের মর্যাদা দেবে তবে তা তাদের প্রভুর কাছে তাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর” (হজ্জ : ২৬-৩০)।

কোরবানীর গোশত কি পরিমাণ নিজে খাবে এবং কি পরিমাণ সদকা করবে তার বিধিনিষেধ। উবায়দুল্লাহ (রঃ) বলেছেন, নাফে (রঃ) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইহরাম অবস্থায় কোঁন প্রাণী শিকার করলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে কোরবানী দিতে হয় এবং নজর বা মানতের জন্য যে কোরবানী দেয়া হয় তার গোশত নিজে খেতে পারবে না, এছাড়া অন্যান্য কোরবানীর গোশত খেতে পারবে। আর আতা (রঃ) বলেছেন, তামাসুর জন্য প্রদত্ত কোরবানীর গোশত নিজেও খেতে পারবে, অপরকেও খাওয়াতে পারবে।

۱۶.۱. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لَحْمٍ بُدِّنَا فَوَقَّ ثُلُثَ مِئْنَى فَرَخْصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُّوْا وَتَزَوُّوْا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَا.

১৬০১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে আমরা আমাদের কোরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী খেতাম না। নবী (সঃ) আমাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে বললেন, খাও এবং সঞ্চিত করেও রাখ। তাই আমরা তা থেকে খেলাম এবং জমা করেও রাখলাম। বর্ণনাকারী ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, জাবের (রাঃ) কি এ কথা বলেছিলেন যে, এমনকি আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম (অর্থাৎ এ জমা করা গোশত ফুরিয়ে না যেতেই আমরা মদীনা পৌঁছলাম)? জবাবে আতা বললেন, না। ৩১

۱۶.۲. عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِخَمْسِ بَقِيْنٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَدْخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

১৬০২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল-কাদাহ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে) যাত্রা করলাম। আর একমাত্র হজ্জ আদায় করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এভাবে আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নেই, সে যেন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার পর ইহরাম খুলে ফেলে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর কোরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত পাঠিয়ে দেয়া হলে আমি বললাম, একি (গরুর গোশত কোথা থেকে আসলো)? বলা হলো, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন। ইয়াহুইয়া (ইবনে সাঈদ) বর্ণনা করেছেন, আমি কাসেম (ইবনে মুহাম্মাদ)-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, বর্ণনাকারী (আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান) হাদীসটি যথার্থভাবেই তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

৩১. তিন দিনের পর কোরবানীর গোশত খাওয়া বা জমা করে রাখা সব ইমামদের মতে জায়েয হলেও জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ কোরবানী করতে না পারলে তাদের পবিত্র গোশত পৌছানো ধনবানদের কর্তব্য এবং এই পরিস্থিতিতে তিন দিনের অধিককাল গোশত জমিয়ে রাখা উচিত নয়-(সম্পা.)।

১২৪-অনুচ্ছেদ : মাথা মুড়ানোর আগেই কোরবানী করা।

১৬.৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يُذْبَحَ وَنَحْوَهُ قَالَ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ .

১৬০৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু যবেহ করার পূর্বেই মাথা মুড়িয়ে নিল অথবা উল্টাপাল্টা অনুরূপ কোন কাজ করলো তার সম্পর্কে নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই, এতে কোন দোষ নেই। ৩২

১৬.৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ .

১৬০৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-কে এক ব্যক্তি বললো, আমি কংকর মারার আগেই (খানায়ে কা'বার) ঘিয়ারত করে ফেলেছি। নবী (সঃ) বললেন, তাতে দোষ নেই। সে লোকটি বললো, কোরবানী করার আগেই আমি মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি (সঃ) বললেন, দোষ নেই। লোকটি আবার বললো, কংকর মারার আগেই আমি কোরবানী করে ফেলেছি। তিনি (সঃ) বললেন, এতেও কোন দোষ নেই।

১৬.৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ لَا حَرَجَ .

১৬০৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সন্ধ্যা হওয়ার পর আমি কংকর মেরেছি। নবী (সঃ) বললেনঃ কোন দোষ নেই। সে পুনরায় বললো, কোরবানী করার আগেই আমি মাথা মুড়িয়েছি। তিনি জবাবে বললেন, এতেও কোন দোষ নেই।

১৬.৬. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحْجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا أَهْلَكَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِأَهْلَالٍ كَأَهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

৩২. হজ্জের কাজগুলো—কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী করা, মাথা কামানো ও তাওয়াফকে ঘিয়ারত করা। এগুলোর উন্নততর ঠিক না থাকলেও গোনাহ হবে না। তবে হানাকী মাযহাব মতে নিয়মের ব্যতিক্রমের দরুন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি পশু কোরবানী দিতে হবে।

ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَقُلْتُ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خَلَاةَ عُمَرَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ .

১৬০৬. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি বাত্‌হা নামক জায়গাতে ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হজ্জ করার সংকল্প করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিসের জন্য (হজ্জের না উমরার) ইহরাম বেঁধেছ? আমি বললাম, নবী (সঃ)-এর ন্যায় ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়েছি। (এসব কথা শুনে) তিনি (সঃ) বললেন, উত্তম করেছ। এখন গিয়ে বায়তুল্লাহ ও সাফা মারওয়ার তাওয়াফ কর। সুতরাং আমি (তাওয়াফ সমাধা করে) এরপর বনী কায়েস গোত্রের একজন মহিলার কাছে গেলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাধা করলাম। সেই সময় থেকে উমরের খেলাফতকাল পর্যন্ত আমি লোকদের এভাবে উমরা ও হজ্জ আদায় করতে ফতোয়া দিয়েছি। (উমরের সময়ে) একদিন তাঁকে আমি বিষয়টি বললে তিনি বলেন, যদি আমরা আব্বাহর কিতাবের হুকুম আঁকড়ে ধরতে চাই, তবে তা আমাদেরকে পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান করে, আর যদি রসূলুল্লাহর সূনাতকে আঁকড়ে ধরতে চাই তা হলে দেখি যে, কোরবানীর পশু হেরেমে না পৌছা পর্যন্ত তিনি ইহরাম খুলেননি।

১২৫-অনুবাদ : ইহরামের সময় মাথার চুল জড়িয়ে নেয়া এবং ইহরাম খুলে মাথা মুড়িয়ে নেয়া।

١٦.٧. عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبِدتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَذِي فَلَاحِلٌ حَتَّى أَنْحَرَ .

১৬০৭. হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আব্বাহর রসূল! উমরা সমাধা করে লোকেরা সবাই ইহরাম খুলে ফেললো, কিন্তু আপনি উমরা শেষ করেও ইহরাম খুলছেন না? জবাবে তিনি বললেন, আমি তালবীদ করেছি অর্থাৎ আমার মাথার চুল জড়িয়ে নিয়েছি এবং কোরবানীর পশুর গলায় কিলাদা লটকিয়ে দিয়েছি। সুতরাং কোরবানী করার আগে এখন আর আমি ইহরাম খুলতে পারি না।

১২৬-অনুবাদ : ইহরাম খোলার সময় মাথা মুড়িয়ে ফেলা বা চুল ছোট্টে ফেলা।

١٦.٨. عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ حَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ .

১৬০৮. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন, হজ্জ আদায়ের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মাথা মুড়িয়েছিলেন।

১৬০৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ.

১৬০৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এই বলে দোআ করলেনঃ হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের (যারা মাথার চুল মুড়িয়ে নেয়) প্রতি রহমত বর্ষণ কর। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল! মাথার চুল কর্তনকারীদের (যারা মাথার চুল কেটে ছোট করে নেয়) প্রতিও (আল্লাহর রহমত হওয়ার জন্য বলুন)। তিনি (সঃ) বললেনঃ হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি তোমার রহমত বর্ষণ কর। সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল! চুল কর্তনকারীদের প্রতিও। তখন তিনি বললেনঃ আর চুল কর্তনকারীদের প্রতিও (রহমত বর্ষণ করুন)। লাইস (রঃ) বলেন, আমাকে নাফে (রঃ) বলেছেন, “আল্লাহ মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি করুণা করুন” কথাটি তিনি (সঃ) এক বা দুই বার বলেছেন। রাবী বলেন, উবায়দুল্লাহ (রঃ) নাফে (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সঃ) চতুর্থ বারে বলেছেনঃ “যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও”।

১৬১০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ.

১৬১০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) একদিন এই বলে দোআ করলেনঃ হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করে দাও। একথা শুনে লোকেরা বললো, মাথার চুল কর্তনকারীদেরও (ক্ষমা করে দাও বলুন)। কিন্তু তিনি পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করে দাও। লোকেরা আবারও বললো, মাথার চুল কর্তনকারীদেরও (ক্ষমা করে দাও বলুন)। কিন্তু তিনি (সঃ) তিনবার বলার পর বললেন, চুল কর্তনকারীদেরও (ক্ষমা করে দাও)।

১৬১১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

১৬১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের একদল (ইহরাম খুলে) মাথা মুড়িয়ে নিলেন, আর তাঁর সাহাবাদের কেউ কেউ চুল ছেঁটে ছোট করে নিলেন।

১৬১২. عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ -

১৬১২. মুআবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একটি কাঁচি দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চুল ছেঁটে ছোট করেছিলাম।

১২৭-অনুচ্ছেদঃ তামাসুকারীদের উমরা আদায়ের পর মাথার চুল ছেঁটে ফেলা।

১৬১৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوا أَوْ يَقْصِرُوا -

১৬১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মকায় পৌঁছে তাঁর সাহাবীগণকে বাইতুল্লাহ ও সাফা-মারওয়া তাওয়াফের পর ইহরাম খুলে মাথার চুল মুড়ে নিতে বা ছেঁটে নিতে নির্দেশ দিলেন।

১২৮-অনুচ্ছেদঃ কোরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা। আবুয-যুবায়র, আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) তাওয়াফে যিয়ারত রাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। নবী (সঃ) খানায় কাবার যিয়ারত মিনার দিনগুলোতে করতেন। অর্থাৎ আইয়্যামে তাশরীকের প্রথম দিনটির পর নবী (সঃ) তাওয়াফে যিয়ারত করতেন। ইবনে উমর (রাঃ) একবার মাত্র তাওয়াফ করে নিদ্রা গেলেন। অতপর মিনা অর্থাৎ কোরবানীর দিন এসে উপস্থিত হলো। আবদুর রাজ্জাক উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে এটা মারফু হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

১৬১৪. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَفْضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةٌ فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يَرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ حَاسِتُنَا هِيَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَخْرَجُوا.

১৬১৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে হজ্জ আদায় করলাম এবং কোরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করলাম। এই সময় সাফিয়ার মাসিক হলো আর নবী (সঃ) এই সময় তার থেকে এমন কিছু আশা করছিলেন, যা একজন স্বামী (স্বাভাবিকভাবে) তার স্ত্রীর নিকট থেকে আশা করে থাকে। তাই আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে (সাফিয়া) তো এখন হায়েয অবস্থায়। একথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, সে তো আমাকে (এ পর্যন্ত) আটকিয়ে ফেলবে। লোকেরা বললো, হে

আল্লাহর রসূল! তিনি (সাফিয়া) তো কোরবানীর দিন তাওয়াক্ফে যিয়ারত করেছেন। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে আর অপেক্ষা কি? যাও, যাত্রা কর।

১২৯-অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ ভুল করে বা অজ্ঞতা বশতঃ সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর কংকর মারে এবং কোরবানীর পণ্ড যবেহ করার পূর্বে মাথা মুড়িয়ে ফেলে তার হুকুম।

১৬১৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَقِّ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ -

১৬১৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোরবানীর পণ্ড যবেহ করা, মাথা মুড়ানো, কংকর মারা এবং হজ্জের বিভিন্ন কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন, কোন দোষ হবে না অর্থাৎ কোন গোনাহও হবে না বা ফিদয়াও দিতে হবে না।

১৬১৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَالُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنْى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ إِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ .

১৬১৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মিনাতে অবস্থানকালে নবী (সঃ)-কে (বিভিন্ন বিষয়ে) জিজ্ঞেস করা হতো। তিনি বলতেন, কোন দোষ নাই। এক ব্যক্তি একদিন তাঁকে বলল, আমি কোরবানী যবেহ করার আগেই মাথা মুড়িয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন, এখন যবেহ কর, এতে কোন দোষ নাই। সে বললো, সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর কংকর মেরেছি। তিনি (সঃ) বললেন, এতেও কোন দোষ নেই।

১৩০-অনুচ্ছেদঃ জামরার কাছে সওয়ারীতে আরোহণ করে লোকদের প্রশ্নের জবাব দান করা।

১৬১৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ إِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرِمْ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَدِمَ وَلَا أَخَّرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

১৬১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বিদায় হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়ালে লোকেরা তাঁকে (বিভিন্ন বিষয়ে) প্রশ্ন করতে থাকলো। এক ব্যক্তি বললো, আমি জানতাম না তাই কোরবানীর পশু যবেহ করার আগেই মাথা মুড়িয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন, এখন যবেহ করে নাও কোন ক্ষতি নেই। অপর এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি জানতাম না তাই কংকর মারার আগেই কোরবানী করে ফেলেছি। তিনি (সঃ) জবাবে বললেন, এখন কংকর মারার কাজ সমাধা করে নাও। ঐ দিন তাঁকে যে বিষয় সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, অমুক কাজ আগে করা হয়েছে এবং অমুক কাজ পরে করা হয়েছে; তিনি শুধু জবাব দিয়েছেন, কোন ক্ষতি নেই।

১৬১৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَعَلْ وَلَا حَرَجَ قَالَ لَهُنَّ كُلِهِنَّ فَمَا سئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ أَفَعَلْ وَلَا حَرَجَ .

১৬১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোরবানীর দিন নবী (সঃ) খুতবা দিতে উঠলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নবী (সঃ)-কে বললো, আমি জানতাম অমুক কাজ অমুক কাজের পূর্বে করণীয়। আর একজন লোক দাঁড়িয়ে বললো, আমি জানতাম অমুক কাজ অমুক কাজের আগে করণীয়। কিন্তু আমি কোরবানী করার আগেই মাথা মুণ্ডন করেছি, আবার কংকর মারার পূর্বে কোরবানী করে ফেলেছি এবং অনুরূপ আরো অনেক কাজ করেছি। নবী (সঃ) বললেন, এখন করে নাও, কোন দোষ হবে না। সবগুলির ক্ষেত্রেই তিনি এরূপ বললেন। এমনকি ঐ দিন এমন কোন প্রশ্নই তাঁকে করা হয়নি যার উত্তরে তিনি বলেননি, এখন করে নাও, এতে কোন দোষ হবে না।

১৬১৮(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

১৬১৮(ক). আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর উটের ওপর বসা ছিলেন। অতঃপর ওপরে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন।

১৩১-অনুচ্ছেদ : মিনাতে অবস্থানের দিনগুলিতে খুতবা প্রদান করা।

১৬১৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ فَقَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ

حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرُ حَرَامٍ قَالَ فَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ
وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي
شَهْرِكُمْ هَذَا فَأَعَادَهَا مَرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ
اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَوْلَ الَّذِي نَفَسَى بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوْصِيَّتُهُ
إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ
بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

১৬১৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোরবানীর দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা! আজকের এই দিনটি কোন দিন? সবাই বললো, এটি মহা সম্মানিত দিন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই শহরটি কোন শহর? সবাই বললো, মহা সম্মানিত শহর। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, এ মাসটি কোন্ মাস? সবাই বললো, এটি মহা সম্মানিত মাস। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-ইজ্জত তেমনি মহান যেমন এ মাস, এ শহর, এ দিনটি মহান। এ কথাটি তিনি কয়েক বার বললেন এবং পরে মাথা উচু করে বললেন, হে আল্লাহ! আমি পৌছাতে পেরেছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সেই মহান সন্তার শপথ যার অধীনে আমার প্রাণ। এটা তাঁর উম্মতের প্রতি অছিয়ত বা শেষ উপদেশ বাণী। নবী (সঃ) বললেন, এখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌছিয়ে দেয় আর আমার পরে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে হত্যা করো না।

১৬২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعِرْقَاتٍ.

১৬২০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমি আরাফাতের ময়দানে নবী (সঃ)-কে খুতবা দিতে শুনেছি।

১৬২১. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النُّحْرِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ نُوَ الْحَجَّةُ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ يَوْمَ النُّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ

قُلْنَا بَلَىٰ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا اِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قُرْبٌ مُّبْلَغٌ اَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

১৬১. আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হচ্ছে কোরবানীর দিন নবী (সঃ) আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটি কোন দিন? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক অবগত। নবী (সঃ) কিছু সময় চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়তো এর নাম পাণ্ডিয়ে নতুন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটা কি কোরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ মাসটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক অবগত। তিনি কিছু সময় চুপ করে থাকলেন, এমনকি আমরা ধারণা করে নিলাম, তিনি হয়তো এর নাম পাণ্ডিয়ে নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন শহর? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন, এমনকি আমরা ধারণা করে নিলাম যে, তিনি এর নাম পাণ্ডিয়ে নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি মহাসম্মানিত শহর নয়? আমরা সবাই বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের এই শহর, এই মাস ও এই দিনের মতই ততদিন পর্যন্ত মহান ও মর্যাদা সম্পন্ন, যতদিন না তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত লাভ করবে। তাহলে আমি কি (সব কিছু) তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি? উপস্থিত সবাই বলল, হ্যাঁ। এ সময় তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। আর (সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন) তোমাদের উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিতদের কাছে এ বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া, কেননা যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন থাকে যে শবণকারীর চাইতে সত্বরক্ষণের দিক থেকে অধিক যোগ্য। আর তোমরা কিন্তু আমার পর কাফের হয়ে যেও না অর্থাৎ কুফরী আচরণে তৎপর হয়ো না।

١٦٢٢. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَنْىَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَارِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمْرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا
وَقَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَشْهَدُ وَودَّعَ
النَّاسَ فَقَالُوا هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ.

১৬২২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) মিনাতে (খুতবা দানের সময়) বললেন, তোমরা কি জ্ঞান (আজকের) এ দিনটি কোন্ দিন? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, এ দিনটি মহাসম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন দিন। তোমরা কি জ্ঞান, এটি কোন্ শহর? সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, এটি মহা সম্মানিত শহর। তিনি আবারও বললেন, তোমরা কি অবগত আছ, এটা কোন্ মাস? সাহাবারা সবাই বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, এ মাসটিও অত্যন্ত সম্মানিত মহান মাস। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের এ মহান সম্মানিত শহর এই মহা সম্মানিত মাস এ দিনটি যেমন পবিত্র ও মহা সম্মানিত তেমনি তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও মান-ইজ্জতকেও আল্লাহ তোমাদের পরম্পরের জন্য মহা সম্মানিত ও পবিত্র করে দিয়েছেন। হিশাম ইবনুল গায় নাফে'র মাধ্যমে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে উমর) বলেছেন, কোরবানীর দিন নবী (সঃ) (মিনাতে) জামরাগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে, এ দিন হলো হজ্জের মহান দিন। এসব বলার পর নবী (সঃ) 'হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক' এ কথাটি বলতে থাকলেন এবং লোকদেরকে বিদায় জানাতে থাকলেন। তাই সাহাবাগণ বললেন, এটি হল 'হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জ।

১৩২-অনুচ্ছেদ : পানি সরবরাহকারী বা অনুরূপ অন্যান্য লোকেরা মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটাতে পারে কি না।

১৬২৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لِيَأْتِيَ
مِنِّي مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

১৬২৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হাজ্জীদের খাবার পানি সরবরাহের প্রয়োজনে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় যাপনের জন্য আব্বাস (রা) নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে অনুমতি প্রাদন করেছিলেন।

১৩৩-অনুচ্ছেদ : কংকর মারা। জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কোরবানীর দিন দুপুরের কিছু পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে সূর্য ঢলে পড়ার পর কংকর মেরেছেন।

১৬২৪. عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمَى الْجِمَارَ قَالَ إِذَا

رَمَى إِمَامُكَ فَأَرَمِهِ فَأَعْدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ
الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

১৬২৪. ওয়াবরা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কখন কংকর মারব? তিনি বললেন, তোমার নেতাও যখন মারবে, তখন মারো। ওয়াবরা বলেন, আমি পুনরায় (একই) প্রশ্ন করলাম। (তখন তিনি বললেন,) আমরা অপেক্ষা করতাম এবং সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়লে কংকর মারতাম।

১৩৪-অনুচ্ছেদ : বাতনুল ওয়াদী অর্থাৎ উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে কংকর মারা।

١٦٢٥. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ
الْوَادِي فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

১৬২৫. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) উপত্যকার মধ্যভাগ অর্থাৎ জামরাতুল আকাবা থেকে কংকর মারলে আমি তাঁকে বললাম, 'হে আবদুর রহমানের পিতা! সবাই তো উপরিভাগ থেকে কংকর মেরে থাকে। তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ছাড়া কোন প্রভু নেই! এটিই সেই জায়গা, যেখানে নবী (সঃ)-এর ওপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল।

১৩৫-অনুচ্ছেদ : জামরায় সাতটি কংকর মারতে হবে। ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٦. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى
الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ . وَرَمَى بِسَبْعٍ
وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

১৬২৬. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জামরাতুল কোবরা বা জামরাতুল আকাবা পর্যন্ত পৌঁছে বায়তুল্লাহ বামে ও মিনাকে ডানে করে সাতটি পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করে বললেন, যে মহান ব্যক্তির প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে তিনিও এভাবেই কংকর মেরেছেন।

১৩৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জামরাতুল আকাবাত্তে কংকর মারার সময় বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রাখে।

১৬২৭. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَأَهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

১৬২৭. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র সাথে হজ্জ করেছেন। তখন তিনি (আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ) তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে) জামরাতুল কোবরা বা আকাবা থেকে বায়তুল্লাহকে বামে ও মিনাকে ডানে রেখে সাতটি পাথর খন্ড মারতে দেখেছেন। অতপর তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বলেছেন, এটি সেই জায়গা যেখানে নবী (সঃ)-এর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল।

১৩৭-অনুচ্ছেদ : প্রতিটি পাথর মারার সময় তাকবীর বলতে হবে। এ কথা ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৬২৮. عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ السُّورَةُ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا الْبَقَرَةَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا النِّسَاءَ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَّ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

১৬২৮. আমাশ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদিন হাজ্জাককে মিশারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, যে সূরার মধ্যে গাভীর কথা উল্লেখ আছে, যে সূরার মধ্যে ইমরান পরিবারের কথা বলা হয়েছে এবং যে সূরার মধ্যে মহিলাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। বর্ণনাকারী আমাশ বলেন, এসব শুনে আমি তা ইবরাহীম (ইবনে ইয়াযীদ)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, জামরাতুল আকাবায় কৎকর মারার সময় তিনি ইবনে মাসউদ (রা)-র সাথে ছিলেন। ইবনে মাসউদ (রা) উপত্যকার মধ্যভাগে উপস্থিত হলেন। গাছ বরাবর হলে তিনি তা সামনে করে দাঁড়ালেন এবং সাতটি পাথর খন্ড নিক্ষেপ করলেন। প্রতিটি পাথর খন্ড নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর বলছিলেন। এরপর তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বললেন, সেই মহান সন্তার শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই! এখানেই সেই মহান ব্যক্তি দাঁড়িয়ে (পাথর খন্ড মেরেছিলেন) যার প্রতি সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে।

১৩৮-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জামরাতুল আকাবাতে কংকর মারে কিছু সেখানে অবস্থান করে না। এ (অবস্থান না করার) বিষয়টি ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩৯-অনুচ্ছেদ : কেউ উভয় জামরা (জামরাতুল উলা ও জামরাতুস সানিয়া) থেকেই কংকর মারলে সেখানে নরম ভূমিতে অবতরণ করবে এবং কিছু সময় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। ৩৪

١٦٢٩. عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّىٰ يُسْهَلَ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَىٰ ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهَلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১৬২৯. সালেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিকটবর্তী জামরায় ৩৫ সাতটি পাথর খন্ড মারতেন, প্রতিটি পাথর টুকরা মারার পর তাকবীর পাঠ করতেন, তারপর অগ্ধসর হয়ে নরম ভূমিতে অবতরণ করতেন এবং কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে দোআ করতেন। তারপর তিনি জামরাতুল উসতায় বা মধ্যম জামরাতে কংকর মারতেন এবং বাঁ দিকে কিছু দূর চলে নরম ভূমিতে অবতরণ করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তারপর উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে জামরাতুল আকাবাতে কংকর মারতেন, তবে সেখানে অবস্থান না করে বরং তখনই প্রত্যাবর্তন করতেন। এরপর বলতেন, এসব কাজ আমি নবী (সঃ)-কে (এভাবেই) করতে দেখেছি।

১৪০-অনুচ্ছেদ জামরাতাতুদ-দুন্য়া ও জামরাতুস- সানিয়ার নিকটে দুই হাত উত্তোলন করা (দোআ করা)।

৩৪. এই দুই জামরার কাছে কিছু বেশী সময় অবস্থান করবে। অবশ্য সময়ের পরিমাণ কত হবে সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে মাসউদের মতে সূরা বাকারা দুইবার পড়ার পরিমাণ সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। আর ইবনে উমরের মতে সূরা বাকারা বা সূরা ইউসুফ একবার পাঠ করার সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। তবে এখানে সময়ের পরিমাণ আসল নয়, বরং যাতে কিছু সময় দো'আ ও ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা যায় সেটাই আসল লক্ষ্য। সংগে সংগে জানা থাকার দরকার যে, এটা ফরজ বা ওয়াজিবও নয় যে, অবশ্যই পালন করতে হবে। বরং কেউ যদি অবস্থান না করে তবে তাতে দোষের কিছু নাই।

৩৫. নিকটবর্তী জামরা বলতে জামরাতুল উলাকে বুঝানো হয়েছে যা মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে কোরবানীর দ্বিতীয় দিনে কংকর মারা হয়।

১৬৩. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمِي الْجِمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى اثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجِمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ فَيَاخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجِمْرَةَ ذَاتَ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ.

১৬৩০. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) জামরাতুদুন্য়া বা নিকটবর্তী জামরায় সাতটি পাথর খন্ড নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি পাথর খন্ড নিক্ষেপের সাথে সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে নরম ভূমিতে নামতেন এবং কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে দোআ করতেন, তারপর সর্বশেষে উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারতেন, কিন্তু সেখানে অবস্থান বা অপেক্ষা করতেন না। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমি এভাবেই এসব কাজ করতে দেখেছি।

১৪১-অনুচ্ছেদ : উভয় জামরার নিকটে দোআ করা।

১৬৩১. عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجِمْرَةَ الَّتِي تَلَى مَسْجِدَ مِنَى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقْدَمُ أَمَامَهَا فَوْقَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجِمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَّ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجِمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقْبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

১৬৩১. যুহরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মিনার মসজিদের নিকটবর্তী জামরায় রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কংকর মারতেন তখন সাতটি পাথরের টুকরা মারতেন। প্রতিটি পাথর খন্ড

নিষ্ক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর বলতেন, তারপর সামনের দিকে এগিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দোআ করতেন। তিনি সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতেন। তারপর জামরায়ে সানিয়া বা দ্বিতীয় জামরাতে গিয়ে সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর নিষ্ক্ষেপের সময় তাকবীর বলতেন। তারপর সেখান থেকে বাঁদিকে উপত্যকা সংলগ্ন স্থানে অবতরণ করতেন এবং কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করতেন ও দু'হাত তুলে দোআ করতেন। তারপর সবশেষে তিনি আকাবার নিকটবর্তী জাম রায় যেতেন এবং সেখানেও সাতটি কংকর নিষ্ক্ষেপ করতেন। প্রতিটি পাথর মারার মুহূর্তে তাকবীর বলতেন। তারপর সেখানে অপেক্ষা করতেন। যুহরী (র) বর্ণনা করেছেন, আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে তাঁর পিতার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে উমর (রা) এ কাজগুলো করতেন।

১৪২-অনুচ্ছেদ : কংকর মারার পর খোশবু লাগানো এবং তাওয়াফে যিয়ারতের আগে মাথা মুড়ানো।

১৬৩২. عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ مَاتَيْنِ حِينَ أُحْرِمَ وَلِحْلِهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يُطَوَّفَ وَبَسَطْتُ يَدَيْهَا.

১৬৩২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের হাত দু'খানা প্রসারিত করে বললেন, আমি আমার এ দু'হাতেই মহানবী (স)-এর ইহরাম বীধার সময় এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে ইহরাম খোলার সময় তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।

১৪৩-অনুচ্ছেদ : বিদায়ী তাওয়াফ।

১৬৩৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونُوا الْخِرَ عَهْدِهِم بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِفَ عَنِ الْحَائِضِ.

১৬৩৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের শেষ কাজ হবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ৩৬ করা, তবে এ হুকুম ঋতুবতী মেয়েদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।

১৬৩৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ -

৩৬. সবশেষে বায়তুল্লাহর তাওয়াফকে তাওয়াফে সুদূর বা বিদায়ী তাওয়াফ বলা হয়। মক্কায় আগত বহিরাগত হাজীদের এ তাওয়াফ করা ওয়াজিব। ইমাম নববীর মতে এটি ওয়াজিব এবং এ তাওয়াফ না করলে তাকে একটি সম বা কোরবানী দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

১৬৩৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায আদায় করে অল্প কিছু সময় মুহাসসাৰ উপত্যকায় নিদ্রা গেলেন। তারপর সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর দিকে যাত্রা করলেন এবং সেখানে পৌছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, অর্থাৎ সবশেষে তাওয়াফ যিয়ারত করলেন।

১৪৪-অনুচ্ছেদ : তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন মহিলার হায়েয হলে।

১৬৩৫. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيْرٍ زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ حَاضَتْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَابِسْتَنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا اِذَا.

১৬৩৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হুয়াই-এর কন্যা সাফিয়্যা হায়েয শুরু হলে সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বলা হলে তিনি বললেনঃ সে (সাফিয়্যা) কি আমাদের যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে? সবাই বলল, তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারতের কাজ সেরে নিয়েছেন। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে আর বাধা নেই।

১৬৩৬. عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفَرُوا قَالُوا لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَّعَ قَوْلَ زَيْدٍ قَالَ إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَاسْتَلُوا فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سَلِيمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ.

১৬৩৬. ইকরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাওয়াফে যিয়ারত করার পর যে মহিলার হায়েয এসেছে তার (করণীয়) সম্পর্কে মদীনাবাসীগণ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাদের বললেন, সে মহিলা রওয়ানা হয়ে যাবে। তারা বলল, আমরা আপনার কথা গ্রহণ করতে পারি না এবং যায়েদ (ইবনে ছাবেত)-এর কথাও পরিত্যাগ করতে পারি না। তখন তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, তোমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার লোকদের জিজ্ঞেস করবে। সুতরাং তারা মদীনায় এসে জিজ্ঞেস করল। তারা যাদেরকে জিজ্ঞেস করল তাদের মধ্যে উম্মে সুলায়েম (রাঃ)-ও ছিলেন। তিনি তাদেরকে সাফিয়্যার ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারতের পর হযরত সাফিয়্যার হায়েয দেখা দিলে নবী (সঃ) তাঁকে বিদায়ী তাওয়াফের সুযোগ না দিয়েই মদীনার দিকে যাত্রা করেছিলেন।

৩৭. তাওয়াফে যিয়ারত হল হজ্জের একটি রুকন। তাওয়াফে যিয়ারত ছাড়া হজ্জ পূর্ণ হতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা “সে কি আমাদের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারিণী? এর অর্থ হল, তার হায়েয এসে থাকলে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না। কিন্তু তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এটি হজ্জের রুকনের অন্তর্ভুক্ত।

১৬৩৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَنَفَّرَ إِذَا أَفَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَتَنَفَّرُ كُمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رُخِّصَ لَهُنَّ -

১৬৩৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাওয়াফে যিয়ারত করার পর কোন স্ত্রীলোকের যদি হায়েয দেখা দেয় তাহলে [নবী (সঃ) কর্তৃক] তাকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণনাকারী (তাইস) বলেন, আমি (এ বিষয়ে) ইবনে উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, ঋতুবতী রওয়ানা হয়ে যাবে না। পরে আবার তাঁকে বলতে শুনেছি, হায়েযস্বদের রওয়ানা হয়ে যাওয়ার জন্য নবী (স) অনুমতি দিয়েছেন।

১৬৩৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَحَاضَتْ هِيَ فَتَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ مَا كُنْتُ تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ لِيَأْتِيَ قَدِمْنَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَخْرَجَنِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَى بِعُمْرَةٍ وَمَوَعِدُكَ مَكَانٌ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيْمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقَرِي حَلَقِي إِنَّكَ لِحَاسِنَتُنَا أَمَا كُنْتُ طُفْتُ يَوْمَ الْبُحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ أَنْفِرِي فَلَقِيْتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ .

১৬৩৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে নবী (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। নবী (সঃ) মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করলেন। তাঁর সাথে কোরবানীর পশু ছিল, তাই তিনি ইহরাম খুললেন না। তাঁর স্ত্রী ও সাহাবাদের মধ্যে যারা তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরাও তাওয়াফ করলেন এবং বীদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল না তারা সবাই ইহরাম খুলে ফেললেন। বর্ণনাকারী আসওয়াদ বলেন, তাঁর (আয়েশার) হায়েয দেখা দিল। আমরা হজ্জের সকল আরকান আদায় করলাম। পরে লাইলাতুল হাসাবা অর্থাৎ যাত্রা করার রাত এলে তিনি

(আয়েশা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! একমাত্র আমি ছাড়া আপনারা সাবাই হজ্জ ও উমরা উভয়টিই আদায় করে প্রত্যাবর্তন করছেন। এ কথা শুনে তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যে রাতে মক্কা এসেছি সে রাতে তুমি কি তাওয়াফ করিনি? তিনি বললেন, হাঁ করিনি।* তখন নবী (সঃ) বললেন, এখন তোমার ভাইয়ের সাথে তান'ঈম (নামক জায়গায়) চলে যাও এবং সেখান থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে (উমরা আদায় করে) নাও। উমরা শেষে অমুক জায়গায় ফিরে আসবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি (আমার ভাই) আবদুর রহমানের সাথে তান'ঈমে গেলাম এবং (সেখান থেকে) উমরার ইহরাম বঁধলাম। এ সময় সাফিয়া বিনতে হুয়াই (ইবনে আখতাব)-এর হায়েয দেখা দিল। নবী (সঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধ্যা, মাথামুড়া মহিলা, তুমি দেখছি আমাদের আটকিয়ে ফেললে! কোরবানীর দিন কি তুমি (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করেছিলে? তিনি বললেন, হাঁ করেছিলাম। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে কোন অসুবিধা নাই, এখন যাত্রা কর। (আয়েশা বর্ণনা করেন, উমরা শেষে ফিরে) আমি তাঁর সাথে মিলিত হলাম। তিনি মক্কার উচ্চভূমিতে আরোহণ করেছেন আর আমি অবতরণ করছি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি আরোহণ করছি আর তিনি অবতরণ করছেন।

১৪৫-অনুচ্ছেদ : প্রত্যাবর্তনের দিন আবতাহ নামক জায়গায় আসরের নামায আদায় করা।

১৬৩৯. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَنِي بِشَيْئٍ عَقَلْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيَّنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنَى قُلْتُ فَإِنَّ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ أَفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرًاؤُك.

১৬৩৯. আবদুল আযীয ইবনে রুফাই (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, নবী (সঃ) থেকে স্মরণ করে রেখেছেন এমন কিছু আমাকে অবহিত করুন। তিনি তারবিয়ার দিন অর্থাৎ যিলহজ্জের আট তারিখে যোহরের নামায কোথায় আদায় করেছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, 'মিনাতে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যাত্রা করার দিন আসরের নামায তিনি কোথায় পড়েছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, আবতাহ নামক জায়গাতে। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের আমীরগণ (আমীয়ে হজ্জ) যেমন করেন তোমরাও তেমনটি কর।

১৬৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

* অধিকাংশ বর্ণনায় 'লা' (না) আছে, কিন্তু আল মুস্তামিলী থেকে আবু যার যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তাতে 'বাল্লা' (হাঁ) শব্দ এসেছে। এখানে শব্দটি 'না' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ : 'হা' আমি তাওয়াফ করিনি' - (সম্পা.)।

১৬৪০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়ার পর কিছু সময়ের জন্য মুহাস্সাবে (আবতাহে) নিদ্রা গিয়েছেন এবং পরে সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লায় গিয়ে তাওয়াফ করেছেন।

১৪৬-অনুচ্ছেদ : মুহাস্সাব।

১৬৪১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنَزَلًا يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لَخُرُوجِهِ تَعْنِي الْإِبْطَاحَ .

১৬৪১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তা হল একটি মনযিল, যেখানে নবী (স) অবতরণ করতেন যাতে বেরিয়ে যাওয়া সহজতর হয়। এর দ্বারা তিনি (আয়েশা) আবতাহকে বুঝিয়েছেন।

১৬৪২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنَزَلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ

১৬৪২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাস্সাবে অবতরণ ও অবস্থান কিছুই না (অর্থাৎ হজ্জের কোন আরকান নয় যা অবশ্য করণীয়), বরং এটি একটি জায়গা, রসূলুল্লাহ (সঃ) এখানে অবতরণ করেছিলেন।

১৪৭-অনুচ্ছেদ : মক্কায় প্রবেশের পূর্বে যু-তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা এবং মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যুল-হুলাইকার বাতহাতে অবতরণ করা।

১৬৪৩. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنَخِ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فَبَدَأَ بِهِ ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا ثَلَاثًا سَعْيًا وَارْبَعًا مَشْيًا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنَزَلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْخُبُ بِهَا -

১৬৪৩. নাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রা) দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত যু-তুয়া নামক জায়গাতে রাত যাপন করতেন, অতঃপর মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত পাহাড়টির

দিক থেকে প্রবেশ করতেন। যখনই তিনি হজ্জ বা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় আসতেন তখন মসজিদে হারামের দরজার সামনে ছাড়া উট বসাতেন না। তারপর খানায় কা'বাতে যেতেন এবং হাজ্জের আসওয়াদের নিকট থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করতেন, মোট সাতবার তাওয়াফ করতেন। তিনি প্রথম তিন তাওয়াফে দৌড়াতেন এবং (পরের) চার তাওয়াফে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন। তাওয়াফ শেষ করে দুই রাকআত নামায আদায় করতেন এবং নিজের অবস্থানের জায়গায় ফিরে যাওয়ার আগে সাফা-মারওয়ার দিকে যেতেন ও তাওয়াফ করতেন। আর হজ্জ বা উমরা সমাপ্ত করে ফেরার সময় তিনি যুল-হলাইফা উপত্যকার বাতহা নামক জায়গায় অবরতণ করতেন যেখানে নবী (সঃ) উট বসাতেন, (ঠিক) সেই জায়গায় উট বসিয়ে দিতেন।

১৬৪৪. عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِهَا يَغْنِي الْمُحَصَّبَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمَقْرِبَ قَالَ خَالِدٌ لَا أَشْكُ فِي الْعِشَاءِ وَيَهْجَعُ هَجْعَةً وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ

১৬৪৪. খালিদ ইবনুল হারিস (রঃ) থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহকে মুহাসসাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি নাফে (রা)-এর সূত্রে আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ), উমর এবং ইবনে উমর (রা) সেখানে থেমেছেন। নাফে থেকে আরো বর্ণিত যে, ইবনে উমর (রা) সেখানে অর্থাৎ মুহাসসাবে যোহর ও আসরের নামায পড়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, মাগরিবের নামাযও পড়েছেন। খালিদ (ইবনে হারিস) বলেছেন, এশা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। সেখানে তিনি অল্প কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। এ বিষয় ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকেই বর্ণনা করেছেন।

১৪৮-অনুচ্ছেদঃ মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যে ব্যক্তি যু-তুয়া উপত্যকায় থামে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসা, হাম্মাদ, আইয়ুব ও নাফে'র মাধ্যমে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখনই (মক্কায়) আগমন করতেন তখনই যু-তুয়া উপত্যকায় রাত যাপন করতেন এবং সকাল হলে (মক্কায়) প্রবেশ করতেন। আবার যখন (মক্কা থেকে) ফিরতেন তখনও যু-তুয়া উপত্যকায় যেতেন এবং সেখানে অবতরণ করে রাত যাপন করতেন ও ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। আর তিনি বলতেন, নবী (সঃ) এরূপই করতেন।

১৪৯-অনুচ্ছেদ : হজ্জের মওসুমে ব্যবসা করা এবং জাহিলী যুগের বাজারসমূহে কেনা-বেচা করা।

৩৮. জাহিলিয়াতের সময় আরবে চারটি প্রসিদ্ধ বাজার ছিল। ঐগুলো হল-উকায, যুল-মাজাজ, মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে মায়রায বাহরানের নিকট অবস্থিত মাজারা এবং মক্কা থেকে ইয়ামানের পথে কিছু দূরে

১৬৪৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ نُوَالِمَجَارَ وَعُكَاطُ مَتَجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَانَتْهُمْ كَرَهُوْا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ .

১৬৪৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে যুল-মাজায ও উকাযে লোকদের ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। ইসলামের আগমনের পর মুসলমানগণ সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল মনে করল না। তখন এ আয়াত নাযিল হলঃ “এ ব্যাপারে কোন দোষ নাই, যদি হজ্জের মওসুমে তোমরা (ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে) তোমাদের রবের করুণা অনুসন্ধান কর।”

১৫০-অনুচ্ছেদ : শেষ রাতে মুহাসসাব থেকে যাত্রা করা।

১৬৪৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا أَرَانِي إِلَّا حَاسِبَتَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا قَدُمْنَا أَمَرْنَا أَنْ نَحْلَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَلْقَى عَقْرَى مَا أَرَاهَا إِلَّا حَاسِبَتَكُمْ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ قَالَ فَأَعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا فَلَقِيْنَاهُ مُدْلِجًا فَقَالَ مَوْعِدُكَ مَكَانٌ كَذًا وَكَذَا.

১৬৪৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের রাতে সাফিয়ার হায়েয হলে সে বলল, আমি মনে করতাম যে, আমি তোমাদের আটকিয়ে দেব। নবী (সঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘বন্ধা, মাথা মুড়া, সে কি কোরবানীর দিন তাওয়াফ (যিয়ারত) করেনি? জবাবে বলা হল, হ্যাঁ করেছেন। তিনি (সঃ) বললেন,

হবাশা। এ চার বাজার ছিল আরবের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এখানে যেমন নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় পণ্য-স্রবাসামগ্রী পাওয়া যেত, তেমনি আরব উপদ্বীপের সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহও এগুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। এসব কেন্দ্রেই নারী ও শরাবের পসরা বসতো, কবিতার আসর জমতো, দাসদাসীদের ক্রয় বিক্রয় হত। অর্থাৎ বড় বড় অপরাধ ও পাপ কাজের সবগুলোই এসব জায়গায় অনুষ্ঠিত হত।

তাহলে রওয়ানা হয়ে যাও। আয়শা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (মক্কার দিকে) যাত্রা করলাম। হজ্জ আদায় করা ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা (মক্কা) উপনীত হলে তিনি (সঃ) আমাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। (হজ্জ শেষে মক্কা থেকে) প্রত্যাবর্তনের রাত এলে সাফিয়া বিনতে হয়াই (ইবনে আখতাব)-এর হায়েয হল। নবী (সঃ) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, মাথা মুড়া বন্ধ্য! আমি দেখছি সে তোমাদের আটকিয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি কোরবানীর দিন তাওয়াফ করেছ? তিনি জবাব দিলেন, করেছি। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে রওয়ানা হও। (আয়েশা বলেন), আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো (এখনও) ইহরাম খুলিনি। তিনি বললেন, তান'ঈম থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করে নাও। সুতরাং তার সাথে তাঁর ভাই (আবদুর রহমান)-ও গেলেন। (আয়েশা বলেন,) মহানবী (সঃ) ভোর রাতে বিদায়ী তাওয়াফের জন্য গেলে আমরা তখন তাঁর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, অমুক অমুক স্থানে আমার সাথে মিলিত হওয়ার জায়গা।

ابواب العمرة

(উমরার বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ: উমরা আদায় করা ওয়াজিব। উমরার মর্যাদা। ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, এমন কেউ নেই যার ওপর হজ্জ ও উমরা আদায় করা ওয়াজিব নয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর কিতাবে হজ্জের সাথে সাথে উমরা আদায়ের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর বাণী:

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ - البقرة ১৭৬

“আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ এবং উমরার নিয়ত করলে তা পূরা কর”
(আল-বাকারাহ: ১৭৬)।

১৬৬৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .

১৬৪৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এক উমরা আদায়ের পর পরবর্তী উমরা আদায় করা (এ দুই উমরার) মধ্যবর্তী গোনাহসমূহের জন্য কাফফারা। আর মকবুল হজ্জের (যে হজ্জ আল্লাহর কাছে কবুল হয়) পুরস্কারই হচ্ছে জান্নাত।

২-অনুচ্ছেদ: কেউ হজ্জ আদায়ের পূর্বে উমরা আদায় করলে।

১৬৬৮. عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عِكْرَمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ عِكْرَمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .

১৬৪৮ ইবনে জুরায়েজ (রঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) ইকরামা ইবনে খলিদ (রঃ) ইবনে উমরকে হজ্জ আদায়ের পূর্বে উমরা আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই। ইকরামা বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) হজ্জ আদায় করার আগে উমরা আদায় করেছিলেন।

৩- অনুচ্ছেদ: মহানবী (সঃ) কতবার উমরা আদায় করেছেন?

১৬৬৯. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا أَنَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَوةَ الضُّحَى قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٍ ثُمَّ قَالَ

لَهُ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ اَحَدُهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَّرْهَنَا اَنْ نَرَدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَجَرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا مَاهُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرَاتٍ اَحَدَهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ اَبَاعِدِ الرَّحْمَنُ مَا اعْتَمَرَ عُمَرَةً اِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ .

১৬৪৯. মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং উরওয়া ইবনে যুবায়ের মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আয়েশার কামরার পাশে বসে আছেন। আর লোকজন মসজিদের মধ্যে চাশভের নামায আদায় করছে। আমরা তাঁকে লোকদের এ নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বিদআত। উরওয়া ইবনে যুবায়ের তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী (সঃ) কতবার উমরা করেছেন? জবাবে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলেন, চারবার। তন্মধ্যে একবার রজব মাসে। আমরা তাঁর এ কথা প্রতিবাদ করা পসন্দ করলাম না। তিনি (মুজাহিদ) বলেন, আমরা (এ সময়) কামরার মধ্যে উম্মুল মুমিনীন আয়েশার দাঁতনের শব্দ শুনতে পেলাম। উরওয়া ডাকলেন, আম্মাজান, উম্মুল মুমিনীন! আবু আবদুর রহমান কি বলছেন তা কি আপনি শুনছেন না? তিনি বললেন, সে কি বলছে? উরওয়া বললেন, তিনি (আবু আবদুর রহমান) বলছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) চারবার উমরা আদায় করেছেন, তন্মধ্যে একবার করেছেন রজব মাসে। এ কথা শুনে তিনি (আয়েশা) বলেন, আবু আবদুর রহমানকে আল্লাহ রহম করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন কোন উমরা আদায় করেননি যার সাথে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) ছিলেন না। তবে তিনি (সঃ) রজব মাসে কখনো উমরা আদায় করেননি।

১৬৫০. عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجَبٍ .

১৬৫০. উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (রজব মাসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উমরা করা সম্পর্কে) আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রজব মাসে কখনও উমরা করেননি।

১৬৫১. عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ اَنَسًا كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَرْبَعًا عُمَرَةً الْحُدَيْبِيَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَعُمَرَةً مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحُهُمْ وَعُمَرَةً الْجِعْرَانَةَ اِذْ قَسَمَ غَنِيمَةً اَرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً .

১৬৫১. কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, নবী (সঃ) কতবার উমরা আদায় করেছেন? তিনি বললেন, চারবার ১। হদায়বিয়ার উমরা যা যুল-কা'দাহ মাসে আদায় করেছিলেন, যে সময় মুশরিকরা তাঁকে (মক্কায় প্রবেশ করতে) বাধা দিয়েছিল। এর পরবর্তী বছর যুলকা'দাহ মাসের উমরা যখন মুশরিকরা তাঁর সাথে সন্ধি করেছিল। আর (তৃতীয় হল) জি'রানার উমরা যা সম্ভবতঃ হনাইন যুদ্ধের সময় ছিল যখন নবী (সঃ) গীনমতের (যুদ্ধলব্ধ) অর্থ বন্টন করেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি (আনাস) জবাব দিলেন, একবার।

১৬৫২. عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّهُ وَمِنْ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةَ مَعَ حَجَّتِهِ .

১৬৫২. কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) -এর উমরা আদায় করা সম্পর্কে আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, একবার নবী (সঃ) উমরা আদায় করেছিলেন, যে সময় মুশরিকরা তাঁকে বাধা প্রদান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল, পরবর্তী বছর হদায়বিয়ার উমরা আদায় করেছিলেন, যুল-কা'দাহ মাসে (জিরানার) উমরা আদায় করেছিলেন এবং শেষবার হজ্জের সাথে উমরা আদায় করেছিলেন। ২

১৬৫৩. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ابْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةَ مَعَ حَجَّتِهِ .

১৬৫৩. হদবাহ ইবনে খালিদ (রঃ) হাম্মাম (রঃ) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাম্মাম) বলেছেন, নবী (সঃ) তাঁর হজ্জের সাথে যে উমরা আদায় করেছিলেন সেটা ছাড়া সব কয়টি উমরাই তিনি যুলকা'দাহ মাসে আদায় করেছিলেন। অর্থাৎ হদায়বিয়ার উমরা, পরবর্তী বছরের উমরা, জিরানার উমরা যেখানে তিনি হনায়নের গনীমতের সম্পদ বন্টন করেছিলেন এবং হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরা।

১৬৫৪. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْجَّ وَقَالَ سَمِعْتُ

১. নবী (সঃ) চতুর্থ উমরা তাঁর হজ্জের সময় আদায় করেছিলেন।

২. হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরাসহ যারা রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর আদায়কৃত উমরার সংখ্যা চারটি বলেন, তারা হদায়বিয়ার সন্ধির বছরের উমরাকেও গণনা করেন। আর যারা তিনটি বলেন, তারা হদায়বিয়ার বছরের উমরাকে গণনা করেন না। তাদের মতে এ বছর তো নবী (সঃ) মক্কায় প্রবেশ করতেই পারেননি। তাই ঐ বছর উমরা করা হয়েছে বলে ধরা হবে না।

الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْجَّ مَرَّتَيْنِ .

১৬৫৪. আবু ইসহাক (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উমরা সম্পর্কে আমি মাসরুফ, আ'তা ও মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্জ আদায় করার আগে যুল-কা'দাহ মাসে উমরা করেছেন। আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমি বারা ইবনে আযেব (রা)-কে বলতে শুনেছি, হজ্জ করার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সঃ) যুল-কা'দাহ মাসে দুবার উমরা করেছেন।

৪- অনুচ্ছেদঃ রমযান মাসে উমরা আদায় করা।

১৬৫৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَنَسَّيْتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْجَّ مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِجٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فَلَانٍ وَأَبْنُهُ لَزَوْجَهَا وَأَبْنُهَا وَتَرَكَ نَاضِجًا نَتَضَّعُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا قَالَ .

১৬৫৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আনসারদের এক স্ত্রীলোককে, যার নাম ইবনে আব্বাস (রা) বলেছিলেন, কিন্তু আমি (আতা) ভুলে গিয়েছি, বললেন, আমাদের সাথে তোমার হজ্জ করতে বাধা কি ছিল? সে বলল, আমাদের পানি বহনকারী একটি উট ছিল তাতে অমূকের পিতা ও তার পুত্র (স্ত্রীলোকটির স্বামী ও ছেলে) আরোহণ করে চলে গিয়েছে এবং অপর একটি পানি বহনকারী উট রেখে গিয়েছে, যার দ্বারা আমরা পানি বহন করে থাকি। এসব শুনে নবী (সঃ) বললেন, তাহলে রমযান মাস এলে তুমি উমরা আদায় করো।

৫- অনুচ্ছেদঃ মুহাসসাভের রাতে অথবা অন্য কোন সময়ে উমরা আদায় করা।

১৬৫৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِقِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلَ بِالْحَجِّ فَلْيَهْلُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَهْلَ بِالْعُمْرَةِ فَلْيَهْلُ بِالْعُمْرَةِ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجٍّ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَأَظْلَمَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَرْفُضِي عُمْرَتَكَ وَأَتَقْضِي رَأْسَكَ

وَأَمْتَشَطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَيْتُ بِعُمْرَةَ مَكَانَ عُمُرَتِي.

১৬৫৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যিল-হজ্জের চাঁদ উঠলে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা) রওয়ানা হলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা যারা হজ্জের ইহরাম বোধতে চাও তারা হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। আর যারা উমরার জন্য ইহরাম বোধতে চাও তারা উমরার ইহরাম বেঁধে নাও। যদি আমি কোরবানীর পশু সাথে না আনতাম তাহলে অবশ্যই উমরার ইহরাম বোধতাম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, (এ কথা শুনে) আমাদের কতেকে উমরার জন্য ইহরাম বোধল আবার কতেকে হজ্জের জন্য ইহরাম বোধল। যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছিল আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কিন্তু আরাফার দিন এলে আমি হয়েযগন্ত হয়ে পড়লাম। এ বিষয়ে আমি নবী (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, উমরা ছেড়ে দাও, মাথার বেণী খুলে ফেল এবং চুল আঁচড়ে হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। এরপর মুহাসসাবের রাত এলে তিনি (সঃ) (আমার ভাই) আবদুর রহমানকে আমার সাথে তান'ঈম পাঠালেন। আমি পূর্বের উমরার বদলে নতুন করে উমরার ইহরাম বোধলাম (এবং উমরা আদায় করলাম)। ৩

৬-অনুচ্ছেদঃ তান'ঈম ৩ থেকে উমরা করা।

১৬৫৭. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.

১৬৫৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে তাঁর সওয়ারীর পিছনে আয়েশাকে বসিয়ে তান'ঈম থেকে উমরা করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৬৫৮. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْلًا وَأَصْحَابَهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلَى قَدَمٍ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ أَهْلَيْتُ بِمَا أَهْلَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذْ لَاصِحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَقْصِرُوا وَيَحْلُوا الْأَمِنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مَنَى وَذَكَرَ أَحَدُنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَتَسَكَّتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهَّرَتْ وَطَافَتْ

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْتَ طَلِقٌ بِالْحَجِّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُخْرِجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ بْنُ جُعْفٍ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا فَقَالَ لَكُمْ خَاصَّةٌ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا بَلَّ لِلْأَبَدِ .

১৬৫৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ও সাহাবাগণ হজ্জের জন্য ইহরাম বোধলেন, কিন্তু শুধুমাত্র নবী (সঃ) ও তালহা (রাঃ) ছাড়া তাদের আর কারো সাথেই কোরবানীর পশু ছিল না। আর আলী (রা) যিনি ইয়ামান থেকে (হজ্জে) আগমন করেছিলেন-তীর সাথে কোরবানীর পশু ছিল। তিনি (আলী) বললেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও সেই উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছি। নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে তাদের হজ্জ উমরায় রূপান্তরিত করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন, যেন তারা তাওয়াক্ফ করে চুল ছেঁটে ইহরাম খুলে ফেলেন। তবে যাদের সাথে কোরবানীর পশু আছে তারা এরূপ করবে না। সাহাবারা বললেন, আমরা কামোদ্দিত্ত অবস্থায় মিনায় যাব এ কেমন কথা। এ কথা নবী (সঃ)-এর কানে পৌঁছলে তিনি বলেন, যদি আমি এ ব্যাপারে প্রথমেই জানতে পারতাম যা পরে জানতে পারলাম, তাহলে আমি কোরবানীর পশু সংগে আনতাম না। আর কোরবানীর পশু যদি সংগে না থাকত তাহলে ইহরাম খুলে ফেলতাম। এ সময় আয়েশা (রাঃ) হায়েযগ্ৰস্ত হয়ে পড়লেন। একমাত্র তাওয়াক্ফে বায়তুল্লাহ ছাড়া তিনি হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (আয়েশা) পবিত্র হলে (বায়তুল্লাহর) তাওয়াক্ফ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনারা হজ্জ ও উমরা উভয়টি আদায় করে ফিরবেন, আর আমি কি শুধুমাত্র হজ্জ করে ফিরব? তখন নবী (সঃ) আয়েশাকে তান'ঈমে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে আদেশ করলেন। এভাবে তিনি যিলহজ্জ মাসে হজ্জ আদায়ের পর সেখান (তান'ঈম) থেকে উমরা আদায় করলেন। আর সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জুশাম (রাঃ) আকাবাতে এমন সময় নবী (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন যখন তিনি কৎকর মারছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা (হজ্জের সাথে উমরা আদায় করা) কি বিশেষ করে আপনার জন্য? তিনি বললেন, না; বরং চিরদিনের জন্য (এটা একটা নিয়ম)।

৭-অনুচ্ছেদঃ হজ্জের পরে কোরবানী ছাড়াই উমরা আদায় করা।

১৬৫৯. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهْلَ بِحَجَّةٍ فَلْيُهْلْ وَلَوْ لَا أَتَى أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمِنْهُمْ

مَنْ أَهْلُ بَعْمُرَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلُ بِحَجَّةٍ وَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ بَعْمُرَةَ فَحَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ دَعِيَ عُمَرَتَكَ وَأَنْقَضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ فَقَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَرَادَهَا فَأَهْلْتُ بِبَعْمُرَةَ مَكَانَ عُمَرَتِهَا فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمَرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدًى وَلَا صَدَقَةً وَلَا صَوْمٌ .

১৬৫৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যিলহজ্জের চাঁদ উঠলে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সাথে হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের বলেন, কেউ উমরার ইহরাম বাঁধতে চাইলে বেঁধে নাও। আর কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চাইলে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও। আমি যদি সাথে কোরবানীর পশু না আনতাম তাহলে উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বাঁধতাম। সুতরাং তাদের কেউ উমরার ইহরাম বাঁধল আবার কেউ হজ্জের ইহরাম বেঁধে নিল। যারা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল আমি ছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত। পরে মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই আমি ঋতুবর্তী হয়ে পড়লাম। আরাক্ষার দিন এলে সেদিনও আমি নাপাক ছিলাম। তাই এ অবস্থার জন্য আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, উমরা ছেড়ে দাও। মাথা (বেগী) খুলে ফেল, চুল আচড়ে নাও এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধ। আমি তাই করলাম। মুহাসসাভের রাতে তিনি (সঃ) আমার সাথে আবদুর রহমানকে তান'ঈমে পাঠালেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) তিনি তাঁকে সওয়ালীতে নিজের পিছনে বসিয়ে নিলেন। তিনি পূর্বের উমরা (যা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন)-র স্থানে (পুনরায়) উমরার ইহরাম বাঁধলেন। এভাবে আগ্লাহ তাঁর হজ্জ ও উমরা উভয়টিই পূরণ করলেন। কিন্তু এর কোন ক্ষেত্রেই কোরবানী ও সদকা দিতে বা রোযা রাখতে হয়নি।

৮-অনুচ্ছেদঃ উমরার জন্য কষ্ট অনুপাতে সওয়াব বা পুরস্কার দেয়া হবে।

١٦٦. عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا ائْتِظِرِّي فَإِذَا طَهَرْتَ فَأَخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلِي ثُمَّ أَتَيْنَا بِمَكَانٍ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدَرٍ نَفَقَتِكَ أَوْ نَصَبِكَ .

১৬৬০. আসওয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আগ্লাহর রসূল! লোকেরা দু'টি অনুষ্ঠান (হজ্জ ও উমরা) পালন করে ফিরছে। আর আমি মাত্র একটি অনুষ্ঠান পালন করে ফিরছি। তখন তাঁকে বলা হল, অপেক্ষা কর। পরে যখন

তুমি (হায়েয থেকে) পবিত্র হয়ে যাবে তখন তান'ঈমে চলে যাবে এবং সেখান থেকে (উমরার) ইহরাম বেঁধে (উমরা আদায় করে) অমুক জায়গায় আমার সাথে মিলিত হবে। তবে সওয়াব বা পুরস্কার তোমার খরচ অথবা পরিশ্রম অনুপাতে হবে।

৯-অনুচ্ছেদঃ উমরা আদায়কারী উমরার তাওয়াক করেই যদি রওয়ানা হয়ে যায়, তবে ঐ তাওয়াক বিদায়ী তাওয়াকের জন্য যথেষ্ট কি না?

১৬৬১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلَيْنَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرْمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَاحْبَبْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدًى فَلَا وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ نَوَى قُوَّةَ الْهَدًى فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتُ فَمَنْعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ قُلْتُ لَا أَصَلَّى قَالَ لَا يَضُرُّكَ أَأَنْتِ مِنْ بَنَاتِ أَدَمَ كُتِبَ عَلَيْكَ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجِّكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكَهَا قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِثْنَى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اخْرُجْ بِأَخْتِكَ إِلَى الْحَرَمِ فَلْتَهْلُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا ائْتِظَرَكُمَا هَهُنَا فَاتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَعْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَأَرْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوجِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ .

১৬৬১. আরেশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের মাসে হজ্জের সম্মিলন স্থানের উদ্দেশ্যে (হজ্জের) ইহরাম বেঁধে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সাথে (মক্কার দিকে) রওয়ানা হলাম। সারিফ নামক জায়গায় উপনীত হলে নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদের বললেন, যার সাথে কোরবানীর জন্তু নেই সে উমরা করতে ভাল মনে করলে (নিজের ইহরাম) উমরা করে নাও। আর যাদের সাথে কোরবানীর জন্তু আছে তারা এরূপ করবে না। শুধু নবী (সঃ) ও তাঁর কিছু সংখ্যক সচ্ছল সাহাবার সাথে কোরবানীর জন্তু ছিল। সুতরাং তাদের হজ্জ উমরায় পরিণত হল না। এরপর এক সময় নবী (সঃ) আমার কাছে এলেন আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনি আপনার সাহাবাদের যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি। আমার তো উমরা করা চলবে না (ঋতুবতী)। তিনি বললেন, তোমরার কি হয়েছে? আমি বললাম, নামায আদায় করতে

পারছি না। তিনি বললেন, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। তুমি তো আদমের কন্যাদেরই একজন। তাদের জন্য যা নির্ধারিত তোমার জন্যও তাই নির্ধারিত আছে। সূত্রাং তুমি হচ্ছের অবস্থায়ই থাক। খুব সম্ভব আল্লাহ ওটিও (উমরাও) তোমাকে আদায়ের সুযোগ দিবেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ অবস্থায় থাকলাম এবং পরে আমরা মিনা থেকে যাত্রা করলাম এবং মুহাসসায়ে উপনীত হলাম। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় নবী (সঃ) আমার ভাই আবদুর রহমানকে ডেকে বললেন, তোমার বোনকে হেরেমে নিয়ে যাও। সেখান থেকে সে উমরার ইহরাম বীধবে। তারপর তোমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষ করে চলে আসবে। আমি এখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকব। আমরা মধ্য রাতে ফিরে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উমরা করেছ? আয়েশা বলেন, আমি বললাম, 'হী'। তখন তিনি সাহাবাদের যাত্রা করার ঘোষণা দিলেন এবং লোকজন রওয়ানা হয়ে গেল। ফজরের নামাযের পূর্বেই যারা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে নিয়েছিল, তারাও রওয়ানা হল এবং নবী (স)-ও মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

১০-অনুচ্ছেদঃ হচ্ছে যেসব কাজ করতে হয় উমরাতেও তাই করতে হয়।

১৬৬২. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخُلُقِ أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ فَقُلْتُ لِعُمَرَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَي سِرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ قُلْتُ نَعَمْ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ عَطِيطٌ وَأَحْسَبُهُ قَالَ كَفَطِيطُ الْبَكْرِ فَلَمَّا سَرَى عَنْهُ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرُ الْخُلُقِ عَنْكَ وَالْقِيَ الصُّفْرَةَ وَأَصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ .

১৬৬২. সাফওয়ান ইবনে ইয়াল্লা ইবনে উমাইয়া (রঃ) তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর জিরানা অবস্থানকালে এক ব্যক্তি হলুদ রঙের অথবা খালুক অথবা সুফরা জাতীয় সুগন্ধিযুক্ত একটা জুবা পরিহিত অবস্থায় এসে [নবী (সঃ)-কে] বলল, আপনি উমরাতে আমাকে কি কি কাজ করার নির্দেশ দেন? এ সময় আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি ওহী নাযিল করলেন। একখানা কাপড় দ্বারা তাঁকে ঢেকে দেওয়া হল। ইয়াল্লা (রাঃ) বললেন, আমি উমরকে বললাম, আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেছেন এমন অবস্থায় আমি তাঁকে দেখতে চাই। উমর (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি কি এমন অবস্থায় নবী (সঃ) -কে দেখতে উৎসাহী যখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল

করছেন? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি কাপড়ের এক দিক উচু করলেন। আমি দেখলাম, তিনি শব্দ করছেন। আমার মনে হয় তিনি (ইয়ালা) বলেছিলেন, জোয়ান উটের মত শব্দ। এ অবস্থা (তীর থেকে) দূরীভূত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উমরা সম্পর্কে প্রশংসাকারী কোথায়? তুমি তোমার গায়ের জুবা খুলে ফেল, খালুকের সুগন্ধি ধুয়ে ফেল এবং সুফরা (হলুদ রং) পরিষ্কার কর। তারপর হজ্জে যেমন কর, উমরাতেও তেমনি কর।^৩

১৬৬২. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يَهْلُونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةَ حَنُوقْدَيْمٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ زَادَ سَفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

১৬৬৩. হিশাম ইবনে উরওয়া (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) -কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অতিমত কি? আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমি বললাম, আল্লাহর বাণীঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ -

নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যদি কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করে, এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করে তার জন্য কোন গোনাহ নেই। আর কেউ আগ্রহ সহকারে কোন কল্যাণকর কাজ করলে আল্লাহ তা জানেন এবং তার মূল্য দেন” (আল-বাকারাহঃ ১৫৮)।

৩. উমরার আরকান ৪টিঃ (১) ইহরাম বীধা (২) বাইতুল্লাহ তাওরাফ করা (৩) সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা ও (৪) মাথা কামানো বা চুল কাটা। হজ্জের ফরয ৩টিঃ ইহরাম বীধা, তাওরাফে বিয়ারত ও আরাকাতের অবস্থান করা। এ হাদীসে উমরাকে হজ্জের অনুকরণ বলা হয়েছে। এর অর্থ হলোঃ- হজ্জে যেসব বিধিনিষেধ আছে উমরাতেও তাই, যেমন সুগন্ধি ব্যবহার, রঙ্গিন পোশাক পরা ইত্যাদি।

আমার মনে হয়, এ আয়াতের অর্থ এই যে, যদি কেউ এ দুই পাহাড়ের মাঝে সাঈ না করে তাহলে তাতে তার কোন গোনাহ হবে না। আয়েশা (রা) বললেন, ‘তুমি যা বলেছ কখনো তা নয়। তুমি যা বলেছ তাহলে আয়াতটি এরূপ হতো “ফালা জুনাহা আন লা ইয়াতাতাওয়াফা বিহিয়া” অর্থাৎ “এ দু’টির মাঝে তাওয়াফ না করলে তার কোন গোনাহ হবে না।” আনসারদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কেননা তারা (আনসাররা) মানাত মূর্তির জন্য ইহরাম বঁধতো। আর মানাত (দেবতার মূর্তিটি) কাদীদ নামক জায়গার সামনে অবস্থিত ছিল। তাই আনসাররা (জাহেলী যুগে) সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করতে ঝিখাবোধ করত। ইসলামের আগমন ঘটলে তারা এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) -কে জিজ্ঞেস করলে আত্মাহ নাযিল কবলেনঃ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ نَمَنُ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আত্মাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যদি কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করে, এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করে তার জন্য কোন গোনাহ নেই। আর কেউ আত্মাহ সহকারে কোন কল্যাণকর কাজ করলে আত্মাহ তা জানেন এবং তার মূল্য দেন” (আল-বাকারাহঃ ১৫৮)।

সুফিয়ান ও আবু মুআবিয়া..... হিশামের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ না করলে আত্মাহ কোন ব্যক্তির হজ্জ বা উমরা পূর্ণাঙ্গ করেন না।

১১-অনুব্ধেদঃ উমরাকারী কখন ইহরাম খুলবে? আতা (র) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে তাদের হজ্জ ও উমরা করে নিতে এবং তাওয়াফ করতে ও চুল ছেঁটে তারপর ইহরাম খুলতে বলেছিলেন।

١٦٦٤. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ فَاتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَاتَيْنَاهُمَا مَعَهُ وَكُنَّا نَشْتَرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يُرْمِيَهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا قَالَ فَحَدَّثَنَا مَا قَالَ لِحَدِيثَةٍ قَالَ بَشَرُوا لِحَدِيثَةٍ بَبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

৫. এ ক্ষেত্রে তাওয়াফের অর্থ হল বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ করা। কেননা জাবের (রা) এ ব্যাপারে দৃঢ় মত পোষণ করতেন যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফের আগে উমরা আদারকারীর জন্য তার স্বীয় কাছ থেকে বাওয়া হালাল নয়। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াফ বলতে এখানে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ বুঝানো হয়েছে।

১৬৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (এক সময়) রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরা করলে আমরাও তাঁর সাথে উমরা করলাম। তিনি মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফ করলে আমরাও তাঁর সাথে তাওয়াফ করলাম। এরপর তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে গেলে আমরাও তাঁর সাথে সেখান গেলাম। আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে (সব সময়) আড়াল করে রাখছিলাম যাতে কেউ তাঁর প্রতি তাঁর বর্ষণ করতে না পারে। বর্ণনাকারী (ইসমাঈল) বলেন, আমার এক বন্ধু তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে) জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন? তিনি বললেন, না। আমার বন্ধু আবার তাঁকে বললেন, তিনি (সঃ) খাদীজা (রা) সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আমার কাছে বলুন। নবী (সঃ) বলেছিলেন, খাদীজাকে বেহেশতের মধ্যে মোতির দ্বারা নির্মিত এমন একটি ঘরের সুসংবাদ দাও যেখানে কোন প্রকার হৈ চৈ বা সোরগোল থাকবে না এবং কোন প্রকার কষ্টও থাকবে না।

১৬৬৫. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَاتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرِبْنَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

১৬৬৫. আমার ইবনে দীনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা) - কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম— যে উমরা আদায় ব্যাপদেশে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করেনি, সে কি নবী সহবাস করতে পারবে? ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, নবী (সঃ) মক্কায় আসলেন এবং সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের পাশে দুই রাকাত নামায পড়লেন। তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার তাওয়াফ করলেন। আর তোমাদের জন্য তো আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- কেও একই কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ তার নবীর কাছে যাবে না।

১৬৬৬. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيحٌ فَقَالَ أَحْجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا أَهْلَكَ قُلْتُ لَبِيكَ يَا هَلَالٌ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْسَنْتَ طُفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَهْلُ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ فَيْسٍ فَقُلْتُ رَأْسِي

ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُقْتَبَى بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ
إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَنَاءُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَاءُ
لَمْ يَحِلْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ .

১৬৬৬. আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আল-বাতহা নামক জায়গায় নবী (সঃ) -এর কাছে উপস্থিত হলাম। নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হজ্জের সংকল্প করছ? আমি বললাম, 'হী'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি বলে ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, 'লাওয়াইকা বি ইহলালিন কা ইহলালিন নাবিয়্যি (সঃ)' (হে আল্লাহ) নবী (সঃ) যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও অনুরূপ ইহরাম বেঁধে উপস্থিত হয়েছি বলে ইহরাম বেঁধেছিলাম। তিনি বললেন, অতি উত্তম করছ এরপর বায়তুত্বাহ ও সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করে নাও এবং ইহরাম খুলে ফেল। তাই আমি বায়তুত্বাহ ও সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করলাম এবং পরে কায়েস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বীধলাম। আমি এভাবেই (অর্থাৎ যেভাবে হজ্জ ও উমরা আদায় করলাম) উমরের খিলাফতকাল পর্যন্ত কতোয়্যা দিতে থাকলাম। অতপর উমর (রাঃ) বললেন, যদি আমরা আত্বাহর কিতাব গ্রহণ করি তবে তা আমাদেরকে পূর্ণ করতে আদেশ দেয়। আর যদি নবী (সঃ)-এর সূরাত গ্রহণ করি তাহলে দেখতে পাই যে, যতক্ষণ না কোরবানীর পশু তার যথাস্থানে পৌঁছেছে ততক্ষণ তিনি ইহরাম খুলেননি।

١٦٦٧. عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَرْتُ (مَرَّتْ) بِالْحَجُّونِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهَرْنَا قَلِيلَةً أَزْوَادُنَا فَاغْتَمَرْتُ أَنَا وَأَخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَقُلَانٌ وَقُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعِشِيِّ بِالْحَجِّ .

১৬৬৭. আবুল আসওয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু বকর (রাঃ)-র কন্যা আসমার আবাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইবনে কায়সান তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আসমাকে বলতে শুনতেন, "আত্বাহ তাঁর রসূলের প্রতি রহমত বর্ণন করুন। " যখনই আমি এ হাজুন নামক জায়গার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি তখন তাঁর (সঃ) সাথে এখানে সওয়াবী থেকে নেমে থেমেছি। ঐ সময় আমাদের সামান ছিল স্বল্প। আমাদের সওয়াবী ছিল কম, সফরের সরলও (খাদ্যদ্রব্য) ছিল অতি অল্প। আমি ও আমার বোন আয়েশা, যুবায়ের ও অমুক অমুক উমরা আদায় করলাম। অতঃপর আমরা যখন বায়তুত্বাহ তাওয়াফ করলাম তখন ইহরাম খুলে ফেললাম এবং সন্ধ্যাকালে আবার হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নিলাম।

১২-অনুচ্ছেদঃ হজ্জ, উমরা বা জিহাদ থেকে কিরে এসে কি বলবে?

১৬৬৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَتَيْبُونَ تَأْتِبُونَ عَابِتُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

১৬৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন জিহাদ, হজ্জ কিংবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন প্রতিটি উচ্চভূমিতে তিনবার তাকবীর বলার পর বলতেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ্ লা শারীকা লাহ্, লাহল্ মূলকু ওয়া লাহল্ হামদু ওয়া হয়া আলা কুন্তে শাইয়িন্নি কাদীর। আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা লিরব্বিনা হামেদুনা সাদাকালাহ ওয়াদাহ ওয়া নাসারা আবদাহ ওয়া হাজ্জামাল আহযাবা ওয়াহদাহ।

“আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং একাকী সমস্ত শত্রুদলকে পরাস্ত করেছেন।”

১৩-অনুচ্ছেদঃ প্রত্যাবর্তনকারী হাজীদের স্বাগত জানানো এবং সে সময় এক বাহনে তিনজন একত্রে আরোহণ করা।

১৬৬৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ.

১৬৬৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মক্কা আগমন করলে বনি আবদুল মুত্তালিবের কয়েকজন বালক তাঁকে স্বাগত জানাল। তিনি (সঃ) তাদের একজনকে নিজ সওয়ারীতে সামনে ও অপর একজনকে পিছনে উঠিয়ে নিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদঃ সকাল বেলা বাড়ী পৌছা।

১৬৭০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشُّجْرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِبَيْتِ الْحَلِيفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

১৬৭০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হতেন তখন মসজিদে শাজারাতে নামায আদায় করতেন এবং যখন মক্কা থেকে ফিরতেন তখন উপত্যকার মধ্যখানে যুল-হলাইফাতে নামায আদায় করতেন এবং সেখানেই সকাল পর্যন্ত রাত কাটাতেন।

১৫- অনুচ্ছেদঃ বিকালে বা সন্ধ্যাকালে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করা।

১৬৭১. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدُوَّةً أَوْ عَشِيَّةً.

১৬৭১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) কখনও সফর থেকে ফিরে রাতে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন না। তিনি সকাল অথবা সন্ধ্যায়ই কেবল বাড়ীতে প্রবেশ করতেন।

১৬-অনুচ্ছেদঃ নিজ শহরে পৌঁছে রাতের বেলা বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।

১৬৭২. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا-

১৬৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সফর থেকে ফিরে রাতের বেলা নিজ বাড়ীতে নিজ পরিজনদের কাছে প্রবেশ করতেন নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।^৬

১৭-অনুচ্ছেদঃ মদীনার (নিজস্ব আবাস স্থলে) নিকটবর্তী হয়ে উটের (সওয়ারীর) গতি দ্রুত করা।

১৬৭৩. عَنْ أَنَسٍ كَانَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ (نَوَاحِي) الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا زَادَ الْحَارِثُ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حَبِهَا

১৬৭৩. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যখন কোন সফর থেকে ফিরে মদীনার উচ্চভূমি দেখতে পেতেন তখন উট দ্রুত চালাতেন আর বাহন অন্য কোন জন্তু হলেও তাকে তাড়া দিতেন। হমায়ের বর্ণনায় আছেঃ তিনি তাকে তাড়া দিয়েছেন মদীনার ভালোবাসায়।

১৮- অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا "দরজাসমূহ দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর"

(আল-বাকারাহঃ ১৮৯) ।

৬. এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা ফরজ, ওয়াজিব বা মাকরুহ তাহরীমী বলে পরিগণিত নয়। বরং শুধুমাত্র নিষেধাজ্ঞা যা দ্বারা এতটুকু বুঝানো হয়েছে যে, এ সময়ে প্রবেশ না করাই উত্তম।

১৬৭৪. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
فَإِنَّا كَانَتِ الْإِنصَارُ إِذَا حَجَّوْا فَجَآؤُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ
وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْإِنصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ
فَكَأَنَّهُ عُبِّرَ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَاتَّوَا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ.

১৬৭৪. আবু ইসহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ এ আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাখিল হয়েছিল। হজ্জ শেষে বাড়ী ফিরে আনসারগণ তাদের বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে (বাড়ীতে) প্রবেশ না করে বরণ পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন। এক আনসার ব্যক্তি (হজ্জ থেকে ফিরে) এসে তার বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে সবাই তাকে লজ্জা দিল ও ভৎসনা করলো, তখন এ আয়াতটি নাখিল হলঃ

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَاتَّوَا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

“এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা বাড়ীতে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। বরণ নেকী হল গোনাহর কাজ থেকে সাবধান থাকা ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি পরিহার করা। সুতরাং নিজেদের বাড়ীতে তোমরা সদর দরজা দিয়েই প্রবেশ কর। অবশ্য আল্লাহকে ভয় করতে থাক, সম্ভবতঃ এভাবেই সফলতা লাভ করতে পারবে (আল-বাকারাহঃ ১৮৯)।

১৯-অনুচ্ছেদঃ সফর কষ্ট-ক্লেশের অংশবিশেষ।

১৬৭৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ
يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعْجِلْ
إِلَى أَهْلِهِ.

১৬৭৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, সফর অর্থাৎ সফর বিশেষ। কেননা, সফর তোমাদের যে কোন লোকের যথাসময় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং নিদ্রার ব্যাপারে ব্যঘাত সৃষ্টি করে। সুতরাং সফরের প্রয়োজন শেষ হলেই বাড়ীতে ফিরে আসা উচিত। ৭

৭. এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে সফর করা ঠিক নয়। কারণ প্রয়োজন শেষ হলেই নবী (সঃ) বাড়ী ফিরতে বলেছেন। এ ছাড়াও আহর নিদ্রা ঠিকমত না হওয়ার কারণে বাস্ত্যহানি ছাড়াও নানা প্রকার অসুবিধা ও জটিলতা দেখা দিতে পারে।

২০-অনুচ্ছেদঃ সফর থেকে মুসাফিরকে যদি শীঘ্র বাড়ী ফেরার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে কি করবে?

১৬৭৬. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةٌ وَجَعٌ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

১৬৭৬. য়ায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) তাঁর পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-র সাথে মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে (তাঁর স্ত্রী) সাফিয়া বিনতে আবু উবায়দেদ সম্পর্কে তাঁর কাছে খবর পৌছল যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ। তখন ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং (সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পশ্চিম দিগন্তের) লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর সওয়াবী থেকে নেমে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করলেন। তারপর বললেন, আমি নবী (সঃ) -কে দেখেছি সফরে দ্রুত চলার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি মাগরিবকে দেবী করে এশা ও মাগরিবের নামায এক সাথে আদায় করতেন।

২১-অনুচ্ছেদঃ পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তি ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারী ব্যক্তি কি করবে তার হুকুম। আল্লাহর বাণীঃ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ (البقرة - ১৭৬)

“আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ ও উমরা আদায়ের নিয়ত করলে তা পূরা কর। আর যদি তোমরা কোথাও অবরুদ্ধ হয়ে পড় তাহলে কোরবানী যা যোগাড় করতে পারবে তা আল্লাহর সামনে পেশ কর (অর্থাৎ হেরেমে পাঠিয়ে দাও)। আর কোরবানী হেরেমে না পৌছা পর্যন্ত মাথা মুড়াবে না” (আল-বাকারাহঃ ১৯৬)।

২২-অনুচ্ছেদঃ উমরা আদায়কারী অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে তার বিধান।

১৬৭৭. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ قَالَ إِنْ صُدِّدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَلُ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَهْلًا بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ.

১৬৭৭. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। দুৰ্ব্বোধের সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) উমরার নিয়ত করে মক্কায় রওয়ানা হয়ে বললেন, যদি বায়তুল্লাহর পথে বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে (হদায়বিয়ার বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সাথে থেকে যা করেছিলাম (এ সময়ও) তা করবো। সুতরাং তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে নিলেন। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) হদায়বিয়ার বছরে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন।

১৬৭৮. عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كُلُّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِيَأْتِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا لَا يَضُرُّكَ إِلَّا تَحُجَّ الْعَامَ أَنَا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَ الْبَيْتِ فَفَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَذْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأَشْهَدَكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ عُمْرَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خَلَى بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَأَهْلًا بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلْ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ (دَخَلَ) يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى وَكَانَ يَقُولُ لَا نَحِلُّ حَتَّى نَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ نَدْخُلُ مَكَّةَ -

১৬৭৮. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ও সালাম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন, যে বছর (হাজ্জাজ) আবদুল্লাহ ইবনে যুবারের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করে সে সময় কয়েক দিন ধরে তাঁরা (তাদের পিতা) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে (হজ্জ না যাওয়ার জন্য) বুঝালেন। তাঁরা দু'জনে বললেন, এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, আপনার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা দাঁড় করানো হবে। এসব শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু কাকের কুরাইশরা বায়তুল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং নবী (সঃ) তাঁর কোরবানীর পশু কোরবানী করলেন এবং মাথা মুড়ে নিলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, আমি নিজের ওপর উমরাকে ওয়াজিব করে নিয়েছি, আল্লাহর ইচ্ছা হলে রওয়ানা হয়ে যাব। আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে যদি কোন বাধা না থাকে তাহলে আমি তাওয়াফ করবো। কিন্তু যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে নবী (সঃ) যেমন করেছিলেন আমিও তেমন করব। সে সময় তো আমি তাঁর (সঃ) সাথে ছিলাম। তিনি যুল-হলাইফা থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে নিলেন এবং কিছু সময় পথ চললেন। তারপর বললেন, হজ্জ ও উমরা উভয়টির নিয়ম তো একই। আমি তোমাদের

সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জ ও নিজের জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। সুতরাং তিনি হজ্জ ও উমরার ইহরাম তখন না খুলে কোরবানীর দিন খুললেন এবং কোরবানী দিলেন। তিনি বলতেন, আমরা ততক্ষণ ইহরাম খুলব না যতক্ষণ না একই সাথে মকায় প্রবেশের দিন হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য একটি তাওয়াফ করে নেই।

১৬৭৭. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَمْتُ بِهَذَا.

১৬৭৯. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-র কোন এক পুত্র তাকে বললেন, যদি আপনি এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বাড়ীতে অবস্থান করতেন (তাহলে তা আপনার জন্য কতই না ভালো হতো)।

১৬৮. عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ فَحَلَّقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا.

১৬৮০. ইকরামা (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, (হদায়বিয়ার বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মক্কা প্রবেশে বাধা প্রদান করা হলে তিনি মাথা মুড়িয়ে নিয়েছিলেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেছিলেন, কোরবানীর পশু কোরবানী করেছিলেন এবং পরবর্তী বছর উমরা করেছিলেন।

২৩-অনুচ্ছেদঃ হজ্জ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

১৬৮১. عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدَى أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

১৬৮১. সালেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে উমর (রাঃ) বলতেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সূনাতই তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় কি? তোমাদের কেউ হজ্জ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে এবং সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে সাফা-মারওয়ার সাঈদ করলে এবং ইহরাম খুলে ফেললে পরবর্তী বছর হজ্জ করবে। তখন সে কোরবানী করবে অথবা রোযা রাখবে যদি সে কোরবানীর পশু না পায়।

২৪-অনুচ্ছেদঃ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মাথা কামানোর আগেই কোরবানী করা।

১৬৮২. عَنْ الْمِسْوَرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ.

১৬৮২. মিসওয়্যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (হৃদায়বিয়ার বছর মক্কায় প্রবেশে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা মুড়িয়ে নেয়ার আগেই কোরবানী করলেন এবং সকল সাহাবাকেও অনুরূপ করতে নির্দেশ দিলেন।^৮

١٦٨٢. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَسَلَامًا كُلَّمَا عَبْدَ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ .

১৬৮৩. নাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে যু'আয়ের (রাঃ)-র বিরুদ্ধে হায্জাজের সৈন্য পরিচালনার বছরে আবদুল্লাহ ও সা'লেম উভয়েই তাদের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-কে হজ্জে যেতে বারণ করার জন্য তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আমরা (হৃদায়বিয়ার বছর) উমরার নিয়ত করে নবী (সঃ)-এর সাথে রওয়ানা হলে কুরাইশ কাফেররা বায়তুল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোরবানীর পশু যবেহ করলেন এবং মাথা মুড়িয়ে নিলেন। এসব করার পর তিনি ইহরাম খুলে ফেললেন।

২৫-অনুচ্ছেদ : যারা বলেন, অবরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর বদলা হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব নয় তাদের দলীল। রাওহ..... ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, বদলা হজ্জ করা ঐ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে হজ্জ ভঙ্গ করেছে। পক্ষান্তরে শরীয়তগ্রাহ্য কোন ওজর কিংবা অনুরূপ কোন কারণ প্রতিবন্ধক হলে ইহরাম খুলে ফেলবে এবং বদলা বা কাযা আদায় করতে হবে না। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে কোরবানীর পশু থাকলে এবং তা পাঠিয়ে দিতে না পারলে কোরবানী করবে। আর যদি পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয় তাহলে কোরবানীর পশু তার জায়গায় না পৌছা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারবে না। ইমাম মালেক ও অন্যান্যরা বলেছেন, যেখানেই অবস্থান করুক না কেন কোরবানী যবেহ করবে এবং মাথা মুড়িয়ে নেবে, তাকে কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা হৃদায়বিয়ার বছরে কোরবানীর পশু বায়তুল্লাহ পৌছার পূর্বে ও খানায় কা'বার তাওয়াফের পূর্বে নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ কোরবানী করেছিলেন, মাথা মুড়িয়েছিলেন এবং ইহরামমুক্ত হয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও এ কথা বর্ণিত নাই যে, নবী (সঃ) কাউকে কাযা করার কিংবা পুনরায় হজ্জ করার আদেশ প্রদান করেছিলেন। অথচ হৃদায়বিয়া হেরেমের বাইরে অবস্থিত।

৮. উপরোক্ত হাদীস বাহাত কুরআনের নির্দেশের সাথে সংঘর্ষশীল মনে হয়। কেননা বাধাপ্রাপ্ত বা অবরুদ্ধ ইহরামকারীদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে : “কোরবানীর পশু তার জায়গায় পৌছার পূর্বে তোমরা মাথা মুড়িয়ে নিও না।” এ আয়াতে কোরবানী করার কথা বলা হয়নি, বরং কোরবানীর পশু তার জায়গায় পৌছার কথা বলা হয়েছে। আর বাধাপ্রাপ্ত বা অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য তার জায়গা হলো যেখানে সে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ কুরআনের পরিপন্থী নয়, বরং পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্য রয়েছে।

১৬৮৪. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ حِينَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِّدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلًا بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَهْلًا بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ ثُمَّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْحَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُ وَأَهْدَى .

১৬৮৪. নাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ফেতনার বছর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে মক্কা যাওয়ার কালে বলেছিলেন, যদি আমি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে বীধাপ্রাপ্ত হই তাহলে (হদায়বিয়ার বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে থেকে যা করেছিলাম তাই করব। সুতরাং তিনি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বীধলেন। কেননা হদায়বিয়ার বছরে নবী (সঃ) উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) নিজের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে বললেন, উভয়টির (হজ্জ ও উমরা) নিয়ম তো একই। তারপর তিনি তাঁর সংগীদের বললেন, উভয়টির (হজ্জ ও উমরা) নিয়ম তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি উমরার সাথে হজ্জ ও আমার গুপ্ত ওয়াজিব করে নিয়েছি। তারপর উভয়টির জন্য তিনি একই তাওয়াফ করলেন এবং এটিকে যথেষ্ট মনে করলেন। তিনি কোরবানীর পশুও সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

২৬-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ تَصَدَّقَ .

“তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার কারণে অথবা মাথায় কোন কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকার কারণে মাথা মুড়িয়ে নেয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার রোযা রাখা, ফিদাইয়া দেয়া কিংবা কোরবানী করা উচিত” (বাকারা : ১৯৬)। এ তিনটির যে কোন একটি ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কিন্তু রোযা আদায় করলে তিনটি রোযা করতে হবে।

১৬৮৫. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ أَذًاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَلِّقْ رَأْسَكَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ أَوْ أَنْسُكْ بِشَاةٍ .

১৬৮৫. কা'ব ইবনে উজ্জরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, উকুন বোধ হয় তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। তিনি (কা'ব ইবনে উজ্জরা) বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি মাথা মুড়িয়ে ফেল, তারপর তিন দিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান কর কিংবা একটি বকরী কোরবানী কর।

২৭-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী اَوْصَدَقَةٌ এর ব্যাখ্যা হল
ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।

১৬৮৬. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَدِيثِيَّةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمَلًا فَقَالَ أَيُّذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَحْلِقْ رَأْسَكَ أَوْ قَالَ أَحْلِقْ قَالَ فِي نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ إِلَىٰ آخِرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقِ بَيْنِ سِنَّةٍ أَوْ نُسْكَ مِمَّا تَيْسَّرُ.

১৬৮৬. কা'ব ইবনে উজ্জরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হৃদয়বিয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পাশে দাঁড়ালেন। আমার মাথা থেকে উকুন পড়ছে দেখে তিনি বললেন, তোমার (মাথার) উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মাথা মুড়ে নাও। তিনি “মাথা মুড়ে নাও” অথবা “মুড়ে নাও” বললেন। কা'ব ইবনে উজ্জরা (রাঃ) বলেন, এ আয়াতটি আমার সম্পর্কেই নাখিল হয়েছে।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ ففِدِيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ.

“তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার কারণে অথবা মাথায় কোন প্রকার কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকার কারণে মাথা মুড়িয়ে নেয়, ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার রোযা অথবা ফিদইয়া দেয়া বা কোরবানী করা উচিত” (আল-বাক্বরা : ১৯৬)

তাই (মাথা মুড়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়ার পর) নবী (সঃ) বললেন, তিন দিন রোযা রাখা অথবা ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক পরিমাণ সদকা দাও অথবা সাধ্যমত কোরবানী করা।

২৮-অনুচ্ছেদ : ফিদইয়া হিসাবে দেয় খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ আধা ছা'।

১৬৮৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ حُمِلَتْ

৯. ফারাক তৎকালীন মদীনার একটা মাপ। মোট ষোল রতল বা দুই ছা'তে এক ফারাক। এ ফারাক মোটমুটিভাবে ছয় হটাক।

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاسَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى
الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ
شَاةً فَقُلْتُ لَا قَالَ فَصُمُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمُ سِنَّةً مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
نِصْفَ صَاعٍ.

১৬৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে মা'কেল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কা'ব ইবনে উজ্জরা (রাঃ)-র পাশে বসে তাকে ফিদইয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতদসংক্রান্ত আয়াত বিশেষভাবে আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর হকুম সাধারণভাবে তোমাদের সবার জন্য। আমি এমন অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নীত হলাম যে, আমার মাথা থেকে বারে বারে আমার মুখমন্ডলে উকুন পড়ছিল। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, আমার ধারণাও ছিল না যে, তোমার পীড়া এতদূর পৌছেছে যা এখন দেখছি। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমার ধারণাও ছিল না যে, তোমার কষ্ট এতদূর পৌছেছে, যা এখন দেখছি। তুমি কি একটা বকরী যোগাড় করতে পারবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনটি রোযা রাখো অথবা মাথাপিছু আধা ছা' করে ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য (গম) দান করো।

২৯-অনুচ্ছেদ : নুসুক অর্থ বকরী কোরবানী করা।

١٦٨٨. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ رَأَاهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَلَمْ يَتَّبِعْنِ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلُونَ بِهَا
وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفَدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَرَقًا بَيْنَ سِنَّةٍ أَوْ يُهْدَى شَاةٌ أَوْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

১৬৮৮. আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রঃ) কা'ব ইবনে উজ্জরা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এ অবস্থায় দেখলেন যে, উকুন (মাথা থেকে) তাঁর চেহারার ওপর পড়ছে। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উকুন কি তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তখন নবী (সঃ) তাঁকে মাথা মুড়ে ফেলতে আদেশ করলেন। তিনি (সঃ) সে সময় হদায়বিয়ায় অবস্থানরত ছিলেন। তাঁদের কাছেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট ছিল না যে, এখানেই তাঁদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে হবে। বরং তাঁরা মক্কায় প্রবেশের জন্য আগ্রহী ছিলেন। এ সময় আল্লাহ ফিদইয়া সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এক ফারাক খাদ্য (গম) ছয়জন মিসকীনের মধ্যে বন্টন করতে অথবা তিন দিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন।

৩০-অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী (فلا رفث) -এর (رفث) সম্পর্কে হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার আলোচনা।

১৬৮৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

১৬৮৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের ইচ্ছা আদায় করল, (এ সময়ে) স্ত্রী সহবাস করল না বা অশ্লীল কথাবার্তা বলল না সে এমন (নিষ্পাপ) হয়ে গেল যেমন মাতৃগর্ভ থেকে সদ্যজাত শিশু (নিষ্পাপ হয়ে জন্মে)।

৩১-অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী : لَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ : “হচ্ছে কোন প্রকার অশ্লীল আচরণ ও ঝগড়া বিবাদ নাই।”

১৬৭৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

১৬৯০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের ইচ্ছা করল এবং এ সময়ে স্ত্রীসহবাস করল না এবং কোন প্রকার গোনাহর কাজ করল না, সে একজন সদ্য প্রসূত শিশুর মত নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।

৩২-অনুবাদঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ আরো কিছু। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ نُوَاتِقَامُ أَحْلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ .

“হে ঈমানদারগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা কেউ শিকার করো না। যদি তোমাদের কেউ বেজায় এমন কাজ করে তাহলে যে পণ সে শিকার করেছে অনুরূপ একটি পণ নযর দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায় বিচারক ব্যক্তি ফয়সালা করবে এবং এ নযরানা কা'বায় পৌছাতে হবে। অথবা এ গুনাহর

কাফরারা হিসেবে কয়েকজন মিসকীনকে খাবার দিতে হবে অথবা এর সমান অনুপাতে রোযা রাখতে হবে। এটা তার কৃত অপরাধের সাজা স্বরূপ। পূর্বে যা কিছু হয়েছে আল্লাহ তা কমা করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ পুনরায় তা করে তাহলে আল্লাহ তার বদলা গ্রহণ করবেন। আল্লাহ সকলের ওপর বিজয়ী এবং বদলা গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারী। তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে—তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের ভোগের জন্য। আর যত দিন পর্বত ইহরাম অবস্থায় থাক, তত দিন তোমাদের জন্য স্থলচর শিকার ধরা হারাম করা হয়েছে, আর আল্লাহকে ভয় কর যার কাছে সমবেত করা হবে” (আল-মাইদা : ৯৫-৯৬)।

৩৩-অনুচ্ছেদ : মুহরিম (ইহরামধারী) নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি শিকার করে এবং মুহরিমকে উপহার হিসেবে পাঠায় তাহলে সে তা খেতে পারবে। ইবনে আব্বাস ও আনাস (রাঃ) শিকার ছাড়া অন্য কোন জন্তু যবেহ করায় মুহরিমের জন্য কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করেননি। যেমনঃ উট, বকরী, গরু, মুরগী ও ঘোড়া।

১৬৭১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابَهُ وَلَمْ يُحْرِمِ وَحَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ عَدُوًّا يَغْزُوهُ فَاَنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحِكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَتَنْظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ وَاسْتَعْنَتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نَقْطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَرْفَعُ فَرَسِي شَاوًا وَأَسِيرُ شَاوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِّنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ يَتَعَهَّنَ وَهُوَ قَائِلُ السَّقْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يُقْتَطَعُوا بِكَ فَاَنْتَظِرُهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلِقَوْمَ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

১৬৯১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতা হদায়বিয়ার বছর [নবী (সাঃ)-এর সাথে] গিয়েছিলেন। নবী (সঃ) ও সকল সাহাবা ইহরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু তিনি ইহরাম বাঁধেননি। নবী (সঃ)-কে বলা হল যে, এক শত্রুদল তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে চায়। নবী (সঃ) রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি আর কাতাদা তাঁর সাহাবাদের সাথে ছিলাম। তারা একে অপরের দিকে চেয়ে হাসছিলেন। আমি তাকিয়েই একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। আমি সেটা আক্রমণ করে বর্শা মেরে মাটিতে ফেলে

দিলাম এবং তাদের সহযোগিতা চাইলে সকলেই অস্বীকৃত হল। যাই হোক, পরে আমরা তার গোশত খেলাম এবং [এজন্য বিলম্ব হওয়ার কারণে নবী (সঃ) থেকে] বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করলাম। সুতরাং আমি নবী (সঃ)-কে তালাশ করতে থাকলাম। এজন্য আমি কখনো আমার ঘোড়াকে দ্রুত চালাচ্ছিলাম আবার কখনো ধীরে। ইতিমধ্যে রাতের মধ্যভাগে আমি গিকার গোত্রের এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোন জায়গায় নবী (সঃ)-কে ছেড়ে এসেছ? সে বলল, আমি তাঁকে তা'হেন নামক জায়গায়^{১০} সুকইয়াতে মধ্যাহ্নে নিদ্রারত অবস্থায় রেখে এসেছি। (সেখানে গৌছে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে ও আপনার প্রতি আল্লাহর রহমতের জন্য দো'আ করছে। তারা সবাই আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আশংকিত। অতএব আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একটি জংলী গাধা শিকার করেছি এবং তার অবশিষ্ট গোশত আমার কাছে আছে। নবী (সঃ) সবাইকে বললেন, তোমরা সবাই (এ গোশত) খাও। অথচ তারা সবাই মুহরিম (ইহরাম অবস্থায়) ছিলেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি শিকার দেখে হাসাহাসি করার কারণে অ-মুহরিম ব্যক্তি তা বুঝতে পেরে যদি জন্তুটিকে শিকার করে তাহলে তার হুকুম কি ?

১৬৭২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أَحْرَمْ فَأَنْبِئْنَا بِعَدُوِّ بَغِيْقَةٍ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ فَبَصَرَ أَصْحَابِي بِحِمَارٍ وَحَشٍ وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتَهُ فَاسْتَعْنَتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعَيِّنُونَنِي فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ أَرْقِعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِّنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَرَكْتُهُ بَتَغْمِينَ وَهُوَ قَائِلُ السَّقْيَا فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُكَ أَرْسَلُوا يَقْرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَانْتَهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّونَكَ فَانْظُرْهُمْ فَفَعَلَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْبَدْنَا حِمَارَ وَحَشٍ وَإِنْ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاذِلَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ كُلُّوْا وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

১০. মক্কা ও মদীনার মাঝখানে একটি জনপদের নাম সুকইয়া।

১৯৯২. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ (রঃ) তাঁর পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (পিতা) তাকে (পুত্রকে) বলেছেন, হৃদয়বিয়ার বছর আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। তাঁর সব সাহাবাই ইহরাম বীধা ছিলেন, কিন্তু আমি ইহরাম বীধি নাই। শায়কা নামক জায়গাতে শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা খবর পেয়ে তাদের উদ্দেশ্যে (তাদের মুকাবিলার জন্য) অগ্রসর হলাম। আমার সংগী সাহাবাগণ পথিমধ্যে একটা জঙ্গলী গাধা দেখে একে অপরের দিকে চেয়ে হাসতে থাকলে আমি তাকিয়েই সেটিকে দেখতে পেলাম এবং ঘোড়া ছুটিয়ে সেটিকে আক্রমণ করে বর্শা বিধিয়ে ফেলে দিলাম এবং পরে আমি তাদের (আমার সাথীদের সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা অসম্মতি প্রকাশ করলেন)। পরে আমরা তার গোশত খেলাম ও গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হলাম। আমরা, [নবী (সঃ) থেকে] বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে শংকিত ছিলাম। তাই আমি কোনো সময়ে ঘোড়া দ্রুত চালিয়ে এবং কোনো সময়ে স্বাভাবিক চালিয়ে যেতে থাকলাম। মধ্য রাতে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কোথায় রেখে এসেছ? সে বলল, তাঁকে তা'হেন নামক জায়গায় রেখে এসেছি। তিনি সেখান থেকে সুকইয়া নামক জায়গায় পৌঁছে মধ্যাহ্ন নিদ্রা যাচ্ছেন। পরে আমরা দ্রুত চলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হলাম এবং আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাহাবারা আপনাকে সালাম ও আল্লাহর রহমত (দো'আ) বলে পাঠিয়েছে। তারা এ ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছে যে, আপনার থেকে শত্রুরা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। সুতরাং তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। অতএব তিনি তাই করলেন। এ সময় আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা একটি জঙ্গলী গাধা শিকার করেছি। আমাদের কাছে এর অবশিষ্ট গোশত আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবাদের বললেন, তোমরা (এ গোশত) খাও। অথচ তারা সবাই সে সময় ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

৩৫-অনুবাদ : মুহরিম ব্যক্তি অ-মুহরিম ব্যক্তিকে শিকার জন্তু হত্যা করতে সাহায্য করবে না।

١٦٩٢. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاوُنَ شَيْئًا فَتَنَظَّرْتُ فَإِذَا حِمَارٌ وَحْشٌ يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوا لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشِمْرٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ فَآتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكْمَةِ فَعَقَرْتُهُ فَآتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُّوْا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوا فَآتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُّوْهُ حَلَالٌ.

১৬৯৩. আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা মদীনা থেকে তিন মারহালা (১ মারহালা ১৬ মাইল) দূরে আল কাহাহ্ নামক জায়গায় নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের অনেকে তখন মুহরিম (ইহরাম বীধা) ছিল এবং অনেকে অ-মুহরিম ছিল। আমি আমার বন্ধুদেরকে দেখলাম তারা পরস্পরকে কোন কিছু দেখাচ্ছে। আমি একটি জঙ্গী গাধা দেখতে পেলাম। (অধস্তন রাবী বলেন,) এ সময় তাঁর চাকুব পড়ে গেলে সবাই বলল, আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি, তাই এ ব্যাপারে তোমাকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি নিজে সেটি উঠিয়ে নিয়ে একটি টিলার আড়ালে গাধাটির কাছে গেলাম এবং (সেটিকে) গায়েল করে আমার বন্ধুদের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের কেউ কেউ বললো, খাও; আবার কেউ কেউ বলল, খেয়ো না। সুতরাং ওটি নিয়ে আমি নবী (সঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন আমাদের আগে। (আমি গিয়ে) এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, খাও, এ তো হালাল।^{১১}

৩৬-অনুচ্ছেদ : মুহরিম কোন অ-মুহরিমকে কোন শিকারের জন্তু দেখিয়ে দিবে না। কেননা তাহলে অ-মুহরিম সেটি শিকার করবে।

১৬৯৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقَى فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلَّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يُحْرَمَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذَا رَأَوْ حُمْرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمْرِ فَعَقَرَ مِنْهُمْ أَتَانًا فَنَزَلُوا فَآكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا فَقَالُوا أَنَاكُلُ لَحْمَ الصَّيْدِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْإِتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرَمَ فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَآكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا نَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا.

১১. (ক) ইহরাম অবস্থায় কোন বন্যজীব শিকার করা হারাম; ইশারা করাও হারাম; এমনকি শিকারীকে কোন প্রকার সাহায্য করাও হারাম। (খ) মুহরিমগণ কোনো শিকার দেখে হাসাহাসি করলো, আর তা দেখে অমুহরিম বুকে ফেললো এবং শিকার করলো, এতে কোন দোষ নেই।

১৬৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাঁকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) হচ্ছে রওয়ানা হলে তাঁরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। তাদের একদলকে অন্য পথে পাঠানো হল। আবু কাতাদা (রাঃ)-ও তাদের সাথে ছিলেন। নবী (সঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা সমুদ্রতীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে আমাদের সাথে মিলিত হবে। তারা সমুদ্রতীর ধরে অগ্রসর হয়ে যখন ফিরলেন, তখন একমাত্র আবু কাতাদা (রাঃ) ছাড়া সবাই ইহরাম বোধলেন। পথ চলতে চলতে তারা কিছু সংখ্যক জংলী গাধা দেখতে পেলেন। আবু কাতাদা (রাঃ) গাধাগুলোর ওপর আক্রমণ করেন এবং একটি গর্দভীকে আহত করেন। তখন সবাই সওয়ারী হতে অবতরণ করে (তার গোশত পাকিয়ে) খেলেন। এরপর তারা বললেন, আমরা তো মুহরিম, এমতাবস্থায় আমরা কি কোন শিকারের (মৃত জন্তুর) গোশত খেতে পারি? সুতরাং গর্দভীর অবশিষ্ট গোশত আমরা সাথে নিলাম। এভাবে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সবাই ইহরাম অবস্থায় কিছু সংখ্যক জংলী গাধা দেখতে পেলাম। আবু কাতাদা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। তাই তিনি আক্রমণ করে একটি গর্দভীকে আহত করে ফেলেন। আমরা সওয়ারী থেকে নেমে তার গোশত পাকিয়ে খাওয়ার পর (মনে সন্দেহ জাগায়) বললাম, আমরা তো মুহরিম। তাই এ অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত কোন জন্তুর গোশত খেতে পারি? এখন আমরা তার অবশিষ্ট গোশত সাথে এনেছি। নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের কেউ কি জন্তুটির ওপর হামলা করতে তাকে আদেশ করেছে বা ইথগিত করেছে? তারা সবাই বলল না (এমন কেউ করেনি)। তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা অবশিষ্ট গোশত খাও।'

৩৭-অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা উপহার দিলে তা গ্রহণ করবে না।

১৬৯৫. عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَخَشِيًّا وَهُمْ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ (نَرُدُّهُ) عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حَرَّمُ -

১৬৯৫. সা'ব ইবনে জাসসামা লাইসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একটি জংলী গাধা উপহার পাঠালে তিনি তা ফেরত দিলেন। এ সময় তিনি আবওয়া অথবা ওয়াদান নামক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। তার (সা'ব ইবনে জাসসামা লাইসী) মুখমন্ডলে তিনি (সঃ) মলিন ভাব দেখে বললেন, আমি ওটি ফেরত দিতাম না। শুধু এ কারণে ফেরত দিয়েছি যে, আমি এখন মুহরিম (ইহরাম বেঁধে আছি)।

৩৮-অনুচ্ছেদ : ইহরামধারী ব্যক্তি যে যে প্রাণী হত্যা করতে পারে।

(১) ১৬৯৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ .

১৬৯৬ (১). ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ পাঁচ প্রকারের প্রাণী হত্যা করা ইহুলামধারী ব্যক্তির জন্য দুষণীয় নয়।

(২) ১৬৯৬. عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَاءُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

১৬৯৬ (২). হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কাক, চিল, ইদুর, বিলু ও খ্যাপা কুকুর এ পাঁচ প্রকারের জন্তুকে কেউ হত্যা করলে কোন দোষ নেই। ১২

১৬৯৭. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلْنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاءُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

১৬৯৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ পাঁচটি জন্তু এরূপ ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক যে, সেগুলো হেরেমের মধ্যেও হত্যা করা যেতে পারে। জন্তুগুলো হলঃ কাক, চিল, বিলু, ইদুর ও খ্যাপা কুকুর।

১৬৯৮. عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي غَارٍ بِمَعْنَى اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَاِنَّهُ لَيَتَلَوُّهَا وَاِنِّي لَا تَلْقَاهَا مِنْ فِیْهِ وَاَنْ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا اِذْ وَكَبْتُ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُقْتُلُوْهَا فَاَبْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقِيْتُ شَرِّكُمْ كَمَا وَقِيْتُمْ شَرِّهَا قَالَ اَبُو عَبْدِ اللهِ اِنَّمَا اَرَدْنَا بِهَذَا اَنْ مِثْنِ مِنَ الْحَرَمِ وَاِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْسًا.

১৬৯৮. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময়ে আমরা মিনাতে পাহাড়ের একটা গুহাতে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় তাঁর ওপর সূরা 'ওয়াল-মুরসালাত' নাযিল হল। আমি তাঁর মুখ থেকে সূরাটি শিখছিলাম। তখনও তাঁর মুখের আর্দ্রতা ছিল অর্থাৎ তিনি এখনও বলে শেষ করেননি ঠিক এ সময় একটি সাপ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে নবী (সঃ) বললেন, ওটা হত্যা কর। আমরা দ্রুত ছুটে গেলে সাপটি পালিয়ে গেল। তখন নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের অনিষ্ট থেকে সে রক্ষা পেল যেমন তোমরা তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেলে। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, আমার এ হাদীস বর্ণনার উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে, মিনা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। আর সেখানে সাপ হত্যা করায় সাহাবাগণ কোন দোষ মনে করেননি। ১৩

১২. খ্যাপা কুকুরের সাথে আক্রমণকারী হিংস্র জন্তুকে অনেকে তুলনা করেছেন এবং এ হাদীসের আলোকে সেগুলোর হত্যার অনুমতি দিয়েছেন।

১৩. যে পাঁচটি জন্তুকে হেরেমের অভ্যন্তরে হত্যা করা বৈধ সাপ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাইও মারতে বলার কারণ হলঃ হত্যা করা ছাড়া যেসব হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়, হেরেমের অভ্যন্তরে সেগুলোকে হত্যা করলে গোনাহ হবে না। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন হিংস্র জন্তুকে হত্যা করা ছাড়াই যদি তার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে সেগুলো হত্যা করা যাবে না এবং হত্যা করলে কিদইরা দিতে হবে।

১৬৭৭. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزْغِ فُؤَيْسِقٌ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمْرًا بِقَتْلِهِ .

১৬৯৯. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) গিরগিটি ক্ষতিকারক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁকে তার হত্যার নির্দেশ দিতে আমি শুনিনি।

৩৯-অনুচ্ছেদ : হেরেমের অভ্যন্তরের গাছ কাটা যাবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হেরেমের কাঁটা গাছও কাটা যাবে না?

১৭০০. عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَحَدْتُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعْتُهُ أُذْنًا وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمْدُ اللَّهِ وَآتَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَجِلُّ لِأَمْرٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَشْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يُعْصِدُ بِهَا شَجَرَةٌ فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًا بِدَمٍ وَلَا فَارًا بِخَرِيبَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ خَرِيبَةُ بَلِيَّةٌ .

১৭০০. আবু শুরাইহ আদাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আমার ইবনে সা'ঈদ (রাঃ) (ইবনুল আসকে)-যে সময় সে মক্কায় (ইয়াযীদের নির্দেশে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে) সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন^{১৪} বললেন, 'হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন (অভয় দিন), তাহলে আমি আপনাকে এমন কিছু কথা শুनाव যা মক্কা বিজয়ের পরদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন। ঐ কথাগুলো আমার দু'টি কান শুনেছে, মন সেগুলোকে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, আর দু'চোখ তার বাস্তবায়ন দেখেছে। যখন তিনি (সঃ) কথাগুলো বললেন, তখন প্রথমে আগ্রাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করলেন, এরপর বললেনঃ মক্কাকে আগ্রাহ

^{১৪} এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-র বিরুদ্ধে যে সেনাবাহিনী প্রেরণের কথা উল্লেখিত হয়েছে তা ৬১ হিজরী সনে ইয়াযীদের শাসনকালের ঘটনা। ইয়াযীদের অ-ইসলামী ও অন্যায় শাসনকে হযরত

নিজে হেরেম (মহা সম্মানিত) করেছেন, কোন মানুষ একে হেরেম করেনি। মক্কার মর্যাদা যখন এরূপ তখন আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে সেখানে (মক্কা) রক্তপাত করা কিংবা এর গাছ কেটে ফেলা হালাল নয়। যদি কেউ এখানে আল্লাহর রসূলের সাথে লড়াই করা বৈধ মনে করে তাহলে তাকে জানিয়ে দাও, এখানে লড়াই বা রক্তপাতের অনুমতি আল্লাহ একমাত্র তাঁর রসূলকে দিয়েছেন, তোমাদেরকে নয়। আমাকেও (সঃ) আল্লাহ অনুমতি দিয়েছিলেন (গত) দিনে স্বল্প সময়ের জন্য, আজ এর মর্যাদা আবার তেমনি পুনর্বহাল হয়েছে যেমন গতকাল ছিল। সুতরাং এখানে উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিত লোকদের কাছে একথা পৌঁছে দেয়া। আবু শুরাইহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার (এ বক্তব্যের) জবাবে আমার ইবনে সা'ঈদ ইবনুল আস (রাঃ) কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, আমার বলেছিল, হে আবু শুরাইহ! এ বিষয়টি আমি আপনার চাইতে অনেক বেশি জানি তবে হেরেম কোন অপরাধী বা গোনাহগারকে, হত্যা করে পলাতককে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দান করে না। আবু আবদুল্লাহ ইমাম-বুখারী (রাঃ) বলেন, খারবাতুন শব্দের অর্থ হলো ফিতনা ফাসাদ।

৪০-অনুচ্ছেদঃ হেরেমের অভ্যন্তরে কোন শিকার তাড়ানো যাবে না।

১৭.১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّت لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَامًا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرَّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذْخَرَ لِمَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ

আবদুল্লাহ ইবনে যুবারের (রাঃ) মেনে নিতে পারেননি। তিনি ইয়াযীদেব বাই'আতও করেননি। বরং মক্কাতে কেন্দ্র করে ইসলামের ভিত্তিতে তিনি একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন এবং অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এতে সফলও হয়েছিলেন। এ কারণে ৬১ হিজরীতে তাঁর বিরুদ্ধে হাজ্জাহ ইবনে ইউসুফকে সেনাবাহিনীসহ আক্রমণ করতে পাঠানো হয় এবং সংগে সংগে ইয়াযীদেবের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত মদীনার আমীরকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে হাজ্জাহকে সাহায্য করতে বলা হয়। এ সেনাবাহিনীর আমীর করা হয় আমরকে। হেরেমে মক্কাতে হাজ্জাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও রক্তপাতের আশংকা করে আবু শুরাইহ (রাঃ) তাকে রসূলদ্বারা (সঃ)-এর হাদীস শুনিয়ে পরোক্ষভাবে মক্কার মর্যাদা নষ্ট না করার এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করার ব্যাপারে সাবধান করে দেন। কিন্তু “হেরেমে মক্কা কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না” আমার এ যুক্তি দেখান। কারণ, আবদুল্লাহ ইবনে যুবারের (রাঃ) ইয়াযীদেব বাই'আত গ্রহণ করেননি। তাই এই অপরাধীর বিরুদ্ধে হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা যেতে পারে বলে আমার যুক্তি দেখায়। এ বিষয়ই হাদীসটিতে সৎকণে বিবৃত হয়েছে। তবে আমার যুক্তিকে আবু শুরাইহ (রাঃ) স্বীকৃতি দেননি, বরং প্রতিবাদ করেছেন। আবু শুরাইহ (রাঃ)-র পরবর্তী কথাগুলো কি ছিল তা মুসনাদে আহমদে উল্লেখিত হয়েছে। তখন আবু শুরাইহ বললেন, আমি সে সময় (যখন নবী (সঃ) উপরোক্ত কথাগুলো বলেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন) উপস্থিত ছিলাম, আর তুমি ছিলে অনুপস্থিত। নবী (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিত লোকদের এ বিষয়ে জানিয়ে দিবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, আবু শুরাইহ আমার যুক্তি গ্রহণ করেননি, বরং স্বাভাবিক ভাবেই আবদুল্লাহ ইবনে যুবারেরকেই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করেছেন।

الْأَلَاذِخْرَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا لَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا
مُوَّانَ تُنَحِّيه مِنَ الظِّلِّ تَنْزِلُ مَكَانَهُ .

১৭০১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে হারাম (মর্যাদা দান) করেছেন। আমার আগে কারো জন্যে তা হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কারও জন্যে হালাল হবে না। অবশ্য এক দিনের কিছু সময়ের জন্যে মক্কাকে আমার জন্যে হালাল করা হয়েছিল। সুতরাং এখানকার ঘাস উঠানো যাবে না, বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না, কোন শিকারকে তাড়া করা যাবে না এবং ঘোষণা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যতীত এখানে পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না।^{১৫} এই কথাগুলো শুনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের স্বর্ণকার ও কবরে ব্যবহারের জন্যে ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। তিনি বললেন, হী, ইযখির ঘাস বাদ দিয়ে। খালিদ একরামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো শিকার না তাড়ানোর অর্থ কি? এর অর্থ হল তাকে ছায়া থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তার স্থানে অবতরণ করানো (এমনটি করা যাবে না)।

৪১-অনুচ্ছেদ: মক্কাতে লড়াই করা হালাল নয়। আবু ওরাইহ (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কায় রক্তপাত ঘটান যাবে না।

১৭.২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لَا هَجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي أَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يَخْتَلَى خِلَامَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذِخْرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبَيْوتِهِمْ قَالَ قَالَ الْأَلَاذِخْرَ .

১৭০২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) বলেছিলেনঃ এখন আর হিজরত রইল না, ১৬ তবে থাকলো জিহাদের প্রয়োজন এবং নিয়াত। সুতরাং যখন

১৫. লুক্কা বা কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর হুকুম হল, যে কুড়িয়ে নেবে তাকে এ জিনিসটি সম্পর্কে এক বছর যাবত প্রচায় করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে মালিকের সম্মান পাওয়া গেলে তাকে জিনিসটি প্রদান করবে অন্যথায় নিজে ব্যবহার করবে বা বায়তুল মালে জমা দেবে। কুড়ানো বস্তুর এ হুকুম সমগ্র বিশ্বের সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

১৬. “এখন আর হিজরত রইলো না।” এ কথার অর্থ হল মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের বাধ্যবাধকতা (ফরজিয়াত) আর বর্তমান নেই। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত কাফের ও খোদাদ্রোহী শক্তির এটা ছিল কেন্দ্রভূমি। এ কেন্দ্রীয়

উমরার বর্ণনা

জিহাদের প্রয়োজনে বের হতে ডাকা হবে তখন সে ডাকে সাড়া দিও। আর এই শহরকে আগ্রাহর হারাম করে দেয়ার কারণেই এই শহর কিয়ামত পর্যন্ত হারাম বা মহা সম্মানিত থাকবে। আমার আগেও এই শহরে কারো লড়াই করা হালাল ছিল না এবং আমার জন্যও এক দিনের (গতকাল) কিছু সময় ছাড়া হালাল করা হয়নি। কেননা আগ্রাহর হারাম করার কারণেই এ শহর কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। এ শহরের কাঁটা গাছ উপড়ে ফেলা বা গাছ কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়ানো যাবে না, প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া পড়ে থাকা কোন জিনিস কুড়ানো যাবে না এবং কাঁচা ঘাস কাটা বা উঠানো যাবে না। এসব শুনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আগ্রাহর রসূল! ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। কেননা তা তাদের স্বর্ণকারদের ও গৃহের ছাদের জন্য প্রয়োজন হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী (সঃ) বললেন, ইযখির ঘাস বাদে।

৪২-অনুচ্ছেদ: ইহরাম বাধা ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ ১৬ক. করাতে পারে। ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর বেটা (ওয়াকিদ)-কে তাঁর ইহরাম অবস্থায় দাগ লাগিয়েছিলেন। মুহরিম সুগন্ধবিহীন ঔষধপত্র ব্যবহার করতে পারে।

১৭.৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৭০৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

১৭.৪. عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسْطِ رَأْسِهِ .

১৭০৪. ইবনে বুহাইনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইহরাম অবস্থায় নবী (সঃ) লাহিয়ে জামাল নামক জায়গাতে তাঁর মাথার মধ্যখানে রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

৪৩-অনুচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা।

১৭.৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

শক্তির সাহায্যে ও ইংগিতে মুসলমানদের গুণের নির্যাতন চালানো হত। তাই এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানদের হিজরত ফরজ ছিল। তবে হী, জিহাদের প্রয়োজন অবশ্যই থাকল যতদিন না ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর হিজরতের পরিস্থিতি না থাকলেও হিজরতের নিয়ত সব সময়ই থাকতে হবে। যাতে প্রয়োজন পড়লে আগ্রাহর দীনের জন্য সর্ব্ব পিছনে ফেলে হিজরত করা যায়।

জিহাদের জন্য কোন সময় যদি ইমাম সাধারণভাবে আহবান জানান তাহলে মুসলমান সবাইকে তাঁর এ আহবানে সাড়া দিতে হবে।

১৬ক. রক্ত মোক্ষণ-চিকিৎসার্থে রক্ত বহিষ্করণ। এতদ্ব্যতীত বেদেনীরা মামবসেহের কোন অংশে শিং লাগিয়ে যেভাবে রক্ত বের করে তাই।

১৭০৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ইহরাম বীধা অবস্থায় মায়মূনা (রাঃ)-কে বিয়ে করেছিলেন।^{১৭}

৪৪-অনুচ্ছেদ : মুহরিম নারী-পুরুষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ। আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, মুহরিম নারী ওয়ারস্^{১৮} কিংবা জাফরানে রাঙানো কাপড় ব্যবহার করতে পারবে না।

১৭.৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْأَحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبُرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرَسُ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقَفَازِينَ -

১৭০৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করতে আপনি আমাদের আদেশ করেন? নবী (সঃ) বললেন, কামিজ, পাজামা, পাগড়ি এবং টুপি জাতীয় কিছু পরবে না। তবে যদি কারো জুতা না থাকে তাহলে সে মোজা পরবে এবং গোড়ালির নীচে থেকে এর উপরের অংশ কেটে ফেলবে। আর যে কাপড়ে জাফরান বা ওয়ারস্ লাগানো হয়েছে এমন কোন কাপড় পরিধান করবে না। আর ইহরাম বীধা মেয়েরা মুখে নেকাব ও হাতে দস্তানা পরবে না।

১৭.৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَّتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتَهُ فَقَتَلَتْهُ فَاتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلَا تَغُطُّوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَهْلُ .

১৭০৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মুহরিম ব্যক্তির উট তার (মালিকের) ঘাড় ভেঙ্গে হত্যা করলে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আনা হল। তিনি বললেনঃ ওকে গোসল দাও, কাফন পরাও তবে মাথা ঢেকে দিও না এবং সুগন্ধি লাগাবে না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।

১৭. ইহরাম অবস্থায় বিয়ের ইজাব কবুল করা জায়েয।

১৮. ওয়ারস্ হল এক প্রকার হলুদ রঙের উদ্ভিদ যা দ্বারা কাপড় রং করা যায়। এতে রাঙানো কাপড় থেকে এক প্রকার সুগন্ধ ছড়াতে থাকে।

৪৫-অনুচ্ছেদ : মুহরিরম ব্যক্তির গোসল করা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুহরিরম গোসলখানায় প্রবেশ করতে পারে (গোসল করতে পারে)। ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) মুহরিরম ব্যক্তির শরীর চুলকানোতে কোন দোষ মনে করতেন না।

১৭.৮- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسُورُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتُرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَ حَتَّى بَدَأَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِلنَّسَانِ يَصُبُّ عَلَيْهِ أَصْصَبُ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ .

১৭০৮. ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হনায়েন (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে কিনা এ নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ)-র মধ্যে আবওয়া নামক স্থানে মতানৈক্য হল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, মুহরিরম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে। কিন্তু মিসওয়ার (রাঃ) বললেন, মুহরিরম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে না। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ)-র কাছে পাঠালেন। আমি গিয়ে তাঁকে কূপ থেকে পানি উঠানো চরকির দুই খুটির মাঝে একটি কাপড়ের আড়ালে গোসল করতে দেখলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হনায়েন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে আপনার কাছে এ কথা জানতে পাঠিয়েছেন যে, ইহরাম অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) কিভাবে মাথা ধুতেন? এ কথা শুনে আবু আইয়ূব (রাঃ) তাঁর হাত (মাথার) কাপড়ের ওপর রেখে কাপড় সরালেন, এমনকি আমি তাঁর মাথা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি একজন লোককে যে তাঁর মাথায় পানি ঢালছিল বললেন, পানি ঢাল, সে পানি ঢালতে থাকল। তিনি তখন দুই হাত দিয়ে মাথা নাড়া দিয়ে হাত দুখানা একবার সামনে আনলেন আবার পিছনে টেনে নিলেন। এরপর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছি।

৪৬-অনুচ্ছেদ : জুতার অভাবে মুহরিরম শুধু মোজা পরিধান করবে।

১৭০৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النُّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ لِلْمَحْرَمِ.

১৭০৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে মুহরিমদের উদ্দেশ্যে আরাফাতে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেনঃ যার জুতা নেই সে শুধু মোজা পরিধান করবে আর যার ইজার বা লুংগি নেই সে পাজামা পরিধান করবে।

১৭১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سُبُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُتْسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

১৭১০. আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে? তিনি বললেনঃ কামিজ, পাগড়ি, পাজামা, টুপি এবং জাফরান ও ওয়ারসে রাঙানো কাপড় পরিধান করবে না। তবে জুতা না থাকলে মোজা পরবে এবং পায়ের গোড়ালির নীচে থেকে তা কেটে নেবে।

৪৭-অনুবাদ : ইজার বা লুংগি না থাকলে (মুহরিম ব্যক্তি) পাজামা পরিধান করবে।

১৭১১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خُطِبْنَا النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النُّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ.

১৭১১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাফাতের ময়দানে নবী (সঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন। তিনি বললেনঃ (মুহরিম ব্যক্তির মধ্যে) যার ইজার বা লুংগি নেই সে পাজামা পরিধান করবে। আর কারো জুতা না থাকলে সে শুধু মোজা পরিধান করবে।

৪৮-অনুবাদ : মুহরিম ব্যক্তির অঙ্গসজ্জিত হওয়া। ইকরামা (রঃ) বলেছেন, শত্রুর আশংকা থাকলে মুহরিম ব্যক্তি অঙ্গসজ্জিত থাকবে এবং ফিদইয়া আদায় করবে। তবে ফিদইয়া আদায় সম্পর্কে আর কেউই তাঁর সমর্থন করেননি।

১৭১২. عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ.

১৭১২. বারাজা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) যিল-কা'দা মাসে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে মক্কাবাসীগণ তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তিনি তাদের সাথে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হন যে, সশস্ত্র অবস্থায় নয়, বরং তলোয়ার কোষবদ্ধ করে তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন।

৪৯-অনুচ্ছেদ : হেরেম ও মক্কাতে বিনা ইহরামে প্রবেশ করা। ইবনে উমর (রাঃ) বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। শুধুমাত্র হজ্জ ও উমরা আদায়ের সংকল্পকারীদের জন্য নবী (সঃ) ইহরাম বাধার নির্দেশ দিয়েছেন। কাঠ বহনকারী ও অন্যান্যের ক্ষেত্রে মক্কায় প্রবেশের জন্য ইহরাম বাধার কথা তিনি উল্লেখ করেননি।

১৭১৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ مِنْ لَهْنٍ وَلِكُلِّ آتٍ آتَى عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

১৭১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হলাইফা, নজ্দবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক জায়গাকে ইহরামের জন্য মীকাত নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলোর অধিবাসীদের জন্য (এগুলো মীকাত) এবং বাইরে থেকে আগত হজ্জযাত্রীদের যারা এর পাশ দিয়ে বা ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্য এ স্থানগুলো মীকাত হিসেবে গণ্য হবে। আর মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসীদের জন্য তারা যেখান থেকে যাত্রা করবে সেটাই ইহরাম বাধার জায়গা। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহরাম বাধবে।

১৭১৪. عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ -

১৭১৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর (বিজয়ের দিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) (মাথায) হেলমেট বা লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করলেন। যখন তিনি এটি মাথা থেকে নামালেন সেই সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জানালো যে, ইবনে খাতাল কা'বার গেলাফ ধরে আছে। তিনি (সঃ) বললেনঃ তাকে হত্যা কর। ১৯

১৯. ইবনে খাতালকে হত্যা করার কয়েকটা কারণ দেখা যায়। প্রথম কারণ হল সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে ইসলাম পরিত্যাগ করে মুর্তাদ হয়। আর ইসলামী কানুনে মুর্তাদের শাস্তি হল প্রাণদণ্ড- যদি সে ভুল স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ না করে। দ্বিতীয় কারণ হল, একজন মুসলমান ছিলো তার খাদেম। মুর্তাদ হওয়ার পর সে খাদেমটিকে একমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে হত্যা করে। তৃতীয় কারণ হল তার দু'টি

৫০-অনুচ্ছেদ : অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ কেউ কামিজ পরে ইহরাম বাধলে তার হুকুম। আতা (রাঃ) বলেছেন, অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ কেউ সুগন্ধি মাখলে বা সেলাই করা পোশাক পরিধান করলে তাকে কোন কাঙ্ক্ষার আদায় করতে হবে না।

১৭১৫. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا أَثْرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اصْنَعْ فِي عُمَرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ وَعَضْرُ رَجُلٍ يَدَ رَجُلٍ يَغْنَى فَاَنْتَزَعَ ثُنْيَيْتَهُ فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

১৭১৫. সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। (এমন সময়) হলুদ অথবা অনুরূপ বর্ণের একটি জুবা পরিধান করে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসল। আর উমর (রাঃ) আমাকে বললেন, যখন নবী (সঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হয় সেই মুহূর্তে তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও? এরপর এক সময় নবী (সঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হলো এবং ওহী নাযিলের অবস্থা বিদূরিত হলে তিনি বললেন, যেমন করে হজ্জ আদায় করো উমরাতেও তাই করো। এক ব্যক্তি অপর একজনের হাত কামড়িয়ে দিলে সে হাতটি টেনে নেয়ার সময় ঐ ব্যক্তির সামনের দুটি দাঁত উৎপাটিত হয়ে যায়, এর ক্ষতিপূরণের নালিশ নবী (সঃ) বাতিল করে দিলেন।

৫১-অনুচ্ছেদ : কোন মুহরিম ব্যক্তি আরাফাতে মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ থেকে হজ্জের অবশিষ্ট আরকানগুলো আদায় করতে নবী (সঃ) আদেশ প্রদান করেননি।

১৭১৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ قَالَ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحْنِطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْبَى -

১৭১৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর সাথে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত ছিল। ইঠাৎ সে তার সওয়ারী থেকে পড়ে গেল তার ঘাড় ভেঙে গেল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সওয়ারী তার ঘাড় ভেঙে দিল। নবী (সঃ) বললেন, তাকে পানি ও কুল গাছের পাতা দিয়ে গোসল দাও, দু'টি কাপড়ে কাফন

পাখিকা দাসী ছিল যারা তার নির্দেশে রসূদ্রাহ (সঃ)-এর ব্যঙ্গ করে গান গাইত এবং তাঁর সম্পর্কে কটুভাষ্য করত। হেরেম আমান বা শক্তির জায়গা। যে এখানে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা লাভ করে। এতদসঙ্গেও রসূদ্রাহ (সঃ) তাকে কি করে হত্যা করলেন এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় রসূদ্রাহ (সঃ) হলেন আত্মাহর পক্ষ থেকে শরীআত প্রণেতা। আত্মাহর নির্দেশে তাঁর এ কাজ ঐ ব্যক্তিটির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল।

দাও অথবা (রাবীর সন্দেহ) তার দুটি কাপড়ে কাফন দাও, মাথা ঢেকে দিও না এবং সুগন্ধিও লাগিয়ে না। কেননা আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

১৭১৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَأْسِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ قَالَ ثَوْبِيهِ وَلَا تَمْسُوهُ طَبِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تَحْنِطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا.

১৭১৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাক্ষাতের ময়দানে এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর সাথে অবস্থানরত ছিল। ইঠাৎ সে তার সওয়ারী হতে পড়ে গেলে তার ঘাড় ভেঙে যায় অথবা বলেছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সওয়ারী তার ঘাড় ভেঙে দিল (এবং সে মৃত্যুবরণ করল)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাকে পানি ও কুল গাছের পাতা দিয়ে গোসল দাও, (তার নিজের) দু'টি কাপড় দ্বারা কাফন পরাও, তার শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ে না, মাথা ঢেকে দিও না এবং হানুতও (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) দিও না। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

৫২-অনুচ্ছেদ : মৃত মুহর্রিম ব্যক্তির কাফন-দাফনের নিয়ম।

১৭১৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِيهِ وَلَا تَمْسُوهُ بِطَبِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا.

১৭১৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় (আরাক্ষাতের ময়দানে) নবী (সঃ)-এর সাথে ছিল। তার উট তার ঘাড় ভেঙে দিলে সে মৃত্যুবরণ করল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, একে পানি ও কুল পাতা দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড়ে তাকে কাফন দাও, তার শরীরে কোন সুগন্ধি লাগিয়ে না এবং তার মাথা ঢেকে দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাকে উঠানো হবে।

৫৩-অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ এবং মানত আদায় করা। পুরুষলোক নারীর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারে।

১৭১৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ .

১৭১৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রের একটি স্ত্রীলোক এসে নবী (সঃ)-কে বলল, আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন, কিন্তু হজ্জ না করতেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? নবী (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ কর। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর, যদি তোমার মা ঋণগ্রস্তা হতো তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হকই সব চাইতে বেশী আদায়যোগ্য।

৫৪-অনুচ্ছেদ : যেসব লোক সওয়াবীতে বসে স্থির থাকতে পারে না তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

১৭২০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضَى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

১৭২০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের বছরে খাস'আম গোত্রের এক স্ত্রীলোক এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! হজ্জ আদায় করা আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার ওপর ফরয। আমার পিতার ওপর হজ্জ এমন সময় ফরয হয়েছে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন এবং সওয়াবীতে বসে থাকতে সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তার হজ্জ কি আদায় হবে? নবী (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ'।

৫৫-অনুচ্ছেদ : পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলার হজ্জ করা।

১৭২১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِ الْأَخْرَفِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

১৭২১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ফযল নবী (সঃ)-এর সওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসেছিলেন। খাসআম গোত্রের একজন স্ত্রীলোক এই সময় নবী (সঃ)-এর নিকট আসলে ফযল তার দিকে তাকায় আর স্ত্রীলোকটিও তার দিকে তাকায়। নবী (সঃ) ফযলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। স্ত্রীলোকটি [নবী (সঃ)-কে] বলল, আব্বাহর ফরয (হজ্জ) এমন অবস্থায় আমার পিতার উপর বাধ্যতামূলক হয়েছে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং সওয়ারীর ওপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? নবী (সঃ) বললেন, হ্যাঁ। এটা বিদায় হজ্জের সময়ের ঘটনা।

৫৬-অনুচ্ছেদ : বালকদের হজ্জ^{২০} করা।

১৭২২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَعَثَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ.

১৭২২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আমাকে মালপত্রের সাথে মুযদালিকা থেকে রাত্রিকালে প্রেরণ করেছিলেন।

৫৭-অনুচ্ছেদ:

১৭২৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ أَسِيرٌ عَلَى أَتَانٍ لِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمَنْى حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيَّ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ نَزَلَتْ عَنْهَا فَرْتَعْتُ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

১৭২৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার একটি গর্দভীর পিঠে আরোহণ করে মিনায় আগমন করলাম। আমি তখন প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন মিনাতে দাঁড়িয়ে নামাযরত ছিলেন। আমি প্রথম কাতারের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম এবং তারপরে গর্দভীর পিঠ হতে নামলাম। সেটি বেড়াতে থাকল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে গিয়ে লোকদের সাথে কাতারে शामिल হলাম।

১৭২৪. عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حُجَّ بِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ سَبْعٍ سِنِينَ.

১৭২৪. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাকে নবী (সঃ)-এর সাথে হজ্জ করানো হয়েছে। অথচ ঐ সময় আমার বয়স ছিল সাত বছর মাত্র।

২০. নবী (সঃ) যে সময় হজ্জ আদায় করেন ইবনে আব্বাস তখন তাঁর সাথে ছিলেন। অল্প সেই সময় তিনি ছিলেন কিশোর। এই কারণে বালকদের হজ্জ আদায় করা অনুচ্ছেদ শিরোনামে এ হাদীসটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

١٧٢٥. عَنْ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلْسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ لِلْسَّائِبِ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৭২৫. উমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, সায়েবকে নবী (সঃ)-এর সফর সামগ্রীর সাথে হজ্জ করানো হয়েছিল।

৫৮-অনুচ্ছেদ : মেয়েদের হজ্জ। আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবরাহীম ইবনে সা'দ থেকে, তিনি তাঁর পিতা ও তিনি তাঁর দাদা থেকে আমাকে বলেছেন, উমর (রাঃ) যে বছর শেষবারের মত হজ্জ করেন সেই বছর তিনি নবী (সঃ)-এর সকল স্ত্রীকে হজ্জ করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে উসমান ইবনে আফফান ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন।

١٧٢٦. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَغْزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَكُنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا أَدْعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذِ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

১৭২৬. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমরা মেয়েরা কি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের জন্য সবচাইতে সুন্দর ও উত্তম জিহাদ হল মকবুল (মাবরুর) হজ্জ। ২১ আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে একথা শুনার পর থেকে আমি কখনও হজ্জ করা বাদ দেইনি।

١٧٢٧. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَإِمْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ أَخْرُجْ مَعَهَا.

১৭২৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মেয়েরা মাহরাম (যার সাথে বিবাহ হারাম এমন আত্মীয়) ব্যক্তি ভিন্ন কারো সাথে সফর করবে না এবং মাহরাম ব্যক্তি কাছে না থাকলে কোন পুরুষ তার সাথে সাক্ষাত করবে না। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অমুক অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদে

২১. (মাবরুর) মকবুল হজ্জ বলতে বুঝায় যে হজ্জ পালনের ব্যাপারে কোন গোনাহর কাজ করা হয়নি। অর্থাৎ হজ্জ আদায়কারী কোন গোনাহর কাজ করেনি। অথবা যার মধ্যে কোন প্রদর্শনীর মনোভাব, কোন যৌন আবেদনমূলক কাজ বা ঝগড়া বা অশ্লীল কথাবার্তা হয়নি এবং পরবর্তী সময়ে হজ্জ পালনকারী কোন গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়নি।

অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা রাখি কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করার সংকল্প করেছে। (এমতাবস্থায় আমি কি করবো?) তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীর সাথে যাও। ২২

১৭২৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لَأَمْ سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ قَالَتْ أَبُو فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا وَكَانَ لَنَا نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي.

১৭২৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) হজ্জ থেকে ফিরে এসে উম্মে সিনান আনসারীকে (একজন আনসারী মহিলা) বললেন, কি তোমাকে হজ্জে যেতে বাধা দিল? তিনি (উম্মে সিনান) জবাবে বললেন, অমুকের পিতা অর্থাৎ তাঁর স্বামী। পানি টানার জন্য আমাদের দু'টি উট মাত্র। এর একটিতে চড়ে তিনি হজ্জ আদায় করতে গিয়েছিলেন এবং অপরটি আমাদের ক্ষেতে পানি সরবরাহ করতো। নবী (সঃ) বললেন, রমযান মাসে একটি উমরা আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায়ের সমান অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমার সাথে হজ্জ আদায় করার সমান। ২৩

১৭২৯. عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبَنِي وَاتَّقَنَنِي أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ نَوْمُ حَرَمٍ وَلَا صَوْمٌ يَوْمَيْنِ الْفِطْرُ وَلَا ضُحَى وَلَا صَلَاةٌ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَقْرُبَ الشَّمْسُ وَيَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

১৭২৯. যিয়াদের আজাদকৃত গোলাম কাযাআহ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে, যিনি নবী (সঃ)-এর সাথে বারোটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন-বলতে শুনেছি, চারটি বিষয় আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে শুনেছি অথবা বলেছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তিনি এগুলো নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ

২২. এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্ত্রীর প্রতি হজ্জ ফরয থাকলে স্বামী তাকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না, বরং স্ত্রীর সাথে যাওয়ার মত অন্য কোন মাহরাম পুরুষ না থাকলে তার সাথে সফরে যাওয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

২৩. “রমযান মাসে উমরা করা একটি ফরয হজ্জ করার সমান”-এর অর্থ এ নয় যে, রমযান মাসে একটি উমরা করলে নিজের জিমা থেকে ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। বরং এর অর্থ এই যে, রমযান মাসে একটি উমরা করলে একটি ফরয হজ্জ আদায়ের সমান সওয়াব লাভ করা যাবে। আর এটিই এ হাদীসের সঠিক অর্থ।

বিষয়গুলো আমাকে চমৎকৃত করে দিয়েছে এবং বিম্বয়াভিভূত করেছে। (তা' এই যে,) স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া কোন স্ত্রীলোক দুই দিনের রাস্তা সফর করবে না, কেউ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই দিন রোযা রাখবে না। আসর ও ফজর এই দু'টি নামাযের পরে কেউ কোন নামায পড়বে না, আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত। এবং মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ (মসজিদুল নববী) ও মসজিদে আকসা এই তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন মসজিদের জন্য সফরের প্রস্তুতি নেবে না। (অর্থাৎ এই তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন মসজিদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ বা সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করবে না)।

৫৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কাবা শরীফ যিয়ারতের মানত করলো।

১৭২. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا نَذَرْنَا أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا نَفْسُهُ لَغْنَى وَأَمْرُهُ أَنْ يَرْكَبَ .

১৭৩০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), নবী (সঃ) দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই পুত্রের ওপর ভর করে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর কি হয়েছে? লোকেরা জানানো, সে হেঁটে হেঁটে (কা'বা পর্যন্ত) যাওয়ার মানত করেছে। এ কথা শুনে তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহ এই লোকটির নিজেকে কষ্ট দেয়ার মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং তিনি তাকে সওয়ার হয়ে যাওয়ার আদেশ করলেন।

১৭২১. عَنْ عُفْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرْتُ أُحْتَى أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَأَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَتِي لَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِمَشٍ وَلْتَرْكَبَ .

১৭৩১. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার বোন বায়তুল্লাহ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার মানত করেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে জেনে নেয়ার নির্দেশ দিলে আমি নবী (সঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হেঁটেও যাবে এবং সওয়ারীতেও যাবে। ২৪

২৪. নবী (সঃ) উকবা ইবনে আমের (রা)-র বোনকে হেঁটে এবং সওয়ারী হয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন, যাতে তার হেঁটে যাওয়ার মানত ভঙ্গ না হয়, বরং কিছু হাঁটার নয়ও পূরণ হয়ে যায়।

فضائل المدينة

মদীনার হেরেম (নিষিদ্ধ এলাকা)

৬০-অনুচ্ছেদ : মদীনার হারাম বা মহাসম্মানিত হওয়া সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে।

১৭৩২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقَطَّعُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

১৭৩২. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, মদীনার এখান থেকে ওখান পর্যন্ত (একটা নির্দিষ্ট সীমা উল্লেখ করে) হারাম-মহাসম্মানিত। এখানকার বৃক্ষ কাটা যাবে না। (কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী) কোন অসংগত কাজ এখানে করা যাবে না। যে ব্যক্তি এখানে এরূপ বিদ্রোহ করবে তার প্রতি আত্মাহুত, সকল ফেরেশতার এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।

১৭৩৩. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي قَالُوا لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنَبَشَتْ ثُمَّ بِالْخَرْبِ فَسَوَّيْتُ وَيَا النَّخْلِ فَقَطَّعَ فَصَفَرُوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ.

১৭৩৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মদীনায় আসার পর মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে বনী নাজ্জার! আমার নিকট থেকে (ভূমির) মূল্য গ্রহণ করো। তারা বললো, আমরা আত্মাহুত আর কারো কাছে এর মূল্য চাই না। তখন নবী (সঃ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হল, ভগ্নাবশেষ সাফ করে ভূমি সমতল করা হল এবং খেজুর গাছ কেটে ফেলা হল। মসজিদের কেবলার দিকে কেবল কিছু খেজুর গাছ সারিবদ্ধভাবে রাখা হল।

১৭৩৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حُرْمٌ مَا بَيْنَ لَا بَتَّى الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي قَالَ وَآتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ أَرَأَيْكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ التَّفَتَ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ.

১৭৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মদীনার দুই কংকরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে আমার কথা দ্বারা হারাম বা মর্যাদাবান করা হয়েছে। আর নবী (সঃ) বনী হারেসার এলাকায় গিয়ে বলেন, তোমরা তো হারামের বাইরে রয়ে গেছ। পরে তিনি এদিক ওদিক চেয়ে দেখে বললেন, না, বরং তোমরা হারামের অভ্যন্তরেই আছ।

১৭৩৫. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مِنْ أَحَدٍ فِيهَا حَدَّثًا أَوْ أَوْى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَحْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلِيَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

১৭৩৫. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে এই সহীফা (পুস্তিকা) ছাড়া আর কিছুই নাই। এতে বর্ণিত আছে, মদীনা আইর^{২৫} নামক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত হারাম বা সম্মানিত। এখানে যদি কেউ (কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী) অসংগত নতুন কিছু (বিদ'আত) করে কিংবা বিদ'আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় তবে তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফেরেশতা ও মানবকুলের অভিষাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত (আল্লাহর কাছে) কবুল হবে না। তিনি আরো বলেছেন, মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা দানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান। সুতরাং কেউ কোন মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তায় বিশ্ব ঘটালে তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফেরেশতা এবং গোটা মানবকুলের অভিষাপ বর্ষিত হবে।^{২৬} তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবুল করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তার মিত্র গোত্রের অনুমতি ছাড়াই অন্য কওমের সাথে বন্ধুত্ব করলো, তার প্রতিও আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও গোটা মানবজাতির অভিষাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

৬১-অনুচ্ছেদ : মদীনার মর্যাদা। মদীনা খারাপ লোকদের বহিস্কার করে দেয়।

১৭৩৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِقَرِيَّةٍ تَأْكُلُ الْقَرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يُنْفِي الْكَبِيرُ خُبْتُ الْحَدِيدَ.

২৫. মদীনার একটি পাহাড়ের নাম আইর।

২৬. যে কোন মুসলমান কর্তৃক কাউকে নিরাপত্তা বা অভয় দান করা হয় আর তা শরীআতে অনুমোদিত হলে সে মুসলমান শরীফ ও কামিন যাই হোক না কেন তার এ অভয় ও নিরাপত্তা প্রদান সকল মুসলমান কর্তৃক স্বীকৃত হবে এবং তাতে বিশ্ব সৃষ্টি করা যাবে না।

১৭৩৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি এমন একটি জনপদে (শহরে) হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যা সকল জনপদের ওপর বিজয়ী হবে। লোকেরা তাকে ইয়াসরিব বলে থাকে। অথচ তার (উপযুক্ত) নাম হল মদীনা। এ মদীনা খারাপ লোকদেরকে (এর অভ্যন্তর থেকে) এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।

৬২-অনুচ্ছেদ : মদীনার (আরেক) নাম তাবাহ।

১৭৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে তাবুক থেকে ফিরে এসে মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেনঃ এই তো তাবাহ (তাবাহ অর্থ তাইয়েবা বা পবিত্র)।

৬৩-অনুচ্ছেদ : মদীনার দুটি কালো কংকরময় এলাকা।

১৭৩৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, আমি যদি মদীনাতে হরিণ চরে বেড়াতে দেখি তাহলে সেটাকে ভয় দেখাব না। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মদীনার কংকরময় দুই এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হারাম।^{২৮}

৬৪-অনুচ্ছেদ : মদীনার প্রতি বিমুখ হওয়ার নিষেধ।

১৭৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা উত্তম অবস্থায় মদীনাকে পরিভ্রমণ করে চলে যাবে, আর তখন হিংস পশু-পাখী এখানে ছেয়ে যাবে। সবশেষে যারা মদীনাতে আসবে তারা হল মুয়াইনা গোত্রের

২৮. আইর ও খাওর নামক দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা হারাম।

দু'জন রাখাল। তারা তাদের বকরীর পাল হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই মদীনাতে আসবে। কিন্তু এসে দেখবে সেখানে জংলী পশুতে ছেয়ে গেছে। অবশেষে তারা সানিয়াতুল বিদা নামক জায়গাতে পৌঁছলে মুখ খুবড়ে পড়ে (মারা) যাবে।

১৭৪. عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

১৭৪০. সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ ইয়ামান বিজিত হবে, তখন একদল লোক সওয়াবীর উট হাঁকিয়ে এসে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুগতদের বহন করে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনা তাদের জন্য কল্যাণকর ও উত্তম^{২৯} ছিল যদি তারা তা জানতে পারত। (ঠিক তেমনভাবে) শামদেশ (সিরিয়া) বিজিত হবে এবং একদল লোক সওয়াবী জন্তু হাঁকিয়ে এসে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুগতদেরকে সওয়াবীতে উঠিয়ে এখান থেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু মদীনা তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল যদি তারা তা বুঝত। এর পরে ইরাক বিজিত হবে, তখন একদল লোক সওয়াবী জন্তু হাঁকিয়ে এসে তাদের স্বজন ও অনুগতদের সওয়াবীতে উঠিয়ে নিয়ে (মদীনা ত্যাগ করে) চলে যাবে। কিন্তু মদীনাই তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল যদি তারা তা বুঝতে পারত।

৬৫-অনুচ্ছেদ : ইমান মদীনাতে ফিরে আসবো^{৩০}

১৭৪১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْزِلُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْزِلُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.

১৭৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইমান (শেষ পর্যন্ত) এমনভাবে মদীনায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।

৬৬-অনুচ্ছেদ : মদীনাবাসীদের প্রভাষণ করা ও তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা গোনাহ।

২৯. মদীনা কল্যাণকর ও উত্তম এই অর্থে যে, এটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শহর। এখানে ঈমানিত সাহাবাগণের আবাস ছিল এবং তাঁদের অধিকাংশের কবরও এখানেই অবস্থিত। এখানে নবী (সঃ)-এর প্রতি অসংখ্য বার আশ্রয় ওহী নাকিল হয়েছে এবং খোদা রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনাকে তাঁর স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এখানেই তিনি শায়িত আছেন। সুতরাং মদীনা কোন অবস্থাতেই বরকতশূন্য হতে পারে না।

৩০. এখানে ইমানের ফিরে আসার অর্থ হলো ইমানের অধিকারী মু'মিন ব্যক্তি মদীনাতে এসে জমা হবে।

১৭৪২. عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَنْفَاعٌ كَمَا يَنْفَعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ .

১৭৪২. সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি : কেউ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করলে সে এমনভাবে বিগলিত হয়ে যাবে লবণ যেমন বিগলিত হয়ে যায়।

৬৭-অনুচ্ছেদ : মদীনার দুর্গসমূহ।

১৭৪৩. عَنْ أُسَامَةَ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَطْرَمٍ مِّنْ أَطْرَمِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنِ مَا أَرَىٰ إِنِّي لَأَرَىٰ مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ .

১৭৪৩. উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মদীনার একটি সুউচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করে বললেন: আমি যা দেখছি তা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? আমি বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার জায়গার মত তোমাদের ঘরসমূহে ফিতনার জায়গা দেখতে পাচ্ছি।

৬৮-অনুচ্ছেদ : দাজ্জাল মদীনাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।

১৭৪৪. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مَّلَكَانِ .

১৭৪৪. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মসীহে দাজ্জালের ভীতি ও ত্রাস মদীনাতে প্রবেশ করবে না। ঐ সময় মদীনার সাতটি প্রবেশপথ থাকবে এবং প্রত্যেক প্রবেশপথে দুই জন করে ফেরেশতা (পাহারায়) থাকবে।

১৭৪৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ .

১৭৪৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মদীনার প্রবেশ পথসমূহে ফেরেশতারা পাহারায় থাকে। সেখানে মহামারী বা দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

১৭৪৬. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَالِ فَكَانَ فِيهِمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ فَيَخْرُجُ

إِلَيْهِ يَوْمَنْذِرُ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ
أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثْنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثُهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ
أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشْكُونُ فِي الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ
لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ بِصَبِيرَةٍ
مِنِّي الْيَوْمَ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَقْتُلُهُ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ .

১৭৪৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। যেসব কথা তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন তার মধ্যে এ কথাও ছিল যে, দাজ্জালের ওপর মদীনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ (তাই সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না)। সুতরাং সে মদীনার বাইরে একটি লবণাক্ত অনূর্বর ভূমিতে উপস্থিত হবে। সেই সময় (মদীনা থেকে) তার কাছে এক ব্যক্তি যাবে যে (তৎকালীন) মানব গোষ্ঠীর উত্তম অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) উত্তম লোকদের একজন। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের অবহিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে, আচ্ছা যদি আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করে জীবিত করি তাহলেও কি আমার ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে? সবাই জবাব দেবে, না। সে তাকে হত্যা করে জীবিত করবে। জীবিত হয়েই লোকটি বলে উঠবে, আল্লাহর শপথ! আজকের চাইতে বেশী অভিজ্ঞতা (এ ব্যাপারে) আমার কোন দিনই ছিল না (যে, তুমিই নিঃসন্দেহে দাজ্জাল)। দাজ্জাল বলবে, আমি একে হত্যা করব। কিন্তু আর সে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না।

١٧٤٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ
الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقَبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ
يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجِفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ
كَافِرٍ وَمُنافِقٍ .

১৭৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মক্কা ও মদীনা ছাড়া এমন শহর (বা জনপদ) নেই যা দাজ্জাল পদদলিত করবে না। মক্কা এবং মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশপথেই ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে পাহারারত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিন বার প্রকম্পিত (ভূমিকম্প) হবে।^{৩১} আর এভাবে আল্লাহ সেখান থেকে সমস্ত কাকের ও মুনাফিকদের বের করে দিবেন।

৩১. কিয়ামতের পূর্বে মদীনাতে তিনবার সাংঘাতিক রকমের ভূমিকম্প হবে এবং তা হবে এক নাগাড়ে। প্রথম দু'বার ভূমিকম্প হওয়ার পরে তৃতীয়বার যখন কম্পন হবে তখন সমস্ত দুর্বল ও কপট ইমানের লোকেরা সেখান থেকে বেরিয়ে চলে যাবে, থাকবে শুধু খাঁটি মু'মিন। সুতরাং দাজ্জাল তাদের উপর প্রভাব খাটাতে পারবে না এবং বিজয় লাভে ব্যর্থ হবে।

৬৯-অনুচ্ছেদ : মদীনা অপবিত্র ও পাপীদের বহিকার করে দেয়।

১৭৪৮. عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقْلَبْنِي فَأَبَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكَيْسِرِ تَنْفِي خَبْنَهَا وَتَنْصَعُ طَيْبَهَا .

১৭৪৮. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক বেদুঈন নবী (সঃ)-এর কাছে এসে ইসলামের জন্য বায়আত তথা আনুগত্যের শপথ নিল। পরদিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমার বোঝা নামিয়ে দিন অর্থাৎ বায়আত বাতিল করে দিন। কিন্তু নবী (সঃ) তিনবার অস্বীকার করলেন এবং বললেন, মদীনা লোহা দগ্ধ করা হাপরের মত যা ময়লা আবর্জনা দূরীভূত করে এবং খাঁটি বা নির্ভেজালকে ধরে রাখে।

১৭৪৯. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَحَدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقَتْلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لَا نَقَتْلُهُمْ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَنَافِقِينَ فَنُتَيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ .

১৭৪৯. য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সময় নবী (সঃ) উহদ যুদ্ধে যাত্রা করেন সে সময় তাঁর কিছু সংখ্যক সাথী (যুদ্ধে না গিয়ে) ফিরে আসলে একদল বলল, আমরা তাদেরকে হত্যা করব এবং অপর একদল বলল, না আমরা তাদেরকে হত্যা করব না। এই সময় তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মোনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেছ” (নিসাঃ ৮৮) এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। আর নবী (সঃ) বলেছিলেন, আগুন যেমন লোহার মরিচা ও আবর্জনা দূর করে মদীনাও তেমন খারাপ লোকদের বহিকার করে।

৭০ -অনুচ্ছেদ :

১৭৫০. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِئْفَى مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ .

১৭৫০. আনাস (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি মক্কাতে যে বরকত দান করেছ মদীনায় তার বরকত দ্বিগুণ দান কর।

১৭৫১. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَأْسَهُ وَأَنَّ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَكَهَا مِنْ حُبِّهَا .

১৭৫১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) যখন সফর থেকে ফেরার পথে মদীনার প্রাচীরের দিকে তাকাতেন তখন মদীনার প্রতি ভালবাসার কারণে তাঁর উট দ্রুত চালনা করতেন। আর অন্য কোন জন্তুর ওপর থাকলে তাকে (দ্রুত চলার জন্য) আন্দোলিত করতেন।

৭১-অনুচ্ছেদ : মদীনার কোন এলাকা পরিত্যাগ করা বা জনশূন্য করাকে নবী (সঃ) অপসন্দ করতেন।

১৭৫২. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ وَقَالَ يَا بَنِي سَلَمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ أَثَارَكُمْ فَأَقَامُوا.

১৭৫২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বনী সালামা গোত্র (মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে) মসজিদ (নববী)-এর নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার সংকল্প করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা জনশূন্য করা পসন্দ করলেন না। বরং তিনি বনী সালামার লোকদের বললেন, হে বনী সালামা! মসজিদে নববীর দিকে তোমাদের পদক্ষেপের সওয়াব কি তোমরা হিসেব কর না? সুতরাং বনী সালামা সেখানেই থেকে গেল। ৩২

৭২-অনুচ্ছেদ :

১৭৫৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

১৭৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমার ঘর ও আমার মিন্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি। ৩৩ আর আমার মিন্বার আমার হাওয়ের ওপরে অবস্থিত।

৩২. বনী সালামা গোত্রের বাসস্থান ছিল মদীনার এক প্রান্তে। সেখান থেকে মসজিদে নববীতে এসে নামায আদায় করা এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মাহফিলে উপস্থিত থাকা তাদের জন্য কষ্টকর হত। এই কারণে তারা মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করতে চাইলে নবী (সঃ) তা পসন্দ করলেন না। কারণ মদীনাকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং মদীনার কোন এলাকা জনশূন্য হোক তা তিনি পসন্দ করতেন না। এছাড়া নামাযের জন্য মসজিদে হেঁটে যাওয়াতে প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব হয়। আর মসজিদ একটু বেশি দূরে হলে সওয়াবও বেশি হয়। সুতরাং তিনি বনী সালামা গোত্রের লোকদের বললেন, নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে যখন তোমরা হেঁটে হেঁটে যাও তখন কত সওয়াব অর্জন কর তা কি হিসেব করে দেখেছ?

৩৩. "আমার ঘর ও আমার মিন্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি" এ কথাটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথমতঃ এ স্থানটি হব্ব বেহেশতেরই একটি অংশ। দ্বিতীয়তঃ 'কিন্নামতের দিন এ স্থানটিকে বেহেশতের অংশ হিসেবে গণ্য করে বেহেশতে রূপান্তরিত করা হবে। তৃতীয়তঃ এখানে যাহা ইবাদত করবে তারা নিশ্চিতভাবেই বেহেশত লাভ করবে।

১৭০৫ - عَنْ عَنِيْشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَى يَقُولُ : - كُلُّ امْرِئٍ مُصْبِحٌ فِيْ أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَذْنِي مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ يَقُولُ : - أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ آيِيْتَنُ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلَى إِذْخِرَ وَجَلِيلٌ وَهَلْ أَرْدَنَ يَوْمًا مِيَاهَ مُجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْكُونُ لِيْ شَامَةً وَطَفِيلٌ اللَّهُمَّ الْعَنَ شَيْبَةَ بِنِ رِبِيعَةَ وَعَتْبَةَ بِنِ رِبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ حَبِّبِ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَفِيْ مَدْنَا وَصَحْحِهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمْمَهَا إِلَى الْجَحْفَةِ قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِيَ أَوْبَاءُ أَرْضِ اللَّهِ قَالَتْ فَكَانَ بُكَانَ بُطْحَانَ يَجْرِيْ نَجْلًا يَغْنِيْ مَاءُ اجْنَا

১৭৫৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (হিজরত করে) মদীনায় আসলে আবু বকর ও বিলাল (রা) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আবু বকর (রা) যখনই জ্বরে আক্রান্ত হতেন তখনই একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করে বলতেন, “প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী।” আর বিলালের যখন জ্বর ছেড়ে যেত তখন উচ্চস্বরে এ কবিতাংশ আবৃত্তি করতেন—“আহ! কতই না ভাল হত যদি আমি কবিতা বলতে পারতাম। আহ! যদি আমি মক্কার প্রান্তরে একটি রাত কাটাতে পারতাম যেখানে আমার চারদিকে এযখের ও জালিল ঘাস থাকত। আহ! একদিন যদি মুজেন্নার প্রান্তরে ঝর্ণার পানি পান করতে পারতাম এবং শামা ও তাফিল পাহাড়ের পাদদেশে যেতে পারতাম।” হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবনে রাবী’আ, উতবা ইবনে রাবী’আ ও উমাইয়া ইবনে খালাফের প্রতি লা’নত বর্ষণ কর যেমন তারা আমাদের আবাসভূমি থেকে বের করে আমাদেরকে মহামারীর দেশে ঠেলে দিয়েছে। তাই এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) দো’আ করলেন, ‘হে আল্লাহ! মক্কার প্রতি আমাদের যেমন মহররত মদীনার প্রতিও তেমন অথবা তার চাইতেও বেশি মহররত আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের সা’ ও মুদে বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের (বসবাসের) উপযোগী করে দাও। (অথবা অর্থ এই যে, এখানে এসে আমরা যেসব পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছি তা ভাল করে দাও এবং এর জ্বরকে জুহফাতে স্থানান্তরিত করে দাও। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা যে সময় মদীনায় আগমন করলাম তখন এটি ছিল আল্লাহর যমীনে সর্বাপেক্ষা বেশি মহামারীর স্থান। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, সেই সময় মদীনার প্রান্তরে বুতহান নামক একটা ঝর্ণা ছিল যা দিয়ে স্বল্প পরিমাণ বিকৃতবর্ণ দুর্গন্ধময় পানি প্রবাহিত হত।

১৭৫৫. عَنْ عُمَرَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَأَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ

১৭৫৫. যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উমর) দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদত (শহীদ হওয়া) এবং তোমার রসূলের শহরে (মদীনায়ে) মৃত্যু দান কর। ৩৪

৩৪. সম্ভবত উমর (রাঃ)-এর এই দো'আ আদ্রাহির কাছে কবুল হয়েছিল, যে কারণে তিনি মদীনাতেই শাহাদত বরণ করলেন।

كتاب الصوم

(রোযার বর্ণনা)

১-অনুবাদঃ রমযানের রোযা ফরয। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . (سورة البقرة اية ১৮৩)

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মত তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হবে” (বাকারাহ : ১৮৩)।

১৭৫৬. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوُّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوُّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَطَوُّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ .

১৭৫৬. তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসল। তার মাথার চুল ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন? তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কিন্তু তুমি যদি নফল নামায পড় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কতটা রোযা ফরয করেছেন? তিনি বললেন, গোটা রমযান মাস রোযা রাখা ফরয। কিন্তু তুমি যদি নফল রোযা রাখ তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি আবার বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কি পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন? এবার রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ইসলামের আইন-কানুন ও বিধি-

বিধান জানিয়ে দিলে সে বলল, সেই মহান সন্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ আমার উপরে যা ফরয করেছেন আমি তার অধিকও কিছু করব না আর কমও কিছু করব না। লোকটির মন্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সম্মেহ) সে সত্য বলে থাকলে জাহ্নাম লাভ করল।

১৭৫৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.

১৭৫৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আশুরার^১ রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরকেও রাখার আদেশ করেছিলেন। রমযানের রোযা ফরয করা হলে আশুরার রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হয়। আর অভ্যাস মত রোযা রাখার দিন না হলে আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) আশুরার রোযা রাখতেন না। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কয়েকটি তারিখে রোযা রাখতেন। এসব তারিখে আশুরার দিন পড়লে তাকেই তিনি আশুরার নিয়াত করে রোযা রাখতেন।

১৭৫৮. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

১৭৫৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও আশুরার রোযা রাখার আদেশ দান করেন। ইতিমধ্যে রমযানের রোযা ফরয করা হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, কেউ ইচ্ছা করলে এ রোযা (আশুরার রোযা) রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে।

২-অনুচ্ছেদঃ রোযার মর্যাদা।

১৭৫৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَزِفْتُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ أَمَرْتُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ الصِّيَامِ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

১. আরবী মাস মুহাররমের দশ তারিখকে 'আশুরা' বলা হয়। এ দিনে রোযা রাখা সুন্নাত।

১৭৫৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (গোনাহ হতে আত্মরক্ষার জন্য) রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযাদার অন্ত্রীল কথা বলবে না বা জাহিলী আচরণ করবে না। কোন লোক তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হলে অথবা গালমন্দ করলে সে তাকে বলবে, “আমি রোযা রেখেছি।” কথাটি দু’বার বলবে। যার মুষ্টিতে আমার প্রাণ, সেই সন্তান শপথ! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও উৎকৃষ্ট। কেননা (রোযাদার) আমার উদ্দেশ্যেই খাবার, পানীয় ও কামস্পৃহা পরিত্যাগ করে থাকে। তাই রোযা আমার উদ্দেশ্যেই। সুতরাং আমি বিশেষভাবে রোযার পুরস্কার দান করব। আর নেক কাজের পুরস্কার দশগুণ পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে।^২

৩-অনুচ্ছেদঃ রোযা গোনাহর কাফফারা।

১৭৬. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ وَإِنْ بُوْنُ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُفْتَحُ أَوْ يَكْسَرُ قَالَ يَكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلَهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مِنَ الْبَابِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ بُوْنَ غَدِ اللَّيْلَةِ .

১৭৬০. হযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন উমর (রাঃ) সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, ফিতনা সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর হাদীস জানা আছে এমন কেউ আছে কি? হযাইফা (রাঃ) বললেন, আমি আছি। আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, সন্তান ও পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশীই একজন লোকের জন্য ফিতনা। আর নামায, রোযা ও সদ্কা হল এ ফিতনার কাফফারা। এ কথা শুনে তিনি (উমর) বললেন, এ ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করছি না, বরং যা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় বিশাল হবে ও অবিরত ধারায় আসতে থাকবে সেই ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করছি। তিনি (হযাইফা) বললেন, এরূপ ফিতনার সামনে একটি বন্ধ দরজা আছে। তিনি (উমর) বললেন, সে দরজা খোলা হবে, না ভেঙ্গে দেয়া হবে? তিনি (হযাইফা) বললেন, ভেংগে ফেলা হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত তা বন্ধ হওয়ার নয়। আমরা মাসরুককে বললাম, হযাইফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, এ বন্ধ দরজা বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে তা কি উমর (রাঃ) জানতেন? হযাইফা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আগামী প্রভাতের পূর্বে রাত আসা যতখানি নিশ্চিত ততখানি নিশ্চিতভাবেই তিনি তা জানতেন।

২. সাধারণত নেক কাজের পুরস্কার আল্লাহ কাজটির তুলনায় ন্যূনপক্ষে দশগুণ দেবেন বলে কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। কিন্তু রোযার পুরস্কার শুধুমাত্র দশগুণ দেয়া হবে না। বরং রসূলের যবানীতে আল্লাহ বলেছেনঃ রোযার পুরস্কার আমি নিজে বিশেষভাবে দান করব। আর তা দশগুণ নয়, তার অনেক বেশী। কত তা আমিই জানি। কেননা রোযা আমার উদ্দেশ্যেই রাখা হয়ে থাকে।

৪-অনুচ্ছেদঃ জান্নাতের রাইয়ান নামক দরজাটি রোযাদারদের জন্য নির্দিষ্ট।

১৭৬১. عَنْ سَهْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ آيُنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

১৭৬১. সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে রোযাদাররা (বেহেশতে) প্রবেশ করবে। রোযাদার ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (কিয়ামতের দিন রোযাদারকে ডেকে) বলা হবে, রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর একজন লোকও সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই তা বন্ধ করে দেয়া হবে যাতে ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

১৭৬২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعْبُدُ اللَّهُ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَارْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

১৭৬২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া (দুটি জিনিস) খরচ করবে তাকে জান্নাতের সবগুলো দরজা থেকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এই দরজাটি উত্তম। যে নামাযী, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে রোযাদার, তাকে রাইয়ান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে; আর যে সদকাকারী তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। কাউকে বেহেশতের ঐ সবগুলো দরজা থেকে ডাকার তো কোন প্রয়োজন নেই। তবে প্রকৃতই কি কাউকে সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হ্যাঁ। আর আমি আশা করি, তুমি হবে তাদেরই একজন।

৫-অনুচ্ছেদঃ রমযানকে কি শুধু রমযান বলতে হবে, না শাহরে রমযান বলতে হবে? অনেকে উভয়টিই জায়েয মনে করেন। নবী (সঃ)-এর হাদীসে শুধু রমযান উল্লেখ আছে। যেমন “যে রমযানের রোযা রাখে”। তিনি আরো বলেছেন, “তোমরা রমযানের পূর্বে রোযা রেখো না।”

১৭৬২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ.

১৭৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রমযান মাস এতে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।

১৭৬৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحْتِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

১৭৬৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রমযান মাস শুরু হলে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলে বন্দি করা হয়।

৬-অনুচ্ছেদঃ রমযানের চাঁদ দেখা।

১৭৬৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ -

১৭৬৫. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখলে রোযা রাখ আর (শাওয়ালের) চাঁদ দেখলে ইফতার কর (রোযা বন্ধ কর)। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে (ত্রিশ দিন) হিসেব কর।

৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় ও উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখে। আয়েশা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের নিম্নাতের অনুরূপ উঠানো হবে।

১৭৬৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

১৭৬৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানসহ সওয়াবের আশায় নামায পড়বে তার অতীতের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া

হবে। আর যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় ঈমানসহ রমযানের রোযা রাখবে তারও অতীতের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

৮-অনুচ্ছেদ : রমযান মাসে নবী (সঃ) অত্যধিক দান করতেন।

১৭৬৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِائِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَغْرَضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِائِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

১৭৬৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, গোটা মানব জাতির মধ্যে নবী (সঃ) সবচেয়ে বড় দানশীল ছিলেন। রমযান মাসে জিবরাঈল (আঃ) যে সময় তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন সে সময় তিনি সবচাইতে বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন। জিবরাঈল রমযান মাসে প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। এভাবেই রমযান মাসি' অতিবাহিত হত। নবী (সঃ) (এ সময়) তার সামনে কুরআন শরীফ পড়ে শুনাতে। যখন জিবরাঈল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি গতিবান বায়ুর^৩ চাইতেও বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন।

৯-অনুচ্ছেদ : যে রোযাদার মিথ্যা ও তদনুযায়ী কাজ পরিত্যাগ করতে পারে না।

১৭৬৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

১৭৬৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, (রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখার) আত্মাহর কোন প্রয়োজন নেই।^৪

১০-অনুচ্ছেদ : গালি ও কটুবাক্যের জবাবে রোযাদার কি শুধু বলবে, “আমি রোযাদার”?

১৭৬৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ

৩. গতিবান বায়ু বলতে রহমত বুঝানো হয়েছে। কারণ বুড়ির মেঘ বায়ুতড়িত হয়েই বিভিন্ন স্থানে নীত হয়। আর ফলমূল ও ফসলাদির জন্য বুড়ির প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত।

৪. যে রোযাদার মিথ্যা বলা ও অনুরূপ কাজ করা পরিত্যাগ করতে পারে না, তার রোযা আত্মাহর দরবারে কবুল হয় না। আত্মাহ তার এই আমলের প্রতি মোটেও অক্ষিপ করেন না। সে শুধু শুধুই উপবাস বাশন করে। অবশ্য তার ফরয দারিত্ব আদায় হয়ে যায়।

صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَاءَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ
إِنِّي أَمْرُقٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ تَخْلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ
عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرِحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ
وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ .

১৭৬৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন, রোযা ছাড়া বনী আদমের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, তবে রোযা আমার জন্য। আমি নিজে এর পুরস্কার প্রদান করব। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ রোযা রেখে অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। কেউ তার সাথে গালমন্দ বা ঝগড়া করলে শুধু বলবে, আমি রোযাদার। আর সেই মহান সন্তার শপথ, যার মুঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ। আল্লাহর নিকট রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তুরীর খোশবু থেকেও উত্তম। রোযাদারের খুশীর বিষয় দু'টি। যখন সে ইফতার করে তখন একবার খুশীর কারণ হয়।^৫ আত্রেকবার যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করে রোযার বিনিময় পেয়ে খুশী হবে।

১১-অনুচ্ছেদ : অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যক্তিচা্রে লিঙ্গ হওয়ার আশংকা করলে সে রোযা রাখবে।

১৭৭. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَاءَةُ النِّكَاحُ .

১৭৭০. আলকামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-র সাথে হাঁটছিলাম। তিনি [(আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বললেন, একদা আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে চোখকে অবনতকারী ও গুণ্ডালের হেফাজতকারী। আর যে বিয়ে করতে সমর্থ নয় তার রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা রোযা বৌন তাড়নাকে অবদমিত করে রাখে। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রাঃ) বলেছেন, 'আল-বাজাতা' শব্দের অর্থ 'হল' বিয়ে।

১২-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর বাণীঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার করা।^৬ সিলাহ (র) আশ্বার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আশ্বার বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্দেহজনক দিনে রোযা রাখে সে আবুল কাসেম (সঃ)-এর নাক্ষরমানী করে।

৫. 'ইফতারের সময় খুশী হয়' কথা বারো একমাস রোযার পরে ইফতার খুশীর কথা বুকানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিঃ রোযা কবুল হওয়ার কারণে যখন সে তার প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছাবে।

৬. চাঁদ দেখে রোযা রাখা এবং চাঁদ দেখে ইফতার করা। অর্থ হলো, শাবান মাসের শেষ ঋতুতে রমযানের চাঁদ দেখে রমযানের রোযা রাখ এবং শাওরাল মাসের চাঁদ দেখলে রোযা রাখা বন্ধ করা। সন্দেহের দিন বা

১৭৭১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.

১৭৭১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তোমরা (রমযানের) চাঁদ না দেখে রোযা রেখ না, আবার চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে হিসেব করো অর্থাৎ ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

১৭৭২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

১৭৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্ট। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রেখ না। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

১৭৭৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ (حَبَسَ) لِإِبْنِهِمَا فِي الثَّلَاثَةِ.

১৭৭৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এত এত দিনে মাস হয় (দু'হাতের দশটি আঙুল তিনবার দেখিয়ে)। তৃতীয়বার তিনি (একটি) বৃদ্ধাঙ্গুলী বন্ধ করে রাখলেন (অর্থাৎ কোন কোন মাস উনত্রিশ দিনেও হয় বুঝালেন)।

১৭৭৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

১৭৭৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবুল কাসেম (সঃ) বলেছেন, চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো (রোযা শেষ করো)। তবে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে শাবানের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করো।

১৭৭৫. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا لِيَ مِنَ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى

ইয়াযযুশ-শাক বলতে শাবানের ত্রিশ তারিখ বুঝানো হয়েছে। এ তারিখকে সন্দেহের দিন বলার কারণ হল, মেঘ বা অন্য কোন কারণে চাঁদ দেখা না গেলে এ দিনটি যেমন শাওয়াল মাসের ত্রিশ তারিখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঠিক তেমনি রমযান মাসের প্রথম তারিখ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাই রমযানের নির্যাত্তে এই তারিখে রোযা রাখা মাকরুহ।

تِسْعَةً وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدًا أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

১৭৭৫. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে এক মাসের জন্য 'ঈলা' করলেন (অর্থাৎ এক মাস যাবৎ স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা না করার কসম করলেন)। ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে সকালে অথবা সন্ধ্যায় তিনি তাদের কাছে গেলেন। তাকে বলা হল, আপনি তো এক মাস পর্যন্ত না আসার শপথ করেছেন? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, মাস তো ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

١٧٧٦. عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّت رَجُلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرِئَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

১৭৭৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে 'ঈলা' করলেন, এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। ঊনত্রিশ রাত পর্যন্ত তিনি ঘরের মাচানে অবস্থান করেন এবং পরে সেখান থেকে বেরিয়ে স্ত্রীদের কাছে গেলে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো এক মাসের কসম করেছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, মাস তো ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

১৩-অনুচ্ছেদ : ঈদের দু'টি মাসই পর পর ঊনত্রিশ দিনে হয় না। (অর্থাৎ রমযান মাস ঊনত্রিশ দিনে হলে যুল-হিজ্জাহ ত্রিশ দিনে হবে। আর যুল-হিজ্জাহ ঊনত্রিশ দিনে হলে রমযান ত্রিশ দিনে হবে)।

١٧٧٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرًا عِيدِ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ.

১৭৭৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এমন দু'টি মাস আছে যার উভয়টিই (পরপর) ষাটটি (ঊনত্রিশ দিনে) মাস হয় না।^৭ আর তা হল ঈদের দু'টি মাস-রমযান ও যুল-হিজ্জাহ।

১৪-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) বলেছেন, আমরা লেখাপড়া বা হিসাব-নিকাশ জানি না।

৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বোখারী (রাঃ) ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি মাস ষাটটি মাস হলেও পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য। ইমাম মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেছেন, এ দু'টি মাসের উভয়টিই ষাটটি হতে পারে না। আবুল হাসান ইসহাক ইবনে রাহবিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, মাস দু'টি ঊনত্রিশ বা ত্রিশ যে ক'দিনেই হোক না কেন মর্যাদার দিক থেকে এর কোন ষাটটি হয় না।

১৭৭৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ .

১৭৭৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমরা উম্মী জাতি,^৮ লিখতে জানি না, হিসাব-নিকাশ করতেও জানি না। তবে মাস এতো দিনে আর এতো দিনে হয়, অর্থাৎ কখনো উনত্রিশ দিনে আবার কখনো ত্রিশ দিনে।

১৫-অনুবাদ : রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখা যাবে না।

১৭৭৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

১৭৭৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে (নফল) রোযা রাখবে না।^৯ তবে কেউ প্রতিমাসে ঐ সময় রোযা রাখতে অভ্যস্ত হলে রাখতে পারবে।

১৬-অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণীঃ

أَحْلُ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ مِنْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَتَقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (سورة البقرة آية - ১৮৭)

“রোযার সময় রাতের বেলা স্বীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের আবরণ আর তোমরা তাদের আবরণ। আল্লাহ জানেন যে, চুপে চুপে তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করে যাচ্ছিলে। তিনি তোমাদের এই অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্বীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) করতে পার। আর আল্লাহ বা তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তা চাইতে পার” (সূরা বাকারা : ১৯৭)।

৮. ‘আমরা উম্মী বা নিরক্ষর জাতি’ বলতে রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশ বা আরবদেরকে বুঝিয়েছিলেন। কেননা কুরাইশ তথা আরবদের প্রায় সবাই সে সময় লেখাপড়া জানত না। আর নবী (সঃ) তাদেরই একজন ছিলেন। এখানে তার কথার নম্রতা ও বিনয়িতাব কৃটে উঠেছে।

৯. রমযানের পূর্বে নফল রোযা রাখলে দুর্বল হওয়ার কারণে রমযানের করণ রোযা রাখতে অক্ষমতা আসতে পারে। এজন্য এ সময় নফল রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

১৭৮. عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ مَا يَأْكُلُ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمَسِيَ وَإِنْ قَيْسَ بْنِ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارَ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكَ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ انْطَلِقُ وَأَطْلُبْ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةُ لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ فَفَرَحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ -

১৭৮০. বারাবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাহাবাদের কেউ রোযা রাখতেন, ইফতারের সময় উপস্থিত হলে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি আর কিছুই খেতেন না, পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই রোযা রাখতেন। এক সময়ের ঘটনা, কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী (রাঃ) রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় হলে তিনি স্ত্রীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খাওয়ার মত কিছু আছে কি? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, না। তবে আমি তালাশ করে দেখে আসি তোমার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা। কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী (রাঃ) দিনের বেলা (ক্ষুধা-খামারে) কর্মব্যস্ত থাকতেন। (স্ত্রী খাবার তালাশে যাওয়ার পর) ঘুমে তাঁর চোখ মুদে আসলো। তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, তোমার জন্য আফসোস। পরদিন দুপুর হলে তিনি সৎজা হারিয়ে ফেলেন। ঘটনা নবী (সঃ)-এর নিকট পৌছলে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলঃ রমযানের রাতের বেলা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) হালাল করা হয়েছে.....এ হুকুম অবহিত হয়ে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর নাযিল হলোঃ “তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো” (সূরা বাকারাহঃ ১৮৭)।

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فِيهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

“আর তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।” বারাবা (রাঃ) এ সম্পর্কিত হাদীস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৭৮১. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ عَمَدَتُ إِلَى عِقَالِ آسُودَ وَالْيَ عِقَالِ آبَيْضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وَسَادَتِي فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

১৭৮১. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সময় “খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে” নাযিল হল তখন আমি একটি কালো ও একটি সাদা রংয়ের সূতা নিয়ে আমার বাগিশের নীচে রেখে দিলাম। রাতের বেলা আমি (রশি দু’টি বার বার) দেখতে থাকলাম। কিন্তু তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম না। সকালে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে গিয়ে সব বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, এর অর্থ হল রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো।

১৭৮২. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَنْزَلْتُ وَكُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رَجُلًا إِذَا أَرَادُوا الصُّومَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَاهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوا إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

১৭৮২. সাহল ইবনে সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন “খাও এবং পান কর যতক্ষণ না কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়” নাযিল হল তখনও “ফজরের” কথাটা নাযিল হয়নি, এমতাবস্থায় লোকে রোযা রাখতে চাইলে প্রত্যেকেই দু’পায়ে সাদা ও কালো সূতা বেঁধে নিতো এবং (সাহরীর সময়) সাদা ও কালো বর্ণ স্পষ্ট দেখা না যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করতো। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা ‘ফজরের’ কথাটা নাযিল করলেন। তখন সবাই জানতে পারল যে, সাদা ও কালো রেখার অর্থ হল রাত (এর অন্ধকার) ও দিন (এর আলো)।

১৮—অনুচ্ছেদ: নবী (সঃ)—এর বাণী, বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহরী থেকে বিরত না রাখে (অর্থাৎ বিলালের আযান শুনে তোমরা সাহরী খাওয়া বন্ধ করবে না)।

১৭৮৩. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.

১৭৮৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিলাল রাত থাকতে আযান দিতেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) আদেশ করলেন, “ইরনে উম্মে মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর।” কেননা ফজর (উদয়) না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তাদের উভয়ের (বিলাল ও ইবনে উম্মে মাকতুম) আযানের মধ্যে এতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল যে, একজন (আযান দিয়ে মিনার থেকে সিড়ি বেয়ে) নামতেন আর একজন উঠতেন।

১৯-অনুব্ধেদঃ তাড়াতাড়ি সাহরী খাওয়া। ১০

১৭৮৬. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أَدْرِكَ السُّحُورَ (السُّجُودَ) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৭৮৪. সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বাড়ীতে পরিবার-পরিজনদের সাথে সাহরী খেতাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাহরী খাওয়ার জন্য/ফজরের নামায পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করে যেতাম।

২০-অনুব্ধেদঃ সাহরী ও ফজরের নামাযের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান।

১৭৮৫. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ السُّحُورِ وَالْأَذَانِ قَالَ قَدَرُ خَمْسِينَ آيَةً .

১৭৮৫. যয়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাহরী খেয়েছি। তারপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়িয়েছেন। (বর্ণনাকারী আনাস বলেন), আমি যয়েদ ইবনে সাবেতকে জিজ্ঞেস করলাম, সাহরী ও আযানের মাঝখানে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধানছিল।

২১-অনুব্ধেদঃ সাহরী খাওয়াতে বরকত ও কল্যাণ লাভ হয়। তবে সাহরী খাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কেননা নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ ক্রমাগতভাবে রোযা রেখেছেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সাহরীর উল্লেখ নেই।

১৭৮৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاصَلَ فَوَاصِلَ النَّاسِ فَشَقَّ

১০. অনুব্ধেদের বিকল্প পাঠে আছে, বিলগে সাহরী খাওয়া। হাদীসে “নামায পড়ার জন্য”-এর পরিবর্তে বিকল্প পাঠে আছে “সাহরী খাওয়ার জন্য।” মুগলাতাই বুখারীর কোন এক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে “বিলগে সাহরী খাওয়া” শিরোনাম দেখেছেন। আল-কৌশলীহানীর বর্ণনায় ‘উদরিকাস-সুহূর’ এসেছে কিন্তু নাসাবী ও জমহূরের বর্ণনায় ‘উদরিকাস-সুহূদ’ এসেছে-(সম্পাদক)

عَلَيْهِمْ فَتَنَاهُمْ قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظْلُ
أَطْعَمُ وَأَسْقِي.

১৭৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোন এক সময় নবী (সঃ) একাধারে রোযা (সাওমে বেসাল) রাখতে থাকলে লোকেরাও (সাহাবাগণ) একাধারে রোযা রাখতে শুরু করেন। কিন্তু তা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দৌড়ালে নবী (সঃ) তাদেরকে নিষেধ করলেন। সবাই বলল, আপনি যে একাধারে রোযা রাখছেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পানাহার করানো হয়ে থাকে। ১১

١٧٨٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ
بَرَكَهً.

১৭৮৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত লাভ হয়।

২২-অনুচ্ছেদঃ দিনের বেলা রোযার নিয়্যাত করা। উম্মুদ-দারদা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু দারদা (কোন কোন সময়) এসে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি? যদি আমি বলতাম ‘না’ তখন তিনি এই বলে রোযা রাখতেন যে, তাহলে আমি আজকে রোযা রাখলাম। আবু তালহা, আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস ও হুযাইফা (রা)-ও এভাবে রোযা রেখেছেন।

١٧٨٨. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَاعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ نَاسًا يُنَادِي فِي
النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلْيَتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ
فَلَا يَأْكُلْ.

১৭৮৮. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আশুরার দিন নবী (সঃ) লোকদের মধ্যে এ কথা প্রচার করার জন্য একজন ঘোষক পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি আজ খাবার খেয়ে নিয়েছে সে যেন (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আর না খায় অথবা রোযা রাখে। আর যে এখনো খাবার খায়নি সে যেন আর না খায় (এবং রোযা রাখে)।

২৩-অনুচ্ছেদঃ রোযাদার নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলো।

১১. অল্লাহ তাওলা বিশেষ রহমতের দ্বারা তাঁর পানাহারের প্রয়োজন পূরণ করতেন।

১৭৮৭. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُفَرِّعَنَّ (لَتُفَرِّعَنَّ) بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَكَّرَهُ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَدَّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرُكَ أَمْرًا وَلَوْ لَا أَنَّ مَرْوَانَ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ وَقَالَ هَمَامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالْأَوَّلِ أَسْنَدُ .

১৭৮৯. আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ানকে অবহিত করেছেন যে, আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা) তাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাস জনিত নাপাকী নিয়ে রাতে নিদ্রা যেতেন এবং এ অবস্থায়ই ফজরের নামাযের সময় হয়ে যেত। তিনি গোসল করতেন এবং রোযার নিয়াত করে রোযা রাখতেন। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে মারওয়ান আবদুর রহমান ইবনে হারেসকে বললেন, আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, এ হাদীস শুনিয়ে তুমি আবু হুরাইরাকে আতর্কিত করে দাও (কেমনা এরূপ রোযাদারের রোযা হয় না বলে তিনি ফতোয়া দিয়ে থাকেন)। সেই সময় মারওয়ান ছিলেন মদীনার গভর্নর। হাদীসের বর্ণনাকারী আবু বকর বলেন, আবদুর রহমানের কাছে মারওয়ানের এ কথা মনোপুত ছিল না। এরপর আমরা ঘটনাক্রমে যুল-হলাইফাতে একত্র হই। সেখানে আবু হুরাইরার এক খন্ড জমি ছিল। (এ সুযোগে) আবদুর রহমান আবু হুরাইরাকে বললেন, আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই। মারওয়ান বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে না বললে আমি আপনাকে তা বলতাম না। এরপর তিনি আয়েশা ও উম্মে সালামার বর্ণিত হাদীস বললেন এবং এ কথাও বললেন যে, ফযল ইবনে আব্বাস (রা) -ও আমাকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। আর তিনি সবচেয়ে বেশী অবহিত। হাম্মাম ও ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে নবী (সঃ) রোযা ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিতেন। তবে প্রথমোক্ত ত্রিওয়্যাতটির সনদই মজবুত।

২৪-অনুচ্ছেদঃ (সংগম ছাড়া) স্ত্রীর সাথে রোযাদারের সব রকমের মেলামেশা জায়েয। আয়েশা (রা) বলেছেন, রোযাদারের জন্য স্ত্রীর গোপন অংগ হারাম।

১৭৭০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ وَيَبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِأَرْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِرْبٌ حَاجَةٌ وَقَالَ طَاوُسٌ غَيْرِ أَوْلَى الْأَرْبَةِ الْأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ .

১৭৯০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রোযা অবস্থায় নবী (সঃ) (স্ত্রীদের) চুষন ও স্পর্শ করতেন। তবে তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে তোমাদের সবার চেয়ে বেশী সক্ষম ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, “মা’রিব” অর্থ প্রয়োজন বা চাহিদা। আর তাউস বলেছেনঃ “গাইর উলিল-ইরবাহ্” অর্থ ‘নির্বোধ’ যাদের স্ত্রীলোকদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

২৫-অনুচ্ছেদঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া। জাবের ইবনে সায়েদ (রা) বলেছেন, কামুক দৃষ্টি নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালে যদি বীর্যপাত ঘটে তবুও রোযা পূর্ণ করবে।

১৭৭১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَقْبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ .

১৭৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রোযা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। (একথা বলে) তিনি (আয়েশা) হেসে দিলেন।

১৭৭২. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حَضْتُ فَأَسْأَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ مَا لَكَ أَنْفَسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يَقْبِلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

১৭৯২. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সময় আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে একই চাদরের নীচে শুয়েছিলাম। এই অবস্থায় আমার হায়েয শুরু হলে আমি হায়েযের কাপড় গুটিয়ে চুপে চুপে বের হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, তোমার হায়েয শুরু হয়েছে? আমি বললাম, ‘হাঁ’। এরপর তাঁর সাথে একই চাদরে শয়ন করলাম। আর তিনি (উম্মে সালামা) এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) (পবিত্রতা অর্জনের জন্য) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা অবস্থায় তাকে চুমু দিতেন।

২৬-অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের গোসল করা। রোযা অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একখানা কাপড় ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়েছেন। রোযা অবস্থায় ইমাম শা’বী (রঃ)

হাসানখানায় গিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) বলেছেন: রোযা থেকে উনুনের খাদ্য বা অন্য কোন জিনিস চেখে দেখায় কোন দোষ নেই। হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, কুল্লি করা বা শরীর ঠাণ্ডা করাতে রোযাদারের জন্য কোন দোষ নেই। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখলে সকালে তেল মাখবে ও চিরুণী করবে (যাতে শরীর তরতরে থাকে)। আনাস (রাঃ) বলেছেন, আমার একটি চৌবাচ্চা আছে। আমি রোযা রেখে তাতে প্রবেশ করি (অর্থাৎ গোসল করি)। মহানবী (সঃ) রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করতেন। রোযা রেখে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সকাল-সন্ধ্যা মেসওয়াক করতেন। ইবনে সীরীন বলেছেন, রোযা অবস্থায় কাঁচা রসযুক্ত মেছওয়াক ব্যবহারেও কোন ক্ষতি নেই। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কাঁচা মেসওয়াকের তো স্বাদ আছে? তিনি বললেন, পানিরও তো স্বাদ আছে, কিন্তু পানি দিয়ে তুমি তো কুল্লি কর। আনাস (রাঃ), হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) রোযাদারের সুরমা ব্যবহারে কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করেন না।

১৭৭৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

১৭৯৩. আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, রমযান মাসে এহতেলাম ছাড়াই নবী (সঃ)-এর ফরজ গোসলের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় ফজরের ওয়াক্ত হয়ে আসতো। তিনি গোসল করতেন এবং রোযার নিয়াত করতেন।

১৭৭৪. عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبَتْ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ.

১৭৯৪. আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি এবং আমার পিতা আয়েশা (রাঃ)-র কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। তিনি (আয়েশা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি এহতেলামের কারণে নয়, সহবাসের কারণে ফরজ গোসলের প্রয়োজন নিয়ে ফজর পর্যন্ত থেকেছেন তারপর রোযা রেখেছেন। পরে আমরা সেখান থেকে উম্মে সালামা (রাঃ)-র কাছে গেলাম তিনিও অনুরূপ কথাই বললেন।

২৭-অনুচ্ছেদঃ রোযাদার ডুলবশতঃ কিছু খেলে বা পান করলে তার হুকুম। আতা (র) বলেছেন, নাকে পানি দিতে গিয়ে তা কঠনালীতে প্রবেশ করলে ক্ষতি নেই, যদি বের করে আনতে নাও পারে। হাসান বসরী (র) বলেছেন, কঠনালীতে মাছি প্রবেশ

করলে কিছুই হবে না। হাসান বসরী ও মুজাহিদ (র) বলেছেন, ভুল করে সংগম করে ফেললেও কিছু ক্ষতিপূরণ করতে হবে না।

১৭৯৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَاكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتُمْ صَوْمُهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ -

১৭৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, রোযাদার যদি ভুল করে খায় বা পান করে তাহলে সে (ইফতার না করে) রোযা পূর্ণ করবে। ১২ কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

২৮-অনুচ্ছেদ : রোযা অবস্থায় কোন কাঁচা রসালো বা শুকনো জিনিস দিয়ে মেসওয়াক করা। আমের ইবনে রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এতো অধিক বার নবী (সঃ)-কে রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করতে দেখেছি যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা মুশকিল। আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রতিবার উযুর সময় (নামাযের ওয়াক্তে) সবাইকে মেসওয়াক করতে আদেশ করতাম। জাবের ও য়ায়েদ ইবনে খালেদ (রা)-র মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। তবে এখানে রোযাদার ও অরোযাদারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হয়নি। আয়েশা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মেসওয়াক মুখকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকারী এবং মহান প্রভু আল্লাহর সম্মুখি বিধানকারী। আতা ও কাতাদা বলেছেন, রোযাদারের থুথু বা লালা গিলে ফেলা জায়েয।

১৭৯৬. عَنْ حَمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْثَرْتُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১২. রোযা রেখে কেউ ভুলে কিছু খেলে তাতে কাযা কিংবা কাফফারা অথবা কাযা-কাফফারা দুটি ওয়াজিব হবে কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশ উলামার মত হলো, কিছুই হবে না। তবে ইমাম মালেক (র) বলেছেন, তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে এবং কাযা আদায় করতে হবে।

১৭৯৬. হুমরান ইবনে আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসমান (রা)- কে উযু করতে দেখেছি। তিনবার তিনি হাতের উপর পানি ঢাললেন, পরে কুন্নি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন এবং এরপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন এবং ডান পা তিনবার ধুলেন। সবশেষে বাম পা তিনবার ধুয়ে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)- কে আমার এ উযুর মত করেই উযু করতে দেখেছি। তারপর তিনি (সঃ) বললেন, যে আমার এ উযুর মত উযু করে দুই রাকআত নামায পড়বে-অন্য কোন কিছু যদি এ দুয়ের মাঝে না এসে থাকে-তাহলে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

২৯-অনুচ্ছেদ: নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ যখন উযু করবে তখন নাকের ছিদ্র পথে তাকে পানি পৌছাতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি রোযাদার ও অরোযাদারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। হাসান বসরী বলেছেন, নাকের মধ্যে গুণ্ধ দিলে যদি তা কণ্ঠনালীতে না পৌছে তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। রোযাদার সুরমা ব্যবহার করতে পারবে। আতা বলেছেন, রোযাদার কুন্নি করে মুখের পানি ফেলে দিলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। গুণ্ধ নিক্ষেপ করার পর মুখগহ্বরে যে আর্দ্রতা থাকে তা গিলে ফেলেলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। দাঁত বা মুখে আটকে থাকা খাদ্যের কণা চিবাতে না। এরূপ খাদ্যের কণা চিবিয়ে তার রস যদি গিলে ফেলা হয় তাহলে আমি বলি না যে, তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে এরূপ করা নিষিদ্ধ।

৩০-অনুচ্ছেদ : রমযান মাসে রোযা রেখে সংগম করা। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে একটি মারফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি অসুখ বা ওযর ছাড়া রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করল, সারা জীবনের রোযা দ্বারা তার কাযা আদায় হবে না (সমান হবে না)।^{১৩} আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (আবু হুরাইরার) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, শা'বী, ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম, কাতাদা ও হাম্মাদ বলেন, রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করলে তদন্তুলে একটি কাযা রোযা রাখবে।

১৭৭৭. عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي (نَهَارِ) رَمَضَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمَكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ فَقَالَ آيِنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ أَنَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا .

১৩. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, ইমাম শা'বী, ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম নাখ্বী, কাতাদা ও হাম্মাদের মতে রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করলে তার পরিবর্তে কাযা স্বরূপ একটি রোযা রাখলেই চলবে। এজন্য কাফফারা দিতে হবে না। তবে আবু হুরাইরার বর্ণিত হাদীস অনুসারে অধিকাংশ উলামার মতে এমতাবহুয় কাযা ও কাফফারা দুই-ই আদায় করতে হবে। ইমাম যুহরী বলেছেন, হকুমটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য। অর্থাৎ কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসটির হকুম রহিত হয়ে গেছে।

১৭৯৭. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, সে দোযখের আগুনে দগ্ধ হয়েছে। তিনি বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি রমযানের রোযা রেখে জ্বর কাছে গিয়েছি। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর কাছে একটি ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আসল যা (ঝুড়ি) আরাক নামে পরিচিত। নবী (সঃ) বললেন, অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়? সে বলল, আমি হাজির আছি। নবী (সঃ) তাকে খেজুরগুলো দিয়ে বললেন, এগুলো সদকা করে দাও।

৩১-অনুচ্ছেদঃ রমযানের রোযা রেখে কেউ জ্বর সহবাস করে ফেললে যদি তার কাছে কাফ্ফারা দেওয়ার মত কিছু না থাকে এবং পরে সদকার দ্রব্য তার হস্তগত হয় তবে তা-ই কাফ্ফারা হিসেবে দান করবে।

১৭৭৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُفْتَقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرِيقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرِيقُ الْمَكْتَلُ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلَ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمُهُ أَهْلَكَ.

১৭৯৮-আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। নবী (সঃ) বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি রোযা অবস্থায় আমার জ্বর সাথে সহবাস করেছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোন ক্রীতদাস আছে যাকে আযাদ করে দিতে পার? সে বলল, 'না'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি? সে এবারও বলল, না। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) অপেক্ষায় থাকলেন এবং আমরাও এ অবস্থায় বসে থাকতেই নবী (সঃ)-এর কাছে ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আনীত হল। 'আরাক' হলো ঝুড়ি। তখন নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বলল, হাঁ, আমি আছি। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে যাও এবং সদকা করে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার চাইতেও অভাবী লোককে সদকা করে দিব? আল্লাহর কসম!

(মদীনায়) দুটি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত এলাকায় আমার পরিবারের চাইতে বেশী অভাবী পরিবার আর একটিও নাই। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তোমার পরিবারকেই খেতে দাও।^{১৪}

৩২-অনুচ্ছেদঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাসকারী ব্যক্তি অভাবী হলে তার কাককারার অর্থ কি নিজ পরিবারের লোকদের খাওয়াতে পারবে?

১৭৭৭. عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْآخَرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَجِدُ مَا تُحَرِّدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيلُ قَالَ أَطْعِمُ هَذَا عَنْكَ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ أَطْعِمُهُ أَهْلَكَ .

১৭৯৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে বলল, এই হতভাগা রমযানের রোযা থেকে স্ত্রী সহবাস করেছে। নবী (সঃ) বললেন, একজন কৃতদাস আযাদ করার সামর্থ্য কি তোমার আছে? সে বলল, না। নবী (সঃ) বললেন, তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। নবী (সঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, ষাট জন মিসকীনকে খাওয়ানোর মত সামর্থ্য কি তোমার আছে? লোকটি এবারও বলল, না। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর কাছে এক আরাক অর্থাৎ ছুড়ি ভর্তি খেজুর আনীত হলো। আরাক বলা হয় খেজুর বাকলের থলিকে। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এগুলো তোমার পক্ষ থেকে মিসকীনদেরকে খাওয়াও। সে বলল, আমার চাইতে অভাবী লোকদেরকে খাওয়াবো? অথচ কংকরময় দুই সমভূমির মধ্যস্থিত স্থানে (মদীনায়) আর কোন পরিবার আমাদের চাইতে অভাবী নয়। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তোমার পরিবারকেই খাওয়াও।

৩৩-অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের শিংগা লাগানো বা বমি করা। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সালেহ-আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, কেউ বমি করলে রোযা নষ্ট হয় না। কেননা এর দ্বারা সে কিছু বের করে দিলে, ভিতরে প্রবেশ করাচ্ছে না। আবু হুরাইরার আর একটি মতও বর্ণনা করা হয় যে, বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তবে প্রথম বর্ণনাটিই সর্বাধিক সঠিক। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও

^{১৪} হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রোযা থেকে স্ত্রী সহবাস করলে তাকদার কাফা-কাককারা দু'টিই আদায় করতে হবে।

ইকরামা (রাঃ) বলেন, কোন জিনিস ভিতরে প্রবেশের কারণে রোযা নষ্ট হতে পারে, বের হওয়ার কারণে নয়। ইবনে উমর (রাঃ) রোযা রেখে শিংগা লাগাতেন। অবশ্য পরবর্তী সময় তিনি মিহাভাগে শিংগা না লাগিয়ে রাতের বেলা লাগাতেন। আর আবু মুসা (রাঃ)-ও রাত্রিকালে শিংগা লাগাতেন। সাদ, যাসেদ ইবনে আরকাম ও উম্মে সালামা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সবাই রোযা রেখে শিংগা লাগাতেন। বুকায়ের উম্মে আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা আয়েশার সামনে শিংগা লাগাতাম, কিন্তু আমাদেরকে নিবেদন করা হত না। হাসান বসরী থেকে একাধিক সনদে মরহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শিংগা প্রয়োগকারী ও গ্রহণকারী উভয়েরই রোযা নষ্ট হয়ে যায়। আইয়্যাজ-আবদুল আলা-ইউনুসের মাধ্যমে হাসান বসরী থেকে আমাকে অনুরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন। হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এ হাদীস কি নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত? তিনি প্রথমে বললেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, আল্লাহই ভাল জানেন।

১৮০০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

১৮০০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন এবং রোযা অবস্থায়ও শিংগা লাগিয়েছেন।

১৮০১. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبُنَانِيِّ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضُّعْفِ .

১৮০১. সাবেত আল-বুনানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো [মসূল্লাহ (সঃ) -এর সময়] আপনারা কি রোযাদারের জন্য শিংগা লাগানো অপসন্দ করতেন? তিনি বললেন, না, কিন্তু শিংগা লাগালে যে ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে অপসন্দ করতাম।

৩৪-অনুচ্ছেদঃ সফরে রোযা রাখা বা না রাখা উভয়টির অনুমতি আছে।

১৮০২. عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ أَنْزِلْ فَأَجِدْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْزِلْ فَأَجِدْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْزِلْ فَأَجِدْ لِي فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ مَهْنًا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮০২. ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। (সহ্মায়) তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, সওয়াযী থেকে নামো এবং আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সূর্যের কিরণ তো এখনো অবশিষ্ট আছে। তিনি বললেন, সওয়াযী থেকে অবতরণ করো এবং আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। ঐ আবারও বলল, হে আল্লাহর রসূল! এখনো তো সূর্য অবশিষ্ট আছে। তিনি আবারও বললেন, নামো এবং আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। অতপর সে সওয়াযী থেকে নেমে ছাত্তু গুলিয়ে আনলে তিনি তা খেলেন এবং হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, এখানে অর্থাৎ যখন দেখবে যে, পূর্ব দিক থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদানের ইফতারের সময় হয়েছে।^{১৫}

১৮.৩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الْاَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرًا الصِّيَامَ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ.

১৮০৩. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হামযা ইবনে আমর আসলামী (রাঃ) অধিক মাত্রায় রোযা রাখতে অত্যন্ত ছিলেন। তিনি নবী (সঃ)-কে বললেন, আমি সফরেও রোযা রেখে থাকি। নবী (সঃ) বললেন, সফর অবস্থায় তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পার আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পার।

৩৫-অনুব্ধেদঃ রমযানের কয়েকটি রোযা রাখার পর সফরে বের হলে তার হুকুম।

১৮.৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ فَاَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ وَالْكَدِيْدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيْدٍ.

১৮০৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক রমযান মাসে রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা রেখে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। কাদীদ নামক জায়গায় পৌঁছে তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেললে সবাই রোযা ভেঙ্গে ফেললো। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, উসফান ও কুদাইদ নামক জায়গা দুটির মধ্যখানে কাদীদ অবস্থিত।

৩৬-অনুব্ধেদঃ

১৮.৫. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ

^{১৫} শায়বানীর মাধ্যমে জারীর ও আবু বকর ইবনে আইয়াশ ও ইবনে আবু আওফা থেকে অনুব্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ زَوْاحَةَ .

১৮০৫. আবুদ-দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবী (সঃ)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। গরম এতো প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিল (সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য)। একমাত্র নবী (সঃ) ও ইবনে রাওয়াহা (রা) ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউ রোযাদার ছিল না।

৩৭-অনুব্ধেদঃ প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে পড়ার কারণে সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা হলে নবী (সঃ) বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়।

١٨٠٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ .

১৮০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক সফরে থাকা অবস্থায় এক জায়গায় জটলা দেখতে পেলেন। তার মধ্যে একজন লোককে দেখলেন-যাকে ছায়া করে দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? এবং লোকেরা বলল, লোকটি রোযা রেখেছে। এসব শুনে তিনি বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়।

৩৮-অনুব্ধেদঃ সফরে রোযা রাখা বা না রাখা নিয়ে নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতেন না।

١٨٠٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

১৮০৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা অনেক সময় (রমযান মাসে) নবী (সঃ)-এর সাথে সফরে থাকতাম। আমাদের মধ্যে যারা রোযা রাখতেন তারা কখনো অরোযাদারদের আর যারা রোযা রাখতেন না তারা কখনো রোযাদারদের দোষারোপ ও নিন্দা করতেন না।

৩৯-অনুব্ধেদঃ রমযান মাসে সফর অবস্থায় সবাইকে দেখিয়ে রোযা ভঙ্গ করা।

١٨٠٨. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

১৮০৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। এ সময় তিনি রোযা রেখেছিলেন। তিনি উসফান নামক জায়গায় পৌছে পানি আনিয়া লোকদেরকে দেখানোর জন্য তা হাতের উপর উচু করে ধরলেন এবং রোযা ভঙ্গ করে এই অবস্থায় মক্কা পৌছলেন। এ ছিল রমযান মাসের ঘটনা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরে কখনো রোযা রেখেছেন আবার কখনো ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পারে আবার কেউ ইচ্ছা করলে রোযা ভঙ্গও করতে পারে।

৪০-অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. (سورة البقرة : ১৮৬)

“আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ নয় তারা ফিদইয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে শ্বাদ্য দান করবে” (সূরা বাকারাহ: ১৮৬)

এ আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেছেন, তা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (البقرة آية ১৮৫)

“রমযান এমন একটি মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা স্পষ্ট হেদায়াত ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ, যা হেদায়াতের পথ প্রদর্শক এবং হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সূচনাকারী। সুতরাং এখন থেকে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে সে পূর্ণ মাসের রোযা রাখবে। আর কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে তবে সে অন্য সময়ে রোযাগুলো পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করে দিতে চান কঠিন করতে চান না, যেন তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, আর যে হেদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন সেজন্য তার মহত্ব প্রকাশ করতে ও শোকরগোজার হতে পার” (সূরা বাকারাহ: ১৮৫)।

ইবনে নুমায়ের-আ'মাস-আমর ইবনে মুররার মাধ্যমে ইবনে আবু লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবাগণ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের হুকুম নাযিল হলে তা পালন করা তাদের জন্য

কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং বারা প্রাতিদিন খাওয়াতে সমর্থ ছিল তারা সবাই রোযা না রেখে রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও একজন মিসকীনকে খেতে দিত। তাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতিও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু “আর রোযা রাখি তোমাদের জন্য উত্তম” এ আয়াতটি নাথিল হলে তা মানসুখ হয়ে গেল এবং এ দ্বারা সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হল।

১৮০৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَرَأَ فِذِيَّةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ قَالَ هِيَ مَنَسُوخَةٌ

১৮০৯. নাফে (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরআন মজীদে “ফিদ্যাতুন তআযু মিসকীন” আয়াত পড়ে বললেন, এটি হকুম রহিত হয়ে গেছে।

৪১-অনুচ্ছেদঃ রমযানের কাযা রোযা কখন আদায় করতে হবে? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তা একাধারে না রেখে বিরতি দিয়ে রাখলে কোন দোষ নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “অন্য দিনগুলোতে এর সংখ্যা পূরণ করবে।” সাঈদ ইবনুল মুসহিয়াব বলেছেন, রমযানের রোযার কাযা আদায় না করা পর্যন্ত যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নফল রোযা উত্তম নয়। ইবরাহীম নখরী বলেছেন, কাযা রোযা রাখতে অলসতা করার কারণে যদি পরবর্তী রমযান এসে যায়, তাহলে দুই রোযা একসাথে করবে। তবে এমতাবস্থায় মিসকীনকে খাওয়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন না। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে খাদ্য খাওয়ানো হবে। অথচ আল্লাহ তাআলা খাদ্য খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করবে”।

১৮১. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعَ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحَى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ بِالنَّبِيِّ

১৮১০. আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ আমার উপর রমযানের কাযা রোযা থাকত। কিন্তু শাবান মাস আসার পূর্বে আমি তা আদায় করতে পারতাম না। ইয়াহুইয়া বলেছেন, নবী (সঃ) -এর খেদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে (তিনি তাঁর কাযা রোযা আদায় করার অবকাশ পেতেন না)।

৪২-অনুচ্ছেদঃ হায়েয অবস্থায় মেয়েরা নামায ও রোযা করবে না। আবু বিনাদ বলেছেন, সুন্নাত ও শরীআতের নীতি অনেক সময় যুক্তি ও বুদ্ধির বিপরীত হয়ে থাকে। তবে মুসলমানদের জন্য সুন্নাত ও শরীআতের নীতি মেনে চলা ব্যতীত

কোন গত্যন্তর নেই। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, হায়েয অবস্থায় রোযা কাযা হলে তা আদায় করতে হবে, তবে নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না।

১৪১১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا.

১৮১১. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এটা কি ঠিক নয় যে, হায়েয শুরু হলে মেয়েরা নামায পড়তে বা রোযা রাখতে পারে না? আর দীনের ব্যাপারে এটাই তাদের কমতি।

৪৩-অনুচ্ছেদ-কোন মৃত ব্যক্তির ফরয রোযা কাযা থাকলে সে ক্ষেত্রে হাসান বসরী বলেছেন যে, একদিন খ্রিশজন লোক একত্রে তার পক্ষ থেকে রোযা আদায় করে দিলে জায়েয হবে।

১৪১২. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ.

১৮১২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন মৃত ব্যক্তির উপর কাযা রোযা থাকলে ঐ লোকের অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে। ১৬

হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওস্বাহ কত্বক আমার থেকে এবং ইয়াহুইয়া ইবনে আইয়ুব কত্বক ইবনে আবু জাফর থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

১৪১৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَذَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

১৮১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর এক মাসের রোযা কাযা আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব? নবী (সঃ) বলেন, হী আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ার অধিক যোগ্য।

১৪১৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمٌ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

১৬. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও অন্যান্য ফকীহগণের মতে অভিভাবক কত্বক রোযা মৃত ব্যক্তিকে রোযার কাযাঃ- আদায় করার নিয়ম পদ্ধতি এই যে, কিদইয়া অর্থাৎ প্রতি রোযার পরিবর্তে এক মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খাওওয়াবে।

১৮১৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে বলল, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর (ওপর) পনের দিনের রোযা কাযা আছে।

৪৪-অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের জন্য কোন সময় ইফতার করা জায়েয, সূর্যগোলক অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে আবু সাঈদ খুদরী (রা) ইফতার করতেন।

১৮১৫. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهْنَا وَادْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهْنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮১৫. আসেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে সময় এদিক (পূর্ব দিক) থেকে অন্ধকার হয়ে আসে আর দিন এদিক (পশ্চিম দিক) দিয়ে চলে যায় এবং সূর্য অস্ত যায় তখন রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে যায়।

১৮১৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهْنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবেলে তিনি কাফেলার একজন লোককে ডেকে বললেন, হে অমুক ! যাও আমাদের জন্য কিছু ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! সন্ধ্যা হতে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সওয়ারী থেকে অবতরণ করে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি সন্ধ্যা হতে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আবারও বললেন, সওয়ারী থেকে অবতরণ কর, আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, দিন তো এখনও অবশিষ্ট আছে ? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে নেমে গিয়ে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। এরপর সে সওয়ারী হতে নামল এবং সবার জন্য ছাতু গুলিয়ে তৈরী করে দিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা পান করে বললেন, যখন দেখবে যে, এদিক (পূর্বদিক) থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

৪৫-অনুচ্ছেদ-পানি বা অন্য কিছ যা সহজে পাওয়া যাবে তা দিয়েই ইফতার করবে।

১৪১৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ سَرَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبِلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ .

১৮১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবেলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সন্ধ্যা হচ্ছে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি গিয়ে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এখনো তো দিন অবশিষ্ট আছে? রসূলুল্লাহ (সঃ) আবার বললেন, যাও না, আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে গিয়ে ছাতু গুলিয়ে নিয়ে এলো। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যে সময় তোমরা দেখবে বাতের অন্ধকার এদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন রোযাদার ইফতার করবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাথে সাথে তাঁর আঙুল দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে দেখালেন।

৪৬-অনুচ্ছেদঃ অনতিবিলম্বে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা।

১৪১৮. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ .

১৮১৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যত দিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে তত দিন পর্যন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। ১৭

১৪১৯. عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْزِلْ فَاجِدْ لِي قَالَ لَوْ أَنْتَظَرْتُ حَتَّى تُمْسِيَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لِي إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

১৭. আহলে কিতাবদের ইফতারের সময় হল আসমানের তারকাসমূহ যখন নষ্ট হয়ে উঠে তখন। আর কুরআন-হাদীসের বিধান হল ইফতারের ব্যাপারে জলদি করা ও সহরীর ব্যাপারে বিলম্ব করা।

১৮১৯. ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমি নবী (সঃ) –এর সাথে ছিলাম। তিনি রোযা রেখেছিলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি গিয়ে আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। সে বলল, আপনি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। নবী (সঃ) বললেন, তুমি (সওয়ারী থেকে নেমে) গিয়ে আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। যখন দেখবে রাতের অন্ধকার এদিক (পূর্বদিক) থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গিয়েছে।

৪৭-অনুচ্ছেদঃ ইফতার করার পরে সূর্য দেখা গেলে।

১৮২. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لِهَيْشَامٍ فَأَمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بَدُؤُ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هَيْشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضُوا أَمْ لَا -

১৮২০. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) জীবিত থাকতে আমরা এক বাদলা দিনে ইফতার করার পর সূর্য দেখা দিল। হাদীসের বর্ণনাকারী হিশামকে ১৮ জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাদেরকে কি কাযা আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, এ ছাড়া আর উপায় কি ছিল। মা'মার হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছিলেন, তারা কাযা করেছিলেন কি না তা আমার জানা নেই।

৪৮-অনুচ্ছেদঃ শিশুদের রোযা রাখা। রমযান মাসে এক নেশাগ্রস্তকে উমর (রা) বলেছেন, তোমার সর্বনাশ হোক। আমাদের শিশুরা পর্যন্ত রোযা রাখছে আর তুমি নেশায় বদ হয়ে আছ। এরপর তিনি তার উপর হুদ জারি করলেন। ১৯

১৮২১. عَنْ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطَرًا فَلَيْتُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ وَتَصُومُ صَبِيَّانَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ .

১৮২১. রুবাই বিনতে মু'আওয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আশুরার ২০ দিন সকালে নবী (সঃ) আনসারদের এলাকায় নির্দেশ পাঠালেন যে, যারা সকালে খেয়েছে

১৮. হাদীসের সনদে যেসব বর্ণনাকারীর নাম আছে তার মধ্যে একজন হলেন হিশাম ইবনে উরওয়া।

১৯. শিশুদের রোযা পালন সম্পর্কে অধিকাংশ উলামার মত হল, রোযা তাদের ওপরে ফরয নয়। তবে সালাফদের (পূর্ববর্তী) মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক বলেছেন, অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে রোযা- রাখতে বলা যাবে। তাহলে বড় হয়ে তারা সহজেই রোযা রাখতে পারবে।

২০. তখনো রমযানের রোযা ফরয হয়নি।

তার দিনের বাকী অংশে আর কিছু খাবে না। আর যারা রোযা রেখেছে তারা রোযা পূর্ণ করবে। হাদীসের বর্ণনাকারিণী বলেন, এরপর আমরাও রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদেরও রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা তুলা বা পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তারা কেউ খাওয়ার জন্য কৌদলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বোখারী, (র) বলেছেন “আল-ইহুন্” অর্থ ‘পশম’।

৪৯-অনুচ্ছেদ: সাওমে বেসাল বা বিরতীহীন রোযা। আল্লাহর বাণী:

ثُمَّ اَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْاَيْلِ

“রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর”—এর উদ্ধৃতি দিয়ে যারা বলেন, রাতের বেলায় রোযা নেই। আর দয়া ও রহমত বশতঃ এবং শারীরিক সামর্থ্য বজায় রাখার জন্য নবী (সঃ) রাতের বেলায় রোযা রাখতে অন্য সবাইকে নিষেধ করেছেন। ইবাদতে কঠোরতা অবলম্বন মাকরুহ।

১৮২২. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقِي أَوْ إِنِّي أَبَيْتُ أَطْعَمَ وَأَسْقِي.

১৮২২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাওমে বেসাল বা বিরতীহীনভাবে (রাত দিন না খেয়ে) রোযা রাখবে না। সবাই বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল রেখে থাকেন? ২১ জবাবে তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। তারপর (আবার) বললেন, আমাকে খাওয়ানো এবং পান করানো হয় অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেন, আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমাকে খাওয়ানো ও পান করানো হয়।

২২

১৮২৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوَصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقِي.

১৮২৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবাগণ সবাই বলেছিলেন, আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন। তিনি বলেছিলেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়, আমাকে খাওয়ানো ও পান করানো হয়।

১৮২৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُ فَإِيَّكُمْ إِذَا

২১. রোযা রেখে দিবাভাগে ইচ্ছাকৃতভাবে যেসব কাজ করলে রোযা ভঙ্গ হয় রাতের বেলায়ও তা পরিত্যাগ করাকে সাওমে বেসাল বলে।

২২. আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহমতের দ্বারা তাঁর পাল্লাহারের প্রয়োজন পূর্ণ করতেন।

أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مَطْعَمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي .

১৮২৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল করো না। তোমাদের কেউ সাওমে বেসাল করতে চাইলে সাহরীর সময় পর্যন্ত যেন বেসাল করে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বেসাল করে থাকেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমার খাওয়ার ও পানীয় দেওয়ার একজন আছেন যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

١٨٢٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ
فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي
لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ رَحْمَةً لَهُمْ .

১৮২৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) দয়াবশতঃ সবাইকে সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। এতে সাহাবাগণ বললেন, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

৫০-অনুচ্ছেদঃ বেশী বেশী সাওমে বেসালকারীর শাস্তি। আনাস (রা) এ বিষয়ে নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي
إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا مِنَ الْوِصَالِ
وَأَصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهَيْلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْتَّنْكِيلِ
لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا .

১৮২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। একজন মুসলমান তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি (এমনভাবে) রাত যাপন করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। তারা (সাহাবাগণ) সাওমে বেসাল থেকে বিরত না থাকলে রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে এক দিনের পর আরেক দিন সাওমে বেসাল রাখলেন এবং চাঁদ দেখা গেলে তিনি বললেন, চাঁদ আরো

দেৱীতে দেখা দিলে আমিও (সাওমে বেসাল) দীৰ্ঘায়িত কৰতাম। তীৱা (সাহাবাগণ) সাওমে বেসাল থেকে বিৱত না থাকায় শাস্তিস্বৰূপ তিনি এ ব্যবস্থা কৰলেন।

১৪২৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِّي أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيَنِي فَأَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ .

১৮২৭. আবু হুৱাইৰা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল থেকে বিৱত থাক, দুইবার বললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখেন? তিনি বললেন, আমি (এমন অবস্থায়) ৰাত যাপন কৰি যে, আমার রব আমাকে পানাহার কৰান। তোমরা শক্তিসামৰ্থ অনুপাত কাজেৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰ।

৫১-অনুচ্ছেদঃ সাহৱীৰ সময় পৰ্যন্ত বেসাল কৰা।

১৪২৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السُّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبَيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِيَنِي .

১৮২৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুছাঃ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল রেখ না, তোমরা কেউ বেসাল রাখতে চাইলে সাহৱীৰ সময় পৰ্যন্ত রাখ। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহৰ রসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল রেখে থাকেন। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি (এমন অবস্থায়) ৰাত যাপন কৰি যে, আমার খাদ্যদানকাৰী আছেন তিনি আমাকে খাওয়ান এবং পানীয় দানকাৰী আছেন, তিনি আমাকে পান কৰান।

৫২-অনুচ্ছেদঃ নফল ৰোযা ভঙ্গ কৰাৰ জন্য এক মুসলমানের আরেক মুসলমানকে আল্লাহৰ দোহাই দেয়া। যদি ঐ ব্যক্তিৰ জন্য ৰোযা না ৰাখাই উত্তম হয় তাহলে তাৰ কাযা আদায় ওয়াজিব না হওয়ার অভিমত।

১৪২৯. عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكَ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا

بِأَكْلِ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ نَمْ
فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْخَيْرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانَ قُمْ الْآنَ
فَصَلِّ يَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَا هَلَكَ
عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ .

১৮২৯. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রাঃ) থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) সালমান (রা) ও আবু দারদা (রা)-র মধ্যে ভাত সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। (এক সময়ে) সালমান (রা)। আবু দারদার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে দারদার মাকে খুব বিশ্রী ময়লা কাপড় পরিহিতা দেখতে পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ইতিমধ্যে আবু দারদা (রা) এসে উপস্থিত হলেন। সালমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে বললেন, আমি তো রোযা রেখেছি, আপনি খেয়ে নিন। সালমান (রা) বললেন, আপনি না খেলে আমি খাব না। সুতরাং তিনি তাঁর সাথে খেলেন। রাত হলে আবু দারদা নামাযে (নফল ইবাদতে) দাঁড়ালে সালমান তাকে বললেন, শুয়ে পড়ুন। তিনি তখন শুয়ে পড়লেন। পরে আবার নামাযে দাঁড়ালে এবারেও সালমান (তাঁকে) বললেন, শুয়ে পড়ুন। পরে শেষ রাতের দিকে সালমান তাঁকে বললেন, এখন উঠে পড়ুন। অতপর উভয়েই নামায পড়লেন। তারপর সালমান তাঁকে বললেন, আপনার ওপর আপনার রবের হক আছে, আপনার নিজের আত্মার হক আছে এবং আপনার পরিবার -পরিজনেরও হক আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য দান করুন। এরপর তিনি (আবু দারদা) নবী (সঃ)-এর কাছে এসে এসব কথা বললে নবী (সঃ) বললেন, সালমান ঠিকই বলেছে।

৫৩-অনুচ্ছেদঃ শা'বান মাসে রোযা রাখার বর্ণনা।

১৮৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

১৮৩০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (একাধারে) রোযা রাখা শুরু করতেন। এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (হয়ত আর) রোযা ভাঙ্গবেনই না। আবার তিনি রোযা রাখা ছেড়ে দিতেন। এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (সহসা আর) রোযা রাখবেন না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে রমযান ভিন্ন অন্য কোন মাসে পূর্ণমাস রোযা রাখতে দেখিনি এবং শা'বান মাস ছাড়া এত অধিক (মফল) রোযা আর কোন মাসে তাঁকে রাখতে দেখিনি।

১৪২১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَاحْبِبُوا الصَّلَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْتُمْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا -

১৮৩১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) শা'বান মাসের ন্যায় এত অধিক (নফল) রোযা আর কোন মাসে রাখতেন না। তিনি শা'বান মাসের প্রায় পুরোটাই রোযা রাখতেন। তিনি সকলকে এই আদেশ দিতেন যে, তোমরা যতদূর আমলের শক্তি রাখ, ঠিক ততটুকুই কর। আল্লাহ (সওয়াব দানে) অপারগ নন যতক্ষণ না তোমরা অক্ষম হয়ে পড়। নবী (সঃ)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হল এমন নামায-যা অব্যাহতভাবে আদায় করা হয়- পরিমাণে তা যত কমই হোক না কেন। নবী (সঃ) -এর অভ্যাস ছিল- যখন তিনি কোন (নফল) নামায পড়তেন পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখতেন।

৫৪-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর রোযা না রাখার বর্ণনা।

১৪২২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطُرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ .

১৮৩২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) রমযান ভিন্ন আর কোন মাসে পুরো মাস রোযা রাখতেন না। তিনি রোযা রেখে যেতেন-এমনকি লোকজন বলতো, আল্লাহর কসম! তিনি আর রোযা ভাঙ্গবেনই না। আবার রোযার বিরতি দিতেন এমনকি মানুষ বলতো যে, আল্লাহর কসম! তিনি আর রোযাই রাখবেন না।

১৪২৩. عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومُ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّوْمِ .

১৮৩৩. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন মাসে এমনভাবে রোযার বিরতি দিতেন আমরা ধারণা করতাম যে, এ মাসে তিনি আর রোযাই রাখবেন না। আবার এমনভাবে রোযা শুরু করতেন, এমনকি আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি রোযা

একেবারেই তাৎবেন না। রাতে ভূমি যদি কাউকে নামাযরত দেখতে চাও তবে তাঁকে দেখতে পাবে। আর যদি নিদ্রারত দেখার ইচ্ছা কর-তাও তাঁকে দেখতে পাবে।

১৪২৬. عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحَبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا مَفْطَرًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا مَسَسْتُ خَزْءَ وَلَا حَرِيرَةً أَلَيْنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَبِيرَةً (عَنْبَرَةً) أَطِيبَ رَائِحَةً مِّنْ رَّائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৮৩৪. হুমাইদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে নবী (সঃ)-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি যদি নবী (সঃ)-কে কোন মাসে রোযাদার হিসেবে দেখতে চাইতাম তবে তা দেখতে পেতাম। আর যদি রোযা না রাখা অবস্থায় দেখতে চাইতাম তাও দেখতে পেতাম। রাতে নামাযরত দেখতে চাইলে তাঁকে সে অবস্থায় দেখতাম এবং নিদ্রারত দেখতে ইচ্ছা করলে তাও দেখতে পেতাম। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত হতে অধিক কোমল কোন রেশমী কাপড় দেখিনি এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সূত্ৰাণের তুলনায় অধিক সুগন্ধ ও পবিত্রতা কোন মিশক (মুগনাতি) ও আশ্বরেও পাইনি।

৫৫-অনুচ্ছেদঃ রোযায় মেহমানের হক আদায় করার বর্ণনা।

১৪২৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي أَنَّ لِرِزْوِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

১৮৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে এসেছিলেন, অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার মেহমানের হক আছে। অবশ্যই তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাউদ (আঃ)-এর রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেন, দাউদ (আঃ) অর্ধবছর অর্থাৎ একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন রাখতেন না।

৫৬-অনুচ্ছেদ নফল রোযায় দেহের অধিকারের প্রতি নযর রাখা।

১৪২৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا

تَفْعَلُ صُيُومَ وَأَفْطَرَ وَقُمْ وَتَمَّ فَإِنْ لَجَسَدَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
وَإِنْ لِرِزْوَاجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ
لَكَ بِكُلِّ خَسَنَةٍ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدَتْ عَلَيْهِ
فَشَدَّدَ عَلَى قُلْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ قَالَ فَصُمُ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبُرَ يَا لَيْتَنِي
قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)
আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ! আমি অবহিত হয়েছি যে, তুমি নাকি (সর্বদা)
দিনে রোযা রাখ এবং রাতে নামাযে রত থাক (এ খবর কি সত্য)? আমি জবাব দিলাম,
হা, ইয়া রসূলুল্লাহ। তিনি বললেন, এমনটি আর করো না। তুমি রোযা রাখ এবং বিরতি
দাও, নামায পড় আবার ঘুমও যাও। কেননা তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে,
তোমার ওপর তোমার চোখ দু'টির হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে
এবং তোমার ওপর তোমার সাক্ষাতকারীর (মেহমানের) হক রয়েছে। সুতরাং প্রতি মাসে
তিনদিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কেননা প্রতিটি নেক কাজের বিনিময়ে তোমার
জন্য রয়েছে এর দশগুণ সওয়াব। এভাবে তা সারা বছরের রোযার সমতুল্য হয়ে গেল।
(আবদুল্লাহ বলেন,) অতঃপর আমি (আরো বেশী রোযা রেখে নিজের উপর) কঠোরতা
অবলম্বন করতে চাইলাম। আমাকে সেই কঠোরতা অবলম্বনের অনুমতি দেয়া হল। আমি
বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি (অনুরূপ রোযা রাখার) শক্তি পেয়ে থাকি। তিনি বললেন,
তাহলে আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) -এর ন্যায় রোযা রাখ। এর ওপর আর বাড়াবাড়ি
করো না। আরয় করলাম, আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ)-এর রোযা কেমন ছিল? তিনি
বললেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ভাঙ্গতেন। বর্ণনাকারী বলেন,
আবদুল্লাহ (রাঃ) যখন বুড়ো হয়ে গেলেন, তখন (দুঃখ করে) বলতেন, হায়! আমি যদি
নবী (সঃ) -এর দেয়া অব্যাহতিটা কবুল করে নিতাম।

৫৭-অনুচ্ছেদঃ সারা বছর রোযা রাখা।

১৮৩৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَقُولُ وَاللَّهِ
لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَاقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عَشَيْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ
وَأُمِّي قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمُ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَصِيْمُ مِنَ الشَّهْرِ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ .

১৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অবহিত হয়েছেন যে, আমি বলছি, আল্লাহর কসম! যতদিন আমি বেঁচে থাকব, দিনভর রোযা রাখব এবং রাতভর নামায পড়ব। (আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে) আমি তাঁর নিকট আরয করলাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক, ঠিকই আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন, কখনো এ শক্তি তুমি রাখ না। অতএব তুমি রোযা রাখ আবার ভেঙ্গেও ফেল, (রোযে) নামাযে দাঁড়াও এবং ঘুমও যাও। আর মাসে তিনদিন রোযা রাখ। কেননা প্রত্যেক নেক কাজের দশগুণ করে সওয়াব পাওয়া যায়। এতেই সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যাবে। আমি আরয করলাম, আমি এর চাইতেও অধিক করার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং দু'দিন বিরতি দাও। আমি আবার বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তবে একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি থাক। এটিই দাউদ (আঃ)-এর রোযা। আর এটিই সর্বোত্তম রোযা। আমি (আবারও) বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক সামর্থ রাখি। তখন নবী (সঃ) বললেন, এর চাইতে উত্তম (পদ্ধতির) আর (কোন রোযা) নেই।

৫৮-অনুচ্ছেদঃ রোযায় পরিবার-পরিজনের হক সম্পর্কে। আর জুহায়ফা (রাঃ) মহানবী (সঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৮৩৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أَشْرَدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّيَ اللَّيْلَ فَأَمَّا أُرْسِلَ إِلَيَّ وَأَمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تَفْطِرُ وَتُصَلِّي وَلَا تَنَامُ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ إِنِّي لَأَقْوَىٰ لِذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِي بِهِذِهِ يَا نَبِيُّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّتَيْنِ .

১৮৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর নিকট খবর পৌঁছল যে, আমি একাধারে রোযা রেখে থাকি এবং রাতভর নামায পড়ে থাকি। অতপর তিনি (রাবীর সন্দেহ) হয়ত আমাকে ডেকে পাঠালেন অথবা আমি স্বয়ং তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, আমি খবর পেয়েছি, তুমি শুধু রোযাই রাখ, বিরতি দাও না এবং (রাতভর) নামাযই পড় আর ঘুমাও না (এটা ঠিক নয়), বরং রোযাও রাখ, বিরতিও দাও, নামাযেও দাঁড়াও এবং ঘুমাও যাও। কেননা তোমার চক্ষুদ্বয়ের হক রয়েছে, তোমার আত্মা এবং পরিবার-পরিজনদেরও। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নিজেই এজন্য এর চাইতেও অধিক শক্তিমান মনে করি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আঃ) -এর মত রোযা রাখা আবদুল্লাহ বলেন, আমি আরয় করলাম, তিনি কিভাবে রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। এজন্য (দুর্বল হতেন না) দুশমনের সম্মুখীন হলে (ময়দান ছেড়েও) ভাগতেন না। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি আরয় করলাম, হে আল্লাহর নবী! এ ব্যাপারে আমার শক্তি কে যোগাবে? ২৩

আতা বর্ণনা করেছেন, আমি জানি না, সদা-সর্বদা রোযা রাখার বিষয়টি কিভাবে আলোচনা করেছেন। নবী (সঃ) দু'বার বলেছেন, যে সর্বদা রোযা রাখল সে যেন কোন রোযাই রাখল না।

৫৯-অনুচ্ছেদঃ একদিন রোযা রাখা ও একদিন বিরতি দেওয়ার বর্ণনা।

১৮৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صُمُّ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمُّ يَوْمًا وَأَقْطِرْ يَوْمًا وَقَالَ اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي ثَلَاثٍ .

১৮৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তুমি মাসে তিন দিন রোযা রাখ। আবদুল্লাহ বললেন, আমি এর চাইতে বেশী ক্ষমতা রাখি। এভাবেই কথাবার্তা চলছিল। শেষ পর্যন্ত নবী (সঃ) বললেন, তুমি তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি দাও। নবী (সঃ) (আরও) বললেন, তুমি প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম কর। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি এর চাইতে বেশী শক্তি রাখি। এভাবেই কথা চলছিল, এমনকি নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তিন দিনে (একবার খতম করো)।

৬০-অনুচ্ছেদঃ দাউদ (আঃ)-এর রোযার বর্ণনা।

২৩. অর্থাৎ দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় কাফেরের মুকাবিলায় না ভাগার স্বভাব আমার মধ্যে সৃষ্টি করার দায়িত্ব কে নেবে।

১৪৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ (نَهَتْ/نَهَكَتْ) لَهُ النَّفْسُ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمَ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَأَنَّى أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى .

১৮৪০. আবুল আব্বাস মক্কী (রাঃ) যিনি একজন কবি ছিলেন এবং যার হাদীস সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই, তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বুঝি সর্বদা রোযা রাখ এবং সারা রাত (নামাযে) দাঁড়িয়ে থাক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি এরূপ করলে তাতে চোখ কোটরে ঢুকে যাবে এবং দেহ দুর্বল হয়ে যাবে। যে সর্বদা রোযা রাখল, সে রোযাই রাখল না। (মাসে) তিন দিন রোযা রাখা সারা জীবন রোযা রাখার সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চাইতে বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আঃ)-এর অনুরূপ রোযা রাখ। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। ফলে (দুর্বল না হওয়ার কারণে) তিনি শত্রুর সম্মুখীন হলে (যয়দান ছেড়ে) ভাগতেন না।

১৪৬১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَى فَالْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةٌ مِّنْ أَدَمَ حَشَوْهَا لَيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحَدَى عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَطْرُ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا .

১৮৪১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমার রোযা রাখার ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি আমার নিকট তাকরীফ আনলেন। আমি তাঁর জন্য চামড়ার একটি তাকিয়া বিছিয়ে দিলাম। তা খেজুরের ছালে ভরাট ছিল। তিনি মাটিতে বসে গেলেন এবং তাকিয়াটি আমার ও তাঁর মাঝে আড় হয়ে গেল। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখলে কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয় না? আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি আরয় করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললে, পাঁচ-দিন। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (আরও অধিক)।

তিনি বললেন, সাত দিন। আমি আরয় করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললেন, নয় দিন। আমি আরয় করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললেন, নয় দিন। আমি আরয় করলাম। (আরও অধিক)। তিনি বললেন, এগার দিন। অতপর নবী (স) বলেন, দাউদ (আ)-এর রোযার চেয়ে উত্তম রোযা হয় না, অর্ধ বছর। তুমি একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি দাও

৬১-অনুচ্ছেদঃ আইয়াম বীযের রোযা ২৪

১৪৬২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيِ الضُّحَىٰ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ .

১৮৪২. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমার পরম বন্ধু (সঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ের ওসীয়াত করে গেছেন। (এক) প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, (দুই) চাশতের দুই রাকআত নামায পড়া এবং (তিন) আমি যেন (রাতো নিদ্রা যাওয়ার আগেই বেতেরের নামায আদায় করে নেই।

৬২-অনুচ্ছেদঃ কারো সাক্ষাতে গেলে নফল রোযা ভাঙ্গা জরুরী নয়।

১৪৬৩. عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ أُمِّ سُلَيْمٍ فَاتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَانِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَانِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّىٰ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فِدْعًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُوَيْصَةً قَالَ مَا هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسٌ فَمَا تَرَكَ خَسِيرَ الْخِرَةِ وَلَا دُنْيَا أَلَا دَعَا لِي بِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَهَوْلًا وَيَبَارِكْ لَهُ فَإِنِّي لَمِنَ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا وَحَدَّثَنِي ابْنَتِي أَمِينَةُ أَنَّهُ دَفِنَ لِسَلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجِ الْبَصْرَةِ بِضَعٍّ وَعِشْرَيْنَ وَمِائَةً .

১৮৪৩. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (একদা) নবী (সঃ) উম্মে সুলাইম (রা)-র ঘরে তাকরীফ আনলেন। উম্মে সুলাইম তখন কিছু খেজুর ও ঘি নবী (সঃ) -এর খেদমতে পেশ করলেন। নবী (সঃ) বললেন, ঘি ও খেজুর স্ব স্ব পাত্রে রেখে দাও। কেননা আমি রোযাদার। অতঃপর তিনি ঘরের এক কোণে গিয়ে নফল নামায পড়লেন এবং উম্মে সুলাইম ও ঘরের বাসিন্দাদের জন্য দোআ করলেন। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার একজন আদরের দুলাল রয়েছে (দোআয় তাকেও শরীফ করুন)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার খাদেম আনাস। (আনাস (রাঃ) বলেন) তখন নবী (সঃ) আমার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দোআ

করলেন এবং এ দোআ করলেন, আয় আল্লাহ! তাকে ধনে-জনে বাড়িয়ে দাও এবং তার (সব কিছুতে) বরকত দান কর। (এই দোআর বরকতেই) আজ আমি আনসারগণের মধ্যে বেশী ধনশালী। আর আমার মেয়ে উমাইনা। বর্ণনা করেছে যে, হাজ্জাজের বসরায় (শাসক হয়ে) আগমনের সময় পর্যন্ত আমার ঔরসজাত মৃত সন্তানের সংখ্যা ছিল একশ' কুড়ি জনেরও অধিক।

৬৩-অনুচ্ছেদঃ মাসের শেষভাগে রোযা রাখা।

১৪৪৬. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرُ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلَاتُ أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ وَعَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ وَشَعْبَانَ أَصَحُّ.

১৮৪৬. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কিংবা অন্য এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন এবং ইমরান (রাঃ) শুনছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে অমূকের পিতা! তুমি কি এ মাসের শেষভাগে রোযা রাখনি? বর্ণনাকারী আবু নোমান বলেন, আমার ধারণা এখানে নবী (সঃ)-এর উদ্দেশ্য 'রমযান' মাস ছিল। সে ব্যক্তি জবাব দিল, না, ইয়া রসূলুল্লাহ। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তুমি যখন ইফতার কর, তখন (এর পরিবর্তে) দু'দিন দু'টি রোযা রেখে নিও। সালত এ কথা বলেননি যে, আমার ধারণায় এখানে নবী (সঃ)-এর উদ্দেশ্য রমযান ছিল। অন্য সনদে ইমরান (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে "শাবান মাসের শেষ ভাগে" বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (রাঃ) বলেছেন, এখানে (রমযানের) স্থলে শাবানই অধিক শুদ্ধ ও সঠিক। ২৫

৬৪-অনুচ্ছেদঃ- শুধু জুমুআর দিন রোযা রাখা। যদি কেউ জুমুআর দিন রোযা রাখে অর্থাৎ এর আগেও রাখে না এবং পরেও রাখার এরাদা নেই (শুধু শুক্রবারেই রোযা রাখে) তাহলে এই রোযা তার ভেঙ্গে ফেলা উচিত।

১৪৪৭. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ يَتَفَرَّدُ بِصَوْمِهِ.

২৫. প্রতি মাসের শেষ দু'দিনে রোযা রাখা এই সাহাবীর অভ্যাস ছিল। সাধারণতঃ শাবান মাসের শেষভাগে রোযা রাখা নিষেধ হলেও এই ব্যক্তির অভ্যাস যেন বজায় থাকে- তাই নবী (সঃ) তাকে অন্য মাসে রোযা আদায় করার পরামর্শ দিয়েছেন।

১৮৪৫. মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি জাবের (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী (সঃ) কি (শুধুমাত্র) জুম্মার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ আবু আসেম তিন অন্যান্য রিওয়াযাকারীগণ বর্ণনা করেছেন যে, শুধুমাত্র একদিন রোযা রাখা নিষেধ।

১৮৪৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ .

১৮৪৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন কখনও শুধুমাত্র জুম্মার দিন রোযা না রাখে। (যদি রাখতে চায়) তবে জুম্মার আগের দিন কিংবা পরের দিন যেন একটি রোযা রেখে নেয়।

১৮৪৭. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتَ امْسِ قَالَتْ لَا قَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَافْطِرِي وَحَدَّثَ أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَافْطَرَتْ .

১৮৪৭. আবু আইয়ুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী পত্নী জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবী (সঃ) জুম্মার দিন তাঁর নিকট গেলেন। তিনি তখন রোযা রেখেছিলেন। নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি জবাব দিলেন, না। নবী (সঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আগামী কাল রোযা রাখার আশা পোষণ কর কি? তিনি বললেন, না। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তুমি রোযা ভেঙ্গে ফেল। আবু আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, জুয়াইরিয়া তাঁর নিকট হাদীস বয়ান করেছেন, অতঃপর নবী (সঃ) তাঁকে (রোযা ভাংগার) নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেছেন।

৬৫-অনুচ্ছেদঃ রোযার জন্য কোন বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করা।

১৮৪৮. عَنْ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْتَصِرُ مِنَ الْآيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ بَيْمَةً وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُضِيقُ .

১৮৪৮- আলকামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযার জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করতেন কি? তিনি জবাব দিলেন, না। তাঁর আমল ছিল স্থায়ী। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমান শক্তি-সামর্থ্য রাখে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে?

৬৬-অনুচ্ছেদঃ আরাফাতের দিন রোযা রাখা।

১৪৪৭. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ أُمَّ الْفَضْلِ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ .

১৯৪৯. হারিস কন্যা উম্মুল ফযল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন লোকজন তাঁর কাছে নবী (সঃ)-এর রোযা (রাখা না রাখা) সম্পর্কে বিতর্ক করছিল। তাদের কেউ বলল, তিনি রোযা রেখেছেন। অন্যরা বলল, তিনি রোযা রাখেননি। তখন উম্মুল ফযল (রাঃ) নবী (সঃ)-এর খেদমতে এক পিয়াল্লা দুধ পাঠালেন। তিনি উটের ওপর বসা ছিলেন। দুধটুকু তখনি তিনি পান করে ফেললেন।

১৪৫০. عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَقَفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ .

১৮৫০. মুসলিম জননী মাইমূনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। লোকজন আরাফাতের দিন নবী (সঃ)-এর রোযা রাখার ব্যাপারে সন্দেহ করছিল। (তিনি বলেন), তখন আমি তাঁর খেদমতে কিছু দুধ পাঠলাম। এই সময় তিনি আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন। তখনি দুধটুকু তিনি পান করে ফেললেন। আর লোকজন তা দেখছিল (অতএব তাদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল)।

৬৭-অনুচ্ছেদঃ ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা।

১৪৫১. عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمٌ فَطَرِكُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ .

১৮৫১. ইবনে আযহারের মুক্ত গোলাম আবু উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন উমর ইবনুল খাত্তাবের সংগে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এই দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেনঃ ঈদুল ফিতরের দিন, দ্বিতীয় হল যেদিন তোমরা কোরবানীর গোশত খেয়ে থাক।

১৪৫২. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّمَاءِ وَأَنْ يُحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ-

১৮৫২. আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদুল ফিতর ও কোরবানীর ঈদের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও যা নিষেধ করেছেন তা হল-চাদর ইত্যাদি এমনভাবে গায়ে জড়িয়ে দেয়া-যাতে হাত বের করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় হাঁটুদ্বয় খাড়া করে বসতে, এতে তলদেশ উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর ফজর ও আসর নামায পড়ার পর আর কোন নামায পড়তে।

৬৮-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর দিন রোযা রাখা।

১৮৫৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمَلَامِسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৮৫৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, দুই ধরনের রোযা এবং দুই রকমের বেচা-কেনা নিষিদ্ধঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা এবং মূল্যমাসা ও মুনাবাযা পদ্ধতিতে বেচা-কেনা। ২৬

১৮৫৪. عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَظْنَهُ قَالَ الْاِثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِيفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.

১৮৫৪. যিয়াদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন লোক ইবনে উমর (রাঃ) -এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি মান্নত করেছে যে, সে একদিন রোযা রাখবে। বর্ণনাকারী বয়ান করেন, আমার ধারণা দিনটি সোমবার ছিল। ঘটনাক্রমে তা ঈদের দিন পড়ে গেল। ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা মান্নত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবী (সঃ) এই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

১৮৫৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ وَكَانَ غَزَاً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِي عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبَنِي قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ

২৬. 'মূল্যমাসা' বলা হয় এমন কেনা-বেচাকে-ক্ষেত্রে যে জিনিস কিনবে তা হাতে স্পর্শ করা মাত্র ক্রয় করতে তাকে বাধ্য করা। আর 'মুনাবাযা' হল, বিক্রিতে তার জিনিস খরিদারের ওপর ছুড়ে মারাই বেচা-কেনা বাধ্যতামূলক হয়ে যাওয়া অর্থাৎ এতে খরিদার ও বিক্রিতা-উভয়ের স্বাধীন মতামত খর্ব হয়। এমন ধরনের বেচা-কেনা সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ।

مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ نَوْمَحَرِيمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ
حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا .

১৮৫৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে বারটি জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে চারটি কথা শুনেছি এবং আমার তা খুবই পসন্দ হয়েছে। তিনি বলেছেন, মেয়েলোক একা যেন দু'দিনের সফর না করে। তবে স্বামী কিংবা মুহরিম (যার সাথে বিয়ে হারাম এমন) ব্যক্তি যদি সাথে থাকে (তবে করতে পারবে)। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই দিন কোন রোযা নেই, ফজরের পরে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পরে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই। আর তিনটি মসজিদ ভিন্ন অপর কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি যেন নেয়া না হয়ঃ কাবা শরীফ, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী (সঃ)।

৬৯-অনুবাদঃ আইয়ামে তাশরীকের রোযা।

১৮৫৬. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُومُ أَيَّامَ
مِنَى وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا .

১৮৫৬. হিশাম ইবনে উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে রোযা রাখতেন এবং উরওয়াও এই নিদণ্ডলোয় রোযা রাখতেন।

১৮৫৭. عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
أَنْ يُصَمَّنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ .

১৮৫৭. আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে যার নিকট কোরবানীর জানোয়ার নেই (তার জন্য অনুমতি আছে)।

১৮৫৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ
عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَى .

১৮৫৮. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জকে উমরার সাথে মিলিয়ে তামাযু করে তার জন্য আরাফাতের দিন পর্যন্ত রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে। আর যদি

তার কোরবানীর জানোয়ার না থাকে এবং সে রোযাও রাখেনি, তাহলে সে মিনার দিনগুলোয় রোযা রাখতে পারে। ২৭

৭০-অনুচ্ছেদঃ আশুরার দিনের রোযা।

১৮৫৭. عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ.

১৮৫৯. সালেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আশুরার দিন কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারে।

১৮৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

১৮৬০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (প্রথমত) আশুরার দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন রমযানের রোযা ফরয করা হল, তখন যার ইচ্ছা হতো রোযা রাখতো, আর যার ইচ্ছা হতো না সে রোযা রাখতো না।

১৮৬১. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

১৮৬১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা জাহিলিয়াতের যুগে আশুরার দিন রোযা রাখতো। জাহিলিয়াতের যুগে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও এই দিন রোযা রাখতেন। (হিজরত করে) তিনি যখন মদীনায়ে আসেন, তখনও (প্রথমত) তিনি এ রোযা রেখেছেন এবং তা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরয হল, তখন আশুরার দিন রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হল। যার ইচ্ছা এর রোযা রাখত এবং যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

১৮৬২. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجٍّ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ آيُنَ عُلَمَاءُ كُمْ سَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

২৭. আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ কোরবানীর ঈদের দিনের পর ১১, ১২ ও ১৩ই ফিলহজ্জ এই তিন দিন রোযা রাখা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছে। হানাফী মাযহাবে এই তিন দিনও রোযা রাখা নিষেধ। এ দিনে রোযার মাত্রত অন্য দিনে আদায় করতে হবে।

১৮৬২. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) যে বছর হজ্জ করেছিলেন, মিশরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এটি আশুরার দিন। আল্লাহ তোমাদের উপর এ দিন রোযা রাখা ফরয করেননি। আমি রোযা রেখেছি। তাই যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে আর যার ইচ্ছা নাও রাখতে পারে।

১৮৬৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَآنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

১৮৬৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) (হিজরত করে) মদীনায় এসে দেখলেন, ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি ধরনের (রোযা)? তারা জবাব দিল, এটি একটি পবিত্র দিন। এ দিন আল্লাহ দুষমন থেকে বনী ইসরাঈলকে নাজাত দিয়েছেন। তাই এ দিন মুসা (আঃ) রোযা রেখেছেন। নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের তুলনায় মুসার বেশী হকদার হলাম আমি। অতঃপর তিনিও রোযা রাখলেন এবং এ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

১৮৬৪. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ .

১৮৬৪. আবু মুসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা আশুরার দিনকে 'ঈদ' হিসেবে গণ্য করত। নবী (সঃ) (সাহাবাগণকে) বললেন, তোমরাও এ দিন রোযা রাখ।

১৮৬৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ .

১৮৬৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে এ দিন অর্থাৎ আশুরার দিন এবং এ মাস অর্থাৎ মাহে রমযান ভিন্ন আর কোন দিনকে অধিক ফযীলতের মনে করে রোযা রাখতে দেখিনি।

১৮৬৬. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بِقِيَّةِ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ .

১৮৬৬. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে হকুম করেছেন, সে যেন জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দেয় যে, যে ব্যক্তি কিছু খেয়ে ফেলেছে সে যেন বাকী দিন রোযা রাখে। আর যে (এখনও) কিছু খায়নি সে যেন রোযা রেখে দেয়। কেননা আজ হল আন্তরার দিন।

৭১-অনুচ্ছেদঃ তারাবীহ নামাযের ফযীলত।

১৮৬৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৮৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি রমযানে (রাতে তারাবীহর নামাযে) ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় দাঁড়ায় তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

১৮৬৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلُ ثُمَّ غَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ قَالَ عُمَرُ نَعَمْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ يُرِيدُ أَخْرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ .

১৮৬৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রাতে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় (নামাযে) দাঁড়ায়, তার আগেকার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

ইবনে শিহাব বলেছেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ইস্তেকাল করলেন। আর হকুমও এ অবস্থায়ই রয়ে গেল। তারপর আবু বকর (রাঃ)-এর গোটা খিলাফতকাল এবং উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম ভাগ এ অবস্থায়ই কেটে গেল (অর্থাৎ সকলেই একা একা তারাবীহ পড়তো)।

ইবনে শিহাব (র) উরওয়া ইবনে যুরাইর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী বলেছেন, আমি রমযানের এক রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে মসজিদের দিকে বের হলাম। দেখলাম, বিভিন্ন অবস্থায় বহু লোক। কেউ একা একা নামায পড়ছে। কোথাও এক ব্যক্তি নামায পড়ছে আর কিছু লোক তার সাথে নামায আদায় করছে। তখন উমর (রাঃ) বললেন, আমার মনে হয়, এদের সবাইকে একজন কারীর সাথে জামাআতবন্দী করে দিলে সবচাইতে ভাল হবে। অতঃপর তিনি (তা করার) মনস্থ করলেন এবং তাদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে জামাআতবন্দী করে দিলেন। এরপর আমি দ্বিতীয় রাতে আবার তাঁর সাথে বের হলাম। দেখলাম, লোকজন তাদের ইমামের সাথে নামায পড়ছে। উমর (রাঃ) বললেন, এটি উত্তম 'বিদআত' বা সুন্দর ব্যবস্থা। রাতের যে অংশে লোকেরা ঘুমায় তা যে অংশে তারা ইবাদত করে তার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ রাতের প্রথম ভাগের চাইতে শেষ ভাগের নামায অধিক উত্তম-এটাই তিনি বুঝতে চেয়েছেন।

১৮৬৭. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ وَإِنْ عَائِشَةُ أَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالُ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلُّوا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لَصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَى مَكَانِكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

১৮৬৯. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়েছেন এবং তা রমযানে হয়েছিল। অন্য এক সনদে আছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা রমযানের রাতের মধ্যভাগে বের হলেন, অতঃপর মসজিদে নামায পড়লেন এবং লোকজনও তাঁর পিছনে নামায পড়লো। পরে ভোর হলে মানুষ এর চর্চা করল। দ্বিতীয় দিন এর চাইতে অধিক মানুষ জামাআতে शामिल হল। তারা রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সাথে নামায পড়ল। অতঃপর ভোর হলে মানুষ পরস্পর আলোচনা করল। অতঃপর মানুষ মসজিদে তৃতীয় রাতেও অধিক হল। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বের হলেন, (মসজিদে গিয়ে) নামায পড়লেন, মানুষও তাঁর সাথে নামায আদায় করল। তারপর যখন চতুর্থ রাত হল, মসজিদ এত মানুষ ধারণে অক্ষম হয়ে গেল। তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন। তিনি নামায শেষ করলে লোকেরা তাঁর প্রতি মুখ করে দাঁড়ালেন,

তিনি তাশাহুদ বা খুতবা পড়লেন, তারপর বললেন, অতঃপর তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমার কাছে কিছুই গোপন নেই। তবে আমি ভয় করছি, তোমাদের উপর (এ তারাবীহ) ফরয হয়ে যায় নাকি। আর তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ইস্তেকাল করলেন আর অবস্থা এমনটি রয়ে গেল।

১৮৭. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَوةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

১৮৭০. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মাহে রমযানে (রাতে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায কেমন ছিল। তিনি জবাব দিলেন, রমযানে এবং রমযান ব্যতীত অন্য সময় এগার রাকআতের বেশী তিনি পড়তেন না। (প্রথমত) তিনি চার রাকআত পড়েন। এ চার রাকআতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তুমি কোন প্রশ্ন করো না। তারপর আরও চার রাকআত পড়েন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে (আর কি বর্ণনা দিব, কাছেই কোন) জিজ্ঞাসাই করো না। এরপর পড়েন আর তিন রাকআত। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কি বেতের নামায পড়ার আগেই শুয়ে যান? তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমার চোখ দু'টি ঘুমিয়ে যায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। ২৮

৭২-অনুচ্ছেদ: লাইলাতুল কদরের ফযীলত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণীঃ

২৮. তারাবীহ নামায কত রাকআত, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ প্রমুখ ইমামদের মতে তারাবীর নামায ২০ রাকআত। ইমাম মালেকের মতে ২০ এবং ৩৬ রাকআত। অধিকাংশ ওলামা ২০ রাকআতের মতকেই অঙ্গণ্য বলেছেন এবং এতে ইজমা হয়েছে। তাঁদের দলীলঃ হযরত ওমরের (রাঃ) ক্বলাকতকালে ২০ রাকআত নামায পড়ার নিয়ম চালু হয় (মুওয়াত্তা) আরো দালায়েল দ্বারা তাঁরা ২০ রাকআত প্রমাণ করেছেন।

কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন, তারাবীহ ৮ রাকআত। তাঁদের দলীল আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। ২০ রাকআতের মত পোষণকারীরা এ হাদীসের অর্থ বলেন যে, আয়েশার বর্ণনা তারাবীহ সম্পর্কে ছিলো না, বরং তাহাজ্জু সম্পর্কে। কেননা রমযান ও গায়রে রমযানে বেতেরসহ তাহাজ্জুদের রাকআত একই ছিল। তাহাড়া রমযানে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে আয়েশা বলেন, রমযান আসলেই আল্লাহর দরবারে দোআ ও কান্নাকাটিতে নবীজীর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং তাঁর নামাযের পরিমাণ অনেক বেড়ে যেত (বায়হাকী) ২০ রাকআত নামাযের প্রমাণে ৭টি হাদীস বিদ্যমান। এসম্পর্কে মাওলানা মওদুদীর রাসায়েল-মাসায়েল গ্রন্থের একটি আলোচনা এখানে যোগ করা হলো।

তারাবীহ নামাযের রাকআত সংখ্যা

প্রশ্নঃ তারাবীহ নামাযের রাকআত সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের আপনার প্রদত্ত জবাব ৭-৩-১৯৮৪ ইং তারিখে সাপ্তাহিক এশিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জবাব পড়ে বুকলাম, বিষয়টির আপনি বিচ্ছিন্ননোটিত বিশ্লেষণ করেননি, বরং প্রচলিত ধারণায় ভিত্তিতে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। এতে বিষয়টি আরো জটিল হয়ে গেছে। একদিকে আপনি বলছেন, নবী করীম (সাঃ)-এর তারাবীহ ছিলো আট রাকআত। অপর দিকে বলেন, উমর (রাঃ) বিশ রাকআতের প্রচলন করেন এবং সকল সাহাবী এর উপর একমত হন। পরবর্তী খলীফাগণও এই নিয়মেরই অনুসরণ করেন।' এখন প্রশ্ন জাগে, সূরাতে রসূল যখন আট রাকআত তখন হযরত উমর (রাঃ) বিশ রাকআত কোথেকে গ্রহণ করলেন? কেমন করে তা জারী করলেন? সকল সাহাবী এবং খলীফাগণ সূরাতে রসূলকে উপেক্ষা করে কিভাবে বিশ রাকআতের উপর ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠা করেন? সাহাবীগণ এরূপ দুঃসাহস করবেন, তা কি সম্ভব?

আপনার বক্তব্য অনুযায়ী রসূল (সাঃ) যেহেতু আট রাকআত পড়েছেন সেহেতু হযরত উমর (রাঃ) বিশ রাকআতের প্রচলন করেছেন না বলে আট রাকআত জারী করেছেন বললে অধিকতর কিয়াসনয়ত হয় না কি? কেননা প্রথমতঃ সূরাতে তো আট রাকআত। দ্বিতীয়তঃ সূরাতে দাবী তো হচ্ছে হযরত উমর (রাঃ) আট রাকআতেরই প্রচলন করবেন। তৃতীয়তঃ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত উমর (রাঃ) আট রাকআতই পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, ইমাম মালিক তীর মুআত্তায় সারিব ইবনে ইয়াযীদে নিম্নরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন:

উমর (রাঃ) রমযান মাসের নামাযের ব্যাপারে উবাই ইবনে কাব এবং তামীম আদ-দারীকে এগার রাকআত পড়ানোর নির্দেশ দেন। (কিতাবুস সালাত, আর-তারগীব ফিস-সালাতি ফী রামাদান)।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আল-বাজী বলেছেনঃ "হযরত উমর (রাঃ) সম্ভবত রাসূলের তারাবীহ থেকেই আট রাকআত গ্রহণ করেছেন" (তানবীহুল হাওয়ালেক)।

ইমাম মালিক বলেছেনঃ হযরত উমর (রাঃ) লোকদেরকে যত রাকআতের জন্যে একত্র করেছিলেন, সেটাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তা হচ্ছে এগার রাকআত। বক্তৃতঃ রাসূলে খোদা (সঃ) এগার রাকআতই পড়েছিলেন।

ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলঃ "এগার রাকআত কি বিতরুসহ?" জবাবে তিনি বলেনঃ হী। আর তের রাকআতও রাসূলের (সঃ) নামাযের কাছাকাছি। আমার বুকে আসে না লোকেরা এতো রাকআত তারাবীহ কোথেকে আধিকার করলো।" (সুহুতী, আল-মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ)।

আপনার বক্তব্য পড়ার পর আমার বুকে আসছে না যে, সূরাতে রাসূল আট রাকআত হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমর (রাঃ) কেন বিশ রাকআতের প্রচলন করলেন? তীর নিকট কি সূরাতে রাসূলের কোনো বাস্তবতা ছিল না? নাকি সূরাতে অনুসরণে কমতির আশংকা ছিলো তীর? নাকি বিশ রাকআত পড়াটা উম্মাতের জন্যে আট রাকআতের মতোই সহজ ছিলো? কিংবা বিশ রাকআতে আট রাকআতের চাইতে অধিক খোদাতীতি জ্ঞাত হতে পারতো? শেষ পর্যন্ত কোন যুক্তিতে হযরত উমর (রাঃ) একটি সহজতর সূরাতে রাসূলের হলে একটি কঠিন কাজ করার হুকুম উম্মাতকে প্রদান করলেন?

উপরোক্ত উক্তি সন্দেহ ও মতন উভয় দিক থেকে সহীহ, সূরাতে রাসূল অনুসরণের দর্শন এই সঠিক হাদীসগুলোর পরিবর্তে আপনি গ্রহণ করেছেন জরীফ হাদীস, যেগুলো রিওয়াযাত এবং দিরাযাত কোনো দিক থেকেই সহীহ নয়। তবে কেন? আপনার নিকট হাদীস গ্রহণ -বর্জনের এবং অধিকার দানের মানদণ্ড কি যত্না আপনি হাদীস যাচাই-বাছাই করেন? মেহেরবানী করে বিস্তারিত ও স্পষ্ট আলোচনা করবেন, যাতে আমরাও একটি ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হই।

উত্তরঃ

তারাবীহর রাকআত সংখ্যার ব্যাপারটি সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো নিয়ে দীর্ঘ দিনের মতবিরোধ ও তর্ক-বাহাস উভয় পক্ষকে বেপরোয়া বানিয়ে দিয়েছে। তাই আট বা বিশ শব্দটি কারো মুখ দিয়ে বেরুতেই অপর পক্ষ তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্যত হয়ে যায়। অথচ বিষয়টি এরকমই নয় যে, তা নিয়ে ঝগড়া বা তর্ক-বাহাছের প্রয়োজন আছে। কেউ যদি আট রাকআতের প্রমাণ পেয়ে থাকেন তবে আট রাকআত পড়বেন

এবং অথবা বিশ রাকআতকে বিদআত ঘোষণা করতে গিয়ে নিজের শক্তি সামর্থ্য অপব্যয় করার কোনে প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে কেউ যদি বিশ রাকআতেরই প্রমাণ পেয়ে থাকেন, তবে তিনি বিশ রাকআত পড়বেন। আট রাকআতের অনুবর্তনকারীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। পৃথিবীতে ইসলাম এবং মুসলমানদের সমুখে এর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে, যা তাদের মনোযোগ, শ্রম, সময় ও সম্পদের দাবী করছে। সেগুলো ত্যাগ করে এসব আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য খুইয়ে দেয়া খোদার দীনের সঙ্গে ইনসাফ হতে পারে না।

সমানিত প্রস্তুত প্রমাণ করতে চাইছেন যে, তারাবীহর নামায আট রাকআতের অধিক পড়া সূরাতের খেলাফ। নবী করীম (সা) তারাবীহ আট রাকআত পড়েছেন, এটাই তার দাবীর ভিত্তি। অথচ এর ভিত্তিতে যদি তারাবীহ আট রাকআতের অধিক পড়াকে সূরাতের খেলাফ বলা বৈধ হয়, তবে একজন লোককে গোটা জীবনে তারাবীহর নামায শুধুমাত্র তিনবার জামাআতে পড়তে হবে এবং এর চাইতে অধিক পড়াকে সূরাতের খেলাফ ঘোষণা করতে হবে। কেননা নবী করীম (সা) গোটা জীবনে তারাবীহর নামায শুধুমাত্র তিনবার জামাআতে পড়েছেন বলেই প্রমাণিত। প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত উমার (রা) যে সকল মুসলমানদের জন্যে গোটা রমযান মাসে নিয়মিত মসজিদে জামাআতের সাথে তারাবীহর নামায পড়ার বন্দোবস্ত করে গেছেন আপনি তাঁর এই ইজতিহাদকে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে সূরাতের খেলাফ বলে আখ্যায়িত করেন না। তাহলে তাঁর তারাবীহর নামায বিশ রাকআত নির্ধারণ করাটা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে সূরাতের খেলাফ হয়ে গেলো?

হযরত উমার (রাঃ) থেকে যে বিশ রাকআত প্রমাণিত-বিজ্ঞ প্রস্তুত প্রমাণেরই সন্দেশ সংশয় সৃষ্টি করে দিতে চাইছেন। মূলতঃ এটা উন্মাসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত উমার (রা) যে তারাবীহ বিশ রাকআত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তা প্রায় অকাটাভাবে প্রমাণিত। সাহাবীগণ তা কবুল করে নিয়েছিলেন। তাঁর পরের খলীফা ও সাহাবীগণ তদনুযায়ী আমল করেন। ইমাম তিরমিযী (রাঃ) বলেনঃ

“অধিকাংশে আদলে ইলুম” সেই নিয়মই মেনে চলেন যা হযরত উমার (রা), হযরত আলী (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত, অর্থাৎ বিশ রাকআত” (আবুওমারুস সাওম, বাব মা জাআ ফী কিয়ামে শাহরে রামাদান)।

মুহাম্মাদ ইবনে নাসরুল মারওয়ামী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এই একই কথার উল্লেখ করেন। ইবনে আব্বি শাইবা বিশ রাকআতকে হযরত উমার, হযরত আলী, হযরত উবাই ইবনে কাব এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের আমল বলে উল্লেখ করেন। ইবনে আব্দুল বার বলেন, প্রসিদ্ধ আলেমগণ বিশ রাকআতেরই প্রবক্তা ছিলেন। তাছাড়া বিশ রাকআতের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিল না। ইবনে কুদামাহ তাঁর আল-মুগনী গ্রন্থে লিখেছেনঃ

“ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে তারাবীহ বিশ রাকআতই উত্তম। ইমাম সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা ও শাফি'র বক্তব্যও তাই। কিন্তু ইমাম মালিক ছত্রিশ রাকআতের প্রবক্তা। তাঁর মতে, ইসলামের প্রাচীন যুগ থেকে ছত্রিশ রাকআতই চলে আসছে। এর প্রতিকূলে আমাদের দলীল হচ্ছে, হযরত উমার যখন সকল বিচ্ছিন্ন তারাবীহ পড়ুয়াদের উবাই ইবনে কাবের ইমামতিতে একত্র করলেন, তখন তিনি বিশ রাকআত তারাবীহ পড়াতেন। আর একথাও প্রমাণিত যে, হযরত আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে রমযানে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ানোর জন্যে নিয়োগ করেন। তাঁদের এ আমল প্রায় ‘ইজমার’ সমার্থক। যদি একথা প্রমাণও হয় যে, পরবর্তীতে মদীনাবাসীরা ছত্রিশ রাকআত তারাবীহ পড়েছেন, তবুও হযরত উমার (রা) যা কিছু করেছিলেন এবং বার উপর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের যুগে একমত হয়েছিলেন- তার অনুসরণ করাই উত্তম” (আল-মুগনী, প্রথম খণ্ড)।

এসব দলীল-প্রমাণের প্রতিকূলে সমানিত প্রস্তুতকার সমস্ত আস্থা কেবল সেই বর্ণনাটির উপরই নিবদ্ধ যা ইমাম মালিক (রা) তাঁর মুহাম্মাদ সারিহ ইবনে ইয়াযীদদের সূত্রে সংকলন করেছেন। তাতে তিনি বলেনঃ “হযরত উমার (রা) বিতরসহ তারাবীহ এগার রাকআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।” কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনটি কথা বিবেচ্য। প্রথমত, এই মুজাম্মা গ্রন্থেই ইমাম মালিক ইয়াযীদ ইবনে রমযানের এই বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেনঃ

“হযরত উমার বিতরসহ তারাবীহ তেইশ রাকআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন” (কিতাবুস-সালাত, আত-তারাবীহ ফিস-সালাতি ফী রামাদান)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমানিত প্রস্তুতকার এ বর্ণনাটি উপেক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, সেই সারিহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) বীর সূত্রে ইমাম মালিক এগার রাকআতের বর্ণনা সংকলন

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

“নিশ্চয়ই আমি এই (কুরআন) নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। তুমি জান শবে কদর কি? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সেই রাতে কেরেশতাগণ এবং রুহ [জিবরাঈল] তাদের রবের অনুমতিক্রমে সব রকমের কল্যাণ নিয়ে (দুনিয়ায়) অভিবরণ করে থাকেন। সেই রাতটি ফজর পর্যন্ত কেবল শান্তিই শান্তি।”

۱۸۷۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَفِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১৮৭১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখল, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় কদরের রাতে (ইবাদতে) দাঁড়াল, তার আগেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

৭৩—অনুচ্ছেদঃ লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ সাত দিনে।

করেছেন, তাঁরই সূত্রে অত্যন্ত সহীহ সনদসহ ইমাম বায়হাকী ভেইশ রাকআতের পক্ষে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে মনে হয়, ইয়রত উমার (রা) প্রথম দিকে ইয়রত এগার রাকআত নির্ধারণ করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে তা ভেইশ রাকআতে পরিবর্তন করেন।

তৃতীয়ত, বরং ইমাম মালিক এ দু'টি বর্ণনার একটিও গ্রহণ করেননি, বরং তিনি হুদ্রিশ রাকআতের পক্ষে ফায়সালা দেন। তিনি বলেন, এক শতাব্দী কালেরও অধিক সময় থেকে মদীনার তিন রাকআত বিত্তর এবং হুদ্রিশ রাকআত তারাবীহ পড়ার প্রথা চলে আসছে। সুতরাং তাঁর আল-মাসাবীহ গ্রন্থে বা-ই লিখে থাকুন না কেন, মালিকী ফকীহগণ কিছু তাঁদের ইমামের উপরোক্ত বক্তব্যকেই সঠিক মনে করেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে বুঝা যায়, যদিও নবী করীম (সা) আট রাকআত পড়েছিলেন, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবীয়েগণ প্রায় সমষ্টিগতভাবে তাঁর এ কাজের অর্থ এটা মনে করেননি যে, আট রাকআত পড়াই সূরাত এবং তার চাইতে অধিক পড়া সূরাতের খেলাফ কিংবা বিদআত। আচরণের বিষয়, সাহাবায়ে কিরাম, তাবীয়েগ ও মুজতাহিদ ইমামগণ স্পর্শকর্ষ কী করে এ ধারণা করা হলো যে, তাঁরা সূরাত-বিদআতের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা থেকে এতোটা মাক্রুম ছিলেন, কিংবা তাঁরা সূরাত ত্যাগ করে বিদআত গ্রহণ করেছেন।

সর্বোপরি কথা হচ্ছে, কেউ যদি নবী (সা)-এর আট রাকআত পড়ার অর্থ এটা মনে করেন যে, সূরাত হিসাবে আট রাকআতের গ্রহণ করাই তাঁর ইচ্ছা ছিলো, তবে তিনি ভালবাসার সাথে তার উপরই আমল করুন এবং তার মতের সমর্থকগণও এরই উপর আমল করুন। কিছু বিশ রাকআতকে সূরাতের খেলাফ বোঝা এতটা সহজ নয়, যতটা প্রলম্বিত ধারণা করেছেন। কেননা বিশ রাকআতের পক্ষে প্রচুর দলীল-প্রমাণ মওজুদ রয়েছে — (রাসায়েল মাসায়েল, ৩য় খণ্ড, ২৮২-৬)।

১৪৭২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْآخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتُمْ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّاتُ فِي السَّبْعِ الْآخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْآخِرِ.

১৮৭২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) -এর কয়েকজন সাহাবীকে স্বপ্নে (রমযানের) শেষ সাত রাতে লাইলাতুল কদর দেখান হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের স্বপ্ন শেষ সাত রাতে সামঞ্জস্যশীল হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি তা খোঁজ করতে চায় -সে যেন শেষ সাত রাতেই তা খোঁজ করে।

১৪৭৩. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عَشْرَيْنِ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي أُرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيَتْهَا أَوْ تُسِيَتْهَا فَالْتَمَسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي الْوُثْرِ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَتَى أَسْجُدَ فِي مَاءٍ وَطَيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ

১৮৭৩. আবু সালামা (রাঃ) বলেছেন, আমি আবু সাঈদকে -যিনি আমার বন্ধু ছিলেন- এক প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে রমযানের মধ্যের দশ দিনে ই'তেকাফে বসলাম। অতঃপর বিশ তারিখের ভোরে নবী (সঃ) বেরিয়ে আসলেন, আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাকে শবে কদর দেখান হয়েছে। তারপর আমি তা ভুলে গিয়েছি। কিংবা তিনি বলেছেন, আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনের বেজোড় তারিখে (অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯) লাইলাতুল কদর তালাশ কর। কেননা আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি স্বয়ং পানি ও কাদায় সিজদা করছি। তাই যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ইতেকাফে বসেছে সে যেন ফিরে আসে। সুতরাং আমরা ফিরে এলাম। আমরা আকাশে এক টুকরা মেঘও দেখলাম না। ইঠাৎ এক খন্ড মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ শুরু হল। এমনকি মসজিদের ছাদ ভেসে গেল। এ ছাদ খেজুর পাতায় নির্মিত ছিল। অতঃপর নামায পড়া হল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পানি ও কাদায় সিজদা করতে দেখলাম। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

৭৪-অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনে বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর খোজ করা।

১৮৭৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

১৮৭৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ কর।

১৮৭৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الْأَتَى فِي وَسْطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمَسِّي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ أَحَدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَإِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوِرٍ فِيهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْآخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَثْبُتْ (فَلْيَلْبَثْ) فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيَتْهَا فَأَبْتَغُواهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَأَبْتَغُوهَا فِي كُلِّ وَتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتَنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَّفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أَحَدَى وَعِشْرِينَ فَبَصُرْتُ عَيْنِي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ أَنْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً .

১৮৭৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মাহে রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। যখন বিশ তারিখ অতীত হত এবং ২১ তারিখ এসে যেত তখন তিনি স্বগৃহে ফিরে আসতেন। আর যারা তাঁর সাথে ইতেকাফে বসতো তারাও ফিরে যেতো। একবার রমযানে তিনি সেই রাতে ই'তেকাফে ছিলেন যে রাতে সাধারণতঃ তিনি ফিরে চলে যেতেন। তারপর তিনি মানুষের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং আত্মাহ যা চেয়েছেন সে মতে তিনি নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, আমি এ দশদিনে ই'তেকাফ করতাম। কিন্তু এখন আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ করা উচিত। অতএব যারা আমার সাথে ইতেকাফে বসেছে, তারা যেন নিজেদের ই'তেকাফের স্থানে অবস্থান করে। আমাকে স্বপ্নে শবে কদর দেখানো হয়েছে। এরপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনেই তা তালাশ কর। আর তার খোঁজ কর প্রত্যেক বেজোড় রাতে। আমি স্বপ্নে দেখছি, আমি পানি ও কাদায় সিজদা দিচ্ছি। সে রাতেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সব ভেসে গিয়েছে

এবং নবী (সঃ) -এর নামাযের স্থানটিতে পানি গড়িয়ে পড়েছে। এটি ছিল একুশ তারিখের রাত। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, নবী (সঃ) ফজরের নামায শেষ করেছেন আর তাঁর চেহারা কাদা ও পানিতে পূর্ণ ছিল।

১৮৭৬. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ التَّمَسُّوْا.

১৮৭৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা (শবে কদর) তালাশ কর।

১৮৭৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

১৮৭৭. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন এবং বলতেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর।

১৮৭৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ التَّمَسُّوْاَهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى.

১৮৭৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশ দিনে খোঁজ কর। লাইলাতুল কদর এসব রাতে আছে—যখন (রমযানের) ৯, ৭ কিংবা ৫ রাত বাকী থেকে যায় (অর্থাৎ ২১, ২৩ ও ২৫ তারিখে)।

১৮৭৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ التَّمَسُّوْا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرَيْنَ.

১৮৭৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তোমরা ২৪তম রাতে তালাশ কর।

১৮৮০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

১৮৮০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তা (শবে কদর) শেষ দশ দিনে আছে। যখন নয় রাত অতীত হয়ে যায় কিংবা সাত রাত বাকী থাকে (অর্থাৎ ২৯ কিংবা ২৭ তারিখে)।

৭৫—অনুচ্ছেদঃ মানুষের ঋগড়া-বিবাদের কারণে লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ বিস্মৃত হওয়া।

১৮৮১. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ

فَتَلَا حِي رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَا حِي
فُلَانٌ وَقُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالْتَمِسُوهُمَا فِي التَّاسِعَةِ
وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .

১৮৮১. উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে লাইলাতুল কদর সন্ধ্যা অবহিত করার জন্য বেরিয়ে আসলেন। এমন সময় দু'জন মুসলমান বিবাদে লিপ্ত ছিল। তখন তিনি বললেন, আমি বের হয়েছিলাম তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর (এর সঠিক তারিখ সন্ধ্যা) খবর দেয়ার জন্য, কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত হল। তাই (এর এলোম আমার থেকে উঠিয়ে নেয়া হল)। সম্ভবতঃ এর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত ছিল। অতএব তোমরা লাইলাতুল কদর (শেষ দশ দিনের) নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ কর।

৭৬-অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনের আমলের বর্ণনা।

١٨٨٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدُّ مِيزَرِهِ
وَآحَى لَيْلُهُ وَآيَقَظَ أَهْلُهُ .

১৮৮২. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন (রমযানের শেষ) দশ দিন এসে যেত, তখন নবী (সঃ) পরনের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন (অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন), রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগাতেন।

৭৭-অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনে সকল মসজিদে ই'তেকাফে বসা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا
كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

‘তোমরা যখন মসজিদগুলোয় ই'তেকাফের অবস্থায় থাকবে তখন আপন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না। এগুলো হল আল্লাহর অলংঘনীয় বিধান। তাই এসবের নিকটেও যেও না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের কল্যাণে তাঁর নির্দেশাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন যাতে তারা মুস্তাকী হতে পারে।’

١٨٨٣. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ
الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ .

১৮৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ বসতেন।

১৮৮৪. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

১৮৮৪. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর পত্নীগণও (শেষ দশকে) ই'তেকাফ করতেন।

১৮৮৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْآوَسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مَنْ اعْتَكَفَ مِنْهَا قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكَفِ الْعَشْرَ الْآخِرَ وَقَدْ أَرَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ انْسَبَتْهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمَسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَالْتَمَسُوهَا فِي كُلِّ وَتْرٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ .

১৮৮৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। অতঃপর এক বছর তিনি (সেই নিয়মে) ইতেকাফে বসলেন। যখন একুশ তারিখের রাত আসল যে রাতের ভোর বেলায় সাধারণত তিনি ইতেকাফ থেকে বেরিয়ে আসতেন, তিনি বললেন, যে আমার সাথে ইতেকাফ করেছে সে যেন শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করে। কেননা এই (কদরের) রাত আমাকে দেখান হয়েছে। তারপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি ঐ রাতের ভোরে পানি ও কাদায় সিজদা দিছি। অতএব তোমরা শেষ দশটি তারিখে তা তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা খোঁজ কর। তারপর সেই রাতেই আকাশ থেকে প্রবল বর্ষণ হল। মসজিদের ছাদে খেজুর পাতার ছাউনি ছিল। এজন্য মসজিদে পানির ফোটা পড়তে লাগল। আমার দু'টি চোখ একুশ তারিখের ভোরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখতে পেল যে, তাঁর কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন ছিল।

৭৮-অনুব্রহ্মদঃ ঋতুবতীর ইতেকাফরত পুরুষের মাথায় চিহ্ননি করা।

১৮৮৬. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْغِي إِلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُجَابِدٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجَلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

১৮৮৬. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মসজিদে ইতেকাফরত অবস্থায় নিজের মাথা আমার দিকে ঝুকিয়ে দিতেন। আমি হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা আচড়িয়ে দিতাম।

৭৯-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফরত ব্যক্তি বিনা দরকারে যেন ঘরে না যায়।

১৮৮৭. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَدْخُلَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

১৮৮৭. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুকিয়ে দিতেন। অথচ তিনি মসজিদে (ইতেকাফরত) ছিলেন। আমি তা আচড়িয়ে দিতাম। তিনি ইতেকাফে থাকা অবস্থায় জরুরী দরকার ভিন্ন ঘরে যেতেন না।

৮০-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ অবস্থায় গোসল করা।

১৮৮৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

১৮৮৮. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) আমার হায়েয অবস্থায়ও একই বিছানায় আমার সাথে রাত যাপন করেছেন। তিনি ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন এবং আমি হায়েযগত অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

৮১-অনুচ্ছেদঃ রাতে ইতেকাফ করা।

১৮৮৯. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ.

১৮৮৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর (রাঃ) নবী (সঃ)-কে বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে মান্নত করেছিলাম-মসজিদে হারামে এক রাত ইতেকাফ করব। নবী (সঃ) বলেন, তা হলে তোমার মান্নত পূরণ কর। ২৯

৮২-অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের ইতেকাফ করা।

১৮৯০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِباءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ

২৯. এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে জাহিলী যুগেও আরবদের মধ্যে ইবরাহীম (আঃ) -এর ধর্মের কিছু কিছু ঐতিহ্য অটুট ছিল।

حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذْنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ بَنَتْ جَحْشَ ضَرَبَتْ خِبَاءً الْآخِرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى الْأَخْيَةَ فَقَالَ مَا هَذَا فَأَخْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبِرُّ تُرَوَّنَ (تُرِدْنَ) بِهِنَّ فَتَرَكَ الْإِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ .

১৮৯০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। আমি তাঁর জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিতাম। তিনি ফজরের নামায আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। একবার হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট অনুরূপ তাঁবু খাটানোর অনুমতি চাইলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। হাফসা (রাঃ) একটি তাঁবু খাটালেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) তা দেখে আরেকটি তাঁবু খাটালেন। ভোর বেলায় নবী (সঃ) তাঁবুগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি? তখন তাঁকে (সব) অবগত করান হল। (তা শুনে) নবী (সঃ) বললেন, তারা কি এ সব দ্বারা নেকী হাসিল করতে চায়? অতঃপর তিনি সে মাসের ইতেকাফ বর্জন করলেন এবং শাওয়াল মাসে পুনরায় দশ দিন ইতেকাফ করলেন।

৮৩- অনুচ্ছেদঃ মসজিদে তাঁবু খাটানো।

১৮৯১. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يُعْتَكَفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُعْتَكَفَ إِذَا أَخْبِيَّةٌ خِبَاءً عَائِشَةَ وَخِبَاءُ حَفْصَةَ وَخِبَاءُ زَيْنَبَ فَقَالَ الْبِرُّ تَقُولُنَّ بِهِنَّ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يُعْتَكَفَ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ .

১৮৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (একবার) ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন, তিনি যে স্থানে ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন সেখানে গিয়ে দেখলেন, কয়েকটি তাঁবু পড়েছে। একটি তাঁবু আয়েশার, একটি হাফসার, আর একটি যয়নাব (রাঃ)-এর। তিনি বললেন, তোমরা কি এগুলোর মধ্যে কল্যাণ আছে মনে কর? অতঃপর তিনি ইতেকাফ না করেই ফিরে গেলেন এবং পরে শাওয়ালের দশ দিন ইতেকাফ করলেন।

৮৪- অনুচ্ছেদঃ প্রয়োজনে ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদের দরজায় আসা যায়।

১৮৯২. عَنْ صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَزُودُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا

يَلَفَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسَالِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُثَيْرٍ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِّ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُقْذَفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا.

১৮৯২. নবী-পত্নী সাফিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (একবার) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংগে দেখা করার জন্য মসজিদে গেলেন। নবী (সঃ) তখন রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফে ছিলেন। সাফিয়া (রাঃ) তাঁর নিকট (বসে) সামান্য সময় কথাবার্তা বললেন। এরপর (ঘরে) ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী (সঃ)-ও সংগে সংগে উঠলেন এবং তাঁকে এগিয়ে দেবার জন্য উমে সালামা (রাঃ)-এর দরজার নিকটস্থ মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌছলেন। তখন দু'জন আনসারী সাহাবী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সালাম করলেন। নবী (সঃ) তাদের বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এই মহিলা হল হুয়াইর কন্যা সাফিয়া। তাঁরা বললেন, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রসূলুল্লাহ! নবী (সঃ) বললেন, শয়তান মানুষের শিরায় পৌছতে সক্ষম। তাই আমার আশংকা হল, সে তোমাদের মনে কোন কুখারণার সৃষ্টি করে দেয় না কি।

৮৫-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর বিশ তারিখে ইতেকাফ সমাপ্ত করা।

১৮৯৩. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عَشْرِينَ قَالَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيحَةَ عَشْرِينَ فَقَالَ إِنِّي أُرَيْتُ (رَأَيْتُ) لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي تُسَيِّئُهَا (نَسِيْتُهَا) فَالْتَمَسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فِي الْوُثْرِ فَإِنِّي رَأَيْتُ إِنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطَيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرْعَةً قَالَ فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّيْنِ وَالْمَاءِ حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيْنَ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ.

১৮৯৩. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে শবে কদর সন্ধ্যাে কিছু

উল্লেখ করতে শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হী, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে রমযানের দ্বিতীয় দশকে ইতেকাফে বসেছিলাম। আমরা বিশ তারিখের ভোরে বেরিয়ে আসলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশ তারিখের ভোরেই আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, আমাকে কদরের রাত দেখান হয়েছিল এবং আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তোমরা তা শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ কর। কেননা আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদায় সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ইতেকাফরত ছিল তার ফিরে আসা উচিত। সুতরাং লোকজন মসজিদে ফিরে গেল। আমরা আসমানে এক খন্ড মেঘও দেখলাম না। কিন্তু (হঠাৎ) মেঘ আসল, বৃষ্টি হল এবং নামায পড়া হল। রসূলুল্লাহ (সঃ) কাদা ও পানিতে সিজদা করলেন। এমনকি আমি তাঁর কপাল ও নাকে কাদা দেখতে পেয়েছি।

৮৬-অনুচ্ছেদঃ রক্তপ্রদর অবস্থায় নারীর ইতেকাফ।

১৮৯৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ اَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةً فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ قَرِيبًا وَضَعْنَا الطُّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تَصَلِّي.

১৮৯৪. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাঁর কোন এক স্ত্রী ইস্তেহাযা অবস্থায় ইতেকাফ করেছিলেন। সেই স্ত্রী (স্রাবের রক্তের রঙ) লাল ও হলুদ দেখতেন। প্রায়ই আমরা তাঁর নীচে একখানা তন্তুরী রেখে দিতাম (রক্ত যেন তাতেই পড়ে)। আর এই অবস্থায় তিনি নামায পড়তেন।

৮৭-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের সময় স্বামীর সাথে স্ত্রীর দেখা করা।

১৮৯৫. عَنْ صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ اَزْوَاجُهُ فَرُحْنُ فَقَالَ لَصَفِيَّةَ بِنْتُ حُيَيٍّ لَا تَعْجَلِي حَتَّى اَنْصَرِفَ مَعَكَ وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ اُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ اَجَازَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ تَعَالِيَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّي خَشِيتُ اَنْ يُلْقَى فِي اَنْفُسِكُمَا شَيْئًا .

১৮৯৫. নবী-পত্নী সাফিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) মসজিদে ছিলেন। তাঁর নিকটে তাঁর বিবিগণও ছিলেন। তাঁরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন নবী (সঃ) হযাই তনয়া

ন্যাফিয়াকে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি করো না (অপেক্ষা কর), আমিও তোমার সাথে যাব। সাফিয়ার কক্ষটি ছিল উসামা ইবনে যায়েদের ঘরের নিকটে। নবী (সঃ) তাঁর সাথে চললেন। দু'জন আনসারী পুরুষের সাথে তাঁর দেখা হল। তারা নবী (সঃ)-এর দিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে চলল। নবী (সঃ) তাদের বললেন, তোমরা (এদিকে) এগিয়ে এস। এই মেয়েলোকটি সাফিয়া বিনতে হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তারা বলল, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রসূলাল্লাহ! নবী (সঃ) বললেন, শয়তান মানবদেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। আমার আশংকা হল, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয়া কি না।

৮৮-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফকারী নিজেই কি কুধারণা দূর করতে পারে?

১৮৯৬. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ أَمَّتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ تَعَالَ هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتِ حُبَيْرٍ وَرَبِّمَا قَالَ سَفِيَانُ هَذِهِ صَفِيَّةُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِّنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ قُلْتُ لِسَفِيَانٍ أَتَتْهُ لَيْلًا قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا لَيْلٌ .

১৮৯৬. আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। সাফিয়া (রাঃ) নবী (সঃ)-এর খেদমতে আসলেন। নবী (সঃ) তখন ইতেকাফরত ছিলেন। যখন সাফিয়া ফিরে চললেন, নবী (সঃ)-ও তাঁর সাথে কতদূর হাঁটলেন। একজন আনসারী পুরুষ নবী (সঃ)-কে দেখল। নবী (সঃ)-ও তাঁকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন এবং বললেন, এ হল সাফিয়া বিনতে হুয়াই। শয়তান বনী আদমের দেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে।

আলীর বর্ণনা, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি নবী (সঃ)-এর নিকট রাতে এসেছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, তা তো রাতই ছিল।

৮৯-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ থেকে ভোরে বেরিয়ে আসা।

১৮৯৭ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَشَرَ الْأَوَّلَ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ فَقُلْنَا مَتَا عَنَا فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكِفِهِ فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطَيِّينٍ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكِفِهِ وَهَاجَتِ السَّمَاءُ فَمَطَرْنَا فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ أَخْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَوْكَانَ الْمَسْجِدِ عَرِيثًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَارْتَبَتْهُ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ -

১৮৯৭. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে মাঝের দশ দিনে ইতেকাফে বসেছিলাম। বিশ তারিখ ভোরে আমরা আমাদের আসবাবপত্র স্থানান্তর করলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট এসে বললেন, যে ইতেকাফে ছিল সে যেন ইতেকাফের জায়গায় ফিরে যায়। আমি (স্বপ্ন) এই (কদরের) রাত দেখতে পেয়েছি। আমি দেখেছি, আমি পানি ও কদায় সিঁজদা করছি। যখন তিনি নিজ ইতেকাফের জায়গায় ফিরে গেলেন, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং বর্ষণ শুরু হল। কসম সেই সন্টার যিনি তাঁকে হক সহকারে পাঠিয়েছেন! আকাশ সেই দিনের শেষভাগে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল। আর মসজিদে ছিল তখন খোজুর পাতায় ছাউনি। আমি তাঁর নাক ও কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখেছি।

৯০-অনুচ্ছেদঃ শাওয়াল মাসে ইতেকাফ করা।

১৮৯৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَغْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ خَبَرُهُمْ فَقَالَ مَا حَمَلْنَهُ عَلَى هَذَا الْبِرِّ أَنْزَعُوها فَلَا أَرَاهَا فَتُزِعَتْ فَلَمْ يَغْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْخَيْرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ .

১৮৯৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসে ইতেকাফ করতেন। তিনি ফজরের নামায আদয়ের পর ইতেকাফে চলে যেতেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট ইতেকাফ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রাঃ) সেখানে একটি তাঁবু খাটালেন। হাফসা (রাঃ) যখন তা শুনলেন, তিনি একটি তাঁবু বানালেন। এরপর যয়নাব (রাঃ) তা শুনলেন। তিনিও একটি তাঁবু নির্মাণ করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায শেষে ফিরে এসে চারটি তাঁবু দেখে বললেন, এসব কি? তাঁকে সব খবর দেয়া হল। তিনি বললেন, তাদেরকে নেকী হাসিলের উদ্দেশ্যে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি। সব ভেঙ্গে ফেল। আমি এতে নেকীর কোনো কিছু দেখছি না। সুতরাং তাঁবুগুলো উপড়ে ফেলা হল। এরপর সেই রমযানে নবী (সঃ) আর ইতেকাফে বসেননি। শাওয়ালের শেষ দশ দিনে তিনি ইতেকাফ করেছেন।

৯১-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী নয়।

১৮৯৯. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي

الْجَاهِلِيَّةُ أَنْ أَعْتَكَفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ
أَوْفِ بِنَهْذِرِكَ فَأَعْتَكَفَ لَيْلَةً .

১৮৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি জাহিলী যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ইতেকাফ করার মান্নত করেছিলাম। নবী (সঃ) তাঁকে বললেন, তোমার মান্নত পূরণ কর তখন উমর (রাঃ) এক রাত ইতেকাফ করলেন।

৯২-অনুচ্ছেদঃ জাহিলী যুগে ইতেকাফের মান্নত করা অতঃপর মুসলমান হওয়া।

১৯০০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْفِ
بِنَذْرِكَ

১৯০০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর (রাঃ) জাহিলী যুগে (মুসলমান হওয়ার আগে) ইতেকাফ করার মান্নত করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি, উমর (রাঃ) এক রাতের কথা বলেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার মান্নত পূরণ কর।

৯৩-অনুচ্ছেদঃ রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফ করা।

১৯০১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ
عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا .

১৯০১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) প্রতি রমযানে দশদিন ইতেকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তার ইন্তেকাল হল, সে বছর তিনি বিশ দিন ইতেকাফ করেছিলেন।

৯৪-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের ইচ্ছা করে কোন কারণে তা বর্জন করা।

১৯০২. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْآخِرَ
مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةَ عَائِشَةَ
أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ حَجَشٍ أَمَرَتْ بِنَاءً
فَبَنَى لَهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَاءٍ فَبَصُرَ
بِالْبَنِيَّةِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ بِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اِعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ .

১৯০২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট (ইতেকাফের) অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন [নবী (সঃ)-এর নিকট] তার জন্যও যেন অনুমতি নিয়ে নেয়া আয়েশা (রাঃ) তা করে দিলেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) তা দেখে তিনিও একটি তাঁবু খাটানোর হুকুম করলেন। সুতরাং তার জন্যও একটি তাঁবু খাটানো হল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায আদায় করে নিজ তাঁবুতে ফিরে যেতে এসব তাঁবু দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি? সাহাবাগণ বললেন, এগুলো হল আয়েশা, হাফসা ও যয়নাবের তাঁবু। শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) মন্তব্য করলেন, এর দ্বারা তারা কি নেকী হাসিলের এরাদা করেছে? আমি ইতেকাফে থাকব না। সুতরাং তিনি ফিরে চলে গেলেন। রোযা শেষ হলে তিনি শাওয়ালের দশ দিন ইতেকাফ করলেন। ৩০

৯৫-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ অবস্থায় মাথা ধোয়ার উদ্দেশ্যে ঘরের দিকে তা এগিয়ে দেওয়া।

১৯.৩. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاقِلُهَا رَأْسَهُ .

১৯০৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হায়েয অবস্থায় নবী (সঃ)-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন অথচ এই সময় নবী (সঃ) ছিলেন মসজিদে ইতেকাফরত। আর আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তাঁরই কক্ষে (ঘর থেকেই তিনি নবী (সঃ)-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন)। নবী (সঃ) তাঁর মাথা আয়েশা (রাঃ)-এর দিকে বাড়িয়ে দিতেন।

৩০. ইতেকাফ তিন প্রকার-ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুত্তাহাব।

(ক) ইতেকাফের মান্নত করলে তা আনয় করা ওয়াজিব।

(খ) রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া।

(গ) এ দুটি ছাড়া অন্য সময়ের জন্য যে ইতেকাফ করা হয় তা মুত্তাহাব। ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইতেকাফের জন্য রোযা শর্ত। মুত্তাহাব ইতেকাফ ঘন্টা খানেকের জন্যও করা যায়।

অধ্যায়-১২

كتاب البيوع (ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য)

মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ২৭৫)

“আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদ হারাম করেছেন” (বাকারা : ২৭৫)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ (البقرة : ২৮২)

“হাঁ তবে যদি এমন ব্যবসায় (ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন) হয় যা নগদ আদান-প্রদান করে তবে তা লিপিবদ্ধ না করায় তোমাদের কোন গুনাহ নেই।”-(সূরা আল বাকরা ২৮২)

১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণীতে যা বলা হয়েছে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْهَوِيِّ مِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

سورة الجمعة : آية - ১১ - ১০ -

“নামায সমাধা হলে তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অবেষণে ব্যাপ্ত হও। আর এ ব্যাপারে আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ কর তাহলে অবশ্যই সফলতা লাভ করতে পারবে। যখন তারা কোন ব্যবসা সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযে রত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহর কাছে যা কিছু (মুমিনদের জন্য প্রস্তুত) আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায় উপকরণ হতে উত্তম। আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা” (সূরা জুমুআ : ১০-১১)

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করো না, তবে পরস্পরের সম্বন্ধিতে ব্যবসা করা বৈধ”-(সূরা নিসা : ২৯)।

১৭.৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَاهُمْ رِيَّةً يَكْثُرُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ إِخْوَاتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْفِلُهُنَّ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلَا بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا وَكَانَ يَشْفِلُ إِخْوَاتِي مِنَ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ أَمْرًا مُسْكِنًا مِنْ مَسَاكِينِ الصَّفَةِ أَعَى حِينَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ لَنْ يَيْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ فَبَسَطْتُ نَمْرَةً عَلَى حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ.

১৯০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, তোমরা বলে থাক আবু হুরাইরা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বহু (অধিক সংখ্যক) হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু আনসার ও মুহাজিরদের কি হল যে, তারা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে আবু হুরাইরার মত অত হাদীস বর্ণনা করতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের মুহাজির ভাইগণ অধিকাংশ সময় বাজারে ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকেন। আর আমার পেট ভরা থাকলে (ক্ষুধার্ত না হলে) আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহচর্য আবশ্যকীয় মনে করি। সুতরাং তারা যখন [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে] অনুপস্থিত থাকে, আমি তখন উপস্থিত থাকি। তারা যখন ভুলে যায়, আমি মনে রাখি। আর আমাদের আনসার ভাইদের আর্থিক কারবারের ব্যস্ততায় খুব কম ফুরসত মিলে। আমি আহলে সুফফাদের মধ্যে একজন গরীব ব্যক্তি। তারা [আনসারগণ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে শোনা কথা] ভুলে যায় কিন্তু আমি সযত্নে মুখস্থ রাখি। কোন এক সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) (হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে) কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমার কোন কিছু বলার সময় যদি কেউ তার বস্ত্র বিছিয়ে দেয় আর আমার কথা শেষ হবার পর তা গুটিয়ে নেয়, তাহলে আমি যা বলবো তা সবই সে নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারবে। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, (একথা শুনে) আমি আমার গায়ের চাদর বিছিয়ে রাখলাম এবং তিনি কথা শেষ করলে আমি তা গুটিয়ে নিয়ে আমার বক্ষে চেপে ধরলাম। সে সময় থেকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন কথাই ভুলিনি।

১৯.৫. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَأَنْظُرُ أَيَّ زَوْجَتِي هَوَيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ هَلْ مِنْ سَوْقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سَوْقٌ قَيْنُقَاعَ قَالَ فَقَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَاتَى بِاقْطِ وَسَمِنَ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغَدُوَّ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سَقَتْ قَالَ زَيْنَةَ نَوَاهٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاهٍ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أُولَئِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

১৯০৫. ইবরাহীম ইবনে সা'দ (রঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তীর পিতা ও তীর দাদার সূত্রে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেছেন, আমরা মদীনায় আগমন করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার এবং সা'দ ইবনে রাবীর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। এরপর সা'দ ইবনে রাবী বললেন, আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি। আমার সম্পদের অর্ধেক অংশ তোমাকে প্রদান করব। আর আমার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে তোমার পসন্দ হয় তাকে আমি তোমার জন্য তালাক প্রদান করব। (তালাকের) পর সে হালাল হলে (তার ইদ্দত পূর্ণ হলে) তাকে বিবাহ করে নেবে। এসব কথা শুনে আবদুর রহমান (রা) বলেন, এ সবে আমার প্রয়োজন নেই, বরং এখানে ব্যবসা করার মত কোন বাজার বা ব্যবসাকেন্দ্র আছে কি না তা আমাকে জানান। সা'দ ইবনুর রাবী (রা) বললেন, হাঁ কায়নুকার বাজার আছে। সা'দ বলেন, পরদিন আবদুর রহমান বাজারে গিয়ে পনির ও ঘি খরিদ করে আনলেন। এরপর তিনি প্রতিদিন সকালে যেতে থাকলেন। অল্প কিছু দিন পর দেখা গেল আবদুর রহমান রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন, সে সময় তার শরীরে সদ্য বিয়ের চিহ্ন পরিষ্কৃত ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিয়ে করেছ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কাকে বিয়ে করেছ? তিনি উত্তর দিলেন, এক আনসার মহিলাকে। পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, মোহর কত দিয়েছ? জবাব দিলেন, খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী (সঃ) বললেন, এখন তাহলে একটি বকরী দিয়ে হলেও বিবাহভোজের ব্যবস্থা কর।

১৯.৬. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَأَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غَنًى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأَزْوَاجُكَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي

عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقْطًا وَسَمِنًا فَآتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ
فَمَكَّنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضُرَّ مِنْ صَفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ
مَهَيْمٌ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا سَقَتْ إِلَيْهَا قَالَ
نَوَاءٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزَنَ نَوَاءٌ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

১৯০৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মদীনায় আগমন করলে নবী (সঃ) তার সাথে সা'দ ইবনুর রবীর জাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। সা'দ ছিলেন সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, আমি আমার সম্পদ দু'ভাগ করে এক ভাগ তোমাকে দিচ্ছি আর তোমাকে বিবাহও করিয়ে দিচ্ছি। (একথা শুনে) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবার-পরিজন ও সম্পদে বরকত দান করুন। বাজার কোথায় আমাকে তাই বলে দিন। এরপর তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসা করে লভ্যাংশের পনির ও ঘি নিয়ে পরিবারের লোকদের কাছে ফিরে আসলেন। অল্প কিছু দিন যেতে না যেতেই একদিন তিনি নবী (সঃ)-এর কাছে আসলে দেখা গেল তাঁর দেহ থেকে সুগন্ধি ভেসে আসছে। নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? তিনি জবাবে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, মোহর কত দিয়েছ? আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বললেন, খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী (সঃ) বললেন, একটা বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালিমার ব্যবস্থা কর।

١٩٠٧. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ عُكَاطٌ وَمَجْنَةُ وَتَوَالِمَجَارِ اسْوَأَقًا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَانَهُمْ تَأْتُمُوا فِيهِ فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
عَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ فَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ .

১৯০৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উকায, মাজেরা ও যুল-মাজায় ছিল জাহিলী যুগের বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্র। ইসলামী যুগে মুসলমানরা সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করা অপসন্দ করলে এ আয়াতটি নাযিল হয়, “হজ্জ মওসুমে এসব ব্যবসা কেন্দ্রে ব্যবসার মাধ্যমে তোমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর তবে তাতে কোন দোষ হবে না।” ইবনে আব্বাস (রাঃ) এভাবেই তিলাওয়াত করেছেন।

২-অনুচ্ছেদ : হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দু'টির মাঝখানে রয়েছে সন্দেহযুক্ত বিষয়।

১. হজ্জের মওসুমে আরবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের জোর তৎপরতা থাকত। অন্য সময়ে সাধারণতঃ এরূপ তৎপরতা থাকত না। এজন্য বিশেষ করে হজ্জ মওসুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে এ ধারণা গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, হজ্জ মওসুম ব্যতীত বৃষ্টি এসব জায়গায় ক্রয়-বিক্রয় দৃশ্যীয়।

১৯.৮. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِيَ حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ.

১৯০৮. নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, হালাল (বিষয়সমূহ) সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দু'য়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। সুতরাং গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কোন বিষয় যদি কেউ বর্জন করে তাহলে সে স্বভাবতই প্রকাশ্য গোনাহর বিষয়েও ছেড়ে দেবে। আর যে কাজ করলে গোনাহ হওয়ার সন্দেহ থাকে এমন কাজ কেউ করার দুঃসাহস করলে সে প্রকাশ্য গোনাহর কাজেও জড়িয়ে পড়বে। গোনাহসমূহ আল্লাহর নিষিদ্ধ চারণক্ষেত্র। যে নিষিদ্ধ চারণ ক্ষেত্রের আশেপাশে বিচরণ করবে তার সেখানে (নিষিদ্ধ চারণ ভূমিতে) অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাই বেশী রয়েছে।

৩-অনুচ্ছেদ : মুতাশাবিহাত বা সন্দেহজনক বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা। হাসসান ইবনে আবু সিনান বলেছেন, তাকওয়ার মত সহজতম বিষয় আর কিছু আমি দেখিনি। যে বিষয় তোমাকে সন্দেহে নিক্ষেপ করে তা বর্জন কর আর যা সন্দেহে নিক্ষেপ করে না তা গ্রহণ কর।

১৯.৯. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَرَزَعَمْتُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاعَرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِيَّابِ التَّمِيمِيِّ.

১৯০৯. উকবা ইবনুল হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে বলল যে, সে (মহিলাটি) তাদের উভয়কে (উকবা ও তার স্ত্রীকে) দুধ পান করিয়েছে। উকবা ইবনুল হারিস এসে নবী (সঃ)-এর নিকট তা বর্ণনা করলেন। (একথা শুনে) নবী (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মুচকি হেসে তিনি বললেন, যে কথা বলা হয়েছে তার পরেও তুমি আর কিভাবে তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারো? উকবার স্ত্রী ছিল আবু ইহাব তামিমীর কন্যা।^২

২. তরজমাভুল বাব বা অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক এই যে, অনুচ্ছেদ শিরোনামে সন্দেহজনক কিছু বা বিষয়কে পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। আর হাদীসে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাটি এসে উকবা ইবনুল হারিসকে যা বলল তাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না যে, সত্যিই উকবা ও তার স্ত্রী মহিলাটির দুধপান করেছিলেন। এটা শুধুমাত্র সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। আর এ সন্দেহের কারণেই নবী (সঃ) হাদীসে বর্ণিত কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ সন্দেহজনক ব্যাপারে সর্বাঙ্গীত বিষয়টি পরিত্যাগের নীতি অবলম্বন করতে বলেছেন।

১৭১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عْتَبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مَنِيَّ فَأَقْبَضَهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ عَهْدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهْدَ إِلَى فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجِبِي مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعْتَبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

১৯১০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াকাস তার ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাসকে এ মর্মে অসিয়ত করেছিলেন যে, যাম'আর দাসীর গর্ভজাত পুত্র আমার ঔরসজাত। (আমার মৃত্যুর পর) তাকে এনে গ্রহণ করবে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, (মক্কা) বিজয়ের বছর সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস তাকে গ্রহণ করে বললেন, এ হল আমার ভাইয়ের সন্তান। তিনি আমাকে তার সম্পর্কে অসিয়ত করেছিলেন (যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি তাকে গ্রহণ করে আনবে)। তখন আব্দ ইবনে যাম'আ বাধা দিয়ে বললেন, সে আমার ভাই, কারণ সে আমার পিতার দাসীর সন্তান। যেহেতু সে তার বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। তারপর দু'জনই বিষয়টি নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকটে গমন করলেন। সা'দ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ তো আমার ভাইয়ের সন্তান। আমার ভাই তার সম্পর্কে আমাকে অসিয়ত করে গিয়েছেন। আব্দ ইবনে যাম'আ বললেন, সে তো আমার ভাই। আমার পিতার দাসীর সন্তান, সে তারই ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হে আব্দ ইবনে যাম'আ! সে তোমারই। নবী (সঃ) এরপর বললেন, যার বিছানায় জন্ম নেবে সন্তান তারই হবে। আর ব্যতিচারীকে পাথর বর্ষণ করতে হবে। তারপর নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রী যাম'আর কন্যা সাওদাকে বললেন, তুমি এর সামনে পরদা করবে। কেননা নবী (সঃ) দেখলেন উতবার সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং সে (দাসীর সন্তানটি) মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সান্নিধ্যে না পৌছা (মৃত্যুবরণ করা) পর্যন্ত আর সাওদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত লাভ করেনি।

১৭১১. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بَحْدَهُ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كُلِّي وَأُسَمِّي فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ

لَمْ أَسْمَعْ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّمَا سَمَّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ
وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخِرِ.

১৯১১. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে তীর বিদ্ধ শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি তা ধারাল দিক থেকে আঘাত করে থাকে তবে খাও, কিন্তু তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে শিকার হয়ে থাকলে খেয়ো না। কেননা তা মৃত। আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি শিকারের জন্য বিস্মিল্লাহ বলে আমার কুকুর ছাড়ি। কিন্তু শিকার ধরার পর আরও একটি কুকুর শিকারের সাথে দেখতে পাই যার উপর আমি বিস্মিল্লাহ পড়িনি। আর আমি জানিও না যে, উভয়টির মধ্যে কোনটি শিকার ধরেছে। নবী (সঃ) বললেন, ঐ শিকার খেয়ো না। কেননা তুমি তোমার কুকুরটি পাঠাবার সময় বিস্মিল্লাহ বলেছ, অপরটির জন্য তো বলনি।

৪-অনুচ্ছেদ : সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৯১২. عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْ لَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً
لَأَكَلْتُهَا.

১৯১২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) একটা পতিত খেজুর দেখে বললেন, এটা সাদাকার খেজুর সন্দেহ না থাকলে আমি এটি খেয়ে নিতাম।

৫-অনুচ্ছেদ : যারা ওসওয়াসা সৃষ্টিকারী ও অনুরূপ বিষয়সমূহকে সন্দেহযুক্ত জিনিস মনে করেন না।

১৯১৩. عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شَكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ
يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ
رِيحًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ لَا وَضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدَتْ الرِّيحُ
أَوْ سَمِعَتْ الصَّوْتَ.

১৯১৩. আব্বাদ ইবনে তামীম (রাঃ) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করা হল, কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যেই তার উয়ু নষ্ট গিয়েছে কি না এ ধরনের ওসওয়াসার শিকার হলে তার নামায নষ্ট হবে কি? উত্তরে নবী (সঃ) বললেন, যতক্ষণ শব্দ বা গন্ধ না পাবে ততক্ষণ তার নামায নষ্ট হবে না। ইবনে আবু হাফসা যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, যতক্ষণ তুমি গন্ধ না পাবে বা শব্দ না শুনবে ততক্ষণ পুনর্বীর উয়ুর প্রয়োজন হবে না।

১৯১৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ

لَا نَذِرِي أَذْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ آمَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَلُوهُ-

১৯১৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এক দল লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না তারা যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কি না। নবী (সঃ) বললেন, তোমরা তা বিসমিল্লাহ বলে খাও।

৬-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

“যখন তারা কোন ব্যবসার সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায়, তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহর কাছে মুমিনদের জন্য পুরস্কার হিসেবে যা কিছু প্রস্তুত আছে তা খেল-তামাশা (সাময়িক আনন্দ-ভৃগু) ও ব্যবসার উপকরণ হতে উত্তম। আর আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা।” (আল-জুমু‘আ : ১১)।

১৯১৫. عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَابَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا.

১৯১৫. জাবের (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে নামায আদায় করছিলাম। এ সময় শাম (সিরিয়া) থেকে উটের একটি বহর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে পৌছলে সবাই সে দিকে ছুটে গেল। নবী (সঃ)-এর সাথে নামাযে মাত্র বারজন লোক অবশিষ্ট থাকল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হলঃ “যখন তারা কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়।”

৭-অনুচ্ছেদ : কোথা থেকে কিতাবে অর্থ উপার্জিত হল-এ ব্যাপারে যারা মোটেই পরওয়া করে না।

১৯১৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

১৯১৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মানুষের জন্য এমন এক সময় আসবে, যখন সে তার উপার্জন হালাল না হারাম পন্থায় করল তা যাচাই করার কোন প্রয়োজন বোধ করবে না।

৮-অনুচ্ছেদ : বস্তু ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য করা। আল্লাহ বলেন :

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ .

“তারা হচ্ছে এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসায় ও কেনা-বেচা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দিতে পারে না” (নূর : ৩৭)। কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন, [নবী (সঃ)-এর সময় ঈমানদার] লোকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ে মশগুল হলেও যখনই আল্লাহর কোন হুক তাদের সামনে আসত, তখনই তারা তা আদায় করত। ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসায়-বাণিজ্য এ ব্যাপারে তাদেরকে গাফিল করতে পারত না।

১৯১৭. عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيًّا فَلَا يَصْلُحُ .

১৯১৭. আবুল মিনহাল (রঃ) বলেন, আমি বারআ ইবনে আযেব (রাঃ) এবং যারদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-কে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় আমরা দু'জন ছিলাম বণিক। আমরা সোনা ও রূপার মুদ্রা বিনিময় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ যদি হাতে হাতে অর্থাৎ নগদ নগদ আদান-প্রদান হয় তাহলে কোন দোষ নেই, কিন্তু যদি বাকি হয় তাহলে তা জায়েয নয়।

৯-অনুচ্ছেদ : বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহির্গত হওয়া। মহান আল্লাহর বাণী :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . سورة الجمعة : آية - ١٠ .

“নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবী-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (তথা রিযিক) অন্বেষণ করতে থাক। আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ কর তাহলে আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে” (জুমুআ : ১০)।

১৯১৮. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى ففَرَغَ عُمَرُ

فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قَيْسٍ إِذْ نَزَلُوا لَهُ قِيلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ
كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَأْتِيْنِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَاَنْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ
فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ
فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ عُمَرُ أَخْفِيَ هَذَا عَلَى مَنْ أَمَرَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ .

১৯১৮. উবায়দ ইবনে উমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আশআরী (রা) উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। হয়ত তিনি (উমর) কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং আবু মূসা (রা) ফিরে গেলেন। উমর (রা) কাজ সমাধা করে বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের কথা শুনতে পাইনি? তাঁকে আসতে বলা। বলা হলো, তিনি ফিরে গিয়েছেন। তিনি (উমর) তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি এসে বললেন, আমাদেরকে এ আদেশই দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে)। তিনি (উমর) বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কি কোন প্রমাণ দিতে পারবেন? তিনি আনসারদের মজলিসে উপনীত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, আমাদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়সী আবু সাঈদ খুদরীই এ ব্যাপারে বলতে পারবে। তারপর তিনি আবু সাঈদ খুদরীকে সাথে নিয়ে উমরের নিকট গেলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ নির্দেশও কি আমার কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে ব্যস্ত থাকাটাই এ ব্যাপারে আমাকে গাফিল করে রেখেছিল।

১০-অনুচ্ছেদ : নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য। মাতার (রঃ) বলেছেন, এতে (সামুদ্রিক বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই। আর এ বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে যা বর্ণনা করেছেন তা সম্পূর্ণ যথাযথ। এরপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন:

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ - سورة النحل: آية - ١١

“তোমরা দেখে থাক জাহাজসমূহ সমুদ্র বন্ধ চিরে এগিয়ে চলে আর এভাবে তোমরা আল্লাহর মেহেরবানী (রিয়িক) অব্বেষণ করে থাকো” (নাহল : ১৪)।

এক বচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত ‘আল-ফুল্ক’ অর্থ নৌযান। মুজাহিদ বলেছেন, জাহাজ বাতাসের বুক চিরে চলে। আর একমাত্র বড় জাহাজসমূহ বাতাসের শক্তিতে চলে। লাইছ আবু হুরাইরার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি [রসূল (সঃ)] বনী ইসরাঈলের এক লোক সম্পর্কে বললেন, সে নৌ-বাণিজ্যে বের হয়ে নিজের সমস্ত (আর্থিক) প্রয়োজন মিটিয়েছিল। এরপর তিনি পুরা হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

১১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا . قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

“তারা যখন কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, মুমিনদের জন্য পুরস্কার হিসেবে আল্লাহর নিকট যা কিছু প্রদত্ত আছে তা ব্যবসায় এবং খেল-তামাশার উপকরণের চাইতে উত্তম। আর আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা” (জুমু‘আ : ১১)।

তিনি (আল্লাহ) আরও বলেন : رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ .

“সেই সব লোক যাদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দিতে পারে না।” কাতাদা বলেছেন, ঐ লোকেরা ব্যবসায় বাণিজ্যে ও ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকত। তবুও যখনই আল্লাহর কোন হুক বা অধিকার পূরণের দাবী তাদের সামনে আসত তখন তাঁরা তা ঠিক ঠিক আদায় করতেন। এ ব্যাপারে ব্যবসায় বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় তাদেরকে গাফিল করে দিতে পারত না।

١٩١٩. عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْتُ عَيْرٌ وَتَحَنُّ نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ
لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا .

১৯১৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে জুমু‘আর দিনে (জুমু‘আর) নামায পড়ছিলাম। এমন সময় একটা (বাণিজ্য) কাফেলা আগমন করলে বারজন লোক ছাড়া সবাই নবী (সঃ)-কে ফেলে (নামাযরত রেখে) সেদিকে ছুটে গেলে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ “তারা যখন কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে (একাকী নামাযে) দন্ডায়মান রেখে সেদিকে ছুটে যায়।”

১২-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ২৬৭)

“হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পবিত্র উপার্জন থেকে খরচ কর এবং ভূমি ও ক্ষেত থেকে আমি যা কিছু তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি তা থেকে খরচ কর (দান-সদকা কর)। এসব জিনিস থেকে অপেক্ষাকৃত নিকট মানের জিনিস খরচ করার সংকল্প

করো না। (কারণ এভাবে যদি তোমাদেরকে প্রদান করা হয় তবে) নয়তা প্রকাশ ব্যতীত তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করতে চাইবে না। জেনে রেখ, আল্লাহ প্রয়োজন বোধের উর্ধে এবং সর্বাধিক প্রশংসিত” (বাকার : ২৬৭)।

১৭২. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

১৯২০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন নারী তার ঘরের খাদ্যদ্রব্য ক্ষতির মনোভাব না নিয়ে দান করলো, যেহেতু সে দান করেছে এজন্য সে পুরস্কার পাবে। তার স্বামী উপার্জন করার জন্য পুরস্কার পাবে আর রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ পুরস্কার লাভ করবে। তাদের এক জনের কারণে অন্যের পুরস্কারের পরিমাণ হ্রাস পাবে না।

১৭২। عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسَبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ.

১৯২১. হাম্মাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরাকে নবী (সঃ) থেকে (হাদীস) বর্ণনা করতে শুনেছি। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন নারী তার স্বামীর উপার্জন থেকে তার আদেশ বা অনুমতি ছাড়াই দান (সদকা) করলে সে (নারী) ঐ দানের সওয়াবের অর্ধাংশ লাভ করবে।

১৩-অনুচ্ছেদ : প্রচুর পরিমাণে রিযিক কামনাকারী ব্যক্তি।

১৭২২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَيْسُطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يَنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

১৯২২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি চায় তার রিযিকের ক্ষেত্র প্রসারিত হোক এবং এরপরও তার সুনাম বাকী থাক, সে যেন (নিকট) আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।

১৪-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) কর্তৃক বাকীতে খরিদ করা।

১৭২৩. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَةً دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

১৯২৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ইহুদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি লৌহবর্ম বন্ধক রেখে বাকীতে কিছু খাদ্যদ্রব্য খরিদ করেছিলেন।

১৯২৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَبْزٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ بُرٍّ وَلَا صَاعٌ حَبٍّ وَإِنْ عِنْدَهُ لَتَسْعَ نِسْوَةٌ .

১৯২৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি যবের রুটি ও কিছু দুর্গন্ধযুক্ত যাইতুন তৈল নিয়ে মদীনায নবী (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি এক ইহুদীর কাছে তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখে স্বীয় পরিবার-পরিজনদের জন্য কিছু যব নিয়েছিলেন। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনদের নিকট কোন সন্ধ্যায়ই এক সা'ও গম বা এক সা' পরিমাণ কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য থাকেনি। অথচ সে সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

১৫-অনুচ্ছেদ : ব্যক্তির নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা।

১৯২৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنْ حَرِفْتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوْنَةِ أَهْلِي وَشَغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ أَلْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ .

১৯২৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করা হলে তিনি বলেন, আমার লোকেরা জানে যে, আমার পেশা আমার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণে অক্ষম ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলমানদের সার্বক্ষণিক কাজে নিযুক্ত হলাম (এখন নিজের জন্য কোন কাজ করতে পারছি না)। তাই আবু বকরের সন্তান সন্তুতি ও পরিবার পরিজন এখন থেকে এ মাল (বায়তুল মালের সম্পদ) থেকে খেতে থাকবে আর সে [আবু বকর (রাঃ)] মুসলমানদের সম্পদের তত্ত্বাবধানকরবে।

১৯২৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُمَالًا أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ .

১৯২৬. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ রুজি উপার্জনের জন্য নিজেরাই দৈহিক পরিশ্রম করতেন। এ কারণে তাদের শরীর থেকে ঘামের গন্ধ আসত। তাই তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা গোসল করলে ভাল হত।

১৯২৭. عَنْ الْمِقْدَامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَأَنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

১৯২৭. মিকদাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, নিজের হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ কোন দিন খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জন করে জীবন ধারণ করতেন।

১৯২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

১৯২৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতে কাজ করে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতেন।

১৯২৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْئَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ.

১৯২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ কাঠ সঞ্চার করে তার বোঝা পিঠে বহন করে রুজি উপার্জন করলে তা তার জন্য লোকের কাছে ভিক্ষা করার চাইতে উত্তম। আর যার কাছে ভিক্ষা চাওয়া হল সে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

১৯৩০. عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحَبَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ.

১৯৩০. যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের যে কোন লোকের জন্য মানুষের নিকট হাত পাতার চাইতে রশি নিয়ে জংগলে গিয়ে কাঠ সঞ্চার করে জীবিকা অর্জন করা অনেক ভাল।

১৬-অনুচ্ছেদঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নম্রতা ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে কেউ তার পাওনা ফেরত চাইলে নম্রতার সাথে চাওয়া উচিত।

১৯৩১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

১৯৩১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ এমন সহনশীল ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও নিজের অধিকার আদায়ের সময় নম্রতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে।

১৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সচ্ছল ও বিদ্বশালী ব্যক্তিকে অবকাশ প্রদান করে।

১৭৩২. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ أَمْرُ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ فَتَحَاوَزُوا عَنْهُ -

১৭৩২. হযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ তার রুহের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছ? লোকটি বলল, আমি আমার কর্মচারীদের (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি) সচ্ছল হলেও তাকে অবকাশ দেয়ার জন্য এমনকি অব্যাহতি চাইলে অব্যাহতি দেয়ার জন্যও নির্দেশ প্রদান করতাম। বর্ণনাকারী হযাইফা (রা) বলেন, নবী (সঃ) বললেন, এ কথা শুনে ফেরেশতাগণও তাকে অব্যাহতি প্রদান করলেন।

১৮-অনুচ্ছেদ : অসচ্ছল ও অভাবগ্রস্তদের অবকাশ প্রদান করা।

১৭৩৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ.

১৭৩৩. আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, একজন বণিক লোকদের কর্তৃক প্রদান করত। কিন্তু সে (তার ঋণ গ্রহীতাদের) কাউকে অসচ্ছল ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেখলে নিজের লোকদেরকে বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও। হতে পারে এজন্য আল্লাহ আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং আল্লাহ সত্যিই তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

১৯-অনুচ্ছেদ : ক্রেতা এবং বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তুর দোষ-গুণ গোপন না করে বরং পরস্পরকে অবহিত করা ও একে অপরের কল্যাণ কামনা করা। আদ্বাআ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে এ মর্মে লিখে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সঃ) আদ্বাআ ইবনে খালিদের নিকট থেকে (অমুক জিনিস) খরিদ করলেন। এ ক্রয়-বিক্রয় একজন মুসলমানের সাথে অপর একজন মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয়ের মত, এর মধ্যে কোন রোগ-ব্যাধি, অবাধ্যতা বা চুরির দোষ নাই। কাতাদা বলেন, 'গায়েলা' শব্দের অর্থ হল যিনা, চুরি ও পলায়ন। ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন কোন দালাল (গবাদী পশুর দালাল) খোরাসান ও সিজিস্তানের নাম করে বলে থাকে, গতকালই খোরাসান থেকে এসেছে অথবা আজই সিজিস্তান থেকে এসেছে (এ বিষয়ে আপনি কি বলেন)।

এটাকে তিনি সাংঘাতিকভাবে অপসাদ করলেন। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য দোষমুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দোষ প্রকাশ করে বলা ব্যতীত বিক্রি করা জায়েয নয়।

১৯৩৪. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .

১৯৩৪. হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং বিক্রয়ের জিনিসের দোষ বর্ণনা করে তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কেই বরকত বা কল্যাণ দান করা হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও (জিনিসের) দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

২০-অনুচ্ছেদ : বিভিন্ন রকমের (উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট) খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা।

১৯৩৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نَرْزُقُ ثَمَرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخَلْطُ مِنَ الثَّمَرِ وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلَا ثَرَاهِمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

১৯৩৫. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা বিভিন্ন রকমের খেজুর পেতাম অর্থাৎ ভাল-মন্দ মিশ্রিত খেজুর। আর সেগুলো আমরা (ভাল) এক সা' খেজুরের বিনিময়ে দুই সা' করে বিক্রি করতাম। কিন্তু নবী (সঃ) বললেন, এক সা' (খেজুরের) পরিবর্তে দুই সা' (খেজুর) এবং দু' দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম (বিক্রি করা) চলবে না।

২১-অনুচ্ছেদ : গোশত বিক্রেতা এবং কসাইদের সম্পর্কে।

১৯৩৬. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِعَلَامٍ لَهُ قَصَابٍ اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةَ فَنَائِي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةِ فَنَائِي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَاتَّزَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لَا بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ .

১৯৩৬. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু শুআইব নামক আনসারদের এক ব্যক্তি এসে তার কসাই কৃতদাসকে আদেশ প্রদান করল, আমাদের পাঁচ জনের উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত কর। পাঁচ জনের একজন হিসেবে আমি নবী (সঃ)-কে দাওয়াত করতে মনস্থ করেছি। কেননা আমি তাঁর (সঃ) চেহারায়া ক্ষুধার লক্ষণ দেখতে পেয়েছি। পাঁচ জনের সাথে আরো এক ব্যক্তি আগমন করলে নবী (সঃ) বললেন, এ লোকটি আমাদের সাথে এসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পার। আর যদি চাও সে ফিরে যাক, তাহলে ফিরে যাবে। আনসারী লোকটি বললো, না, সে ফিরে যাবে না, বরং আমি তাকে অনুমতি প্রদান করলাম।

২২-অনুচ্ছেদ : ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা ও বস্তুর দোষ গোপন করার কারণে বরকত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

১৯৩৭. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

১৯৩৭. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার (উভয়েরই) থাকে। যদি তারা উভয়ে (এ ব্যাপারে) সত্য কথা বলে এবং (বিক্রেতা জিনিসের) দোষ বর্ণনা করে, তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কেই বরকত দান করা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও (জিনিসে) দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৩-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“হে ঈমানদারগণ! চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করো না, এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে সফলতা অর্জন করতে পারবে” (আলে ইমরান : ১৩০)।

১৯৩৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ مِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ .

১৯৩৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তা হালাল বা হারাম পন্থায় অর্জিত হচ্ছে কি না এ কথা মোটেই চিন্তা করবে না।

২৪-অনুচ্ছেদ : সুদ গ্রহীতা, সুদের সাক্ষ্যদাতা ও লেখক সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

“যারা সুদ গ্রহণ করে তারা সেই লোকের মত যাকে স্পর্শের মাধ্যমে শয়তান উদ্ভ্রান্ত ও জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। কারণ তারা বলে, ব্যবসায়ের মুনাফাও তো সুদেরই অনুরূপ। অথচ আল্লাহ ব্যবসা হালাল ও সুদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির কাছে তার প্রভুর নিকট থেকে এ উপদেশ পৌঁছার কারণে সে সুদ থেকে বিরত হয়েছে তার অতীতের সুদ খাওয়া তো অতীতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এর চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। কিন্তু তাদের প্রভুর তরফ থেকে নির্দেশ পৌঁছার পরও যারা সুদ খাবে তারা নিশ্চিতভাবে দোযখের বাসিন্দা, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে” (বাকারা : ১৭৫)।

১৭৩৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .

১৯৩৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষোক্ত আয়াতগুলো নাখিল হলে সেগুলো নবী (সঃ) মসজীদে পড়ে শুনা লেন এবং মদের ব্যবসায় হারাম ঘোষণা করলেন।

১৭৪. عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتَيْنِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَاتَّطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَكُلْتُ مِنْ هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ أَكَلَ الرَّبَا .

১৯৪০. সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দু'জন লোককে দেখলাম, তারা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে

একটি পবিত্র ভূমিতে গেল। আমরা চলতে চলতে একটা রক্ত-নদীর তীরে পৌঁছে গেলাম। নদীর মধ্যখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আর নদীর তীরে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে, যার ফলে সে (পূর্বস্থানে) ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করছে। নবী (সঃ) বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে (কি কারণে তার এ শাস্তি হচ্ছে বা তার এ অবস্থা কেন)? তারা (আমার সাথে লোক দু'জন) বলল, নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন, সে এক সুদখোর।

২৫-অনুচ্ছেদ : সুদখোরের গুনাহ। মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ . وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের যেসব সুদের অর্থ লোকদের নিকট পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আর যদি এরূপ (এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ) না কর, তবে জেনে রাখ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা থাকল। আর যদি তওবা করে বিরত হও তবে তোমরা মূলধন ফেরত পাবার অধিকারী থাকবে। তোমরাও জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম হবে না। ঋণ গ্রহণকারী যদি অস্বচ্ছল হয়, তাহলে স্বচ্ছলতা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ প্রদান কর। তবে ঋণের অর্থ যদি তাদেরকে সদকা হিসেবে দিয়ে দাও, তাহলে সেটা হবে অধিক কল্যাণকর, যদি তা তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও। যেদিন আল্লাহর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে সেদিনের বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাল-মন্দ কৃতকর্মের যথাযথ ফল লাভ করবে এবং কোন অবস্থায়ই তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না” (বাকারাঃ ২৭৮-১৮১)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটিই মহানবী (সঃ)-এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত।

١٩٤١. عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي إِشْتَرَىٰ عَبْدًا حَجَّامًا

কিতাবুল বুযু

فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدِّمِّ وَنَهَى عَنِ الْوَأْشِمَةِ
وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا . وَمَوْكِهِ وَلَعَنِ الْمُصَوِّرَ .

১৯৪১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি তিনি একজন রক্তমোক্ষণকারী কৃতদাস খরিদ করেছিলেন। পিতার আদেশে কৃতদাসটির রক্তমোক্ষণের যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলা হল। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী (সঃ) কুকুর ও রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে এবং উলকি অংকন করতে ও করাতে, সূদ দিতে ও নিতে নিষেধ করেছেন এবং চিত্র অংকনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন।

২৬-অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَنْيَمٍ .

“আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করেন এবং যাকাতের ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ ও অপরাধীকে মোটেই পছন্দ করেন না” (বাকারাহ: ২৭৬)।

১৯৪২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ
لِلسَّلْعَةِ مَمْحُوقَةٌ لِلْبَرَكَةِ .

১৯৪২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ মিথ্যা শপথের দ্বারা পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়ে যায় বটে কিন্তু এতে বরকত বা কল্যাণ ধ্বংস হয়ে যায়।

২৭- অনুচ্ছেদ: ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ অপছন্দনীয়।

১৯৪৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سَلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ
فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَالٌ يُعْطَى لِيُوقَعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ إِنْ
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا .

১৯৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে মুসলমানদের কাউকে ফাঁদে ফেলার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে-এ মাল সে যত দামে কিনেছে তা এখনও কেউ বলেনি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ “যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ও নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে।”

২৮-অনুচ্ছেদ: স্বর্ণকারদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।

তাউস (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, হেরেমের অভ্যন্তরের গাছ যেন কাটা না হয়। এ কথা শুনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

এযখের ঘাস ব্যতীত। কেননা তা লোকের বাড়ীতে ও স্বর্ণকারদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। তিনি (সঃ) বললেন, হী এযখের ব্যতীত।

১৭৬৬. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتِنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَاغًا مِنْ بَنِي قَيْنِقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَاتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَاغِ وَأَسْتَعِينُ بِهِ فِي وَلِيْمَةٍ عُرْسِي .

১৯৪৪. আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, গনীমাতের মাল থেকে আমি নিজের অংশে একটি উট লাভ করেছিলাম। [আর আল্লাহও তাঁর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট] গনীমাতের পঞ্চমাংশ থেকে নবী (স) আমাকে একটি উট দান করেছিলেন। আমি রসূল (সঃ)-এর কন্যা ফাতেমার সাথে (বিবাহের পর) বসবাসের জন্য তাঁকে উঠিয়ে আনতে ইচ্ছা করলে বনী কায়নুকা গোত্রের এক স্বর্ণকারকে আমার সাথে নিয়ে গিয়ে (এক জায়গা থেকে) এযখের ঘাস আনার জন্য ঠিক করলাম এবং স্বর্ণকারদের নিকট তা বিক্রি করে তদ্বারা বিবাহের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব।

১৭৬৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي وَأِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِّنْ نَّهَارٍ وَلَا يَخْتَلِي خَلَامًا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ لِقُطَّتْهَا إِلَّا لِمُعْرِفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الْأَذْخَرُ لَصَاغَتَنَا وَلَسُقْفُ بَيْتُونَا فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخَرُ فَقَالَ عِكْرَمَةُ هَلْ تَدْرِي مَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ تَنْحِيهِ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ لَصَاغَتَنَا وَقُبُورُنَا .

১৯৪৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে মহা সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। আমার আগে বা পরে কোন সময় কারো জন্যই এখানে রক্তপাত হালাল করা হয়নি। আমার জন্য তা হালাল করা হয়েছিল এক দিবসের কিছু সময়ের জন্য। এখানকার ঘাস উৎপাটিত করা যাবে না, বৃক্ষ কাটা যাবে না, শিকারের কোন জন্তুকে তাড়া করা যাবে না এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কোন পড়ে থাকা বস্তুও কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। এসব কথা শুনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বললেন, আমাদের স্বর্ণকারদের জন্য এবং বাড়ীর ছাদে ব্যবহারের জন্য এযখের ঘাস টাকার অনুমতি প্রদান করুন। তিনি (সঃ) বললেন, হী এযখের ঘাস কাটার অনুমতি থাকল। ইকরামা বলেছেন, তোমরা কি জানো, শিকারের জন্তু বিতাড়িত করার অর্থ কি? তাকে ছায়ার নীচে থেকে বিতাড়িত করে নিজে সেখানে আরাম করা। আবদুল ওয়াহাব খালেদ

থেকে এ উক্তিটি বর্ণনা করেছেন, আমাদের স্বর্ণকার ও কবরের জন্য (এযখের ঘাস কাটার অনুমতি প্রদান করুন)।

২৯-অনুচ্ছেদঃ কর্মকার সম্পর্কে।

১৭৬৬. عَنْ خُبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَاتَّيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ قَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَبِعْتُ قَالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأَلَنِي مَا لَا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَا لَا وَوَلَدًا.

১৯৪৬. খাবাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমি কর্মকার ছিলাম। আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে ঐগুলো পরিশোধ করতে বললে সে বললো, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে অস্বীকার করবে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব না। একথা শুনে আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দান করে জীবিত না করা পর্যন্ত আমি তাঁকে অস্বীকার করব না। সে বলল, তাহলে আগে আমাকে মরে জীবিত হতে দাও এবং তখন আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করা হলে তোমার পাওনা পরিশোধ করব। এ উপলক্ষে নাযিল হলঃ “তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ যে আমার নির্দেশ ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে অবশিষ্ট ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে। সে কি অদৃশ্য বিষয়কে জেনে নিয়েছে অথবা আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে” (মরিয়মঃ ৭৭)।

৩০-অনুচ্ছেদঃ দর্জীদের সম্পর্কে।

১৭৬৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَبَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَطْعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرْقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ.

১৯৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈক দর্জি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করল। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমিও তাঁর (সঃ) সাথে সেই খাবার দাওয়াতে গেলাম। সেই দর্জি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে ভাজা রুটি, কদুর ঝোল ও গোশত পেশ করল। আমি দেখলাম, নবী (সঃ) পেয়ালার চারদিক থেকে লাউ খুঁজে খুঁজে খাচ্ছেন। আনাস ইবনে মালেক বলেন, সেদিন থেকে আমি লাউ খাওয়া পছন্দ করে আসছি।

৩১-অনুচ্ছেদ: তাঁতীদের কথা।

১৭৬৪. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَتْ اتَدْرُونَ مَا لِبُرْدَةٍ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي نَسِيتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُو كَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ الْيَنَّا وَأَنَّهَا إِزَارُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسِنِيهَا فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَّأَهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا آيَاهُ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

১৯৪৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈকা মহিলা চারদিকে নকসী করা একখানা বুরদাহ নিয়ে (নবী (সঃ)-এর কাছে) আসল। সাহল ইবনে সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান বুরদাহ কাকে বলে? বলা হলো, হাঁ আমি জানি-পাড় বিশিষ্ট চাদর। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! এ কাপড়খানা আমি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য নিজ হাতে প্রস্তুত করেছি। নবী (সঃ) তা আগ্রহভরে গ্রহণ করলেন এবং পরে ইজার বা লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে আমাদের কাছে আসলেন। এ সময় লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রসূল! বস্ত্রখানা পরিধানের জন্য আমাকে প্রদান করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমিই নেবে। অতঃপর নবী (সঃ) কিছুক্ষণ ঐ মজলিসে থাকার পর ফিরে গেলেন এবং বস্ত্রখানা ভাঁজ করে সেই ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে বলল, তুমি ওটি চেয়ে মোটেই ভাল কাজ করনি। কেননা তুমি তো জান যে, কেউ কিছু চাইলে তিনি তাকে খালি হাতে ফিরান না। লোকটি বলল, মৃত্যুর সময় আমার কাফন বানানোর উদ্দেশ্যে ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যেই আমি তা চাইনি। সাহল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, পরে তা তার কাফনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩২-অনুচ্ছেদ: কাঠমিস্ত্রীদের সম্পর্কে।

১৭৬৭. عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رَجُلًا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمَنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةٍ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ مَرَى غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِيْ أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهَا.

১৯৪৯. আবু হাযেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক সাহল ইবনে সা'দের কাছে (মসজিদের) মিষার সম্পর্কে জানার জন্য এসে জিজ্ঞেস করলেন। সাহল (রাঃ) একজন মহিলার নাম করে বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অমুক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন, তোমার কাঠমিস্ত্রী কৃতদাসকে আমার জন্য কাঠের একটা আসন তৈরী করতে বল। লোকদের সামনে বক্তব্য পেশ করার সময় আমি তার উপর উগবেশন করব। সুতরাং মহিলাটি তাকে বনের ঝাউ গাছের কাঠ দ্বারা সেটি তৈরী করতে নির্দেশ প্রদান করল। তা প্রস্তুত করে আনলে মহিলাটি তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে প্রেরণ করল। নবী (সঃ)-এর নির্দেশে তা পাতা হল (মসজিদে স্থাপন করা হল)। তিনি তার উপর বসলেন।

১৯৫০. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنِّي غُلَامًا نَّجَارًا قَالَ إِن شِئْتِ قَالَ فَعَمِلْتُ لَهُ الْمَنْبَرِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَائِنٌ ائِنِّ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ.

১৯৫০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একজন আনসারী মহিলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার এক গোলাম কাঠমিস্ত্রী। আমি কি তার দ্বারা আপনাকে একটা বসার আসন তৈরী করে দেবে না? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে দিতে পার। তিনি (জাবের) বলেন, মহিলাটি তাঁর জন্য একটা মিষার প্রস্তুত করিয়ে দিল। অতঃপর জুমুআর দিন নবী (সঃ) ঐ মিষারে বসলেন (এবং বক্তব্য পেশ করলেন)। কিন্তু যে (মৃত) খেজুর গাছের কাণ্ডে ভর দিয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন সেই খেজুর গাছ এমন চিৎকার করে উঠল, যেন তা (শোকের) টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। নবী (সঃ) তখন মিষার হতে অবতরণ করে খেজুর গাছকে আকড়ে (বুকে) জড়িয়ে ধরলেন। খেজুর গাছটি তখন ফুঁপিয়ে ক্রন্দন শুরু করল, যেমন শিশুরা কান্না থামাবার সময় ফোঁপায়। পরে তা শান্ত হলে তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহর গুণকীর্তন ও প্রশংসা যা কিছু সে শুনত, তা শুনতে না পেয়ে সে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

৩৩-অনুচ্ছেদঃ ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেই খরিদ করা।

ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ওমর (রাঃ)-র নিকট থেকে একটা উট ক্রয় করেছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর বর্ণনা করেছেন, জনৈক মুশরিক

বকরীর পাল নিয়ে আগমন করলে নবী (সঃ) তার নিকট থেকে এটা বকরী খরিদ করেছিলেন। এছাড়া তিনি জাবের (রাঃ)-র নিকট থেকেও একটা উট খরিদ করেছিলেন।

১৭০১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ بِرَعَةٍ .

১৯৫১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ইহুদীর কাছে তীর বর্ম বন্ধক রেখে বাকিতে কিছু খাদ্য ক্রয় করেন।

৩৪-অনুচ্ছেদঃ চতুশ্পদ জন্তু ও গাধা ক্রয় করা। কোন জন্তু বা উট ক্রয়কালে বিক্রেতা যদি জন্তুটির পিঠের উপর আরোহণ করেই থাকে। এমতাবস্থায় জন্তুটির পৃষ্ঠ হতে অবতরণ না করা পর্যন্ত কি ক্রেতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে? ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ওমরকে বলেছিলেন, এ দুই ও অবাধ্য উটটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও।

১৭০২. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزَاةً فَأَبْطَأَنِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَاتَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَى جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمَحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكْفُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ أَفَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنْ لِي أَخَوَاتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمَشِطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيعُ جَمْلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوُجِدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ الْآنَ قَدِمْتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قَدَعَ جَمْلَكَ فَأَدْخَلَ فَصْلَ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَةً فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ لِي فِي الْأَمِيرَانِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ ادْعُ لِي جَابِرًا قُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَى الْجَمَلِ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ خُذْ جَمْلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ .

১৯৫২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক যুদ্ধে আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমার উট ধীরে চলছিল এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নবী (সঃ) (পিছন থেকে) এসে আমার কাছে পৌঁছলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, জাবের নাকি? আমি বললাম, হী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? বললাম, আমার উটটি খুব ধীর গতিতে হাঁটছে এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাজেই আমি পিছনে পড়ে গেছি। এ কথা শুনে তিনি অবতরণ করলেন এবং উটটিকে চাবুক লাগালেন। এরপর বললেন, আরোহণ কর। আমি আরোহণ করলাম। এবার আমি দেখলাম আমার উটকে টেনে ধরে রাখতে হচ্ছে যাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অতিক্রম করতে না পারে। নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হী করেছি। তিনি (আবার) জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে সে তোমার সাথে হাসি-তামাশা করত আর তুমি তার সাথে হাসি-তামাশা করত। আমি বললাম, আমার কয়েকটা ছোট বোন আছে। তাই এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করা ভাল মনে করলাম যে তাদের একত্রিত রাখতে পারবে, চুলে বিনুনী করে দিতে পারবে এবং তাদের সবাইকে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। নবী (সঃ) বললেন, এবার তুমি মদীনায় পৌঁছে যাবে। সেখানে পৌঁছার পর তুমি প্রজার পরিচয় দেবে। তারপর তিনি আমাকে বললেন, উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হী, বিক্রি করব। তিনি এক উকিয়া রৌপ্যের বিনিময়ে উটটি খরিদ করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার আগেই (মদীনা) পৌঁছে গেলেন। আর আমি পরদিন সকালে পৌঁছলাম এবং মসজিদে উপস্থিত হলাম। মসজিদের দরজায়ই তাঁকে (সঃ) পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখনই আসলে নাকি? বললাম, হী। তিনি বললেন, উটটি রেখে মসজিদে প্রবেশ কর এবং দুই রাকআত নামায পড়। আমি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লাম। তিনি বিলালকে আমার জন্য এক উকিয়া রৌপ্য ওজন করতে বললেন। সে আমার জন্য রৌপ্য ওজন করল একটু বেশী। এ সময় আমি পিছন ফিরে চলে যেতে থাকলাম। তিনি বললেন, জাবেরকে আমার কাছে ডেকে দাও। আমি (তখন মনে মনে) বললাম, এখন তিনি আমাকে উট ফেরত দেবেন। আর এর চাইতে ফেরত নেয়ার চাইতে) অপছন্দনীয় ব্যাপার আমার নিকট তখন আর কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, তুমি তোমার উট নিয়ে যাও এবং তার দামটাও নিয়ে যাও।

৩৫-অনুবাদঃ জাহিলী যুগের বাজার বা ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ যেখানে লোকেরা ইসলামী যুগেও কেনা-বেচা করেছে।

১৭৫৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ عَكَطٌ وَتَوُ الْمَجَارِ اسْوَقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تَأْتَمُّوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا فَانْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

১৯৫৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে উকায, মাযেনা ও যুল-মাজায ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। ইসলামের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার পর লোকেরা সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করা গোনাহের কাজ মনে করতে থাকলে আব্বাহ তাআলা এ নির্দেশ নাযিল করলেনঃ “হজ্জের সময় (সেখানে বেচা-কেনা করায়) তোমাদের জন্য কোন গুনাহ নেই।” ইবনে আব্বাস (রা) এভাবেই পড়তেন।

৩৬-অনুচ্ছেদঃ অতি পিপাসার্ত এবং চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ক্রয়-বিক্রয়। যে কোন ব্যাপারে মধ্যম পন্থা বর্জনকারীকে ‘হাইম’ বলা হয়।

১৭০৫. عَنْ عَمْرِو قَالَ كَانَ هَهُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ اَيْلٌ هَيْمٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الْاَيْلَ مِنْ شَرِيكِ لَهُ فَجَاءَ اِلَيْهِ شَرِيْكُهُ فَقَالَ بَعْنَا تِلْكَ الْاَيْلَ فَقَالَ مِمَّنْ بَعْتَهَا فَقَالَ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ فَجَاءَهُ فَقَالَ اِنْ شَرِيْكِي بَاعَكَ اَيْلًا هَيْمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ قَالَ فَاسْتَقْبَحَهَا فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَأْذِنُهَا قَالَ دَعْنَهَا رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى سَمِعَ سَفِيَانُ عَمْرًا.

১৯৫৪. আমার ইবনে দীনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এখানে নাওয়াস নামে একজন লোক ছিল। তার একটা পিপাসা রোগে আক্রান্ত (পানি পান করে শান্ত বা তৃপ্তি না হওয়া) একটা উট ছিল। ইবনে উমর (রাঃ) গিয়ে তার (নাওয়াস) এক অংশীদারের নিকট থেকে সেই উটটি খরিদ করে আনলেন। অতঃপর অংশীদার নাওয়াসের কাছে গিয়ে বলল, এ উটটি বিক্রি করে দিয়েছি। সে জিজ্ঞেস করল, কার নিকট বিক্রি করেছে? উত্তরে বলল, এরূপ আকার-আকৃতির একজন প্রবীণ লোকের নিকট। লোকটি বলল, সর্বনাশ। আব্বাহর শপথ! তিনি তো ইবনে উমর (রাঃ)। অতঃপর নাওয়াস তাঁর (ইবনে উমর রাঃ) কাছে এসে বলল, আমার অংশীদার আপনাকে চিনতে পারেনি, সে আপনার নিকট পিপাসা রোগে আক্রান্ত একটা উট বিক্রি করেছে। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, এটি হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। অতঃপর সে সেটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকলে তিনি আবার বললেন, রেখে যাও। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সিদ্ধান্তেই আমি সন্তুষ্ট। (তিনি বলেছেন) ছোঁয়াচে বলে কোন কিছু নেই।

৩৭-অনুচ্ছেদঃ গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এবং শাস্ত পরিবেশে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা। গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করাকে ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) অপছন্দ করেছেন।^৪

৪. গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করলে তা দুষ্কৃতিকারীদের হাতে পড়তে পারে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র ও সমাজে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এজন্য

১৭০০. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَاهُ يَغْنَى الدَّرْعَ فَبِيعْتُ الدَّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمْ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأْتَتْهُ فِي الْإِسْلَامِ.

১৯৫৫. আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হনায়েনের (যুদ্ধের) বছরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বের হলাম। তিনি আমাকে একটা লৌহবর্ম প্রদান করলে আমি সেটির বিনিময়ে বনী সালামা গোত্রের একটা বাগান ক্রয় করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর ওটাই ছিল আমার অর্জিত প্রথম সম্পদ।

৩৮-অনুচ্ছেদ: আতর ও মেশক বিক্রেতাদের সম্পর্কে।

১৭০৬. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمَسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَادِ لَا يَعْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمَسْكِ أَمَّا تَشْتَرِيهِ وَأَمَّا تَجِدُ رِيحَهُ وَكَبِيرِ الْحَدَادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ تُؤْيِكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

১৯৫৬. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সৎ এবং অসৎ বন্ধুর উপমা মেশক বিক্রেতা ও কামারের হাপর। মেশক বিক্রেতার নিকট থেকে তুমি শুণ্য হাতে ফিরে আসবে না। তুমি তার নিকট থেকে (কিছু মেশক) খরিদ করবে কিংবা (অন্ততপক্ষে) তার থেকে সুগন্ধ পাবে। কিন্তু কামারের হাপর তোমার শরীর অথবা কাপড় জ্বালিয়ে দেবে অথবা তুমি তা থেকে একটা দুর্গন্ধ লাভ করবে।^৫

৩৯-অনুচ্ছেদ: রক্তমোক্ষণকারীদের সম্পর্কে।

১৭০৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَّمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ.

১৯৫৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু তাইবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রক্তমোক্ষণ করলে তিনি তাকে এক সা' খেজুর প্রদান করতে আদেশ করলেন

ফেতনায় পরিবেশে অশান্তি বৃদ্ধি করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-র মতের মধ্যে দিয়ে ইসলামের এ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের শক্তিশ্রম আর প্রযুক্তিকারী উন্নত দেশগুলো এ নীতি মেনে চললে গোটা বিশ্বের কল্যাণ হত।

৫. সৎ সংগী ও বন্ধু সর্বাবস্থায়ই লাভজনক। কিন্তু অসৎ বন্ধু সর্বাবস্থায়ই ক্ষতিকর। সুতরাং বন্ধুত্বের ব্যাপারে সকলের সতর্ক থাকা উচিত। যে বন্ধুর ইমান ও আকীদা ত্রুটিপূর্ণ কিংবা যে নাজিকতার অনুসারী তার সাহচর্য ইমান নষ্ট করে দিতে পারে। সুতরাং এ ধরনের লোকের সাহচর্য থেকে দূরে অবস্থান করা উত্তম।

এবং তার মনিবকে তার প্রতিদিনের খারাজ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয় অর্থের পরিমাণ হাস করার আদেশ দিলেন। ৬

১৯০৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَعْطَى الذِّي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ .

১৯৫৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন এবং রক্তমোক্ষণকারী ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক প্রদান করেছিলেন। যদি রক্তমোক্ষণ হারাম হত তাহলে তিনি তাকে (পারিশ্রমিক) প্রদান করতেন না।

৪০-অনুচ্ছেদঃ যা পরিধান করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ সেই জিনিসের ব্যবসা।

১৯০৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ أَوْ سَيْرَاءَ فَرَأَاهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرْسَلْ بِهَا إِلَيْكَ لَتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لَتَسْتَمْتَعَ بِهَا يَعْنِي تَبِيعُهَا .

১৯৫৯. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) উমরকে একখানা রেশমী চাদর অথবা রঙিন নকশা করা বস্ত্র পাঠালেন। পরে উমরকে সে কাপড় পরিধান করা অবস্থায় দেখে তিনি (সঃ) বললেন, আমি সেটা তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি। ঐরূপ কাপড় যারা পরিধান করে (আত্মরাজ্যে) তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। আমি সেটা এজন্য তোমার কাছে পাঠিয়েছি যে, তুমি তা বিক্রি করে উপকৃত হবে।

১৯৬. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكِرَامِيَّةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتُّوبُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَ إِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ

৬. আতন ইবনে আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত যে হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে না হলেও বুঝা যায় যে, শিংগা লাগানো বা রক্তমোক্ষণ করা বৈধ বা হালাল নয়। কারণ আতন ইবনে আবু জুহাইফার পিতা রক্তমোক্ষণকারী ক্রীতদাসের রক্তমোক্ষণ কর্তব্যের জ্ঞাপাতি আদেশ দিয়ে নষ্ট করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই হাদীসে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রক্তমোক্ষণকর্ম শুধু বৈধ নয়, বরং এ কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণও বৈধ। কারণ নবী (সঃ) নিজের রক্তমোক্ষণ করানোর পর তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে এক সা' পরিমাণ খেজুর প্রদানের আদেশ করলেন এবং বাধ্যতামূলক দৈনিক উপার্জনও কম করে গ্রহণ করতে তার মনিবকে নির্দেশ দিলেন। আসল ব্যাপার হল, প্রথমোক্ত হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা পরবর্তী হাদীসটি মানসূহ করে দিয়েছে।

لَتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُعَذِّبُونَ فَيَقَالُ لَهُمْ أَحْيَا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي
فِيهِ هَذِهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ .

১৯৬০. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি ছবি সম্বলিত একটা বাগিশ খরিদ করেছিলেন। রসূলুগ্রাহ (সঃ) তা দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি রসূলের চেহারায় অসন্তোষ ভাব লক্ষ্য করে বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে তওবা করছি। আমি কি অপরাধ করেছি (জানতে চাই)? রসূলুগ্রাহ (সঃ) বললেন, এসব বাগিশ কেন? আমি বললাম, বাগিশটি আমি আপনার জন্য খরিদ করেছি। আপনি এর ওপর বসবেন এবং ঠেস দিবেন। রসূলুগ্রাহ (সঃ) বললেন, এই ছবি অংকনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেদিন বলা হবে, যা তোমরা তৈরী করেছ তাতে প্রাণ সঞ্চার কর। তিনি (সঃ) আরও বললেন, যে ঘরে এসব ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না।

৪১-অনুচ্ছেদঃ পণ্যের (মালের) মালিক মূল্য বলার অধিক হকদার।

১৭৬১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَانِطِكُمْ وَفِيهِ خَرِبٌ وَنُخْلٌ .

১৯৬১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছিলেন, হে বনী নাজ্জার! তোমরাই তোমাদের বাগানের দাম বল। সেই বাগানের অংশবিশেষ অনাবাদি ছিল এবং কিছু অংশে খেজুর গাছ ছিল।

৪২-অনুচ্ছেদঃ বিক্রয় বা ক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার কতক্ষণ থাকে?

১৭৬২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْنِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ .

১৯৬২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে (তা বাতিল করার) ততক্ষণ পর্যন্ত এখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা উভয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় অথবা ক্রয়-বিক্রয় শর্তাধীন হয়। নافع (রাঃ) বলেছেন, ইবনে উমরের কোন (খরিদকৃত) জিনিস পছন্দ হলে তা ক্রয় করার পর তিনি বিক্রেতার নিকট থেকে (তাড়াতাড়ি) বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন।

১৯৬৩. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

১৯৬৩. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের তা (ক্রয়-বিক্রয়) বাতিল করার এখতিয়ার থাকে।

৪৩-অনুচ্ছেদ: এখতিয়ারের সময় নির্ধারিত না থাকলে ক্রয়-বিক্রয় কি জায়েয হবে?

১৯৬৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ.

১৯৬৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেনঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত উভয়েরই (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার) এখতিয়ার থাকে। অথবা যদি তাদের দু'জনের একজন অন্যজনকে বলে, গ্রহণ কর। রবীর বর্ণনায় কখনো এরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলো।

৪৪-অনুচ্ছেদ: ক্রেতা ও বিক্রেতার বেচা-কেনা বাতিল করার এখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে, যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। ইবনে উমর, ওরাইহ, শাবী, তাউস এবং ইবনে আবু মুলাহিকা (রা) এ মতই পোষণ করতেন।

১৯৬৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

১৯৬৫. হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা (বেচা-কেনার ব্যাপারে) সত্য কথা বলে এবং (জিনিসের) দোষ থাকলে তা প্রকাশ করে তাহলে বেচা-কেনায় বরকত ও কল্যাণ দান করা হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা বলে এবং (জিনিসের দোষ) গোপন করে তাহলে বেচা-কেনার বরকত বা কল্যাণ নিঃশেষ হয়ে যায়।

১৯৬৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

১৯৬৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রত্যেকেরই অপরের ওপর (ক্রয়-বিক্রয়) বাতিল করার এখতিয়ার আছে যতক্ষণ তারা একে অপর থেকে আলাদা না হয়। তবে শর্তাধীনে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকলে স্বতন্ত্র কথা।^৭

৪৫-অনুচ্ছেদঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের পর একে অপরকে (তা বাতিল করার) এখতিয়ার প্রদান করলে ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই বহাল হয়ে যাবে।

১৭৬৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

১৯৬৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দুই ব্যক্তি পরস্পর কেনা-বেচা করলে যতক্ষণ তারা পরস্পর আলাদা হয়নি বরং একত্রিত আছে ততক্ষণ কিংবা একজন অপরজনকে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার প্রদান করেছে, এরূপ শর্তে বেচা-কেনা হয়ে থাকলে এ ক্রয়-বিক্রয় বহাল বা কার্যকরী হবে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের পর তারা যদি একজন অন্যজন থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে থাকে এবং উভয়ের কেউ ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করে না থাকে তবে তা কার্যকরী ও বহাল থাকবে।

৪৬-অনুচ্ছেদঃ শুধু বিক্রেতার জন্য বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকলে ক্রয়-বিক্রয় কি বৈধ হবে?

১৭৬৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا الْأَبْيَعُ الْخِيَارِ.

১৯৬৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, একমাত্র এখতিয়ারের শর্তাধীনে ব্যতীত (ক্রয়-বিক্রয় শেষে) পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোন ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ই প্রতিষ্ঠিত বা কার্যকর হয় না।^৮

৭. অর্থাৎ এ শর্তে যদি ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে যে, উভয় পক্ষের যে কোন একজন ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তা বাতিল করতে পারবে, তাহলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও এই ক্রয়-বিক্রয়কে রহিত করার এখতিয়ার বহাল থাকবে।

৮. ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় তখনই সমাধা হয়েছে বলে ধরা যাবে, যখন তারা কেনা-বেচা সন্ধেস্ত কার্যকলাপ ও কথাবার্তা শেষ করবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে। কিন্তু একে অপরের সম্মুখে উপস্থিত থাকা অবস্থায় উভয়ের যে কেউ কথাবার্তা বা কেনা-বেচার যে কোন পর্যায়ে তা রহিত ও বাতিল করতে পারে। এতে প্রমাণিত হয় যে, (ক্রয়-বিক্রয়ের পর কেউ) স্থান ত্যাগ করলে বা যে কোনভাবে একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে এই ক্রয়-বিক্রয় বহাল হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ই যদি 'যে কোন সময় তা বাতিল করার অধিকার ও এখতিয়ার উভয়ের থাকবে' বলে শর্তাধীনে কেনা-বেচা নিষ্পত্তি হয়ে থাকে তবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেও এই ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠিত হবে না। বরং যে কেউ তার অধিকার ও এখতিয়ার প্রয়োগ করে তা বাতিল করলে বাতিল হয়ে যাবে।

۱۹۶۹. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ هَمَامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبِحَا رِبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةً بَيْعِهِمَا.

১৯৬৯. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করলে জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার ততক্ষণ পর্যন্ত এখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। হামাম বলেছেন, আমার কাছে লিপিবদ্ধ কিতাবে আছে: তিনবার পরস্পরকে এখতিয়ার দেবে (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বা বহাল রাখার জন্য)। যদি উভয়েই (ক্রেতা-বিক্রেতা) সত্য কথা বলে ও জিনিসের দোষ প্রকাশ করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত বা কল্যাণ দান করা হয়; কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও দোষ গোপন করে তাহলে (উপস্থিত) কিছু মুনাফা হতে পারে কিন্তু তা বরকত ও কল্যাণ নষ্ট করে দেয়।

৪৭-অনুচ্ছেদ: কেউ কোন জিনিস ক্রয় করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তৎক্ষণাৎই যদি দান করে এবং বিক্রতা খরিদারের এই কাজে আপত্তি না জানায় অথবা কেউ ক্রীতদাস খরিদ করে তৎক্ষণাৎ (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই) আবাদ করে দেয়। কোন ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতিক্রমে কোন দ্রব্য খরিদ করে যদি আবার তখনই বিক্রি করে তাহলে সেই ক্রেতা সম্পর্কে তাউস (র) বলেন, তাদের ক্রয়-বিক্রয়ও সাব্যস্ত হবে এবং মুনাফা ক্রেতার প্রাপ্য হবে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ... ইবনে উমর (রা) বলেছেন, কোন এক সফরে আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমি উমরের একটা নতুন বেয়াড়া উটের উপর সওয়ার ছিলাম। উটটা অবাধ্য হয়ে সকলের আগে চলে যেতে থাকলে উমর সেটিকে জোরজবরদস্তি করে পিছিয়ে আনছিলেন। পুনরায় সবার আগে চলে গেলে উমর সেটিকে জোরজবরদস্তি করে আবার পিছিয়ে আনছিলেন। (এ অবস্থা দেখে) নবী (সঃ) উমরকে বললেন, ওটা আমার নিকট বিক্রি কর। তিনি (উমর) বললেন, হে আব্দুল্লাহর রসূল। এটি আপনারই হল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমার নিকট ওটা বিক্রি কর। অতএব তিনি সেটিকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বিক্রি করলেন। তখন নবী (সঃ) বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর। এটি এখন তোমার। এখন তুমি এটি নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পার। লাইস ইবনে উমর বলেছেন, আমি আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফফান (রা)-র কাছে আমার কিছু ভূমি তাঁর খায়বারের ভূমির বিনিময়ে বিক্রি করলাম। আমরা যখন পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় সমাধা করলাম তখন আমি পিছনে হেঁটে তাঁর বাড়ী থেকে সভয়ে বের হলাম যে, তিনি হয়ত ইতিমধ্যে ক্রয়-বিক্রয় রহিত করেও দিতে পারেন। নিয়ম ছিল ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কেনা-বেচা বাতিল করতে পারতেন। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) বলেন, আমার ও তাঁর মধ্যকার কেনা-বেচা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর

হলে আমি দেখলাম, আমি তাকে (উসমান ইবনে আফফানকে) ঠকিয়েছি। তার এই ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা আমি তাকে সামুদ জাতির আবাস ভূমির দিকে তিন রাতের পথে ঠেলে দিয়েছি। আর তিনি আমাকে মদীনার দিকে তিন রাতের পথ অগ্রসর করে দিয়েছেন।

৪৮-অনুচ্ছেদঃ ক্রয়-বিক্রয়ে ধোকা দেয়া নিষিদ্ধ।

১৭৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَابَةَ.

১৯৭০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর নিকট বলল যে, ক্রয়-বিক্রয়ে সে প্রভারিত হয়। তিনি বললেন, যখন তুমি (কোন কিছু) খরিদ করবে তখন বলবে, যেন ধোকা না দেওয়া হয়।

৪৯-অনুচ্ছেদঃ বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আওক (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা মদীনায় আগমন করলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে ব্যবসা করার মত কোন বাজার আছে কি? (লোকেরা) বলল, হী, কায়নুকার বাজার আছে। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান (রা) বলেছিলেন, আমাকে তোমরা বাজার দেখিয়ে দাও। উমর (রা) বলেছেন, বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যস্ততাই আমাকে (হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে) গাঙ্কিল রেখেছে।

১৭৭১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزَوُ جَيْشُ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأُولِهِمْ وَأَخْرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخَسَفُ بِأُولِهِمْ وَأَخْرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخَسَفُ بِأُولِهِمْ وَأَخْرِهِمْ ثُمَّ يَبْعُونُ عَلَى نِيَاتِهِمْ.

১৯৭১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একদল সৈন্য কা'বার উপর আক্রমণ চালাবে বা কা'বার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে। তারা যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বাইদাআ নামকে স্থানে উপনীত হবে তখন তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকলকে সহ মাটি ধসিয়ে দেয়া হবে। তিনি (আয়েশা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাদের মধ্যবর্তী জায়গায় বাজার থাকবে এবং যারা তাদের কাজের অংশীদার নয় এমন লোকও থাকবে? তিনি বলেন, তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে এবং পরে (কিয়ামতের দিন) পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে এবং নিয়াত অনুযায়ী পুনরুত্থান করা হবে।

১৭৭২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوةٌ أَحَدَكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَواتِهِ فِي سَوْقِهِ وَيَيْتِهِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَوةَ لَا يَنْهَازُهُ إِلَّا الصَّلَوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ قَالَ أَحَدَكُمْ فِي صَلَوةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَوةُ تَحْبِسُهُ .

১৯৭২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কারো জামাআতে নামায পড়া, বাজারে কিংবা বাড়ীতে নামায পড়ার চাইতে বিশেষ অধিক গুণ মর্যাদা লাভের কারণ হয়। কেননা সে উযু করলে উত্তমরূপে উযু করে, তারপর নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আগমন করে, একমাত্র নামাযই তাকে মসজিদে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। মসজিদে আসার পথে সে যত বার পা ফেলে প্রত্যেক বারের বিনিময়ে তার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, একটা করে গোনাহ ঝরে যায় এবং যতক্ষণ তোমাদের কেউ নামাযের উদ্দেশ্যে জায়নামাযে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতারা এই বলে দোআ করতে থাকেঃ “হে আল্লাহ! তার ওপর রহমত বর্ষণ কর, তার প্রতি দয়া কর।” যতক্ষণ তার উযু ভেঙ্গে না যায় বা অন্যকে কষ্ট না দেয় ততক্ষণ ফেরেশতারা এরূপ দোআ করতে থাকে। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের কাউকে নামায যতক্ষণ আটকে রাখে ততক্ষণ সে যেন নামাযরতই থাকে।

১৭৭৩ (১) . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمَوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي .

১৯৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (এক সময়ে) নবী (সঃ) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি ডাকল, হে আবুল কাসেম! নবী (সঃ) সেদিকে ফিরে তাকালে সে বলল, (আপনাকে নয়) আমি এই ব্যক্তিকে ডেকেছি। নবী (সঃ) বললেন, আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনামে কারো নাম রেখ না।

১৭৭৩ (২) . عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ فَقَالَ سَمَوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي .

১৮৭৩. (ক) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি ‘বাকী’ নামক বাজারে ‘হে আবুল কাসেম’ বলে ডাক দিলো। নবী (সঃ) তার দিকে ফিরে তাকালে

সে বলল, আমি আপনাকে ডাকিনি। তান বললেন, আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনাম রেখো না।

১৭৭৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدُّوسِيِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لَا يَكْلُمُنِي وَلَا أَكْلِمُهُ حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنَقَ فَجَلَسَ بِقِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَنْتُمْ لَكُمْ فَحَبَسْتُهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَلْبِسُهُ سَخَابًا أَوْ تُغْسِلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَاحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ .

১৯৭৪. আবু হুরাইরা দাওসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) দিনের কোন এক সময় নবী (সঃ) বের হলেন। (আমি তাঁর সাথে ছিলাম কিন্তু) তিনি আমার সাথে কোন কথাবার্তা বললেন না, আমিও তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম না। এমতাবস্থায় তিনি বনী কায়নুক আর বাজারে উপনীত হলেন (এবং সেখান থেকে ফিরে) ফাতেমা (রা)-র বাড়ীর আড়িনায় বসে বললেন, খোকা (হাসান) এখানে আছে, খোকা এখানে আছে? তিনি (ফাতেমা) তাঁকে (হাসানকে) আসতে দিতে কিছুক্ষণ বিলম্ব করলেন। (আবু হুরাইরা বলেন), এই কারণে আমি মনে করলাম, তিনি তাকে মালা পরাচ্ছেন অথবা গোসল করিয়ে দিচ্ছেন। অতঃপর অতি দ্রুত গতিতে সে (হাসান) আসল। নবী (সঃ) তাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং চুমু খেলেন, তারপর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে (হাসানকে) মহব্বত করো এবং যারা তাকে মহব্বত করে তাদেরকেও মহব্বত করো। উবায়দুল্লাহ (রা) নাফে ইবনে জুবায়েরকে বিতরের নামায় এক রাকআত পড়তে দেখেছেন।

১৭৭৫. عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ أَعِنِكَ فَقَالَ سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤْا بِكُنْيَتِي .

১৯৭৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ‘বাকী’ নামক জায়গায় এক ব্যক্তি ‘হে আবুল কাসেম’ বলে ডাকলে নবী (সঃ) সে দিকে ফিরে তাকালেন। লোকটি বলল, আমি আপনাকে ডাকিনি। তিনি (সঃ) বললেন, আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না।

১৭৭৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكَبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَبِيعُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقَلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ وَقَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

১৯৭৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা (ইবনে উমর এবং অন্যরা) নবী (সঃ)-এর যুগে কাফেলার নিকট থেকে খাদ্যশস্য কিনতেন। নবী (সঃ) তাদের নিকট এই মর্মে

নিষেধ করতে লোক পাঠালেন যে, যে স্থান থেকে তারা পণ্যদ্রব্য ক্রয় করেছে সেখান থেকে বিক্রয়ের জায়গায় স্থানান্তরিত না করে (সেখানেই) যেন তা বিক্রি না করে। নাফে বলেন, ইবনে উমর (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) পণ্য ক্রয় করে তার ওপর নিজের অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৫০-অনুচ্ছেদঃ বাজারে চিৎকার ও হৈহুল্লোড় করা নিষিদ্ধ।

১৭৭৭. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوَرَةِ قَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ أَنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوَرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِزْيًا لِلْأَمِينِ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمِعْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بَقَطٍّ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَّابٌ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَذْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمُلَّةَ الْعَوْجَاءُ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنُ عُمَى وَأَذَانُ صُمٍّ وَقُلُوبٌ غُلْفٌ.

১৯৭৭. আতা ইবনে ইয়াসার (রঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, তাওরাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় (বর্ণিত) আছে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, হাঁ, ঠিক কথা। কুরআনে বর্ণিত তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কিছুটা তাওরাতে উল্লেখিত হয়েছে: “হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং উম্মি অর্থাৎ অ-কিতাবধারীদের রক্ষাকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। তুমি আমার বান্দা ও রসূল। আমি তোমার নাম দিয়েছি মূতাওয়াক্কিল বা ভরসাকারী। তুমি দূচরিত্র বা রুঢ় ও কঠোর হৃদয় নও এবং বাজারে ঝগড়া ও হৈ হুল্লোড়কারীও নও।” তিনি কোন মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহতকারী নন, বরং তিনি মাফ করে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাঁকে (মৃত্যু দান করে) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না যতদিন না তাঁর দ্বারা বক্তৃৎথে চালিত জাতিতে সংগঠনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, যতদিন না সকলে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ইলাহ নেই) একথা স্বীকার করার মাধ্যমে সংগঠনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার দ্বারা অন্ধ চোখ, বধির কান এবং (অসত্যের অন্ধকারে) আচ্ছাদিত হৃদয় ও মন-মানসিকতা উন্মুক্ত না হয়ে যায়।

৫১-অনুচ্ছেদঃ গুজন করার মজুরী প্রদানের দায়িত্ব বিক্রেতা বা দ্রব্য প্রদানকারীর ওপর বর্তাবে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ *

“ওজন কম দেয় যারা তাদের জন্য আফসোস বা মহাখংস। তারা যখন অন্যদের নিকট থেকে (মেপে বা ওজন করে) নেয় তখন পুরোপুরিই গ্রহণ করে। কিন্তু যখন অন্যদের মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়” (মুতাকফিীনঃ ১-৩)।

নবী (সঃ) বলেছেন, ভালভাবে মেপে নাও। উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, নবী (সঃ) তাঁকে বলেছিলেন, কোন জিনিস বিক্রি করলে মেপে বিক্রি কর এবং (কোন জিনিস) খরিদ করলেও মেপে খরিদ কর।

১৭৭৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

১৯৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যকষ্ট খরিদ করলে যতক্ষণ তা তার পুরো অধিকারে না আসবে ততক্ষণ যেন বিক্রি না করে।

১৭৭৯. عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَوَفَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعْنَتْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى غُرْمَائِهِ أَنْ يُضَعُّوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِذْ هَبْ فَصَنَّفَ تَمْرَكَ أَصْنَافًا الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ وَعَذَقَ زَيْدٌ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَعَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ أَوْفَى وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كُلْ لِلْقَوْمِ فَكَلَّتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئٌ .

১৯৭৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রাঃ) ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আমি নবী (সঃ)-এর সাহায্য নিয়ে তাঁর পাওনাদারের কাছে তাদের তাদের ঋণের দাবী হাস করার চেষ্টা করলাম। সুতরাং নবী (সঃ) তাদের কাছে এ ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তারা তা মঞ্জুর করল না। তখন নবী (সঃ) আমাকে বললেন, যাও তোমার প্রত্যেক শ্রেণীর খেজুরগুলো (আজগুয়াঐ ও আযকাযাইদ খেজুর) আলাদা করে আমাকে ডাকবে। আমি তাই করলাম এবং পরে নবী (সঃ)-কে ডাকলাম। তিনি এসে খেজুরের (গোঁদার) ওপর অথবা তার মধ্যখানে বসলেন এবং তারপর আমাকে বললেন, এবার মেপে মেপে লোকদেরকে দিতে থাক। আমি তাদেরকে মেপে দিতে থাকলাম, এমনকি তাদের পাওনা ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করার পরও আমার খেজুর অবশিষ্ট থেকে গেল। মনে হচ্ছিল যেন কিছুই কমেনি।

৫২-অনুব্ধেদঃ মেপে দেওয়া উত্তম।

১৯৮০. عَنْ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يَبَارِكْ لَكُمْ.

১৯৮০. মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য ওজন করবে, তাহলে তোমাদের জন্য বরকত ও কল্যাণ দান করা হবে।

৫৩-অনুব্ধেদঃ নবী (সঃ)-এর সা' ও মুদে (দু'টি নির্দিষ্ট পরিমাপ) বরকত বা কল্যাণ কামনা সম্পর্কে। এ বিষয়ে আয়েশা (রা) নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৯৮১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمَتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مَدِينَةٍ وَصَاعَهَا مِثْلُ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ -

১৯৮১. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছিলেন এবং এর জন্য দোআ করেছিলেন। সুতরাং ইবরাহীম (আ) যেমন মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছিলেন আমিও অনুরূপ মদীনাকে সম্মানিত ঘোষণা করলাম এবং এর মুদ ও সা'-এর জন্য দোআ করলাম যেমন ইবরাহীম (আ) মক্কার জন্য করেছিলেন।

১৯৮২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكِّيَالِهِمْ وَيَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَغْنَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ.

১৯৮২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ! তাদের মকীয়া ও মদীনাবাসীদের মাগার পায়ে এবং তাদের সা' ও মুদে বরকত ও কল্যাণ দান কর।

৫৪-অনুব্ধেদঃ খাদ্যশস্য বিক্রি ও তা গুদামজাত করা সম্পর্কে।

১৯৮৩. عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

১৯৮৩. সালেম (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি যেসব লোক আন্দাজ-অনুमानে খাদ্যদ্রব্য কিনতো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে তাদেরকে শান্তি প্রদান করা হত, যাতে তারা ঐগুলো নিজেদের স্থানে নিয়ে যাবার পরই বিক্রি করে।

১৭৮৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَيَّعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَارَاهِمٍ وَالطَّعَامُ مُرْجَاءٌ-

১৭৮৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্য পুরোপুরি নিজেই অধিকারে আসার আগেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (তাউস বলেন,) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরূপ হবে কেন (পুরো অধিকারে আনার আগে বেচা যাবে না কেন)? উত্তরে তিনি বলেন, তা না হলে তো পণ্যের অনুপস্থিতিতে দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা হবে।

১৭৮৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

১৭৮৫. ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য কিনলে তা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন সে বিক্রি না করে।

১৭৮৬. عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفَظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا الْأَهَاءُ وَهَاءُ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا الْأَهَاءُ وَهَاءُ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا الْأَهَاءُ وَهَاءُ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا الْأَهَاءُ وَهَاءُ.

১৭৮৬. মালেক ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কার কাছে আশরাফী ও দিরহামের বিনিময় আছে? অর্থাৎ কে দিরহামের বিনিময়ে দীনার কিনবে? তালহা (রাঃ) বলেন, আমার কাছে আছে। তবে আমার চাবি রক্ষক গাবা^{১০} থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সুফিয়ান বলেন, এ বর্ণনা যুহরীর। আমি তার নিকট থেকে এটুকুই শ্রবণ করে রেখেছি। অতঃপর তিনি (যুহরী) বললেন, মালেক ইবনে আওস আমাকে জানিয়েছেন। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাবকে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি (সঃ) বলেছেন, নগদ বিনিময় না হলে সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি, গমের বিনিময়ে গম বিক্রি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি এবং যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা সূদ হিসেবে গণ্য হবে।

১০. মদীনার আওরালাী বা উপকণ্ঠে একটি স্থানের নাম 'গাবা'।

৫৫-অনুচ্ছেদঃ হস্তগত হওয়ার আগে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা এবং যা হাতে নেই সেই বস্তু বিক্রি করা।

১৭৮৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَمَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يَبَّاعَ حَتَّى يَقْبُضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ .

১৯৮৭. তাউস (রঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (সঃ) যা করতে নিষেধ করেছেন তা হল—খাদ্যদ্রব্য হস্তগত হওয়ার আগে তা বিক্রি করা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি এর সাদৃশ্য প্রত্যেক জিনিসের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য মনে করি (অর্থাৎ হস্তগত হওয়ার আগে কোন জিনিসই বিক্রি করা ঠিক নয়)।

১৭৮৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ اسْمُعِيلُ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .

১৯৮৮. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন বিক্রি না করে। আর ইসমাইলের বর্ণনায় আছে, নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য খরিদ করলে তা অধিকারে আসার পূর্বে যেন বিক্রি না করে।

৫৬-অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করলে কারো কারো মতে যতক্ষণ তা জায়গামত না পৌঁছাবে ততক্ষণ বিক্রি করা বৈধ নয়। কেউ এরূপ কিছু করে থাকলে তার শাস্তির বর্ণনা।

১৭৮৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَّبِعُونَ جَزَافًا يَعْنِي الطَّعَامَ يُضْرِبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُوَفُّوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

১৯৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়ে লোকেরা অনুমান করে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করত এবং এজন্য তাদেরকে শাস্তিও প্রদান করা হত। কেননা তারা (খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে) তাদের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই বিক্রি করে দিত। ১২

১২. উপরোক্ত হাদীসটির মত বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বেশ কিছু সংখ্যক হাদীসে একই বিষয়কল্প বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করলে তা ক্রেতা পুরোপুরি নিজের দখলে না আনা পর্যন্ত এবং কেনার স্থান থেকে ক্রেতার নিজের জায়গায় স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা যাবে না। এর কারণ অবশ্য মুসা ইবনে ইসমাইল, ওহাব ইবনে তাউস ও তাউসের মাধ্যমে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৭-অনুচ্ছেদঃ কোন দ্রব্য বা জস্তু খরিদ করার পর বিক্রেতার কাছেই তা রেখে দিয়ে বিক্রি করা অথবা হস্তগত করার পূর্বেই এর মৃত্যু হওয়া। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়কালে পণ বা পণ্য জীবিত বা যথাযথ অবস্থায় থাকলে এবং পরে মারা গেলে বা নষ্ট হলে ক্রেতাকেই ক্ষতি বহন করতে হবে।

১৭৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقُلُّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفِي النَّهَارِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرْغَعْنَا إِلَّا وَقَدْ آتَانَا ظَهْرًا فَخَبَّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخْرِجْ مَا عِنْدَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَاهُمَا ابْنَتَايَ يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ قَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ الصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصُّحْبَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ فَخَذُّ أَحَدَاهُمَا فَقَالَ قَدْ أَخَذْتُهَا بِالْأَمْنِ.

১৯৯০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর জীবনে এমন দিন কমই হত যখন দিনের দুই প্রান্তে-সকাল ও বিকালের কোন এক সময় তিনি আবু বকরের বাড়িতে গমন না করতেন। তাঁকে মদীনা যাওয়ার (হিজরত করার) অনুমতি প্রদান করা হলে যোহরের সময় তিনি আসলেন; আর এ কারণে আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। আবু বকরকে খবর দেয়া হলে তিনিও বলেন, নিশ্চয়ই কোন কিছু না ঘটলে নবী (সঃ) এ সময় আগমন করতেন না। তিনি আবু বকরের কাছে গিয়ে তাঁকে বলেন, তোমার এখানে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। তিনি (আবু বকর) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার দুই কন্যা অর্থাৎ আয়েশা ও আসমা ব্যতীত আর কেউ এখানে নেই। তখন তিনি (সঃ) বললেন, তুমি কি জান আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার (হিজরত করার) অনুমতি দেয়া হয়েছে? একথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার সংগী হতে পারব? তিনি (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, সংগী হতে পারবে। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার নিকট দু'টি উট আছে। সে দু'টিকে আমি এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার (হিজরত করার) কাজে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। দু'টির একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি (সঃ) বললেন, মূল্যের বিনিময়ে আমি তা গ্রহণ করলাম।

৫৮-অনুচ্ছেদঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার দায়দস্তুর করার উপর দরদায় না করে, যতক্ষণ না সে অনুমতি প্রদান করে বা পরিত্যাগ করে।

১৭৭১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

১৯৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার (মুসলমান) ভাইয়ের ওপর ক্রয়-বিক্রয় না করে।

১৭৭২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِيَّانِهَا.

১৯৯২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, শহরের অধিবাসীকে গ্রাম্য লোকদের হয়ে পণ্য বিক্রয় করতে, ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছাড়াই বিনা কারণে কোন জিনিসের মূল্য বাড়াতে, অপর এক ভাইয়ের খরিদ করার (মূল্য বলার সময় সেই জিনিসের) বেশী মূল্য বলতে এবং কোন (মুসলমান) ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব পাঠাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, কোন নারী যেন তার বোনের (সতীনের) প্রাপ্য অংশটুকু নিজে লাভ করার জন্য তার তালাক দাবি না করে। ১৩

৫৯-অনুচ্ছেদঃ নিলাম ডাকে ক্রয়-বিক্রয়। আতা (র) বলেন, আমি দেখেছি লোকেরা (সাহাবীগণ) গনীমতের মাল অধিক মূল্য প্রস্তাবকের নিকট বিক্রি দৃশ্যীয় মনে করতেন না।

১৭৭৩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَآخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

১৯৯৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাস সম্পর্কে ঘোষণা করল যে, তার মৃত্যুর পরে সে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু (ইতিমধ্যেই) সে দরিদ্র

১৩. 'শহরের অধিবাসী গ্রামের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে যেন কোন দ্রব্য বিক্রি না করে।' রসূলুল্লাহ (সঃ) এ নির্দেশ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে দিয়েছেন। তা হলঃ গ্রামের অধিবাসী যেন শহরের অধিবাসীদের নিকট না ঠকে এবং সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেন বৃদ্ধি না পায়। তাই এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, কোন গ্রাম্য লোক কিছু পণ্যদ্রব্য শহরে বিক্রি করতে আসলে শহরের কোন অধিবাসী তাকে বলল, এখন তো এই পণ্যের ভাল দাম নেই, তুমি আমার নিকট রেখে যাও, বেশী দাম হলে আমি বিক্রি করে দেব। এই অবস্থায় একই সময়ে দু'টি কৃত্রিম দিক থাকে। এক, গ্রাম্য সহজ-সরল লোকটির ন্যায় পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের জীবনে দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। কারণ শহরের অধিবাসী ব্যক্তি দ্রব্যটা রাখছেই বেশী দামে বিক্রি করার জন্য। একই কারণে খামাখা দাম বলে কোন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করা ঠিক নয় যদি ক্রয় করার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন না থাকে।

হয়ে পড়ল। নবী (সঃ) ক্রীতদাসটিকে তার নিকট থেকে নিলেন এবং লোকদের বললেন, আমার নিক থেকে একে কেউ খরিদ করবে কি? নুআইম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এত (হাত দিয়ে দেখিয়ে, সম্ভবত আঙ্গুল গুণে দেখিয়ে বললেন) অর্থ দিয়ে তাঁর নিকট থেকে খরিদ করলে নবী (সঃ) ক্রীতদাসটিকে তার হাতে সোপর্দ করলেন।

৬০-অনুচ্ছেদঃ প্রতারণাপূর্ণ দালালী এবং এরূপ ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হওয়ার অভিমত। ইবনে আবু আওফা (রা) বলেছেন, সুদখোর ও খেয়ানতকারী এবং দালালী হলো প্রতারণা ও বাতিল বলে গণ্য এবং একেবারেই জায়েয নয়। নবী (সঃ) বলেছেন, প্রতারণা দোষের পথে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা আমার কোন নির্দেশে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।

১৭৭৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجَشِ -

১৯৯৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) প্রতারণাপূর্ণ দালালী করতে নিষেধ করেছেন।

৬১-অনুচ্ছেদ : প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় এবং পত্তর গর্ভস্থ বাচ্চার ক্রয়-বিক্রয়।

১৭৭৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتْبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتَجِ النُّاقَةُ ثُمَّ تَنْتَجِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا .

১৯৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) হাবালুল হাবালাহ (এখনো গর্ভে অবস্থানরত বাচ্চা) ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। জাহিলিয়াতের যুগে এ ধরনের কেনা-বেচা হত। অর্থাৎ এক ব্যক্তি এই শর্তে উট খরিদ করত যে, তার উটটির পেটে বাচ্চা হওয়ার পর ঐ বাচ্চার পেটে বাচ্চা হলে সে এর মূল্য পরিশোধ করবে।

৬২-অনুচ্ছেদঃ স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়। (বাহিরে' মোলামাসা হল, ক্রেতা ও বিক্রেতার একজনের অপরজনকে এই বলে সম্বোধন করা যে, আমি তোমার কিংবা তুমি আমার বস্ত্র স্পর্শ করলেই ক্রয়-বিক্রয় বহাল ও কার্যকরী হয়ে যাবে)। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

১৭৭৬. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرَحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَقْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ التُّوبُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ .

১৯৯৬. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়-বিক্রয়ে মোনাবাযা করতে নিষেধ করেছেন। মোনাবাযা হল, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উন্টে

পাল্টে ভাল করে দেখার পূর্বেই (ক্রোতার ও বিক্রোতার) একজনের অপরাধের দিকে কাপড় ছুড়ে দেয়া। রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে মোলামাসা করা থেকেও নিষেধ করেছেন। মোলামাসা হল, না দেখেই কাপড় স্পর্শ করা (আর এ স্পর্শের দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যকীয়ভাবে কার্যকরী হওয়া ধরে নেয়া)।

১৯৯৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى عَنْ لِبَسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَوِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللَّمَّاسِ وَالنَّبَازِ.

১৯৯৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, দু'রকমের কাপড় পরিধান নিষেধ করা হয়েছে। তার এক রকম হল, একই কাপড় দ্বারা কৌশ থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করা (অর্থাৎ কৌশ থেকে লটকিয়ে পা পর্যন্ত দেয়া এবং কোমর থেকে নিচে কোন পৃথক কাপড় না রাখা)। আর দুই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তা হল, বাইয়ে' মোলামাসা ও বাইয়ে মোনাবাযা।

৬৩-অনুচ্ছেদ: মোনাবাযার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় (বাইয়ে মোনাবাযা)। আনাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

১৯৯৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৯৯৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোলামাসা ও মোনাবাযা করতে নিষেধ করেছেন।

১৯৯৯. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبَسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৯৯৯. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) দু'রকমের কাপড় পরিধান এবং মোলামাসা ও মোনাবাযা এ দু'রকমের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৬৪-অনুচ্ছেদ : উষ্ট্রী, গাভী ও বকরীর দুধ বেশী দেখানোর জন্য পালানে দুধ জমা করা বিক্রোতার জন্য নিষিদ্ধ। (এ ধরনের জন্তু বুখানোর জন্য আরবীতে মুহাফফালাহ ও মুসাররাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)। মুহাফফালাহ ও মুসাররাহ এমন দুধেল পশুকে বলা হয় (বিক্রয়ের পূর্বে খরিদারকে দুধ বেশী দেখানোর জন্য) যার দুধ কয়েক দিন যাবৎ না দুইয়ে পালনে জমা রাখা হয়েছে। মুসাররাহ শব্দটা 'তাসরিয়াহ' থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ হল- পানির গতিপথে বাধা প্রদান করে তাকে ঠেকিয়ে রাখা। তাই যখন কোন ব্যক্তি পানির স্রোতের মুখে বাধা দিয়ে ঠেকায়, তখন সে বলে, "সাররাহিতুল মাআ", আমি পানি থামিয়ে রেখেছি।

২০০০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ أَتْبَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ امْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ.

২০০০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা (বিক্রয়ের পূর্বে) উষ্ট্রী ও বকরীর বাটে দুধ (না দোহান করে) জমিয়ে রেখো না। এ অবস্থায় কেউ (উক্ত উট ও বকরী) খরিদ করলে দোহনের পর সে ইচ্ছা করলে পশুটি রাখতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে এক সা' খেজুরসহ ফেরতও দিতে পারবে। ১৪

২০০১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحْفَلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلْقَى الْبُيُوعُ.

২০০১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কেউ পালানে দুধ জমা করা বকরী খরিদ করার পর তা ফেরত দিলে তার সাথে এক সা' খেজুর যেন প্রদান করে। আর নবী (সঃ) বাণিজ্য কাফেলার আগমন বার্তা শুনে সস্তায় পণ্যদ্রব্য কেনার জন্য জনপদ থেকে বেরিয়ে অগ্রগামী হয়ে তা কিনতে নিষেধ করেছেন।

২০০২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَبَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ أَتْبَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنَ التَّمْرِ.

২০০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (আগে ভাগে সস্তায় কেনার উদ্দেশ্যে) কাফেলার সাথে আগেই যেয়ে সাক্ষাত করো না। তোমাদের কেউ যেন অপরের কেনার বা দাম বলার সময় দাম না বলে। কেনার উদ্দেশ্য না থাকলে অযথা দর-দাম করে মূল্য বৃদ্ধি করো না। শহরবাসী যেন পল্লীর অধিবাসীর পণ্য বিক্রি না করে। আর বকরী না দোহান করে (দুধ জমিয়ে) বিক্রি করো না। কেউ এ ধরনের বকরী খরিদ করলে তার জন্য দু'টি উত্তম সুযোগ রয়েছে। দোহনের পর পছন্দ হলে রেখে দেবে আর অপছন্দ হলে তা এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেবে।

১৪. এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেয়ার কথা আবু সালেহ, মুজাহিদ, ওয়ালিদ ইবনে রাবাহ, মুসা ইবনে ইয়্যাসার ও আবু হুরাইরার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ ইবনে সীরীন থেকে এক সা' খেজুরের পরিবর্তে এক সা' খাদ্যদ্রব্য প্রদানের কথা এবং তিন দিন পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় রদ করার এখতিয়ার থাকার কথা বলেছেন। ইবনে সীরীন থেকেই কেউ কেউ এক সা' খেজুর প্রদানের কথা বর্ণনা করেছেন বাটে, তবে তিন দিন এখতিয়ার থাকার কথা বর্ণনা করেননি। অধিকাংশ বর্ণনায়ই খেজুরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৫-অনুবাদ : কেউ পালানে দুধ জমা করা পশু খরিদ করার পর ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু তা দোহন করার বিনিময়ে এক সা' খেজুর প্রদান করতে হবে।

২০০৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصْرَاءً فَأَحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخَطَهَا فَفِي حَلَبَتِهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ.

২০০৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি অদোহন করা (পালানে দুধ জমা করা) বকরী খরিদ করে তাহলে দোহন করে পছন্দ হলে (দোহন করার পর যদি পছন্দ হয়) রেখে দেবে আর অপছন্দ হলে (ফেরত দেয়ার সময়) দোহন করার বিনিময়ে এক সা' খেজুরসহ ফেরত দিবে।

৬৬-অনুবাদ : ব্যভিচারী ক্রীতদাসের বিক্রয়ের বর্ণনা। উরুইহ (রঃ) বলেছেন, ক্রেতা ইচ্ছা করলে ব্যভিচারী হওয়ার কারণে ক্রীতদাস ফেরত দিতে পারবে।

২০০৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا زَنْتَ الْأَمَةَ فَتَتَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُكْرَبَ ثُمَّ إِنْ زَنْتَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُكْرَبَ ثُمَّ إِنْ زَنْتَ الثَّالِثَةَ فَلْيَبْعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعْرِ.

২০০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে আর তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এর পরে তাকে ভৎসনা করা বা লাঞ্ছনা দেয়া যাবে না। পুনরায় যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলেও তাকে আবার বেত্রাঘাত করবে এবং এরপরও তাকে ভৎসনা বা লাঞ্ছনা দেয়া যাবে না। সে তৃতীয়বারও যদি ব্যভিচার করে তাহলে এক গাছা চুলের রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে ফেলবে। ১৫

২০০৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنْتَ وَلَمْ تُحْصِنِ قَالَ إِنْ زَنْتَ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنْتَ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنْتَ فَبِئْعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَذْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

১৫. ব্যভিচারের ব্যাপারে বিধান হল, তার ওপর হদ বা আট্টা হ ও তীর রসূল নির্ধারিত নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদানের পর তাকে কোন প্রকার কটু কথা, ভৎসনা ও লাঞ্ছনামূলক কথা বলা যাবে না। কেননা আট্টা হ ও তীর রসূল কর্তৃক এজন্য যে শাস্তি নির্ধারিত আছে তা তাকে প্রদান করা হয়েছে। তারপর কটু বাক্য হবে তার শাস্তির অতিরিক্ত। এজন্য উপরোক্ত হাদীসে বেত্রাঘাত করার পর ভৎসনা করতে ও লাঞ্ছনা দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

২০০৫. আবু হুরাইরা ও য়ায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। অবিবাহিতা ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে তবে কি করতে হবে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে তাকে বেত্রাঘাত করো। পরে যদি আবার ব্যভিচার করে তাহলে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর পুনরায় যদি সে ব্যভিচার করে তাহলে এক গাছা রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও। ইবনে শিহাব বলেন, (বিক্রি করার কথা তিনি) তৃতীয়বার না চতুর্থবারের পরে বলেছিলেন তা আমার মনে নেই।

৬৭-অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ।

২.০.৬. عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

২০০৬. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আগমন করলে আমি তাঁর নিকট (বারীরা নামী ক্রীতদাসীকে ক্রয় করার বিষয়) উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালার অধিকার যে আযাদ করে তার। অতঃপর নবী (সঃ) মাগরিবের নামাযের জামাআতে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা আরোপ করলেন (প্রশংসা করলেন) এবং বললেন, লোকদের কি হল? তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহর কিতাবে নেই-কেউ যদি এমন শর্ত করে, তাহলে এরূপ একশত শর্ত করলেও তা বাতিল গণ্য হবে। আল্লাহর শর্ত সত্য ও অধিকতর শক্তিশালী।

২.০.৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ سَأَمَتْ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يُبَيِّعُوهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجَهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِينِي.

২০০৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বারীরা কে খরিদ করার জন্য দাম করলেন। নবী (সঃ) নামাযের জন্য বেরিয়ে গেলেন। তিনি ফিরে আসলে আয়েশা (রা) বললেন, ওয়ালার স্বত্ত্ব তাদের থাকবে, এ শর্ত ছাড়া তারা তাকে বিক্রয় করতে সম্মত নয়। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, ওয়ালার তো তার যে তাকে আযাদ করবে।

হাম্মাম বলেছেন, আমি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, বারীরার (ত্রীতদাসী) স্বামী আযাদ ছিল, না ত্রীতদাস? উত্তরে তিনি (নাফে') বললেন, আমি তা জানি না।

৬৮-অনুচ্ছেদঃ শহরের অধিবাসী (স্থায়ী বাসিন্দা) কি পন্থী অঞ্চলের বাসিন্দার পক্ষ হয়ে বিক্রি করতে কিংবা তাকে সাহায্য ও সং পরামর্শ দান করতে পারে? নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ তার ভাইয়ের (মুসলমান) কাছে সং পরামর্শ কামনা করলে তাকে সং পরামর্শ দান করা উচিত। এ ব্যাপারে আতা (রঃ) অবাধ অনুমতি দিয়েছেন।

২০০৮. عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

২০০৮. জারীর (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ” এ কথাটির সাক্ষ্য ঘোষণা, নামায কায়েম, যাকাত প্রদান, (আমীরের) আদেশ শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা এবং প্রত্যেক মুসলমানকে সং পরামর্শ প্রদান করার জন্য বায়আত গ্রহণ করেছি।^{১৬}

২০০৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

২০০৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (সন্তায় খাদ্যদ্রব্য খরিদ করার জন্য) অগ্রগামী হয়ে (খাদ্য পরিবহনকারী) কাফেলার সাথে মিলিত হয়ো না। আর শহরবাসী পন্থীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করবে না। বর্ণনাকারী তাউস বলেন,

১৬. হাদীসটিতে যে কয়টি কথা বলা হয়েছে, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আত্মাকে একমাত্র প্রভু বলে স্বীকার ও মুহাম্মাদ (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল বলে স্বীকার করা হল ইসলামের প্রাথমিক ও বুনিন্দী কথা। এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই ইসলামী জীবন বিধানের সবকিছু আবর্তিত। এই ঘোষণার বিশ্বাস ব্যতীত ইসলাম সফ্রেস্ত সকল দাবী ও কাজকর্ম মিথ্যা ও অসার। নামায এই দাবীকেই প্রমাণিত ও সত্যায়িত করে। ঈমানের দাবী ও ঘোষণা আছে কিন্তু নামাযের আহবানে (আযান শুনে) সাড়া না দিলে, মসজিদে হাবির কিংবা আদৌ নামায আদায় না করলে, বুঝতে হবে তার এই ঘোষণা ও বিশ্বাসে গলদ আছে। যাকাতের মাধ্যমেও একই উদ্দেশ্য প্রতিকলিত হয়। আমীর, নেতা বা পরিচালক ব্যতীত কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। এ কারণে যারা ইসলামের মর্মবাসী কালেমায়ে তাইয়েবার ঘোষণা প্রদান করেছে তাদেরকে একটা নেতৃত্বের পরিচালনাধীন থেকে কাজ করতে হবে। বাতে আল্লাহর সৈনিকের ভূমিকা পালন করে গোটা বিশ্ব জাহানে তাঁর বিধান সঠিকভাবে পালিত হতে পারে। এজন্য আমীরের আদেশ সবাইকে শুনতে হবে এবং মানতে হবে। আর যারা এভাবে একই বিশ্বাস ও ঘোষণার মাধ্যমে একই কমান্ডে থেকে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালন করেছে, তারা সবাই মুসলমান। মুসলমান পরস্পরকে উপদেশ ও সং পরামর্শ দান করবে। মুসলমান কোন মুসলমানের অকল্যাণ কামনা করতে পারে না।

আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষে না বেচার অর্থ কি? তিনি বললেন, তার হয়ে দালালী করবে না।

৬৯-অনুচ্ছেদ: পারিশ্রমিক নিয়ে শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করাকে যারা অপছন্দ করেন।

২.১০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَيَّعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

২০১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, শহরবাসীকে গ্রামবাসীর পক্ষে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাসও অনুরূপ কথাই বলেছেন।

৭০-অনুচ্ছেদ: শহরবাসী গ্রামবাসীর জন্য দালালী করে কোন দ্রব্য খরিদ করবে না। ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম দু'জনেই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য এই কাজকে অপছন্দ করেছেন। ইবরাহীম বলেন, আরবগণ সাধারণতঃ বলে থাকে, “বে লী সাওবান” যার অর্থ হল, আমার জন্য কাপড় খরিদ করা।

২.১১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ وَلَا تَتَاجَشُوا وَلَا يَبْيِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

২০১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ তার ভাইয়ের কেনার সময় যেন (সেই জিনিসের) দাম না করে। আর কেনার উদ্দেশ্যে ছাড়াই দাম-দর করে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করো না এবং কোন শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি না করে।

২.১২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِنَّا أَنْ يُبَيَّعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

২০১২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

৭১-অনুচ্ছেদ : সম্ভাব্য কিছু ক্রয় করার মানসে অগ্রগামী হয়ে কাকেলার সাথে মিলিত হয়ে কিছু খরিদ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং এ ধরনের ক্রয় এক প্রকার অবৈধ কাজ ও ধোকাবাজি। এ কথা জেনেও কেউ তা করলে সে অবাধ্য ও গোনাহগার।

২.১৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّيِّ وَأَنْ يُبَيَّعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

২০১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (সস্তায় দ্রব্য খরিদ করার আশায়) অগ্রগামী হয়ে কাফেলার সাথে সাক্ষাত করতে এবং শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।

২. ১৪. عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا -

২০১৪. ইবনে তাউস তাঁর পিতা (তাউস রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (তাউস) বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর (সঃ) এই কথার অর্থ কি যে, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি না করে? উত্তরে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, সে তার দালাল হয়ে বিক্রি করবে না।

২. ১৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُحَفَلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلْقَى الْبُيُوتِ .

২০১৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কেউ পালানে দুধ জমা করা বকরী ক্রয় করলে (এবং ফেরত দিতে মনস্থ করলে) এক সা' খেজুর সহ যেন ফেরত দেয়। তিনি (আরো) বলেছেন, (কম মূল্যে পাওয়ার আশায়) অগ্রগামী হয়ে কাফেলার কাছে গিয়ে কাউকে কিছু কিনতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।

২. ১৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ .

২০১৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একজনের ক্রয়ের সময় আরেক জন সেই জিনিস কিনতে যেও না এবং বাজারে না আসা পর্যন্ত অগ্রগামী হয়ে (বহিরাগত) কোন দ্রব্য কিনতে যেয়ো না।

৭২-অনুবাদ : অগ্রগামী হয়ে (কাফেলার সাথে) সাক্ষাতের সীমা।

২. ১৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَلْقَى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَتَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَبْلُغَ بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ وَيَبِينُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ .

২০১৭. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা অগ্রগামী হয়ে (পণ্য বহনকারী) কাফেলার সাথে মিলিত হতাম এবং তাদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করতাম। সুতরাং নবী (সঃ) আমাদেরকে পণ্যদ্রব্যের বাজারে পৌছার পূর্বে ওগুলো ক্রয় করতে

নিষেধ করলেন। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, এই ক্রয়-বিক্রয় বাজারের উচ্চভূমী এলাকায় সম্পন্ন হত। উবায়দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরূপ এসেছে।^{১৭}

২.১৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانُوا يَتَتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ فَتَنَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقَلُوهُ.

২০১৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকেরা কাফেলার নিকট হতে বাজারের বাইরে উচ্চভূমিতে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করত এবং ওখানেই পুনরায় বিক্রি করে দিত। তা দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত জায়গা (যেখানে ক্রয় করত) থেকে তা স্থানান্তরিত না করে বিক্রি করতে তাদেরকে নিষেধ করে দিলেন।

৭৩-অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে অবৈধ শর্ত আরোপ করা।

২.১৯. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً فَأَعْيِنَنِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَعْدَهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَئِكَ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بِرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَبَرْتُ عَائِشَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالَ رِجَالٌ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

২০১৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা আমার নিকট এসে বলল, আমি আমার মনিবের সাথে প্রতি বছর এক উকিয়া (প্রায় চল্লিশ দিরহাম) করে (নয় বছরে) নয় উকিয়া প্রদান করার শর্তে মোকাত্তাবার (নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করা) ব্যবস্থা করেছে। অতএব অর্থ পরিশোধের

১৭. এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী বাজারে পৌঁছার পূর্বেই বাজারের বাইরে কেনা-বেচা হত। ফলে ক্রেতারা মূল্যের দিক থেকে কিছুটা সুবিধা লাভ করতো। এরূপ কেনা-বেচা করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছিলেন। যাতে সব দ্রব্য বাজারে ঠিকমত আসতে পারে এবং সাধারণ মানুষ সকলে একই দামে কিনতে পারে।

ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। (আয়েশা বলেন), আমি তাকে বললাম, তোমার মনিব যদি ভাল মনে করে আর ওয়ালাআ (উত্তরাধিকার স্বত্ব) যদি আমার হয়, তাহলে আমি তা করব। সুতরাং বারীরা তার মনিবের নিকট গিয়ে তাদেরকে (এসব কথা) বললে তারা এ শর্তে তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। পরে সে (বারীরা) তাদের নিকট থেকে আগমন করল। সে সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট বসেছিলেন। সে বলল, আমি এসব (কথা) তাদের নিকট ব্যক্ত করলে ওয়ালাআ তাদের হবে একমাত্র এ শর্ত ব্যতীত আর কোন শর্তে তারা সম্মত হল না। কথাগুলো নবী (সঃ)-এর কর্ণগোচর হল, আয়েশা তাকে বিষয়টি অবহিত করলেন। নবী (সঃ) বললেন, তুমি তাকে গ্রহণ কর এবং তাদেরকে ওয়ালাআর শর্ত করতে দাও। ওয়ালাআ আসলে তারই যে মুক্তি প্রদান করল। সুতরাং আয়েশা (রা) তাই করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের মাঝে (বক্তব্য পেশের জন্য) দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার পর বললেনঃ অতঃপর লোকদের হল কি যে, তারা (ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে) এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই? আল্লাহর কিতাবে নেই এমন শর্ত একশ'টি আরোপ করলেও তা বাতিল বলে গণ্য। আল্লাহর ফয়সালাই সবচাইতে বেশী সত্য ও দৃঢ়তর। আর ওয়ালাআ বা দাসের অভিভাবক তো সে-ই যে তাকে মুক্ত করল।

২০২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكُمَا عَلَى أَنْ وَلَّاهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

২০২০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) একজন ক্রীতদাসী খরিদ করে তাকে আযাদ করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু তার (ক্রীতদাসীটির) মনিবপক্ষ বলল, তার উত্তরাধিকার স্বত্ব আমাদের (সাথে) থাকবে এই শর্তে আমরা তাকে বিক্রি করব। সুতরাং আয়েশা (রা) বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা (উক্ত শর্তটি) যেন তোমাকে তার (ক্রীতদাসীটির ক্রয়) থেকে বিরত না রাখে। কেননা ওয়ালাআ বা উত্তরাধিকার (সম্পর্ক) তো তারই যে মুক্ত করে। ১৮

১৮. আইয়ামে আহিলিয়া বা ইসলাম-পূর্ব যুগে দাসপ্রথা আরব তথা গোটা বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায়ই প্রচলিত ছিল। তখন হাটে বাজারে দাসদের কেনাবেচা হত। তিনটি পথ ছাড়া তাদের মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। প্রথমতঃ মনিব কর্তৃক মুক্ত করে দেয়া, দ্বিতীয়তঃ কোন সহস্রয় ও মানবতাবোধ সম্পন্ন মহত ব্যক্তি কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়া এবং তৃতীয়তঃ খোদ দাস তার প্রভুকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে মুক্তি পাওয়া। এ তিনটি উপায়েই যে কোন উপায়েই সে মুক্ত হোক না কেন, মুক্তি লাভের পরই তার জীবনে দেখা দিত নানা সমস্যা। এসব সমস্যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল, সমাজের বৃকে তাদের না থাকত কোন আত্মীয়-বন্ধন, না বন্ধু-বান্ধব। বিশেষ করে আরবের বিশৃঙ্খল ও অশান্ত সমাজে যেখানে হানাহানি ও খুনখুনি ছিল নিত্যকার স্বাভাবিক ব্যাপার তাদের জন্য এই জটিলতা ও সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিত। এজন্য মুক্ত হওয়ার পর তাদের পৃষ্ঠপোষকতার দরকার হত। এই পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানের জন্য স্বীকৃত হত মুক্তিদাতা ব্যক্তিগণ। তারা তাদের জ্ঞান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করত। আর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে (মুক্তিদানকারী) তার উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃত হত, যদি তার কোন ওয়ারিস না থাকে। এ ধরনের উত্তরাধিকার স্বত্বকে হাদীসের ভাষায় ওয়ালাআ বলা হয়েছে।

৭৪-অনুচ্ছেদ : খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা।

২.২১. عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ .

২০২১. উমর (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেছেনঃ গমের বিনিময়ে গম নগদ বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ বিক্রি না হলে সূদ এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ লেনদেন না হলে সূদে পরিণত হবে।

৭৫-অনুচ্ছেদঃ শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর এবং খাদদ্রব্যের বিনিময়ে খাদদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়।

২.২২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الرُّبَيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا .

২০২২. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুযাবানা করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল, কাঁচা বা রসযুক্ত খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে এবং শুকনো আঙ্গুর রসযুক্ত আঙ্গুরের বিনিময়ে মেপে বিক্রি করা।

২.২৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ قَالَ وَالْمُرَابَنَةُ أَنْ يَبَّيْعَ الثَّمَرُ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلَيْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا .

২০২৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুযাবানা হল, কারো এই শর্তে মেপে ফল বিক্রি করা যে, যদি বেশী হয় তবে বেশী অংশটুকু আমার। আর যদি কম বা ঘাটতি হয় তাহলে তা পূরণ করব। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, যামেদ ইবনে সাবেত (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, (তবে) নবী (সঃ) আরিয়্যার অনুমতি প্রদান করেছেন।

৭৬-অনুচ্ছেদ : যবের বিনিময়ে যব বিক্রয় (বার্লির বিনিময়ে বার্লি)।

২.২৪. عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرَفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يَقْلِبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنَتِي مِنَ الْغَايَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ

لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ .

২০২৪. মালেক ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (এক সময়ে) তিনি একশ' দীনার বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে (তিনি বর্ণনা করেন) তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আমাকে ডাকলেন। আমরা (দীনার বিনিময়ের বিষয়ে) কথাবার্তা শেষ করলাম। এমনকি বিনিময়ের বিষয়টি তিনি স্থির করে আমার হাত থেকে স্বর্ণ দীনারগুলো নিয়ে স্বীয় হাতের ওপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন এবং বললেন, গাবা (নামক জায়গা) থেকে আমার কোষাধ্যক্ষ ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। উমর (রা) এসব কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যতক্ষণ তার (তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ) নিকট থেকে দীনার-এর বিনিময় গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে না। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ নগদ ও হাতে হাতে বিক্রি না হলে তাও সূদে পরিণত হবে।

৭৭-অনুচ্ছেদ : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি।

২.২৫. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَيَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ .

২০২৫. আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পরিমাণে সমান সমান না হলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না। বরং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি কর।

৭৮-অনুচ্ছেদ : রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা।

২.২৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلِ -

২০২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁর নিকট রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুরূপ একটা হাদীস (আবু বাকরাহ থেকে বর্ণিত হাদীসের মত) বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, হে আবু সাঈদ! আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে কি কথা বর্ণনা করছেন? আবু সাঈদ (রা) বললেন, আমি সারুফ অর্থাৎ মুদ্রা ভাংতি বা বিনিময় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, সম পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করতে পার।

٢٠٢٧. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

২০২৭. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান না হলে বিক্রি করো না, কিংবা একাংশ আরেক অংশ হতে কম বা বেশী করে বিক্রি কর না। অনুরূপভাবে তোমরা পরিমাণে সমান না হলে কিংবা একাংশ আরেক অংশ হতে কম বা বেশী হলে রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি কর না, কিংবা নগদের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি কর না।

৭৯-অনুচ্ছেদ : বাকীতে বা ধারে দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে দীনার ক্রয়-বিক্রয় করা।

٢٠٢٨. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالْدِّرْهُمُ بِالدِّرْهِمِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَكِنْ نَبِيٌّ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِئَةِ.

২০২৮. আমর ইবনে দীনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা যেতে পারে। (বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী)

বলেন), আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে বললাম, ইবনে আব্বাস (রা) কিন্তু এ কথা বলেন না। তখন আবু সাঈদ (রা) বললেন, আমি ইবনে আব্বাসকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনি এ কথা নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন না কি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, এর (এ দু'টির) কোনটিই আমি বলি না। আর আপনি তো আমার চাইতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বেশী করে জানেন। আমাকে বরং উসামা জানিয়েছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, বাকী বা ঋণ ব্যতীত এসব ক্ষেত্রে সূদ হয় না।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, আমি সুলায়মান ইবনে হারবকে বলতে শুনেছি: 'বাকীতে ছাড়া রিবা (সূদ) হয় না' আমাদের মতে এ কথার অর্থ সোনা রূপার বিনিময়ে এবং গম যবের বিনিময়ে কম-বেশী প্রদানে কোন দোষ নেই-যদি নগদ লেন-দেন হয়, কিন্তু বাকিতে বিক্রয়ে কোন কল্যাণ নেই।

৮০-অনুচ্ছেদ : স্বর্ণের বিনিময়ে বাকীতে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করা।

২০২৯. عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا .

২০২৯. আবুল মিনহাল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি বারাবা ইবনে আযেব ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে (স্বর্ণ-রৌপ্যের) বদলি বা ভাণ্ডিত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উভয়েই একে অপরের সম্পর্কে বলতে থাকলেন, ইনি আমার চাইতে উত্তম। অতঃপর উভয়েই বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বাকীতে বা ঋণে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৮১-অনুচ্ছেদ : রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ বিক্রি করার বর্ণনা।

২০৩০. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرْنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا .

২০৩০. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, পরিমাণে সমান সমান না হলে নবী (সঃ) রূপার বিনিময়ে রূপা এবং সোনার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু রূপার বদলে সোনা এবং সোনার বদলে রূপা যে রূপ ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

৮২-অনুচ্ছেদঃ মোযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়, অর্থাৎ গাছের খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর, রসালো আঙ্গুর (যা এখনো গাছে আছে)-এর বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর এবং ধারে বিক্রি করা। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) মোযাবানা ও মোহাকাল (ক্ষেতে বা মাঠে থাকতেই ফসল বিক্রি করা) ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

২.৩১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ قَالَ سَالِمٌ وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالثَّمَرِ وَلَمْ يَرْخِصْ فِي غَيْرِهِ .

২০৩১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা ফল (ক্ষেতের ফসল ক্ষেতে থাকাবস্থায়) ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি করো না, যতক্ষণ না তার উপযোগিতা (কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়ার মত অবস্থা) সৃষ্টি হয়। আর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর বিক্রি করো না। সালেম বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) যাকে ইবনে সাবেত (রাঃ)-র সূত্রে আমাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) পরবর্তী সময়ে রসযুক্ত কিংবা শুকনো খেজুর ধারে বা বাকীতে কেনা-বেচা করার অনুমতি প্রদান করেছেন। তবে এছাড়া অন্য কিছুই ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুমতি প্রদান করেননি।

২.৩২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزُّبَيْبِ كَيْلًا .

২০৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মোযাবানা হল, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে রসযুক্ত (তাজা) খেজুর মেপে ক্রয় করা এবং শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে রসযুক্ত (তাজা) আঙ্গুর মেপে বিক্রি করা।

২.৩৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ فِي رُؤُسِ النَّخْلِ .

২০৩৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা এবং মোহাকাল (ক্ষেতে থাকতেই ফসল বিক্রি করা) ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মোযাবানা হল শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর (যা এখনো গাছেই আছে) ক্রয় করা।

২.৩৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

২০৩৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মোহাকালার^{২০} ও মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

২.৩৫. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.

২০৩৫. য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরিয়্যার মালিককে তা আন্দাজে পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক বিক্রয় করার অনুমতি দান করেছেন।

৮৩-অনুচ্ছেদ : স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে বৃক্ষোপরি খেজুর বেচাকেনা করা।

২.৩৬. عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يَبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالْدينَارِ وَالْدينَرِ إِلَّا الْعَرَايَا.

২০৩৬. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফল (খেজুর) পরিপক্ব ও ব্যবহারোগ্যোগী না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন এবং আরায়্যা ব্যতীত তা দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে ছাড়া বিক্রি করাও যাবে না।

২.৩৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خُمْسَةٍ أَوْسُقٍ أَوْ ثَوْنِ خُمْسَةٍ أَوْسُقٍ قَالَ نَعَمْ.

২০৩৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) কি পাঁচ ওয়াসাক বা তার কম পরিমাণে আরায়্যা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন? হী অনুমতি প্রদান করেছেন।

২.৩৮. عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا بِأَكْلِهَا أَهْلُهَا رُطْبًا وَقَالَ سَفِيَّانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا قَالَ هُوَ سَوَاءٌ وَقَالَ سَفِيَّانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلَامٌ إِنْ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فَقَالَ وَمَا يُدْرِي

২০. মোহাকালার হল ক্ষেতে ছড়া বা শীষের মধ্যকার গম ক্ষেত হতে সংগৃহীত শুকনো গমের বিনিময়ে আন্দাজে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর মোযাবানা হল সংগৃহীত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত বা তাজা খেজুর অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা। কেননা আন্দাজ করে কোন জিনিস এভাবে বিক্রি করা বৈধ নয়।

أَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سَفِيَّانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قِيلَ لِسَفِيَّانٍ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ لَا .

২০৩৮. সাহল ইবনে আবু হাছমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত (তাজা খেজুর যা এখনো গাছেই আছে) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আরিয়্যার অনুমতি দিয়েছেন। সুফিয়ান দ্বিতীয়বার যা বলেছেন তা হল, তবে তিনি খেজুর তার মালিককে আন্দাজে বিক্রি করতে অনুমতি প্রদান করেছেন যেন তারা রসযুক্ত খেজুর খেতে পারে। এবং তিনি বলেছেন যে, আসলে উভয়টি একই। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি তখন অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমি ইয়াহুইয়াকে বললাম, মক্কাবাসীগণ বলে থাকেন, নবী (সঃ) আরিয়্যা পদ্ধতিতে বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করেছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, মক্কাবাসী তা কিভাবে জানল? আমি বললাম, তারা (মক্কাবাসীগণ) জাবের থেকে বর্ণনা করে থাকেন। এ কথায় ইয়াহুইয়া চুপ হয়ে গেলেন। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, এ কথা বলার মধ্যে আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, জাবের (রা) তো মদীনাবাসী। সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হল, ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করার নিষেধাজ্ঞা তো এতে নেই? তিনি বললেন, না।

৮৪-অনুচ্ছেদ : আরিয়্যার ব্যাখ্যা। মালেক (র) বলেছেন, আরিয়্যা হল, এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তিকে ফল খাওয়ার জন্য খেজুর গাছ দান করা। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির (যাকে দান করা হল) বার বার বাগানে প্রবেশের কারণে বিরক্তিবোধ হওয়ায় গাছের মালিক কর্তৃক শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে গাছের উক্ত খেজুর খরিদ করে নেয়া। ইবনে ইদরীস বলেছেন, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে রসযুক্ত খেজুর নগদ ও মাপে কিনাকে আরিয়্যা বলে। সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা)-র এই কথা থেকে এর জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়, “সুনির্দিষ্ট মাপের মাধ্যমে”। ইবনে ইসহাক নাকি ও ইবনে উমরের মাধ্যমে বর্ণিত একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আরিয়্যা হল, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার মালের মধ্য হতে একটা বা দু’টা খেজুরবৃক্ষ অপর ব্যক্তিকে দান করা। ইয়াযীদ সুফিয়ান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, আরিয়্যা হল, যে খেজুর বৃক্ষ দরিদ্র ব্যক্তিদের দান করা হয় সেগুলো। কিন্তু নিত্য দরিদ্র হওয়ার কারণে অভাব পূরণার্থে উক্ত ব্যক্তির ঐ বৃক্ষের খেজুর পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। সুতরাং শুকনো খেজুরের যে পরিমাণের বিনিময়েই হোক না কেন তাদের তা বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।

২.৩৯. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تَبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخْلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا .

২০৩৯. য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরিয়্যার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন- ওজন করা খেজুরের বিনিময়ে গাছের অনুমান করা খেজুর বিক্রি করা যেতে পারে। মুসা ইবনে উকবা বর্ণনা করেছেন, আরিয়্যা বলা হয় নির্দিষ্ট খেজুর বৃক্ষ যার কাছে এসে লোকেরা তা কিনে নেয়।

৮৫-অনুচ্ছেদ : ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা। লাইস ... য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় লোকেরা ফল কেনা-বেচা করত। ফসল সংগ্রহের সময় হলে খরিদার এসে বলত, ফসলের বিপর্যয় হয়েছে, রোগ হয়েছে, পোকায় ধরেছে, ওকিয়ে গেছে ইত্যাদি কথা বলে ঝগড়া করত। মীমাংসার মানসে এ ধরনের ঝগড়া বিবাদ বহুল পরিমাণে পৌছতে থাকলে রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ব্যাপারে বলেন, যদি তোমরা এ ধরনের কেনা-বেচা পরিত্যাগ করতে না পার তবে ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয়-বিক্রয় কর না। আর যেহেতু বহুল পরিমাণে অভিযোগ মীমাংসার মানসে তাঁর কাছে আসছিল সে কারণে পরামর্শ স্বরূপ তিনি এ কথা বলেছিলেন। খারিজা ইবনে য়ায়েদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) ফলের রং লাল ও মেটে লাল শষ্ট হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাঁর জমির ফল বিক্রি করতেন না। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, আলী ইবনে বাহর এ বিষয়ে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট হাকাম য়ায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

২.৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ .

২০৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ব্যবহারোপযোগী না হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই তিনি নিষেধ করেছেন।

২.৪১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُقَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَغْنَى حَتَّى تَحْمَرَّ .

২০৪১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) পাকার পূর্বেই খেজুর ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেছেন, এর অর্থ হল পেকে লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

২.৪২. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقَّ فَقِيلَ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .

২০৪২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রং-এর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নবী (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রং পরিবর্তন হওয়ার অর্থ লাল বা মেটে লাল হওয়া এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

৮৬- অনুচ্ছেদ : ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই খেজুর ক্রয় বিক্রয় করা।

২.৪৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قَلِيلٌ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارٌ أَوْ يَصْفَارٌ .

২০৪৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উপযোগিতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে এবং রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে মহানবী (সঃ) নিষেধ করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রং পরিবর্তিত হওয়া বলতে কি বুঝায়? উত্তরে তিনি (সঃ) বললেন, লালবর্ণ ও মেটে লাল বর্ণ ধারণ করা।

৮৭-অনুচ্ছেদ : ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে যদি কেউ ফল বিক্রি করে এবং কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতাকে সে ক্ষতির দায়িত্ব বহন করতে হবে।

২.৪৪. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْمِيَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْمِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَّعَ اللَّهُ الثَّمَرَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمْرًا قَبْلَ أَنْ يُبْدُوَ صَلَاحَهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاصِفَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّعٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَّبَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ .

২০৪৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফলের রং না আসা পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, (ফলের) রং আসার অর্থ কি? তিনি বললেন, লোহিত বর্ণ ধারণ করা। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আচ্ছা বল তো আল্লাহ যদি ফলের উৎপাদন প্রতিরোধ করেন তবে তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন অধিকারে (কিসের বিনিময়ে) তার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করবে। ইবনে শিহাব বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি উপযোগিতা সৃষ্টির পূর্বেই ফল ক্রয় করে এবং পরে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মালিককে অর্থাৎ বিক্রেতাকে ঐ ক্ষতির দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে আমার কাছে

বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ফলের উপযোগিতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় করো না এবং শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের (রসযুক্ত) খেজুর বিক্রি কর না।

৮৮- অনুচ্ছেদ : বাকিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা।

২.৬০. عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرُّمَنِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَمَنَهُ دِرْعَةً .

২০৪৫. আ'মাশ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা বন্ধক রেখে বাকিতে ক্রয়ের কথা ইবরাহীমের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, এরূপ করতে কোন দোষ নেই। অতঃপর তিনি আমাকে আসওয়াদের মাধ্যমে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শুনাগেল যে, নবী (সঃ) একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকিতে এক ইহুদীর নিকট থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছিলেন এবং স্বীয় লৌহ বর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

৮৯-অনুচ্ছেদ : উত্তম খেজুরের বিনিময়ে খারাপ খেজুর বিক্রি করা।

২.৬৬. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ بِاللَّزْرِ أَمْ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيبًا .

২০৪৬. আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারে তহশীলদার নিযুক্ত করেছিলেন। সে তাঁর (সঃ) কাছে উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে আসলে তিনি (তা দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারে সকল খেজুরই এরূপ উত্তম? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর শপথ! সকল খেজুর এরূপ নয়। আমরা এগুলো এক সা' অন্যগুলোর দু'সা'র বিনিময়ে এবং এগুলোর দু' সা' অন্যগুলো তিন সা'র বিনিময়ে নিয়ে থাকি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এরূপ করবে না। বরং পাঁচ মিশালী খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে উত্তম খেজুর উক্ত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করবে।

৯০-অনুচ্ছেদ : স্ত্রী খেজুরের কাদিতে নর খেজুরের রেণু প্রবিষ্ট (তাবীর) করানো হয়েছে এরূপ খেজুর গাছের বিক্রেতা কিংবা ফসলসহ জমি বিক্রেতা বা ঠিকা হিসেবে প্রদানকারীর বর্ণনা। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বর্ণনা করেন, ইবরাহীম আমার নিকট----- ইবনে উমরের আশাদকৃত দাস নামে থেকে

বর্ণনা করেছেন যে, নর খেজুর গাছের রেণু প্রবিষ্ট করানো হয়েছে এমন খেজুর গাছ কেউ বিক্রি করলে ফলের কথা যদি উল্লেখ করা না হয় তবে রেণু প্রবিষ্টকারী ব্যক্তিই ফলের অধিকারী হবে। কৃতদাস ও ক্ষেতের ফসলের ব্যাপারেও একইরূপ সিদ্ধান্ত হবে। নাফে এ তিনটি জিনিসের নামই তাঁর কাছে উল্লেখ করেছিলেন।

২. ৪৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتَ فَنَمَرُهَا لِلْبَّاعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُتَبَاعُ .

২০৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি নর খেজুরের রেণু প্রবিষ্ট করানো খেজুর গাছ বিক্রি করে আর ক্ষেত ফল নেয়ার শর্ত আরোপ না করে থাকে তবে ঐ গাছের খেজুর বিক্রেতার প্রাপ্য হবে।

৯১-অনুচ্ছেদ : মাঠের ফসল (যা এখনো কাটা হয়নি) ওজনকৃত খাদ্যাশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করার বর্ণনা।

২. ৪৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُرَابَنَةِ أَنْ يُبَيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِثَمَرٍ كَثِيلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يُبَيْعَهُ بِزَبِيبٍ كَثِيلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يُبَيْعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .

২০৪৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ বাগানের ফল যদি খেজুর হয় তবে তা ওজনকৃত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে, আঙ্গুর হলে ওজনকৃত শুকনো আঙ্গুরের (মোনাকা) বিনিময়ে এবং অন্য কোন ফসল হলে (যা ক্ষেত হতে এখনো কাটা হয়নি) ওজনকৃত খাদ্যাশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করতে এবং এরূপ প্রকৃতির সকল রকম কেনা-বেচা করতে নিষেধ করেছেন।

৯২-অনুচ্ছেদ : মূল শিকড় সমেত খেজুর গাছ বিক্রি করা (অর্থাৎ গাছসহ বিক্রি করা)।

২. ৪৯. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَبْرَأَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبْرَأَ النَّخْلَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُتَبَاعُ .

২০৪৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি খেজুর গাছ তাবীর (নর খেজুরের পুষ্প রেণু স্ত্রী গাছের কাঁদিতে প্রবিষ্ট) করার পর গাছটিই বিক্রি করে দিলো। (কেনার সময়) ক্ষেত ফল পাওয়ার শর্ত আরোপ না করে থাকলে ঐ গাছের খেজুর তাবীরকারী ব্যক্তির প্রাপ্য হবে।

৯৩-অনুচ্ছেদ : কাঁচা ফল ও ফসল বিক্রি করা।

২.৫০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمَرْابِنَةِ .

২০৫০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মোহাকালাহ, মোখাদারাহ, মোলামাসাহ, মোনাবায়াহ ও মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। ২১

২.৫১. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْمُو فَقُلْنَا لَأَنَسٍ مَا زَمَوْهَا قَالَ تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمِ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ .

২০৫১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রং না আসা পর্যন্ত নবী (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, রং আসা বলতে কি বুঝায়? তিনি বলেন [নবী (সঃ) বলেছেন] লাল বা মেটে লালবর্ণ ধারণ করা। আচ্ছা বল তো, আব্বাহ যদি ফল থেকে (কোন প্রকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা) বঞ্চিত করেন, তাহলে কিসের বিনিময়ে তুমি তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করা বৈধ মনে করবে?

৯৪-অনুচ্ছেদ : খেজুর গাছের মাথি বিক্রি করা এবং তা খাওয়ার বর্ণনা।

২.৫২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرُّجُلِ الْمُؤْمِنِ فَارَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَحَدُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

২০৫২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় আমি নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় তিনি খেজুর গাছের মাথি খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন,

২১. মোহাকালাহ-ক্ষেতে শীঘ্রের মধ্যকার গম বা অনুরূপ অন্য কোন ফসল সঞ্চার করে মাড়াই করার পূর্বে অর্থাৎ ক্ষেতে থাকতেই সংগৃহীত ও ওজনকৃত শুকনো গমের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। মোখাদারাহ হল, ফল বা খাদ্যশস্য কাঁচা বা অপোক্ত থাকতেই বা উপযোগিতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয় করা। মোলামাসাহ হল, ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মূল্য বলে যে কোন একজন বা উভয়ে অপর জনের বা সম্পদের পরিধেয় স্পর্শ করে ক্রয়-বিক্রয়কে নিশ্চিত করা। অর্থাৎ জাহিলী যুগের নিয়ম ছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে একজন আরেক জনের বস্ত্র স্পর্শ করলেই বিক্রয় নিশ্চিত ও আবশ্যকীয় হয়ে যেত। মোনাবায়াহ হল, অনুরূপভাবে কেনা-বেচার সময় ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপরের দিকে কাপড় নিক্ষেপ করে ক্রয়কে নিশ্চিত ও আবশ্যকীয় করা। আর মোযাবানা হল, সংগৃহীত শুকনো ও ওজনকৃত খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত (তাজা) খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা।

বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটা বৃক্ষ আছে ঈমানদার লোকের মত। ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি তখন মনে করলাম যে, বলি, উক্ত গাছ হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি বয়সে সবার ছোট (হওয়ার কারণে লজ্জায় তা বললাম না)। পরে তিনি (সঃ) বললেন, তা হল খেজুর গাছ।

৯৫-অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ এবং ওজন ইত্যাদি প্রত্যেক শহর বা এলাকবাসীর নিজস্ব পরিচিত ও প্রচলিত পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য। তাদের আচার-আরচণ, নিয়ত এবং অধিক প্রচলিত নিয়ম-কানুন গ্রাহ্য হবে। সুরাইহ তাঁতীদের বলেছিলেন, তোমাদের মাঝে তোমাদের রসম-রেওয়াজ অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে। আবদুল ওয়াহহাব আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, দশ টাকায় ক্রীত বস্তু এগার টাকায় বিক্রি করা যাবে। খরচের জন্য মুনাফা গ্রহণ করা হয়। নবী (সঃ) হিন্দকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যথারীতি ততটা গ্রহণ কর, যতটা তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়। মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

“যে দরিদ্র তাকে নিয়ম মারফিক

উত্তম পন্থায় গ্রহণ করা উচিত।” হাসান (বসরী) আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসের নিকট থেকে একটা গাধা ভাড়া করে জিজ্ঞেস করলেন, বিনিময়ে কত ভাড়া দিতে হবে? তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাস) বলেন, দুই দানিক (অর্থাৎ এক দিরহামের এক-তৃতীয়াংশ দিতে হবে)। এ কথা শুনে তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন অর্থাৎ সম্মত হয়ে গেলেন। পরে অন্য এক সময় তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসের নিকট গিয়ে বললেন, গাধা দরকার, গাধা (অর্থাৎ ভাড়া করতে চাই)। এরপর কোন ভাড়া বা শর্ত নির্ধারণ ছাড়াই তিনি তাতে আরোহণ করলেন এবং তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসকে) আধা দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।

২.০২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ حَجَّم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو طَيْيَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاஜِهِ.

২০৫৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু তাইবাহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে (রক্তমোক্ষণের জন্য) শিংগা লাগালে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে এক সা' খেজুর প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তার মনিবকে তার নির্ধারিত প্রদেয় কমানোর নির্দেশ প্রদান করলেন।

২.০৪. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هُنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ أَنْ أَخْذُ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَيَتُوكِ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ.

২০৫৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়ার মা হিন্দ এসে রসূলুদ্বাহ (সঃ)-কে বলল, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমার প্রয়োজন মিটানোর জন্য আমি যদি তার সম্পদ থেকে চুপে চুপে কিছু গ্রহণ করি তাতে কি আমার গোনাহ হবে? জবাবে তিনি (সঃ) বললেন, তুমি ও তোমার সন্তানদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে তার সম্পদ থেকে ততটুকু গ্রহণ কর যতটুকু তোমাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়।

২.৫৫. عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أَنْزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يَقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ .

২০৫৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি বিত্তশালী ও সম্বল তার জন্য বিরত থাকাই উচিত, আর যে বিত্তহীন দরিদ্র তার সৎভাবে গ্রহণ করা উচিত” মহান আল্লাহর এই বাণীটি ইয়াতীম বালক বালিকাদের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধানকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে—যারা তাদের দেখাশোনা করে ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। যদি তারা বিত্তহীন দরিদ্র হয় তবে তারা ইয়াতীমদের সম্পদ সৎভাবে গ্রহণ করতে পারে।

৯৬-অনুচ্ছেদঃ এক অংশীদার কর্তৃক (তার অংশ) আরেক অংশীদারের নিকট বিক্রি করা।

২.৫৬. عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

২০৫৬. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) সর্ব প্রকারের এজমালী সম্পদ (নৈকটোর ভিত্তিতে) ক্রয়ের (শুফআ বা ক্রয়ে অগ্রাধিকার) আধিকার প্রদান করেছেন। সীমা নির্ধারিত হয়ে গেলে এবং পথ করে দেয়া হলে (অগ্রাধিকারের দাবিতে) ক্রয়ের (Pre-emption) অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

৯৭-অনুচ্ছেদঃ এজমালী জমি, বাড়ী ও অন্যান্য আসবাবপত্র বিক্রয় করা।

২.৫৭. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

২০৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক এজমালী সম্পদে নবী (সঃ) ক্রয়ে অগ্রাধিকার থাকার ফয়সালা প্রদান করেছেন। (বন্টনের পর প্রত্যেকের) যখন সীমা নির্ধারিত হয়ে গেল এবং রাস্তা হয়ে গেল, তখন আর অগ্র-ক্রয়াদিকার (Per-emption) থাকবে না।

৯৮-অনুচ্ছেদঃ কারো বিনা অনুমতিতে তার জন্য কোন দ্রব্য উন্নয় করা হলো এবং সে তাতে সম্মতি প্রদান করলো।

২০৫৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مَشُورًا فَاصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ فَأَنْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ثُمَّ أَجِئُ فَأَحْلُبُ فَأَجِئُ بِالْحَلَابِ فَأَتِي بِهِ أَبِي فَيَشْرِيَانِ ثُمَّ أَسْقِي الصَّبِيَّةَ وَأَهْلِي وَأَمْرَأَتِي فَأَحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِبِي وَدَائِبَهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ فَقَالَتْ لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رَجُلَيْهَا قَالَتْ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَقْضِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمْ الثَّلَاثِينَ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا يَفْرِقُ مِنْ ذُرَّةٍ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرْقِ فَرَزَعْتُهُ حَتَّى اسْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا فَإِنَّهَا لَكَ فَقَالَ اسْتَهْزِئْ بِي قَالَ فَقُلْتُ مَا اسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ -

২০৫৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হয়ে পথ চলতে থাকাকালে বৃষ্টি শুরু হলে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। (এই সময়) ওপর থেকে একটা বড় পাথর সটকে পড়লে (তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল সেই) গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। নবী (সঃ) বলেন, তারা একে অপরকে বলল, তোমাদের

কৃত সর্বোত্তম আমলের কথা বলে (পাথর অপসারিত হওয়ার জন্য) আল্লাহর কাছে দোআ করো। সুতরাং তাদের একজন এই বলে দোআ করল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে মাঠে গিয়ে পশু পাল চরাইতাম। অতঃপর বাড়ী ফিরে এসে দুধ দোহন করে দুধের পাত্র নিয়ে (সর্বপ্রথম) আমার (বৃদ্ধ) পিতা-মাতার কাছে যেতাম এবং তারা পান করত। এরপর আমার সন্তান, বাড়ীর পোষ্য ও আমার স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। একদিন আমার বাড়ী ফিরতে দেৱী হলে রাত্রি হয়ে গেল। আমি (বাড়ী) এসে দেখলাম তারা (আমার মাতা পিতা) নিদ্রা যাচ্ছেনা। তাই আমি তাদেরকে জাগ্রত করা ভাল মনে করলাম না। আমার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে কঁদতে থাকল। আমি তাদের (পিতা-মাতার) জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম এবং এভাবেই ভোর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমি এরূপ করেছিলাম, তাহলে গুহার মুখ থেকে পাথরখানা একটু সরিয়ে দাও যাতে আমরা আসমান দেখতে পাই। নবী (সঃ) বলেন, গুহার মুখ থেকে পাথর কিছুটা অপসারিত হল। অন্যজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে এতো বেশী ভালবাসতাম, একজন পুরুষ একজন নারীকে যত বেশী ভালবাসতে পারে। কিন্তু সে বলল, তুমি আমাকে একশত দীনার না দেয়া পর্যন্ত তা (তোমার আকাংক্ষিত বস্তু) লাভ করতে পারবে না। সুতরাং বহু কষ্টে ও চেষ্টা করে আমি তা সফল করলাম। অতঃপর আমি যখন তার দু'পায়ের মাঝে উপবেশন করলাম তখন সে বলল, আল্লাহকে ভয় করো এবং (বিয়ে না করে) অবৈধভাবে আমার কুমারীত্ব ও সতীত্ব হরণ করো না। তখন আমি তাকে ত্যাগ করে উঠে পড়লাম। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে করো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমি তা করেছিলাম, তাহলে (গুহা-মুখের) পাথরখানা আরো একটু সরিয়ে দাও। নবী (সঃ) বলেন, পাথরখানাকে এবার দুই-তৃতীয়াংশ সরিয়ে দেয়া হল। অন্য ব্যক্তি (তৃতীয় জন) বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, আমি এক ফারাক (তিন সা') খাদ্যশস্যের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। আমি যখন তাকে তা প্রদান করলাম তখন সে তা নিতে অস্বীকৃতি জানাল। আমি ঐ এক ফারাক শস্যের কথা ভাবলাম এবং তা নিয়ে জমিতে বপন করলাম এবং এভাবে তা দিয়ে গরু কিনলাম ও রাখালের ব্যবস্থা করলাম। পরে (এক সময়ে) সে ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার পাওনাটা আমাকে পরিশোধ করুন। আমি বললাম, গরুর পাল ও রাখাল যেখানে আছে সেখানে যাও এবং সেগুলো তোমারই সম্পদ। (একথা শুনে) সে বলল, আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, বরং ওগুলো সত্যিই তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে করো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমি এরূপ করেছিলাম, তাহলে পাথর অপসারণ করে গুহার মুখ উন্মুক্ত করে দাও। সুতরাং (পাথর অপসারণ করে) গুহার মুখ উন্মুক্ত করে দেয়া হল।

৯৯-অনুবোধঃ শত্রু রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং মুশরিকদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা।

২.০৭- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ

مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ۖ بَيْعًا أَمْ عَظِيَّةٌ أَوْ قَالَ أَمْ
هَبَّةٌ قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَأَشْتَرِي مِنْهُ شَاةً -

২০৫৯. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। এই সময় দীর্ঘদেহী ও মাথার কেশ অবিন্যস্ত এক মুরিক ব্যক্তি বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে আসলো। নবী (সঃ) তাকে বললেন, বিক্রি করতে চাও না উপহার দিতে, অথবা তিনি বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) দান করতে চাও? লোকটি বলল, না বরং বিক্রি করতে চাই। নবী (সঃ) তার নিকট থেকে একটা বকরী ক্রয় করে নিলেন।

১০০-অনুচ্ছেদঃ শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিকের নিকট থেকে কৃতদাস খরিদ করে তা দান করা ও আযাদ করে দেয়া সম্পর্কে। নবী (সঃ) সালমান (ফারসী)-কে বলেছিলেন, মোকাতাবা (আযাদ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে লিখিত চুক্তি) করে নাও। তিনি (সালমান ফারসী) আযাদ মানুষ ছিলেন। কিন্তু মানুষ তার প্রতি জুলুম করে তাঁকে (দাস হিসেবে) বিক্রি করেছিল। আশ্বার, সুহাইব ও বিলাল (রা)-কে বন্দী করা হয়েছিল। মহান আল্লাহর বাণী:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ فَهُمْ سَوَاءٌ أَفَبِنِيمَةٍ اللَّهُ يَجْمَدُونَ -

“আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে রিক্রির ব্যাপারে কতককে কতকের চাইতে মর্যাদাবান করেছেন। যাদেরকে মর্যাদাবান করা হয়েছে তারা পরস্পর সমতা আনয়নের জন্য স্বীয় কৃতদাসদেরকে উক্ত রিক্রি থেকে প্রদান করে না। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে? (সূরা নাহলঃ ৭১)২২

২. ৬. - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ۖ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةٍ
فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِّنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِّنَ الْجَبَّارَةِ فَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ

২২. অনুচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী (রা) সালমান ফারসী (রা) সম্পর্কে লিখেছেন, লোকেরা তাঁর প্রতি জুলুম করেছে ও দাস হিসেবে বিক্রি করেছে। প্রকৃত ঘটনা হল, সালমান ফারসী (রা) ছিলেন প্রথম জীবনে অগ্নি উপাসক। সত্যের অবশেষে তাঁর পিতাকে ছেড়ে বের হন এবং পরপর তিনজন পাত্রীর শরণাগত হন এবং তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সাহচর্যে থাকেন। শেষোক্তজন হেজাজ জমির কথা বলে সেখানে রসূলগ্ৰাহ (সঃ) আত্মপ্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে তাঁকে অবহিত করে। পৃথিমধ্যে ওয়াদিল কুরা নামক জায়গাতে তাঁকে কৃতদাস হিসেবে এক ইয়াহুদের নিকট বিক্রয় করে দেয়া হয়। অতঃপর বন্দী কুরাইযা গোত্রের অপর এক ইয়াহুদী তাঁকে ক্রয় করে মদীনায় নিয়ে আসে। পরে রসূলগ্ৰাহ (সঃ) হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে সালমান ফারসী তাঁর নবুওয়্যাতের আলামতসমূহ দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূলগ্ৰাহ (সঃ) তখন তাঁকে মোকাতাবা করতে বলেন এবং এভাবে তিনি পরে দাসত্বের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি লাভ করেন।

بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ
 قَالَ أُخْتِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكَ أُخْتِي وَاللَّهِ
 إِنِّي عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوْضًا
 وَتُصَلِّيَ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِن كُنْتُ أَمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى
 زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَى الْكَافِرِ فَغَطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو
 سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتْ اللَّهُمَّ إِنِّي يَمْتُ يَقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ
 فَأَرْسَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوْضًا تُصَلِّيَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِن كُنْتُ أَمَنْتُ بِكَ
 وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَى هَذَا الْكَافِرِ فَغَطَّ
 حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ
 اللَّهُمَّ إِنِّي يَمْتُ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسَلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ
 مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا أَرْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا أَجْرَ فَرَجَعْتُمْ إِلَى
 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَتْ أَشْعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً -

২০৬০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছিলেন। তাঁকে সংগে নিয়ে যখন তিনি এমন একটি জনপদে উপস্থিত হলেন, যেখানে এক বাদশাহ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কোন এক অত্যাচারী থাকত। তাকে (বাদশাহকে বা অত্যাচারীকে) অবহিত করা হল যে, ইবরাহীম একজন নারীসহ আগমন করেছে, যে নারীদের মধ্যে সবচাইতে সুন্দরী ও সুশ্রী। তাই সে (বাদশাহ বা অত্যাচারী) তাঁর (ইবরাহীমের) কাছে এই মর্মে জানতে চেয়ে লোক পাঠালো যে, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গিনী মহিলাটি কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর সারার কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, আমার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করো না। আমি তাদেরকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! গোটা এই এলাকায় (দেশে) আমি আর তুমি ব্যতীত কোন ঈমানদার নেই। এরপর তিনি তাঁকে (সারাকে) বাদশাহর কাছে পাঠালেন। বাদশাহ তাঁর কাছে গেলে তিনি (সারা) উঠলেন, উষু করলেন, নামায পড়লেন এবং এই বলে দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমি সত্যিকারভাবেই যদি তোমার ও তোমার রসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি আর আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সবার থেকে আমার সত্যত্ব হেফাজত ও রক্ষা করে থাকি, তাহলে কাফেরকে আমার ওপর আধিপত্য প্রদান করো না। তৎক্ষণাৎ সে (বাদশাহ মাটিতে পড়ে) সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল এবং পা রগড়াতে শুরু করল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! যদি সে এখন মৃত্যুবরণ করে তাহলে বলা হবে যে, সেই মহিলাটিই তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং তার (বাদশাহর) উক্ত

অবস্থা বদলিত হয়ে গেলে সে আবার তাঁর (সারার) কাছে এগিয়ে গেল। তখন তিনি (সারা) উঠে উযু করেন, নামায আদায়ের পর দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমি যদি সত্যিই তোমার ও তোমার রসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি এবং আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সবার থেকে আমার সতীত্বকে রক্ষা করে থাকি তাহলে এ কাফেরকে আমার ওপর আধিপত্য প্রদান করো না। (এ কথা বলার সাথে সাথে) সে (বাদশাহ) মাটিতে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল এবং পা রগড়াতে শুরু করল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! (এখন) যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে বলা হবে এ মহিলাটি তাকে (বাদশাহকে) হত্যা করেছে। সুতরাং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বারের পর সে বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা আমার নিকট এক শয়তান বৈ প্রেরণ কর নাই। তাকে ইবরাহীমের নিকট নিয়ে যাও এবং আজারকে (হাজেরাকে) তাকে প্রদান কর। তখন তিনি (সারা) ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কি উপলব্ধি করেছেন যে, আল্লাহ কাফেরকে নিরাশ, লাজ্জিত ও মনোক্ষুণ্ন করেছেন এবং একজন সেবিকা প্রদান করেছেন?

২.৬১ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصِمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غَلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَى شَبِيهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ عَلِيٍّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبِيهِهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطً -

২০৬১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একটা বালকের দাবী নিয়ে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং আব্দ ইবনে যামআ ঝগড়ায় লিপ্ত হলেন। সা'দ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের সন্তান। তিনি আমাকে ওছিয়ত করে গিয়েছেন যে, সে তার পুত্র। উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের সংগে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন। আর আব্দ ইবনে যামআ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই। আমার পিতার বাড়ীতে (তার বিছানায়) তার দাসী-গর্ভে জন্মলাভ করেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) (এসব শুনে) তার (বালকটির) চেহারার সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং দেখতে পেলেন, উতবার চেহারার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু তিনি (রায় দিয়ে) বললেন, এ বালক তোমার জন্য হে আব্দ ইবনে যামআ। কেননা যার বিছানা, সন্তান তারই। আর যেনাকারীর জন্য পাথর। আর হে সাওদা বিনতে যামআ! তুমি তার (বালকটির) সামনে পর্দা করবে। সুতরাং তারপর সাওদা (রাঃ) আর কোনদিন তাকে দেখেননি (বা দেখা দেননি)।

২.৬২ - عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصَهِيبٍ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا

تَدْعُ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ فَقَالَ صُهِيبٌ مَا يَسْرُنِي أَنْ لِي كَذَا وَكَذَا وَإِنِّي قُلْتُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ -

২০৬২. আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সোহাইবকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রকৃত পিতা ছাড়া আর কারো সাথে নিজের বংশ সম্পর্কের দাবী করো না। এ কথা শুনে সোহাইব (রাঃ) বললেন, এতো এতো সম্পদের বিনিময়েও আমার নিকট তা পসন্দনীয় নয় যে, আমি ঐরূপ (অর্থাৎ ভাষা রুম্ব হওয়া সত্ত্বেও আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবী করব)। আসল ব্যাপার হল আমাকে শিশু বয়সেই চুরি করা হয়েছিলো২৩

২.৬৩- عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ أَتَحَنَّنْتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَلَةٍ وَعَقَاقَةٍ وَهَدَقَةٍ مَلَ لِي فِيهَا أَجْرٌ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَلِمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ -

২০৬৩. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! জাহিলী যুগে আমি কিছু ভাল কাজ করতাম, যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, কৃতদাসকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করা এবং দান খয়রাত করা। এসব কাজের জন্য কি আমি কোন পুরস্কার লাভ করব? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, অতীতের সৎকর্ম সহই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ (অর্থাৎ জীবনে তুমি যেসব সৎকাজ করেছ তার জন্য পুরস্কৃত হবে)।

১০১-অনুচ্ছেদঃ প্রক্রিয়াজাত করার পূর্বে মৃত জন্তুর চামড়া ব্যবহার সম্পর্কে।

২.৬৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَلَأَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا بِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا -

২০৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাচ্ছ না কেন? লোকেরা বলল, এ যে মৃত (বকরী)। তিনি (সঃ) বললেন, (তাতে কি হয়েছে) মৃত জীব খাওয়া শুধু হারাম করা হয়েছে।

২৩. সোহাইব (রাঃ) হলেন সোহাইব ইবনে সিনান। বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন আরব। মাওসিলের নিকটবর্তী এলাকায় ছিল বাসস্থান। রোমানরা ঐ এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়। সোহাইব (রাঃ) ছিলেন সেই সময় একটি শিশু মাত্র। তাই তিনি রুম্মী ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি দাবী করতেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে আরব। কিন্তু অনেকেই তা জানত না বলে এবং তাঁর ভাষা রুম্মী ভাষা বলে থাকে আরব বলে স্বীকার করত না। সাহাবা আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) উল্লেখিত কথাটি এই কারণেই বলেছিলেন। আর তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে আমি আরব কিন্তু ছোট থাকতেই রোমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। এজন্য আমি রোমান ভাষায় কথা বলি।

কিতাবুল বুয়

১০২-অনুচ্ছেদঃ শূকর হত্যা করা। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) শূকরের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

২.৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مَقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعَ الْجَزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ -

২০৬৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ সেই মহান সন্তার শপথ যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ! অচিরেই ইবনে মরিয়ম [ঈসা (আঃ)] ন্যায়বান শাসক হয়ে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন (আসবেন)। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করে ফেলবেন এবং জিয়া উঠিয়ে দিবেন। আর সম্পদের প্রাচুর্য এত বেশী হবে যে, কেউই তা (দান) গ্রহণ করতে চাইবে না।

১০৩- অনুচ্ছেদঃ মৃত জন্তুর চর্বি গলানো বৈধ নয়। এরূপ চর্বিজাত তেল বিক্রি করা যাবে না। এ সংক্রান্ত হাদীস জাবের (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২.৬৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا -

২০৬৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জানতে পারলেন যে, অমুক ব্যক্তি শরাব বিক্রি করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। সে কি জানে না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের জন্য চর্বি খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবুও তারা তা গলিয়ে বিক্রি করত।

২.৬৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَآكَلُوا أَثْمَانَهَا -

২০৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের জন্য চর্বি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবু তারা তা বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করত।

১০৪-অনুচ্ছেদঃ প্রাণহীন জিনিসের ছবি ক্রয়-বিক্রয় করা এবং এসব ছবির মধ্যে যেগুলো অপসন্দনীয় ও নিষিদ্ধ তার বর্ণনা।

২০৬৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أَحَدُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُهُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَى الرَّجُلُ رُبُوبَهُ شَدِيدَةً وَاصْفَرَ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أُبَيِّتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِيِّينَ أَنَّهُ هَذَا الْوَاحِدُ -

২০৬৮. সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বলল, হে আবুল আব্বাস! আমি এমন একজন মানুষ যে, আমি হস্তশিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জন করি। আর আমার শিল্প হল, আমি এসব ছবি অংকন করি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে (এ ব্যাপারে) যা শুনেছি তাই তোমাকে বলব। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ছবি তৈরী করবে, যতক্ষণ না সে উক্ত ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আযাব দিতে থাকবেন। অথচ সে কখনো তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। এ কথা শুনামাত্র লোকটি ভয়ে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক! এ কাজ করা ছাড়া তোমার যদি কোন গত্যন্তর না থাকে, তাহলে এসব বৃক্ষের এবং প্রাণহীন বস্তুর ছবি তুমি তৈরী করতে পার।

১০৫-অনুচ্ছেদঃ শরাবের ব্যবসা হারাম। জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) শরাবের ক্রয়-বিক্রয় হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন।

২০৬৯- عَنْ عَائِشَةَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ أُخْرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ -

২০৬৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হলে নবী (সঃ) (লোকদের উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে পড়লেন এবং ঘোষণা করলেন, শরাবের ব্যবসা হারাম করে দেয়া হয়েছে।

১০৬-অনুচ্ছেদঃ স্বাধীন মানুষ বিক্রি করা গোনাহ।

২০৭০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَلَاةً أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ -

২০৭০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হব। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা ও চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে, যে ব্যক্তি মুক্ত স্বাধীন মানুষ বিক্রি করেছে এবং যে ব্যক্তি কাউকে মজুর নিয়োগ করে পুরাপুরি কাজ আদায় করে নিয়েছে কিন্তু তাকে মজুরী প্রদান করেনি। ২৪

১০৭-অনুচ্ছেদঃ মদীনা থেকে বহিষ্কার ও উচ্ছেদকালে নিজ মালিকানাধীন ভূমি বিক্রি করে দেয়ার জন্য ইহুদীদের প্রতি নবী (সঃ)-এর নির্দেশ। আল-মাকরুরী আবু হুরায়রা (রা) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ২৫

১০৮-অনুচ্ছেদঃ কৃতদাসের বিনিময়ে কৃতদাস এবং জম্বুর বিনিময়ে জম্বু বাকীতে বিক্রি করা। ইবনে উমর (রাঃ) চারটি উটের বিনিময়ে একটি আরোহণ উপযোগী উট বাকীতে ক্রয় করেছিলেন এবং রাবাযাহ নামক জায়গায় উটটির মালিককে উটগুলোর হস্তান্তর করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ইবনে আবাস (রাঃ) বলেছেন, অনেক সময় একটা উট দুইটা উটের চাইতেও উত্তম হয়। রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট ক্রয় করে একটি তৎক্ষণাৎ হস্তান্তর করেছিলেন এবং অপরটি হস্তান্তর সম্পর্কে বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ আগামী সকালে বিলহ না করেই হস্তান্তর করব। ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেছেন, জম্বু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট এবং দু'টি বকরীর বিনিময়ে একটা বকরী বাকীতে বিক্রি করলে সুদ হয় না। ইবনে সীরীন বলেছেন, ধারে বা বাকীতে দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট এবং এক দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করায় কোন দোষ নেই।

২.৭১- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةٌ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ -

২০৭১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (খায়বারের) বন্দীদের মধ্যে সাফিয়াও ছিলেন। তিনি দাহিয়া আল-কালবীর অংশে পড়েন এবং পরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অংশে এসে যান।

১০৯-অনুচ্ছেদঃ কৃতদাসীদের বিক্রি করার বর্ণনা।

২৪. বর্তমান যুগে সংঘবদ্ধ অপহরণকারী দল স্বাধীন মুক্ত হলে-মেরেদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন দালালদের মাধ্যমে পাচার করে বিদেশে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ কামাই করছে। এ হাদীসে দৃষ্টিতে এরা জঘন্য অপরাধী।

২৫. হাদীসটি হলঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে গিয়ে বললেন, চল ইহুদীদের এলাকার যেতে হবে। সেখানে গিয়ে তিনি ইহুদীদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতএব তোমাদের কারো কোন সম্পদ থাকলে তা বিক্রি করে দাও। এটা বনী নাজীর গোত্রের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। অনুচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী (রঃ) এই হাদীসের দিকেই ইশারা করেছেন।

২০৭২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نُصِيبُ سَبِيًّا فَتُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ :
أَوْ أَنْكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَاعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةً كَتَبَ اللَّهُ
أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ -

২০৭২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বসেছিলেন। সে সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা যুদ্ধে বন্দী নারীদের গনীমতের অংশ হিসেবে পেয়ে থাকি। তাদের গর্ভ সঞ্চারণ হোক তা আমরা কামনা করি না, বরং আমরা তাদেরকে বিক্রি করে মূল্য পেতে আগ্রহী। সুতরাং আযল (স্ত্রী অঙ্গের বাইরে বীর্যস্থলন) করার ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন? তিনি (সঃ) বললেন, তোমরা এরূপ কর নাকি? তোমরা এরূপ না করলেও (আযল না করলেও) কোন ক্ষতি নেই। কারণ যে সন্তান সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে সে সৃষ্টি হবেই।

১১০-অনুচ্ছেদঃ মোদাবির কৃতদাসের (মনিবের মৃত্যুর পর যে কৃতদাস আশাদ হবে) বিক্রির বর্ণনা॥২৬

২০৭৩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ -

২০৭৩. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মেদাবার কৃতদাস বিক্রি করেছেন।

২০৭৪- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ ﷺ يُسْئَلُ
عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنَ قَالَ أَجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ
بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ -

২০৭৪. যাইয়েদ ইবনে খালেদ ও আবু হুরাইরা (রাঃ) উভয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনেছেন, ব্যতিচারিণী অবিবাহিতা ক্রীতদাসী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাকে চাবুক মার। পুনরায় ব্যতিচার করলে পুনরায় চাবুক মার। পুনরায় ব্যতিচার করলে পুনরায় চাবুক মার। এভাবে তৃতীয় অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) চতুর্থ বারের পর বললেন, তাকে বিক্রি করে দাও।

২০৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ

ইউ. মোদাবির ঐ কৃতদাসকে বলা হয় যার মালিক এই ঘোষণা দিয়েছে যে, তার মৃত্যুর পর উক্ত দাস আশাদ হয়ে যাবে।

زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُتْرَبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُتْرَبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّلَاثَةَ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَبْعِهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرِ-

২০৭৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কারো দাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় আর তা প্রমাণিত হয় তাহলে তার ওপর হদ্দ (শরীআত নির্দিষ্ট শাস্তি) জারি করে চাবুক মারতে হবে, কিন্তু এরপর তাকে ভর্ৎসনা করবে না বা গালি দিবে না। পুনরায় যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে হদ্দ জারি করে তাকে চাবুক মারতে হবে, কিন্তু এরপর তাকে ভর্ৎসনা করবে না বা গালি দিবে না। কিন্তু যদি সে পুনরায় তৃতীয়বার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে একগাছা চুলের রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

১১১-অনুচ্ছেদঃ ইচ্ছাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দাসীকে নিয়ে সফরে গমন করা যায় কিনা। হাসান (বসরী) সংগম ব্যতীত মোলামেশা ও চুরনে কোন প্রকার দোষ মনে করেন না। ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, সংগমকৃত দাসীকে যদি দান করা হয় অথবা বিক্রি করা হয় অথবা আজাদ করে দেয়া হয়, তবে এক হায়েষ পর্যন্ত সে ইচ্ছাত পালন করবে। কিন্তু কোন কুমারী দাসীকে ইচ্ছাত পালন করতে হবে না। আতা বলেছেন, গর্ভবতী ক্রীতদাসীর সংগে সংগম ব্যতীত অন্য কিছু করতে কোন দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فائهم غير ملومين -

“সেই সব ঈমানদারগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের লজ্জাহানসমূহকে হেফাজত করেছে, কিন্তু স্ত্রী ও ক্রীতদাসীদের থেকে নয়। এ ক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না” (মু’মিনুনঃ ৬)।

২.৭৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَدِيمُ النَّبِيِّ ﷺ خَيْرٌ قَلَمًا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذَكَرْلَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيْثٍ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تَلِكُ وَلَيْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَأَاهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ -

২০৭৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) যখন খায়বার আগমন করলেন এবং আগ্রাহ তাঁকে খায়বার দুর্গের ওপর বিজয় দান করলেন সেই সময় ইহুদী হয়াই ইবনে আখতারের কন্যা সাফিয়্যার রূপ ও সৌন্দর্য তাঁকে বর্ণনা করা হল। তার স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো এবং সে ছিল নব বিবাহিতা। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে (সাফিয়্যাকে) নিজের জন্য মনোনীত করলেন এবং তাকে নিজের জন্য গ্রহণ করে সেখান থেকে যাত্রা করলেন। এভাবে আমরা সাদ্কা রাওহা^{২৭} নামক জায়গায় উপনীত হলে তিনি পবিত্রা হলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বিয়ে করলেন। ছোট দস্তুরখানে হাইস নামক খাদ্য পরিবেশন করার ব্যবস্থা করে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের বললেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে জানিয়ে দাও (যেন তারা এসে খাবার গ্রহণ করে)। এটাই ছিল সাফিয়্যার বিবাহে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রদত্ত বিবাহতোজ্ঞ। এরপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখলাম, স্বীয় আবা দ্বারা তিনি তাঁকে (সাফিয়্যাকে) আড়াল করে রেখেছেন। তিনি উটের কাছে বসে নিজের হাঁটু পেতে দিলেন। সাফিয়্যা তাঁর পা তাঁর (সঃ) হাঁটুর ওপর রেখে (উটে) আরোহণ করলেন।

১১২-অনুবাদ: মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রি করা।

২.৭৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيَذْنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ-

২০৭৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন। সেই সময় তিনি (সঃ) মক্কাতেই অবস্থানরত ছিলেন। আগ্রাহ ও তাঁর রসূল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করেছেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আগ্রাহর রসূল! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তা নৌকায় লাগান হয়, চামড়ায় ঘষা হয় এবং জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করা হয়। তিনি বললেন, না, তাও চলবে না, বরং এসব কাজে ব্যবহার করাও হারাম। এই সময়ই রসূলুল্লাহ (সঃ) বলছিলেন, আগ্রাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। আগ্রাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করলে তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে।

১১৩-অনুবাদ: কুকুরের মূল্য।

২.৭৮- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوتِ الْكَاهِنِ-

২৭. 'সাদ্কা রাওহা' মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান।

২০৭৮. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) কুকুরের মূল্য, ব্যাভিচারিণীর ব্যাভিচারের দ্বারা উপার্জিত অর্থ এবং গণকের গণনার দ্বারা উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

২.৭৭ - عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي حُجَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَامًا فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَأَكَلَ الرَّبَا وَمَوَكَلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ -

২০৭৯. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি এক হাযযাম কৃতদাস খরিদ করে তার যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলা হল। এ ব্যাপারে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য এবং (ব্যাভিচারের দ্বারা) কৃতদাসীর উপার্জিত অর্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন। আর তিনি উলকি অংকনকারী, উলকি গ্রহণকারী, সুদ গ্রহণকারী এবং সুদ প্রদানকারীকে লানত করেছেন। তিনি ছবি তৈয়ারকারীকেও লানত করেছেন।

كتاب السلم (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ : মাপ (বা পরিমাণ) নির্দিষ্ট করে আগাম বেচা-কেনা।

২.৮০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شَكَ إِسْمَعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوِزْنٍ مَعْلُومٍ-

২০৮০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায়া আগমন করেন তখন লোকেরা এক বা দু'বছর মেয়াদে অথবা তিন বছর মেয়াদে খেজুর আগাম বেচা-কেনা করত (অর্থাৎ ক্রেতা খেজুরের মূল্য দু'তিন বছরের অগ্রিম দিত)। এটা দেখে তিনি (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি খেজুরের মূল্য আগাম প্রদান করে সে যেন নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট ওজনের উল্লেখ করে আগাম দেয়।

২.৮১- عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوِزْنٍ مَعْلُومٍ-

২০৮১. ইবনে আবু নাজীহ (রাঃ) থেকেও নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট ওজন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ আগাম বেচা-কেনা করতে হলে মাপ ও ওজন নির্দিষ্ট করতে হবে)।

২-অনুচ্ছেদ : নির্দিষ্ট ওজনে আগাম বেচা-কেনা।

২.৮২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْرِفُونَ بِالْتَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوِزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ-

২০৮২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায়া আগমন করেন তখন তারা (মদীনার লোকেরা) দুই কিংবা তিন বছর মেয়াদে ফল আগাম বেচাকেনা করত। এটা দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তুর মূল্য আগাম প্রদান করে সে যেন নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে।

২.৮৩- عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ -

২০৮৩. ইবনে আবু নাজীহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, (যে ব্যক্তি আগাম মূল্য প্রদান করে) সে যেন নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে আগাম দেয়।

২.৮৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَزَنْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ -

২০৮৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) মদীনা আগমন করেন। অতঃপর (পুরো হাদীস বর্ণনা করে) তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আগাম মূল্য প্রদান করতে হলে নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওজন এবং নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করতে হবে।

২.৮৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَالْتَمَرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِزَى فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ -

২০৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবুল মুজালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন বস্তুর) আগাম বেচা-কেনার (বৈধতার) ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবন সাদ্দাদ ইবনুল হাদ ও আবু বুরদার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তাঁরা আমাকে (আবদুল্লাহ) ইবনে আবু আওফা (রাঃ)-র নিকট পাঠান। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর যামানায় গম, যব, মনাকা ও খেজুর আগাম বেচাকেনা করতাম। (রাবী বলেন) তারপর আমি ইবনে আব্বাসকে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন।

৩-অনুচ্ছেদ : এমন ব্যক্তিকে আগাম মূল্য প্রদান করা যার নিকট মূল পণ্য (ক্ষেত বা বাগান) নেই।

২.৮৬- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَقَالَ سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ يُسَلِّفُونَ فِي الْحِنْطَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ كُنَّا نُسَلِّفُ نَيْبَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى

فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ
أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا -

২০৮৬. মুহাম্মাদ ইবনে আবুল মুজালিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও আবু বুরদা আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)-র নিকট পাঠান। তাঁরা দু'জন আমাকে বললেন, তাকে (আবু আওফাকে) জিজ্ঞেস কর, নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ কি তাঁর যমানায় গমের অগ্রিম বেচাকেনা করতেন? (আমি জিজ্ঞেস করলে) আবদুল্লাহ (ইবনে আবু আওফা) বলেন, আমরা সিরিয়ার কৃষকদেরকে গম, যব ও মনাক্কার (আজুর) নির্দিষ্ট মাপ উল্লেখ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আগাম মূল্য প্রদান করতাম। আমি বললাম, এমন লোককে কি (প্রদান করতেন) যার মূল পণ্য (ক্ষেতবা বাগান) রয়েছে? তিনি বললেন, সে বিষয়ে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম না। অতঃপর তাঁরা দু'জন আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রাঃ)-র নিকট পাঠান। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ তাঁর যমানায় (কৃষকদেরকে) আগাম মূল্য প্রদান করতেন এবং তাদের ক্ষেত রয়েছে কি নেই এ বিষয়ে তাঁরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন না।

২. ৮৭ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهِذَا وَقَالَ فَتَسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

২০৮৭. মুহাম্মাদ ইবনে আবুল মুজালিদ (রঃ) থেকে অপর একটি সনদে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (তাতে রয়েছে) তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা) বলেন, আমরা তাদেরকে (কৃষকদেরকে) গম ও যবের আগাম মূল্য প্রদান করতাম।

২. ৮৮ - عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ وَالرَّيِّتِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ -

২০৮৮. শাইবানী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা) বলেছেন, গম, যব ও মনাক্কার বিষয় (আমরা আগাম বেচাকেনা করতাম)। শাইবানীর অপর একটি বর্ণনায় যয়তুনেরও (তৈলবীজ) উল্লেখ রয়েছে।

২. ৮৯ - عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ
قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوْزَلَ كُلُّ مِنْهُ وَحَتَّى يُوْزَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ
وَأَيُّ شَيْءٍ يُوْزَنُ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ حَتَّى يُحْرَزُ - وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ عَمْرِو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُ -

২০৮৯. আবুল বাখতারী আত-তাঈ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে (বৃক্ষে থাকা অবস্থায়) খেজুরের আগাম মূল্য প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবী (সঃ) খাওয়ার উপযোগী ও ওজন করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত বৃক্ষের খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, (বৃক্ষের ওপর খেজুরের ওজন করা যেহেতু অসম্ভব) তাহালে কিসের ওজন করা হবে? এ কথা শুনে তাঁর (ইবনে আব্বাসের) পাশে বসা এক ব্যক্তি উত্তর করল, (ওজন করার অর্থ) অনুমান করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত।

আবুল বাখতারী বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন... (অতঃপর) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪-অনুচ্ছেদঃ খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয়।

২.৯০- عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلَحَ وَعَنْ بَيْعِ الْوَيْقِ نِسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُؤْنَنَ -

২০৯০. আবুল বাখতারী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর (রাঃ)-কে খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ব্যবহার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে এবং নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকীতে রূপা বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমি ইবনে আব্বাসকেও খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী (সঃ) খাওয়ার উপযোগী ও ওজন (অনুমান) করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত (বৃক্ষের) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

২.৯১- عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْرِ حَتَّى يَصْلَحَ وَنَهَى عَنِ الْوَيْقِ بِالذَّهَبِ نِسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكَلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُؤْنَنَ قُلْتُ وَمَا يُؤْنَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ -

২০৯১. আবুল বাখতারী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উমর (রাঃ) ব্যবহার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত (গাছের) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকীতে সোনালুপা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমি (এ সম্পর্কে) ইবনে আব্বাসকেও জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী (সঃ) খাওয়ার উপযোগী ও ওজন করার উপযোগী না

হওয়া পর্যন্ত (বৃক্ষের) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসের ওজন করা হবে? তখন তাঁর (ইবনে আব্বাসের) নিকটস্থ এক ব্যক্তি বলল, (ওজন করা অর্থ) অনুমান করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত।

৫-অনুচ্ছেদ : আগাম ক্রয়-বিক্রয়ের যামানত রাখা।

২.৯২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ -

২০৯২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (একদা) জুনৈক ইহদীর কাছ থেকে বাকীতে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেন এবং নিজের লৌহ-বর্মটি (যামানত স্বরূপ) তার নিকট বন্ধক রাখেন।

৬-অনুচ্ছেদ: আগাম ক্রয়-বিক্রয়ে বন্ধক রাখা।

২.৯৩- عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَأَرْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ -

২০৯৩. আ'মাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ক্রয়-বিক্রয়ে বন্ধক রাখা সম্পর্কে ইবরাহীম নাখযীর নিকট আলোচনা করলে তিনি বলেন, আসওয়াদ (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর বরাতে আমাকে বলেছেন, নবী (সঃ) জুনৈক ইহদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকীতে) কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেন এবং একটি লৌহ-বর্ম তার নিকট বন্ধক রাখেন।

৭-অনুচ্ছেদ: সময় নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু সাঈদ (রাঃ), আসওয়াদ (রাঃ) ও হাসান (রাঃ) এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্যদ্রব্য আগাম ক্রয়-বিক্রয়ে কোন দোষ নেই, যদি তা এমন ফসলের মধ্যে না হয় যা ব্যবহার উপযোগী হয়নি।

২.৯৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَفَنَنْ مَعْلُومٍ -

২০৯৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তারা (মদীনায় লোকেরা) দুই বিহবা তিন বছর মেয়াদে ফলের আগাম ক্রয়-বিক্রয় করত। তিনি বলেন, তোমরা নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে আগাম ক্রয়-বিক্রয় কর। ইবনে আবু নাজীহ থেকে বর্ণিত রিওয়াযাতে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট ওজনের উল্লেখ করে।

২.৯৫- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ أُرْسِلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ فَقَالَا كُنَّا نُصِيبُ الْغَنَائِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَتُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ قَالَا مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ -

২০৯৫. মুহাম্মাদ ইবনে আবুল মুজালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বুরদা ও আবদুল্লাহ ইবনে শাদাদ আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আব্বা ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফার নিকট পাঠান। আমি তাদের দু'জনকে (কোন বস্তুর) আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (জিহাদে শরীক) থেকে গনীমতের মাল লাভ করতাম। সিরিয়ার কৃষকেরা আমাদের নিকট আসলে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে তাদের সাথে গম, যব ও যায়তুনের (তৈলবীজ) আগাম ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, (যাদেরকে আগাম মূল্য দিতেন) তাদের কাছে কি ফসল থাকত না? তারা বললেন, এ বিষয়ে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম না।

৮-অনুচ্ছেদঃ উষ্ট্রীর বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।

২.৯৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانُوا يَتَّبَاعُونَ الْجُرُودَ إِلَى حَبْلِ الْحَبْلَةِ فَتَنَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَسَرَّهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا -

২০৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (জাহিলী যুগে) লোকেরা গাভীর উষ্ট্রীর বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে অগ্রিম বেচা-কেনা করত। নবী (সঃ) এরূপ (ক্রয়-বিক্রয়) করতে নিষেধ করেছেন। (অপর বর্ণনাকারী) নাফে (র) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, উষ্ট্রী তার গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে (বেচা-কেনা করা)।

৯-অনুচ্ছেদঃ প্রতিটি অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে শুফআর অধিকার থাকে, কিন্তু সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে গেলে তাতে শুফআর অধিকার থাকে না।

২০৭৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَاتٍ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُلُودُ وَصَرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ -

২০৭৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিটি অবিতক্ত স্বাবর সম্পত্তিতে নবী (সঃ) শুফআর ফয়সালা দিয়েছেন। কিন্তু যখন সীমানা নির্দিষ্ট হয় এবং পথও নির্দিষ্ট করা হয় তখন তাতে শুফআ হয় না।

১০-অনুবাদ : বিক্রির পূর্বে শুফআর অধিকারী ব্যক্তির নিকট (বিক্রয়ের) প্রস্তাব করা। হাকাম বলেন, বিক্রির পূর্বে শুফআর দাবীদার যদি (অন্যত্র বিক্রির) অনুমতি দেয় তবে তার শুফআ দাবী করার অধিকার আর থাকে না। শা'বী বলেন, যদি শুফআ বিক্রি করা হয় আর শুফআর হকদার উপস্থিত থেকেও আপত্তি না জানায়, তবে (পরবর্তী কালে) তার শুফআ দাবী করার অধিকার থাকে না।

২০৭৮- عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنَكِبَيْ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا سَعْدُ اتَّبِعْ مِنِّي يَتَى فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ مَا اتَّبَعُهُمَا فَقَالَ الْمِسُورُ وَاللَّهِ لَتَتَّبَعَهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَلْفٍ مُنْجَمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ مَا أُعْطِيتُكُمَا بِأَرْبَعَةِ أَلْفٍ وَأَنَا أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ -

২০৭৮. আমর ইবনুশ শারীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস (রা)-র নিকট দাঁড়ানো ছিলাম। তখন মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) সেখানে এসে তাঁর হাত আমার কাঁধের ওপর রাখেন। এমন সময় নবী (সঃ)-এর মুক্ত গোলাম আবু রাফে (রা) এসে বলেন, হে সা'দ! আপনার বাড়ীতে (মহল্লায়) আমার যে দুটো ঘর রয়েছে তা আমার কাছ থেকে খরিদ করুন। সা'দ বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তো ওটা খরিদ করব না। তখন মিসওয়ার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আপনাকে ঐ (ঘর) দুটো অবশ্যই খরিদ করতে হবে। সা'দ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে চার হাজার দিরহামের বেশী দেব না, তাও কিস্তিতে কিস্তিতে। আবু রাফে (রা) বলেন, আমাকে তো ওটার জন্য পাঁচশ' দীনার (পাঁচ হাজার দিরহাম) প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। যদি আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, 'প্রতিবেশী তার সংলগ্ন সম্পত্তিতে সর্বাধিক হকদার' তবে আমি আপনাকে চার হাজার দিরহাম (চারশ' দীনার)

মূল্যে গুটা দিতাম না, যখন আমাকে পাঁচশ' দীনার দেয়া হচ্ছে। অতঃপর তিনি (আবু রাফে') তাকেই (সা'দকে) গুটা (ঘর দু'টো) দিয়ে দিলেন। ৩

১১-অনুচ্ছেদঃ কোন্ প্রতিবেশী অধিক নিকটবর্তী?

২.৯৯- عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَأِلَى أَيِّهِمَا أُهُدِّي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بِأَبٍ -

২০৯৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে। উপটোকন তাদের দু'জনের মধ্যে কাকে দেব? নবী (সঃ) বলেন, যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী।

৩. হক্ক 'উকুআ' তিন প্রকারঃ

(ক) শরীক ফিদ-দার বা অশ্বীদার মালিক। বাড়ী বা জমি বিক্রয়ের সময় এ অশ্বীদারকে জানাতে হবে।

(খ) শরীক ফিল-জার- প্রতিবেশীর হক, অর্থাৎ বাড়ী বা জমি বিক্রয়ের সময় শরীক না থাকলে প্রতিবেশীকে জানাতে হবে।

(গ) শরীক ফিত-তরীক- একই রাস্তায় চলাচলকারী বা একই আইনে যাতায়াতকারী ব্যক্তির হক। বাড়ী বা জমি বিক্রির পূর্বেই এদের জানিয়ে দিতে হবে। নতুবা তারা বিচারকের শরণাপন্ন হলে সে বিক্রিত সম্পদ তাদের হাতে আসবে। অবশ্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

অধ্যায়-১৪
 كتاب الاجارة
 (ইজারার বর্ণনা)

১- অনুচ্ছেদঃ সং ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوَى الْأَمِينُ -

“তোমাদের শ্রমিক হিসেবে সে-ই উত্তম যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত”^১ এবং বিশ্বস্ত খাযাফি। আর যে উক্ত পদে নিয়োজিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে উক্ত পদে বহাল না করা।

২১০০- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَسْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أَمَرِيهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ -

২১০০. আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, বিশ্বস্ত খাযাফি তাকে যা আদেশ করা হয় তা সন্তুষ্ট চিন্তে পালন করে (অর্থাৎ যাকে যা দিতে বলা হয় তাকে তা দেয়), সে দানকারীদ্বয়ের একজন (অপরজন দাতা স্বয়ং)।

২১০১- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ -

২১০১. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, আমার সাথে ছিল আশআরী গোত্রের দু’জন লোক। তিনি (আবু মুসা) বলেন, আমি [নবী (সঃ)-কে] বললাম, আমি জ্ঞানতাম না যে, এরা চাকুরী চাইবে। তিনি (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন পদে নিয়োজিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাকে আমি উক্ত পদে কিছুতেই বহাল করব না (কিংবা বহাল করি না)।

২-অনুচ্ছেদঃ কয়েক কীরাতের বিনিময়ে ছাগল-ভেড়া চরানো।^২

১. এ আয়াতে মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-এর কন্যাদের ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

২. ‘কীরাত’ একটি ভয়ন বিশেষ। এক আউলের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ।

২১.২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ -

২১০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ (দুনিয়াতে) এমন কোন নবীকে পাঠাননি, যিনি ছাগল-ভেড়া চরাননি। তখন তাঁর সাহাবাগণ বলেন, আপনিও কি (চরিয়েছেন)? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমিও কয়েক কীরাতে (বিনিময়ে) মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম।

৩-অনুব্ধেদঃ প্রয়োজনবোধে অথবা কোন মুসলমান না পাওয়া গেলে মুশরিকদেরকে শ্রমিক নিয়োগ করা। নবী (সঃ) খায়বারের ইহুদীদেরকে কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন।

২১.৩- عَنْ عَائِشَةَ وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيْثًا الْخَرِيْثُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِيْنَ حَلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِرِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى بَيْنِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَأَمْنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَعَدَاهُ غَارٌ ثَوْبٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيْحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثَ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالِدَيْهِ الدَّيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ -

২১০৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) (হিজরতের সময়) বানু দীল ও বানু আব্দ ইবনে আদী গোত্রের একজন বিচক্ষণ পথপ্রদর্শককে শ্রমিক নিয়োগ করেন। সে লোকটি আস ইবনে ওয়াইলের বংশধরদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং কাফের কুরাইশদের মতাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী (সঃ) ও আবু বকর] তার ওপর আস্থা রেখে নিজ নিজ সওয়ারী তাকে সমর্পণ করলেন এবং তিন রাত পর (ঐ সওয়ারী) সাগর পর্বতের গুহায় নিয়ে যাবার জন্য বলে দিলেন। (কথানুযায়ী) সে তিন রাত পর সকাল বেলা তাদের সওয়ারী নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হল। তারপর তাঁরা দু'জন (মদীনার পথে) রওয়ানা করলেন। তাঁদের সাথে ছিল আমের ইবনে ফুহাইরা ও দীল গোত্রের একজন পথপ্রদর্শক। সে তাঁদেরকে (সমুদ্রের) তীরের পথ ধরে নিয়ে গেল।

৪-অনুব্ধেদঃ যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তে শ্রমিক নিয়োগ করে যে, সে তিন দিন কিংবা এক মাস পর অথবা এক বছর পর তার কাজ করে দেবে, তবে তা জায়েয।

নির্ধারিত সময় আসলে উভয়ে নিজেদের আরোপিত শর্তাবলীর উপর অটল থাকবে।

২১.৪ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاَحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاَحِلَتَيْهِمَا صَبْحَ ثَلَاثٍ -

২১০৪. নবী (সঃ)-এর সহধর্মীনি আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) (হিজরতের সময়) বানু দীল গোত্রের একজন বিচক্ষণ পথপ্রদর্শককে (পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য) শ্রমিক নিয়োগ করেন। ঐ লোকটি কাফের কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী (সঃ) ও আবু বকর] নিজ নিজ সওয়ারী তার নিকট সোপর্দ করলেন এবং এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, তিন রাত পর তৃতীয় দিন সকাল বেলা এদের সাগর পর্বতের গুহায় নিয়ে আসবে।

৫-অনুচ্ছেদঃ জিহাদের ময়দানে শ্রমিক নিয়োগ করা।

২১.৫ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا إِرْصَبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِرْصَبَعَهُ فَأَنْدَرْتُ نَيْبَتَهُ فَسَقَطَتْ فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ نَيْبَتَهُ وَقَالَ أَفِيدِعْ إِرْصَبَعَهُ فِي فَيْكِ تَقْضُمَهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ بَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرْتُ نَيْبَتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ -

২১০৫. ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে থেকে জাইশুল উসরাহ অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। আমার ধারণানুযায়ী এটাই ছিল আমার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য আমল। (ঐ যুদ্ধে আমার সঙ্গে) আমার একজন ময়দুর ছিল। সে একটি লোকের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল এবং তাদের একজন আরেক জনের আঙ্গুল দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে আঙ্গুল (বের করার জন্য) টান দিলে তার (প্রতিপক্ষের) একটি দাঁত পড়ে গেল। লোকটি (অভিযোগ নিয়ে) নবী (সঃ)-এর নিকট গেল। (কিন্তু) তিনি তার দাঁতের ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করে দিলেন। তিনি (স) বললেন, সে কি তোমার মুখে তার আঙ্গুল রেখে দেবে (বের করে নেবে না), আর তুমি তা (দাঁত দিয়ে) চিবাতে থাকবে? রাবী ইয়ালা (রা) বলেন, আমার মনে পড়ে তিনি (সঃ) বলেছেন, যেমন উট (খাবার) চিবিয়ে থাকে।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা তাঁর দাদার বরাত দিয়ে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। এতে (লোকটি হাত ছড়িয়ে নেয়ার জন্য সজোরে টান দিলে) তার দাঁত পড়ে গেল। আবু বকর (রাঃ)-র নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি এর কোন প্রতিদানের ব্যবস্থা করেননি।

৬-অনুচ্ছেদ: কোন ব্যক্তি মযদুর নিয়োগ করে তার সময়সীমা উল্লেখ করল, কিন্তু কাজের উল্লেখ করল না (তবে তা জায়েয)। কেননা আল্লাহ [শোয়াইব (আঃ)-এর ঘটনায়] উল্লেখ করেছেন:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْحِكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجِرَنِي ثَمَانِي حَجَجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُونِي إِنْ
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ
فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيدٌ *

“(শোয়াইব মুসাকে বললেন), আমি আমার এ দু’টি মেয়ের একটিকে তোমার নিকট বিয়ে দিতে চাই এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মযদুরী করবে। যদি দশ বছর পূরা কর তবে সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার ওপর কোনরূপ চাপ সৃষ্টি করতে চাই না। আল্লাহ চাহতে অচিরেই তুমি আমাকে একজন সৎলোক হিসেবে দেখতে পাবে। মুসা বললেন: আপনার ও আমার মধ্যে (দ্বিরীকৃত) এ দু’টি সময়ের যেটাই আমি পূরা করি, অতঃপর আমার প্রতি কোন বাড়াবাড়ি চলবে না। আমরা যা কথাবার্তা বলছি একমাত্র আল্লাহই তা বাস্তবায়নে সহায়তাকারী।”

ইমাম বুখারী (র) বলেন, “ইয়াজুরু ফুলানান” অর্থ সে অমুককে মজুরী প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে সমবেদনা প্রকাশার্থে বলা হয়ে থাকে “আজরাকাল্লাহ্” (আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিন।

৭-অনুচ্ছেদ: যদি কেউ এ উদ্দেশ্যে কোন মজুর নিয়োগ করে যে, সে পতিতপ্রায় দেয়ালটি খাড়া করে দেবে, তবে তা জায়েয।

٢١.٦- عَنْ أَبِي بَنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ
أَنْ يَنْقَضَ قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هُكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنْ
سَعِيدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ لَوْ شِئْتُ لَا تَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ سَعِيدٌ
أَجْرًا نَا كُلَّهُ -

২১০৬. উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অতঃপর তারা দু'জন (মূসা ও খিযির) পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন। অবশেষে (এক গ্রামে পৌঁছে) তারা দেখতে পেলেন, একটি দেয়াল ধ্বংসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। (অপর এক বর্ণনাকারী) সাঈদ (ইবনে জুবাইর) নিজের হাত উত্তোলন করে বলেন যে, খিযির এভাবে হাত দ্বারা ইংগিত করলে (পতিতপ্রায়) দেয়ালটি খাড়া হয়ে গেল।

হাদীসের অপর এক বর্ণনাকারী ইয়ালা বলেন, আমার মনে পড়ে সাঈদ বলেছেন, তিনি (খিযির) দেয়ালটির ওপর হাত বুলিয়ে দিতে তা সোজা হয়ে গেল। (দেয়াল সোজা করার পর) মূসা (খিযিরকে) বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তো এই কাজের জন্য মজুরী নিতে পারতেন। সাঈদ বলেন, (অর্থাৎ) ঐ মজুরী দ্বারা আপনি খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারতেন।

৮-অনুচ্ছেদঃ অর্থ দিনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা।

২১০৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ . قَالَ مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجْرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ فَاتَّخَذْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً قَالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيَهُ مَنْ أَشَاءَ .

২১০৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের ও আহলে কিতাবদ্বয়ের (ইহুদী ও খৃষ্টান) উপমা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কয়েকজন মজুর নিয়োগ করে বলল, কে (তোমাদের মধ্যে) এক কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে? তখন ইহুদীরা কাজ করে দিল। অতঃপর সে বলল, কে আছে যে দুপুর থেকে আসর নামাযের সময় পর্যন্ত এক কীরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করে দেবে? তখন খৃষ্টানরা কাজ করল। তারপর সে বলল, কে আছে যে আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করবে? আর তোমরাই (উম্মতে মুহাম্মাদী) হলে তারা (যারা স্বল্প শ্রমে অধিক পারিশ্রমিক লাভ করলে)। এতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভারী রাগ হল। তারা বলল, এটা কেমন কথা, আমরা কাজ করলাম বেশী অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। তখন সে (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি কি তোমাদের প্রাপ্য কম করেছি? তারা জবাব দিল, না। সে বলল, (শেষোক্তদেরকে যা দিয়েছি) সেটা তো আমার অতিরিক্ত অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দেই (আর যাকে ইচ্ছা দেই না)।

৯-অনুচ্ছেদঃ আসর নামাযের সময় পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করা।

২১.৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ أَنْتُمْ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءَ -

২১০৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের এবং ইহুদী ও খৃষ্টানের উপমা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কয়েকজন মজুর নিয়োগ করল এবং বলল, (সকাল থেকে) দুপুর পর্যন্ত এক এক কীরাতের বিনিময়ে কে আমার কাজ করে দেবে? তখন ইহুদীরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। অতঃপর খৃষ্টানরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। তারপর একমাত্র তোমরাই আসর নামাযের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই দুই কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করলে। এতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভারী রাগ হল। তারা বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। তখন সে (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি কি তোমাদের প্রাপ্য কিছু কম করেছে? তারা বলল, না। সে বলল, (শেষোক্তদেরকে যা দিয়েছি) সেটা তো আমার বিশেষ অনুগ্রহ, তা আমি যাকে ইচ্ছা দেই (আর যাকে ইচ্ছা দেই না)।

১০-অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি মজুরকে পারিশ্রমিক দিল না তার পাপ।

২১.৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ -

২১০৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিপক্ষ হব। (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার নামে (কারো সাথে) চুক্তিবদ্ধ হল, অতঃপর তা ভঙ্গ করল, (২) ঐ ব্যক্তি, যে স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল, (৩) ঐ ব্যক্তি যে কোমল লোককে মজুর খাটাল এবং তার থেকে কাজ পুরোপুরি আদায় করল কিন্তু তাকে তার মজুরী দিল না।

১১-অনুচ্ছেদ: আসরের সময় থেকে রাত পর্যন্ত মজুর খাটানো।

২১১০- عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصْرِيِّ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمَلْنَا بِأَطْلٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْمَلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخَذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا فَأَبَوْا وَتَرَكُوا وَاسْتَأْجَرَ آخِرِينَ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمَلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَا لَكَ مَا عَمَلْنَا بِأَطْلٍ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمَلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَأَيَّاهُ وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ -

২১১০. আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপমা এরূপ-যেমন কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট মজুরীতে একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করার জন্য একদল লোক নিযুক্ত করলেন। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করে বলল, আপনি আমাদেরকে যে মজুরী দিতে চেয়েছিলেন তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। আর আমরা যা করেছি তার জন্য কোন দাবীও নেই। তিনি (নিয়োগকর্তা) তাদেরকে বললেন, তোমরা এরূপ করো না। বাকী কাজ সমাধা করে পুরো মজুরী নিয়ে নাও। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করল এবং কাজ ত্যাগ করল। তখন তিনি তাদের স্থলে অপর লোকদেরকে নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা দিনের অবশিষ্টাংশ পুরা কর। আমি পূর্ববর্তীদের যে মজুরী দিতে চেয়েছিলাম তা তোমরা পাবে। তারা কাজ আরম্ভ করল, কিন্তু যখন আসর নামাযের সময় হল তখন তারা বলতে লাগল, আমরা আপনার জন্য যে কাজ করেছি তা মাগনা, আর আপনি এর জন্য যে মজুরী দিতে চেয়েছিলেন তা আপনারই থাকল। ঐ ব্যক্তি বললেন, তোমাদের অবশিষ্ট কাজ শেষ কর, দিনের তো আর সামান্যই বাকী রয়েছে। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। তখন ঐ ব্যক্তি অপর এক (তৃতীয়) দলকে বাকী দিনের জন্য কাজে নিযুক্ত করলেন। তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী দিন কাজ করল এবং পূর্ববর্তী দু'দলের পুরা মজুরী নিয়ে নিল। এটাই হল তাদের এবং যে নূর (ইসলাম) তারা কবুল করেছে তার উপমা।

১২-অনুচ্ছেদঃ-এক ব্যক্তি কোন লোককে মজুর নিয়োগ করল। কাজ করার পর সে মজুরী না নিয়ে চলে গেলে নিয়োগকর্তা তার মজুরীর টাকা কাজে খাটিয়ে বাড়িয়ে দিবে। যে ব্যক্তি অপরের সম্পদে শ্রম নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করল।

২১১১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ انْطَلَقُ ثَلَاثَةً رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّىٰ آوُوا الْمَبِيتَ إِلَىٰ غَارٍ فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَسَدَتْ عَلَيْهِمُ الْغَارُ فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يَنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا فَنَأَىٰ بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أَرْجُ عَلَيْهِمَا حَتَّىٰ نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَىٰ يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاضَهُمَا حَتَّىٰ بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غُبُوقَهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَاِمْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّىٰ أَلَمْتُ بِهَا سَنَةً مِّنَ السِّنِينَ فَجَاءَ ثَنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةً دِينَارٍ عَلَىٰ أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّىٰ إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفْضُ الْخَاتِمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجْرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَتَمَرَّتْ أَجْرُهُ حَتَّىٰ كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاعَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ آدِئْ إِلَيَّ أَجْرِي فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَىٰ مِنْ أَجْرِكَ مِنْ الْأَيْلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَآخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَأْجَرَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ-

২১১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি (পথ) চলতে চলতে রাত কাটাবার জন্য একটি

শুভ্র আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খড় পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা পরস্পর বলল, তোমাদের সং কার্যাবলীর দোহাই দিয়ে আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। তাদের একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার বাবা-মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের খোঁজে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। কাজেই তাদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে আমি (পশুপাল নিয়ে) ফিরতে পারলাম না। আমি (তাড়াতাড়ি) তাদের জন্য দুধ দোহন করে নিয়ে আসলাম। কিন্তু তাদেরকে নিদ্রিত পেলাম। আর তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটাও আমি পসন্দ করিনি। তাই আমি তাদের জেগে ওঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোর হল। তখন তারা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। 'হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা আমাদের থেকে দূর কর। তখন পাথরটি সামান্য সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারল না। নবী (সঃ) বলেন, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল। সে আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি তাকে সন্তোষ করতে চাইলাম। কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে (খাদ্যাভাবে সাহায্যের জন্য) আমার নিকট এল। আমি তাকে একশ বিশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এ শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে নির্জনবাস করবে। সে তা মনজুর করল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙ্গার অনুমতি দিতে পারি না (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে তুমি আমার সত্তীত্ব হরণ করতে পার না)। ফলে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে সহবাস করা পাপ মনে করে তার কাছ থেকে সরে পড়লাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তা ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এটা তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা দূর কর। তখন ঐ পাথরটি (আরো একটু) সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারছিল না। নবী (সঃ) বলেন, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে তাদের মজুরীও দিয়েছিলাম। কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা কাজে খাটলাম, তাতে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হল। কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! আমাকে আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু, ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ তা সবই তোমার। এ কথা শুনে সে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই ঠাট্টা করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং হাঁকিয়ে নিয়ে গেল, তার থেকে একটাও ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা করে থাকি, তবে যে বিপদে আমরা পড়েছি তা দূর কর। তখন ঐ পাথরটি (সম্পূর্ণ) সরে গেল এবং তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল।

১৩-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নিজেকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োগ করল, অতঃপর যা মজুরী পেল তা থেকে দান-খয়রাত করল। আর বোঝা বহনকারীর মজুরী প্রসঙ্গে।

২১১২- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ أَنْتَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيَحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنْ لِبَعْضِهِمْ لِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ مَا تَرَاهُ الْآنَ نَفْسَهُ -

২১১২. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে দান করার আদেশ করলে আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক মুদ (প্রায় এক সের) মজুরী লাভ করত (এবং তার থেকে দান করত)। আর (আজ) তাদের কেউ কেউ লাখপতি বর্ণনাকারী (শাকীক) বলেন, আমার ধারণা, এর দ্বারা তিনি (আবু মাসউদ) নিজের দিকেই ইংগিত করেছেন।

১৪-অনুচ্ছেদঃ দালালীর প্রাপ্য প্রসঙ্গে। ইবনে সীরীন, আতা, ইবরাহীম ও হাসানের মতে দালালীর জন্য বিনিময় গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি কেউ বলে, তুমি এই কাপড়টা বিক্রি করে দাও, এত টাকার বেশী বিক্রি করতে পারলে অতিরিক্তটা তোমার, এতে কোন দোষ নেই। ইবনে সীরীন বলেন, যদি কেউ বলে যে, এ মালটি এত দামে বিক্রি করে দাও, লাভ যা হবে তা তোমার, অথবা (বলল), তা তোমার ও আমার মধ্যে সমান হারে ভাগ হবে, তবে এতে কোন দোষ নেই। নবী (সঃ) বলেছেন, শর্তানুসারে মুসলমানদের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

২১১৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَتْلَقَى الرُّكْبَانُ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا -

২১১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সামনে অগ্রসর হয়ে কাফেলার সাথে পণ্যদ্রব্য কেনার জন্য মিলিত হতে নিষেধ করেছেন। আর নগরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করবে না। (রাযী তাউস বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে ইবনে আব্বাস! নগরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করবে না-এ কথার অর্থ কি? তিনি বলেন, নগরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে দালাল সাজবে না।^৩

১৫-অনুচ্ছেদঃ অমুসলিমদের দেশে কোন (মুসলিম) ব্যক্তি কোন মুশরিকের মজুর খাটতে পারে কি?

৩ ইমাম মালেক (রাঃ)-এর মতে দালালী করা জায়েয। ইমাম আবু হানীফার মতে দালালী করে উপার্জন করা মাকরুহ।

২১১৬- عَنْ خُبَّابٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَلِي عِنْدَهُ فَاتَيْتُهُ اتَّقَاضَاهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تَبْعَتْ فَلَا قَالَ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثُمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا -

২১১৬. খাবাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। একবার আমি আস ইবনে ওয়ায়েলের কাজ করলাম। এতে তার নিকট আমার কিছু পাওনা জমে গেল। আমি পাওনার তাগাদা দেয়ার জন্য তার নিকট গেলে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! অসম্ভব, আমি এটা করব না যে পর্যন্ত না তুমি মৃত্যুবরণ কর, অতঃপর পুনরুত্থিত হও। সে বলল, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হব? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, তবে তো আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও হবে। তখন আমি তোমার দেনা শোধ করব। তখন আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন: “তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ যে আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে (পরকালে) ধন ও সন্তান দেয়া হবে?”

১৬- অনুচ্ছেদ: কোন আরব গোত্রে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঝাড়ফুক করার বিনিময়ে পারিতোষিক গ্রহণ করা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, পারিতোষিক গ্রহণের সবচাইতে উপযুক্ত হল আল্লাহর কিতাব। শা'বী বলেন, শিক্ষকের জন্য কোনরূপ (পারিতোষিকের) শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। হ্যাঁ, এমনিতে (বিনা শর্তে) যদি তাকে কিছু দেয়া হয় তবে তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন। হাকাম বলেন, আমি এমন কারো কথা শুনি নি যিনি শিক্ষকের পারিতোষিক গ্রহণ করাটাকে অপসন্দ করেছেন। হাসান বসরী (শিক্ষকের পারিতোষিক বাবদ) দশ দিরহাম প্রদান করেছেন। ইবনে সীরীন বটনকারীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে দুষণীয় মনে করেননি। তিনি বলেন, বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণকে ‘সুহত’ বলা হয়। আর লোকেরা অনুমান করার জন্যও পারিশ্রমিক প্রদান করত।

২১১৭- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ انْطَلَقْتُ نَفْرًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَرٍّ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدَغَ سَيْدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرُّهْطِ الَّذِينَ نَزَلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا

يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغٍ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ
 مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِيْ وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ
 تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَّكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِّنَ
 الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتَقَلَّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَانَمَا نُسِطُ مِنْ عِقَالِ
 فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفُوهُمْ جَعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ
 بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَتَذْكُرْ لَهُ الَّذِي
 كَانَ فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ
 أَنَّهَا رُقِيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا إِلَى مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهَذَا -

২১১৫. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (সঃ) -এর কতিপয় সাহাবী কোন এক সফরে যাত্রা করেন। তাঁরা আরবদের কোন এক গোত্রে পৌঁছে তাদের আতিথ্য কামনা করলেন। কিন্তু তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। (ঘটনাক্রমে) ঐ গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সর্বপ্রকার তদবীর করল, কিন্তু ফল হল না। তাদের কেউ বলল, ঐ যে লোকগুলো এখানে এসেছে তাদের কাছে যদি তোমরা যেতে। হয়ত তাদের কারো কিছু (ব্যবস্থা) থাকতে পারে। তখন তারা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল! আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে। আমরা সব রকমের তদবীর করেছি কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারও নিকট কিছু ব্যবস্থা আছে কি? তাঁদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! আমি ঝাড়ফুক করি। তবে দেখ, আমরা তোমাদের আতিথ্য কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড়ফুক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিতোষিক নির্ধারণ কর। তখন তারা এক পাল বকরীর শর্তে তাঁদের সাথে আপোষরফা করল। এরপর তিনি (ঝাড়ফুককারী) গিয়ে তার (দংশিত স্থানের) ওপর থু থু দিতে দিতে সূরা ফাতিহা (আলহামদু শরীফ) পড়তে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নিরাময় হল) যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হল। সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল যেন তার কোন অসুস্থতাই নেই। রাবী বলেন, এরপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিতোষিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন, এটা বকন কর। কিন্তু ঝাড়ফুককারী বললেন, এটা কর না। আগে আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ ঘটনা জানাই এবং দেখি তিনি আমাদের কি নির্দেশ দেন। তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে ঘটনা বিবৃত করলেন। তিনি (সঃ) বললেন, তুমি কিতাবে জানলে যে, ওটা (সূরা ফাতিহা) একটা মন্ত্র? তারপর বললেন, তোমরা ঠিকই করেছে।

(এবং) বক্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা ভাগ লাগাও। এই বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) হাসলেন।

১৭-অনুচ্ছেদঃ দাস-দাসীর নিকট থেকে নির্ধারিত হারে অর্থ (কর) আদায় করা।

২১১৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَّمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيُّ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيئَتِهِ -

২১১৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তাইবা নবী (সঃ)-কে শিংগা লাগিয়েছিল। তিনি তাকে এক সা' কিংবা দুই সা' (পরিমাণ) খাদ্যশস্য দিতে আদেশ করলেন এবং তার মালিকের সাথে আলোচনা করে তার ওপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেন।

১৮-অনুচ্ছেদঃ রক্ত মোক্ষণকারীর মজুরী প্রসঙ্গে।

২১১৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ -

২১১৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগাদাতাকে তার মজুরী দিয়েছিলেন।

২১১৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ -

২১১৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) দেহে শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগাদাতাকে তার মজুরী দিয়েছিলেন। যদি তিনি (মজুরী দেয়াটা) অপছন্দ (হারাম) করতেন তবে দিতেন না।

২১১৯- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ يَحْتَجِّمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلَمُ أَحَدًا أَجْرَهُ -

২১১৯. আমর ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সঃ) শিংগা নিতেন এবং তিনি কোন লোকের (শমের) মজুরী কম দিতেননা।

১৯-অনুচ্ছেদঃ কোন গোলামের মালিকের সাথে এই মর্মে আলোচনা করা যেন সে তার ওপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেয়।

২১২০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مَدِينٍ أَوْ مَدِينٍ فِيهِ فَخَفَّفَ مِنْ ضَرِيئَتِهِ -

২১২০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (সঃ) এক শিংগাওয়ালা গোলামকে ডাকলেন। সে তাঁকে শিংগা লাগাল। তিনি তাকে এক সা অথবা দুই সা' কিংবা এক মুদ অথবা দুই মুদ (খাদ্যশস্য) দিতে আদেশ করলেন এবং তার ব্যাপারে (তার মালিকের সাথে) আলোচনা করলেন। ফলে (মালিকের পক্ষ থেকে) তার ওপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেয়া হল।

২০-অনুচ্ছেদঃ বেশ্যা ও দাসীর উপার্জন। ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) গায়িকা ও (ভাড়ার বিনিময়ে) বিলাপকারিনীর পারিশ্রমিক ভোগ করা মাকরুহ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَفُوا عَرَضَ
الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

“ পার্থিব জীবন-সামগ্রী লাভের জন্য তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না যদি তারা পুত্র পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়। আর যারা তাদেরকে (ব্যভিচারে) বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান” - (সূরা নূরঃ ৩৩)।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন, ‘ফাতায়াতিকুম’ শব্দের অর্থ দাসীসকল।

২১২১ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
وَمَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ -

২১২১. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন এবং গণকের ভেট নিষিদ্ধ করেছেন।

২১২২ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأِمَاءِ -

২১২২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) দাসীদের দিয়ে (অবৈধ) উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন।

২১-অনুচ্ছেদঃ পশুকে পাল দেয়ার মাওল।

২১২৩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ -

২১২৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) পশুকে পাল দেয়ানো বাবদ মাওল নিতে নিষেধ করেছেন।

২২-অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি ভূমি ইজারা নেয় এবং তাদের দু'জনের কেউ মারা যায়। ইবনে সীরীন বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবারের লোকদের তাকে উচ্ছেদ করার এখতিয়ার নেই। হাকাম, হাসান ও আয়াস ইবনে মুয়াবিয়া বলেন, ইজারা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) অর্ধেক ফসলের শর্তে খায়বারের জমি (ইহুদীদেরকে ইজারা) দিয়েছিলেন এবং নবী (সঃ), আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) -এর বিলাফতকাল পর্যন্ত ঐ ইজারা কার্যকর ছিল। এ কথা কোথাও উল্লেখ নেই যে, নবী (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর ও উমর (রাঃ) উক্ত জমি নতুনভাবে ইজারা দিয়েছেন।^৪

২১২৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْعُمَهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ -

২১২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারের জমি ইহুদীদেরকে এই শর্তে (বন্দোবস্ত) দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন করবে এবং তাদেরকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দেয়া হবে। (রাবী জুয়াইরিয়া বলেন), ইবনে উমর নাফে'কে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যমানায় কিছু মূল্যের বিনিময়ে -যার পরিমাণটা নাফে বলেছিলেন, কিন্তু আমার স্বরণে নেই, জমি ভাগচাষে দেওয়া হত। রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) ক্ষেত ভাগচাষে দিতে নিষেধ করেছেন। উবায়দুল্লাহ রাফে'র বরাত দিয়ে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে (একটু অতিরিক্ত) বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রাঃ) কর্তৃক ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া পর্যন্ত (খায়বারের জমি তাদের নিকট বর্গা দেওয়া ছিল)।

২৩-অনুচ্ছেদঃ হাওয়ালা (দায়্য অপসারণ) ৫ হাওয়ালা হওয়ার পর (পুনরায়) হাওয়ালাকারীর নিকট দাবী করা যায় কি? হাসান ও কাতাদা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় সে যদি (চুক্তির দিন) বিস্ত্রশালী হয় তবেই হাওয়ালা জায়েয হবে। ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন, দু'জন শরীক অথবা উত্তরাধিকারী পরস্পরের মধ্যে এভাবে বটন করল যে, একজন মূল সম্পদ নিল, অপরজন (অন্যদের নিকট প্রাপ্য) ঋণ নিল। এমনতাবস্থায় যদি শরীকদ্বয়ের কারো মাল নষ্ট হয়ে যায় (যেমন ঋণ আদায় করতে পারল না) তবে অপরজনের নিকটে তার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না।

৪. বিস্তারিত বর্ণনা 'মুযারায়াত' অধ্যায়ে দৃষ্টব্য।

১. যেমন কোন ঋণ গ্রহীতা তার ঋণ অন্য কারো হাওয়ালা করে ঋণদাতাকে বলল তার কাছে থেকে নেওয়ার জন্য এবং ঋণদাতাও তা মেনে নিল।

২১২৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِكٍ فَلْيَتَّبِعْ -

২১২৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ধনীর পক্ষে (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা অত্যাচার বিশেষ। যখন তোমাদের কাউকেও (তীর জন্য) ধনীর হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়।

২৪- অনুচ্ছেদঃ (ঋণ) যখন কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন তার পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার নেই।

২১২৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِكٍ فَلْيَتَّبِعْ -

২১২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ধনীর পক্ষে (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা অত্যাচার বিশেষ। যাকে (তার পাওনার জন্য) ধনীর হাওয়ালা করা হয় সে যেন তা মেনে নেয়।

২৫-অনুচ্ছেদঃ কারো ওপর মৃত ব্যক্তির ঋণের ভার হাওয়ালা করা জায়েয।

২১২৭- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ -

২১২৭. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় একটি জানাযা আনা হল। লোকেরা বলল, এর নামায পড়ুন। তিনি (সঃ) বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বলল, না। তখন তিনি তার জানাযা পড়লেন। তারপর আরেকটি লাশ আনা হল। লোকেরা বলল, হে রসূলুল্লাহ! এর নামায পড়ুন। তিনি বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? বলা হল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে

গিয়েছে? তারা বলল, তিনটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। তখন তিনি তার (জানাযার) নামায পড়লেন। তারপর তৃতীয় একটি লাশ আনা হল। লোকেরা বলল, এর নামায পড়ুন। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গিয়েছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? তারা বলল, তিন দীনার। তিনি বললেন, তোমাদের এ লোকটির নামায তোমরাই পড়। আবু কাতাদা (রাঃ) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! তার দেনার দায় আমার ওপর। তখন তিনি তার নামায পড়লেন।

অধ্যায়—১৫
 كتاب الكفالة
 (জামিন হওয়ার বর্ণনা)

১- অনুচ্ছেদঃ দেনা ও কর্জের ব্যাপারে দৈহিক বা আর্থিক দায় গ্রহণ প্রসঙ্গে আবুল যিনাদ হামযা ইবনে আমরকে উমর (রাঃ) যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠান। সেখানে এক ব্যক্তি খীয় খীর বাদীর সাথে যেনা করে বসল। তখন হামযা কিছু লোককে তার যামিন হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং উমর (রাঃ)—এর নিকট ফিরে এলেন। উমর (রাঃ) উক্ত লোকটিকে একশ বেত্রাঘাত করেন এবং লোকদের দিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেন। অতঃপর লোকটিকে তার অজ্ঞতার জন্য (অর্থাৎ খীর বাদীর সাথে সহবাস যে অবৈধ তা সে জানত না) অব্যাহতি দেন (অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করলেন না)।

জারীর (ইবনে আব্দুল্লাহ) ও আশআস (ইবনে কায়স) ধর্মদ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)—কে বলেন, তাদেরকে তওবা করতে বলুন এবং কাউকে তাদের যামিন নিযুক্ত করুন। তখন ধর্মদ্যুতরা (মুরতাদ) তওবা করল এবং তাদের গোত্রের লোকেরা তাদের যামিন হল।

হাসানাদ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি দায় গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করে তবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। হাকাম বলেন, তার ওপর দায়িত্ব থেকে যাবে (অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদের ওপর সে দায়িত্ব বর্তাবে)।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের এক লোক বনী ইসরাঈলের অপর এক লোকের নিকট এক হাজার দীনার কর্জ চাইল। তখন সে (কর্জদাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী আনুন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। সে (কর্জগ্রহীতা) বলল, সাক্ষীর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তখন কর্জদাতা বলল, তবে একজন যামিন উপস্থিত করুন। সে বলল, আল্লাহই যথেষ্ট যামিন। কর্জদাতা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর সে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। অতঃপর সে (কর্জগ্রহীতা) সমুদ্রযাত্রা করল এবং তার (ব্যবসায়িক) প্রয়োজন সমাধা করল। তারপর সে যানবাহন ঝুঁজতে লাগল, যাতে নির্ধারিত সময়ে সে কর্জদাতার নিকট এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু কোনরূপ যানবাহন সে পেল না। তখন (অগত্যা) সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং কর্জদাতার নামে একখানা চিঠি ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তার মধ্যে পুরে ছিদ্রটি বন্ধ করে দিল। তারপর ঐ কাঠখন্ডটা নিয়ে সমুদ্র তীরে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমি অমুকের নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর্জ চাইলে সে আমার কাছ থেকে যামিন চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যথেষ্ট যামিন, এতে সে রাযী হয়ে যায়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসেবে

আল্লাহই যথেষ্ট। এতে সে রাজী হয়ে যায় (এবং আমাকে ধার দেয়)। আমি তার প্রাপ্য তার নিকট পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেলাম না। আমি ঐ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তোমার নিকট আমানত রাখছি। এই বলে সে কাঠখড়টা সমুদ্র বকে নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ তা সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাবার জন্য যানবাহন ঝুজতে লাগল।

ওদিকে কর্জদাতা (নির্ধারিত দিনে) এ আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা দেনাদার তার পাওনা টাকা নিয়ে এসে পড়েছে। ঘটনাক্রমে ঐ কাঠখড়টা তার নজরে পড়ল, যার ভিতরে স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সে তা পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন কাঠের টুকরাটা চিরলো তখন ঐ স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠিটা সে পেয়ে গেল। কিছুকাল পর দেনাদার লোকটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে (পাওনাদারের নিকট) এসে হাজির হল (কারণ কাঠের টুকরোটা পৌঁছা তো সম্ভবপর ছিল না) এবং (সময় মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় দুঃখ করে) বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনার মাল (প্রাপ্য) যথা সময়ে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে যানবাহনের ষোজে সর্বদা চেষ্টিত ছিলাম। কিন্তু যে জাহাজটিতে করে আমি এখন এসেছি এটির আগে আর কোন জাহাজই পেলাম না (তাই সময় মত আসতে পারলাম না)। কর্জদাতা বলল, আপনি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলেন? দেনাদার বলল, আমি তো আপনাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন জাহাজই আমি পাইনি। সে (কর্জদাতা) বলল, আপনি কাঠের টুকরোর ভিতরে করে যা পাঠিয়েছিলেন তা আল্লাহ আপনার হয়ে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে প্রশান্ত চিত্তে ফিরে চলে আসল।

২-অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহ বলেন:

قَوْلُ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ -

“এবং যাদের সাথে তোমরা কসম করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও” (সূরা নিসা : ৩৩)।

২১২৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ نَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي أَخَى النَّبِيُّ - بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ : وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نَسَخَتْ ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُؤْمَنُ لَهُ -

২১২৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “ওয়া লিকুল্লিন জাআলনা মাওয়ালিয়া” আয়াতে “মাওয়ালিয়া” শব্দের অর্থ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। আর “ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আইমানুকুম” আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি (ইবনে আব্বাস)

বলেন, মদীনায় মুহাজিরদের আগমনের পর নবী (সঃ) তাদের ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন তার ভিত্তিতে মুহাজিররা আনসারদের উত্তরাধিকারী হত। কিন্তু আনসারদের আত্মীয়-স্বজনরা (মুহাজিরদের সম্পদ থেকে) কিছুই পেত না। যখন “ওয়া লিকুল্লিন জাআলনা মাওয়ালিয়া” আয়াত অবতীর্ণ হল তখন “ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আইমানুকুম” আয়াতটির কার্যকারিতা মনসুখ বা রহিত হয়ে গেল। তিনি (ইবনে আব্বাস) আরো বলেন, উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে শুধু পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও আদেশ-উপদেশের হুকুম বাকি রয়েছে (অর্থাৎ আনসার ও মুহাজিরগণ যদি পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে কসম করে অস্বীকারাবদ্ধ হয়, তবে তা অবশ্যই পালন করতে হবে)। কিন্তু তাদের জন্য মীরাস বা উত্তরাধিকার বাতিল হয়ে গেছে। অবশ্য ওসিয়ত করা যেতে পারে।

২১২৭- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَأَخَى رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ -

২১২৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) যখন আমাদের নিকট (মদীনায়) আগমন করেন তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তার ও সা'দ ইবনে রবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

২১২৮- عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسٍ أَبْلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي -

২১৩০. আসেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট কি এ হাদীস পৌছেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, ইসলামে হিলফ (জাহিলী যুগের সহযোগিতা চুক্তি) নেই। তিনি বললেন, নবী (সঃ) আমার বাড়ীতে কুরাইশ ও আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।^১

৩-অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ মৃত ব্যক্তির দেনার দায় গ্রহণ করে তবে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার এখতিয়ার নেই। হাসান বসরী এ মত পোষণ করেন।

২১২৯ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ

১. সহীহ মুসলিম ও সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলামে ‘হিলফ’ নেই-এর ব্যাখ্যা দু'ভাবে করা যায়। একঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে যে ধরনের হিলফ হত ইসলাম তা স্বীকার করে না। যেমন ইসলাম-পূর্ব যুগে লোকেরা ন্যায়-অন্যায় সকল অবস্থায় পরস্পরকে সাহায্য করার অস্বীকার করত। কিন্তু ইসলামে অন্যায় ব্যাপারে সাহায্য নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ হিলফের ফলে তারা এক-বটামণ মীরাস পেত। কিন্তু ইসলামে তা রহিত করা হয়েছে। দুইঃ ইসলামে হিলফ-এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিপক্ষে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইসলাম ওয়াজিব করেছে এবং মীরাস সম্পর্কেও পরিষ্কার বিধান দিয়েছে।

هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى دَيْنِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ -

২১৩১. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সঃ) -এর নিকট একটি লাশ আনা হয় তার নামায পড়াবার জন্য। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? লোকেরা বলল, না। তখন তিনি তার নামায পড়ালেন। তারপর আরেকটি লাশ আনা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের এ সাখীর নামায তোমরা পড়াও। আবু কাতাদা (রাঃ) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! তার দেনার দায় আমার ওপর। তখন তিনি তার নামায পড়ালেন।

২১৩২- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَاتَيْتَهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحُتَّى لِي حَتِيَّةٌ فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِنْهَا -

২১৩২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) (আমাকে) বলেছিলেন, যদি বাহরাইনের মাল এসে যায় তবে আমি তোমাকে এত এত দেব। কিন্তু নবী (সঃ)-এর ওফাত পর্যন্ত বাহরাইনের মাল এসে পৌছল না। পরে যখন বাহরাইনের মাল আসল, আবু বকর (রাঃ)-র আদেশে ঘোষণা করা হল, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যার অনুকূলে কোন ওয়াদা বা দেনা রয়েছে সে যেন আমার নিকট আসে। (জাবের বলেন) আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, নবী (সঃ) আমাকে এত এত (দেবেন) বলেছিলেন। এ বলে জাবের (রাঃ) তিন আঁজলা দেখালেন। তখন তিনি [আবু বকর (রাঃ)] আমাকে হাতের আঁজলা ভর্তি করে দিলেন, আমি তা গুণে দেখি পাঁচশ' (দিরহাম)। তারপর তিনি বললেন, "আরো দ্বিগুণ নাও।"

৪-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর যামানায় আবু বকর (রাঃ)-কে (মুশরিক কর্তৃক) নিরাপত্তা দান ও তার অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার বর্ণনা।

২১৩৩- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ

وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمَ الْيَاتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَ فِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَةً
فَلَمَّا أَتَيْتِي الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قَبْلَ الصُّبْحَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرَكَ الْغِمَادِ
لَقِيَهُ ابْنُ الدُّغْنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَنِي
قَوْمِي فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدُ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدُّغْنَةِ إِنَّ مِثْلَكَ لَا
يُخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَ أَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَأَعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ فَارْتَحِلْ ابْنُ
الدُّغْنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أَبَا
بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلَهُ وَلَا يُخْرَجُ أَتَخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ
وَيَحْمِلُ الْكُلَّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جَوَارِ
ابْنِ الدُّغْنَةِ وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ وَقَالُوا لِابْنِ الدُّغْنَةِ مُرَابَا بِبَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ
فَلْيُصِلْ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِنَا بِذَلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِنَ بِهِ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ
أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدُّغْنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي
دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَأَ لِأَبِي بَكْرٍ فَأَبْتَنَى
مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ
الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءَ لَا يَمْلِكُ دَمْعُهُ
حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَافْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ
الدُّغْنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُنَّا أَجْرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ
وَأَنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَأَبْتَنَى مَسْجِدًا لِفَنَاءِ دَارِهِ وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِينَا
أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا فَأَتَاهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ
فَعَلْ وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِزَ ذَلِكَ فَسَلُّهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ دِمَّتُكَ فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ
وَلَسْنَا مُقَرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ إِلَّا اسْتَعْلَانَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاتَى ابْنُ الدُّغْنَةِ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ
قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَأَمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ دِمَّتِي

فَإِنِّي لَا أَحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ إِنِّي أَخْفَرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنِّي
 أَرَدْتُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضِي بِجِوَارِ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ رَأَيْتُ سَبْخَةَ ذَاتِ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ
 فَهَاجَرَمَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ
 بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجِرًا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَهَجَرَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي
 أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَا حِلَتَيْنِ
 كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَى السَّمُرَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ -

২১৩৩. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে দিন থেকে আমার বোধশক্তি হয়েছে সেদিন থেকেই আমি আমার মা-বাবাকে দীন ইসলামের অনুসারী রূপে পেয়েছি (ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পালন করতে আমি তাদেরকে কখনো দেখিনি) এবং আমাদের এমন কোন দিন যায়নি যার দু'প্রান্তে সকাল-সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আসেননি (অর্থাৎ প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তিনি আমাদের বাড়ী আসতেন)। মুসলমানরা যখন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন তখন একদা আবু বকর (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি বারকুল গিমান^১ নামক স্থানে পৌছলে ইবনুদ দাগিনাহ তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি ছিলেন কারাহ গোত্রের সরদার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! কোথায় যেতে চাচ্ছেন? আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমার জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি ইচ্ছা করেছি যে, আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। (একথা শুনে) ইবনুদ দাগিনাহ বললেন, আপনার মত লোক (স্বেচ্ছায় দেশ থেকে) বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিস্কার করাও চলে না (অর্থাৎ আপনার মত একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করা যেমন ঠিক নয় তেমনি আপনাকে দেশ থেকে বের করে দেয়াও অন্যায্য)। কেননা আপনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করেন, আত্মীয়তার বন্ধন সংযুক্ত রাখেন, অক্ষমের বোঝা বহন করেন, অতিথির মেহমানদারী করেন এবং বিপদ-দুর্বিপাকে লোককে সাহায্য করেন।^৩ আমি আপনার আশ্রয়দাতা (অর্থাৎ আপনার আশ্রয় ও নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার উপর)। সুতরাং আপনি ফিরে যান এবং নিজ দেশে গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করুন। এ কথা বলে ইবনুদ দাগিনাহ রওনা করলেন এবং আবু বকরকে সাথে নিয়ে (মক্কায়) ফিরে এলেন। তিনি কুরাইশ কাফিরদের

১ 'বারকুল-গিমান' মক্কা থেকে ইয়েমেনের দিকে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত একটি জনপদ।

৩. অথবা এর অর্থঃ সত্য অবলম্বনের কারণে সত্যপ্রিয়দের ওপর যে দুর্দশা নেমে আসে আপনি তখন সাহায্য করেন।

নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেন এবং বললেন, আবু বকরের মত লোক যেমন বেরিয়ে যেতে পারে না, তেমনি তাঁর মত লোককে বহিস্কার করাও চলে না। আপনারা কি এমন একজন লোককে (দেশ থেকে) বহিস্কৃত করতে চাচ্ছেন যে নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করে, আত্মীয়তার বন্ধন সংযুক্ত রাখে, অপরের বোঝা বহন করে, অতিথির মেহমানদারী করে এবং দুর্বিপাকে সাহায্য করে। এ কথা শুনে (আবু বকরকে) ইবনুদ দাগিনার আশ্রয় প্রদান কুরাইশরা মেনে নিল এবং তারা আবু বকরকে নিরাপত্তা প্রদান করে ইবনুদ দাগিনাকে বলল, আপনি আবু বকরকে বলুন, তিনি যেন নিজ বাড়ীতে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত করেন, সেখানেই যেন নামায পড়েন এবং তাঁর যা ইচ্ছা তা (বাড়ীতেই যেন) পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে যেন কষ্ট না দেন এবং এসব তিনি যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা আমাদের ভয় হচ্ছে, তিনি (প্রকাশ্যে ঐসব করে) আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে (ধর্মের ব্যাপারে) আবার কোন্ গোলমাল বাধিয়ে দেন। ইবনুদ দাগিনাহ এসব কথা আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন। তাই তিনি নিজ বাড়ীতে স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকেন, প্রকাশ্যভাবে নামায এবং কুরআন পড়েন না। কিছুদিন পর আবু বকরের মনে কি যেন খেয়াল চাপল। তিনি নিজ বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন এবং (ঘর থেকে) বেরিয়ে সেখানে নামায পড়তে ও কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। ফলে মুশরিকদের স্ত্রী-পুত্ররা তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগল। তাঁর অবস্থা দেখে তারা বিশ্বয়বোধ করত এবং একদৃষ্টে তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকত।

আবু বকর (রাঃ) ছিলেন বেশী ক্রন্দনশীল ব্যক্তি। যখন তিনি কুরআন পাঠ করতেন তখন চোখের পানি ধরে রাখতে পারতেন না। এটা মুশরিক কুরাইশ নেতাদেরকে বিব্রত করে তুলল। তারা ইবনুদ দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। তিনি তাদের নিকট এলে তারা বলল, আমরা তো আবু বকরকে এ শর্তে আশ্রয় দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ বাড়ীতে তাঁর প্রভুর ইবাদত করবেন। কিন্তু তিনি তা লংঘন করে নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং (তাতে) প্রকাশ্যভাবে নামায পড়ছেন ও কুরআন পাঠ করছেন। এতে আমরা আশংকা করছি যে, তিনি আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ধর্মমতে গভগোল বাধিয়ে দিবেন। সুতরাং আপনি তাঁকে গিয়ে বলুন, যদি তিনি নিজ বাড়ীতে (অপ্রকাশ্যে) নিজ প্রভুর ইবাদত করে ক্ষান্ত থাকতে চান তবে তাই করুন। আর যদি তিনি অস্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে ঐ সব করতে চান তবে আপনি তাকে বলুন, তিনি যেন আপনার যিহাদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা একদিকে আমরা যেমন আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা অপছন্দ করি, অন্য দিকে তেমনি আবু বকরের প্রকাশ্য ধর্মানুষ্ঠানকেও আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইবনুদ দাগিনাহ আবু বকরের নিকট এসে বললেন, যে শর্তে আমি আপনার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম তা আপনার বেশ জানা রয়েছে। সুতরাং হয়ত আপনি (বাড়ীবাড়ি না করে) ঐ শর্তের ওপর সীমাবদ্ধ থাকুন, নয়ত আমার যিহাদারী আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। কেননা কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তা চুক্তি করার পর আমার পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে এমন একটা কথা আরব জাতি শুনতে

পাক এটা মোটেই পছন্দ করি না। আবু বকর (রাঃ) বললেন, আপনার আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করছি এবং মহান আল্লাহর আশ্রয় লাভেই আমি সন্তুষ্ট।

ঐ সময় (যখন এসব ঘটনা ঘটছিল) রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় ছিলেন। তখন (একদিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাকে (স্বপ্নযোগে) তোমাদের হিজরতের স্থান দেখান হয়েছে। আমি খেজুর বৃক্ষেপূর্ণ একটি স্থান দেখলাম যা দু'টি কংকরময় প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এ (স্বপ্নের) কথা বললেন তখন যারা হিজরত করার মনস্থ করেছিল তারা মদীনার দিকেই হিজরত করল। আর যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিল তাদেরও কেউ কেউ মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করল। আবু বকরও হিজরতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) (আবু বকরকে) বললেন, অপেক্ষা করুন। কেননা আমি নিশ্চিতভাবে আশা করছি যে, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কি এমনটা আশা করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গী হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দুটো উট ছিল সেগুলো চার মাস ধরে বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

৫-অনুচ্ছেদঃ ঋণ।

২১৩৪ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنَ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى وَالْأُخْرَى قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوَفَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَاؤِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْ رَثَّهُ -

২১৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নিকট কোন দেনাদার ব্যক্তির মৃতদেহ আনা হলে প্রথমে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে তার দেনা পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত কিছু (মাল) রেখে গেছে কি? যদি তাঁকে বলা হত যে, সে (মৃত ব্যক্তি) তার দেনা পরিশোধের জন্য কিছু রেখে গেছে তবে তিনি তার নামায পড়তেন। নতুবা মুসলমানদের বলতেন, তোমাদের সাথীর নামায তোমরা পড়। পরবর্তী কালে আল্লাহ যখন তাঁর জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত করে দিলেন তখন তিনি বললেন, আমি মুমিনদের জন্য তার নিজ সন্তার চাইতেও অধিক শুভাকাঙ্খী। সুতরাং যে মুসলিম দেনা রেখে মৃত্যুবরণ করে তার সে দেনা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার, আর যে সম্পদ সে রেখে যায় তা তাঁর ওয়ারিশদের।

كتاب الوكالة

(প্রতিনিধিত্বের বর্ণনা)

১- অনুচ্ছেদঃ ভাগ-বাটোয়ারা ইত্যাদিতে এক শরীক অপর শরীকের প্রতিনিধি নিয়োজিত হওয়া। নবী (সঃ) তাঁর কোরবানীর পশুতো আলী (রা)-কে শরীক করেন, অতপর (তাঁর পক্ষ থেকে) তা বটন করার আদেশ দেন।

২১২৫- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُذْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا -

২১৩৫. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে কোরবানীকৃত উটের ঝিল্লী ও তার চামড়া সদকা করতে হকুম করেছেন।

২১২৬- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ضَحَّ أَنْتَ -

২১৩৬. উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে কতকগুলো ছাগল-ভেড়া সাহাবীদের মধ্যে বটন করার জন্য দিয়েছিলেন। (বটনের পর) একটি ছাগ-শাবক অবশিষ্ট রয়ে গেল। তিনি এটা নবী (সঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ওটা তুমি কোরবানী কর।

২-অনুচ্ছেদঃ মুসলমানের পক্ষে কোন অমুসলিমকে মুসলিম দেশে কিংবা অমুসলিম দেশে প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয।

২১২৭- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ كَاتَبْتُ أُمِّيَّةَ بَنَ خَلْفِ كِتَابًا بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَّتِي بِمَكَّةَ وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَّتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ كَاتِبَتْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَاتَبْتُهُ عَبْدٌ عَمْرٍو فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمٍ بَدَرٍ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لِأُحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِإِلَّاءٍ فَخَرَجَ

حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أُمِّيَّةُ بْنُ خَلْفٍ لَا نَجُوتُ إِنْ نَجَا
أُمِّيَّةُ فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي أَثَارِنَا فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَفْتُ
لَهُمْ ابْنَهُ لَأَشْفَلَهُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَبَا حَتَّى يَتَّبِعُونَا وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا فَلَمَّا أَدْرَكُونَا
قُلْتُ لَهُ ابْرُكْ فَبَرَكَ فَالْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لَأَمْنَعَهُ فَتَخَلَّلُوهُ بِالسَّيْفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى
قَتَلُوهُ وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رَجُلِي بِسَيْفِهِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ
الْأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ -

২১৩৭. আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমাইয়া ইবনে খালাফের সংগে এই মর্মে একটি চুক্তিতে উপনীত হলাম যে, সে মক্কায় আমার মাল-আসবাবের রক্ষণাবেক্ষণ করবে আর আমি মদীনায় তার মাল-আসবাবের রক্ষণাবেক্ষণ করব। যখন আমি (চুক্তিনামার মধ্যে আমার নামের শেষে) ‘রহমান’ শব্দটি উল্লেখ করলাম তখন সে বলল, আমি রহমানকে চিনি না। জাহিলী যুগে তোমার যে নাম ছিল তাই লিখ। তখন আমি তাতে আবদু আমর লিখে দিলাম। বদর যুদ্ধের দিন যখন লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমি তাকে (উমাইয়াকে) রক্ষা করার জন্য একটি পাহাড়ের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু বিলাল (রাঃ) তাকে দেখে ফেললেন। তিনি (তৎক্ষণাৎ) ছুটে গিয়ে আনসারদের এক মজলিসে উপস্থিত হলেন এবং (তার দিকে ইংগিত করে) বললেন, ঐ যে উমাইয়া ইবনে খালাফ। যদি উমাইয়া বেঁচে যায় তবে আমার আর রক্ষা নেই। তখন আনসারদের একটি দল তার সাথে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। যখন আমার আশংকা হল যে, তারা আমাদের নিকট এসে পড়বে, তখন আমি তার (উমাইয়ার) পুত্রকে তাদের জন্য পেছনে ছেড়ে এলাম, তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করল। এরপরও তারা ক্ষান্ত হল না। তারা আমাদের পিছু ছুটল। আর উমাইয়া ছিল অত্যন্ত স্থূলদেহী (তাই বেশী দূর দৌড়াতে পারল না)। যখন তারা আমাদের কাছে পৌঁছে গেল তখন আমি তাকে বললাম, বসে পড়। সে বসে পড়ল। আমি তাকে রক্ষা করার জন্য আমার দেহখানা তার ওপর স্থাপন করলাম (অর্থাৎ আমার শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে রাখলাম)। কিন্তু তারা আমার নীচে থেকে তরবারি ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। তাদের একজনের তরবারি আমার পায়েও লেগেছিল। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) তাঁর পায়ের সে ক্ষত চিহ্নটি আমাদেরকে দেখাতেন।

৩-অনুলোভ: সোনা-রূপা ও ওজনে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ব্যাপারে প্রতিনিধি নিয়োগ। উমর (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) সোনা-রূপা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে (প্রতিনিধি) নিয়োগ করেছিলেন।

۲۱۳۸- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ

رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمَرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ أَكُلْ تَمَرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ
الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ
ثُمَّ اتَّبَعَ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلُ ذَلِكَ -

২১৩৮. আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে খাইবারে কর্মচারী নিয়োগ করে পাঠান। সে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট খেজুর তাঁর নিকট নিয়ে আসল। তিনি (সঃ) বললেন, খাইবারের সব খেজুরই কি এরূপ? সে বলল, (না তা নয়) আমরা দু' সা'র পরিবর্তে এর এক সা' নিয়ে থাকি; কিংবা তিন সা'র পরিবর্তে এর দুই সা' নিয়ে থাকি। তিনি (সঃ) বললেন, এরূপ কর না। নিকট মানের খেজুর দিরহাম (মুদ্রা) নিয়ে বিক্রি কর। তারপর ঐ দিরহাম দিয়ে উৎকৃষ্টগুলো ক্রয় কর। ওজনে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ব্যাপারেও তিনি অনুরূপ বলেছেন।

৪-অনুচ্ছেদ : যখন রাখাল অথবা প্রতিনিধি দেখে যে, কোন বকরী মারা যাচ্ছে কিংবা কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন সে ঐ বকরীটা জবাই করে দেবে এবং নষ্টপ্রায় জিনিসটাকে ঠিক রাখার ব্যবস্থা করবে।

২১৩৯ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلَمٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ وَأنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ أَوْ أُرْسِلَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ تَابِعَهُ عَبْدُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ -

২১৩৯. ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর কতগুলো ছাগল-ভেড়া ছিল যা সালআ নামক পাহাড়ে চরে বেড়াত। আমাদের এক দাসী একদা দেখল যে, আমাদের ছাগল-ভেড়ার মধ্যে একটি বকরী মারা যাচ্ছে। তখন সে (তোড়াতাড়ি) একটি পাথর ভেঙে নিয়ে তা দিয়ে বকরীটাকে জবাই করে দিল। তিনি (কা'ব ইবনে মালিক) তাদেরকে (পরিবারবর্গকে) বললেন, তোমরা এটা খেও না যে পর্যন্ত না এ সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর নিকট আমি জিজ্ঞেসা করি অথবা জিজ্ঞেস করার জন্য কাউকে পাঠাই। অতঃপর তিনি স্বয়ং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অথবা লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা খাওয়ার জন্য তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। (বর্ণনাকারী) উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, এ কথাটা আমার খুব ভাল লাগল যে, দাসী হয়েও সে বকরীটাকে জবাই করতে পারল।

৫-অনুচ্ছেদঃ উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির উকীল (প্রতিনিধি) নিয়োগ করা জায়েয। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর উকীলকে তাঁর অনুপস্থিতিতে লিখে পাঠান যে নতুন তাঁর পরিবারের ছোট বড় সবার পক্ষ থেকে সাদকায়ে ফিতর আদায় করে দেয়।

২১৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنَّةٌ مِنَ الْأَيْلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.

২১৪০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তির একটি বিশেষ বয়সের উট পাওনা ছিল। সে (পাওনার জন্য) তাকে তাগাদা দিতে এলে তিনি (সাহাবাদেরকে) বললেন, তাকে (তার পাওনা) দিয়ে দাও। তাঁরা (সাহাবারা) ঐ উটের সমবয়সী উট অনেক খুঁজলেন, কিন্তু এমন উট পেলেন না, পেলেন তার চাইতে বেশী বয়সের উট। তখন তিনি (সঃ) বললেন, ওটাই দিয়ে দাও। লোকটি তখন বলল, আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন। আল্লাহ আপনাকেও পুরোপুরি (প্রতিদান) দিন। নবী (সঃ) বললেন, যে ঋণ পরিশোধ করার বেলায় উত্তম, সে-ই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৬-অনুচ্ছেদঃ ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ।

২১৪১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهُمْ بِهِ أَصْحَابُ. بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ : أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَمَثَلٌ مِنْ سِنِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.. لَا تَجِدُ

২১৪১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক (ইহুদী) ব্যক্তি নবী (সঃ) -এর নিকট (পাওনার জন্য) তাগাদা দিতে এসে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে লাগল। এতে তাঁর সাহাবারা (ক্ষুব্ধ হয়ে) লোকটিকে শাস্তা করতে উদ্যত হল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তার (উটের) সমবয়সী একটি (উট) তাকে দিয়ে দাও। তাঁরা (সাহাবারা) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! তার চাইতে শ্রেষ্ঠ উট পাচ্ছি না (অর্থাৎ তার উটের সমবয়সী উট পাওয়া যাচ্ছে না, বরং তার চাইতে শ্রেষ্ঠ পাওয়া যাচ্ছে)। নবী (সঃ) বললেন, ওটাই দিয়ে দাও। কারণ যে ঋণ পরিশোধ করার বেলায় উত্তম, সে-ই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৭-অনুচ্ছেদঃ কোন প্রতিনিধিকে কিংবা কোন কওমের সুপারিশকারীকে কোন বস্তু হেবা (দান) করা জায়েয। কেননা নবী (সঃ) হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দলকে যখন তারা গনীমতের মাল দাবী করেছিল-বলেছিলেন, আমি আমার অংশটা তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি।

২১৬২- عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّازَنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا أَحَدَى الطَّائِفَيْنِ أَمَّا السَّبْيِ وَأَمَّا الْمَالُ وَقَدْ كُنْتُ إِسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْتَظَرَهُمْ بِضَمِّ شَرَّةٍ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ -

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَاتَّأَنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَاتَّأَنَّى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَبِينَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَدْنَى مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرْفَاؤَكُمْ فَارْجِعِ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَبِبُوا وَأَذِنُوا -

২১৪২. মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়াল ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নিকট এসে তাদের ধন-সম্পদ ও বন্দী ফেরত চাইলে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, আমার নিকট সত্য কথাই অধিকতর প্রিয়। তোমরা দু'টোর মধ্যে যে কোন একটা বেছে নাওঃ হয় বন্দী অথবা ধন-সম্পদ। আমি তো তাদের আগমনের অপেক্ষায়ই (জি'রানা নামক স্থানে প্রতীক্ষমাণ) ছিলাম। (রাবী বলেন) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রসূলুল্লাহ (সঃ) দশ দিনেরও বেশী সময় তাদের (হাওয়াযিন গোত্রের) জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তারা (হাওয়াযিন প্রতিনিধি দল) পরিষ্কার বুঝতে পারল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) দু'টোর মধ্যে মাত্র একটা ফেরত দেবেন তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদেরই গ্রহণ করছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদের মাঝে উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করে বললেন,

অতঃপর তোমাদের এ ভাইয়েরা তওবা করে আমার নিকট এসেছে এবং আমার মতামত এই যে, আমি তাদের বন্দীদের ফেরত দেই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ খুশীতে স্বৈচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে (বিনামূল্যে ফেরত) দিতে চায় সে দিক। আর তোমাদের মধ্যে যে এর বিনিময় চায় তাকে আমরা ঐ গনীমাতের মাল থেকে তা দেব যা আন্তাহ সর্বপ্রথম আমাদের হস্তগত করবেন, এ শর্তে সে তা করুক (অর্থাৎ ফেরত দিক)। লোকেরা বলল, হে রসূলুল্লাহ! আমরা নিজ খুশীতেই তাদেরকে ফেরত দিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে এ বিষয়ে কে কে অনুমতি দিল, আর কে কে অনুমতি দিল না, তা আমরা বুঝতে পারছি না। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ তোমাদের মতামত আমাদের নিকট পেশ করুক। লোকেরা ফিরে গেল। তাদের প্রতিনিধিবর্গ তাদের সাথে আলোচনা করল। পরে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে জানাল যে, লোকেরা সবুট চিন্তে অনুমতি দিয়েছে।

৮-অনুচ্ছেদঃ কেউ কোন লোককে কিছু দান করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করল কিন্তু কত দান করবে তা বলল না, তবে সে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দান করবে।

২১৬৩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ تُقَالُ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ إِنِّي عَلَى جَمَلٍ تُقَالُ قَالَ أَمَعَكَ قَضِيبٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَعْطَيْتَهُ فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرِبَهُ فَزَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ بَعْثَنِي فَقُلْتُ بَلْ هُوَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَعْثَنِي قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةٍ دَنَانِيرَ وَلَمْ يَظْهَرْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْحَلُ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ تَزَوِّجُ امْرَأَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ أَبِي تَوَفَّى وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبْتُ خَلَا مِنْهَا قَالَ فَذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ يَا بِلَالُ أَقْضِهِ وَزِدْهُ فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا قَالَ جَابِرٌ لَا تَفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -

২১৬৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমি একটি ধীরগামী উটে সওয়ার ছিলাম। তাই উটটা দলের পেছনে পড়ে গেল। এমতাবস্থায় নবী (সঃ) আমার কাছ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ কে? আমি বললাম, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি বললেন, তোমার কি হল (পেছনে পড়লে কেন)? আমি বললাম, আমি একটা ধীরগতি সম্পন্ন উটে সওয়ার হয়েছি। তিনি

বললেন, তোমার নিকট কি কোন ছড়ি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ (আছে)। তিনি বললেন, তা (ছড়িটা) আমাকে দাও। আমি ছড়িটা তাঁকে দিলাম। তিনি উটটাকে আঘাত করলেন এবং ধমক দিলেন। তখন উটটা (এত দ্রুত চলল যে) সে স্থান থেকে দলের অগ্রভাগ পৌঁছে গেল। তিনি (সঃ) বললেন, এটা আমার নিকট বিক্রি করে দাও। আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে রসূলুল্লাহ! এটা আপনারই (অর্থাৎ বিনা মূল্যেই নিয়ে নিন)। তিনি বললেন, না বরং আমার কাছে বিক্রি কর। (অতঃপর) তিনি বললেন, চার দীনার মূল্যে আমি এটা কিনে নিলাম। তবে মদীনা পর্যন্ত তুমিই এর পিঠে সওয়ার থাকবে। যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি আমার বাড়ীর দিকে যেতে উদ্যত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে চাচ্ছ? আমি বললাম, আমি একটা বিধবা নারীকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী কেন বিয়ে করলে না? সে তোমার সাথে রং-তামাশা করত এবং তুমি তার সাথে রং-তামাশা করত। আমি বললাম, আমার বাবা মারা গেছেন। (মৃত্যুকালে) তিনি কয়েকটি মেয়ে রেখে গেছেন। তাই এমন একটা নারীকে আমি বিয়ে করতে মনস্থ করলাম, যে হবে (ঘরকন্না) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিধবা। তিনি (সঃ) বললেন, তবে ঠিকই করেছ। আমরা মদীনায় পৌঁছলে তিনি (বিলালকে) বললেন, হে বিলাল! একে (জাবিরকে) তার পাওনা দিয়ে দাও এবং কিছু অতিরিক্ত দিও। বিলাল (রা) তাকে চার দীনার এবং অতিরিক্ত এক কীরাত (স্বর্ণ) দিলেন। জাবির (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দেয়া অতিরিক্ত এক কীরাত সোনা কখনো আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হত না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র থলে থেকে ঐ কীরাত কোনদিন আলাদা হত না।

৯-অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোক কর্তৃক বিয়ের ব্যাপারে ইমামকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

২১৬৬ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

২১৪৪. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রমণী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার নিজেকে বিয়ের ব্যাপারে আপনার হাতে সোপর্দ করলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে রসূলুল্লাহ! আমার বিয়েটা এ স্ত্রীলোকটির সাথে করিয়ে দিন। তিনি বললেন, কুরআনের যে অংশটুকু তোমার মুখস্থ রয়েছে তার বিনিময়ে আমি তোমার বিয়েটা এ স্ত্রীলোকটির সাথে করিয় দিলাম।

১০-অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ কোন লোককে প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং ঐ প্রতিনিধি কোন কিছু ছেড়ে দেয়, অতঃপর প্রতিনিধি নিয়োগকারী তা অনুমোদন করে, তবে এটা জায়েয। আর প্রতিনিধি যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে (কাউকে) কর্ত্ত প্রদান করে তবে তাও জায়েয।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে রমযানের ফিতরা পাহারা দেওয়ার ভার অর্পণ করেছিলেন। এক আগন্তুক আমার নিকট এসে আজলা ভর্তি

করে খাদদ্রব্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি অভাবগ্রস্ত, আমার ওপর পরিবারের ভরণ—পোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। রাবী বলেন, (এসব শুনে) আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কি? আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! সে তার তীব্র অভাব ও পরিজনের কথা বললে তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি (সঃ) বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যে বলেছে এবং সে আবার আসবে। রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কথায় আমার প্রত্যয় হ'ল যে, সে আবার আসবে। সুতরাং আমি তার অপেক্ষায় ঠেং পেতে থাকলাম। সে আবার আসল এবং আজলা ভরে খাদদ্রব্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, তোমাকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর নিকট অবশ্যই নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। কেননা আমি ভীষণ অভাবগ্রস্ত এবং আমার উপর পরিজনের (ভরণ—পোষণের) দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন, হে আবু হুরাইরা! তোমার বন্দীর খবর কি? আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! সে (পুনরায়) তার তীব্র প্রয়োজন ও পরিজনের কথা বললে তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, হুশিয়ার! সে তোমার কাছে মিথ্যে বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার জন্য ঠেং পেতে থাকলাম। সে আবার আসল এবং আজলা ভর্তি করে খাদদ্রব্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, তোমাকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর নিকট অবশ্যই নিয়ে যাব। এ নিয়ে তিনবার হল। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দেব যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কি? সে বলল, যখন তুমি বিছানায় গুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন, তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কি? আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! সে বলল, সে আমাকে এমন কয়েকটা বাক্য শিক্ষা দেবে যদ্বারা আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সেটা কি? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি বিছানায় গুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী প্রথম থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। এবং সে বলল, এমে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। (অধস্তন কোন রাবী বলেন) সাহাবীরা সৎ শিক্ষা ও সংকাজের জন্য বিশেষভাবে লালায়িত ছিলেন (বলে ঐ কথায় আবু হুরাইরা তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন)। তখন নবী (সঃ) বললেন, হী একথাটি তো তোমাকে সে সত্য বলেছে কিন্তু সাবধান, সে ভারী মিথ্যুক। হে আবু হুর—ইরা! তুমি কি জান তিন রাত যাবত তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলছিলে? আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, না। তিনি (সঃ) বললেন, সে ছিল একটা শয়তান।

১১-অনুচ্ছেদঃ যদি প্রতিনিধি কোন ধারাপ জিনিস বিক্রি করে তবে তার বিক্রি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২১৪৫- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ آتَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَِّا عَيْنُ الرَّبَِّا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ -

২১৪৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) কিছু 'বরনী'২ খেজুর নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট এল। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এটা কোথায় পেলে? বিলাল (রা) বলেন, আমাদের নিকট কিছু নিকুট খেজুর ছিল। নবী (সঃ)-কে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তার দু' সা'র বিনিময়ে (এর) এক সা' কিনেছি। একথা শুনে নবী (সঃ) বলেন, হায়! হায়! সরাসরি সুদ! এরূপ করো না। যখন তুমি (উৎকৃষ্ট) খেজুর কিনতে চাও তখন নিকুট খেজুর অন্য কোন জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। তারপর ঐ মূল্যের বিনিময়ে (উৎকৃষ্ট খেজুর) কিনে নাও।

১২-অনুচ্ছেদঃ ওয়াকফকৃত সম্পদে প্রতিনিধি নিয়োগ। প্রতিনিধির খরচপত্র এবং তার বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানো ও বিধি অনুযায়ী নিজে ডরুণ প্রসঙ্গ।

২১৪৬- عَنْ عَمْرِو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَّئِلٍ مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ -

২১৪৬. আমর ইবনে দীনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাঃ)-র যাকাত সম্পর্কিত একথাটি (লিপিবদ্ধ) ছিল যে, মুতাওয়াল্লী (অভিভাবক) নিজে খেলে এবং তার বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ালে কোন গুনাহ নেই-যদি মাল সঞ্চয় করার খায়েশ না থাকে। ইবনে উমর (রা) উমর (রাঃ)-র যাকাত খাতের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন মক্কাবাসী লোকদের নিকট উপটোকন পাঠিয়ে দিতেন।

১৩-অনুচ্ছেদঃ শরীআত নির্ধারিত শান্তি (হদ) প্রয়োগের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

এক প্রকার উত্তম ও রোগনাশক খেজুর। এর আকার গোল এবং রং হলুদ।

২১৪৭- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَاعْدُوا يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا -

২১৪৭. য়ায়েদ ইবনে খালিদ ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বললেন, হে উনাইস! ঐ মহিলাটির কাছে যাও। যদি সে (অপরাধ) স্বীকার করে তবে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর।^৩

২১৪৮- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِئْتُ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ -

২১৪৮. উকবা ইবনুল হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নু'আইমানকে অথবা ইবনে নু'আইমানকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘরে উপস্থিত লোকদেরকে তাকে প্রহার করতে হুকুম দিলেন। রাবী বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিল তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাকে জুতা দিয়ে এবং খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করেছি।

১৪-অনুচ্ছেদঃ কোরবানীর উট ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ।

২১৪৯- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ عَاشْتُ أَنَا فَتَلْتُ قَلَانَدَ هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نَحْرَ الْهَدْيِ -

২১৪৯. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নিজ হাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোরবানীর জন্তুর জন্য (গলার) মালা বানিয়েছি। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে তা জন্তুর গলায় পরিয়ে আমার পিতার (আবু বকরের) সাথে পাঠিয়েছেন (হিজরী নব বর্ষে)। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর জন্তু কোরবানী না হওয়া পর্যন্ত এমন কোন কিছু হারাম হয়নি যা আল্লাহ তাঁর জন্য হালাল করেছিলেন।

১৫-অনুচ্ছেদঃ যখন কোন লোক তার (নিয়োজিত) প্রতিনিধি বলে, এই মাল তুমি খরচ কর যেখানে আল্লাহ তোমায় পথ দেখান এবং উকিল বলল, আপনি যা বলেছেন তা আমি শুনেছি।

৩. এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। পূর্ণ হাদীসটি হুদুদ' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

২১০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَا لَا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بِيرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ بَغِ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَارَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَفَعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ

فِي أَقَارِبِهِ وَيَنْتَى عَمَهُ تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ رَابِع- ২১৫০. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাতে আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রাঃ) সর্বাধিক সম্পদশালী ছিলেন এবং তার সম্পদের মধ্যে ‘বীরে হাআ’ (বাগানটি) তাঁর প্রিয়তম ছিল। ঐ বাগানটি নবী (সঃ)-এর মসজিদের সম্মুখাভাগে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) (মাঝে মাঝে) তাতে প্রবেশ করতেন এবং তথায় যে সুমিষ্ট পানি ছিল তা পান করতেন। যখন “তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত কিছুতেই তোমরা পূণ্য লাভ করবে না” এ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন আবু তালহা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এসে বলেন, হে রসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, “তোমরা যা ভালবাস তা থেকে যে পর্যন্ত দান না করবে সে পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই পুণ্যলাভ করবে না” এবং আমার নিকট বীরে হাআ’ সর্বাধিক প্রিয়। আমি ওটা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে দান করে দিলাম। এর পূণ্য ও প্রতিদান আমি আল্লাহর নিকট পাওয়ার আশা রাখি। অতএব হে রসূলুল্লাহ! আপনি এটাকে যেখানে ইচ্ছা রাখুন (যে খাতে ইচ্ছা ব্যয় করুন)। তিনি (সঃ) বললেন, বাঃ! এটা তো চলে যাবার মত সম্পদ, এটা তো চলে যাবার মত সম্পদ। তুমি এ ব্যাপারে যা বললে আমি তা শুনলাম। আমি এটাই সংগত মনে করি যে, তুমি ওটা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে দাও। তিনি (আবু তালহা) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি তাই করব। অতঃপর আবু তালহা (রাঃ) তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা (ঐ বাগানটা) বন্টন করে দিলেন।

রাওহ ও মালিক (রাঃ) থেকে “রাইহন” শব্দের স্থলে “রাবিহন” (লাভজনক) শব্দ রিওয়াযাত করেছেন।

১৬-অনুচ্ছেদঃ কোষাগার ইত্যাদির সচিবের প্রতিনিধিত্ব।

২১০১- عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ وَرَبِّمَا

قَالَ الَّذِي يُعْطَى مَا أَمْرِهِ كَامِلًا مُوقَرًّا طَيِّبٌ نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أَمْرِهِ أَحَدُ
الْمُتَصَدِّقِينَ -

২১৫১. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে আমানতদার খাযাঈ তাকে যা দান করতে আদেশ করা হয় এবং যাকে দান করতে বলা হয় তাকে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট চিন্তে দিয়ে দেয় সে দানকারীদ্বয়ের একজন (অপরজন দাতা স্বয়ং)।

كتاب الحرث والمزارعة

(কৃষিকার্য ও ভাগচাষ)

১-অনুচ্ছেদ : খাদ্যশস্য উৎপাদন ও বৃক্ষ রোপণের ফরীলত। মহান আল্লাহ বলেন:

افرايم ما تحرثون انتم تزرعوننا ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا حطاما

“বলত, তোমরা যে কৃষিকাজ কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তা থেকে তোমরা কি ফসল উৎপাদন কর না আমি ফসল উৎপন্ন করি? আমি ইচ্ছা করলে ঐ ফসলকে অবশ্যই বড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি”—(সূরা ওয়াকিআ: ৬৩-৬৫)।

২১৫২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ مُسْلِمٌ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْدَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

২১৫২. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে কোন মুসলমান গাছ লাগায় কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে দানস্বরূপ (অর্থাৎ সে দানের সওয়াব লাভ করবে)।

২-অনুচ্ছেদ : শুধু কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা অথবা নির্দেশিত সীমা লংঘন করার পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ারি।

২১৫৩- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِّنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا ادْخَلَهُ الدُّلُّ

২১৫৩. আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) লোকলের ফাল ও কৃষি কাজের কিছু যন্ত্রপাতি দেখে বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এটা যে জাতির ঘরে প্রবেশ করে আল্লাহ সেখানেই হীনতা ও নীচতা ঢুকিয়ে দেন।^১

১. উক্ত হাদীসে কৃষি যন্ত্রপাতি সবচেয়ে যে বস্তু রাখা হয়েছে তা তৎকালীন কৃষিকাজে শিল্প নিরক্ষর ও সত্যতা বর্জিত অনুরক্ত কৃষকদের প্রতি লক্ষ্য করেই রাখা হয়েছে। কেননা তারা কৃষিকাজে এতই নিমজ্জিত থাকতো, যে কারণে দীনী জ্ঞান হারিয়ে বা সত্য সত্যের প্রয়োজনই মনে করতো না। তাছাড়া যে কোন সময় কৃষকরা

৩-অনুচ্ছেদ : ক্ষেত-খামার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পোষা।

২১০৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَا شِئَةٍ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَا شِئَةٍ -

২১০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষেতের (পাহারা) কিংবা গবাদি পশুর (রক্ষণাবেক্ষণের) উদ্দেশ্যে ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে।

অন্য এক বর্ণনায় আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, বকরীর কিংবা ক্ষেতের (রক্ষণাবেক্ষণ) কিংবা শিকারের উদ্দেশ্যে ভিন্ন। নবী (সঃ) থেকে আবু হুরাইরার অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, শিকারের উদ্দেশ্যে কিংবা গবাদি পশুর (হেফাজতের) উদ্দেশ্যে ভিন্ন।

২১০৫- عَنْ سَفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنْوَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ -

২১০৫. সুফিয়ান ইবনে আবু যুহাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যিনি ছিলেন আযদ-শানুয়া গোত্রের লোক এবং নবী (সঃ)-এর একজন সাহাবী। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ক্ষেত ও গবাদি পশুর (রক্ষণাবেক্ষণের) কাজে লাগে না এমন কুকুর পালে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত করে হ্রাস পায়। (অধস্তন রাবী বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এ মসজিদের রবের কসম (আমি তাঁর কাছেই শুনেছি)।

৪-অনুচ্ছেদ : চাষাবাদের কাজে গরুর ব্যবহার।

সত্যতা ও উচ্চ মানসিকতা থেকে পিছপা থাকবে, তাদের জন্যও এ হাদীস প্রযোজ্য। তবে বর্তমান যুগে অবস্থার পরিবর্তন লক্ষণীয়। উন্নত মানের জীবন পদ্ধতি ও দীনী জ্ঞান অর শরীআতের অনুসরণ কৃষকদের মাঝেও ব্যাপকতা লাভ করছে। মূলকথা হলো, লাঙ্গল-জোয়ালের পেশায় নিজেদের ব্যাপৃত রেখে কৃষকরা যেন জ্ঞান অন্বেষণ, সত্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নত জীবন থেকে বঞ্চিত না থাকে। এটাই হাদীসের উদ্দেশ্য, লাঙ্গল জোয়াল বা কৃষি কাজকে কটাক্ষ করা নয়।

২১৫৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقْرَةٍ اَلْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ اُخْلَقْ لِهَذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ قَالَ اَمَنْتُ بِهِ اَنَا وَ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَ اَخَذَ الذَّنْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي فَقَالَ الذَّنْبُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ غَيْرِي قَالَ اَمَنْتُ بِهِ اَنَا وَ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ اَبُو سَلَمَةَ وَمَاهُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ -

২১৫৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি একটি গরুর পিঠে সওয়ার ছিল। এমতাবস্থায় গরুটি তার দিকে লক্ষ্য করে বলল, আমি এ কাজের জন্য সৃষ্টি হইনি, আমাকে ক্ষেতের কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (এ ঘটনা বর্ণনা করে) তিনি (সঃ) বললেন, আমি, আবু বকর ও উমর এটা বিশ্বাস করি। (তিনি আরো বলেছেন) একটি নেকড়ে বাঘ একটা বকরী ধরেছিল। রাখাল তাকে পেছন থেকে ধাওয়া করলে নেকড়ে বাঘটা তাকে বলল, যেদিন হিঙ্গ জন্তুর প্রাধান্য হবে, সেদিন আমি ছাড়া কেউ তার রাখাল থাকবে না, সেদিন কে তাকে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আমি, আবু বকর ও উমর এটা বিশ্বাস করি। (আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনাকারী) আবু সালামা বলেন, তারা দু'জন (আবু বকর ও উমর) সেদিন লোকজনদের মাঝে (মজলিসে) উপস্থিত ছিলেন না।

৫-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি বলল, আমার খেজুর ইত্যাদির বাগানে তুমি মেহনত কর, তাহলে উৎপাদিত ফলে তুমি আমার অংশীদার হবে (অর্থাৎ ফলের ভাগ পাবে)।

২১৫৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلْنَّبِيِّ ﷺ اُقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النِّخِيلِ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمُؤَنَةَ وَنَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَاطْعْنَا -

২১৫৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সাহাবাগণ নবী (সঃ)-কে বললেন, আমাদের এবং আমাদের ভাইদের (মুহাজির) মধ্যে খেজুরের বাগান ভাগ করে দিন। তিনি বললেন, না। তখন তাঁরা (মুহাজিরদের) বললেন, আপনারা আমাদের বাগানে মেহনত করুন, আপনারদের ফলের ভাগ দেব। তাঁরা (মুহাজিররা) বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

৬-অনুচ্ছেদ : খেজুর গাছ ও (অন্যান্য ফলবান) গাছ কাটা প্রসঙ্গে আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) খেজুর গাছ কেটে ফেলার আদেশ দেন এবং তা কেটে ফেলা হয়।

২১৫৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهَى الْبُؤَيْرَةِ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ : وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ -

২১৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বনু নাদীর গোত্রের বুওয়াইরা নামক বাগানটির খেজুর বৃক্ষসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং কাটিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হাসান ইবনে সাবিত (তৌর রচিত কবিতায়) বলেছেনঃ বুয়াইরার বাগানটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, 'লুয়াই' গোত্রের সরদারা তা সহ্যজ অবলোকন করল।

৭-অনুচ্ছেদ :

২১৫৭- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَبِيْعٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ فَتُهِينَا وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَدِيقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ -

২১৫৯. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমাদেরই অধিক কৃষিভূমি ছিল। আমরা ভাগে ক্ষেত (চাষ করতে) দিতাম এবং ঐ ক্ষেতের এক নির্দিষ্ট অংশ জমির মালিকের জন্য নির্ধারণ করে দিতাম। তিনি (রাফে) বলেন, কখনো সেই অংশের উপর আপদ-বিপদ আসত এবং অবশিষ্ট ক্ষেত নিরাপদ থাকত। আবার কখনো বাকী ক্ষেতের উপর আপদ-বিপদ আসত আর সেই (নির্দিষ্ট) অংশ নিরাপদ থাকত। তাই আমাদেরকে (এরূপভাবে চাষাবাদ) নিষেধ করা হয়েছিল। আর ঐ সময়ে সোনা-রূপায় নগদ বিক্রয়ের নিয়মও ছিল না।

৮-অনুচ্ছেদ : অর্ধেক বা অনুরূপ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ। আবু জাকর (ইমাম বাকের) বলেছেন, মদীনাতে মুহাজিরদের এমন কোন পরিবার ছিল না যারা এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ করত না। আলী, সাদ ইবনে মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), উমর ইবনে আবদুল আযীয, কাসেম, উরওয়া ও আবু বকর (রাঃ)-এর পরিবার, উমর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর বংশের লোকেরা এবং ইবনে সীরীনও ভাগে চাষাবাদ করেছেন ও করিয়েছেন। আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদদের ক্ষেতে শরীক ছিলাম। উমর (রাঃ) লোকদের সাথে এ শর্তে কারবার করেন যে, উমর (রাঃ) বীজ দিলে তিনি ফসলের অর্ধেক পাবেন আর তারা বীজ দিলে ফসলের অর্ধেক তারা পাবে। হাসান বসরী বলেন, যদি জমি (শরীকদের) কোন একজনের হয়, আর দু'জনই তাতে খরচ দেয় তবে উৎপাদিত ফসল সমান হারে ভাগ করে নেয়ায় কোন দোষ নেই। যুহরীও এ মত পোষণ করেন। হাসান বসরী আরো বলেন, আধাআধি শর্তে ভুলা চাষ করাতে কোন দোষ নেই। ইবরাহীম, ইবনে সীরীন, আতা, হাকাম, যুহরী ও কাতাদা (র) বলেন, (কোন তাঁতীকে বুনন করা কাপড়ের) এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে তাঁত প্রদান করাতে দোষ নেই। মা'মার বলেন, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে মেয়াদ নির্দিষ্ট করে চতুশ্চন্দ জম্বু ভাড়া দেওয়াতে কোন দোষ নেই।

২১৬. - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : عَامِلٌ خَيْرٌ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَىٰ أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسَقٍ ثَمَانُونَ وَسَقٍ ثَمَرٍ وَعِشْرُونَ وَسَقٍ شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْرٌ خَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُخْصِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَرَتْ الْأَرْضَ -

২১৬০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) খাইবারবাসীদেরকে উৎপাদিত ফসল কিংবা ফলের অর্ধেক ভাগের শর্তে (খাইবারের জমি) বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। তিনি নিজের বিবিদেরকে একশ' ওয়াসক^২ দিতেন, যা ছিল আশি ওয়াসক খুরমা ও বিশ ওয়াসক যব। অতঃপর উমর (রাঃ) (তঁার খিলাফতকালে) খাইবারের জমি বন্টন করেন। তিনি নবী-পত্নীদের ইখতিয়ার দিলেন যে, তঁারা ভূমি ও পানি দিবেন, নাকি তাদের জন্য ওটাই চানু থাকবে [যা নবী (সঃ)-এর যামানায় ছিল, অর্থাৎ একশ' ওয়াসক]। তখন তঁাদের কেউ জমি নিলেন আর কেউ ওয়াসক নিতে রাযী হলেন। আয়েশা (রাঃ) জমি নিয়েছিলেন।

৯-অনুচ্ছেদ : ভাগচাষে যদি বছর নির্দিষ্ট না করা হয়।

২১৬১. - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عَامِلُ النَّبِيِّ ﷺ : خَيْرٌ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ -

২১৬১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে খাইবারের জমি (ইহুদীদেরকে) বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।

১০-অনুচ্ছেদ :

২১৬২. - قَالَ عَمْرُو قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْ تَرَكَتَ الْمُخَابِرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ قَالَ أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا -

২. এ দেশীয় ওজনে এক ওয়াসক = ৫৫৭ ২১ সের।

২১৬২. আমর (র) তাউসকে বললেন, যদি আপনি ভাগচাষ ছেড়ে দিতেন তবে ভাল হত। কেননা লোকদের ধারণা যে, নবী (সঃ) তা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি (তাউস) বলেন, হে আমর! আমি তো তাদেরকে দেই এবং তাদের উপকার করি। আর তাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর হাদীস সম্পর্কে] অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, নবী (সঃ) এটা (ভাগচাষ) নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে (জমি) নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দিক এটা তার জন্য তার (ভাইয়ের) কাছ থেকে নির্দিষ্ট আয় গ্রহণ করার চাইতে উত্তম।

১১-অনুচ্ছেদ : ইহুদীর সাথে ভাগচাষ করা।

২১৬৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا -

২১৬৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) খাইবারের জমি ইহুদীদেরকে এই শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে শ্রম বিনিয়োগ করে কৃষিকাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ তারা পাবে।

১২-অনুচ্ছেদ : ভাগচাষে যেসব শর্ত আরোপ করা মাকরুহ।

২১৬৪- عَنْ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِئُ أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أَخْرَجْتُ ذِيهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِيهِ فَفَنَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ

২১৬৪. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমাদের অধিক কৃষিজমি ছিল। আমাদের একজন (কেউ কেউ) তার জমি ভাগে চাষ করতে দিত এবং বলত, এ অংশ আমার আর ওটা তোমার। (তারপর দেখা যেত যে) কখনো এক অংশে ফসল জন্মাত আরেক অংশে জন্মাত না। তাই নবী (সঃ) তাদের এরূপ করতে নিষেধ করেছেন (অর্থাৎ জমির অংশবিশেষ মালিকের জন্য নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন)।

১৩-অনুচ্ছেদ : (কেউ) কোন সম্প্রদায়ের অর্থে তাদের অনুমতি ছাড়া কৃষিকাজ করা এবং তাতে তাদের কল্যাণ নিহিত থাকলে (তা জায়েয)।

২১৬৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَّوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنْظَرُوا أَعْمَالًا عَمَلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا

اللَّهُ بِهَا لَعْلَهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ قَالَ أَحَدُهُم اَللَّهُمَّ اِنَّهٗ كَانَ لِىْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ
 وِلى صَبِيَّةً صَغَارُ كُنْتُ اَرْعٰى عَلَيْهِمْ فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَاْتُ بِوَالِدَيَّ
 اَسْقِيَهُمَا قَبْلَ بَنِي وَاِنِّى اسْتَخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ اُتِ حَتّٰى اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا
 فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَسْقٰى
 الصَّبِيَّةَ وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَاِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ اِنِّى فَعَلْتُهُ
 ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَاَفْرُجْ لَنَا فَرَجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَّ اَوَّلُ السَّمَاءِ وَقَالَ
 الْاٰخَرُ : اَللَّهُمَّ اِنَّهَا كَانَتْ لِىْ بِنْتُ عَمِّ اَحْبَبْتُهَا كَاَشَدَّ مَا يُحِبُّ الرَّجَالُ النِّسَاءَ
 فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَغَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ
 بَيْنَ رَجُلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اِتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ اِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ فَاِنْ كُنْتُ
 تَعْلَمُ اِنِّى فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَاَفْرُجْ عَنَّا فَرَجَةً فَفَرَجَ وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللَّهُمَّ اِنِّى
 اسْتَاجَرْتُ اَجِيرًا بِفَرَقِ اَرَزٍ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهُ قَالَ اَعْطِنِى حَقِّى فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ
 فَرَعَبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاْعَنِى فَقَالَ اِتَّقِ اللَّهَ
 فَقُلْتُ اِذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْبَقْرِ وَرَاعَاتِهَا فَخَذْتُ فَقَالَ اِتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِى فَقُلْتُ
 اِنِّى لَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخَذْتُ فَاَخَذَهُ فَاِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ اِنِّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ
 فَاَفْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ فَقَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ -

২১৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন, একদা তিনজন লোক পথ চলছিল। এমতাবস্থায় তাদেরকে বৃষ্টিতে পেয়ে বসল। তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খন্ড পাথর খসে পড়ে গুহাটির মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তারা একে অপরকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কিছু নেক আমলের কথা স্মরণ কর যা তোমরা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে করেছ এবং তার উসিলায় আল্লাহর নিকট দু'আ কর। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে পাথরটি সরিয়ে দেবেন। তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার বাবা-মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তান ছিল। আমি তাদের (ভরণ-পোষণের) জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় আমি (পশুপাল নিয়ে) বাড়ী ফিরে এসে দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার (বৃদ্ধ) বাবা-মাকে পান করতাম। একদিন (ঘটনাক্রমে) আমার ফিরতে দেরী হল, রাত হবার আগে (বাড়ী) আসতে পারলাম না এবং এসে দেখি তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি দুধ দোহন

করলাম যেমন (প্রতিদিন) দোহন করে থাকি। তারপর (দুধের পিয়াল হাতে নিয়ে) আমি তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিন্তু তাঁদেরকে জাগানো আমি অসম্মত মনে করলাম এবং তাদের আগে বাক্সাদের পান করাব-এটাও আমার অপসন্দ। অথচ বাক্সাগুলো (দুধের জন্য) আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। এভাবে ভোর হল (এবং তারা জেগে দুধ পান করলেন)। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে কর যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করেছি তবে তুমি আমাদের জন্য (পাথরটাকে সরিয়ে) খানিকটা ফাঁক করে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। আল্লাহ পাথরটা (খানিক) সরিয়ে দিলেন এবং তারা আকাশ দেখতে পেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার একটা চোখ বোন ছিল। আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতাম, যেমন করে পুরুষরা মেয়েদের ভালবেসে থাকে। একদিন আমি তার সঙ্গ চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ তাকে সন্তোগ করতে চাইলাম)। কিন্তু তা সে অস্বীকার করল যে পর্যন্ত না তার জন্য একশ' স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসি। সুতরাং চেষ্টা করে আমি তা যোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম)। আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলে সে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে মোহর (পর্দা) উন্মোচিত করো না (অর্থাৎ আমার সীতত্ব নষ্ট করো না)। তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম (এবং সেখান থেকে সরে পড়লাম)। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে কর যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করেছি তবে তুমি আমাদের জন্য (পাথরটা সরিয়ে) খানিকটা ফাঁক করে দাও। তখন পাথরটা (আরো খানিকটা) সরে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক^৩ চাউলের বিনিময়ে একজন মজুর নিযুক্ত করেছিলাম। যখন সে তার কাজ শেষ করল তখন বলল, আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি তাকে (তার প্রাপ্য) দিতে গেলে সে তা নিল না (এবং চলে গেল)। আমি তা দিয়ে কৃষিকাজ করতে লাগলাম (তার মজুরীর অর্থ কৃষিকাজে খাটলাম) এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর (আমার মজুরী দাও)। আমি বললাম, ঐ সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। (যাও) ঐগুলো নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে করো যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করেছি তবে (পাথরের) বাকীটুকুও সরিয়ে দাও। আল্লাহ (পাথরটাকে আরো) সরিয়ে দিলেন (এবং তারা বেরিয়ে আসল)।

১৪-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের ওয়াকফ ও খাজনার জমি এবং তাদের কৃষিকার্য ও লেনদেন প্রসঙ্গে নবী (সঃ) উমর (রা)-কে বললেন, তুমি মূল সম্পত্তিটা এভাবে ওয়াকফ কর যে, তা বিক্রি করা যাবে না (অর্থাৎ হস্তান্তর করা যাবে না), কিন্তু তা থেকে প্রাপ্ত আয় খরচ করা যাবে। তখন তিনি (সেভাবেই) ওয়াকফ করেন।

২১৬৬- عَنْ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَوْ لَا أُخْرِجُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ خَيْرًا -

৩. এক ফারাক-তিন সা', অর্থাৎ এদেশী ওজনের এগার সেরের কিছু বেশী।

২১৬৬. আসলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাঃ) বলেছেন, পরবর্তী মুসলমানদের কথা যদি আমি চিন্তা না করতাম তবে যেসব শহর (বা গ্রাম) আমি জয় করতাম তা হকদারদের (যোদ্ধাদের) মাঝে বন্টন করে দিতাম, যেমন নবী (সঃ) খাইবার এলাকা বন্টন করে দিয়েছিলেন।

১৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি আবাদ করে। কুফার পরিত্যক্ত (মালিক বিহীন) জমি সম্পর্কে আলী (রাঃ)-এর মত ছিল তা অনাবাদী গণ্য হবে। উমর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমি আবাদ করবে সেটা তারই হবে। আমার ইবনে আওফ (রা) নবী (সঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সঃ) বলেছেন, যদি (এ অনাবাদী জমিতে) কোন মুসলমানের হক জড়িত না থাকে তবে কোন জবরদখলকারীর তাতে কোন অধিকার নাই। জাবির (রা) কর্তৃক নবী (সঃ) থেকেও এ সম্পর্কিত রিওয়াযাত বর্ণিত হয়েছে।

২১৬৭- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ -

২১৬৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে যার মালিক নেই, তাহলে সেই ব্যক্তিই (এ জমির) সবচাইতে বেশী হকদার। উরওয়া (রা) বলেন, উমর (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে অনুরূপ ফয়সালা দিয়েছেন।

১৬-অনুচ্ছেদ :

২১৬৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَىٰ وَهُوَ فِي مَعْرَسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُوسَىٰ وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٍ بِالْمَنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنْبِخُ بِهِ يَتَحَرَّىٰ مَعْرَسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِّنْ ذَلِكَ -

২১৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) যুল-হলাইফার উপত্যকার মধ্যখানে শেষ রাতে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁকে বলা হচ্ছে- আপনি যুবারক কঙ্করময় স্থানে রয়েছেন। (অধঃস্তন রাবী) মুসা বলেন, সালিম (ইবনে আবদুল্লাহ) আমাদের সাথে এ জায়গাটাতেই উট বসিয়েছিলেন যেখানটাতে (তাঁর পিতা) আবদুল্লাহ (রা) উট বসাতেন এবং এ স্থানটা খোঁজ করতেন যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ রাতে অবতরণ করেছিলেন। এ স্থানটা ছিল উপত্যকার গর্ভে অবস্থিত মসজিদের নিম্নভাগে এবং মসজিদ ও রাস্তার মধ্যভাগে।

২১৬৯- عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّيْلَةُ أَتَانِي أَمِّ مِّنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنِّ صَلَّيْتُ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْتُ عُمَرَةُ فَنِيحَجَّةٍ -

২১৬৯. উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বললেন, আজ রাতে আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক আগতুক আসল-তখন তিনি (সঃ) আকীক উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন-এবং বলল, এ মূবারক উপত্যকায় নামায পড়ুন এবং বলুন হজ্জের সাথে উমরা (অর্থাৎ হজ্জের সাথে উমরারও ইহরাম বান্ধলাম)।

১৭-অনুচ্ছেদ : জমির মালিক বলল, আমি তোমাকে ততদিনের জন্য অবস্থান করতে দেব যতদিন আল্লাহ তোমাকে অবস্থান করতে দেন এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করল না। এমতাবস্থায় তারা উভয়ে যতদিন রাযী থাকে ততদিন এ দুক্তি কার্যকর থাকবে।

২১৭. - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ اخْرَاجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَأَرَادَ اخْرَاجَ الْيَهُودَ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَفْرَهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَقَرُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجَلَهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ -

২১৭০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ইহদী ও খৃষ্টানদেরকে হিজাজভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন খাইবার জয় করেন তখন ইহদীদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। যখন তিনি কোন এলাকা জয় করেছেন, সেখানকার ভূমি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের জন্য হয়ে যায়। তিনি ইহদীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়ার সংকল্প করলে তারা তাঁর কাছে আবেদন জানাল, যেন তিনি তাদেরকে সেখানে থাকতে দেন এই শর্তে যে, তারা সেখানে তাদের শ্রম ব্যয় করবে আর ফসলের অর্ধেক ভাগ পাবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের বললেন, আমরা এই শর্তে যতদিন চাইব ততদিন তোমাদেরকে থাকতে দেব। সুতরাং তারা সেখানে থেকে গেল। অবশেষে উমর (রাঃ) তাদেরকে তাইমা^৪ ও আরীহার দিকে বহিষ্কার করে দেন।

১৮-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর সাহাবীগণ কৃষিকাজ ও ফসল উৎপাদনে একে অপরকে যে সহযোগিতা করতেন তার বর্ণনা।

২১৭১ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ عِمَّةِ ظَهْرٍ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظَهَرَ لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبُهِرَ حَقٌّ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُوَاجِرُهَا عَلَى

৪. 'তাইম' ও 'আরীহ' সিরিয়ার অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দু'টি প্রসিদ্ধ স্থান।

الرُّبْعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا اِزْرَعُوهَا أَوْ اِزْرَعُوهَا أَوْ
أَمْسِكُوهَا قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمِعُا وَطَاعَةً -

২১৭১. যুহাইর ইবনে রাফে (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে এমন একটা কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা আমাদের পক্ষে লাভজনক ছিল। আমি (রাফে) বললাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছেন, তা-ই ঠিক। তিনি (যুহাইর) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের ক্ষেত-খামার কিভাবে চাষাবাদ করাও? আমি বললাম, আমরা এক-চতুর্থাংশের শর্তে (অর্থাৎ চাষী ফসলের চতুর্থাংশ পাবে এ শর্তে অথবা নালার পার্শ্বস্থ ফসলের শর্তে) অথবা খেজুর ও যবের (নির্দিষ্ট) কয়েক ওয়াসক প্রদানের শর্তে জমি ইজারা দিয়ে থাকি। তিনি (সঃ) বললেন, তোমরা এরূপ কর না। তোমরা নিজেরা তা (ক্ষেত) চাষ কর কিংবা অন্যকে দিয়ে তা চাষ করাও অথবা তা ফেলে রাখ। রাফে (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি শুনলাম ও কবুল করলাম।

২১৭২- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ
بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي
فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ -

২১৭২. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক ফসলের শর্তে ভাগে ক্ষেত চাষ করত। নবী (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তির নিকট জমি রয়েছে সে যেন তা নিজে চাষ করে অথবা (অন্যকে চাষ করার জন্য) তা দান করে। যদি এটাও না করে তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যার নিকট জমি রয়েছে সে যেন তা নিজে চাষ করে কিংবা ভাইকে (চাষ করতে) দেয়। যদি এটাও না করতে চায় তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।

২১৭৩- عَنْ عَمْرِو قَالَ ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يَزْرَعُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ
لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا -

২১৭৩. আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে তাউস (রাঃ)-কে বললে তিনি বলেন, অন্যকে দিয়ে চাষ করানো যেতে পারে। কেননা ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী (সঃ) এটা (ভাগচাষ) নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন,

তোমাদের কেউ নিজের ভাইকে (জমি) দান করুক, এটা তার জন্য তার (ভাইয়ের) কাছ থেকে নির্দিষ্ট আয় গ্রহণ করার চাইতে উত্তম।

২১৭৪- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِئُ مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِّنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبَتْ مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَا كُنَّا نُكْرِئُ مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِمَا عَلَى الْأَرْبَعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّينِ -

২১৭৪. নাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ)—নবী (সঃ), আবু বকর, উমর ও উসমানের যমানায় এবং মুয়াবিয়ার শাসন আমলের প্রথম দিকে নিজের ক্ষেত ভাগে চাষ করতে দিতেন। অতঃপর রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণিত এ হাদীস তাঁর নিকট বর্ণনা করা হয় যে, নবী (সঃ) ক্ষেত ভাগে কেয়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনে উমর (রা) রাফে'র নিকট গেলেন। আমিও তাঁর সাথে গেলাম। তিনি (ইবনে উমর) তাঁকে জিজ্ঞেস করলে রাফে (রা) বলেন, নবী (সঃ) ক্ষেত ভাগে কেয়া দিতে নিষেধ করেছেন। ইবনে উমর (রা) বলেন, আপনি তো জানেনই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর যামানায় আমরা ফসলের এক-চতুর্থাংশ এবং কিছু ঘাসের বিনিময় আমাদের ক্ষেত-খামার কেয়া দিতাম।

২১৭৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرِئُ ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ -

২১৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, আমি জানতাম যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর যামানায় ক্ষেত ভাগচাষে বিলি করা হত। (তাঁর পুত্র সালিম বলেন) তারপর আবদুল্লাহর ভয় হল, হয়ত নবী (সঃ) এ সম্পর্কে এমন কিছু নতুন নির্দেশ দিয়েছেন যা তাঁর জানা নেই। তাই তিনি জমি বর্গা দেয়া ছেড়ে দিলেন।

১৯-অনুচ্ছেদ : সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি কেয়া দেয়া (নগদ বিক্রি করা)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা যা কিছু করতে চাও তার মধ্যে সবচাইতে উত্তম এই যে, নিজের খালি জমিটা এক বছরের জন্য ইজারা দেওয়া।

২১৭৬- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّاى أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ بِمَا يَنْبَغُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَتْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَتَنَهَى

النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالْدِّينَارِ وَالْدِّرْهِمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْدِّينَارِ وَالْدِّرْهِمِ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نَهَى عَنْ ذَلِكَ مَالُو نَظَرَ فِيهِ ذُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَخَاطَرَةِ -

২১৭৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচারা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যমানায় লোকেরা নালাস পাশে উৎপন্ন ফসলের শর্তে কিংবা এমন কিছু শর্তে ভাগে জমি কেয়া দিত যা জমির মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। (যেমন ক্ষেতের কোন বিশেষ অংশ সে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত কিংবা উৎপাদিত ফসলের একটা বিশেষ অংশ সে পাবে-এ শর্তে জমি দিত)। কিন্তু নবী (সঃ) এরূপ করতে নিষেধ করলেন। (অধঃস্তন রাবী বলেন) আমি রাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে জমি কেয়া দেয়াটা কেমন? রাফে (রা) বলেন, তাতে কোন দোষ নেই। লাইস বলেন, যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি সে বিষয়ে চিন্তা করলে তিনিও তা জায়েয মনে করবেন না। কেননা তাতে (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার) আশংকা রয়েছে।

২০-অনুচ্ছেদঃ

২১৭৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْدَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتَوَاهُ وَاسْتَحْصَاهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يَشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : وَاللَّهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قَرَشِيًّا أَوْ أَثْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ -

২১৭৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সঃ)-এর নিকট এক বেদুইন বস ছিল, এমতাবস্থায় তিনি এ হাদীসটা বর্ণনা করেন যে, বেতেশতাবাসী কোন এক লোক তার প্রভুর নিকট চাষাবাদ করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি যে আকাংখা করেছিলে তা কি পাওনি? সে বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি চাষাবাস করতে চাই। নবী (সঃ) বললেন, তখন সে বীজ বুনবে এবং চোখের পলকে তা অংকুরিত হবে, বড় হয়ে যাবে। অবশেষে তা (ফসল) পর্বতসম হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম সন্তান! এই নাও। কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। তখন সেই বেদুইন বলে উঠল, আল্লাহর কসম! এ ধরনের লোক আপনি কুরাইশ কিংবা আনসারদের মাঝেই পাবেন।

ফেননা তীরাই চাষী। আর আমরা তো চাষী নই (পশুপালন আমাদের পেশা)। একথা শুনে নবী (সঃ) হেসে ফেললেন।

২১-অনুবাদ : বৃক্ষ রোপণ প্রসঙ্গে।

২১৭৮- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَأَنَّا لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ سَلِقٍ لَنَا كُنَّا نَفْرِسُهُ فِي أَرْبَعَانَا فَتَجْعَلُهُ فِي قَدْرِ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ شَعِيرٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَا مَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَّقِدُ وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ -

২১৭৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুম'আর দিন আসলে আমাদের ভারী আনন্দ হত। কারণ এক বৃদ্ধা ছিল। নালার ধারে আমরা যে গাছের লাগাতাম সে তা তুলে এনে তার সাথে কিছু যবের দানা মিশিয়ে ডেকচিতে করে পাকাতো। (অঃস্তন রাবী ইয়াকুব বলেন) আমার যতটা মনে পড়ে তিনি (সাহল) বলেছেন যে, তাতে চর্বি বা তৈলাক্ত কিছু থাকত না। জুম'আর নামায শেষে আমরা (ঐ বৃদ্ধার নিকট) যেতাম এবং সে তা (গাছের ও যবের দানা মিশ্রিত খাবার) আমাদের পরিবেশন করতো। এ কারণেই জুম'আর দিন আসলে আমাদের ভারী আনন্দ হত। আর আমরা (সাধারণতঃ) জুম'আর নামাযের পরই খাবার খেতাম এবং কাইলুলা (দুপুরের আহারাঞ্চে বিশ্রাম) করতাম

২১৭৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يَحْدِثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ وَإِنْ أَخَوْتِي مِنَ الْمُحَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنْ أَخَوْتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ أَمْرًا مَسْكِينًا أَلْزَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلءِ بَطْنِي فَأَحْضَرُحَيْنَ يَغْيِبُونَ وَاعْيَى حِينَ يَنْسَوْنَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثُوبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسُو مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا فَبَسَطْتُ نَمْرَةً لَيْسَ عَلَى ثُوبٍ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَأَوَّلَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا وَاللَّهُ لَوْ لَا آيَتَانِ فِي

كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثَكُمْ شَيْئًا أَبَدًا : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ إِلَى
قَوْلِهِ الرَّحِيمِ -

২১৭৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে, আবু হুরাইরা খুব বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকে। অথচ তাদেরকে (একদিন) আত্মাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। (সেদিন আমারও বিচার হবে যদি আমি মিথ্যা হাদীস বলে থাকি এবং তাদেরও বিচার হবে যদি তারা অযথা আমার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে থাকে)। তারা আরো বলে, মুহাজির ও আনসারদের কি হল যে, তাঁরা আবু হুরাইরার মত এত (বেশী) হাদীস বর্ণনা করেন না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার মুহাজির ভাইয়েরা সর্বদা বাজারে বেচাকেনা (ব্যবসা) নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর আমার আনসার ভাইয়েরা তাদের ক্ষেত-খামার ও বাগানের কাজকর্ম নিয়ে সদা মশগুল থাকে। [সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বসে থেকে হাদীস শোনার অবসর তাদের কোথায়]! আমি ছিলাম একটা মিসকীন লোক। পেট পূরে চারটে খেতে পারলেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে পড়ে থাকতাম। কাজেই লোকেরা যখন অনুপস্থিত থাকত আমি তখন উপস্থিত থাকতাম। লোকেরা যা ভুলে যেত আমি তা মনে রাখতাম। একদিন নবী (সঃ) বলেনঃ তোমাদের যে কেউ আমার কথা (বাণী) শেষ হওয়া পর্যন্ত তার চাদর বিছিয়ে রাখবে, তারপর (আমর কথা শেষ হলে) চাদরখানা গুটিয়ে নিজের বুকের সাথে মিলাবে সে আমার কোন কথা কখনো ভুলবে না। তখন আমি আমার পশমী চাদরটা (অর্থাৎ তার একাংশ) নবী (সঃ)-এর কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত বিছিয়ে রাখলাম। ঐ চাদর ছাড়া আমার গায়ে অন্য কোন কাপড় ছিল না। তারপর তা গুটিয়ে আমার বুকের সাথে মিলালাম। ঐ সন্তার কসম যিনি তাঁকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন! আজ পর্যন্ত আমি তাঁর একটা কথাও ভুলিনি। আত্মাহর কসম! যদি আত্মাহর কিতাবে দু'টি আয়াত না থাকত তবে আমি কখনো তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। সে আয়াত দু'টির অর্থ হল এইঃ “যারা আমার নাখিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ ও সুপথ প্রদর্শনকারী বিষয়সমূহকে এমতাবস্থায় গোপন করে যে, আমি ঐগুলোকে সব মানুষের (হেদায়াতের) জন্য আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। এ ধরনের লোকদের প্রতি আত্মাহ অভিসম্পাত করেন এবং সব লানতকারীও তাদের প্রতি লানত করেন। কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয় এবং যা গোপন করেছিল তা ব্যক্ত করে দেয়, তবে তাদের তওবা আমি কবুল করব। আর আমি তো শ্রেষ্ঠ তওবা কবুলকারী ও পরম করুণাময়।”

অধ্যায়-১৮
كتاب المساقات
 (পানি সেচের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ : পানি পান প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يَوْمِنُونَ - (انبیاء : ৩০)

“এবং আমি প্রতিটি প্রাণধারী সত্তাকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তা সত্ত্বেও কি তারা ঈমান আনবে না?” (আব্বায়া: ৩০)

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ
 لَوْلَا جَعَلْنَاهُ جُلُوجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ -

তোমরা কি সেই পানি সম্পর্কে চিন্তা করেছ যা তোমরা পান কর, তা তোমরা মেঘ থেকে অবতীর্ণ করেছ না আমি তার প্রেরণকারী? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করতে পারতাম। তা সত্ত্বেও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?”

(ওয়াকিয়া: ৬৮-৭০)।

২-অনুচ্ছেদ: কিছু লোকের মতে পানি বটন করা হোক বা না হোক তা সাদকা, দান-খয়রাত ও অসিয়ত করা জায়েয। ‘আল-মুয়ন’ শব্দের অর্থ মেঘ এবং ‘আল-উজাজ’ শব্দের অর্থ লবণাক্ত, তিক্ত। উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন, এমন কে আছে যে ‘রুমা’^১ কুপটি খরিদ করবে এবং তাতে বালতি দ্বারা পানি উত্তোলনের অধিকার তার ততটুকুই থাকবে, যতটুকু সাধারণ মুসলমানের থাকবে। অর্থাৎ কুপটি খরিদ করে সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াকফ করে দিবে। সুতরাং এ কথার পর উসমান (রাঃ) এ কুপটি খরিদ করেছিলেন।

- ২১৮. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْفَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاحُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الْأَشْيَاحُ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَوْثَرٍ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ أَيَّاهُ -

১. ইবনে বাত্তাল বলেন, রুমা নামক কুপটি ইহুদীদের অধীনে ছিলো। তারা সে কূপের মুখে তালা লাগিয়ে রাখত। তাই মুসলমানরা তা থেকে পানি পান করতে পারতো না। তারা নবী (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলে উসমান (রাঃ) উক্ত কুপটি খরিদ করেন।

২১৮০. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর নিকট একটি পাত্র আনা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। এ সময় তাঁর ডান দিকে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একটি অল্প বয়স্ক বালক ছিল। আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাঁ দিকে। তিনি বললেনঃ ওহে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট পানীয় বয়স্কদেরকে দেয়ার অনুমতি দিচ্ছ? সে বললঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার মুখ লাগানো পানীয় পান করার ব্যাপারে আমি নিজের চেয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দেব না। তিনি তখন বালকটিকেই সেই পানীয় দিলেন।

২১৮১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهَا حُبِثَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ وَهِيَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَشِيبٌ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبَيْتِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَعْطَى أَبَا بَكْرٍ يَارَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيُّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ الْإِيْمَنُ فَأَلَايْمَنُ -

২১৮১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করা হল। তখন তিনি আনাস ইবনে মালেকের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। সেই দুধের সঙ্গে আনাস ইবনে মালেকের বাড়ীর একটি কূপের পানি মেশান হল। তারপর পাত্রটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেয়া হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। পাত্রটি তাঁর মুখ থেকে আলাদা করার পর তিনি দেখেন তাঁর বাঁ দিকে আবু বাকর ও ডান দিকে এক বেদুঈন। ডমর ভয় পেলেন পাছে তিনি পাত্রটি বেদুঈনকে দিয়ে না দেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আবু বাকর আপনার পাশেই, তাকে পাত্রটা দিন। তিনি তাঁর ডান পাশের বেদুঈনকে পাত্রটা দিলেন এবং বললেনঃ ডান দিকের লোক বেশী হকদার।

৩-অনুচ্ছেদ : কেউ কেউ বলেন, পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পানির মালিক পানির বেশী হকদার। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করবে না।

২১৮২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ -

২১৮২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ অতিরিক্ত পানি নিতে নিষেধ করল যাবে না। কেননা এভাবে (জীব জন্তুকে) ঘাস খেতেও বাধা দেয়া হবে।

২১৮৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لَتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَاءِ -

২১৮৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আতিরিক পানি নিতে নিষেধ করবে না। কেননা এভাবে (জীব জন্তুকে) ঘাস খেতেও বাধা দেয়া হয়।

৪-অনুচ্ছেদ: কেউ যদি নিজের জায়গায় কূপ খনন করে (এবং কেউ যদি তাতে পড়ে মারা যায়) তাহলে মালিক তার জন্য দায়ী হবে না।

২১৮৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَعْدِيُّ جُبَارٌ وَالْبَثْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ -

২১৮৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন: খনি ও কূপে কর্মরত অবস্থায় কিংবা জন্তু-জানোয়ার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা গেলে জরিমানা দিতে হবে না এবং খনিজ দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে।

৫-অনুচ্ছেদ : কূপ নিয়ে বিবাদ ও তার মীমাংসা।

২১৮৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الْآيَةَ فَجَاءَ الْأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَأَنْتَ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمْرِ لِي فَقَالَ لِي شُهُودُكَ قُلْتُ مَالِي شُهُودٌ قَالَ فِيمِئْتُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَحْلِفُ فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ -

২১৮৫. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করার জন্য মিথ্যা কসম করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন: “যারা আল্লাহর শপথ ও নিজেদের কসমের বিনিময়ে অল্প মূল্য সংগ্রহ করে” (আল ইমরানঃ ৭৭)। তারপর আশআহ এসে বললেন, আবু আবদুর রহমান তোমার নিকট কি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন? এই আয়াতটি তো আমার সন্ধানে অবতীর্ণ হয়েছে। আমার চাচাতো ভাইয়ের জায়গায় আমার একটি কূপ ছিল। (আমাদের মধ্যে তা নিয়ে বিবাদ হওয়ায়) নবী (সঃ) আমাকে বলেন: তোমার সাক্ষী নিয়ে এস। আমি বললাম, আমার কোন সাক্ষী নেই। তিনি বললেন: তাহলে তাকে কসম খেতে হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে তো অনায়াসেই কসম খেয়ে বসবে। এই সময় নবী (সঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করলেন এবং তাকে সত্যায়িত করে আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

৬-অনুচ্ছেদ: পথিককে পানি না দেয়ার গুনাহ।

২১৮৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنْعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يَبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخَطَ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا -

২১৮৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। (১) যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও পথিককে তা দেয় না। (২) যে ব্যক্তি ইমামের হাতে একমাত্র পার্থিব স্বার্থে বাইয়াত করে। যদি ইমাম তাকে কিছু পার্থিব সুযোগ দেয় তাহলে সে খুশী হয়, আর যদি না দেয় তাহলে অসন্তুষ্ট হয়। (৩) যে ব্যক্তি আসরের পর তার পণ্যসামগ্রী নিয়ে (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে, আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আমি এই সামগ্রীর মূল্য এত পেয়েছিলাম (কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তা দেইনি)। সুতরাং কেউ যদি তাকে সত্যবাদী মনে করে নেয়। তারপর তিনি এই আয়াতটি পড়েনঃ “যারা অল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর শপথ ও নিজেদের কসম বিক্রি করে।”

৭-অনুচ্ছেদঃ নদী-নালায় পানি আটকানো।

২১৮৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصِمَ الزُّبَيْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَّحِ الْمَاءَ يَمُرْ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أُرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَفَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ قَتَلُونَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَحْبَسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

২১৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে যুবারের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী নবী (সঃ)-এর নিকট যুবারেরের বিরুদ্ধে হাররার নহরের পানি সত্ত্বে নাগিশ করল যেখান

থেকে খেজুর বাগানে পানি দেয়া হত। আনসারী বললোঃ নহরের পানি প্রবাহিত হতে দাও। কিন্তু যুবায়ের (রাঃ) অস্বীকার করলেন। এ নিয়ে তারা নবী (সঃ)-এর সামনেই কথা কাটাকাটি করলে নবী (সঃ) যুবাইরকে বললেনঃ হে যুবায়ের! জমিতে পানি সেচন করার পর তা তোমার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও। এতে আনসারী ক্রুদ্ধ হয়ে বললোঃ সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এরূপ করলেন। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে যুবায়ের! পানি নিছ ভূমিতে দেয়ার পর তা দেয়াল পর্যন্ত পৌছলে বন্ধ রাখ। যুবায়ের বলেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়, এ আয়াতটি এ সঙ্কেই অবতীর্ণ হয়েছেঃ “তোমার প্রভুর কসম, তারা মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত না করে” (সূরা নিসাঃ ৬৫)।

৮-অনুবাদ : নীচু জমির আগে উঁচু জমিতে পানি সেচ করা।

২১৮৮- عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَرْسَلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ يَبْلُغُ الْمَاءُ الْجَدْرَ ثُمَّ امْسِكْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

২১৮৮. উরওয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবায়ের (রাঃ) এক আনসারীর সঙ্গে বাদানুবাদ করলে নবী (সঃ) বললেনঃ হে যুবায়ের! ভূমিতে পানি নেয়ার পর তা ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বললঃ সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এরূপ করলেন। একথা শুনে তিনি (রসূল) বললেনঃ যুবায়ের! আইল অবধি পৌছা পর্যন্ত পানি নিতে থাকবে, তারপর বন্ধ করে দিবে। যুবায়ের বলেনঃ আমার ধারণা এ আয়াতটি এই বিবাদ সঙ্কেই অবতীর্ণ হয়েছেঃ “ তোমার প্রভুর কসম! তারা মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত না করে।”

৯-অনুবাদ : উঁচু জমির মালিক পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি নিয়ে নিবে।

২১৮৯- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ يَسْقَى بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى جَارِكَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ يَرْجِعِ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَنْزَلَتْ فِي ذَلِكَ : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

يُحْكَمُونَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَرْتُ الْإِنصَارَ وَالنَّاسُ قَوْلُ
النَّبِيِّ ﷺ أَسْقِ ثُمَّ أَحْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

২১৮৯. উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন আনসারী হাররার নালার পানি নিয়ে যুবায়েরের সঙ্গে ঝগড়া করল, ঐ পানি তিনি খেজুর বাগানে সেচন করতেন। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হে যুবায়ের! পানি নিতে থাক। তিনি ন্যায়নীতি অনুসারে তাকে নির্দেশ দেন। তারপর তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বলল, সে আপনার ফুফাত তাই, তাই এরূপ করলেন। এ কথায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ পানি নেয়ার পর তা আইল পর্যন্ত পৌছলে বন্ধ রাখ। তিনি যুবায়েরকে তার পূর্ণ হক দিলেন। যুবায়ের বলেনঃ আল্লাহর কসম! এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়ঃ “তোমার প্রভুর কসম! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত করবে।” রাবী বলেন, ইবনে শিহাব আমাকে বলেছেনঃ আনসার এবং অন্যান্য লোকেরা নবী (সঃ)-এর একথা “পানি নেয়ার পর আইল অবধি পৌছা পর্যন্ত তা বন্ধ রাখো” দ্বারা পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি নেয়ার কথা বুঝেছেন।

১০-অনুচ্ছেদ : পানি পান করানোর ফযীলত।

২১৯০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِرَأٍ فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَفَقَرَّ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِن لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ-

২১৯০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ একদা একজন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তার খুব পিপাসা লাগল। সে কূপের মধ্যে নেমে পানি পান করল। তারপর কূপ থেকে উঠে দেখল, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কঁদা চাটছে। সে (মনে মনে) বলল, কুকুরটারও আমার মত পিপাসা লেগেছে। তারপর সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে তা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ গ্রহণ করলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবীরা বলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! চতুস্পদ জন্তুর উপকার করলে তাতে কি আমাদের সওয়াব হবে? তিনি বললেনঃ প্রত্যেক সজীব বস্তু ও প্রাণীর উপকার করাতেই সওয়াব রয়েছে।

২১৯১- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَالَ دَنَّتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا -

২১৯১. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) সূর্য গ্রহণের নামায পড়লেন, তারপর বললেনঃ দোযখ আমার নিকটবর্তী করা হলে আমি বললাম, হে রব! আমিও কি ওদের মধ্যে शामिल থাকব? ইঠাৎ এক স্ত্রীলোক আমার নজরে পড়লো। (বর্ণনাকারী) আসমা বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, বিড়াল তাকে (স্ত্রীলোকটিকে) খামচাচ্ছিল। তিনি (রসূল) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? ফেরেশতারা জবাব দিলেন, সে একটি বিড়াল বেধে রেখেছিল, যার কারণে শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়।

২১৯২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَذَّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ : لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَالْكَتَمِ مِنْ خُشَّاشِ الْأَرْضِ -

২১৯২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, ফলে সেটি ক্ষুধায় মারা যায়। এই কারণে স্ত্রীলোকটি দোযখে প্রবেশ করে। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ ভাল জানেন, বীধা থাকাকালীন তুমি সেটিকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে এবং না ছেড়ে দিয়েছিলে, অন্যথায় যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে সে বেঁচে থাকত।

১১-অনুচ্ছেদঃ যাদের মতে চৌবাচ্চা ও মশকের মালিক তার পানির অধিক হকদার।

২১৯৩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ هُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاحُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الْأَشْيَاحُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَوْثَرِ بَنِيصِيٍّ مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ -

২১৯৩. সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট একটি পানপাত্র আনা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক যে ছিল সবচেয়ে অল্প বয়স্ক। আর বয়স্ক লোকেরা তাঁর বাম দিকে ছিল। তিনি বললেনঃ হে বালক! তুমি কি আমাকে বয়স্ক লোকদেরকে এটি দিতে অনুমতি দাও? সে

বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার প্রাণ্য আপনার এটো পানীয় পান করার ব্যাপারে নিজের ওপর কাউকে অধিকার দেব না। তিনি তাকেই সেটি দিলেন।

২১৯৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَوَدُّنَّ رَجُلًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تَوَدُّ الْغُرَبَاءُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ -

২১৯৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ সেই সম্ভার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি (কিয়ামতের দিন) অবশ্যই আমার হাওয থেকে কিছু লোককে এমনভাবে তাড়াব, যেমন অপরিচিত উটকে তাড়ান হয়।

২১৯৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكْتَ زَمْرَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَعْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعَيْنَا وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوا أَتَأْذِنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكَ قَالَتْ نَعَمْ وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ -

২১৯৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ইসমাইলের মায়ের (হাজেরার) ওপর আল্লাহ রহম করুন। কেননা যদি তিনি যমযমকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতেন কিংবা তা হতে আঁজলা ভরে পানি না নিতেন, তাহলে তা একটি প্রবাহিত ঝরনায় পরিণত হত। জুরহাম গোত্রের লোকেরা তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি কি আমাদেরকে আপনার নিকট অবস্থান করার অনুমতি দিবেন? তিনি [হাজেরা] বললেন, হী, তবে পানির ওপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা বলল, ঠিক আছে।

২১৯৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سَلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَالٍ تَعْمَلُ يَدَاكَ -

২১৯৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না। (১) যে ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্যের ব্যাপারে মিথ্যা কসম খেয়ে বলে যে, তা বেশি মূল্যে বিক্রি হচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা বিক্রি করেনি। (২) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাত করার জন্য আসরের নামাযের পর মিথ্যা কসম করে এবং (৩) যে ব্যক্তি তার নিষ্প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পানি মানুষকে দেয় না। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আজ আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব না। কেননা তুমি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে দাওনি, অথচ তা তোমার সৃষ্টি ছিল না।

১২-অনুচ্ছেদ : একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া অন্য কারো সংরক্ষিত চারণভূমি থাকতে পারে না।

২১৭৭- عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَنَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِمَى النَّقِيعِ وَأَنَّ عُمَرَ حِمَى السَّرَفِ وَالرَّيْذَةِ-

২১৭৭. সাব ইবনে জাসসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কেউ চারণভূমি সংরক্ষণ করতে পারে না। তিনি বলেনঃ আমরা জানতে পেরেছি, নবী (সঃ) নাকী নামক চারণভূমি সংরক্ষণ করেছিলেন, আর উমর (রাঃ) সারাফ ও রাবাযার চারণভূমি (জনসাধারণের জন্য) সংরক্ষণ করেছিলেন।

১৩-অনুচ্ছেদঃ নহর (নদী-নালা-খাল-বিল) থেকে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর পানি পান করা।

২১৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيلُهَا فَاسْتَنْتَ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَثَارُهَا وَأَرَوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَرِدْ أَنْ يَسْقَى كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيًا وَتَنْفَقًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظَهْرِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزْرٌ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُمْرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَى فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَادَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ-

২১৭৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ঘোড়া এক ব্যক্তির জন্য সওয়াব, এক ব্যক্তির জন্য ঢাল এবং এক ব্যক্তির জন্য গুনাহর কারণ। সেই ব্যক্তির জন্য সওয়াবের কারণ যে তাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বেঁধে তার রশি এত লম্বা করেছিল যে, সে চারণভূমি ও বাগানের যেখানে ইচ্ছা চরতে পারে। যদি তার রশি ছিড়ে যায় এবং সে একটি কিংবা দু'টি উঁচু জায়গায় লাফ দিয়ে তা অতিক্রম করে, তাহলে তার প্রতিটি পায়ে ও তার প্রতিটি গোবরে তার জন্য সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। আর সে যদি কোন নহর অতিক্রম করে এবং মালিকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে তা থেকে পানি খায়, তাহলে সেজন্য সে সওয়াব পাবে। আর সেই ব্যক্তির জন্য ঢাল যে তাকে অর্থের আধিক্যের জন্য ও

ভিক্ষা করা থেকে বীচার জন্য বীধল এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত তার গর্দান ও পিঠের হক আদায় করতে ভুল করল না। আর সেই ব্যক্তির জন্য গুনাহর কারণ যে তাকে অহঙ্কার ও লোক দেখানো কিংবা মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতার উদ্দেশ্যে বীধল। আর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে গাধা সষক্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ এ সষক্কে আমার উপর কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তবে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ও নজীরবিহীন আয়াত রয়েছে। যেমনঃ “যে ব্যক্তি অতি সামান্য পরিমাণও ভাল কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি অতি সামান্য পরিমাণও খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।”

২১৭৭- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَسَّأَهُ عَنِ اللَّحْطَةِ فَقَالَ أَعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَاعَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانِكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلزَّيْتِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالِكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِدَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا -

২১৯৯. য়ায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সষক্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ধলেটি ও তার মুখের বন্ধনটি চিনে রাখ। তারপর এক বছর পূর্যন্ত সেটি প্রচার করতে থাক। যদি তার মালিক এসে যায়, ভাল। তা না হলে তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। সে আবার জিজ্ঞেস করল, কুড়িয়ে পাওয়া বকরী (কি করব)? তিনি বললেনঃ সেটি হয় তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের, না হয় নেকড়ে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, হারানো উট (হলে কি করব)? তিনি জবাব দিলেনঃ তোমার তাতে প্রয়োজন কি? তার সংগে তার মশক ও জুতা রয়েছে। সে জলাশয়ে উপস্থিত হয়ে পানি পান করবে এবং গাছপালা খাবে, অবশেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।

১৪-অনুচ্ছেদঃ জ্বালানী কাঠ ও গবাদি পশুর খাদ্য বিক্রি করা।

২২০০- عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكْفِيَ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَى أَوْ مَنَعَ -

২২০০. যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ রশি নিয়ে জ্বালানী কাঠের আঁটি বেঁধে তা বিক্রি করতে পারে। এতে আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করবেন, আর এটা লোকদের নিকট এমন সওয়াল করার চেয়ে উত্তম, যে সওয়ালে তারা কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

২২০১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ -

২২০১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে তা বিক্রি করা কারো জন্য সেই সওয়াল থেকে উত্তম যে সওয়ালে তাকে কেউ দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

২২.২- عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَرِيفًا أُخْرَى فَأَتَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِابْيَعَهُ وَمَعِيَ صَانِعٌ مِّنْ بَنِي قَيْنِقَاعَ فَاسْتَعَيْنَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةٍ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ فَقَالَتْ أَلَا يَأْخُزُ لِلشُّرْفِ النَّوَاءِ فَتَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةٌ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا وَيَقَرَّ خَوَاصِرُهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلَى فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَقْطَعَنِي فَاتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبْرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عِبِيدٌ لِأَبَائِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْهَرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ -

২২০২. আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে শরীক হওয়ায় আমি মালে গনীমত হিসেবে একটি উষ্ট্রী পাই। তিনি আরো বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আর একটি উষ্ট্রী দেন। একদিন আমি উট দুটোকে এক আনসারীর ঘরের দরজায় বসাই। আমার ইচ্ছা ছিল, এদের ওপর ইযখির (এক প্রকার ঘাস) চাপিয়ে তা বিক্রি করতে নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে বনু কায়নুকার এক স্বর্ণকার ছিল। আমি এভাবে ফাতিমার সাথে আমার বিয়ের গুলীমা করতে সক্ষম হব। তার ঘরে হামযা ইবনে আবদুল মুস্তালিব শরাব পান করছিল। আর তার সঙ্গে একটি গায়িকাও ছিল। সে বলল, হে হামযা, সাবধান। মোটা উষ্ট্রীগুলো নিয়ে নাও। অতঃপর হামযা উট দুটোর ওপর তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের কুঁজ কেটে ফেলেন ও পেট ফেড়ে কলিজা বের করে নেন। রাবী বলেন, আমি ইবনে শিহাবকে জিজ্ঞেস করি, কুঁজটা কি করা হল? তিনি বললেন, সেটা কাটার পর তিনি নিয়ে যান। ইবনে শিহাব বলেন, আলী (রা) বলেছেন, এই দৃশ্য দেখে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং নবী (সঃ)-এর নিকট আসলাম। তাঁর নিকট তখন যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে খবরটি দিলাম। তিনি যায়েদসহ বের হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চললাম। তিনি হামযার নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তাদেরকে দেখে হামযা মাথা তুলে বলল, তোমরা আমার বাপ-দাদার

গোলাম ছাড়া আর কিছুই নও। এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) পিছু হটে তাদের নিকট থেকে চলে আসলেন। এটি ছিল শরাব হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

১৫-অনুচ্ছেদঃ জায়গীর দেয়া।

২২.৩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَتِ الْإِنصَارُ حَتَّى تَقْطَعَ لِأَخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تَقْطَعُ لَنَا قَالَ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَهُ فَاصْبِرُوا حَتَّى تُلْقَوْنِي -

২২০৩. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আনসারদেরকে বাহরাইনে কিছু জায়গীর দিতে চাইলেন। তারা বলল, যতক্ষণ আপনি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে আমাদের মত জায়গীর না দিচ্ছেন, আমাদেরকে ততক্ষণ তা দিবেন না। তখন নবী (সঃ) বললেন, আমার পর শীঘ্রই তোমরা দেখবে, তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) সবর করবে।

১৬-অনুচ্ছেদঃ জায়গীর লিপিবদ্ধ করা। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আনসারদেরকে বাহরাইনে জায়গীর দেয়ার জন্য ডাকলেন। তারা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি এরূপ করতে চান তাহলে আমাদের কুরাইশ ভাইদেরকেও তদুপ লিখে দিন। কিন্তু নবী (সঃ)-এর নিকট তখন এতটা জায়গীর ছিল না। অতঃপর তিনি (সঃ) বললেন, আমার পর শীঘ্রই দেখবে, তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সবর করবে।

১৭-অনুচ্ছেদ : পানি পান করানোর স্থানে উট দোহন করা।

২২.৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ حَقِّ الْإِیْلِ أَنْ تُحَلَبَ عَلَى الْمَاءِ -

২২০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, পানি পান করানোর স্থানে দুধ দোহন করা উটের হক।

১৮-অনুচ্ছেদ : বাগানে বা খেজুর বনে কোন লোকের চলার পথ কিংবা পানির কূপ খাকা। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি গাছের পরাগায়নের পর তা বিক্রি করে তাহলে তার ফল বিক্রয়তা পাবে এবং চলার পথও পানির কূপ ও বিক্রয়তার যতক্ষণ না তা নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। আরিয়ার মালিকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে এ নির্দেশ প্রযোজ্য।

২২.৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ إِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تَوُبَّرَ فَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ إِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْعَبْدِ -

২২০৫. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পরাগায়নের পর গাছ কিনবে, তার ফল বিক্রেতা পাবে। কিন্তু যদি খরিদদার শর্ত করে (তাহলে সে পাবে)। আর যে ব্যক্তি মালদার গোলাম খরিদ করবে, সে মাল বিক্রেতা পাবে, কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে (তাহলে ক্রেতাই পাবে)। অন্য এক বর্ণনায় এ কথা কেবল ক্রীতদাস সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে।

২২.৬- عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا -

২২০৬. য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) অনুমান করে বৃক্ষোপরি কাঁচা খেজুর বেচার অনুমতি দিয়েছেন।

২২.৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَخَابِرَةِ وَالْمَحَاقِلَةِ وَعَنِ الْمَزَابِنَةِ وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ لَا تَبَاعَ إِلَّا بِالْأَيْتِنَارِ وَالْأُكْثَمِ وَالْأَعْرَايَا -

২২০৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) নিষিদ্ধ করেছেন-দালালী, ভাগচাষ, অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্ষেতের ফসল ও গাছের ফল বিক্রি করা এবং ফল পুষ্ট হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে। তিনি আরও নিষেধ করেছেন, গাছে ফল থাকা অবস্থায় তা নগদ মূল্য ব্যতীত বিক্রি করতে, কিন্তু আরিয়ান (বৃক্ষোপরি দান করা খেজুর দাতা কর্তৃক শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ক্রয় করা) অনুমতি দিয়েছেন।

২২.৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خُمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ -

২২০৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) পাঁচ ওয়াসাক কিংবা তার চেয়ে কম পরিমাপের মধ্যে শুকনো খেজুর অনুমান করে আরায়্যা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

২২.৯- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ -

২২০৯. রাফে ইবনে খাদীজ ও সাহল ইবনে আবু হান্সমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) মুযাবানা (বৃক্ষোপরি ফল শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রি করতে) নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি আরায়ার অধিকারীদের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন।

كتاب الاستقراض

(ঋণের আদান-প্রদান)

১-অনুচ্ছেদঃ ঋণ নেয়া, ঋণ পরিশোধ করা, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ও দেউলিয়া (ঘোষণা)।

২-অনুচ্ছেদঃ যার কাছে মূল্য পরিমাণ অর্থ নেই বা সাথে নেই এমন ক্রেতার কোন জিনিস খরিদ করা।

২২১. - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أَتَبِيعُهُ قُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ .

২২১০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক যুদ্ধে আমি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (সঃ) বললেনঃ তুমি কি তোমার উটটি আমার নিকট বেচা সমীচীন মনে কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তাঁর নিকট আমি সেটি বিক্রি করলাম। তিনি মদীনায পৌছলেন, আমি উট নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে তার দাম দিয়ে দিলেন।

২২১১. - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ بِرَعَا مِّنْ حَدِيدٍ .

২২১১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ইহুদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট একটি লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন।

৩-অনুচ্ছেদঃ পরিশোধ করার বা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কারো সম্পদ গ্রহণ করা।

২২১২. - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاؤَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا اتَّلَفَهُ اللَّهُ .

২২১২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের অর্থ সম্পদ আদায় করার উদ্দেশ্যে নেয়, আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি তা নষ্ট বা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে নেয়, আল্লাহ তা ধ্বংস করে দেন।

৪-অনুচ্ছেদঃ ঋণ পরিশোধ করা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَادِلِ إِنَّ اللَّهَ نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَعِيدًا بَصِيرًا -

“আল্লাহ তাআলা মালিকদের নিকট আমানত প্রত্যর্পণ করার জন্য তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা কর তখন ইনসাফ ভিত্তিক বিচার করবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শুনেন ও দেখেন”— (নিসাঃ ৫৮)।

٢٢١٣ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَبْصَرَ يَعْنِي أَحَدًا قَالَ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ دَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثِ الْإِ دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِذَيْنٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرَيْنَ هُمُ الْآقِلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هُكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَارْدْتُ أَنْ أَتِيَهُ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتَّىٰ أَتَيْكَ فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي سَمِعْتُ أَوْ قَالَ الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ وَهَلْ سَمِعْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ -

২২১৩. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি ওহদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি পসন্দ করি না যে, এই পাহাড়টি আমার জন্য সোনা হয়ে যাক এবং একটি দীনারও (স্বর্ণমুদ্রা) আমার নিকট তিন দিনের বেশী থাকুক। তবে সেই দীনার ব্যতীত যা দিয়ে আমি ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তারপর তিনি বললেনঃ যারা বেশী সম্পদশালী তারাই সর্বাপেক্ষা কম সওয়াব পেয়ে থাকে। কিন্তু যারা এভাবে ওভাবে ব্যয় করেছে (তারা ব্যতীত)। (অখঃস্তুন রাবী) আবু শিহাব তাঁর সামনের দিকে এবং ডান ও বাম দিকে ইশারা করেন (এবং বলেন), এইরূপ সংলোক খুব কম আছে। তিনি (সঃ) আরো বললেনঃ তুমি এখানেই অবস্থান কর। এই বলে তিনি একটু দূরে গেলেন। আমি কিছু শব্দ শুনতে পেলাম। ফলে আমি তাঁর নিকট যেতে চাইলাম, তারপর আমার প্রতি তাঁর নির্দেশ মনে হল যে, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই অবস্থান কর। তিনি আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কিছু কথা শুনতে পেলাম যে! তিনি বললেন, তুমি কি শুনেছ? আমি বললাম, হী। তিনি বললেন, আমার নিকট জিবরাঈল এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেনঃ আপনার কোন উম্মাত যদি

আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মারা যায়, তাহলে সে বেহেশতে যাবে। আমি বললাম, যদিও সে এরূপ এরূপ কাজ করে? তিনি বললেনঃ হী তবুও।

২২১৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا يَسْرُنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصِدُهُ لِذَيْنِ -

২২১৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার নিকট যদি ওহদ পাহাড়ের সমান সোনাও থাকত তাহলে আমি পসন্দ করতাম না যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ আমার নিকট থেকে যাক। তবে যা দিয়ে আমি ঋণ পরিশোধ করতে চাই তা ছাড়া।

৫-অনুচ্ছেদঃ উট খার নেয়া।

২২১৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنَّةٍ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً -

২২১৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক লোক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট তার পাওনার কড়া তাগাদা করল। সাহাবীরা তাকে মারতে উদ্যত হলে তিনি বললেনঃ ওকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে। তোমরা বরং একটা উট কিনে তাকে দিয়ে দাও। তাঁরা বলেন, আমরা তার উটের চেয়ে উত্তম বয়সের উট ছাড়া পাচ্ছি না। তিনি বললেন, সেটিই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

৬-অনুচ্ছেদঃ পাওনার জন্য জদ ও উত্তম পন্থায় তাগাদা করা।

২২১৬- عَنْ حَدِيقَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ قَالَ كُنْتُ أَبَايَ النَّاسَ فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمَوْسِرِ وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَغُفِّرَ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ -

২২১৬. হযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এক লোক মারা গেলে তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি কি করত? সে বলল, আমি লোকদের কাছে বেচাকেনা করতাম। স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে অবকাশ দিতাম এবং গরীবদের দেনা মাফ করে দিতাম। এ কারণে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হল। আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে এ হাদীস শুনেছি।

৭-অনুচ্ছেদঃ কম বয়সের উটের পরিবর্তে বেশী বয়সের উট দেয়া যায় কি না।

২২১৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِرُ إِلَّا سِنَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ فَيْتَنِي أَوْ فَكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً -

২২১৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী (সঃ)-এর নিকট তার উট ফেরতদানের তাগাদা করতে আসে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেন, তাকে একটি উট দাও। তারা বলেন, তার উটের চেয়ে উত্তম বয়সের উট পাওয়া যাচ্ছে। লোকটি বলল, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আপনাকে পূর্ণ বদলা দেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাকে সেটি দিয়ে দাও। কেননা সেই ব্যক্তি উত্তম যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

৮. অনুচ্ছেদ: উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করা

২২১৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ ﷺ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْ فَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً -

২২১৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর নিকট এক লোকের একটি নির্দিষ্ট বয়সের উট পাওনা ছিল। সে তাঁর নিকট এর তাগাদা করতে আসলে তিনি সাহাবীদের বললেন, তাকে একটি উট দাও। তারা সেই বয়সের উট তালাশ করলেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী বয়সের উট ছাড়া অন্য কিছু পেলো না। তিনি (সঃ) বললেন, সেটি তাকে দাও। লোকটি বলল, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আপনাকে পূর্ণ প্রতিদান দেন। নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

২২১৯- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مَشَعَرُ أَرَاهُ قَالَ ضَحَى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي -

২২১৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। মিসআর বলেন, আমার মনে হয়, তিনি দুপুরের পূর্বের কথা বলেছেন। নবী (সঃ) বললেন, দুই রাকআত নামায পড়। তাঁর কাছে আমার কিছু ঋণ (পাওনা) ছিল। তিনি আমার ঋণ পরিশোধ করলেন এবং পাওনার চেয়েও বেশী দিলেন।

৯-অনুচ্ছেদঃ পাওনা অপেক্ষা কম আদায় করা কিংবা মাফ করে দেয়া জায়েয।

২২২০- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرْمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيَحْلِلُوا أَبِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ حَائِطِي وَقَالَ سَنَعْدُو عَلَيْكَ فَعَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبُرْكَ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا -

২২২০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা ওহদের যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর কাছে কিছু ঋণ পাওনা ছিল। পাওনাদাররা তাদের পাওনা সম্বন্ধে কড়াকড়ি শুরু করে দিল। তাই আমি নবী (সঃ)-এর নিকট আসলাম। তিনি তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিয়ে নিতে এবং আমার পিতার অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা মানল না। নবী (সঃ) তাদেরকে আমার বাগানটি দিলেন না। তিনি (সঃ) বললেন, আমরা সকাল বেলা তোমার নিকট আসছি। তিনি সকাল বেলা আমাদের নিকট আসলেন এবং বাগানের চারদিকে ঘুরে ফলের বরকতের জন্য দোয়া করলেন। আমি ফল পেড়ে তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিলাম এবং আমার নিকট কিছু ফল উদ্বৃত্তও রয়ে গেল।

১০-অনুচ্ছেদঃ ঋণদাতার সঙ্গে কথা বলা এবং খেজুর কিংবা অন্য কিছুর বিনিময়ে ঋণ অনুমানে আদায় করা জায়েয।

২২২১- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوْفِيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسَقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يَنْظُرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمْرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِحَابِرٍ جَدُّ لَهُ فَأَوْفَ لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسَقًا وَفَضَّلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يَصَلِّيَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ فَقَالَ أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَبَارِكَ فِيهَا -

২২২১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা এক ইহুদীর নিকট ত্রিশ ওয়াসক খেজুর ঋণ করে মারা যান। জাবের (রা) তার নিকট সময় চান। কিন্তু সে সময়

দিতে অস্বীকার করে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে কথা বললেন যেন তিনি তাঁর জন্য ইহদীর নিকট সুপারিশ করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহদীর নিকট আসলেন এবং তার সঙ্গে কথা বললেন। ঋণের পরিবর্তে সে যেন তার গাছের ফল নেয়। কিন্তু সে তা মানল না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বাগানে প্রবেশ করে গাছের চারদিকে ঘুরলেন। তারপর তিনি জাবেরকে বললেন, ফল পেড়ে তার সম্পূর্ণ ঋণ আদায় করে দাও। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ফিরে আসার পর তিনি গাছ থেকে ফল পাড়লেন এবং তাকে পুরো ত্রিশ ওয়াসক খেজুর দিয়ে দিলেন। তাঁর নিকট সতের ওয়াসক খেজুর অবশিষ্ট থাকল। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিষয়টি জানাতে আসলেন। তিনি তাঁকে আসরের নামায পড়া অবস্থায় পেলেন। নামায শেষ করার পর তিনি তাঁকে অবশিষ্ট খেজুরের কথা জানালেন। তিনি (সঃ) বললেন, ইবনে খাত্তাবকে (উমর) খবরটি দাও। জাবের উমরের নিকট গিয়ে খবরটি দিলেন। উমর তাঁকে বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন বাগানে প্রবেশ করে চারদিকে ঘুরলেন আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে, তাতে বরকত হবে।

১১-অনুচ্ছেদঃ ঋণ থেকে পরিব্রাজ্য চাওয়া।

২২২২- عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ إِنْ الرَّجُلُ إِذَا غَرَّمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ -

২২২২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে এই বলে দোয়া করতেনঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট গুনাহ ও ঋণ থেকে পানাহ চাচ্ছি।” একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ঋণ থেকে এত বেশী পানাহ চান কেন? তিনি জবাব দিলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

১২-অনুচ্ছেদঃ ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়া।

২২২৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْ رُئِيَ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلْيَأْتِنَا -

২২২৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তি রেখে গেল তা তার উত্তরাধিকারীর এবং যে ব্যক্তি ঋণ রেখে গেল তা আদায় করা আমার দায়িত্ব।

২২২৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِقْرَؤْا إِنْ شِئْتُمْ : النَّبِيُّ ﷺ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنَا -

২২২৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমি প্রত্যেক মুমিনের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে অধিক ঘনিষ্ঠ। তোমরা ইচ্ছা করলে এই আয়াতটি পাঠ করতে পারঃ " নবী মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ।" কাজেই কোন মুমিন মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজন তার সম্পত্তির মালিক হবে। আর যদি সে কোন ঋণ অথবা নাবালেগ ছেলেমেয়ে রেখে যায় তবে তারা যেন আমার নিকট আসে। কেননা আমিই তাদের অভিভাবক।

১৩-অনুচ্ছেদঃ ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা জুলুমের শামিল।

২২২৫- عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخْبَى وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ -

২২২৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা অত্যাচারের শামিল।

১৪-অনুচ্ছেদঃ পাওনাদার ব্যক্তির কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মালদার ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা তার সম্মানের ওপরে হস্তক্ষেপ ও শাস্তি বৈধ করে। সুফিয়ান বলেছেনঃ তার সম্মানের ওপর হস্তক্ষেপ বৈধ করার অর্থ হল একথা বলা যে, তুমি দেরী করেছে; আর শাস্তির অর্থ বন্দী করা।

২২২৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا -

২২২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর নিকট একটি লোক আসে এবং তাঁকে কড়া তাগাদা করে। সাহাবীরা লোকটিকে শাস্তি করতে উদ্ধত হলে নবী (সঃ) বলেনঃ ওকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে।

১৫-অনুচ্ছেদঃ ঋণ, বিক্রয় ও আমানত হিসেবে রক্ষিত নিজের মাল কেউ যদি দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট পায় তবে সে-ই তার অধিক হকদার। হাসান বসরী বলেনঃ যদি সে দেউলিয়া হয়ে যায় এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তার দাস ক্রয়-বিক্রয় ও মুক্তি জায়েয নয়। সাহিদ ইবনে মুসাইয়াব বলেনঃ যে ব্যক্তি তার দেনাদার দেউলিয়া হওয়ার পূর্বে তার পাওনা নিয়ে নেয় উসমান তার সহক্কে রায় দিয়েছেন যে, সেটি তার এবং যে ব্যক্তি সঠিকভাবে তার মালপত্র চিনতে পারে, সেও তার অধিক হকদার।

২২২৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهُ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْتِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ -

২২২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন কোন মানুষ তার মাল অবিকল কোন নিঃস্ব-দেউলিয়া লোকের নিকট পাবে, তখন সে অন্যের চেয়ে এ মালের বেশী হকদার।

১৬-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি পাওনাদারকে দু-এক দিনের জন্য বিলম্বিত করল, কারো কারো মতে এটা টালবাহানা নয়। জাবের (রা) বলেন, আমার পিতার পাওনাদাররা তাদের পাওনার জন্য কড়া তাগাদা করায় নবী (সঃ) তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা তা নিতে অস্বীকার করে। কাজেই নবী (সঃ) তাদেরকে বাগানও দিলেন না, তাদের জন্য ফলও পাড়লেন না। তিনি আমাকে বললেন, আমি আগামী কাল সকালে তোমার এখানে আসছি। তিনি সকালে আমাদের নিকট আসলেন এবং বাগানের ফলের বরকতের জন্য দোআ করলেন। অতঃপর আমি তাদের সবার ঋণ পরিশোধ করে দিলাম।

১৭-অনুচ্ছেদঃ গরীব কিংবা অভাবী ব্যক্তির মাল সম্পত্তি বিক্রি করে তা পাওনাদারের মধ্যে বন্টন করে দেয়া কিংবা তাকেই সেটি খরচ করার জন্য দেয়া।

۲۲۲۸ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَأَشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ -

২২২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাদের জ্ঞানেক ব্যক্তি তার একটি গোলামকে মরণোত্তর শর্তে আযাদ করে দিলো (অর্থাৎ সে মারা গেলে গোলামটি আযাদ হবে)। নবী (সঃ) বললেনঃ কে আমার কাছ থেকে এ গোলামটিকে কিনতে পারবে? অতঃপর নুআয়েম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে কিনে নিলেন। তিনি (সঃ) এর মূল্য নিয়ে আবার তাকে দিয়ে দিলেন।

১৮-অনুচ্ছেদঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়া কিংবা কেনা-বেচার সময়ে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা। ইবনে উমর (রা) বলেন, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ নেয়ায় কোন দোষ নেই। আর শর্ত ব্যতীত তার পাওনা টাকার চেয়ে বেশী দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। আতা ও আমর ইবনে দীনার বলেন, ঋণগ্রহীতা ওয়াদাকৃত সময়সূচী অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে। নবী (সঃ) বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক লোকের কথা উল্লেখ করেন। সে তার একজন স্বগোষ্ঠীয় লোকের নিকট ঋণ চায়। সে তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়। বর্ণনাকারী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

১৯-অনুচ্ছেদঃ ঋণভার কমানোর সুপারিশ।

২২২৭- عَنْ جَابِرٍ قَالَ أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدِّينِ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَقَالَ صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ عَذَقُ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَاللَّيْنُ عَلَى حِدَةٍ وَالْعَحْوَةُ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَحْضَرَهُمْ حَتَّى أَتَيْكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَاءَ ﷺ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ وَغَرِزَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا فَارْزَحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَى فَوَكَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَلْفِهِ قَالَ بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَمَا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تَعْلَمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ أَهْلَكَ فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بَيْعِ الْجَمَلِ فَلَا مَنِي فَأَخْبَرْتُهُ بِأَعْيَاءِ الْجَمَلِ وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَوَكَرَهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلِ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ-

২২২৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (ওহদের যুদ্ধে) শহীদ হন এবং পাশা ও ঋণ রেখে যান। আমি পাওনাদারদের নিকট কিছু ঋণ মাফ করে দেয়ার অনুরোধ করি, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। আমি নবী (সঃ)-এর নিকট যাই এবং তাঁর দ্বারা তাদের কাছে সুপারিশ করাই। কিন্তু তা সম্বন্ধে তারা অস্বীকার করে। তখন তিনি (সঃ) বললেনঃ প্রত্যেক শ্রেণীর খেজুর আলাদা আলাদা করে রাখ। যেমন ইয়ক ইবনে যায়েদ এক জায়গায়, লীন আর এক জায়গায় এবং আজওয়াহ অন্য জায়গায় রাখবে, তারপর তাদেরকে ডাকবে। এই সময় আমি তোমার এখানে আসব। আমি এরূপ করলাম। তারপর তিনি (সঃ) আসলেন এবং স্থপের ওপর বসলেন। আর তাদের প্রত্যেককে মেপে মেপে পুরো পাওনা দিয়ে দিলেন। অথচ খেজুর পূর্ববৎ রয়ে গেল যেন কেউ তাতে হাত লাগায়নি। আমি একবার নবী (সঃ)-এর সঙ্গে একটি উটে চড়ে জিহাদে গিয়েছিলাম। উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাকে পিছনে ফেলে দেয়। নবী (সঃ) পিছন থেকে তাকে মারেন এবং বলেন, উটটি আমার নিকট বিক্রি কর। তুমি মদীনা পর্যন্ত তার ওপর সওয়ার হতে পারবে। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে আমি তাঁর নিকট জলদী বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি চাই এবং বলি, হে আল্লাহর রসূল! আমি নতুন বিয়ে করেছি। তিনি বলেন,

কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। কেননা (আমার পিতা) আবদুল্লাহ ছোট ছোট মেয়ে রেখে শহীদ হন। আমি এইজন্য বিধবা বিয়ে করেছি যাতে সে তাদেরকে ইলম ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, ঠিক আছে তোমার পরিজনের নিকট যাও। আমি গেলাম এবং আমার মামাকে উটটি বেচার কথা বললাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি তার কাছে উটটির ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার, নবী (সঃ)-এর ওটাকে আঘাত করার ও তার অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম। নবী (সঃ) মদীনায় পৌছলে আমি সকাল বেলা উটটি নিয়ে তার নিকট গেলাম। তিনি আমাকে উটটি ও তার দাম দিলেন এবং লোকদের সঙ্গে জিহাদে শরীক হওয়ায় মালে গনীমতের অংশও দিলেন।

২০-অনুচ্ছেদঃ ধন-সম্পত্তির অপচয় নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الْفُسَادَ وَلَا يَصْلَحُ عَمَلُ الْفٰسِدِينَ

“আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি করা পসন্দ করেন না”

তিনি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজে সফলতা দেন না।”

তিনি আরো বলেছেনঃ

أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَغْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ وَلَا تَوُتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ -

(হে শো'আয়েব) “তোমার নামায কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদার কৃত পূজা ছেড়ে দেই? কিংবা আমরা নিজেদের ইচ্ছামত নিজেদের টাকা পয়সা খরচ করা হতে বিরত থাকি?”

তিনি আরও বলেছেনঃ وَلَا يَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم -

“আর তোমরা নির্বোধ ব্যক্তিদের হাতে নিজেদের সম্পদ দিও না” এ প্রেক্ষিতে অপব্যয় ও প্রতারণা বন্ধ করা প্রসঙ্গ।

২২৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أَخْذَعُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ -

২২৩০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী (সঃ)-কে বলল, আমি ক্রয় বিক্রয়ে প্রতারিত হই। তিনি বললেনঃ কেনা বেচার সময় তুমি বলবে, যেন ধোঁকার আশ্রয় না নেওয়া হয়। কাজেই লোকটি বেচা কেনার সময় এই কথা বলত।

২২৩১. عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمِّهَاتِ وَوَادَّ الْأَبْنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاضَاعَةَ أَمْثَالِ -

২২৩১. মুগীরা ইবনে শোবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আগ্রাহ তাআলা তোমাদের ওপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া, কারো প্রাণ্য না দেয়া হারাম করেছেন। আর অর্থহীন কথা বলা, খুব বেশী যাচ্চা করা এবং সম্পদ ধ্বংস করা তিনি তোমাদের জন্য অপ্রছন্দ করেছেন।

২১-অনুবাদঃ গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক। সে তার মনিবের অনুমতি ছাড়া তা ব্যয় করবে না।

২২৩২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَامَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

২২৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনস্তদের সর্বক্ষে জিজ্ঞেস করা হবে। নেতা একজন রাখাল। তাকে তার অধীনস্তদের সর্বক্ষে জিজ্ঞেস করা হবে। স্বামী তার পরিবারের রাখাল। তাকে পরিবারের লোকজন সর্বক্ষে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রাখাল। তাকে সে সর্বক্ষে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। তাকে সে সর্বক্ষে জিজ্ঞেস করা হবে। ইবনে উমর (রা) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এসব কথা শুনেছি। আমার মনে হয়, তিনি এ কথাও বলেছেন যে, ছেলে তার বাপের সম্পত্তির রক্ষক এবং তাকে সে সর্বক্ষে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার রাখালী সর্বক্ষে জিজ্ঞেস করা হবে।

كتاب الخصوما

(ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা)

১-অনুবাদ: ঋণগ্রস্তকে স্থানান্তরিত করা এবং মুসলমান ও ইহুদীর মধ্যকার ঝগড়ার মীমাংসা।

২২৩৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَلَّا كَمَا مُحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ أَظَنُّهُ قَالَ لَا تَخْتَلَفُوا فَإِنْ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا -

২২৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি আয়াত এমনভাবে পড়তে শুনলাম যা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ভিন্নরূপে পড়তে শুনেছি। আমি তার হাত ধরে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি (আমাদের উভয়ের পাঠ শুনে) বললেন: তোমাদের দু'জনই ঠিক পড়েছে। শো'বা বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, তোমরা বাদানুবাদ কর না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বাদানুবাদ করেই ধ্বংস হয়েছে।

২২৩৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ قَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمَرَ الْمُسْلِمَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَخَبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاصْغَقْ مَعَهُمْ فَكَوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَسْنَى اللَّهَ -

২২৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'ব্যক্তি একে অপরকে গালি দিয়েছিল। এদের একজন ছিল মুসলমান, অপরজন ইহুদী। মুসলমান লোকটি বলেছিল,

আমার জীবন তাঁর নিয়ন্ত্রণে যিনি মুহাম্মদ (সঃ)-কে সমস্ত জগতের মধ্যে মনোনীত ও মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন। তখন ইহুদী লোকটি বলেছিল, তাঁর শপথ যিনি মূসা (আঃ)-কে সারা বিশ্বের মাঝে উচ্চতম মর্যাদা দিয়েছেন। মুসলমান ব্যক্তি হাত তুলে ইহুদীর মুখে এক চড় মারল। এতে ইহুদী ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তার এবং ঐ মুসলমানের মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল তা জানাল। নবী (সঃ) মুসলামান ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। সে সব কথা বলল। নবী (সঃ) বললেনঃ তোমরা আমাকে মূসার ওপর প্রাধান্য দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহীশ হয়ে পড়বে তাদের সাথে আমিও বেহীশ হয়ে পড়ব। এরপর আমি সবার আগে চেতনা ফিরে পাব। তখন দেখতে পাব মূসা (আঃ) আরশের এক পাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, যারা বেহীশ হয়ে পড়েছিল তিনিও তাদের মধ্যে ছিলেন কিনা এবং আমার আগেই চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন কিনা অথবা তিনি তাদের একজন কিনা, যাদেরকে আল্লাহ (বেহীশ হওয়া থেকে) রেহাই দিয়েছিলেন।

২২২০- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌّ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ أَدْعُوهُ فَقَالَ مُرِّبْتُهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ أَيْ خَبِثْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَخَذْتَنِي غَضَبَةً ضَرَبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَخْخِرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ أَخَذَ بِقَائِمَةٍ مِّنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأَوَّلَىٰ -

২২৩৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) বসে আছেন, এমন সময় এক ইহুদী এসে বলল, হে আবুল কাসেম! আপনার এক সাহাবী আমার মুখের ওপর আঘাত করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে মেরেছে? সে বলল, একজন আনসারী। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন। তিনি (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ওকে মেরেছ? সে (আনসারী) বলল, আমি তাকে বাজারের মধ্যে শপথ করে বলতে শুনেছিঃ শপথ তাঁর যিনি মূসাকে সকল মানুষের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আমি তখন বললাম, হে নরাধম! মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপরও? আমার রাগ এসে গিয়েছিল। এতে আমি তার মুখের উপর আঘাত করি। নবী (সঃ) বললেন, তোমরা নবীদের একজনকে অপর জনের ওপর প্রাধান্য দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহীশ হয়ে পড়বে। মাটি চিরে আমি সর্বপ্রথম বাইরে আসব। তখন দেখতে পাব, মূসা (আঃ) আরশের একটি খুঁটি ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনিও বেহীশ লোকদের মধ্যে একজন হবেন, না তাঁর পূর্বকার (তুর পাহাড়ের) বেহীশ হওয়াই তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে।

۲۲۳۶- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ
هَذَا بِكَ أَفَلَنْ أَفَلَنْ حَتَّى سَمِيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوَمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -

২২৩৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী একটি মেয়ের মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে খেঁতলে দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক ব্যক্তি? অমুক ব্যক্তি? অবশেষে জনৈক ইহুদীর নাম বলা হলে মাথা নেড়ে ইশারা করল। ইহুদীকে গ্রেফতার করা হল। সে অপরাধ স্বীকার করল। তখন তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে খেঁতলে দেয়া হল।

২-অনুচ্ছেদ : কেউ কেউ অজ্ঞ ও নির্বোধ ব্যক্তির লেনদেনের ব্যাপার প্রত্যাখ্যান করেছেন যদিও কাযী (বিচারক) তাকে এ থেকে বিরত রাখেননি। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার আগে সদকা দাতার সদকা তাকে কেন্দ্র দিয়েছেন, এরপর তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন, কারো ওপর যদি খারকর্জ থাকে এবং তার কাছে একটি দাস ছাড়া আর কিছুই না থাকে আর সে যদি ঐ দাস মুক্ত করে দেয় তবে ঐ মুক্তকরণ জায়েয হবে না। যে ব্যক্তি কোন নির্বোধ লোকের সম্পত্তি বিক্রি করেছে এবং বিক্রিমূল্য তাকে দিয়ে তার অবস্থার উন্নতি করতে বলেছে, কিন্তু এরপর যদি সে তার অর্থ নষ্ট করে ফেলে তাহলে কাযী তাকে সম্পদের ব্যবহার থেকে বিরত রাখবে। কেননা নবী (সঃ) সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। যে লোক ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতারিত হতো তাকে তিনি বলেছেন, তুমি যখন ক্রয়-বিক্রয় কর তখন বলে দিবে, যেন প্রতারণা করা না হয়। আর নবী (সঃ) দরিদ্র ব্যক্তির মাল (দানকৃত গোলাম) গ্রহণ করেননি।

۲۲۳۷- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ يَقُولُهُ -

২২৩৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তিকে খৌকা দেয়া হত। নবী (সঃ) তাকে বলেনঃ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তুমি বলবে, যেন খৌকা না দেওয়া হয়। অতএব সে তাই বলতো।

۲۲۳৮- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَردَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّبَاعُهُ مِنْهُ نَعِيمٌ بَنُ النَّحَامِ -

২২৩৮. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার একটি দাস মুক্ত করে দিয়েছিল। তার কাছে এ ছাড়া অন্য কোন সম্পদ ছিল না। নবী (সঃ) তার এই দাস মুক্ত করে দেয়া প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ঐ দাসকে নুআয়েম ইবনে নাহ্‌হাম খরিদ করে নেন।

৩-অনুচ্ছেদ : বিবদমানদের পরস্পরের বাক্যালাপ প্রসঙ্গে।

২২৩৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَيَقْطَعَ بِهَا مَالَ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ قَالَ فَقَالَ أَلَا شَعْتُ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا يَخْلِفَ وَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ إِلَهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ -

২২৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি এক মুসলমানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তাহলে সে আগ্রাহর সমীপে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আগ্রাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট রয়েছেন। আলআছ (রা) বলেছেন, আগ্রাহর কসম। তিনি এ কথা আমার সম্পর্কেই বলেছেন। আমার ও এক ইহুদীর যৌথ মালিকানায় এক ঋণ ভূমি ছিল। সে আমার মালিকানার অংশ অস্বীকার করে বসল। আমি তাকে নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কোন সাক্ষী আছে? আমি বললাম, না। তিনি ইহুদীকে বললেন, তুমি শপথ কর। আমি তখন বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ। সে তো শপথ করবে এবং আমার সম্পত্তি নিয়ে যাবে। তখন আগ্রাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেনঃ যারা আগ্রাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও নিচ্ছেদের শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোন প্রাপ্য থাকবে না। আগ্রাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”

২২৪০- عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَىٰ ابْنُ أَبِي حَذْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَىٰ يَا كَعْبُ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَاءَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ فَأَقْضِهِ -

২২৪০. কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদের মধ্যে বসে ইবনে আবি হাদরাদের কাছে তার দেয়া ঋণের টাকার তাগাদা করেন। এতে উভয়েই উচ্চৈশ্বরে বাদানুবাদ করতে

থাকে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা শুনেতে পেলেন। তিনি ঐ সময় তাঁর ঘরে ছিলেন। তিনি এতো দ্রুত বেরিয়ে আসলেন যে, তাঁর কামরার পর্দা খুলে গেলো। তিনি ডাকলেন, হে কা'ব। কা'ব ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি হাজির। তিনি ইশারায় তাকে কর্জের অর্ধেক মাফ করে দিতে বললেন। কা'ব বললেন, আমি মাফ করে দিলাম। তখন আবু হাদরাদকে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যাও এবার কর্জ পরিশোধ করে দাও।

২২৪১- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ نَبِيَّهَا وَكَدَّتْ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَهَلَتْهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ لِي أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْرَأْ فَقَرَأَ قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي اقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ -

২২৪১. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা ফোরকান আমি যেরূপ পড়ি এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যেরূপ পড়তে শিখিয়েছেন হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিয়ামকে আমি তা অন্যরূপ পড়তে শুনলাম। আমি সংগে সংগে বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু অপেক্ষা করলাম এবং তাকে পড়া শেষ করতে দিলাম। অতঃপর তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে টেনে নিয়ে এসে বললাম, আপনি আমাকে যেরূপ পড়তে শিখিয়েছেন আমি তাকে তা থেকে ভিন্নরূপ পড়তে শুনেছি। তিনি আমাকে বললেনঃ তাকে ছেড়ে দাও, (তার পড়া শুনে) বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। এরপর আমাকে পড়তে বললেন, আমিও পড়লাম। তিনি (আমার পড়া শুনে) বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। কুরআন সাত প্রকার পঠন পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। যেভাবে পড়তে সহজ হয় সেভাবে তোমরা পড়বে।

৪-অনুচ্ছেদঃ পাপে ও বিবাদে লিপ্ত লোকদের অবস্থা জানার পর তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া। আবু বাকর (রাঃ)-এর ভগ্নি (উম্মে ফারদা) বিলাপ করে কাদলে উমর (রাঃ) তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

২২৪২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَنُتِمَّ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ -

২২৪২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমার ইচ্ছা হয়, নামায পড়ার আদেশ করব। অতপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে যেসব লোক নামাযের জামাআতে আসেনি তাদের বাড়ী গিয়ে তাদের সহ ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেই।

৫-অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তির ওসিয়াদের দাবী।

২২৪৩- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنِ أُمِّ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ صَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنُ أُمِّ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ أُمِّ أَبِي وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَّهَا بَيْنًا فَقَالَ هُوَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَلَوْلَدَ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ -

২২৪৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদ ইবনে যামআ এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) যামআর ক্রীতদাসীর পুত্র সংক্রান্ত ঝগড়া নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। সা'দ বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার ভাই আমাকে ওসিয়াত করে গেছেন যে, আমি যখন মকায় পৌঁছব এবং যামআর ক্রীতদাসীর পুত্রকে দেখতে পাব, তখন যেন তাকে হস্তগত করে নেই। কারণ সে তার (আমার ভাইয়ের) সন্তান। আবদ ইবনে যামআ বলেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার ক্রীতদাসীর পুত্র। সে আমার পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে। নবী (সঃ) উতবার সাথে তার চেহারা-সুরতের স্পষ্ট মিল দেখতে পেলেন। তিনি (স) বললেন, ওহে আবদ ইবনে যামআ! তুমিই তার দাবীদার। যার ঔরসে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সন্তান তারই হয়। হে সাওদা (নবী (সঃ)-এর বিবি) ! তুমি তার থেকে পর্দা কর।

৬-অনুচ্ছেদ : কারো দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে বেঁধে রাখা। কুরআন, সুন্নাহ ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাকে আটক রেখেছিলেন।

২২৪৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ -

২২৪৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) নুজ্জদে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা বনী হানীফা গোত্রের সুমামা ইবনে উসাল নামের এক লোককে- যিনি ছিলেন ইয়ামামাবাসীদের সরদার-গ্রেফতার করে এনে মসজিদের একটা খুটির সাথে বেঁধে রাখল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন : সুমামা! তোমার কাছে কি আছে? সে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার কাছে মাল আছে। তিনি (বর্ণনাকারী) সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (সঃ) বললেন, সুমামাকে ছেড়ে দাও।

৭-অনুচ্ছেদঃ হেরেম শরীকে কাউকে বন্দী করে বেঁধে রাখা। নাকে ইবনে আবদুল হারেছ কয়েদখানা বানাবার উদ্দেশ্যে মক্কায় সাকওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছ থেকে এই শর্তে একটি ঘর খরিদ করেছিলেন যে, যদি হযরত উমর (রা) রাজী হন তবে খরিদ পূর্ণ হবে। আর যদি তিনি রাজী না হন তাহলে সাকওয়ান চারশত দীনার পাবেন। ইবনে যুবাইর মক্কায় (লোক) বন্দী করেছেন।

২২৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَبَّسَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ -

২২৬৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) নজ্জদে একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। তারা বনী হানীফার সুমামা ইবনে উসাল নামের এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসল এবং মসজিদের একটি খুটির সাথে বেঁধে রাখল।

৮-অনুচ্ছেদঃ পাওনা আদায়ের জন্য ঋণীব্যক্তির পিছনে লেগে থাকা।

২২৬৬- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَسْوَاتُهُمَا فَمَرَّبَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا -

২২৬৬. কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদ আসলামীর কাছে তাঁর ঋণের টাকা পাওনা ছিল। তিনি তার সাথে সাক্ষাত করতে যান এবং ঋণ আদায়ের জন্য তার পিছনে লেগে থাকেন। একদিন দু'জনে কথা কাটাকাটি করেন। তাদের স্বর উঁচু হয়। নবী (সঃ) তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় কা'বকে ডেকে হাতের ইশারায় বলেন, অর্ধেক মাফ করে দাও। তখন তিনি অর্ধেক কর্ত্ত মাফ করে দেন এবং অর্ধেক গ্রহণ করেন।

৯-অনুচ্ছেদঃ ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা।

২২৬৭- عَنْ خُبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمٌ فَاتَّبَعْتُهُ اتِّقَاضًا فَقَالَ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعُكَ قَالَ فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أُبْعَثَ فَأُوتَى مَا لَا يُولَدُ ثُمَّ أَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا وَتَيْنَ مَا لَا يُولَدُ الْآيَةُ -

২২৪৭. খাবাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে আমি ছিলাম একজন কর্মকার। আ'স ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু দিরহাম পাওনা ছিল। আমি তার কাছে তাগাদা করতে গেলাম। সে আমাকে বলল, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করছ ততক্ষণ তোমার কর্জ পরিশোধ করব না। আমি বললাম, কখনো না। আব্বাহর কসম করে বলছি, যে পর্যন্ত না আব্বাহ তোমার মৃত্যু ঘটান এবং তোমার পুনরুত্থান হয় সে পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ (সঃ)-কে অস্বীকার করব না। সে বলল, ঠিক আছে তাহলে যতক্ষণ না আমার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান হয়, আমাকে ছেড়ে দাও। তখন আমাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে এবং তোমার কর্জ পরিশোধ করে দিব। এই প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল হয়েছেঃ “তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমি অবশ্যই অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাপ্ত হব?”

অধ্যায়—২১
 كِتَابُ اللَّقْطَةِ
 (কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদঃ পড়ে থাকা জিনিসের মালিক এসে আলামত বর্ণনা করলে তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

২২৬৮- عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فَقَالَ أَخَذْتُ صُرَّةَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَرَفْنَاهَا حَوْلًا فَعَرَفْنَاهَا حَوْلَهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَفْنَاهَا حَوْلًا نَعَرَفْنَاهَا فَلَمْ أَجِدْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا فَقَالَ احْفَظْ وَعَاظَا وَعَدَدَهَا وَرِكَاعَا فَإِنِ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا -

২২৪৮. উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি একটি টাকার থলে পেয়েছিলাম। তার মধ্যে ছিল একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। আমি নবী (সঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেনঃ এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা কর। আমি তাই করলাম। কিন্তু এমন কোন লোক পেলাম না যে এটি সনাক্ত করতে পারে। আবার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আরো এক বছর ঘোষণা কর। আমি তাই করলাম। কিন্তু এবারও কাউকে পেলাম না। আমি তৃতীয় বার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, মুদ্রার থলের আকার, সংখ্যা এবং তার বাঁধন মনে রাখ। যদি তার মালিক আসে (তবে তাকে দিয়ে দেবে) নয়তো তুমি তা ভোগ করবে। অতঃপর আমি তা ভোগ করলাম। শো'বা বলেছেন, আমি এরপর মক্কায় সালামার সাথে দেখা করলাম, সে বলল, আমার মনে নেই তিন বছর নাকি এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করতে বলেছেন।^১

২-অনুচ্ছেদ : হারিয়ে যাওয়া উট।

-
১. পড়ে থাকা বস্তু কুড়িয়ে গেলে তার ঘোষণা দেয়া প্রাপকের কর্তব্য। কতদিন ঘোষণা দেবে, তা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও ইমাম আহমদের মতে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে হবে। তাদের দলীলঃ উমর (রাঃ), অলী (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন। ২। ইমাম আবু হানীফার মতে, কুড়ানো সম্পদ যদি ১০ দিরহামের কম হয় তবে কয়েক দিন ঘোষণা দেবে, আর যদি ১০ দিরহাম কিংবা তার চাইতে বেশী হয় তবে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে হবে। অবশেষে সম্পদের মালিক না পাওয়া গেলে তা সদকা করে দেবে (হেদায়া)।

۲۲৬৭- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرَفْتُهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَالْأَفْأَسْتَنْفِقْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ قَالَ ضَالَّةُ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاوُهَا وَسِقَاوُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ -

২২৪৯. য়ায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক বেদুঈন নবী (সঃ)-এর কাছে এসে পথে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। বললেন, এক বছর নাগাদ এর ঘোষণা করতে থাক। এরপর থলি ও মুখবন্ধ স্বরণ রাখ। ইতিমধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আসে এবং তোমাদের খবর দেয় তবে ভাল (তাকে ফিরিয়ে দাও) নতুবা তুমি তা ব্যয় কর। সে বলল, হে আব্রাহামের রসূল, হারানো জিনিস ছাগল বকরী হলে? তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা বাঘের জন্য। সে আবার বলল, হারানো উট হলে? এ কথায় নবী (সঃ)-এর চেহারায়ে ক্রোধের তাব ফুটে উঠল। তিনি বললেন: এতে তোমার কি আসে যায়? তার সাথে তার জুতা ও পানির মশক রয়েছে। সে পানির কাছে যাবে এবং গাছের পাতা খেয়ে নিবে।

৩-অনুচ্ছেদ : হারিয়ে যাওয়া বকরী।

২২৫০- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ يَقُولُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ فَرَعَمَ أَنَّهُ قَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرَفْتُهَا سَنَةً يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ اسْتَنْفَقْ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيَىٰ فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَىٰ فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِذَاهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ قَالَ يَزِيدُ وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَىٰ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعُهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاعًا وَسِقَاعًا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّىٰ يَجِدَهَا رَبُّهَا -

২২৫০. য়ায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, থলেটি এবং তার মুখবন্ধ চিনে রাখ। এক বছর যাবত ঘোষণা করতে থাক। ইয়াযীদ বলেছেন, যদি এর সনাক্তকারী না পাওয়া যায় তবে যে সেটা পেয়েছে সে খরচ করবে। কিন্তু সেটা তার কাছে আমানতস্বরূপ থাকবে। ইয়াহইয়া বলেছেন, আমার জানা নেই যে, এ কথাটা রসূলুল্লাহ

(সঃ)-এর হাদীসের অন্তর্গত ছিল, না তিনি নিজে বাড়িয়ে বলেছেন। এরপর সে জিজ্ঞেস করল, হারিয়ে যাওয়া বকরী সম্পর্কে কি করতে হবে? নবী (সঃ) বললেন, ওটা ধরে নাও। ওটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য আর তা না হলে ওটা বাঘের জন্য। ইয়াযীদ বলেছেন, বরং এটারও ঘোষণা করতে হবে। এরপর সে আবার জিজ্ঞেস করল, হারিয়ে যাওয়া উট হলে কি করতে হবে? তিনি বলেন, ওটা ছেড়ে দাও। কারণ তার সাথেই রয়েছে তার ছুতা এবং মশক। সে পানির কাছে যাবে এবং গাছের পাতা খেতে থাকবে, অবশেষে তার মালিক তাকে ফিরে পাবে।

৪-অনুবাদ: এক বছরের মধ্যে যদি পড়ে থাকা জিনিসের মালিকের খোঁজ পাওয়া না যায় তাহলে সেটা যে পাবে তারই হবে।

২২০১- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَسَّأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانِكَ بِهَا قَالَ فَضِلَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ قَالَ فَضِلَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا -

২২৫১. য়ায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, থলিটি এবং মুখবন্ধ চিনে রাখ, তারপর এক বছর যাবত ঘোষণা করতে থাক। যদি মালিক এসে যায় (তবে তাকে দিয়ে দাও) অন্যথায় তা তোমার। হারানো বকরী সম্পর্কে কি বিধান? তিনি (সঃ) বলেন, তা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অন্যথায় ওটা বাঘের ভাগ্যে। এরপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সঃ) বলেন, তাতে তোমার কি? ওর সাথেই তার মশক ও ছুতা (পায়ের খুর) রয়েছে। মালিক তার সাক্ষাত না পাওয়া পর্যন্ত সে পানি পান করবে এবং গাছ থেকে পাতা খাবে।

৫-অনুবাদ: নদীতে শুকনা কাঠখন্ড অথবা লাঠি জাতীয় কোন বস্তু পাওয়া গেলে। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, বনী ইসরাঈলের একটি লোক বাইরে এসে দেখছিল কোন জাহাজ তার মাল নিয়ে এসেছে কিনা। তখন একখন্ড কাঠের ওপর তার চোখ পড়ল। সে তার ঘরের জ্বালানীর জন্য সেটা উঠিয়ে নিল। সেটা চিরে ফেললে সে তার মধ্যে তার মাল ও একটি চিঠি পেল।

৬-অনুবাদ: রাস্তাঘাটে খেজুর পাওয়া গেলে।

২২০২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَمُوتَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا -

২২৫২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সঃ) একদা সড়কের ওপর পড়ে থাকা একটি খেজুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমার যদি আশংকা না হত যে, এটা সদকার জিনিস তাহলে আমি এটা খেয়ে ফেলতাম।

২২৫৩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْفِيهَا -

২২৫৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমি যখন আমার পরিবারের মধ্যে ফিরে যাই তখন (কোন কোন সময়) আমার বিছানার ওপর খুরমা পড়ে থাকতে দেখি। খাবার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত সেটা সদকার জিনিস, তখন আমি তা ফেলে দেই।

৭-অনুচ্ছেদঃ মক্কাবাসীদের পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষণা কিভাবে করা হবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি তুলে নিবে, যে তার ঘোষণা করবে। ইকরিমা (র) ইবনে আব্বাসের সূত্রে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি তুলে নেবে যে তার ঘোষণা করবে। অপর এক সূত্রে থেকে ইকরিমা, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ওখানকার (মক্কার) গাছ কাটা যাবে না এবং ওখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না এবং সেখানকার পড়ে থাকা জিনিস ঘোষণাকারী ছাড়া অপর কারো জন্য তুলে নেয়া জায়েয হবে না। সেখানকার ঘাস কাটা যাবে না। তখন আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু এযখের (এক প্রকার ঘাস) কাটার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, আচ্ছা, এযখের ঘাস কাটতে পারবে।

২২৫৪-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يَنْفَرُ صَيْدَهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْأَذْخَرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَيُبُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْأَذْخَرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২২৫৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর রসূল (সঃ)-কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি লোকদের মাঝে দাড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তাআলা মক্কাভূমি থেকে হাতীকে বিরত রেখেছেন এবং তিনি তাঁর রসূল ও মুমিন বান্দাদের এর ওপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার সাথে কারোর জন্য মক্কা বৈধ ছিল না। আমার জন্য দিনের কিছু সময় বৈধ করা হয়েছে। আমার পরেও কারোর জন্য বৈধ হবে না। অতএব এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না। গাছের কাটাও কর্তন করা যাবে না। এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না। হী, ঘোষণাকারী ব্যক্তির জন্য তা (তুলে নেয়া) বৈধ হবে। এখানে কোন ব্যক্তি নিহত হলে (তার শাস্তি স্বরূপ দুটার যে কোন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে) হয় হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে হত্যা করতে হবে অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ করতে হবে। আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু এযখের ঘাস কাটার অনুমতি দিন। আমরা এগুলো আমাদের কবরের এবং ঘরের ছাদের ওপর বিছিয়ে দিয়ে থাকি। তিনি (সঃ) বললেন, আচ্ছা এযখের কাটবার অনুমতি দেয়া গেল। ইয়ামানবাসী আবু শাহ নামের এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে লিখে দিন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আবু শাহকে লিখে দাও। ওলীদ ইবনে মুসলিম বলেছেন, আমি আওয়ালীকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু শাহ রসূলুল্লাহকে লিখে দিতে বলার অর্থ কি? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহর এই ভাষণ যা তাঁর কাছ থেকে এইমাত্র শুনেছেন।

৮-অনুচ্ছেদ: অনুমতি ছাড়া কারো পশু দোহন করবে না।

২২৫৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَمْرِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتَكْسَرَ خِرَانَتُهُ فَيَنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔

২২৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অনুমতি ছাড়া কারো পশুর দুধ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ এটা কি পছন্দ করবে যে, তার শস্যাগারে কোন লোক এসে গোলা ভেংগে গোলার শস্য লুটে নিয়ে যাক? তাদের পশুগুলোর পালান তাদের খাবার ভান্ডার তৈরী করে থাকে। অতএব কারো পশুর দুধ তার অনুমতি ছাড়া দোহন করবে না।

৯-অনুচ্ছেদ: পড়ে থাকা জিনিসের মালিক যখন এক বছর পরে ফিরে আসে, তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবে কারণ সে জিনিস এতোদিন আমানত ছিল।

২২৫৬- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرِفَ وَكَأَمَّا وَعَفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفَقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادَّهَا إِلَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْغَنَمِ قَالَ خَذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِيلِ قَالَ فَغَطِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْمَرَتْ
وَجَنْتَاهُ أَوْ أَحْمَرَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسَقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا
رَبُّهَا -

২২৫৬. য়ায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জ্বৈনেক ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ এক বছর নাগাদ জিনিসটির ঘোষণা করতে থাক। এরপর জিনিসটির পাত্র ও তার মুখবন্ধ স্মরণ রাখ এবং সেটা খরচ কর। যদি তার মালিক এসে যায় তবে তাকে দিয়ে দাও। লোকটি এরপর জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! হারানো মেষ সম্পর্কে কি বিধান? তিনি বলেন, তা ধরে রাখ, কারণ হয় তা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য আর তা না হলে বাঘের জন্য। সে আবার বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! হারিয়ে যাওয়া উট হলে কি করতে হবে? এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) রাগান্বিত হলেন এবং তাঁর মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল, অতপর বলেন, এতে তোমার কি? তাঁর সাথে তার জুতা ও মশক রয়েছে— যতক্ষণ না তার মালিক তার সাক্ষাত পেয়েছে।

১০-অনুচ্ছেদঃ পড়ে থাকা জিনিস যাতে নষ্ট না হয় এবং কোন অবাস্তিত ব্যক্তি যাতে ভুলে না নেয় সেজন্য তা ভুলে নেয়া উচিত হবে কি?

২২৫৭- عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَقْلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ لِي الْفَقِيهُ قُلْتُ لَا وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ إِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَاتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ فَقَالَ عَرَفَهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ عَرَفَهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ أَعْرِفْ عِدَّتَهَا وَكَأَمَّا وَوِعَاَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتَعِ بِهَا -

২২৫৭. সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সুলাইমান ইবনে রবীআ এবং যাইদ ইবনে সুহানের সাথে আমি এক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। আমি একটি চাবুক পেলাম। একজন আমাকে এটা ফেলে দিতে বলেন। আমি বললাম, না (ফেলে দিব না), বরং এর মালিক এলে পরে তাকে এটা দেব, নয়তো আমিই এটা ব্যবহার করব। আমরা ফিরে গিয়ে হজ্জ করলাম এবং যখন মদীনায়ে গেলাম তখন উবাই ইবনে কা'বকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেনঃ আমি একবার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়

একটি টাকার থলি পেয়েছিলাম। এর মধ্যে একশত দীনার ছিল। আমি এটা নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেনঃ এক বছর নাগাদ এটার ঘোষণা দিতে থাক। আমি এক বছর নাগাদ ঘোষণা দিতে থাকলাম। এরপর আবার আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আবার এক বছর ঘোষণা করতে বললেন। আমি তাই করলাম। এরপর আমি চতুর্থ বার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, থলের ভিতরের (দীনারের) সংখ্যা, থলের আকৃতি ও তার বন্ধন এবং পাত্রটি চিনে রাখ। যদি মালিক ফিরে আসে তাকে দিয়ে দাও, তা না হলে তুমি নিজে ব্যবহার কর।

২২৫৮- عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا قَالَ فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا أَدْرِي أَثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا -

২২৫৮. সালামা (রাঃ) থেকে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ বলেছেন, এরপর আমি উবাই ইবনে কা'ব-এর সাথে মক্কায় সাক্ষাত করলাম। তিনি (এই হাদীস সম্পর্কে) বললেন, আমার মনে নেই নবী (সঃ) তিন বছর না এক বছর যাবত ঘোষণা করতে বলেছেন।

১১-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষণা করেছে বটে, কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়নি।

২২৫৯- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ عَرَفْتُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِنِهَا وَالْأَفَاسْتَنْفَقَ بِهَا وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَنَمَعَرَّ وَجْهَهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ دَعُهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ مِىَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ -

২২৫৯. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জইনেক বেদুঈন নবী (সঃ)-এর কাছে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে থাক। যদি কেউ এসে পাত্র এবং তার মুখবন্ধ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দাও, অন্যথায় তুমি নিজে ব্যবহার কর। এরপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তাতে নবী (সঃ)-এর মুখমন্ডল (রাগে) লাল হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ সেটা দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন? ওর সাথে তো ওর মশক ও জুতা রয়েছে। সে নিজেই পানির কাছে যায় এবং গাছের পাতা খায়। তাকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তার মালিক তাকে ফিরে পায়। এরপর তাঁকে হারিয়ে যাওয়া বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের আর তা না হলে বাঘের।

১২-অনুচ্ছেদঃ

২২৬. - عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ انْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ لِمَنْ
 أَنْتَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ فَقَالَ
 نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي قَالَ نَعَمْ فَأَمَرْتُهُ فَأَعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ
 أَنْ يَنْقُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْقُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ
 أَحَدِي كَفَّيْهِ بِالْأُخْرَى فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِدَاوَةً
 عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ
 فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ -

২২৬০. আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (হিজরত করে) মদীনার দিকে
 যাচ্ছিলাম। তখন বকরীর এক রাখালের সাথে দেখা। সে বকরীগুলো তাড়া করছিল। আমি
 তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার রাখাল? সে কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম বলল।
 আমি সে ব্যক্তিকে চিনতাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে দুধ দোহন করে
 দিবে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি তাকে দুধ দোহন করতে বললাম। বকরীর পাল থেকে সে
 একটি বকরী ধরে নিল। আমি তাকে বললাম, এটার পালান ধুলাবালি থেকে পরিষ্কার
 করে নাও। তোমার হাতও পরিষ্কার করে নাও। সে তাই করল। এক হাত অপর হাতের
 ওপর ঝেড়ে ফেলল। সে এক পেয়ালা দুধ দোহন করল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য
 একটি মগে দুধ রাখলাম। সেটার মুখ কাপড়ের টুকরা দিয়ে ঢাকা ছিল। তার ওপরে আমি
 পানি ঢাললাম। অতঃপর তা ঠান্ডা হলে আমি নবী (সঃ)-এর কাছে এই দুধ নিয়ে গেলাম
 এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল? পান করুন। তিনি পান করলেন, এতে আমি অত্যন্ত
 খুশী হলাম।

كتاب المظالم والقصاص

(জুলুম প্রতিরোধ ও হত্যার প্রতিশোধ)

১-অনুচ্ছেদ: জুলুম ও অপহরণ। মহান আল্লাহ বলেন:

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ عَافِيًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنِدْتُهُمْ هَوَاءً وَآنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجُوبُ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكَانِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَّرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفٌ وَعْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ -

“(জালিমদের জুলুমের প্রতিবিধান বিলম্বিত হতে দেখে) তোমরা আল্লাহকে যালিমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত মনে করো না। বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে ঐ দিনের জন্য অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন, যেদিন (ভয়ে) তাদের চোখগুলো স্থির হয়ে যাবে এবং তারা মাথা উচু করে (উর্ধ্বাঙ্গে) ছুটতে থাকবে। “মুকনিই রুউসিহিম” শব্দের “উপরের দিকে তাদের মাথা তুলে,” “আলা-মুকমিহ্” এর সমার্থক শব্দ। সেদিন তারা তাদের চোখের পাতা এক করতে পারবে না, (অর্থাৎ অপলক নেড়ে তাকিয়ে থাকবে আর কিয়ামতের ভয়াবহতা অবলোকন করবে) এবং তাদের অন্তর হয়ে যাবে (জ্ঞান) শূন্য। হাওয়া শব্দের অর্থ জ্ঞান শূন্য। অর্থাৎ তারা বিবেকশূন্য হয়ে পড়বে। “(হে মুহাম্মদ) আপনি লোকদেরকে ঐ দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যেদিন (আল্লাহর) আযাব তাদের ওপর এসে পড়বে। সেদিন জালিমরা বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে আর খানিকটা অবকাশ দিন। আমরা আপনার আহবানে সাড়া দেব এবং রসূলদের আনুগত্য করব। (তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বলা হবে) তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম করে বলোনি যে, তোমাদের কখনও পতন নেই? অথচ তোমরা সেসব জাতির বন্তীসমূহে বসবাস করতে যারা নিজেদের

ওপর জুলুম করেছিল এবং (পরিণামে) আমি তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছি তাও তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ছিল। আর তাদের উদাহরণ পেশ করে আমি তোমাদের বুঝিয়েও ছিলাম। তারা তাদের সব চক্রান্ত করে দেখেছে। কিন্তু তাদের প্রতিটি চক্রান্ত (নস্যাতের ব্যবস্থা) আল্লাহর নিকট ছিল। যদিও তাদের চক্রান্ত এতটা শক্ত ছিল যেন পাহাড় তাতে টলে যাবে। তোমরা কখনো এমন ধারণা পোষণ করো না যে, আল্লাহ তাঁর রসুলের নিকট কৃত ওয়াদা খেলাফ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।” মুজাহিদ (র) বলেন:

“মুহতিঙ্গনা” শব্দের অর্থ অপলক নেত্র দর্শনকারী, কারো মতে, দ্রুত ধাতুগাকারী।

২-অনুচ্ছেদ: অপরাধের দণ্ড।

২২৬১- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُسْبُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نَقَوْا وَهَذَّبُوا أُذُنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحْدَهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدْلُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا -

২২৬১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিনরা যখন দোষখের আগুন থেকে নাজাত পাবে তখন বেহেশত ও দোষখের মাঝে এক পুলের ওপর তাদেরকে থামানো হবে। তখন দুনিয়াতে একে অপরের প্রতি যে জুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। অবশেষে যখন তারা (পাপ-পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্র হয়ে যাবে তখন বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার বাড়ী যেমন চিনতো তার চাইতে বেশী তার বেহেশতের বাড়ীকে চিনতে পারবে।

৩-অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী:

“সাবধান! জালিমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।”

২২৬২- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَخَذَ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتَرُّهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ

الْيَوْمَ نُنْعِطُ كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ -

২২৬২. সাফওয়ান ইবনে মুহরিয আল-মাযিনী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি ইবনে উমরের হাত ধরে চলছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি সামনে এসে বলল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও তাঁর মুমিন বান্দাদের গোপন আলাপ সম্পর্কে আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কিছু শুনেছেন? তিনি (ইবনে উমর) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিন ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) নিজের নিকটবর্তী করবেন। তারপর নিজের হিফাযতে নিয়ে পর্দা দ্বারা তাকে আড়াল করবেন। তারপর বলবেন, অমুক গোনাহ কি তোমার মনে পড়ে? অমুক গোনাহ কি তোমার মনে পড়ে? সে বলবে, হাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে তিনি তার কাছ থেকে সমস্ত পাপের স্বীকৃতি আদায় করবেন এবং সে (মুমিন) ব্যক্তি মনে মনে ভাববে যে, তার ক্ষতস অনিবার্য। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গোনাহ গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার পুণ্যের লিপি (আমলনামা) তাকে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে কাকির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। সাবধান! জালিমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

৪-অনুচ্ছেদঃ মুসলমান মুসলমানের ওপর জুলুম করবে না এবং কাউকে তার ওপর জুলুম করতেও দেবে না।

২২৬৩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرْتُمْ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২২৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না কিংবা (জুলুমের জন্য) তাকে জালিমের হাতে সোপর্দও করবে না (অথবা তাকে বিপদে ত্যাগ করবে না)। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবেন, আল্লাহ তার অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবেন। যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) কোন মুসলমানের কোন বিপদ দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের মধ্যে বড় কোন বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।

৫-অনুচ্ছেদঃ তোমর ভাইকে সাহায্য কর, সে জালিম হোক বা মজলুম।

২২৬৪- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا -

২২৬৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালিম হোক কিংবা মজলুম (অত্যাচারিত)।

২২৬৫- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ -

২২৬৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে জালিম হোক কিংবা মজলুম। একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! মজলুমকে আমরা সাহায্য করবো এটা তো বুঝলাম, কিন্তু জালিমকে আমরা কেমন করে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তুমি তার (জালিমের) হাত শক্ত করে ধরে রাখবে।

৬-অনুচ্ছেদঃ মজলুমকে সাহায্য করা।

২২৬৬- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ أَمْرًا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامَ وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ وَاجَابَةَ الدَّاعِي وَإِبْرَارَ الْقَسَمِ -

২২৬৬. বারআ ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি (আদেশকৃত সাতটি বিষয়ের) উল্লেখ করলেনঃ (১) পীড়িতকে দেখতে যাওয়া, (২) জানাযার অনুগমন করা, (৩) হাঁচিদাতার (আলহামদু লিল্লাহর) জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, (৪) সালামের জবাব দেয়া, (৫) মজলুমকে সাহায্য করা, (৬) দাওয়াত কবুল করা, (৭) (কসমকারীর) কসম পূরা করা।

২২৬৭- عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ -

২২৬৭. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য প্রাসাদতুল্য যার এক অংশ আরেক অংশকে সুদৃঢ় করে। এ কথা বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।

৭-অনুচ্ছেদ: জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ। মহামহিম আল্লাহ বলেন:

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّدِّ عَنِ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ
اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ -

“আল্লাহ নিকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করা পছন্দ করেন না। কিন্তু যদি কেউ অত্যাচারিত হয় (তবে সে করতে পারে) এবং আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী”।

“যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে”।

ইবরাহীম (নাখয়ী) বলেন, সাহাবীরা অপমানিত হওয়া পছন্দ করতেন না। তবে ক্ষমতা লাভ করলে ক্ষমা করে দিতেন।

৮-অনুচ্ছেদ: মজলুমের ক্ষমা। মহান আল্লাহর বাণী:

لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفْوًا قَدِيرًا وَجَزَاءً سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ أُنتَصِرْ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ
سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ
يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ -

“যদি তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে কর কিংবা গোপনে কর অথবা অন্যায়কে ক্ষমা কর (তবে এটা তোমার মহত্ব)। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সর্বশক্তিমান।”

মন্দের পরিবর্তে সমপরিমাণ মন্দই হল উচিত বিনিময়। কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয় এবং (মন্দের পরিবর্তে) সদাচার করে তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট। তিনি জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। সুযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যে ব্যক্তি (অত্যাচারিত হওয়ার পরও) ধৈর্য ধারণ করে এবং (অত্যাচারীকে) ক্ষমা করে দেয় তবে সেটা হবে বিরাট মহত্বের পরিচায়ক। আল্লাহ যাদেরকে গোমরাহ করেছেন তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। জালিমরা যখন (আল্লাহর) শাস্তি অবলোকন করবে তখন বলবে, (দুনিয়াতে) ফিরে যাবার কোন পথ রয়েছে কি? (৪২: ৪০-৪৪)

৯-অনুচ্ছেদ: জুলুম কিয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার রূপ ধারণ করবে।

২২৬৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২২৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ জুলুম (অত্যাচারীর জন্য) কিয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার (রূপে প্রতিভাত) হবে।

১০-অনুচ্ছেদ: মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করা ও তা থেকে বেঁচে থাকা।

২২৬৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ -

২২৬৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মুয়ায (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান এবং (যাবার বেলায়) তাঁকে বলেন, মজলুমের বদদোয়াকে ভয় কর। কেননা তার বদদোয়া ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নেই।

১১-অনুচ্ছেদ: কেউ যদি কারো ওপর অত্যাচার করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, এরপরও সে অত্যাচারের কথা প্রকাশ করতে পারবে কি?

২২৭০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دَيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدَرٍ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحَمِلَ عَلَيْهِ -

২২৭০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সত্ত্বম হানি কিংবা অন্য কোন বিষয়ে অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন আজই (দুনিয়াতে থাকতেই) তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন তার কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না। সে দিন তার কোন নেক আমল থাকলে তা থেকে জুলুমের দায় পরিমাণ কেটে নেয়া হবে। আর তার কোন নেক আমল না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে কিছু নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

১২-অনুচ্ছেদ: যদি কেউ কারো জুলুম বা অন্যায় ক্ষমা করে দেয় তবে ঐ জুলুমের জন্য পুনরায় তাকে দায়ী করা চলবে না।

২২৭১- عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ الرَّجُلُ

يَكُونُ عِنْدَهُ الْكَرَاءَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْبِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي
فِي حِلٍّ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ -

২২৭১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি “যদি কোন স্ত্রীলোক নিজ স্বামীর অসদাচরণ ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা পরস্পর কোন মীমাংসায় উপনীত হলে তাদের কোন অপরাধ নেই এবং মীমাংসাই কল্যাণকর” এ আয়াতের তাফসীর (বা শানে নুযূল) প্রসঙ্গে বলেন, কোন কোন লোক তার স্ত্রীর কাছে বেশি যাওয়া আসা করতে চাইত না, বরং তাকে আলাদা অর্থাৎ তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করত। এমতাবস্থায় স্ত্রী বলত, আমি তোমাকে আমার পাওনা মফ করে দিলাম (তবু আমাকে ত্যাগ করো না)। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

১৩-অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে (কোন বিষয়ে) অনুমতি প্রদান করে কিংবা তাকে ক্ষমা করে কিছু কি পরিমাণ ক্ষমা করল কিংবা কতটুকুর জন্য অনুমতি দিল তা উল্লেখ না করে।

২২৭২- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذُنِي لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أُؤْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ -

২২৭২. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী (সঃ)-এর নিকট কিছু পানীয় দ্রব্য (দুধ) আনা হলে তিনি তার কিছুটা পান করলেন। তাঁর ডানদিকে ছিল একটি যুবক আর বামদিকে ছিল বয়োজ্যেষ্ঠরা। তিনি তাকে বললেন, বয়োজ্যেষ্ঠদের দেয়ার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি দেবে কি? যুবকটি বলল, হে আব্বাহর রসূল! না, আব্বাহর কসম, আমি (আপনার উচ্ছিষ্ট পানীয়ের ব্যাপারে) আমার অংশে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে রাজী নই। রাবী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) পেয়ালাটা তার হাতে দিয়ে দিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদঃ কারো জমি কেড়ে নিলে তার ওনাহ।

২২৭৩- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضَيْنِ -

২২৭৩. সাঈদ ইবনে য়ায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো জমি জোর করে কেড়ে নিবে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমি তার গলায় পরানো হবে।

২২৭৪- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَّاسٍ خُصُومَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ -

২২৭৪. আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর ও কয়েকজন লোকের মধ্যে (জমি সংক্রান্ত) একটি বিবাদ ছিল। তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ব্যাপারটা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হে আবু সালামা! জমি থেকে বেঁচে থাক। কেননা নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক আঙ্গুল পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেবে (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমির শৃঙ্খল তার গলায় পরানো হবে।

২২৭৫- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ - لَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَمْلَاهُ عَلَيْهِم بِالْبَصْرَةِ -

২২৭৫. সালামি (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য কিছু জমিও কেড়ে নেবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক জমিনের নীচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক কর্তৃক খোরাসানে সংকলিত হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি নেই। এ হাদীসটি তিনি তাঁর স্থিতি থেকে বসরায় তাঁর ছাত্রদের শিখিয়েছেন।

১৫-অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তবে তা জায়েয।

২২৭৬- عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمَرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْأَقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ -

২২৭৬. জাবলা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইরাকবাসী কিছু লোকের সাথে মদীনায়ে ছিলাম। এক বছর আমরা দুর্ভিক্ষে পতিত হলে ইবনে যুবাইর (রা) আমাদের কাছে খেজুর পাঠাতেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আমাদের পাশ দিয়ে যেতেন। এবং বলতেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) এক সংগীর অনুমতি ছাড়া অপর সংগীকে একত্রে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

২২৭৭- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ اصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةِ لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةِ وَأَبْصِرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الْجُوعَ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَدْعُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا قَدْ اتَّبَعَنَا أَتَاذُنُ لَهُ قَالَ نَعَمْ۔

২২৭৭. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু শুয়াইব নামক একজন আনসারের একটা কসাই ক্রীতদাস ছিল। (একদিন) আবু শুয়াইব তাকে বলেন, আমার জন্য পাঁচ জন লোকের খাবার তৈরী কর। আমি নবী (সঃ)-কে দাওয়াত করব। তিনি পাঁচ জনের একজন। উক্ত আনসার নবী (সঃ)-এর মুখমন্ডলে ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে দাওয়াত করলেন। কিন্তু তাঁদের সাথে আরেকজন লোক আসল যাকে দাওয়াত করা হয়নি। নবী (সঃ) (উক্ত আনসারকে) বললেন, এ লোকটা আমাদের পিছু পিছু চলে এসেছে। তুমি কি তাকে অনুমতি দিচ্ছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৬-অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ বলেন, “ওয়াহুয়া আলাদুল খিসাম” (এবং সে ঘোর বিরোধী)।

২২৭৮- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ أَبْغَضَ الرَّجَالُ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ۔

২২৭৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট সেই লোক সর্বাধিক ঘৃণিত যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।

১৭-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি জেনেপুনে অযথা ঝগড়া করে তার ওনাহ।

২২৭৯- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِيَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرِكْهَا۔

২২৭৯. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, (একদিন) তিনি (সঃ) তাঁর কামরার দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ শুনে পেয়ে তাদের নিকট চলে আসলেন। (তাঁর নিকট মামলা পেশ করা হলে) তিনি বলেন, আমি একজন মানুষ। আমার কাছে বিবাদকারীরা আসে। তাদের মধ্যে হয়ত কেউ অন্যের চাইতে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলছে। তদনুযায়ী আমি তার পক্ষে রায় দেই।

সূতরাং বিচারে যদি আমি অপর কোন মুসলমানের হক তাকে দেই তবে তা দোষের একটা টুকরো। এখন ইচ্ছা হলে সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক।

১৮-অনুচ্ছেদঃ ঝগড়া-বিবাদকালে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ।

২২৮০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مَنًّا- فِقًّا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ-

২২৮০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে মুনাফিক। অথবা যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোন একটা থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটা স্বভাব রয়েছে যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। (১) সে যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, (২) যখন ওয়াদা করবে ভঙ্গ করবে, (৩) যখন চুক্তি করবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং (৪) যখন বিবাদ করবে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করবে।

১৯-অনুচ্ছেদঃ জালিমের মাল যদি মজলুমের হস্তগত হয় তবে সে নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করতে পারে। ইবনে সীরীন বলেন, তার প্রাপ্য যতটুকু ততটুকু গ্রহণ করতে পারে। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেনঃ

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاتِبُوا بِمِثْلِ مَا قِبْتُمْ بِهِ -

“যদি তোমরা জুলুমের প্রতিশোধ নিতে চাও তবে ততটা নাও যতটা তোমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে।”

২২৮১- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ بِنِ رَيْبَعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَى حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الذِّى لَهُ عِيَالُنَا فَقَالَ لَا حَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ-

২২৮১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) উতবা ইবনে রবীআর কন্যা হিন্দ এসে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার স্বামী আবু সূফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ। সূতরাং তার সম্পদ থেকে যদি আমি আমার সন্তান-সন্ততিদের খেতে দেই তবে আমার কোন গুনাহ হবে কি? নবী (সঃ) বলেন, যদি তুমি তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে আহার করাও তবে তোমার কোন গুনাহ হবে না।

২২৮২- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَاتَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبِلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ-

২২৮২. উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-কে বললাম, যখন আপনি আমাদেরকে কোন কাজে (কোথাও) পাঠান তখন আমরা (কোন কোন সময়) এমন লোকদের মাঝে গিয়ে পড়ি যারা আমাদের আতিথ্য করে না। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি আমাদের বললেন, যদি তোমরা কোন জনপদের মাঝে গিয়ে পড়, তোমাদের জন্য আতিথ্যের উপযুক্ত আয়োজন করা হয় তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি তা না করে তবে তাদের কাছ থেকে অতিথির হক আদায় করে নাও।^১

২০-অনুচ্ছেদঃ ছায়াযুক্ত জায়গা প্রসঙ্গে। নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবীরা সাকীফায় বনু সাইদা অর্থাৎ বনু সাইদা গোত্রের ছায়াযুক্ত আঙ্গিনায় বসেছিলেন।

২২৮৩- عَنْ عُمَرَ قَالَ حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهِ ﷺ إِنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِينَةٍ بَنَى سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا فَجِئْنَا هُمْ فِي سَقِينَةٍ بَنَى سَاعِدَةَ -

২২৮৩. উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিলেন আনসাররা তখন বনু সাইদা গোত্রের ছায়াযুক্ত আঙ্গিনায় গিয়ে সমবেত হলেন। তখন আমি আবু বাক্র (রাঃ)-কে বললাম, আমাদের সাথে চলুন। তারপর আমরা তাদের (আনসারদের) নিকট সাকীফা বনু সাইদাতে গিয়ে পৌঁছলাম।

২১-অনুচ্ছেদঃ কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি লাগাতে নিষেধ না করে।

২২৮৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَاْفِكُمْ -

২২৮৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি লাগাতে নিষেধ না করে। তারপর আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, কি ব্যাপার আমি তোমাদেরকে একাজ থেকে বিমুখ দেখতে পাচ্ছি! আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই সব সময় এ হাদীস তোমাদেরকে বলতে থাকব।

২২-অনুচ্ছেদঃ রাস্তায় মদ চেলে দেয়া।

২২৮৫- عَنْ أَنَسٍ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ

১. এ হাদীস সে অবস্থার জন্য যখন কারো সাথে চুক্তি থাকে অথবা অত্যন্ত কুখ্যাত অবস্থায় যদি নিজেদের সাথে অর্থ বা খাদ্যবস্তু না থাকে।

الْفَضِيخَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ أَخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَّتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِلَّا الْإِثْمَ -

২২৮৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আবু তালহা'র বাড়িতে লোকদেরকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। তখনকার যুগে লোকেরা 'ফাদীখ'^১ শরাব ব্যবহার করত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে ঘোষণা করার আদেশ দিলেন যে, সাবধান! মদ হারাম করা হয়েছে। তখন আবু তালহা আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সব শরাব ঢেলে ফেল। আমি বাইরে গেলাম এবং সব শরাব ঢেলে ফেললাম। তিনি (আনাস) বলেন, সেদিন মদীনার অলি-গলিতে শরাবের প্রাধন বয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলল, একদল লোককে হত্যা করা হয়েছে অথচ তাদের পেটে শরাব ছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা ইতিপূর্বে যা কিছু পোনাহার করেছে, তার জন্য তাদের কোন পাপ হবে না।"

২৩-অনুচ্ছেদঃ বাড়ির আগুনা এবং সেখানে ও রাস্তায় বসা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবু বাকর (রাঃ) তাঁর বাড়ির আগুনা মসজিদ নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি নামায পড়তে ও কুরআন পাঠ করতে লাগলেন। এতে মুশরিকদের স্বীরা ও তাদের সম্ভানরা তার নিকটে এসে ভিড় জমাতে লাগল। তারা আবু বাকরের অবস্থা দেখে বিশ্বয় বোধ করত। ঐ সময় নবী (সঃ) মক্কায় ছিলেন।

২২৮৬- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أَيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بِذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ -

২২৮৬. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা রাস্তাঘাটে বসা ছেড়ে দাও। লোকেরা বলল, আমাদের আর কোন গত্যন্তর নেই। এটাই আমাদের বসার জায়গা। আমরা সেখানে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে থাকি। তিনি বললেন, যখন তোমরা না বসে পার না, তখন রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, ন্যায় কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা।

১. খেজুর থেকে নিড়ানো এক জাতীয় উত্তম পানীয়- যা আতনের স্পর্শ ছাড়াই তৈরী করা হয়।

২৪-অনুচ্ছেদঃ রাস্তায় কূপ খনন করা যদি তা (যাতায়াতকারীদের) কষ্টের কারণ না হয়।

২২৮৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَيْتْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبَيْتْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَفَقَرَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِن لَّنَا فِي الْبَهَائِمِ لَا جَرَأَ فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ -

২২৮৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একদা এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হলো। সে পথিমধ্যে একটা কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। তারপর সে (কূপ থেকে) উঠে এলে হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা কুকুর (জিহ্বা বের করে) হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি ভাবলো, এ কুকুরটার আমার মতই তৃষ্ণা পেয়েছে। তারপর সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটাকে পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন। এ ঘটনা শুনে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে? তিনি বললেন, প্রতিটি সজীব প্রাণের (সেবার) মধ্যেই পুণ্য রয়েছে।

২৫-অনুচ্ছেদঃ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। হান্নাম বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা সাদকা স্বরূপ।

২৬-অনুচ্ছেদঃ দালানের ছাদে বা অন্যখানে উচু বা নীচু চিলেকোঠা বা ব্যালকনি নির্মাণ।

২২৮৮- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَطْمَ مِنْ أَطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ -

২২৮৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (সঃ) কোন উচু স্থান থেকে মদীনার সৌখমালার কোন এক সৌধের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? (আমি দেখতে পাচ্ছি) তোমাদের ঘরগুলোতে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় ফিৎনা (বিপদ) বর্ষিত হচ্ছে।

২২৮৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَرَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَّاتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَحَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْأَدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْأَدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَّاتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَالَ وَأَعْجِبِي لَكَ يَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقبلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارِلِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاقَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلَتْ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ آدَابِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَحْتُ عَلَى إِمْرَأَتِي فَرَأَجَعْتَنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ وَلَمْ تُنْكَرْ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ لِيرَاجِعْنَهُ وَإِنْ أَحَدَاهُنَّ لَتَهْجُرَهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْرَزَعْنِي فَقُلْتُ خَابَتْ مِنْ فَعَلٍ مِثْلِهِنَّ بَعْظِيمٍ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيُّ حَفْصَةَ اتُّغَاضِبُ أَحَدًا كُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفْتَا مَنْ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِيْغْضِبَ رَسُولُهُ فَتَهْلِكِينَ لَا تَسْتَكَثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَأَسْأَلِيْنِي مَا بَدَا لَكَ وَلَا يَغُرُّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَا مِنْكَ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرِيدُ عَائِشَةَ وَكُنَّا تَحَدِّثُنَا أَنْ غَسَّانَ تَنْعَلُ النِّعَالَ لِعَزْوِنَا فَتَنْزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوَيْتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً فَضْرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَنَا نِمُّ هُوَ فَفَرَزَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلَّ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ أَجْمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ

الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَأَعْتَزَلَ فِيهَا فَدَخَلَتْ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا فِي تَبَكُّي قُلْتُ مَا يُبْكِيكَ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَرْتُكَ أَطْلَقُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ لَا أَدْرِي هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمَنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَمِينِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذَنَ لِعَمْرٍ فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرْتُ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذَنَ لِعَمْرٍ فَذَكَرْتُ مِثْلَهُ فَلَمَّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي قَالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَرُ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَكِيٌّ عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَانِمٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ لَا ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَانِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغْفِرُكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَا مِنْكَ وَاحِبٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهْبَةِ ثَلَاثَةِ فَقُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيَّ أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وَسِعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ أَوْ فِي شَكٍّ أَنْتِ يَا ابْنُ الْخَطَابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَبِيبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَأَعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَ شَهْرًا مِنْ شِدَّةٍ مَوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ

لَا تَدْخُلْ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعْدَاهَا عِدًّا فَقَالَ النَّبِيُّ
 ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ قَالَتْ عَائِشَةُ
 فَأَنْزَلَتْ آيَةَ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنِّي ذَاكَ لَكَ أَمْرًا وَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا
 تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِيكَ قَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُ أَنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ بِأَمْرَانِي بِفِرَاقِكَ
 ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِزَوَاجِكَ إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمًا قُلْتُ أَفِي هَذَا
 اسْتَأْمَرُ أَبِي فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَرْوَاحَ الْآخِرَةَ ثُمَّ خَيْرَ نِسَاءٍ فَقُلْنَ مِثْلَ
 مَا قَالَتْ عَائِشَةُ .

২২৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর পত্নীদের মধ্যে ঐ পত্নীদ্বয় সম্পর্কে উমরের নিকট জিজ্ঞেস করতে সর্বদা আগ্রহী ছিলাম যাদের সম্বন্ধে আব্বাহ বলেছেন, “যদি তোমরা দু’জনে তওবা কর তবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেননা তোমাদের অন্তর বঁাকা হয়ে গেছে।” একবার আমি তাঁর সাথে হজ্জে যাত্রা করলাম। (কিছু পথ চলার পর) তিনি রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমিও একটি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সাথে গেলাম। তিনি (একটু দূরে গিয়ে) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে ফিরে এলেন। আমি পানির পাত্র থেকে তাঁর দু’হাতে পানি ঢাললাম। তিনি উষু করলেন। তখন আমি (তাকে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! নবী (সঃ)-এর পত্নীদের মধ্যে ঐ পত্নীদ্বয় কারা ছিলেন যাদের সম্পর্কে আব্বাহ বলেছেন, “যদি তোমরা দু’জনে তওবা কর তবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর”? তিনি বললেন, হে ইবনে আব্বাস! তোমার জন্য অবাক লাগে (তুমি বুঝি এটা জান না)। এই দু’জন হলো আয়েশা ও হাফসা (রা)। অতঃপর উমর (রাঃ) পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আমি ও আমার এক প্রতিবেশী আনসার মদীনায় অদূরে বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দু’জন পালাক্রমে নবী (সঃ)-এর নিকট আসতাম। একদিন তিনি যেতেন আর একদিন আমি যেতাম। আমি যখন যেতাম সেদিনকার অবস্থা তথা ওহী ইত্যাদি বিষয়ক খবরাখবর তাকে এসে বলতাম। আর তিনি যখন যেতেন তখন তিনিও তাই করতেন। আর আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা (সব সময়) নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করতাম। কিন্তু যখন আমরা (মদীনায়) আনসারদের নিকট আসলাম তখন দেখলাম তাদের নারীরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব করছে। ধীরে ধীরে আমাদের নারীরাও আনসারী নারীদের রীতিনীতি রপ্ত করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে জোর করে একটা কথা বললে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করতে থাকলো। তাঁরপর আমি জামা-কাপড় গায়ে জড়িয়ে হাফসার নিকট গেলাম এবং বললাম, হে হাফসা! তোমাদের কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অসন্তুষ্ট রাখে? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তবে তো সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমাদের কি ভয় হয় না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) অসন্তুষ্ট হবেন এবং (এর ফলে) তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। সাবধান! রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর

সাথে বেশি কথা বলো না এবং তাঁর কোন কথার প্রতিউত্তর করো না এবং (কিছু সময়ের জন্যও) তাঁর থেকে আলাদা হয়ে না। তোমার কোন কথা বলার থাকলে আমাকে বল। তোমার নিকটপ্রতিবেশিনী তোমার চাইতে অধিক রূপসী এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অধিক প্রিয়। এ বিষয়টি যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।

ঐ সময় আমাদের মধ্যে একটা জোর গুজব চলছিল যে, গাসসানের অধিবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার সাথীটি তার পালার দিন নবী (সঃ)-এর নিকট গেলেন এবং রাতের বেলা ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে কড়াঘাত করলেন এবং বললেন, তিনি (উমর) কি ঘুমিয়েছেন? আমি অস্থির চিন্তে বেরিয়ে এলাম। তিনি বললেন, বিরাট ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কি? গাসসানের লোকেরা কি এসে পড়েছে? তিনি বললেন, না, বরং তার চাইতেও জটিল ব্যাপার। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পত্নীদের তালাক দিয়েছেন। তিনি (উমর) বললেন, তাহলে তো হাফসার সর্বনাশ হয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি (আগে থেকেই) ধারণা করছিলাম যে, এ ধরনের একটা কিছু ঘটে যাবে। তারপর (রাত ঘনিয়ে এলে) আমি জামা-কাপড় পরিধান করে বেরিয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষে তিনি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে নির্জনে বসে থাকলেন। তখন আমি হাফসার কাছে গিয়ে দেখি সে কঁদছে। আমি বললাম, (এখন) কঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগে থেকে সতর্ক করিনি? রসূলুল্লাহ (সঃ) কি তোমাদের তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি এখন তাঁর কক্ষে রয়েছেন। আমি (হাফসার কাছ থেকে) বেরিয়ে মিস্বারের কাছে আসলাম। দেখি যে, তাঁর (মিস্বারের) চারপাশ জুড়ে লোকেরা বসে আছে এবং কেউ কঁদছে। আমি তাদের সাথে কিছুক্ষণ বসলাম। তারপর আমার কি যেন খেয়াল চাপল। আমি সে কক্ষের নিকটে আসলাম যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর একটা কালো গোলামকে বললাম, উমরের জন্য (প্রবেশের) অনুমতি নাও। সে ঢুকে নবী (সঃ)-এর সাথে আলাপ করল। তারপর বেরিয়ে এসে বলল, আমি আপনার কথা তাঁকে বলেছি। কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন (কিছুই বললেন না)। আমি ফিরে আসলাম এবং মিস্বারের পার্শ্বস্থ লোকগুলোর কাছে গিয়ে (আবার) বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর আমার (আবার) খেয়াল চাপল। আমি এসে গোলামটাকে বললাম। সে [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছ থেকে এসে] একই জবাব দিল। আমি (আবার) মিস্বারের নিকটস্থ লোকদের সাথে গিয়ে বসলাম। তারপর (পুনরায়) আমার খেয়াল আমাকে বাধ্য করল। আমি গোলামটাকে এসে বললাম, উমরের জন্য (প্রবেশের) অনুমতি নাও। এবারও সে একই জবাব দিল। তারপর আমি যখন (বাড়ির দিকে) ফিরে চললাম তখন হঠাৎ গোলামটি আমাকে ডেকে বলল, রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। দেখলাম তিনি খেজুরের ছোবড়া ভর্তি একটা চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন বিছানা অথবা চাদর বা তোষক পাতা ছিল না। ফলে তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তারপর বললাম, আপনি কি আপনার পত্নীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন, 'না'। তারপর

আমি পরিবেশটাকে অন্তরঙ্গ করার জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, হে আল্লাহর রসূল! দেখুন আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা (সব সময়) নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর আমরা এমন একটা কওমের নিকট এলাম যাদের ওপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করেছে। অতঃপর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে নবী (সঃ) মুচকি হাসলেন। তারপর আমি বললাম, আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, আমি হাফসার ঘরে গিয়েছি। আমি তাকে বলেছি, “তুমি একথা ভুলে যেও না যে, তোমার প্রতিবেশিনী (সতীন) তোমার চাইতে অধিক রূপসী এবং নবী (সঃ)-এর অধিকতর প্রিয়।” একথা দ্বারা তিনি আয়েশার দিকে ইংগিত করেছেন। (আমার কথা শুনে) তিনি আবার মুচকি হাসলেন। তাঁকে মুচকি হাসতে দেখে আমি বসে পড়লাম। তারপর আমি তাঁর ঘরের ভিতরে (এদিক সেদিক) দৃষ্টিপাত করলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! তিনটা কাঁচা চামড়া ভিন্ন আর কিছুই আমার নজরে পড়ল না। আমি আরম্ভ করলাম, আল্লাহর নিকট দোআ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে (আর্থিক) স্বচ্ছলতা দান করেন। কেননা পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে অনেক প্রাচুর্য দেয়া হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না। তিনি (সঃ) তখন হেলান দিয়েছিলেন। তিনি বললেনঃ হে ইবনে খাত্তাব! তোমার কি এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা এমন এক জাতি যাদেরকে তাদের পুণ্যের প্রতিদান ইহকালেই দিয়ে দেয়া হয়েছে (পরকালে তাদের জন্য আর কিছু নেই)। আমি বললাম, আল্লাহর রসূল! আমার জন্যে ক্ষমার দোআ করুন। হাফসা আয়েশার নিকট এ ধরনের কথাবার্তা বলার কারণেই নবী (সঃ) (পত্নীদের থেকে) আলাদা হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি এক মাস তাদের নিকট যাব না। কেননা (দুনিয়াবী প্রাচুর্যের কথা বলার কারণে) তাদের উপর তাঁর ভারী রাগ হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে মৃদু ভর্তসনা করলেন। উনত্রিশ দিন কেটে গেলে তিনি সর্বপ্রথম আয়েশার নিকট গেলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনি কসম করেছেন এক মাস আমাদের নিকট আসবেন না। আর এ পর্যন্ত আমরা উনত্রিশ রাত অতিবাহিত করেছি যা আমি ঠিক ঠিক গুণে রেখেছি। নবী (সঃ) বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। আর (মূলতঃ) ঐ মাসটা উনত্রিশ দিনেরই ছিল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন ইখতিয়ার সূচক আয়াত (যাতে নবী পত্নীদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অথবা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস এ দু'য়ের যে কোন একটাকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল) অবতীর্ণ হল তখন সর্বপ্রথম তিনি আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি। তবে তোমার বাবা-মার সাথে পরামর্শ না করে তড়িঘড়ি তার জবাব দেয়া তোমার জন্যে জরুরী নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি (সঃ) একথা জানতেন যে, আমার বাবা-মা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ আমাকে কখনো দেবেন না। তারপর তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহ বলেন, “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, যদি তোমরা পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস কামনা কর তবে আমি তোমাদেরকে (পার্থিব) সামগ্রী দেব এবং তোমাদেরকে খুব ভালভাবে বিদায় করব। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং পারলৌকিক সুখ ভোগ করতে চাও তবে (জেনে নাও) তোমাদের মধ্যে পুণ্যবতীদের জন্য আল্লাহ বিরাট প্রতিদান প্রস্তুত

করে রেখেছেন।' (এ আয়াত শোনার পর) আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি আমার বাবা-মার কাছ থেকে কিসের পরামর্শ নেব। আমি তো আব্বাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি এবং পরকালীন (সুখের) ঘর জান্নাত পেতে চাই। তারপর তিনি তাঁর অপর পত্নীদেরকেও ইখ্‌তিয়ার দিলেন এবং প্রত্যেকেই সেই জবাব দিলেন যা আয়েশা (রাঃ) দিয়েছিলেন।

২২৯. - عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتْ أَنْفَكَتْ قَدَمَهُ فَجَلَسَ فِي عِلْيَةٍ لَهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ أَطْلَقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا وَلَكِنِّي الْيَتَ مِنْهُمْ شَهْرًا فَمَكَتْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ -

২২৯০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একমাস তাঁর পত্নীদের নিকট যাবেন না বলে কসম করেন। ঐ সময়ে তাঁর পায়ের গ্রন্থি মচকে গিয়েছিল। তাই তিনি তাঁর একটি কুঠরিতে বসে গেলেন। (একদিন) উমর (রাঃ) এলেন এবং (তাকে) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার পত্নীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না, তবে আমি একমাস তাদের কাছে যাব না বলে কসম করেছি। তারপর তিনি উনত্রিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর (ঐ কুঠরি থেকে) অবতরণ করেন এবং নিজ পত্নীদের কাছে যান।

২৭-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নিজের উট মসজিদের দরজায় বিছানো পাথরের সাথে কিংবা মসজিদের দরজার সাথে বেঁধে রাখে।

২২৯১. - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَتْ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبِلَاطِ فَقُلْتُ هَذَا جَمْلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ قَالَ التَّمَنُّ وَالْجَمْلُ لَكَ -

২২৯১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি উটটাকে মসজিদের দরজায় বিছানো পাথরের এক কোণে বেঁধে রেখে তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, এই যে আপনার উট। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং উটের কাছে এসে ঘুরেফিরে দেখলেন। তারপর বললেন, উট ও উটের মূল্য দু'টোই তোমার।^৪

২৮-অনুচ্ছেদঃ লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে দাঁড়ান ও পেশাব করা।

২২৯২. - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ لَقَدْ آتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبُاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا -

৪. এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। বিস্তারিত বর্ণনা কিতাবুল বুযুত্বে (ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়) দৃষ্টব্য।

২২৯২. হযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি অথবা তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) (একদা) লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। ৫

২৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ডালপালা এবং কষ্টদায়ক বস্তু রাত্তা থেকে তুলে দূরে নিক্ষেপ করে।

২২৯৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنًا شَوْكًا فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَهُ -

২২৯৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি পথ চলছিল। (এক জায়গায় গিয়ে) সে দেখতে পেল কাটায়ুক্ত একটা ডাল রাত্তায় পড়ে আছে। সে ডালটা রাত্তা থেকে সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তার কাজের মর্যাদা দিলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন।

৩০-অনুচ্ছেদ : যদি এজমালি পতিত জমিতে রাত্তার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং কোন শরীক সেখানে বাড়ী নির্মাণ করতে চায় তবে রাত্তার জন্য তা থেকে সাত হাত (জমি) রেখে দিতে হবে।

২২৯৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أذْرُعٍ -

২২৯৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (এজমালী জমিতে) রাত্তার ব্যাপারে পরস্পর বিবাদ করলে নবী (সঃ) (রাত্তার জন্য) সাত হাত জায়গা ছেড়ে দেয়ার বিধান জারী করেন।

৩১-অনুচ্ছেদঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া লুটপাট করা। উবাদা (রা) বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট এ মর্মে বাইআত করেছি যে, আমরা লুটতরাজ করব না।

২২৯৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ جَدُّهُ أَبَوَامَهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّهْبِ وَالْمَنَةِ -

২২৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) লুটতরাজ করতে এবং জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।

৫. দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ। নবী (সঃ) কোন ওজর বশতঃ অর্থাৎ শারীরিক অসুস্থতা কিংবা আবর্জনার দরুন বসায় অসুবিধা হেতু দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। সুতরাং ওজর থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায়।

২২৯৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ-

২২৯৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কোন (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন ব্যভিচারী হতে পারে না। কোন মদ্যপায়ী (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে মদ পান করতে পারে না। কোন চোর (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে চুরি করতে পারে না, কোন লুটেরা ডাকাতে (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে লুটতরাজ করতে পারে না, যখন লোকজন তার প্রতি তাকিয়ে তার লুটের দৃশ্য অবলোকন করছে।

সাদ্দ (ইবনে মুসাইয়াব) ও আবু সালামা, আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে সূত্র পরস্পরায় (এ সনদেও) নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরাবরী বলেন, আবু জাফরের এক চিঠিতে আমি দেখেছি, আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, (যে মুমিন এধরনের গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়) তার ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেয়া হয়।

৩২-অনুচ্ছেদঃ ত্রুশ ভেঙে ফেলা ও শূকর হত্যা করা।

২২৯৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ أَمْوَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ-

২২৯৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ইবনে মরিয়ম (ঈসা (আঃ)) তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক হয়ে যে পর্যন্ত না আসবেন সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তিনি (এসে) ত্রুশ চূর্ণ করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর তুলে দেবেন। তখন ধন-সম্পদের এতটা প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।

৩৩-অনুচ্ছেদঃ শরাবের মটকা (মুৎপাত্র) ভেঙে ফেলা কিংবা মশক ছিদ্র করা যায় কি? যদি কেউ নিজের লাঠি দ্বারা মূর্তি কিংবা ত্রুশ কিংবা তানপুরা অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তু ভেঙে ফেলে (তবে তার হুকুম কি)? কাজী গুরাইহ-এর কাছে একটা তানপুরা ভেঙে ফেলার জন্যে মামলা দায়ের করা হলে তিনি তার জন্য কোন জরিমানার আদেশ দেননি।

২২৯৮- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نِزْرَانًا تُوْقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلَى مَا تُوْقَدُ هَذِهِ النِّزْرَانُ قَالُوا عَلَى الْحُمْرِ الْأَنْسِيَّةِ قَالَ أَكْسِرُوهَا وَأَهْرِقُوهَا قَالُوا أَلَا نُهُرِفُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَغْسِلُوا-

২২৯৮. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) খায়বার যুদ্ধের দিবসে (এক জায়গায়) আগুন জ্বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ আগুন কিসের ওপর জ্বালানো হচ্ছে? লোকেরা বলল, গৃহপালিত গাধার ওপর (অর্থাৎ গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা হচ্ছে)। তিনি বললেন, হাড়িটা ভেঙ্গে ফেল এবং গোশত ফেলে দাও। লোকেরা বলল, আমরা গোশত ফেলে দিয়ে হাড়িটা ধুয়ে নিলে চলে না? তিনি বললেন, ধুয়ে নাও।

২২৯৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُسْبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الْآيَةُ -

২২৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যখন (বিজয়ীর বেশে) মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কা'বা ঘরের চারপাশে তিনশ' হাড়ি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তিনি নিজের হাতের লাঠি দিয়ে ঐ মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর বলতে লাগলেন, “সত্য সমাগত, অসত্য বিতাড়িত, অসত্যের পতন অবশ্যজ্ঞাবী”।

২৩০০- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ التَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ تَمَاطِيلُ فَهَتَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ -

فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نَمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا -

২৩০০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর কক্ষের জানালায় একটা পর্দা ঝুলিয়েছিলেন-যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। নবী (সঃ) পর্দাটা ছিঁড়ে (দ্বিখন্ডিত করে) ফেললেন। পরে আয়েশা (রাঃ) তা দিয়ে দু'খানা বসার গদি তৈরী করেন। ঐ গদি দু'খানা ঘরেই থাকত। নবী (সঃ) তার ওপর বসতেন।

৩৪-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি তার মালের হিফায়তের জন্য নিহত হয়।

২৩০১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ لَوْنِ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ -

২৩০১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।

৩৫-অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ অন্য কারো পিয়াল বা কোন জিনিস ভেংগে ফেলে।

২৩০২- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ أَحَدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقِصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتْ الْقِصْعَةَ فَضَمَّهَا

وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ كُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولُ وَالْقَصْعَةَ حَتَّىٰ فَرَعُوا فَدَفَعَ
الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ-

২৩০২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সঃ) তাঁর কোন এক বিবির [আয়েশা (রাঃ)] নিকট ছিলেন। অন্য এক উম্মুল মুমিনীন (সাফিয়া বা উম্মে সালামা) নিজ দাসীর মারফত একটি কাচের পাত্রে খাবার পাঠালে ঐ বিবি [আয়েশা (রাঃ)] হাতের আঘাতে পাত্রটা ভেঙ্গে ফেলেন। তখন নবী (সঃ) তা (ভাঙ্গা পাত্রের টুকরা) জোড়া লাগিয়ে তাতে খাবার রাখলেন এবং (সাহাবীদের) বললেন, তোমরা খাও। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা খাওয়া শেষ না করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি (সঃ) পাত্রটা ও প্রেরিত লোকটাকে আটকে রাখলেন। তারপর তিনি ভাঙ্গা পাত্রটা রেখে (তার পরিবর্তে) একটা ভাল পাত্র ফেরত দিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি কারো দেয়াল ফেলে দেয় তবে অনুরূপ দেয়াল নির্মাণ করে দিতে হবে।

২৩.২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يَصَلِّيَ فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَأَبَىٰ أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ أُجِيبَهَا أَوْ أُصَلِّيْ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَمِتْهُ حَتَّىٰ تَرِيَهُ الْمُؤْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لَا فِتْنَتَيْنِ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَىٰ فَاتَتْ رَاعِيًا فَأَمَكَّتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَاتَوَّهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبَّوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ -

২৩০৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বনী ইসরাইলের মধ্যে জুরাইজ নামক একজন (সাধু) লোক ছিলেন। একদিন তিনি নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তাঁর মা তাঁকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি (মনে মনে) বললেন, নামায পড়ব নাকি তাঁর জবাব দেব। তারপর ছেলের সাড়া না পেয়ে) মা তার নিকট এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তাকে মৃত্যু দিও না যে পর্যন্ত না তুমি তাকে কোন বেশ্যার মুখ দেখাও। (একদিনের ঘটনা) জুরাইজ তখন তাঁর ইবাদত-গৃহে ছিলেন। একটা স্ত্রীলোক (মনে মনে) বলল, আমি জুরাইজকে ফাঁসিয়ে ছাড়ব। তখন সে তাঁর নিকট গেল এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলল (প্রেম নিবেদন করল), কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর সে (স্ত্রীলোকটি) এক রাখালের নিকট গেল এবং স্বৈচ্ছায় নিজে তাকে তার হাতে সঁপে দিল। কিছু দিন পর সে একটা ছেলে সন্তান প্রসব করল। সে বলে

বেড়াতে লাগল যে, এ ছেলে জুরাইজের। একথা শুনে লোকেরা তাঁর (জুরাইজের) নিকট এলো এবং তাঁর ইবাদত-গৃহ ভেঙ্গে তাঁকে বের করে আনল এবং গালিগালাজ করল। তিনি (কিছু না বলে) উষু করলেন এবং নামায পড়লেন। তারপর (শিশু) ছেলেটির কাছে গিয়ে বললেন, “হে ছেলে! তোমার পিতা কে?” সে উত্তর করল, রাখাল। তখন লোকেরা (আসল ঘটনা বুঝতে পারল এবং জুরাইজকে) বলল, আমরা তোমার ইবাদত-গৃহটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দেব। জুরাইজ বললেন, না (তার দরকার নেই) মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও (যেমনটা পূর্বে ছিল)।

كتاب الشركة

(অংশীদারিত্ব)

১-অনুচ্ছেদঃ খাদ্য, পাখের এবং দ্রব্যসামগ্রীতে অংশগ্রহণ। মাপ ও ওজনের বন্ধু কিভাবে বিতরণ করা হবে? অনুমানের ভিত্তিতে, না কি মুট ভরে? যেহেতু মুসলমানরা সফরের সামগ্রীতে এটা কোন আপত্তিকর বা দোষের মনে করে না যে, কোন জিনিস এ খাবে, কোন জিনিস সে খাবে (অর্থাৎ যার যেটা ইচ্ছা সে তা খাবে, এতে দোষের কিছু নেই। তেমনিভাবে সোনা-রূপা অনুমানের ভিত্তিতে বন্টন ও এক সংগে জোড়া জোড়া খেজুর খাওয়া।

২২. ৪- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثًا قَبْلَ السَّاحِلِ فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِي الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مَزُودِي تَمَرٍ فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِي فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ وَمَا تَغْنِي تَمْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنَيْتُ قَالَ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرْبِ فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضَلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرَحَلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا -

২৩০৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (অষ্টম হিজরীতে) সমুদ্র-তীর অভিযুগে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে তাদের নেতা (সেনাপতি) নিযুক্ত করলেন। ঐ বাহিনীতে তিন'শ লোক ছিলেন। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা যাত্রা করলাম। কিন্তু মাঝপথেই আমাদের খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষ হয়ে গেল। (সেনাপতি) আবু উবাইদা (রাঃ) বাহিনীরি সব লোকের নিজ নিজ খাদ্যসামগ্রী এক জায়গায় জমা করতে আদেশ জারী করলেন। সুতরাং সব খাদ্যসামগ্রী জমা করা হল। এতে মোট দু'থলে খেজুর পাওয়া গেল। তিনি (আবু উবাইদা) প্রতিদিন আমাদেরকে (ঐ খেজুর থেকে) কিছু কিছু করে খেতে দিতেন। ক্রমশঃ তাও নিঃশেষ হয়ে আসল এবং জনপ্রতি একটা করে খেজুর ভাগে পড়তে লাগল। (অধস্তন রাবী

ওহাব ইবনে কাইসান বলেন,) আমি (জাবিরকে) বললাম, একটা করে খেজুরে কি হতো? তিনি বলবেনঃ তারও কদর বুঝলাম তখন যখন তা নিঃশেষ হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর (সব খেজুর শেষ হয়ে গেলে) আমরা সমুদ্রের দিকে গেলাম। ইঠাৎ ছোট পাহাড়ের ন্যায় একটা (বিরাট) মাছ আমাদের নজরে পড়ল এবং ঐ বাহিনী আঠার দিন পর্যন্ত মাছটা খেল। তারপর আবু উবাইদার আদেশে ঐ মাছের পাজিরের দু'টো হাড় দীড় করানো হল। তারপর তিনি (উটের পিঠে) হাওদা লাগাতে বললেন। হাওদা লাগানো হল। অতঃপর উট তার নীচ দিয়ে চলে গেল কিন্তু (পাজিরের হাড় দু'টো এতে উঁচু ছিল যে) উটের দেহ তা স্পর্শই করল না।

২৩.৫ - عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَفْتُ أَنْزَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَنْزَادِهِمْ فَبَسِطْ لَذَلِكَ نِطْعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطْعِ فِقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِأَوْعِيَتِهِمْ فَأَحْتَسَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

২৩০৫. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে গিয়েছিল এবং তারা নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল। তারা নবী (সঃ)-এর নিকট তাদের উট যবাই করার (অনুমতি নেয়ার) জন্য আসলেন। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তারপর তাদের সাথে উমর (রাঃ)-এর সাক্ষাত হলে তারা তাঁকে এ খবর দিলেন। তিনি বললেন, উট নিঃশেষ হওয়ার পর তোমাদের বাঁচার কি উপায় থাকবে? তারপর তিনি (উমর) নবী (সঃ)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! উট নিঃশেষ হওয়ার পর তাদের বাঁচার কি উপায় হবে?" তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, লোকদের মধ্যে ঘোষণা কর যেন তারা অবশিষ্ট সম্বল (আমার কাছে) নিয়ে আসে। এর জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দেয়া হল। তারা সেই চামড়ার ওপর তা রাখতে লাগল। রসূলুল্লাহ (সঃ) দাড়িয়ে তাতে বরকতের জন্য দোআ করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের পাত্র নিয়ে আসার জন্য আহ্বান করলেন। লোকেরা আজলা ভর্তি করে নিতে লাগল। সবার নেয়া শেষ হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং নিচয়ই আমি আল্লাহর রসূল।

২৩.৬ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَتَنَحَّرَ جَزُورًا فَتَقَسَّمُ عَشْرَ قِسْمٍ فَنَآكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَقْرُبَ الشَّمْسُ -

২৩০৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে আসরের নামায পড়ে উট যবাই করতাম। তারপর ঐ গোশত দশ ভাগে ভাগ করা হত এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা রান্না গোশত খেয়ে নিতাম।

২৩.৭ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عَنْدهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنْاءٍ وَاحِدٍ بِالسُّوْيَةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ -

২৩০৭. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আশআরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগস্ত হয়ে পড়ে কিংবা মদীনাতেই তাদের পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায় তখন তারা তাদের যাকিছু থাকে তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে তা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। অতএব তারা আমার এবং আমি তাদের।

২-অনুচ্ছেদঃ কোন মালের দুইজন অংশীদার থাকলে তারা যাকাত প্রদানের পর তা আনুপাতিক হারে ভাগ কর নেবে।

২৩.৮ - عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَهُ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْيَةِ -

২৩০৮. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরয যাকাত সম্পর্কে যা নির্দিষ্ট করেছিলেন আবু বাকর (রাঃ) তা তাকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছিলেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, যে মালে দু'জন অংশীদার থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা দু'জনে আনুপাতিক হারে আদান-প্রদান করে নেবে।

৩-অনুচ্ছেদঃ ছাগল ভেড়ার বটন।

২৩.৯ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِبَيْتِ الْحَلِيفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرِيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِفَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلِبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ

نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مُدَىٰ أَفْتَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَوَّهُ لَيْسَ السِّنُّ وَالظَّفَرُ وَسَاحَدْتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظَّفَرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ -

২৩০৯. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে যুলহলাইফাতে ৬ ছিলাম। লোকেরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল। তখন তারা কিছু ভেড়া-বকরী (গনীমাত) নিয়ে গেল। রাফে বলেন, নবী (সঃ) লোকদের পশ্চাদভাগে ছিলেন। তাঁরা তাড়াহুড়া করে সেগুলো যবাই করে হাঁড়িতে চড়িয়ে দিল। তারপর নবী (সঃ)-এর আদেশে হাঁড়ি উলটিয়ে ফেলা হল।^৭ অতঃপর তিনি বটন গুরু করলেন। তিনি দশটা ভেড়া-বকরীকে এক উটের সমান গণ্য করলেন। ইঠাৎ তার মধ্য থেকে একটা উট পালিয়ে গেল। লোকেরা তার পিছু পিছু ছুটল, কিন্তু সেটা তাদেরকে ক্রান্ত করে ছাড়ল। সে সময় লোকদের নিকট ঘোড়া কম ছিল। অবশেষে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি (উটটার প্রতি) তীর ছুড়ল। তখন আল্লাহ উটটাকে থামিয়ে দিলেন। নবী (সঃ) বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নকারী বন্য জন্তুদের মত এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর কতকগুলো পলায়নপর হয়ে থাকে। সুতরাং যদি এসব জন্তুর কোনটি তোমাদেরকে হারিয়ে দেয় তবে তার সাথে এরূপ করবে। (অধস্তন রাবী) তখন আমার দাদা (রাফে) বললেন, আমরা অবিলম্বে শত্রুদের (আক্রমণের) আশঙ্কায় পতিত হব। কিন্তু আমাদের নিকট কোন ছোরা নেই। (এমতাবস্থায়) আমরা কি বাঁশের ধারালো দিক দিয়ে যবাই করতে পারব? তিনি (সঃ) বললেন, (হাঁ)-যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তা তোমরা খাও। কিন্তু (যবাইর অস্ত্র) দাঁত বা নখ যেন না হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় মাত্র, আর নখ হল হাবশীদের ছোরা।

৪-অনুচ্ছেদ : একত্রে খেতে বসলে সংগীর অনুমতি ভিন্ন একত্রে দুটো করে খেজুর খাওয়া (নিষিদ্ধ)।

২২১. - عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ -

২৩১০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) কাউকে তার সাথীদের অনুমতি ছাড়া একসঙ্গে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

৬. এটা মদীনার নিকটস্থ যুল-হলাইফা নয়। কামুস অভিধানে বলা হয়েছে: এটা তিহামা অঞ্চলে যাতু ইরক ও জাদার মধ্যে অবস্থিত যুল-হলাইফা।

৭. গনীমতের মাল দলপতির বটনের পর লোকদের জন্য হালাল হয়, তার আগে কেউ তা যথেষ্ট ব্যবহারে আনতে পারে না। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, ঐ গোশত ফেলে দেয়া হয়নি। নবী (সঃ)-এর বটন অনুযায়ী পরে তা লোকেরা নিয়েছিল।

২২১১- عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ لَا تَقْرَنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ -

২৩১১. জাবালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা মদীনায়ে ছিলাম। একবার আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হলাম। তখন ইবনে যুবাইর আমাদেরকে প্রত্যহ খেজুর খেতে দিতেন। ইবনে উমর আমাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন, তোমরা একসাথে দুটো করে খেজুর খেও না। কেননা নবী (সঃ) কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া একসঙ্গে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

৫-অনুচ্ছেদঃ শরীকদের মধ্যে এজমালী বস্তুর উচিত মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

২২১২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِقِصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيَمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ لَا أَذَرِي قَوْلَهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৩১২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন (শরিকী) গোলাম থেকে তার নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় এবং তার নিকট ঐ গোলামের সঙ্গত মূল্য আদায় করার মত সম্পদ থাকে তবে সে গোলাম (সম্পূর্ণ) মুক্ত হয়ে যাবে (এবং তার সম্পদ থেকে অন্যান্য শরীকদেরকে তাদের অংশের মূল্য দিয়ে দিতে হবে)। নতুবা (অর্থাৎ যদি ঐ ব্যক্তির অত পরিমাণ সম্পদ না থাকে তবে) যতটুকু সে মুক্ত করেছে ততটুকুই মুক্ত হবে। অধস্তন রাবী আইউব বলেন, বাক্যটি নাফে'র নিজস্ব কথা নাকি নবী (সঃ)-এর হাদীস তা আমি জানি না।

২২১২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقِصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خُلَاصَتُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمِ الْمَمْلُوكِ قِيَمَةً عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ -

২৩১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসের মধ্যে নিজের মালিকানা অংশ মুক্ত করে, তার সম্পদ দ্বারা ঐ ক্রীতদাসকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দান করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য (যদি সে পরিমাণ সম্পদ তার থাকে)। আর যদি তার তত পরিমাণ সম্পদ না থাকে তাহলে ঐ ক্রীতদাসের সঙ্গত মূল্য নিরূপণ

করা হবে। তারপর তার প্রতি কোনরূপ কড়াকড়ি আরোপ না করে তাকে ময়ূর খাটতে দিতে হবে (এভাবে ময়ূর খেটে সে অপর শরীকদের প্রাপ্য পরিশোধ করবে)।

৬-অনুচ্ছেদঃ লটারীর মাধ্যমে অংশ নিরূপণ ও বন্টন করা যাবে কিনা।

২৩১৪- عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا ارْتَدَوْا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا -

২৩১৪. নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারীর ও তা লঙ্ঘনকারীর, উপমা হলোঃ কিছু সখ্যক লোক লটারীর মাধ্যমে একটা নৌযান ভাগ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেলে উপর তলায় আর কতেকে নীচের তলায়। তাদের মধ্যে যারা নৌকার নীচের অংশে ছিল তারা যখন পানির পিপাসা বোধ করত তখন যারা তাদের ওপরে ছিল তাদের কাছে যেত (এতে ওপরের লোকদের কষ্ট হত)। এমতাবস্থায় নীচের লোকেরা বলাবলি করতে লগল, যদি আমরা নিজেদের অংশে ফুটো করে (পানি) নিতাম, আর ওপরের লোকদেরকেও কোন কষ্ট না দিতাম তাহলে ভাল হত। নবী (সঃ) বলেন, এখন যদি উপরের লোকেরা নীচের লোকদেরকে তাদের মজির ওপরে ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তাদেরকে বাধা দেয় তবে তারা নিজেরাও বাচবে এবং অন্য সবাইও বেঁচে যাবে।

৭-অনুচ্ছেদঃ ইয়াতীম ও ওয়ারিশদের অংশীদারিত্ব।

২৩১৫- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَىٰ ذَرِبَاعٍ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتِي مَيِّ الْيَتِيمَةِ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلَيْهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يَقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُهْوَأُ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمْرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالَّذِي ذَكَرَ

اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُمْ يَعْْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِمَّتْهُ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجَرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةً الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَتَنْهَوُا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ -

২৩১৫. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে আত্মাহর বাণী “যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে অন্য নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পসন্দ মত দু’জন বা তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে কর” -এর তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে ভাগ্নে। এ আয়াতে ঐ ইয়াতীম বালিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের আশ্রিতা হত এবং তার ধন-সম্পদে অংশীদার হত। এমতাবস্থায় ঐ বালিকার অভিভাবক তার ধন-সম্পদ ও রূপে আকৃষ্ট হয়ে (তার আশ্রিতা বলে) তাকে ন্যায়সঙ্গত মোহরানা না দিয়ে বিয়ে করতে চাইত। তাই উপরোক্ত আয়াতে তাদের অভিভাবকদেরকে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। হী, যদি তারা তাদের প্রতি সুবিচার করে এবং তাদের মর্যাদানুযায়ী মোহরানা আদায় করে (তবে বিয়ে করতে পারে)।

উরওয়া বলেন, আয়েশা (রাঃ) বললেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করল। তখন আব্বাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন, “হে নবী। তারা আপনার নিকট নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, আব্বাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। এবং পিতৃহীনা নারীদের সম্বন্ধে (ইতিপূর্বে) তোমাদের নিকট কিতাব থেকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে যে, তাদের জন্যে যা বিধিবদ্ধ (মহরানা) রয়েছে তা তোমরা প্রদান করো না এবং (শুধু রূপ ও সম্পদের লোভে) তাদেরকে বিয়ে করতে চাও।” এ আয়াতে অর্থাৎ তোমাদেরকে কিতাব থেকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে-এর দ্বারা পূর্ববর্তী ঐ আয়াতকে বুঝানো হয়েছে যে আয়াতে আব্বাহ বলেছেন, “এবং যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে অন্য নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পসন্দমত দু’জন বা তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে কর।” আয়েশা (রাঃ) বলেন, দ্বিতীয় আয়াতে “ওয়া তারগাবুনা আন তানকিহুহুনা”-এর অর্থ তোমাদের কারো ঐ পিতৃহীনা বালিকার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, যে তার আশ্রিতা। কিন্তু যখন তার রূপ ও সম্পদ কম থাকে (তখন সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না)। সুতরাং পিতৃহীনা বালিকার প্রতি আকর্ষণ না থাকার সত্ত্বেও শুধু তার রূপ ও সম্পদের লোভে তাকে বিয়ে করতে অভিভাবকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি ন্যায়সঙ্গত মোহরানা আদায় করে (তবে বিয়ে করতে পারে)।

৮-অনুচ্ছেদঃ জমি (বাড়ী, বাগান) ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব।

১২১৬- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ يُقَسَّمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ -

২৩১৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বন্টিত হয়নি এমন প্রত্যেক ভূ-সম্পত্তিতে নবী (সঃ) শুফআর^৮ (Pre-emption) অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তা পরিবর্তিত করা হয়, তখন তার শুফআর অধিকার থাকে না।।

৯-অনুচ্ছেদঃ যদি অংশীদাররা ঘর ইত্যাদি বন্টন করে নেয় তবে পুনরায় একত্রিত করার এবং শুফআ দাবী করার অধিকার তাদের থাকে না।

২৩১৭- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُقَسَّمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ -

২৩১৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) প্রত্যেক অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে শুফআর (অগ্রক্রয়াদিকারের) নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যখন সীমানা নির্ধারিত হয় এবং রাস্তা পরিবর্তিত করা হয়, তখন তাতে শুফআ হয় না।

১০-অনুচ্ছেদঃ সোনা-রূপা ও নগদ লেনদেনের বস্তুতে অংশীদারিত্ব।

২৩১৮- عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدَايِدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرَيْتُ لِي شَيْئًا يَدَايِدٍ وَنَسِيئَةً فَجَاءَنَا الْبِرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرَيْتُ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا يَدًا فَخُنُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ -

২৩১৮. সুলাইমান ইবনে আবু মুসলিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মিনহালকে সোনা-রূপার নগদ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এবং আমার এক অংশীদার নগদ ও বাকীতে একবার কিছু জিনিস কিনলাম। এরপর বারা' ইবনে আযেব (রা) আমাদের নিকট এলে আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার শরীক যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) এরূপ করেছিলাম। তারপর আমরা নবী (সঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নগদ যা ক্রয় করেছো তা রাখ আর বাকীতে যা কিনেছো তা ফিরিয়ে দাও।

৮. শুফআর ব্যাখ্যা শুফআ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

১১-অনুচ্ছেদঃ যিস্রী ও মুশরিকদের ভাগচাষে অংশীদারিত্ব।

২২১৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ خَيْرَ الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا -

২৩১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদীদেরকে খায়বারের জমি এ শর্তে প্রদান করেন যে, তারা তাতে শ্রম দিবে, চাষাবাদ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক লাভ করবে।

১২-অনুচ্ছেদ : ছাগল-ভেড়ার ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন।

২২২০- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ صَحَابِيًا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَحَّ بِهَ أَنْتَ -

২৩২০. উক্বা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কতকগুলো ছাগল-ভেড়া কোরবানীর জন্য সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করতে দিয়েছিলেন। (বন্টনের পর) একটা বাচ্চা ছাগল বাকী থেকে গেল। তিনি এটা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ওটা তুমি কোরবানী কর।

১৩-অনুচ্ছেদঃ খাদদ্রব্য প্রভৃতিতে অংশীদারিত্ব। উল্লেখযোগ্য যে, এক ব্যক্তি কোন একটি জিনিস দাম করছিলো, এ সময় আরেক ব্যক্তি তাকে চোখের ইশারায় (অংশীদারী হওয়ার প্রস্তাব করলে) উমর (রাঃ) দ্বিতীয় ব্যক্তির অংশীদারিত্বের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।

২২২১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَالَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُولَانِ لَهُ أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَاكَ بِالْبُرْكََةِ فَيَشْرِكُهُمْ قَرِيبًا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعُثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ -

২৩২১. আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। তাঁর মা যয়নব বিনতে হুমাইদ তাঁকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যান এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এর বাইআত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) নিন। তিনি বললেন,

এ তো এখনো ছোট। তারপর তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং তার জন্য দোআ করেন। (অধঃস্তন রাবী) যুহরা ইবনে মাবাদ বলেন, তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম তাকে বাজারে নিয়ে যেতেন এবং খাদ্যবস্তু খরিদ করতেন। তাঁর সাথে ইবনে উমর ও ইবনে যুবাইরের দেখা হলেই দু'জনে তাঁকে বলতেন, (আপনার সাথে ব্যবসায়) আমাদেরকেও শরীক করে নিন। কেননা নবী (সঃ) আপনার জন্য বরকতের দোআ করেছেন। তিনি তাদেরকে শরীক করে নিতেন। অনেক সময় উট বোঝাই মাল পুরোপুরি (লাভে) পেতেন। তা তিনি বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলে, আমাকে শরীক কর তখন সে যদি চুপ থাকে তবে এ ব্যক্তি তার অর্ধেক শরীক বলে বিবেচিত হবে।

১৪-অনুচ্ছেদ : দাস-দাসীতে অংশীদারিত্ব।

২২২২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَرِيكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدَرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةً عَدْلٍ وَيُعْطَى شَرِكَاؤُهُ حَصَّتَهُمْ وَيُخْلَى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ -

২৩২২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানার ক্রীতদাসে নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে ঐ ক্রীতদাসকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি ঐ ক্রীতদাসের মূল্য আদায় করার মত পরিমাণ সম্পদ তার থাকে তবে সম্ভব মূল্য নিরূপণ করা হবে এবং অপর শরীকদেরকে তাদের অংশের মূল্য দিয়ে দেয়া হবে এবং মুক্ত ক্রীতদাসটিকে ছেড়ে দেয়া হবে (অর্থাৎ তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়া হবে)।

২২২২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَالْأَيْسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ -

২৩২৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন (শরিকী) গোলামের মধ্যে নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় তবে যদি তার (গোলামের পুরো দাম চুকিয়ে দেবার মত) সম্পদ থাকে তাহলে তার সম্পদ দ্বারা ঐ গোলামকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। নতুবা (অর্থাৎ যদি তার সম্পদ না থাকে) তার ওপর কোনরূপ কড়াকড়ি আরোপ না করে ক্রীতদাসটিকে মজুর খাটতে দিতে হবে (যাতে সে অপর শরীকদের পাওনা মিটিয়ে দিতে পারে)।

১৫-অনুচ্ছেদঃ কোরবানীর জম্মুতে ও উটে অংশগ্রহণ। কোরবানীর জম্মু (জবাই করার স্থানে) রওনা করার পর কেউ কোন লোককে তার কোরবানীর জম্মুতে শরীক করলে তার বিধান।

২২২৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صَبِيحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهْلَيْنِ بِالْحِجِّ لَا يَخْلُطُهُمْ شَيْءٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرْنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمُرَةً وَأَنْ نَحِلَ إِلَى نِسَائِنَا فَفَقِشْتُ فِي ذَلِكَ الثَّقَالَةَ قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مَنِيٍّ وَذَكَرَهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَسَاهُ خَطِيئًا فَقَالَ بَلَّغْنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذًا وَكَذَا وَاللَّهِ لَأَنَا أَبْرُّ وَأَتْقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَا حَلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لَا بَلَّ لِلْأَبَدِ قَالَ وَجَاءَ عَلَى بَنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لَبَيْكَ بِمَا أَهْلٌ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ وَقَالَ الْآخَرُ لَبَيْكَ بِحِجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ -

২৩২৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবীরা যিলহজ্জের চতুর্থ তারিখ ভোরবেলা হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসে পৌঁছলেন। হজ্জের সাথে অন্য কিছু অর্থাৎ উমরাহ ইত্যাদির ইহরাম তাঁরা বাঁধেননি। (রাবী বলেন), যখন আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলাম, তিনি আমাদেরকে হজ্জের ইহরামকে উমরাতে পরিণত করার জন্য আদেশ দিলেন। তখন আমরা হজ্জকে উমরাতে পরিণত করলাম। তিনি আরো আদেশ করলেন, ইহরাম ত্যাগ করে আমরা যেন আমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করি। এ ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। কেননা তাঁদের ধারণানুযায়ী হজ্জের মাসসমূহে উমরাহ সিদ্ধ নয়। (অধস্তন রাবী) আতা বলেন, জাবির (রাঃ) বললেন, তাহলে কি আমাদের কেউ কেউ সদ্য স্ত্রী-সহবাস করেই মিনায় গমন করবে? একথা বলে জাবির (রাঃ) নিজের হাত দ্বারা ইংগিত করেন। এ সংবাদ নবী (সঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি খুতবা দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি শুনতে পেয়েছি যে, কিছু লোক এটা-সেটা বলছে। আল্লাহর কসম! আমি অধিক নেককার ও তাদের চাইতে অধিক খোদাতীরা। এ ব্যাপারে আমি যা পরে জেনেছি (অর্থাৎ হজ্জের মাসে উমরাও জায়েয) তা যদি পূর্বেই জানতাম তবে আমি কোরবানীর জন্তু আনতাম না। আর যদি আমার সাথে কোরবানীর জন্তু না থাকত তবে আমিও ইহরাম ত্যাগ করতাম। তখন সুরাকা (রাঃ) ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম দাঁড়িয়ে বললেন, হে রসূলুল্লাহ! এ হকুম কি আমাদের জন্য খাস, না কি সব সময়ের জন্য? তিনি বললেন, না, বরং সব সময়ের জন্য। জাবির বলেন, তখন আলী ইবনে আবু তালিব (ইয়ামেন থেকে মক্কায়) এলেন। অধস্তন রাবী আতা ও তাউস দু'জনের একজন বলেন, আলী (রাঃ) এসে বললেন, নবী (সঃ) যেভাবে ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও

সেভাবে ইহরাম বোধলাম। অপর জন বলেন, আলী (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যেভাবে হজ্জ করবেন, আমিও অনুরূপ হজ্জ করব। নবী (সঃ) তাঁকে ইহরাম অবস্থায় থাকার আদেশ দিলেন এবং তাঁকে কোরবানী জন্তুতে শরীক করলেন।

১৬ - অনুচ্ছেদঃ বটনকালে দশটি ভেড়া-বকরীকে একটা উটের সমান মনে করা।

২২২০- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَابِلًا فَعَجَلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفَفْتُ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَذَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هُكْذَا قَالَ قَالَ جَدِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى فَتَنْذِجُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ أَجْعَلْ أَوْ أَرِنِي مَا أَنْتَهِرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّوا لَيْسَ السِّنُّ وَالظَّفَرُ وَسَاءُ حَدِيثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظَّفَرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ -

২৩২৫. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে তিহামার অন্তর্গত যুল-হলাইফাতে ছিলাম। আমরা (গনীমাত হিসেবে) কিছু ভেড়া-বকরী ও উট পেয়ে গেলাম। লোকেরা নবী (সঃ)-এর অনুমতি না নিয়েই তাড়াহুড়া করে (গনীমাত লব্ধ) সেই সব জন্তুর গোশত হাড়িতে চড়িয়ে দিল। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আসলে তাঁর আদেশে হাড়িগুলো উলটিয়ে ফেলা হল। অতঃপর তিনি (বটন শুরু করলেন এবং) দশটি ভেড়া-বকরীকে একটা উটের সমান গণ্য করলেন। তারপর একটা উট হঠাৎ পালিয়ে গেল। সে সময় লোকদের নিকট ঘোড়ার সংখ্যাও ছিল খুব নগণ্য। এক লোক তীর নিক্ষেপ করে উটটাকে থামাল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নপর জন্তুদের মত এসব চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও কোন কোনটা পলায়নপর হয়ে থাকে। সুতরাং এসব জন্তুর কোনটি যদি তোমাদের পরাভূত করে ফেলে তবে তার সাথে এরূপ করবে (অর্থাৎ তীর মেরে তাকে কাবু করবে)। (অধস্তন রাবী আবায়্যা বলেন) তখন আমার দাদা (রাফে) বললেন, আমরা কাল শত্রুদের (আগমনের) আশংকা করি। কিন্তু আমাদের নিকট কোন ছোরা নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বীশের খারাল দিক দিয়ে যবাই করতে পারব? তিনি (সঃ) বললেন, হাঁ, তাড়াতাড়ি যা দিয়ে পার রক্ত প্রবাহিত কর এবং যা খুন প্রবাহিক করে এবং যার ওপর আঘাতের নাম নেয়া হয়, তা তোমরা খাও। কিন্তু (যেবেহর অস্ত্র) দীত বা নখ যেন না হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দীত তো হাড় মাত্র আর নখ হল হাবশীদের ছোরা।

كتاب الرهن

(বন্ধক সংক্রান্ত বর্ণনা)

১-অনুবাদ: স্থায়ী বাসস্থানে থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ - (سورة البقرة آية ২৮৩)

“যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে (লেন-দেনের সময়) কোন জিনিস বন্ধক রাখা।”

২২২৬- عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ وَمَشِيتُ إِلَى النَّبِيِّ بِخَبَزٍ شَعِيرٍ وَاهَالَةَ سِنَخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ لَالٍ مُحَمَّدٍ إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتَسْعَةُ آيَاتٍ -

২৩২৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যবের বিনিময়ে তাঁর লৌহবর্ম (জৈনৈক ইহুদীর নিকট) বন্ধক রেখেছিলেন। (আনাস বলেন,) আমি (একবার) যবের রুটি ও বিকৃত-গন্ধ চর্বি নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, কোন দিন সকালবেলা বা সন্ধ্যাবেলা মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরিবারবর্গের নিকট এক সা'র অতিরিক্ত (গম বা অন্য কোন খাদ্য) থাকে না। অথচ তাঁরা ছিলেন নয়টি পরিবার।

২-অনুবাদ: নিজ বর্ম বন্ধক রাখা।

২২২৭- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ -

২৩২৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ইহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্যশস্য খরিদ করেন এবং নিজ বর্ম তার নিকট বন্ধক রাখেন।

৩-অনুবাদ: অস্ত্রসত্ত্ব বন্ধক রাখা।

২২২৮- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَكَعَبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهِ وَرَسُولَهُ ﷺ فَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ مُسْلَمَةَ أَنَا فَاتَاهُ فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ

تُسَلِّفُ وَسِقًا أَوْ وَسِقَيْنِ فَقَالَ ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرَهْنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرَهْنُ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رَهْنٌ بِوَسِقٍ أَوْ وَسِقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرَهْنُكَ اللَّأْمَةَ قَالَ سَفِيَانٌ يَغْنَى السِّلَاحَ فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ -

২৩২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (একদিন) বললেনঃ কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে তৈরী আছি? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অনেক যাতনা দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) বলেন, আমি তৈরী আছি। অতঃপর তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তাঁর কয়েকজন সঙ্গী সহ) তার নিকট গেলেন এবং বললেন, আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে দু'এক ওয়াসক (খাদ্য) ধার দিবেন। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে আমার নিকট বন্ধক রাখ। তারা বললেন, আপনি আরবদের মধ্যে সুন্দরতম পুরুষ। এমতাবস্থায় আমরা কেমন করে আপনার নিকট আমাদের স্ত্রীদের বন্ধক রাখি? সে বলল, তবে তোমাদের পুত্রদেরকে আমার নিকট বন্ধক রাখ। তারা বললেন, আমরা কেমন করে আমাদের পুত্রদেরকে আপনার নিকট বন্ধক রাখি? কারণ পরে তাদেরকে এই বলে গালি দেয়া হবে যে, দু'এক ওয়াসক খাদ্যদ্রব্যের জন্য এদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছিল। আর এটা আমাদের জন্য হবে অত্যন্ত কলঙ্কজনক। বরং আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। একথা বলে তিনি পরে তার কাছে আসার ওয়াদা করলেন এবং পরে এসে তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। তারপর তাঁরা নবীর (সঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে এ সংবাদ দিলেন।

৪-অনুচ্ছেদঃ বন্ধক রাখা জন্তুর ওপর আরোহণ করা যেতে পারে এবং তার দুধ দোহন করা যেতে পারে। মুগীরা ইবরাহীম নখ্বী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হারিয়ে যাওয়া জন্তুর ওপর তার ঘাসের খরচের পরিমাণ চড়া যেতে পারে এবং ঘাসের খরচের পরিমাণ দুধ দোহন করা যেতে পারে। আর বন্ধকও তারই অনুরূপ।

۲۳۲۹- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا -

২৩২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, বন্ধকী জন্তুর ওপর তার খরচ বহনের বিনিময়ে আরোহণ করা যায়। আর যদি কোন দুগ্ধবতী জন্তু বন্ধক থাকে তবে তার খরচের বিনিময়ে দুধ পান করা যায়।^১

۲۳۳۰- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ

১. অধিকাংশ ইমামের মতে এ বিধি পরে বাতিল হয়ে গেছে।

مَرَهُونًا وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةُ -

২৩৩০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যদি সওয়ারীর জন্তু কারো নিকট বন্ধক থাকে তবে তার খরচের বিনিময়ে সে তার ওপর চড়তে পারে। আর যদি কোন দুগ্ধবতী জন্তু বন্ধক থাকে তবে খরচের বিনিময়ে তার দুধ পান করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি আরোহণ বা দুধ পান করবে খরচ বহনের দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাবে।

৫-অনুচ্ছেদঃ ইহুদী ও অন্যান্য অমুসলিমদের নিকট বন্ধক রাখা।

২২৩১- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ بَرْعَةً -

২৩৩১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য (বাকীতে) খরিদ করে নিজের লৌহবর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

৬-অনুচ্ছেদঃ বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা কিংবা অনুরূপ কারো মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে বাদীর দায়িত্ব সাক্ষীপ্রমাণ পেশ করা আর বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।

২২৩২- عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ
قَضَى أَنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ -

২৩৩২. ইবনে আবু মুলাইকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার বাদী-বিবাদীর মতবিরোধ সম্পর্কে) ইবনে আব্বাস (রা) কে লিখে পাঠালাম। তার জবাবে তিনি আমাকে লিখলেন, নবী (সঃ) (এ ব্যাপারে) নির্দেশ দিয়েছেন যে, বাদী সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হলে বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।

২২৩৩- عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا
وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ فَانْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ . إِنَّ الَّذِينَ
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا فَقَرَأَ إِلَى عَذَابِ الْيَمِّ ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ
قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَحَدَّثَنَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ
لَفِيَّ وَاللَّهِ أَنْزَلَتْ كَأَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فَيُبْرُ فَأَخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاهِدُكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ إِنَّهُ إِذَا يَحْلِفُ وَلَا يَبَالِي

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

২৩৩৩. আবু ওয়াইল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফ করে কোন সম্পদের অধিকারী হয় (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবেন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর রোযানলে পতিত হবে)। তারপর এর সমর্থনে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ “নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাথে তাদের চুক্তি ও শপথের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে তারা এমন লোক যাদের পরকালে কোন প্রাপ্য অংশ নেই (অর্থাৎ আখেরাতের নিয়ামত তাদের ভাগ্যে জুটবে না) এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কোনরূপ বাক্যালাপ করবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” (রাবী বলেন) তারপর আশআস ইবনে কাইস আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) তোমাদেরকে কি হাদীস বললেন? আমরা তাঁকে তা বললাম। তিনি (আশআস) বললেন, (হী) তিনি (ইবনে মাসউদ) সত্য বলেছেন। এ আয়াত তো আমাকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয়েছে। (ঘটনা হলো এই যে,) আমার ও একটা লোকের মধ্যে একটি কূপ নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ চলছিল। আমরা (এ বিষয়ে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মামলা দায়ের করলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমার দু’জন সাক্ষী হাযির কর, নতুবা সে হলফ করবে। আমি বললাম, তবে তো সে হলফ করবেই। এতে সে মোটেই পরোয়া করবে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোন সম্পদের অধিকারী হয় (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর রোযানলে পতিত হবে। এর সমর্থনে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেনঃ “নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাথে চুক্তি ও তাদের শপথের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে তারা এমন লোক, যাদের পরকালে কোন হিস্যা নেই এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কোনরূপ বাক্যালাপ করবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”

كتاب العتق و فضله

(ক্রীতদাস মুক্ত করা ও তার মর্যাদার বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদঃ দাসমুক্ত করা ও তার ফযীলাত। মহান আল্লাহর বাণীঃ

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكَّ رَقَبَةٍ - أَوْ إِطْعَامٌ يَوْمَ ذِي مَسْغَبَةٍ
يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ - أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ - (سورة البلد - آيات - ১১-১২)

“আর হাঁ, সে (পাহাড়ী কংকরময়) কঠিন পথে চলতে চেষ্টা করেনি। আর তুমি কি জান, সে (পাহাড়ী কংকরময়) কঠিন পথ কি? তাহল কৃতদাস মুক্ত করা। ক্ষুধার দিনে নিকটআত্মীয় ইয়াতীমকে এবং ধুলায় লুষ্ঠিত হতভাগ্য দরিদ্রকে খাওয়ানো” (আল-বালাদঃ ১১-১৬)।

২২২৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ آتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ
اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
جَعْفَرٍ عَشْرَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَعَتَقَهُ -

২৩৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে, তার (আযাদকৃত দাসের) প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার (মুক্তিদানকারী ব্যক্তির) প্রতিটি অঙ্গকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। সাঈদ ইবনে মারজানা বলেছেন, আমি আলী ইবনে হসাইন (ইমাম যয়নুল আবেদীন)-এর নিকটে গিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করলে আলী ইবনে হসাইন তাঁর এমন একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়ার সংকল্প করলেন, যাকে খরিদ করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে জাফর দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এরপর তিনি তাকে (দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে) মুক্ত করে দিলেন।

২-অনুচ্ছেদঃ কোন ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম।

২২২৫- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ

وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا
قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعَيِّنُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ هَالِ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تَدْعُ
النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ -

২৩৩৫. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ প্রকার কাজ সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহর প্রতি ইমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কোন ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যার মূল্য অধিক ও মনিবের কাছে বেশি প্রিয়। আমি বললাম, যদি আমি এরূপ করতে সমর্থ না হই (তাহলে কি করব)? তিনি বললেন, কোন কারিগর বা শিল্পীকে (তার শিল্পকর্মে সাহায্য করবে) অথবা কোন অদক্ষ ও অনিপুণ লোককে সাহায্য করবে (অর্থাৎ তুমি দক্ষ হলে তাকে শিক্ষা দিবে)। আমি আবার বললাম, যদি আমি একাজও করতে সক্ষম না হই (তাহলে কি করব)? তিনি বললেন, মানব সমাজকে তোমার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখবে। কেননা এটাও সদকা যা তুমি তোমার নিজের জন্য করতে পারো।

৩-অনুচ্ছেদঃ সূর্যগ্রহণ বা অনুরূপ কোন নিদর্শন প্রকাশের সময় দাস মুক্ত করা মুত্তাহাব।

২২২৬- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَقَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ تَابَعَهُ عَلَى عَنِ الدَّرَاوِدِيِّ عَنْ هِشَامٍ -

২৩৩৬. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ সূর্যগ্রহণের সময় নবী (সঃ) ক্রীতদাস মুক্ত করার আদেশ করেছেন।

২২২৭- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كُنَّا نُوْمِرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَقَاةِ -

২৩৩৭. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূর্যগ্রহণের সময় আমরা ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য আদিষ্ট হতাম।

৪-অনুচ্ছেদঃ দুই বা ততোধিক জনের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসী মুক্ত করা এবং তা কিভাবে করতে হবে?

২২২৮- عَنْ سَالِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ مُوسِرٌ قَوْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتَقُ -

২৩৩৮. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন একজন ক্রীতদাস মুক্ত করতে চায় যে দুই ব্যক্তির

মালিকানাধীন, সে যদি স্বচ্ছল হয় তাহলে প্রথমে তার মূল্য নিরূপণ করে তারপর মুক্ত করবে।

২২৩৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَرِكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ الْعَبْدِ قِيَمَةً عَدْلٍ فَأَعْطَى شَرِكَاهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ -

২৩৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের নিজের (মালিকানার) অংশটুকু মুক্ত করলো, যদি তার কাছে ক্রীতদাসটির পুরো মূল্য থাকে তবে পুরো মূল্য দিয়ে ক্রীতদাসটিকে মুক্ত করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং অন্যান্য মালিকদেরকে সে তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে ক্রীতদাসটিকে মুক্ত করে দেবে। আর যদি পুরো মূল্য (তার কাছে) না থাকে, তাহলে সে যতটুকু মুক্ত করেছে দাসটি ততটুকুই মুক্ত বলে গণ্য হবে।

২২৩৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شَرِكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَقُومُ عَلَيْهِ قِيَمَةً عَدْلٍ فَأَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ -

২৩৪০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যদি কেউ যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় আর তার কাছে পুরো ক্রীতদাসের মূল্য থাকে তবে তাকে পুরাপুরি মুক্ত করে দেয়া তার জন্য ওয়াজিব। কিন্তু যদি একজন ন্যায়বিচারক ব্যক্তির নিরূপিত মূল্যের সমান অর্থ মুক্তিদানকারী ব্যক্তির কাছে না থাক, তাহলে সে যতটুকু মুক্ত করলো দাসটি ততটুকুই মুক্ত হবে।

২২৩৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَرِكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيَمَتَهُ بِقِيَمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ قَالُوا نَافِعٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي أَسَىٰ قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ شَىٰءٌ فِي الْحَدِيثِ -

২৩৪১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ কেউ যৌথ মালিকানাধীন কোন দাসের নিজের মালিকানা অংশ যদি আযাদ করে দেয় আর তার যদি এতটা সম্পদ থাকে যা কোন ন্যায়বান ব্যক্তির নিরূপিত মূল্য অনুযায়ী ক্রীতদাসটির মূল্যের সমান হয়, তাহলে নিজ অংশ মুক্তকারী ব্যক্তির দায়িত্বে উক্ত ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে যাবে।

বর্ণনাকারী নাফে বলেছেন, অন্যথায় সে (মুক্তিদাতা ব্যাক্ত) যতটুকু মুক্তি দিলো ততটুকুনই মুক্ত হবে। আইয়ুব সুখতিয়ানী বলেছেন, শেষের কথাটি নাফে'র কথা না হাদীসের অংশ তা আমার জানা নেই।

২৩৬২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتَى فِي الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ قَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْأَمْثَالِ مَا يَبْلُغُ يَقَوْمَ مِنْ مَالِهِ قِيَمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ وَيَخْلَى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩৬২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি যৌথ মালিকানাধীন দাস ও দাসীদের ব্যাপারে ফতোয়া দান করতেন যে, যদি কোন একজন মালিক তার নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় আর তার কাছে ঐ দাসের বা দাসীর ন্যায্য মূল্যের সমান অর্থ থাকে তাহলে তাকে (দাস বা দাসীকে) পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেয়া উক্ত (অংশিক) মুক্তিদাতার প্রতি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তাই অন্যান্য অংশীদারকে অংশমত মূল্য প্রদান করে দাসটির (মুক্তির) পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন।

৫-অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি যদি যৌথ মালিকানাধীন কোন দাসের নিজ অংশ মুক্ত করে দেয় এবং দাসকে মুক্ত করার মত পূরা অর্থ তার কাছে না থাকে তবে মুক্তির জন্য মালিকদের সাথে লিখিত চুক্তিবদ্ধ দাসের মত তাকে স্বল্পশ্রমের কাজে নিয়োজিত করবে।

২৩৬৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيقًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَّصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَالْأَقْوَمُ عَلَيْهِ فَسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ -

২৩৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ কোন দাসের তার নিজস্ব মালিকানার অংশ আযাদ করে দিলো, এবং সে স্বচ্ছল হলে নিজের অর্থ দিয়ে ঐ দাসকে মুক্ত করা তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কিন্তু দাসের মূল্যের সমান অর্থ না থাকলে দাসটির মূল্য নির্ধারিত করা হবে এবং তাকে সাধ্যমত পরিশ্রম করানো হবে।

৬-অনুচ্ছেদঃ ভুলক্রমে দাস মুক্ত করা, তালাক দেয়া এবং অনুরূপ কাজে ত্রুটি হওয়া সম্পর্কে। দাসমুক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হতে পারে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজের অভিপ্রায় অনুযায়ী ফল পাবে। ভুলক্রটিকারীদের কোন অভিপ্রায় থাকে না।

২২৪৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمَ -

২৩৪৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ আমার উম্মতের হৃদয়ে সৃষ্ট গুনাহর ভাব ও চেতনাকে (ওয়াসওয়াসা) মাফ করে দিয়েছেন যতক্ষণ না তদনুযায়ী কাজ করবে বা কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করবে।

২২৪৫- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلَا مِرْيَئَ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ -

২৩৪৫. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, সব রকমের কাজের ফলাফল নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিই নিয়াত মোতাবেক ফলাফল লাভ করবে। যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে থাকে তবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে। আর দুনিয়ার জন্য কারো হিজরত হলে অথবা কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করলে, যে নিয়াতে সে হিজরত করেছে, তাই প্রাপ্ত হবে।

৭-অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ তার গোলাম সম্পর্কে বলে যে, সে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং এই কথা দ্বারা তাকে মুক্তিদানের নিয়াত করে আর মুক্তিদানের ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী রাখে তার হুকুম।

২২৪৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ ضَلَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ فَهُوَ حِينَ يَقُولُ : يَا لَيْلَةً مِنْ طَوْلِهَا وَعَنَانِهَا * عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَتْ -

২৩৪৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন তখন তাঁর সাথে তাঁর ক্রীতদাসও ছিল। কিন্তু তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এর কিছু দিন পরে দাসটি যখন এসে উপস্থিত হল আবু হুরাইরা তখন নবী (সঃ)-এর সাথে বসেছিলেন। দাসটিকে দেখে নবী (সঃ) বললেন, হে আবু হুরাইরা! এই যে তোমার দাস তোমার কাছে এসেছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, সে দাসত্ব থেকে মুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, (মদীনায পৌঁছে) আবু হুরাইরা

বলতেন, হিজরতের রাত বড় দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক ছিল। তবে হাঁ, দারুল কুফর থেকে তা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে।

২২৬৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ يَا لَيْلَةً مِنْ طَوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتْ. قَالَ وَابَقَ مِنِّي غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ بَايَعْتُهُ فَبَيَّنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُرٌّ لَوْجِبَ اللَّهُ فَأَعْتَقْتُهُ-

২৩৪৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে আসলাম তখন রাস্তায় বললাম, রাত বড় দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক। তবে তা দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, রাস্তায় আমার একটি গোলাম পালিয়ে চলে গেল। অতঃপর আমি নবী (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে বায়আত করলাম এবং পরে এক সময় তাঁর কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় গোলামটি আগমন করল। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে (ডেকে) বললেনঃ হে আবু হুরাইরা! এই দেখ তোমার গোলাম। আমি বললাম, সে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত-স্বাধীন। আমি তাকে আযাদ করে দিলাম।^১

২২৬৮- عَنْ قَيْسٍ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْإِسْلَامَ فَضَلَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ بِهَذَا وَقَالَ أَمَا إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّهُ لِلَّهِ -

২৩৪৮. কায়েস ইবনে আবু হাযেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) যখন তাঁর গোলাম সহ ইসলাম গ্রহণের জন্য আগমন করলেন তখন তিনি ও তার গোলাম পরস্পরকে হারিয়ে ফেললেন (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল)। এরপর তিনি (আবু হুরাইরা) বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, সে (আমার গোলাম) এখন আল্লাহর জন্য (অর্থাৎ সে এখন মুক্ত)।

৮-অনুচ্ছেদঃ উম্মুল ওয়ালাদ সম্পর্কে হাদীসে যা উল্লেখিত হয়েছে। আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের একটা আলামত হল, দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে (অর্থাৎ নিজের গর্ভজাত সন্তান তার প্রভু হবে)।^২

২. "উম্মুল ওয়ালাদ" শব্দটির শাব্দিক অর্থ হল সন্তানের মা। সুতরাং উম্মুল ওয়ালাদ বলা হয় মনিবের ঔরসে যে দাসীর গর্ভ থেকে সন্তান জন্ম নিয়েছে। ইসলামী শরীআতে এই ধরনের দাসীদের স্থান (position) ছিল এই যে, মনিবের ঔরসে কোন দাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে তাকে আর বিক্রি বা হস্তান্তর করা যাবে না এবং মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে সে আপনা থেকেই স্বাধীন হয়ে যাবে।

দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে। এর অর্থ হল প্রভুর ঔরসে তার গর্ভে যে সন্তান হবে তা হবে মনিবের সন্তান এবং পুরাপুরি স্বাধীন। মনিবের সন্তান হিসেবে সে-ও যেন তার মনিব।

২২৪৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ عْتَبَةَ بِنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنُ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ قَالَ عْتَبَةُ أَنَّهُ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ ابْنُ وَلِيدَةَ زَمْعَةً فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقْبَلَ سَعَةَ بَعْدَ بَنِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بَنِ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَخِي ابْنُ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ وَلَدَ عَلِيٍّ فَرَأَيْتَهُ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بَنِ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَلَدَ عَلِيٍّ فَرَأَيْتَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ مِنْهُ يَأْسُودَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعْتَبَةَ وَكَانَ سَوْدَةُ نَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ -

২৩৪৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস যামআর দাসীর গর্তজাত সন্তানকে গ্রহণ করার জন্য তাঁর ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে অসিয়াত করেছিলেন। কারণ স্বরূপ উতবা বলেছিলেন যে, সে (যামআর দাসীর পুত্র) আমার পুত্র। মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা আগমন করলে সা'দ যামআর দাসীর পুত্রকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন এবং আবদ ইবনে যামআকেও সাথে আনলেন। সা'দ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাইয়ের পুত্র। আমার ভাই আমাকে অসিয়াত করে গিয়েছেন যে, সে তার সন্তান (তাকে যেন আমি গ্রহণ করি)। তখন আবদ ইবনে যামআ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই যামআর সন্তান। তার বিছানাতেই সে জন্ম নিয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) যামআর দাসীর পুত্রের দিকে তাকালেন এবং তাকে তার (উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের) সাথে সর্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পেলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদ ইবনে যামআকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আবদ ইবনে যামআ! সে তোমারই। কেননা সে তার পিতার বিছানাতেই জন্মগ্রহণ করেছে। তবে উতবার সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য দেখে (সন্দেহ হওয়ার কারণে) তিনি সাওদাকে বললেন, হে সাওদা! তুমি তার সামনে পর্দা করে চলবে। সাওদা (রাঃ) ছিলেন নবী (সঃ)-এর স্ত্রী।

৯-অনুচ্ছেদঃ মুদার্বার ক্রীতদাসের ক্রয়-বিক্রয়।

২২৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِمَّنْ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلِ -

৯. মুদার্বার হল এমন ক্রীতদাস যার মনিব ঘোষণা করেছে যে, তার মৃত্যুর পর ক্রীতদাসটি দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েযাবে।

২৩৫০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তার নিজের মৃত্যুর পর তার একটি গোলামকে স্বাধীন হবে বলে ঘোষণা করল। নবী (সঃ) ঐ গোলামটিকে ডেকে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দিলেন। জাবের বর্ণনা করেছেন যে, গোলামটি প্রথম বছরেই মৃত্যুবরণ করেছিল।

১০-অনুচ্ছেদঃ দাসের অভিভাবকত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা এবং হেবা বা দান করা।^৪

۲۳۵۱- عَنْ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبْتِهِ -

২৩৫১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) দাসের অভিভাবকত্ব বিক্রি কিংবা দান করতে নিষেধ করেছেন।

٢٣٥٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَا عَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْنَيْهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ فَأَعَقْتُهَا فَدَعَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَخَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبْتُ عِنْدَهُ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا

২৩৫২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি বারীরাতে খরিদ করে আযাদ করতে চাইলে তার মালিক বললো যে, অভিভাবকত্ব তাদের থাকতে হবে। আমি নবী (সঃ)-এর কাছে এ কথা বললে তিনি বলেন, তুমি তাকে আযাদ করে দাও। অভিভাবকত্ব তারই হয় যে অর্থ প্রদান করে। সুতরাং আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। এরপর নবী (সঃ) তাকে ডেকে তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দিলেন (অর্থ্যাৎ এখন সে স্বাধীন, ইচ্ছা করলে দাসী থাকাকালে যে বিবাহ তার হয়েছিল তা সে বাতিল করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে বহালও রাখতে পারে)। সে বলল, যদি সে (তার স্বামী) আমাকে এতো এতো পরিমাণ (অটেল) সম্পদও দেয় তবুও আমি তার কাছে থাকব না। সুতরাং সে এখতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে স্বামী থেকে আলাদা হয়ে গেল।

১১-অনুচ্ছেদ: যদি কোন ব্যক্তির মূশরিক ভাই বা চাচা যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসে তাহলে কি তাদের পক্ষ থেকে কিংদ্বিহা আদায় করে তাদেরকে মুক্তি দেয়া যাবে?

৪. যে সময় নবী (সঃ) আরবের বুকে ইসলামী বিপ্লবের ডাক দেন এবং এর ভিত্তিতে গোটা মানব সমাজের পুনর্বিন্যাস করার স্বেচ্ছা চাশান সেই সময় আরব উপদ্বীপে তথা তৎকালীন সভ্য সমাজের সবখানেই অসংখ্য অন্যায়ের পাশাপাশি দাস কেনা-বেচাও চলত অব্যাহত। নবী (সঃ) এই দাসবৃত্তি ও প্রথাকে উৎখাত করতে সক্ষম করলেন। স্থায়ীভাবে দাস প্রথাকে উৎখাত করতে হলে মানুষকে এদিকে রতঃ স্বর্গতাসই এগিয়ে আসা দরকার। যাতে তারা নিজ হতে এ প্রথা ভূপাত্রে উচ্ছেদ করে। এজন্য প্রথমে মানবিক দিক থেকে ব্যাপারটিকে ভুলে ধরা হল এবং পরে বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন তাদবীর, মোকাতাবা, আংশিকভাবে মুক্ত করলে সবটাই মুক্ত করা দায়িত্ব করে দেয়া এবং উমে ওয়লাদ প্রভৃতি পদ্ধতি চালু করা হল। এর ফলে অসংখ্য দাস মুক্তিলাভ করতে শুরু করল। কিন্তু অরাজক পরিবেশে সহায় সকা ও আত্মীয়-বন্ধুহীন এই মানুষগুলোকে আশ্রয়দান ও পৃষ্ঠপোষকতার একান্তই প্রয়োজন ছিল। তাই যারা তাদের মুক্তি দিত মুক্ত ক্রীতদাসগুলো তাদের হস্তাধায় সমাজে বসবাস করত। এটাই হল অভিভাবকত্ব। ওয়ালী বা অভিভাবক তাদের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত। অবশ্য এর বিনিময়ে জগন্ময় কিছু স্বার্থপাতের আইনগত স্বীকৃতিও তাদের অন্য ছিল।

আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আব্বাস নবী (সঃ)-কে বলেছিলেন, আমি নিজের ও আকীলের (উজ্জয়ের) পক্ষ থেকে ফিদইয়া আদায় করেছি। আলী (রা) তাঁর ভাই আকীল ও চাচা আব্বাসের সম্পদের অংশ গনীমাত হিসাবে লাভ করেছিলেন।

২২৫২- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ائْذَنْ فَلْتَرْكُ لِابْنِ أَخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدْعُونِ مِنْهُ بِرُحْمَا -

২৩৫৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আনসারদের কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বললঃ আমাদেরকে অনুমতি দিন আমরা আমাদের বোন-পুত্র (ভাগিনা) আব্বাসের ফিদইয়া গ্রহণ করেই তাকে মুক্তি দান করি। ৫ (একথা শুনে) নবী (সঃ) বললেন, তার একটি দিরহামও ছাড়তে পারবে না। (দীন ইসলামে বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করার জন্যই নবী (সঃ) এরূপ করেছেন।)

১২-অনুচ্ছেদঃ মুশরিক ক্রীতদাসকে আযাদ করা এবং এ সম্পর্কিত বিধান।

২২৫৪- عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ قَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ أَتَحَنُّ بِهَا يَعْزِي أَتَبَرُّبُهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ -

২৩৫৪. হিশাম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমার পিতা (উরওয়া) হাকীম ইবনে হিয়াম সম্পর্কে আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি জাহিলী যুগে একশ' জন ক্রীতদাস মুক্ত করেছিলেন এবং সওয়ারীর জন্য তাদেরকে একশ'টি উট দান করেছিলেন। তিনি (হাকীম ইবনে হিয়াম) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখনও একশ'টি উট সওয়ারীর জন্য দিয়ে একশ'জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিলেন। হাকীম ইবনে হিয়াম বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ঐ সব কাজ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন যা আমি জাহিলী জীবনে নেকীর উদ্দেশ্যে করতাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, অতীতে যা কিছু ভাল কাজ করেছো তা সহকারেই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো।

১৩-অনুচ্ছেদঃ কোন আরব যদি কোন দাস-দাসীর মালিক হয় এবং তাকে দান করে, বিক্রি করে, সহবাস করে এবং ফিদইয়া হিসেবে দেয় অথবা শিশুদেরকে বন্দী করে তাহলে এর বিধান কি? মহান আল্লাহর বাণীঃ

৫. আনসারগণ আব্বাসকে তাদের বোন-পুত্র বা ভাত্রে বলে পরিচয় দেয়ার কারণ হল, আব্বাসের পিতা ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দাদা আবদুল মোত্তালিবের মা সালমা বিনতে আমর মদীনার বনি নাজ্জার গোত্রের মেয়ে ছিলেন।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا
فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ -
(سورة النحل - اية - ٧٥)

“ শোন আব্বাহ একটি উপমা দিয়েছেন। একদিকে একজন ক্রীতদাস, নিজের ইচ্ছামত কোন কিছুই করার অধিকার তার নেই। অপরদিকে আর একজন এমন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে সম্পদের উত্তম সংস্থান দিয়েছি আর সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে থাকে। বল দেখি, এই দুজন কি পরস্পর সমান? সমস্ত প্রসংসা আব্বাহর কিছু অধিকাংশ লোক (এই সহজ কাখাটি) বুঝতে পারে না” (আন-নাহলঃ ৭৫)।

২২৫০- عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ
هُوَازِنٌ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ إِنَّ مَعِيَ مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ
الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْمَالَ وَإِمَّا السَّبْيَ وَقَدْ كُنْتُ
اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ انْتَضَرَهُمْ بِضِعْعِ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ
سَبْيَنَا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ
فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاؤُنَا تَائِبِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ
يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْرَامَيْقِي
اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيِّبْنَا ذَلِكَ قَالَ أَنَا لَا نَذَرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ
يَأْذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ
رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا فَهَذَا الَّذِي بَلَّغْنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ -

২৩৫৫. মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, (হাওয়াযেন গোত্রের সাথে যুদ্ধের পর) হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী (সঃ)-এর কাছে এসে তাদের অর্থ সম্পদ ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানালে নবী (সঃ) বললেন, (আমি তো একা নই) তোমরা দেখছো আমার সাথে আরো লোক আছে। সত্য ও স্পষ্ট কথাই আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। দু’টি জিনিসের যে কোন একটিকে তোমরা গ্রহণ কর। হয় অর্থ-সম্পদ, নয় তো বন্দীদেরকে। আমি এজন্যই বন্দীদেরকে বন্টনের

ব্যাপারে বিলম্ব করেছিলাম। (বর্ণনাকারী বলেন,) নবী (সঃ) তায়েফ থেকে ফিরতে দশ রাতের (দিনের)-ও বেশী তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এভাবে হাওয়াযিন প্রতিনিধি দলের কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নবী (সঃ) দু'টির যে কোন একটির বেশি ফিরিয়ে দিচ্ছেন না, তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদেরকেই ফেরত নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। নবী (সঃ) সবার সামনে দাঁড়িয়ে ঐখাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেনঃ তোমাদের ভাইয়েরা তওবা করে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে এবং আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের কাছে ফেরত দিতে মনস্থ করেছি। সুতরাং তোমরা যারা এটাকে উত্তম মনে করো তারা এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ কর। আর যারা নিজের অপেক্ষার অধিকার ছাড়তে রাজি নও তাদেরকে এরপর প্রথমেই যে ফাই (বিনা যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক পরিভ্রান্ত সম্পদ)-এর অর্থ আল্লাহ আমাকে দান করবেন তা থেকে ঐ ব্যক্তির এই অংশ আমি পূরণ করে দেবো। এই শর্তে (এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) কাজ করো। সবাই বলে উঠলো, আমরা উত্তম মনে করে ও খুশী হয়ে আপনার কথা গ্রহণ করলাম। নবী (সঃ) বললেন, আমি তো জানতে পারছি না যে, তোমাদের কে কে অনুমতি দিলে আর কে কে দিলে না। সুতরাং তোমরা চলে যাও। তোমাদের নেতারা তোমাদের এ ব্যাপারটা আমার সাথে আলোচনা করবে। সমস্ত লোক চলে গেল এবং নেতারা তাদের সাথে আলোচনা করে নবী (সঃ)-এর কাছে জানালো যে, সবাই খুশী মনে উত্তম মনে করে ব্যাপারটিকে গ্রহণ করেছে এবং (আপনি যা করেছেন সে ব্যাপারে) অনুমতি প্রদান করেছে। আনাস (রা) বলেন, হাওয়াযিনের বন্দীদের সম্পর্কে আমরা এতটুকু ঘটনাই অবহিত আছি।

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেনঃ আমি বদর যুদ্ধে আমার নিজের ও আকীলের পক্ষ থেকে (একই দু'জনের) ফিদইয়া আদায় করেছি। সুতরাং হাওয়াযিনের গনীমাতের সম্পদ থেকে আমাকে বেশী করে অংশ প্রদান করুন।

২৩০৬- عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ-

২৩৫৬. ইবনে আওন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি ইবনে উমরের আযাদকৃত গোলাম নাফে'র কাছে পত্র পাঠালে জবাবে তিনি আমাকে লিখে জানালেন যে, নবী (সঃ) এমন অবস্থায় বনি মুস্তালিক গোত্রের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করেছিলেন যখন তারা সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিল। সেই সময় তাদের গবাদি পশুগুলোকে পানি পান করানো হচ্ছিল। নবী (সঃ) তাদের যুদ্ধোপযোগী সকলকে প্রাণদন্ত দিলেন। নাবালক সন্তানদেরকে বন্দী করলেন এবং ঐ দিনই জুয়াইরিয়া (বিনতে হারিস)-কে লাভ করলেন। না'ফে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন, তিনি ঐ যুদ্ধের সেনাদলের সঙ্গে ছিলেন।

২৩০৭- عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْأَصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُرْبَةُ وَآحِشًا الْعَزْلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَانَتْ.

২৩০৭. ইবনে মুহাইরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি (এক সময়) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে দেখে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা বনি মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই যুদ্ধে আমরা কিছু আরব বন্দী লাভ করলাম। আমরা গনীমাত হিসেবে নারী বন্দীদের জন্য কাথখিত ছিলাম। কেননা (স্ত্রীদের ছেড়ে) দূরাক্ষলে অবস্থান আমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ঐসব স্ত্রীলোকদের সাথে সহবাসের সময় আমরা আয়ল করা পসন্দ করলাম। এরূপ করা সম্পর্কে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমরা যদি এরূপ নাও কর (অর্থাৎ আয়ল নাও কর) তবুও তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ আসবে বলে ফয়সালা হয়ে গিয়েছে তারা আসবেই।^৬

২৩০৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلَاثِ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِيهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةً مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتَقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اسْتُعْبِلَ.

২৩০৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বনি তামীম সম্পর্কে তিনটি কথা শোনার পর থেকে আমি সব সময় তাদেরকে ভালবেসে আসছি। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, দাঙ্জালের মোকাবিলায় তারা (বনি তামীম) হবে আমার কঠোরতম মনোভাবাপন্ন উম্মত। একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর কাছে তাদের কিছু যাকাত আসলে তিনি (সঃ) বলেন, এগুলো আমার কওমের যাকাত। তাদের (বনি তামীমের) একজন স্ত্রীলোক আয়েশার নিকট বন্দী হিসেবে ছিল। নবী (সঃ) আয়েশাকে বললেন, একে আযাদ করে দাও। কেননা সে ইসমাইলের সন্তান।

১৪-অনুচ্ছেদঃ নিজের দাসীকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার (আদব) শিক্ষা দেয়ার মর্যাদা।

২৩০৯- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.

৬. অধিকাংশ আলোচকের মতে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আয়ল করা জায়েয। সহবাসের সময় বীর্যখলনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যোনিদেশ থেকে পুরুষাঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে বাইরে বীর্যপাত করা

২৩৫৯. আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যার কাছে একজন দাসী আছে সে যদি তাকে উত্তমরূপে ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করে, তার প্রতি ইহসান করে, তাকে মুক্ত করে দেয় এবং তারপর বিয়ে করে তাহলে সেই ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে।^১

১৫-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর বাণী, দাস-দাসীরা তোমাদের ভাই, তোমরা নিজেরা বা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَالْعَبْدُ وَاللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجُرْدَىٰ الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا تَخُورًا

“আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। আর পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন, নিকট প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পথচারী, সংগী, মুসাফির এবং দাসদাসীদের প্রতি ইহসান বা মানবিক আচরণ কর। আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিত লোকদেরকে পসন্দ করেন না”
আন-নিসাঃ ৩৬)।

২২৬- عَنْ الْمُعْرِوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ
حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَيْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي
النَّبِيُّ ﷺ أَعْيَرْتَهُ بِأَمِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ
فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْفُوهُمْ
مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَفَفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ-

২৩৬০. মারুর ইবনে সুয়াইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি আবু যার গিফারী (রাঃ)-কে দেখলাম, তিনি একজোড়া কাপড় পরিধান করে-আছেন এবং তাঁর দাসও অনুরূপ একজোড়া কাপড় পরিধান করে আছে। এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে (ক্রীতদাস) গালি দিয়েছিলাম। সে গিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলে নবী (সঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি তার মায়ের কথা বলে তাকে লজ্জা দিয়েছো? তারপর বলেন, তোমাদের ভাইয়েরাই তোমাদের খাদেম। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো অধীনে তার ভাই

১. একটি পুরস্কার হল, তাকে ইলম বা জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার কারণে। অপরটি হল তাকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করার কারণে। এ হাদীস থেকেও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, ইসলাম দাসপ্রথা ও এ ধরনের ঘৃণ্য কাজকে মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করে এবং একে উচ্ছেদ করার জন্য কত আগ্রহী।

থাকলে সে নিজে যা খাবে তাই তাকে খাওয়াবে এবং নিজে যা পরিধান করবে তাই তাকে পরিধান করাবে। তাদের ওপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। আর কোন কষ্টকর কাজ দিলে সে ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য কর।

১৬-অনুচ্ছেদঃ যে ক্রীতদাস উত্তমরূপে তার মহান প্রভুর (আল্লাহর) ইবাদত করে এবং নিজের মালিকের কল্যাণ কামনা করে।

২২৬১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ -

২৩৬১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ গোলাম যদি তার মালিকের কল্যাণ কামনা করে এবং তার মহান ও সর্বশক্তিমান প্রভুর ইবাদত উত্তমরূপে আদায় করে তাহলে সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

২২৬২- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَادَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ آدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ فَلَهُ أَجْرَانِ -

২৩৬২. আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির যদি একজন দাসী থাকে আর সে তাকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, উত্তমরূপে শিক্ষাদান করে এবং দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে বিয়ে করে নেয় তাহলে ঐ ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে। আর যে দাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে সেও দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

২২৬৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ -

২৩৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) সৎকর্মশীল ক্রীতদাস সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে। (আবু হুরায়রা বলেন,) যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সন্তার শপথ করে বলছি, যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ আদায় করা এবং আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাঁর খেদমত করার মত (উত্তম) কাজ না থাকতো, তাহলে আমি ক্রীতদাস হয়ে মৃত্যুবরণ করাকেই উত্তম মনে করতাম।

২২৬৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ -

২৩৬৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কতই না উত্তম অবস্থা ঐ ব্যক্তির যে উত্তমরূপে তার প্রভুর (আল্লাহর) ইবাদত করে এবং নিজ মালিকের কল্যাণ কামনা করে।

১৭-অনুচ্ছেদঃ দাসদের প্রতি হাত উঠানো (মারধর করা) এবং আমার দাস আমার দাসী ইত্যাদি বলা অপসন্দনীয়। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ - (سورة النور - ২২)

“তোমাদের বিধবাদের এবং সংকর্মশীল দাস-দাসীদের বিয়ে দিয়ে দাও (সূরা নূরঃ ৩২)।

ضرب الله مصثلاً عبداً مملوكاً لابدر على شى - (سورة النحل: ৭০)

“আল্লাহ এমন এক ক্রীতদাসের উপমা পেশ করেছেন, যে স্বাধীনভাবে কোন কিছুই করতে সক্ষম নয়” (নাহলঃ ৭৫)।

والفيا سيدها لدى الباب - (سوة يوسف)

“উভয়ে তার গৃহকর্তাকে দরজার সামনে দেখতে পেল” (সূরা ইউসুফ)।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْحَصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ - (سورة النساء - آية ২০)

“আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার স্বাধীন মেয়েদের বিয়ে করতে সক্ষম নয়, তারা তোমাদের ঈমানদার দাসীদের বিয়ে করবে” (নিসাঃ ২৫)।

একটি হাদীসে নবী (সঃ) “তোমাদের সাইয়েদ বা নেতাকে স্বাগত জানাও” কথাটি বলেছেন। আর কুরআন মজীদে আছে, “তোমার রব (বাদশাহ)-এর কাছে আমার কথা উত্থাপন কর” (সূরা ইউসুফ)। অর্থাৎ কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে আবদুন, আমাতুন, মামলুকুন, সাইয়েদুন, ফাতান এবং রববুন, এইসব শব্দ দাসদাসী ও তার মালিকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

۲۳۶۵- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ -

২৩৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ দাস যখন তার মালিকের কল্যাণ কামনা করে (উত্তমরূপে তার খেদমত করে ও নির্দেশ পালন করে) এবং তার রবের (আল্লাহ তাআলার) ইবাদতও অতি উত্তমরূপে আদায় করে তখন সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হয়।

১৮-অনুচ্ছেদঃ শিরোনামের সাথে সাদৃশ্যঃ যে দাস উত্তমরূপে মালিকের খেদমত ও নির্দেশ পালন করলো, সে মালিক তাকে মারধর করা অপসন্দ করবে।

২২৬৬- عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي اِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ اَجْرَانِ -

২৩৬৬. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে দাস তার রব (আল্লাহ)-এর ইবাদত উত্তমরূপে সমাধা করে, তার মালিকের যে হক আদায় করা কর্তব্য তা আদায় করে, তার কল্যাণ কামনা করে এবং আনুগত্য করে এমন ক্রীতদাস সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিগুণ সওয়াবের কথা বলেছেন।

২২৬৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْلُ أَحَدُكُمْ أَطْعَمَ رَبِّكَ وَصَيَّ رَبَّكَ أَسْقَى رَبَّكَ وَلَيَقْلُ سَيِّدِي مَوْلَايَ وَلَا يَقْلُ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي وَلَيَقْلُ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغَلَامِي -

২৩৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা কেউ এরূপ বলবে না যে, তোমার প্রভুকে খাওয়াও, তোমার প্রভুকে উষু করাও বা তোমার প্রভুকে পানি পান করাও। দাস বা দাসীরা (তাদের প্রভুকে) বলবে আমার সাইয়েদ বা নেতা এবং আমার অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক। আর তোমাদের কেউ যেন দাসদাসীদেরকে এরূপও না বলে যে, আমার আবদ বা দাস এবং আমার দাসী, বরং বলবে, আমার ছেলেটা বা মেয়েটা কিংবা আমার কাজের ছেলে।

২২৬৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيَمَتَهُ يَقُوْمُ عَلَيْهِ قِيَمَةٌ عَدْلٍ وَأَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ -

২৩৬৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে যৌথ মালিকানার কোন ক্রীতদাসের নিজের অংশ মুক্ত করে দিল সেই ক্রীতদাসের জন্য নিরূপিত ন্যায্য মূল্যের পুরো অর্থ যদি সেই (মুক্তিদানকারী) ব্যক্তির থাকে তাহলে তার অর্থই উক্ত গোলামকে মুক্ত করা হবে। অন্যথায় সে যতটুকু অংশ মুক্ত করেছে ততটুকুই মুক্ত হবে।

২২৬৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلَّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

২৩৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই শাসক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থ লোকদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। যিনি জনগণের নেতা বা আমীর তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং ঐসব লোক সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের লোকদের শাসক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী, সুতরাং পরিবারের লোকদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরবাড়ী ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানকারিনী। সুতরাং তাকেও তাদের (স্বামীর ঘরবাড়ী ও সন্তান সন্ততি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর দাস তার মালিকের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। সুতরাং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই জেনে রাখ! তোমরা প্রত্যেকেই শাসক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। আর তাই প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২২৩৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا زَنْتِ الْأُمَّةَ

فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنْتِ فَاجْلِدُوهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ بَيْعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ -

২৩৭০. আবু হুরাইরা ও য়ায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ক্রীতদাসী যদি যেনা করে তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আবার যেনা করলে আবার কোড়া মারবে। এরপরও যদি যেনা করে তাহলে এবারও কোড়া মারবে। (বর্ণনাকারী বলেন,) তৃতীয় অথবা চতুর্থবার নবী (সঃ) বললেন, আবারও যদি যেনা করে তাহলে চুলের একগাছি নগণ্য রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

১৯-অনুচ্ছেদঃ খাদেম বা সেবক খাদ্য পরিবেশন করলে তাকেও সাথে বসাবে।

২২৩৭। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيَنْأَوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لَقْمَتَيْنِ أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيٌّ عِلَاجُهُ -

২৩৭১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কারো খাদেম তার কাছে খাবার নিয়ে আসলে সে যদি তাকে সাথে নাও বসায় তাহলে অন্ততঃ এক বা দুই লোকমা খাবার তার মুখে তুলে দেবে। কেননা সে এই খাবার (পরিবেশন)-এর জন্য পরিশ্রম করেছে।

২০-অনুচ্ছেদঃ দাস তার মালিকের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণকারী। নবী (সঃ) মালিকের সাথে সম্পদের সম্পর্ক দেখিয়েছেন।

২৩৭২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَامَامٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ ابْنِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

২৩৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই শাসক এবং নিজের শাসিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম বা নেতাও শাসক। তিনিও তার শাসিত বা অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীর শাসক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী। সেও তার শাসিত বা অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম বা দাস-দাসী তার মালিকের অর্থ সম্পদের রক্ষক। সেও তার দায়িত্বে ন্যস্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, এসব কথা আমি নবী (সঃ) থেকে শুনেছি এবং আমার মনে হয় নবী (সঃ) (আরো) বলেছিলেন, ছেলে তার পিতার সম্পদের রক্ষক এবং তাকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞাস করা হবে। অতএব তোমরা সবাই রক্ষক এবং শাসক। আর তাই প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের বিষয়ে জাবাবদিহি করতে হবে।

২১-অনুচ্ছেদঃ কেউ তার দাসকে তার মুখমন্ডলে মারবে না।

২৩৭৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ -

২৩৭৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন লড়াই করে (যুদ্ধের ময়দানে কাফেরের মোকাবিলা কর) তখন মুখমন্ডলে আঘাত কর থেকে বিরত থাকবে।

كتاب المكاتب

(চুক্তিবদ্ধ দাসের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ: চুক্তির ভিত্তিতে মুক্তিপ্রাপ্ত ত্রীতদাস ও তার দেয়া অর্থের কিস্তি অর্থাৎ প্রতি বছর এক কিস্তি করে আদায় করা। মহান আল্লাহর বাণী:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ - (سورة النور - آية ٢٣)

“ আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য চুক্তিপত্র লিখতে চায় তাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করলে তা লিখে দাও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন (মুক্তির জন্য) তাদেরকে ঐ সম্পদ থেকে দান করা” রাওহ (র) ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ত্রীতদাসের কাছে টাকা আছে এবং মুকাতাব হতে চায় একথা জানতে পারলে তার সাথে মুকাতাবাহ করা কি আমার জন্য ওয়াজিব হবে? জবাবে তিনি বললেন, আমি তো ওয়াজিবই মনে করি। আমার ইবনে দীনার বর্ণনা করেছেন, আমি আতাকে বললাম, আপনি কি (এ মত) কারো নিকট থেকে বর্ণনা করে থাকেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি কারো নিকট থেকে বর্ণনা করি না। এরপর বললেন, মুসা ইবনে আনাস তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনে মালেকের আযাদকৃত গোলাম সীরীন (আইনুত্তামার যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কর্তৃক বন্দী) আনাসের সাথে মুক্তির জন্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে আবেদন করলো। যেহেতু তিনি অটেল সম্পদের মালিক ছিলেন, তাই অস্বীকৃতি জানালেন। দাসটি উমরের কাছে গিয়ে বললে উমর (রা) আনাসকে চুক্তিপত্র করতে বললেন। তখনও তিনি অস্বীকার করলেন। সুতরাং উমর (রা) তাঁকে কষাঘাত করেন এবং এই আয়াত ‘দাসদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পেলে তাদের সাথে মুকাতাবা কর’ (সূরা নূর) পাঠ করেন। এরপর আনাস (রা) তার সাথে মুকাতাবাহ বা মুক্তিদানের চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, বারীরা (একজন দাসী) তার মুকাতাবার ব্যাপারে সাহায্য পাওয়ার জন্য তার (আয়েশার) কাছে আসল। তাকে পাঁচ উকিয়া রৌপ্য প্রতি বছরে এক কিস্তি করে পাঁচ কিস্তিতে তার মনিবকে দিতে হবে। আয়েশার একান্ত আগ্রহ ছিল তাকে মুক্ত করা। তাই তিনি বললে: শোন, আমি যদি একবারেই সমুদয় অর্থ তাদেরকে পরিশোধ করে দেই তাহলে কি তোমার মনিব তোমাকে বিক্রি করতে রাজী হবে? এরপর আমি তোমাকে আযাদ করে দেব এবং তোমার

বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব হবে আমার। বারীরা তার মনিবের কাছে গিয়ে সকল কথা তাদেরকে বললে তারা বলল, না, এই শর্তে হতে পারে না। তবে তোমার অভিভাবকত্ব যদি আমাদের হয় তাহলে হতে পারে। আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে এসব কথা ব্যক্ত করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব তো তারই, যে মুক্ত করে। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবে নেই, এমন শর্ত কেউ স্থির করে থাকলে তা বাতিল গণ্য হবে। আল্লাহর প্রদত্ত শর্ত অর্থাৎ বিধিবিধান বেশী অনুসরণীয়, অপরিবর্তনীয় ও মজবুত।

২-অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব গোলামের সাথে যে ধরনের শর্ত করা যেতে পারে। আর কেউ যদি এমন শর্ত করে যা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবে নেই, এ বিষয়ে ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২৭৪- عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضَى عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونَنَّ وَلَاؤُكَ لِيْ فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بِرَبِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شِئْتَ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَنَّ وَلَاؤُكَ لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ إِبْتَاعِي فَأَعْتَقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مَبَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِنْهُ مَرَّةً شَرْطَ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ -

২৩৭৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা তার মুকাতাবা (অর্থের বিনিময়ে দাসত্বমুক্তি)—এর ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর (আয়েশার) কাছে আসল। সে কখনও তার দাসত্ব মোচনের অর্থের ব্যাপারে কিছুই করতে সক্ষম হয়নি বা কোন শর্তাদি স্থির হয়নি। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তোমার মালিকের কাছে গিয়ে বল, তারা চাইলে আমি তোমার মুকাতাবার সমুদয় অর্থ প্রদান করব। তবে বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব হবে আমার। বারীরা তার মালিকের কাছে এসব কথা বললে তারা এতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, তিনি (আয়েশা) যদি সওয়াবের উদ্দেশ্যে তোমার জন্য এটা করতে চান, করুন। কিন্তু বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব হবে আমাদের। সুতরাং আয়েশা (রা) ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তাকে খরিদ

করে মুক্ত করে দাও। কেননা বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব তারই, যে (ক্রীতদাসকে) মুক্ত করে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) সবার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, লোকদের কি হল যে, তারা এমন এমন শর্ত আরোপ করতে চায়, যা আল্লাহর কিতাবে নেই! আল্লাহর কিতাবে নেই এমন একশটি শর্ত কেউ স্থির করলেও তদ্বারা তার কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। একমাত্র আল্লাহর দেয়া শর্তই অতীব মজবুত ও অনুসরণযোগ্য বাস্তব শর্ত।

২২৩৭০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا عَلَى أَنْ وَلَا مَاءَ لَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

২৩৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) একজন দাসী খরিদ করে মুক্ত করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু দাসীটির মালিক বলল, তিনি (আয়েশা) মুক্ত করলেও তার বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব আমাদের হতে হবে। এসব শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) (আয়েশাকে) বললেন, ঐ শর্ত যেন তোমাকে পিছিয়ে না দেয়। কেননা বেলায়েত তো তার-ই হয়, যে আযাদ করে।

৩-অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব (অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে মুক্ত) দাস বা দাসীর মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

২২৩৭১- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتِبٌ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً فَأَعْيَيْتُنِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَحَبَّ أَهْلِكَ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكَ فَعَلْتُ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شَرْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّمَا شَرْطُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقْتُ يَافُلَانِ وَلِيَ الْوَلَاءُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

২৩৭৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা আমার কাছে এসে বলল, আমি প্রতি বছর এক উকিয়া (রৌপ্য মুদ্রা) করে পরিশোধযোগ্য মোট নয় উকিয়ার বিনিময়ে (আমার মনিবের সাথে) মুকাতাবাহ করেছি। আমাকে সাহায্য করুন। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তোমার মনিব চাইলে আমি একযোগে সমুদয় অর্থ দিয়ে তোমাকে মুক্ত করে দেব। তবে বেলায়েত (বা অভিভাবকত্ব)-এর অধিকার থাকবে আমার। বারীরা গিয়ে তার মনিবক একথা বললে তারা এই শর্তে তার সাথে মুকাতাবাহ করতে বা বিক্রি করতে অস্বীকার করলো। সে আয়েশার কাছে এসে বলল, আমি ঐ বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেছিলাম। কিন্তু বেলায়েত তাদের থাকবে এই শর্ত ছাড়া তারা অস্বীকার করেছে। আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ব্যাপারটি শুনে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তাকে কিনে আযাদ করে দাও এবং তাদের বেলায়েতের শর্তও মেনে নাও। কেননা বেলায়েত তো তারই হয় যে আযাদ করে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কিছু সংখ্যক লোকের কি হল যে, তারা (ক্রীতদাসদের মুক্তির ক্ষেত্রে) এমন সব শর্ত আরোপ করেছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। শর্ত যাই হোক না কেন, আল্লাহর কিতাবে না থাকলে তা বাতিল গণ্য হবে, যদি একশ'টি শর্তও হয়। আল্লাহর নির্দেশই তো সবচাইতে বেশী অনুসরণযোগ্য এবং আল্লাহর আরোপিত শর্ত ও নিয়ম-বিধানই দৃঢ় এবং মজবুত। তোমাদের কিছু সংখ্যক লোকের কি হল যে, তাদের কেউ কেউ বলে, হে অমুক! তুমি (গোলামটিকে) মুক্ত কর, বেলায়েত কিন্তু আমার হবে। জেনে রাখ, বেলায়েত তারই হয়, যে মুক্ত করে।

৪-অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব গোলামের সম্মতি নিয়ে তাকে বিক্রি করা। আয়েশা (রা) বলেছেন, যতক্ষণ দেয় অর্থের কিছু অংশ অপরিশোধিত থাকবে ততক্ষণ সে গোলাম হিসেবেই গণ্য হবে। যাকে ইবনে সাবেত (রা) বলেছেন, এক দিরহাম বাকি থাকলেও সে গোলাম বলে বিবেচিত হবে। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে সে জীবন, মৃত্যু ও অপরাধ সর্বক্ষেত্রেই গোলাম গণ্য হবে।

২২৭৭- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ لَهَا إِنَّ أَحَبَّ أَهْلِكَ أَنْ أَصِيبَ لَهُمْ ثَمَنُكَ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأَعْتَقَكَ فَعَلْتُ فذَكَرْتُ بَرِيرَةَ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكَ لَنَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى فَرَعَمْتُ عَمْرَةَ أَنْ عَائِشَةَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقْهَا فَاثْمًا أَوْلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ -

২৩৭৭. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার নিকট এসে তার মুকাতাবার ব্যাপারে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করল। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তোমার মালিক চাইলে আমি একযোগে তোমার

মুকাতাবার সমুদয় অর্থ দিয়ে তোমাকে আযাদ করে দেব। বারীরা তার মালিকের কাছে গিয়ে একথা বললে তারা বলল, না, তোমার বেলায়েত আমাদের হবে এই শর্ত ছাড়া তা হতে পারে না। ইমাম মালেক (র) ইয়াহইয়া (ইবনে সাঈদ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার ধারণা যে, আয়েশা (রা) ঐ কথা (বারীরার মালিকের শর্ত আরোপের কথা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বললে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তাকে (বারীরাকে) খরিদ করে আযাদ করে দাও। বেলায়েত তো তারই যে আযাদ করে।

৫-অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব গোলাম যদি কাউকে বলে, আমাকে খরিদ করে আযাদ করুন, আর সে ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্যে তাকে খরিদ করে নেয় তাহলে তা জায়েয হবে।

২২৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي أَيْمَنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ كُنْتُ لِعُتْبَةَ بِنِ أَبِي لَهَبٍ وَمَاتَ وَوَدَّعَنِي بَنُوهُ وَإِنَّهُمْ بَاعُونِي مِنْ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرٍو وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلَاءَ فَقَالَتْ دَخَلْتُ بَرِيرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتَنِي وَأَعْتَقْتَنِي قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ لَا يَبِيعُنِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَا يَتَى فَقَالَتْ لَأَحَاجَةٌ لِي بِذَلِكَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ بَلَّغَهُ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ اشْتَرَيْتَهَا وَأَعْتَقْتَهَا وَدَعَيْتَهُمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنْ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ -

২৩৭৮. আবু আয়মান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়শার কাছে গিয়ে বললাম, আমি উতবা ইবনে আবু লাহাবের ক্রীতদাস ছিলাম। উতবা মারা গেলে তার ছেলেরা (আমার) উত্তরাধিকারী হয়ে ইবনে আবু আমর মাখযুমীর কাছে আমাকে বিক্রি করে দিলে তিনি (মাখযুমী) আমাকে আযাদ করে দেন। কিন্তু বিক্রির সময় উতবার ছেলেরা আমার অভিভাবক হওয়ার শর্ত করে রেখেছিল। (এই ঘটনা শুনে) আয়েশা (রা) বললেন, (এক সময়) বারীরা আমার কাছে এসেছিল তখন সে মুকাতাব দাসী ছিল। সে বলল, আমাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিন। তিনি (আয়েশা) বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। বারীরা বলল, তারা বেলায়েত তাদের হবে এই শর্ত ছাড়া আমাকে বিক্রয়ই করবে না। আয়েশা (রা) বললেন, তাহলে এতে আমার প্রয়োজন নেই। নবী (সঃ) এই ঘটনা শুনে পেয়ে আয়শার কাছে তা জিজ্ঞেস করলেন। আয়েশা (রা) বারীরা তাঁর নিকট যা বলেছিল তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। এসব শুনে তিনি (সঃ) আয়েশাকে বললেন, বারীরাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও এবং তারা (বারীরার মালিক) যেভাবে শর্ত করতে চায় করতে দাও। সুতরাং আয়েশা (রা) তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দিলেন। তার মালিকেরা বেলায়েতের শর্ত করে রাখল। নবী (সঃ) বললেন, শত শর্ত আরোপ করলেও বেলায়েত তারই হয় যে আযাদ করে।

كتاب الهبة و فضلها و التحريض عليها

(দান করার মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা)

২২৩৭৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً -

২৩৭৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, হে মুসলমান নারীরা! তোমরা এক প্রতিবেশিনী আরেক প্রতিবেশিনীকে অবজ্ঞা করো না বা নগণ্য মনে করো না, যদি সে বকরীর ক্ষুরও (স্বল্প গোশত) পাঠিয়ে দেয়।

২২৩৮০- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ أَخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ يَا خَالَةَ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَادَانِ التَّمْرُوَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِزْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَمْتَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا -

২৩৮০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়াকে সম্বোধন করে বললেন, ভাগ্নে! আমরা (মাসের শুরুতে নতুন) চাঁদ দেখতাম। এভাবে পর পর তিনটি চাঁদ দেখতাম এবং দুই দুইটি মাস কেটে যেত, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘরে আগুন (চুলা) জ্বলতো না। উরওয়া বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালাআমা! আপনারা তাহলে কিভাবে বেঁচে থাকতেন? জবাবে আয়েশা বললেন, দু'টি কালো বস্তুর ওপর নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকতাম। তার একটি হল খেজুর, আরেকটি হল পানি। তবে হ্যাঁ, কয়েক ঘর আনসার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতিবেশী ছিল। তাদের কিছু দুধেল বকরী ছিল। ঐ বকরীর দুধের কিছুটা তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পাঠাতেন। আর তা থেকে তিনি আবার আমাদেরকে পান করাতেন।

২-অনুচ্ছেদঃ: অল্প পরিমাণ জিনিস দান করা।

২২৩৮১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدَى إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ -

২৩৮১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমাকে যদি খুর ও হাতের সামান্য গোশতের দিকেও ডাকা হয়, তবুও আমি যাব এবং যদি খুর বা হাতের সামান্য গোশত আমাকে উপহার পাঠান হয় তাও গ্রহণ করব।

৩-অনুচ্ছেদঃ বহু বা সংগীদের কাছে কোন জিনিস চাওয়া। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কোন এক ব্যাপারে সাহাবাদের বলেছিলেনঃ তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ।

২২৮২- عَنْ سَهْلِ بْنِ النَّبِيِّ ۖ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مَرِيءُ عَبْدِكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمُنْبَرِ ، فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِثْبَرًا فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ۖ إِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ أَرْسِلِي بِهِ إِلَى فَجَاوَاهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ ۖ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ -

২৩৮২. সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) একজন মুহাজির মহিলার কাছে লোক পাঠালেন। তার একজন কাঠ মিস্ত্রী ক্রীতদাস ছিল। [নবী (সঃ)] তার উদ্দেশ্যে এই বলে লোকটিকে পাঠালেন যে, (তাকে গিয়ে বল) তোমার গোলামকে নির্দেশ দাও সে আমার জন্য কাঠের একটা মিস্ত্রার তৈরী করুক। সুতরাং মহিলাটি তার ক্রীতদাসকে নির্দেশ দিলে সে জংগলে গিয়ে ঝাউ গাছের কিছুটা কেটে এনে নবী (সঃ)-এর জন্য মিস্ত্রার তৈরী করল। সেটি প্রস্তুত হয়ে গেলে (মহিলা) নবী (সঃ)-এর কাছে বলে পাঠান যে, সে (গোলাম) গুটির নির্মাণ শেষ করেছে। তখন নবী (সঃ) সেটি উঠিয়ে ঐ জায়গায় স্থাপন করলেন যেখানে আজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

২২৮৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ۖ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ۖ نَازِلٌ أَمَانًا وَالْقَوْمُ مُحْرَمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحَشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ وَأَحْبَبُوا لَوْ إِنِّي أَبْصَرْتُهُ وَالتَفْتُ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرَّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرَّمْحَ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَعُضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ آيَاهُ وَهُمْ حُرْمٌ فَرَحْنَا وَخَبَّاتُ الْعُضْدُ مَعِيَ فَأَذْرَكْنَا رَسُولُ اللَّهِ

فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاولْتُهُ الْعَصَدَ فَأَكَلَهَا
حَتَّى نَفَذَهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ -

২৩৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবার সাথে মক্কার পথে একটি স্থানে বসে ছিলাম। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কিছুটা সম্মুখের দিকে অবস্থানরত ছিলেন। দলের সবাই ছিল ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায়। একমাত্র আমিই ছিলাম ইহ্রামবিহীন। আমি আমার জুতা সেলাই করছিলাম। এ সময় অন্য সবাই একটি জুতী গাধা দেখতে পেল কিন্তু আমাকে অবহিত করল না। অথচ তারাও মনে মনে আকাংখা করছিল যে, আমি সেটি দেখতে পেলে কতই না উত্তম হত। অতঃপর আমি এদিক ওদিক তাকালাম এবং ওটিকে দেখতে পেয়ে উঠে ঘোড়ার কাছে গেলাম। ঘোড়াতে জিন কষে সওয়ার হলাম, কিন্তু চাবুক ও বর্শা নিয়ে উঠতে ভুলে গেলাম। সুতরাং অন্যদের আমি বললাম, চাবুক ও বর্শাটি উঠিয়ে দাও। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! এ ব্যাপারে আমরা কোন জিনিস দিয়েই তোমাকে সাহায্য করব না। আমার বড় রাগ হল। আমি ঘোড়ার ওপর থেকে নেমে নিজেই ওই দু'টি উঠিয়ে আবার সওয়ার হলাম। এরপর গাধাটির ওপর আক্রমণ করে তাকে মেরে (যবেহ করে) নিয়ে আসলাম। এরপর (গোশত পাকান হলে) সবাই খেতে শুরু করল। অতঃপর ইহ্রাম অবস্থায় এটি খাওয়া সম্পর্কে সবার সন্দেহ হল। তাই আমরা সবাই যাত্রা করলাম। আমি অবশ্য (গাধাটির) একটি রান সাথে লুকিয়ে রেখে নিয়ে চললাম (যাতে অন্য কেউ খেয়ে না ফেলে)। অতঃপর আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ তোমাদের সাথে ওটির কোন অংশ আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আছে। এরপর রানখানা তাঁকে দিলে তিনি খেলেন এমনকি (খেয়ে) শেষ করে ফেললেন। অথচ তিনি ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন।

৪-অনুচ্ছেদঃ পান করার জন্য পানি চাওয়া। সাহল (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমাকে পানি দাও।

২৩৮৪- عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِنَا هَذِهِ فَاسْتَسْقَى فَجَعَلْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شَبَّبَهُ مِنْ مَاءٍ بَثَرْنَا هَذِهِ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُوبَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تَجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَّغَ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ الْأَفَيْمَنُوا قَالَ أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

২৩৮৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের এই বাড়ীতে এসে আমাদের কাছে পানি চাইলে আমরা আমাদের একটা বকরী দোহন করে আমাদের এই কূপের পানি ঐ দুধের সাথে মিশিয়ে তাঁকে দিলাম। এই সময় আবু বাকর (রা) তাঁর বামে, উমর সামনে ও এক বদুঈন তাঁর ডানে বসা ছিলো। তিনি (সঃ) যখন পান শেষ

করলেন তখন উমর বললেন, এই আবু বাক্র (তাকে দিন)। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) অবশিষ্ট দুধটুকু বেদুঈনকে দিয়ে বললেন, ডান দিক থেকে, ডান দিক থেকে অগ্রাধিকারী। ভাল করে জেনে নাও, ডান দিক থেকে শুরু করবে। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, এটিই সূনাত, এটিই সূনাত, এটিই সূনাত।

৫-অনুচ্ছেদ: শিকারের (গোশতের) উপহার গ্রহণ করা। আবু কাতাদার কাছ থেকে নবী (সঃ) শিকারকৃত প্রাণীর একটি বাহু গ্রহণ করেছিলেন।

২২৮৫- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا فَأَذْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَاتَّيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَيَعْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَخَذِيهَا قَالَ فَخَذِيهَا لِأَشْكُ فِيهِ فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَآكَلُ مِنْهُ قَالَ وَآكَلُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَبْلِهِ -

২৩৮৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (মক্কার অদূরবর্তী) মাররুয্ যাহুরান থেকে আমরা একটা খরগোশকে তাড়া করলাম। সমস্ত লোক এর পিছনে দৌড়াতে শুরু করল। অবশেষে খরগোশটি ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমি ওটির কাছে গিয়ে ধরে আবু তালহার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি খরগোশটিকে যবেহ করলেন, এর পিছনের অংশটা অথবা রান দু'টি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শো'বা পরে বললেন, দুই রান পাঠিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর তিনি (সঃ) তা গ্রহণ করেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তা থেকে খেয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, খেয়েছিলেন। কিন্তু পরে আবার বললেন, গ্রহণ করেছিলেন।

২২৮৬- عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَنَامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحَشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حَرُمٌ -

২৩৮৬. সা'ব ইবনে জাসসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে সময় আবওহা অথবা ওয়াদ্দান নামক জায়গাতে অবস্থানরত ছিলেন, তখন তিনি (সা'ব ইবনে জাসসামা) তাঁকে একটি জংলী গাধা উপহার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন। তবে তিনি তার চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখে বললেন, আমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় না থাকলে এটা তোমাকে ফেরত দিতাম না।

৬-অনুচ্ছেদ: উপহার গ্রহণ করা।

২২৮৭- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرَضًا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৩৮৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তাদের উপহারসমূহ পাঠানোর জন্য আয়েশার দিনের (অর্থাৎ যেদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আয়েশার ঘরে থাকবেন) অপেক্ষা করত। এর পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভ করা।

২২৮৮ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حَفِيدٍ خَالََةَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضْبًا فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقْدَرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৩৮৮ . ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ ইবনে আব্বাসের খালা উম্মে হফায়েদ (হবাইলা) উপহার হিসেবে নবী (সঃ)-এর কাছে পনির, ঘি এবং গুইসাপ পাঠালে নবী (সঃ) পনির ও ঘি খেলেন এবং নোত্ৰা বস্তু হওয়ার কারণে ঘৃণায় গুই-সাপ পরিত্যাগ করলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, (তবুও) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দস্তুরখানে বসেই গুইসাপ খাওয়া হয়েছে। যদি তা হারাম হত তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দস্তুরখানে বসে তা খাওয়া যেত না।

২২৮৯ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُّوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ -

২৩৮৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে কোন খাদ্য আনীত হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, উপহার (হাদিয়া) না সদকা। যদি বলা হত সদকা তাহলে তিনি তাঁর সাহাবাদের বলতেন, খাও, কিন্তু নিজে খেতেন না। আর যদি বলা হত হাদিয়া বা উপহার তাহলে দ্রুত হাত বাড়িয়ে তাদের (সাহাবাদের) সাথে খেতে শুরু করতেন।

২২৯০ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصَدِّقُ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

২৩৯০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর কাছে কিছু গোশত আনা হল। বলা হল, বারীরাকে সদকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, তার জন্য সদকা কিন্তু আমাদের জন্য উপহার।^১

১. সদকা যাকে দেয়া হয়, সে যদি তা গ্রহণ করে তাহলে এর মালিকানা বদল পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন গ্রহণকারীই এর মালিক হয়ে যায় বলে তা আর সদকা থাকে না। তাই তাঁর নিকট থেকে নিয়ে তা ধনী-দরিদ্র সবাই খেতে পারে।

২৩৯১- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ وَأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا وَلَاوَهَا فذَكَرَ
لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرِيَهَا فَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَهْدَى لَهَا
لَحْمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا تُصَدِّقُ عَلَى بَرِيرَةَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخَيْرَتْ
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ زَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا
قَالَ لَا أَدْرِي أَحْرٌ أَمْ عَبْدٌ -

২৩৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাকে খরিদ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তার মালিকরা অভিভাবকত্ব তাদের থাকবে বলে শর্ত আরোপ করল। নবী (সঃ)-এর কাছে একথা বলা হলে তিনি আয়েশাকে বলেন, তাকে খরিদ করে স্বাধীন করে দাও। অভিভাবকত্ব তো তারই যে স্বাধীন করে দেয়। তার (বারীরার) কাছে কিছু গোশত পাঠান হলে নবী (সঃ)-কে বলা হল, এটা বারীরাকে সদকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। নবী (সঃ) বললেন, তার জন্য সদকা কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া বা উপহার। স্বাধীন হওয়ায় তাকে (বারীরাকে) তার স্বামী সম্পর্কে এখতিয়ার দেয়া হল (সে তার এই স্বামীর সাথে থাকবে, না বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে অন্যত্র বিয়ে করবে)। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, তার স্বামী গোলাম না স্বাধীন? শো'বা বললেন, আমি আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার স্বামী গোলাম ছিল, না স্বাধীন। জবাবে তিনি বললেন, সে গোলাম ছিল, না স্বাধীন তা আমি জানি না।

২৩৯২- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ
لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةٍ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا قَدْ
بَلَغَتْ مَحَلَّهَا -

২৩৯২. উম্মে আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আয়েশার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, সদকার যে বকরী আপনি উম্মে আতিয়াকে পঠিয়েছিলেন তিনি সেই বকরীর কিছু গোশত পাঠিয়েছেন এবং তাই আছে। এ ছাড়া আর কিছুই নেই। নবী (সঃ) বললেন, সদকা তো যথাস্থানে পৌছে গিয়েছে (তাই এখন উক্ত বকরীর গোশত খাওয়া যেতে পারে)।

৭-অনুচ্ছেদঃ (বন্ধুর) নির্দিষ্ট জীর ঘরে পালা বা রাত্রি যাপনের দিন বন্ধুকে হাদিয়া বা উপহার পাঠানোর জন্য অপেক্ষা করা)।

২৩৯৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي وَقَالَتْ
أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ فَذَاكَرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا -

২৩৯৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোক তাদের হাদিয়া বা উপহার পাঠানোর জন্য আমার ঘরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পালার দিনের অপেক্ষা করত। উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমার সকল সতীনেরা একত্রিত হয়ে এ বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বললে তিনি এর কোন জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গেলেন।

২৩৯৪- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ حَزْبِينَ فَحَزَبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةٌ وَسَوْدَةُ وَالْحَزْبُ الْآخِرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةً بَرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخَرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَكَلَّمَ حَزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بَيُوتِ نِسَائِهِ فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا فَكَلَّمَتْهُ قَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِي حَتَّى يُكَلِّمَكَ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّهُمْ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهُ الْعَدْلَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ يَا بَنِيَّةُ : الْآتِحِبِينَ مَا أَحَبُّ قَالَتْ بَلَى فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرْتَهُنَّ فَقُلْنَ إِرْجِعِي إِلَيْهِ قَابَتْ أَنْ تَرْجِعَ فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَاتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهُ الْعَدْلَ فِي بَيْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاقَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمَ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةَ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى اسْكَنْتَهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ الْكَلَامُ الْآخِيرُ

قِصَّةُ فَاطِمَةَ يُذَكِّرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ
يَوْمَ عَائِشَةَ -

২৩৯৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীগণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। একদলে ছিলেন, আয়েশা, হাফসা, সাফিয়া ও সাওদা (রা) এবং অপর দলে ছিলেন উম্মে সালামা ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ (যয়নাব, মায়মূনা, উম্মে হাবীবা ও জুয়াইরিয়া)। আয়েশার প্রতি নবী (সঃ)-এর ভালবাসা সম্পর্কে মুসলমানগণ জানত। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেয়ার জন্য তাদের কারো কাছে কোন উপহার থাকলে পাঠাতে বিলম্ব করতেন আয়েশার ঘরে যেদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) অবস্থান করতেন, সেই দিন হাদীয়া বা উপহার প্রেরণকারী আয়েশার ঘরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তা পাঠিয়ে দিত। এ কারণে উম্মে সালামার দল উম্মে সালামার সাথে আলাপ আলোচনা করে তাঁকে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করে তাঁকে বলুন, তিনি যেন সব লোককে বলে দেন যে, কেউ রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উপহার দিতে চাইলে তিনি তাঁর যে স্ত্রীর কাছেই অবস্থান করুন না কেন, সেখানেই যেন পাঠিয়ে দেয়। উম্মে সালামা (রা) তাঁদের [নবী (সঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের] বক্তব্য নিয়ে নবী (সঃ)-এর সাথে কথাবার্তা বললে তিনি তাঁকে কোন জবাব দিলেন না। পরে অন্য সবাই তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ বিষয়ে তাঁকে কিছুই বলেননি। তাঁরা তখন উম্মে সালামাকে বললেন, আপনি (আবার) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর (আয়েশার) পালার সময় কথাগুলো বললে তিনি তাঁকে (এবারও) কোন জবাব দিলেন না। অতপর আবার ঐসব স্ত্রী বিষয়টি উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেন যে, আমাকে তিনি কিছুই বলেননি। তাঁরা আবার বললেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন জবাব না দেয়া পর্যন্ত আপনি তাঁর কাছে কথাগুলো পেশ করতে থাকেন। এবার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পালা তাঁর ঘরে হলে তিনি আবার ঐ কথা নিয়ে আলোচনা করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, আয়েশার ব্যাপারে তুমি আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা একমাত্র আয়েশা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় থাকাকালে আমার কাছে ওহী আসেনি। আয়েশা বর্ণনা করেন, (একথা শুনে) উম্মে সালামা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তওবা করছি। এরপর তাঁরা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীগণ] রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা ফাতেমাকে ডেকে এনে এই বলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পাঠালেন যে, আপনি যেয়ে বলুন, আপনার স্ত্রীগণ আল্লাহর শপথ দিয়ে আবু বাকরের কন্যার ব্যাপারে আপনাকে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করতে বলেছেন। তিনি গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বিষয়টি নিয়ে কথা বললে তিনি বলেন, হে প্রিয় বেটি! আমি যা পসন্দ করি তুমি কি তা পসন্দ করো না? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। এরপর তিনি ফিরে এসে তাদেরকে সব কিছু বললেন। তাঁরা তাকে আবার যেতে বললে তিনি অস্বীকৃতি

জানালেন। এরপর তাঁরা সবাই মিলে যয়নাব বিনতে জাহশ-কে পাঠালেন। তিনি এনে কঠোর ও কর্কশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, ইবনে আবু কুহাফার কন্যা সম্পর্কে ইনসাফ করার জন্য আপনার জ্ঞীগণ আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছেন। এরপর তিনি চড়া সুরে কথা বলতে শুরু করলেন এবং আয়েশাকে জড়িয়ে তাঁকেও ভালমন্দ বললেন। আয়েশা (রা) সেখানেই বসা ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ পর্যন্ত আয়েশার প্রতি তাকাতে থাকলেন যে, তিনি কিছু বলেন কিনা? বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, এরপর আয়েশা (রা) কথা বললেন এবং সকল কথার জবাব দিয়ে যয়নাবকে নিশ্চুপ করে দিলেন। তখন নবী (সঃ) আয়েশার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে আবু বাকরের মত ব্যক্তির কন্যা (অথবা সে আবু বাকরের কন্যা বটে)।

আবু মারওয়ান গাস্‌সানী হিশাম ও উরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, লোকেরা তাদের হাদিয়া ও উপহার-উপটোকন পাঠানোর ব্যাপারে আয়েশার পালার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করত।

৮-অনুচ্ছেদঃ যে উপহার বা হাদিয়া ফিরিয়ে দেয়া যাবে না।

২৩৯৫- عَنْ عَزْرَةَ ابْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاولَنِي طَيِّبًا قَالَ كَانَ أَنْسٌ لَا يَرُدُّ الطَّيِّبَ قَالَ وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيِّبَ -

২৩৯৫. আযরা বিনতে সাবেত আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ছুমামা ইবনে আবদুল্লাহর নিকট গেলাম তখন তিনি আমাকে উপটোকন হিসেবে কিছু সুগন্ধি দ্রব্য দিলেন এবং বললেন, আনাস (রা) সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন না। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন না।

৯-অনুচ্ছেদঃ কাছে নেই এমন জিনিস দান করা যারা জায়েয মনে করেন।

২৩৯৬- عَنْ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ جَاءَهُ وَفْدٌ مَوَازِنَ قَامَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ إِخْوَانَكُمْ جَاؤُنَا تَائِبِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أُرَدَّ إِلَيْهِمْ سَبِيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيِّبْنَا لَكَ -

২৩৯৬. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা (উভয়ে) বলেছেন, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী (সঃ)-এর দরবারে আসলে তিনি সবার

সামনে দাঁড়িয়ে যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার পর বললেন, তোমাদের (এই) ভাইয়েরা তওবা করে অর্থাৎ মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে এবং আমি তাদের বন্দীদের তাদের নিকট ফেরত দিতে মনস্থ করেছি। সুতরাং তোমরা যারা এ ব্যবস্থাকে উত্তম মনে কর তারা তদনুযায়ী কাজ কর। আর যারা নিজের অংশের অধিকার ছাড়তে রাজি নও তাদেরকে আমি বলছি, এরপর আল্লাহ প্রথমেই যে ফাই (বিনা যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পদ)–এর অর্থ আমাদের দান করবেন তা থেকে আমি সর্বাত্মে ঐ ব্যক্তির এই অংশ পূরণ করে দেব এই শর্তে (এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) কাজ কর। একথার পর সবাই বলে উঠল, আমরা উত্তম মনে করে ও খুশি হয়ে আপনার কথা গ্রহণ করলাম।

১০-অনুচ্ছেদ: হেবা বা দানের প্রতিদান দেয়া।

২৩৭৮- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا -

২৩৯৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) হাদীয়া বা উপহার গ্রহণ করতেন এবং কোন কোন সময় তার প্রতিদান দিতেন।

১১-অনুচ্ছেদ: নিজের সম্ভানকে কোন জিনিস হাদীয়া বা উপহার দেয়া। কোন এক সম্ভানকে কিছু দিলে সমানভাবে অন্য সম্ভানদেরকে সেই পরিমাণ না দেয়া পর্যন্ত জায়েয হবে না। এই ধরনের (যুলুমের) দানে কেউ সাক্ষী হবে না। নবী (সঃ) বলেছেন, সম্ভানদেরকে কোন কিছু দেয়ার ব্যাপারে ইনসাফ কর। পিতা-মাতা সম্ভানকে দান বা হেবা করার পর তা আবার ফেরত নিতে পারবে কি না? পিতা মাতা পুত্রের সম্পদ থেকে অহিনসংগতভাবে প্রয়োজন পূরণের মত করে গ্রহণ করতে পারবে, তবে সীমালংঘন করা যাবে না। নবী (সঃ) উমরের নিকট থেকে একটি উট খরিদ করে তা ইবনে উমরকে দিয়ে বললেন, এটিকে যেভাবে ইচ্ছা কাজে লাগাও।

২৩৯৮- عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غَلَامًا فَقَالَ أَكَلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ -

২৩৯৮. নোমান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: তার পিতা তাকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি। নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সব সম্ভানকেই তার মত দান করেছো? তিনি বললেন, না। নবী (সঃ) বললেন: তাহলে ওটি ফেরত নিয়ে নাও।

১২-অনুচ্ছেদ: হেবা বা দানের ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী মানা।

২৪৭৭- عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةٍ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ -

২৩৯৯. আমের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নো'মান ইবনে বাশীরকে মিশারে উঠে বলতে শুনেছি, আমার পিতা আমাকে একটা জিনিস দান করলে আমার মা আমরা বিনতে রাওয়াহা বললেন, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) -কে সাক্ষী করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সবুট্ট নই। তাই তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী আমার গর্ভজাত (আমার) পুত্রকে আমি একটি জিনিস দান করেছি। হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু সে-এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী করার জন্য আমাকে বলেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এভাবে তোমার সব সন্তানকেই দিয়েছ? সে বলল, না। একথা শুনে তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে ইনসাক কর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি দান ফিরিয়ে নিলেন এবং তার ছেলেও তা ফিরিয়ে দিল।

১৩-অনুবাদঃ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে কোন জিনিস দান করা। ইবরাহীম নাখরী এটাকে জায়েয বলেছেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেছেন, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে এভাবে দান করার পর তা আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। নবী (সঃ) পীড়িত অবস্থায় আয়েশার ঘরে থাকার জন্য তাঁর স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। নবী (সঃ) বলেছেন, দান করে তা প্রত্যাহারকারী এমন কুকুরের মত, যে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে। যুহরী (র) বলেন, কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার মোহরের কিছু বা পুরা অংশ আমাকে দান করে দাও, আর স্ত্রী তাই করে এবং এর অল্প দিনের মধ্যে সে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় এবং স্ত্রী তার দান ফেরত চায় তবে সে প্রত্যাহার আশ্রয় নেয়ার কারণে তা ফেরত দিতে বাধ্য। আর স্ত্রী যদি খুশী মনে তাকে দান করে থাকে এবং প্রত্যাহার কোন উপাদান না থাকে তবে জায়েয হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ مِنْهَا مَرِيًّا -

তোমরা খুশী মনে স্ত্রীদের মোহর আদায় করে দাও। তবে তারা যদি খুশী মনে মোহর থেকে কিছু দান করে (মাফ করে দেয়) তাহলে তৃপ্তি ও আগ্রহ সহকারে তা খাও।”

২৪০০- عَنْ عَائِشَةَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ زَوْاجُهُ أَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطَّى رِجْلَاهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ لُعْبَاسٍ وَبَيْنَ رَجُلٍ أَخْرَفَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ

لِيْ وَهَلْ تَدْرِيْ مَنْ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -

২৪০০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) (পীড়ার কারণে) নবী (সঃ) চলাফেরা করতে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং তাঁর পীড়া কঠিন হয়ে পড়লে তিনি আমার (আয়েশার) ঘরে অবস্থানের জন্য তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে অনুমতি চাইলেন। তাঁরা সবাই তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে এমনভাবে চলতে থাকলেন যে, তাঁর পা দু'টি মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। যে দুইজন লোকের (কাঁধে ভর দিয়ে তাদের) মধ্যখানে তিনি চলছিলেন, তাদের একজন হলেন, আব্বাস (রা) অপরজন অন্য ব্যক্তি। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ বলেন, আয়েশা যা বললেন, তা আমি ইবনে আব্বাসের কাছে বর্ণনা করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা যে লোকটির নাম উল্লেখ করেননি তিনি কে তা কি তুমি জান? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি হলেন আলী ইবনে আব্বাস তালিব (রা)।

২৪.১ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِيْ هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ -

২৪০১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, দান করে তা প্রত্যাহারকারী ব্যক্তি এমন কুকুরের মত যে বমি করে পুনরায় তা খেয়ে ফেলে।

১৪-অনুবোধ: বিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে অন্য কাউকে দান করা বা দাসত্ব থেকে মুক্ত করা জায়েয, যদি সে নির্বোধ না হয়। আর নির্বোধ হলে নাজায়েয।

ولا توتوا السفهاء اموا لكم النى جعل الله لكم فيها قياما -

“তোমরা তোমাদের সম্পদ নির্বোধের হাতে তুলে দিও না।”

২৪.২ - عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِيْ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَى الزُّبَيْرِ فَأَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقْ وَلَا تُوعِ فَيُوعِ عَلَيْكَ -

২৪০২. আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যুবায়ের আমাকে যা দিয়েছেন তা ছাড়া আমার কাছে আর কোন অর্থ-সম্পদ নেই। আমি কি তা থেকে সদকা করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সদকা কর এবং কৃপণতা করে সম্পদকে ধলি বা বাস্ত্রে আটকিয়ে রেখ না। তাহলে তোমাকে দেয়ার ব্যাপারেও আটকিয়ে রাখা হবে।

২৪.৩ - عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنْفَقِيْ وَلَا تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُوعِ فَيُوعِ اللَّهُ عَلَيْكَ -

২৪০৩. আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (হে আসমা) খরচ কর আর গুণে গুণে রেখ না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুণে দান করবেন। আবার বাস্তব বা সিন্ধুকে আটকিয়ে রেখ না। তাহলে আল্লাহও (তোমাকে দেয়ার ব্যাপারে) আটকিয়ে রাখবেন।

২৪.৪ - عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَنْوَرُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشْعَرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَالَ أَوْفَعَلْتَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَكْثَرَ لَأَجْرِكَ -

২৪০৪. ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম কুরাইব (নবী (সঃ)-এর স্ত্রী) মায়মূনা বিনতে হারেস (হিলালীয়া) (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মায়মূনা তাকে বলেছেন, তিনি তাঁর একটি দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে অনুমতি নেননি (বা তাঁকে অবহিত করেননি)। পালাক্রমে তাঁর ঘরে থাকার দিন আসলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি জানেন যে, আমি আমার দাসীটিকে মুক্ত করে দিয়েছি। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি তাই করেছো? মায়মূনা (রা) বললেন, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যদি তুমি তোমার মামাকে গুটি দান করতে তাহলে সবচাইতে বেশী সওয়াব লাভ করতে।

২৪.৫ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنْ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَتَبَغَّى بِذَلِكَ رِضًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -

২৪০৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। এতে তাদের (স্ত্রীদের) যার নাম উঠিত তাঁকে তিনি সফরে সাথে নিয়ে যেতেন। সাওদা বিনতে যামআ ছাড়া তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি দিন এবং রাত বন্টন করতেন। সাওদা বিনতে যামআ তাঁর অংশের দিন ও রাত অন্য কাউকে না দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর স্ত্রী আয়েশাকে দান করেছিলেন।

১৫-অনুচ্ছেদঃ হাদিয়া (উপহার) দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার। ইবনে আব্বাস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম কুরাইব বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) তাঁর একটি দাসীকে আযাদ করে দিলে নবী (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি যদি তোমার মামাদের কাউকে দিতে তাহলে সবচাইতে বেশী সওয়াব লাভ করতে পারতে।

২৪.৬- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَالِىَ آيَهُمَا أَهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا -

২৪০৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। আমি উপহার পাঠালে তাদের কাকে পাঠাব? তিনি বললেন, যার দরজা তোমার দরজার বেশী নিকটবর্তী।

১৬-অনুব্ধেদঃ কোন কারণে উপহার গ্রহণ না করা। উমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ) বলেছেন, হাদিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে হাদিয়াই ছিল। কিন্তু এখন তা ঘুষে পরিণত হয়েছে।

২৪.৭- عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحَشٍ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بَوْدَانَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ قَالَ صَعْبٌ فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِهِ رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ -

২৪০৭. নবী (সঃ)-এর সাহাবা সা'ব ইবনে জাসসামা আল-লাইসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একটি বন্য গাধা উপহার দিয়েছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আবওয়া অথবা ওয়াদান নামক জায়গায় ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। তিনি উপহার ফেরত দিলেন। সা'ব বর্ণনা করেছেন, আমার উপহার ফেরত দেয়ার কারণে আমার চেহারায় অসন্তুষ্টির অভিব্যক্তি দেখে তিনি বললেন, তোমার উপহার ফেরত দেয়ার কোন কারণ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমরা সবাই যে ইহরাম অবস্থায় আছি।

২৪.৮- عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِّنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَثْبَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا الْكُمُ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يَهْدِي لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَعْرِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَةَ ابْنِ أَبِي هَلٍ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا -

২৪০৮. আবু হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদ গোত্রের একটি লোককে নবী (সঃ) যাকাত আদায়কারীরূপে নিযুক্ত করলেন। সে তা আদায় করে ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনার। আর এগুলো আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে। তখন নবী (সঃ) বললেন, তবে সে কেন তার পিতার বা মায়ের ঘরে বসে থাকল না? তাহলে দেখা

যেত তাকে উপহার পাঠান হয় কি না? সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই যাকাতের অর্থ থেকে যে-ই কিছু গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সেগুলো সে ঘাড়ে বহন করে আনবে। উট হলে তা উটের মত চীৎকার করে বলতে থাকবে (যে, আমি সদকার অর্থ)। এরপর তিনি তাঁর দুই হাত এতটা উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিতে পেরেছি, হে আল্লাহ আমি কি পৌছিয়েছি? তিনি তিনবার এরূপ বললেন।

১৭-অনুচ্ছেদঃ কেউ যদি কোন জিনিস দান করে কিংবা দান করার ওয়াদা করে তা হস্তান্তর করার আগেই মরে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান কি হবে? উবাইদা (রা) বলেছেন, দানকারী যাকে দান করা হয়েছে তার জীবদ্দশায় যদি দানকৃত সম্পদকে পৃথক করে দিয়ে মরে যায় তবে তা (যাকে দান করা হয়েছে) তার ওয়ারিশদের হক হবে। আর পৃথক না করে থাকলে দানকারীর ওয়ারিশদের হবে। হাসান বসরী বলেছেন, যাকে দান করা হল তার পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি যদি উক্ত সম্পদ নিজ অধিকারে নিয়ে থাকে, তাহলে উভয়ের মধ্যে যে-ই মারা যাক না কেন, যাকে দান করা হয়েছে তার ওয়ারিশগণই উক্ত সম্পদের মালিক হবে।

২৬.৭-عَجَابِي قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتَكَ هَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوَفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَاتَيْنَهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَدَنِي فَحُتِيَ لِي ثَلَاثًا -

২৪০৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে বলেছিলেন, বাহরাইন থেকে যদি মাল আসে তাহলে আমি তোমাকে এত (দু'হাত দিয়ে দেখিয়ে অর্থাৎ অনেক) পরিমাণ মাল দেব। এভাবে তিনি তিনবার বলেছিলেন। কিন্তু (বাহরাইন থেকে) মাল আসার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আবু বাকর (খলীফা নির্বাচিত হয়ে) একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে বললেন। সে ঘোষণা করল, নবী (সঃ) কাউকে ওয়াদা দিয়ে থাকলে অথবা কারো কাছে ঋণী থাকলে সে যেন আমার (আবু বাকর) কাছে আসে জাবের (রা) বলেন, আমি তাঁর (আবু বাকর) কাছে গিয়ে বললাম, নবী (সঃ) বাহরাইন থেকে মাল আসলে আমাকে ওয়াদা করেছিলেন। একথা শুনে আবু বাকর (রা) আমাকে দু'হাত তর্জি করে তিনবার দিলেন।

১৮-অনুচ্ছেদঃ দানকৃত গোলাম বা অন্য জিনিস কিভাবে নিজের দখলে আনতে হবে। ইবনে উমর (রা) বলেছেনঃ আমি একটি অবাধ্য উটের পিঠে সওয়ার ছিলাম। নবী (সঃ) সেটি কিনে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! ওটি এখন তোমার।

২৬১.-عَنِ الْمُسَوِّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَّةً وَلَمْ يُعْطَ

مَخْرَمَةً مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةٌ يَا بَنِيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ
مَعَهُ فَقَالَ أُدْخِلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَانًا
هَذَاكَ قَالَ فَتَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةٌ -

২৪১০. মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের মধ্যে কিছু রেশমী আলখাল্লা বন্টন করলেন। কিন্তু মাখরামাকে তা থেকে কিছুই দিলেন না। পরে মাখরামা তাঁর পুত্র (মিসওয়্যার)-কে বলেন, আমার সাথে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে চল। আমি তার সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন, তিতরে গিয়ে তাকে (সঃ) আমার কথা বলে ডাক। সুতরাং আমি (ভেতরে) গিয়ে ডাকলে তিনি বেরিয়ে আসলেন। সেই সময় তাঁর পরিধানে ছিল উক্ত আলখাল্লাগুলোর একটি। তিনি বললেন, এটি আমি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, মাখরামা সেটি তাকিয়ে দেখলেন এবং খুশী হলেন।

১৯ - অনুচ্ছেদঃ কেউ কাউকে কোন জিনিস দান করলে গ্রহিতা যদি 'গ্রহণ করলাম' না বলেই তা কজা করে।

٢٤١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ
وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمْضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ
أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ
لَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ إِذْهَبْ بِهَذَا
فَتَصَدِّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَا بَيْنَهَا
أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ مِنَّا قَالَ إِذْهَبْ فَأُطْعِمَهُ أَهْلَكَ -

২৪১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? সে বললঃ রমযান মাসে আমি স্ত্রী সহবাস করেছি। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি কোন ক্রীতদাস যোগাড় করতে পারবে কিনা? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি বিরামহীনভাবে দুইমাস রোযা রাখতে পারবে কি? সে বলল, না। তিনি আবার বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে এবারও বলল, না। ইতিমধ্যে এক আনসার এক আরাক খেজুর নিয়ে আসল। আরাক হল নিদিষ্ট মাপের ঝুরি যার মধ্যে খেজুর ছিল। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের চাইতে অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে কি? সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন! দুই কংকরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানে (মদীনায়)

আমার চাইতে অতাবী আর কেউ নেই। নবী (সঃ) বললেনঃ যাও, এগুলো নিয়ে তোমার পরিবারের লোকদেরকে খাওয়াও।

২০ - অনুচ্ছেদঃ পাওনা মাফ করে দেয়া। হাকাম (র) বলেছেন, তা জায়েয। হাসান ইবনে আলী (রা) নিজের ঋণ আদায় করার দায়িত্ব এক ব্যক্তিকে দান করেছিলেন। নবী (সঃ) বলেছেন, যার ওপর কারো হক আছে সে হয় তা আদায় করবে নয় হকদারের নিকট থেকে অব্যাহতি চেয়ে নেবে। জাবের (রা) বলেছেন, আমার পিতা এমন অবস্থায় শহীদ হলেন যে, তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সুতরাং নবী (সঃ) তাঁর পাওনাদারদেরকে আমার বাগানের খেজুরের বিনিময়ে আমার পিতাকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দিতে বললেন।

২৬১২- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمْتُهُ فَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيَحْلِلُوا أَبِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَائِطِي وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَلَكِنْ قَالَ سَأَعُوْ عَلَيْكَ فَعَدَا عَلَيْنَا حَتَّى أَصْبَحَ فُطَافٌ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدَتْهَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ إِسْمَعُ وَهُوَ جَالِسٌ يَاعُمَرُ فَقَالَ أَلَا يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

২৪১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জানিয়েছেন, ওহদ যুদ্ধে তাঁর পিতা শাহাদাত লাভ করলে ঋণদাতারা তাদের হক আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা শুরু করল। তাই আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে (সব কিছু) বললাম। তিনি কর্জদাতাদেরকে আমার বাগানের ফলের বিনিময়ে আমার পিতাকে কর্জ থেকে অব্যাহতি দেয়ার আহবান জানালে তারা অস্বীকৃতি জানাল। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে আমার বাগান দিলেন না এবং তারা এর ফলও আহরণ করতে পারল না। বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আগামী কাল সকালেই আমি তোমার কাছে আসছি। জাবের (রা) বলেন, পরদিন সকালেই তিনি আমাদের কাছে আসলেন এবং খেজুরের গাছসমূহ ঘুরে ঘুরে দেখে ফলে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর আমি ফল উঠিয়ে তাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করলাম এবং তারপরও কিছু ফল থেকে গেল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসব বিষয় জানালাম। তিনি তখন উপবিষ্ট ছিলেন। সে সময় উমরও বসে ছিলেন। তিনি উমরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে উমর শোন। উমর (রা) বললেন, আমরা পূর্ব হতে জানি যে আপনি আল্লাহর রসূল, হী, অবশ্যই আপনি আল্লাহর রসূল।

২১ - অনুচ্ছেদঃ এক ব্যক্তি কর্তৃক একদল লোককে দান করা। আসমা (রা) কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও ইবনে আবু আতীককে বলেছিলেন, আমি আমার বোন আয়েশার

উত্তরাধিকারী হিসেবে গাবা নামক স্থানে কিছু জায়গা (ভূমি) পেয়েছি এবং মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) এর বিনিময়ে আমাকে একলক্ষ দিরহাম দিয়েছেন। এ সম্পদ তোমাদের দুইজনের জন্য।

২৬১৩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ إِنْ أَذِنْتَ لِي أُعْطِيتُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَوْثَرِ بَنِيصِيئِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا قَتَلَهُ فِي يَدِهِ -

২৪১৩. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) -এর কাছে কিছু পানীয় বস্তু আনা হলে তিনি (তা থেকে) পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একজন অল্প বয়স্ক ছেলে (ইবনে আব্বাস), আর বাম দিকে ছিলেন বৃদ্ধেরা (আবু বাকরও তাদের মধ্যে ছিলেন)। নবী (সঃ) যুবকটিকে বললেন, তুমি অনুমতি দিলে এদেরকে (বামের বৃদ্ধদেরকে) দিতে পারি। ছেলেটি বলল, আপনার থেকে আমার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। নবী (সঃ) তখন সেটি তার হাতের ওপর রেখে দিলেন।

২২ - অনুচ্ছেদ: দখলকৃত ও দখলকৃত নয় এবং বটনকৃত ও বটনকৃত নয় এমন সম্পদ হেবা (দান) করা। নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ যুদ্ধলব্ধ অবশিষ্ট অর্থ-সম্পদ হাওয়াযিন গোত্রকে দান করে দিয়েছেন।

২৬১৪- عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَايَ وَزَادَنِي -

২৪১৪. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মসজিদে নবী (সঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে আরো অতিরিক্ত কিছু আমাকে দিলেন।

২৬১৫- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرًا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ أَنْتَ الْمَسْجِدُ فَصَلَّ رَكَعَتَيْنِ فَوَزَنَ قَالَ شُعْبَةُ أَرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحُ فَمَا زَالَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ -

২৪১৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে একটি উট বিক্রি করলাম। আমরা মদীনা পৌছলে তিনি বললেন, মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় কর। তারপর তিনি আমাকে ওজন করে (উটের মূল্য) দিলেন। শো'বা বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, ওজন পেওনার বেশী করে দিলেন। হাররার ঘটনার সময় সিরিয়াবাসীরা আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে না নেয়া পর্যন্ত ঐ অর্থের কিছু না কিছু সব সময়ই আমার কাছে ছিল।

২৬১৬- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ

وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ لَا أُؤْتِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا فَتَلَّاهُ فِي يَدِهِ -

২৪১৬. সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ)-এর কাছে কিছু পানীয় আনা হল। তাঁর ডান দিকে ছিল একজন অল্প বয়স্ক ছেলে আর বাম দিকে ছিলেন কিছু সংখ্যক প্রবীণ লোক। নবী (সঃ) ছেলেটিকে বললেনঃ এদেরকে (প্রথম) দেয়ার অনুমতি দিবে? সে বলল, না, আল্লাহর শপথ! আপনার (খুটা) থেকে আমার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। তখন নবী (সঃ) সেটি তার হাতের ওপর সজোরে রেখে দিলেন।

٢٤١٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَيْنٌ فَهُمْ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ سِنًا فَأَعْطَوْهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ سِنًا إِلَّا سِنًا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنَتِهِ قَالَ فَاشْتَرَوْهَا فَأَعْطَوْهَا إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً -

২৪১৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তির রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ঋণ পাওনা ছিল। (সে তা আদায় করার জন্য অশিষ্ট আচরণ করলে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ তাকে শাস্তি দিতে সংকল্প করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ওকে ছাড়। কেননা পাওনাদার বা হকদার এরূপ কথাই বলে থাকে। তিনি বরং সাহাবাদেরকে বললেন, এক বছর বয়সের একটি উট খরিদ করে তাকে দিয়ে দাও। সাহাবারা বললেন, আমরা এ বয়সের কোন উট পাচ্ছি না, বরং এর চাইতে বেশী বয়সের পাচ্ছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, ওটিই কিনে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচাইতে উত্তম যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে থাকে।

২৩ - অনুচ্ছেদঃ কয়েক ব্যক্তি মিলে একদল লোককে বা এক ব্যক্তি একদল লোককে দান করা জায়েয।

٢٤١٨- عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّارَنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِيَ مَنْ تَرَوْنَ وَآحِبُّ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقِهِ فَاخْتَرُوا أَحَدَى الطَّائِفِينَ إِمَامًا لِسَبْيِ وَإِمَامًا لِمَالٍ وَقَدْ كُنْتُ إِسْتَأْنَيْتُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْتَظِرُهُمْ بِضَعِ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ

قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبِيْنًا فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ
 أَمَا بَعْدُ فَإِنِ إِخْوَانُكُمْ هَؤُلَاءِ جَاءُوا تَانِيَيْنَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ أَرْدَ إِلَيْهِمْ سَبِيْنَهُمْ فَمَنْ
 أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيَّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِطْلِهِ حَتَّى نَعْطِيَهُ إِيَّاهُ
 مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيِّبْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ
 إِنَّا لَا نَذَرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ
 أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ
 طَيَّبُوا وَأَذِنُوا وَهَذَا الَّذِي بَلَّغْنَا مِنْ سَبِيِ هَوَازِنَ -

২৪১৮. মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়াল ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
 (হাওয়াযিনি গোত্রের সাথে যুদ্ধের পর) হাওয়াযিনি গোত্রের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ
 করে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে তাদের অর্থ সম্পদ ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন
 জানালে নবী (সঃ) বললেন, (আমি তো একা নই) তোমরা দেখছ আমার সাথে আরো
 লোক আছে। সত্য ও স্পষ্ট কথাই আমার কাছে বেশী প্রিয়। দু'টি জিনিসের যে কোন
 একটিকে তোমরা গ্রহণ কর। হয় অর্থ-সম্পদ গ্রহণ কর, নয় বন্দীদের গ্রহণ কর। আমি
 এজন্যই বন্দীদের বটনের ব্যাপারে বিলম্ব করেছিলাম (যে, তোমরা আসবে)। বর্ণনাকারী
 বলেন, নবী (সঃ) তায়েফ থেকে ফেরার সময় দশ রাতের (দিনের)-ও বেশী তাদের জন্য
 অপেক্ষা করেছিলেন। এভাবে তাদের কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী (সঃ) দু'টির যে
 কোন একটির অধিক ফিরিয়ে দিবেন না তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদের
 ফেরত নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। নবী (সঃ) মুসলমানদের মধ্যে দাড়িয়ে আল্লাহর
 যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর বললেন, তোমাদের এই ভাইয়েরা তওবা করে মুসলমান
 হয়ে আমাদের কাছে এসেছে এবং আমি তাদের বন্দীদের তাদের কাছে ফেরত দিতে
 মনস্থ করেছি। সুতরাং তোমরা যারা এই সিদ্ধান্ত উত্তম মনে কর, তারা তদনুযায়ী কাজ
 কর। আর যারা নিজের অংশের অধিকার ছাড়তে রাজি নও, তাদের আমি এরপর আল্লাহ
 সর্বপ্রথমেই ফাই (বিনা যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পদ)-এর যে অর্থ আমাকে দান
 করবেন, তা থেকে ঐ ব্যক্তির এই অংশ আমি পূরণ করে দেব এই শর্তে (এই সিদ্ধান্ত
 মোতাবেক) কাজ কর। লোকেরা সবাই বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা উত্তম মনে
 করে ও খুশী হয়ে তাদের স্বার্থে আপনার কথা গ্রহণ করলাম। নবী (সঃ) তাদের বললেনঃ
 আমি তো জানতে পারছি না, তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিল এবং কে দিল না। তোমরা
 ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতারা তোমাদের এই ব্যাপারটা আমার সাথে আলোচনা
 করবে। সমস্ত লোক চলে গেল এবং তাদের নেতারা তাদের সাথে আলোচনা করে নবী
 (সঃ)-এর কাছে এসে জানাল যে, সবাই খুশী মনে ও উত্তম মনে করে এ ব্যাপারে
 অনুমতি দিয়েছে। হাওয়াযিনি বন্দীদের সম্পর্কে আমরা এতটুকু ঘটনাই অবহিত আছি।

আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রা) বলেছেন, “হাওয়াযিন বন্দীদের সম্পর্কে আমরা এতটুকু ঘটনাই অবহিত আছি” শেষের এই কথাটুকু ইমাম যুহরীর।

২৪ - অনুচ্ছেদঃ কাউকে কিছু দান করার সময় যদি তার সংগীরাও তার সাথে উপস্থিত থাকে তবে তা (দানকৃত বস্তু) ঐ ব্যক্তিরই হবে। ইবনে আবাস (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, সংগীরাও এর অংশীদার হবে বলে তিনি মত পোষণ করতেন, কিন্তু তা ঠিক নয়।

২৪১৭ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًا فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً -

২৪১৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক বছর বয়সের একটি উট ধারে নিয়েছিলেন। উটের মালিক উটের তাগাদা করতে এসে কঠোর ও রক্ষ ব্যবহার করলে তিনি তার উটের চাইতে উত্তম একটি উট দিয়ে ঋণ আদায় করলেন এবং সাহাবীদের বললেন, উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধকারী ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে উত্তম।

২৪২০ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكَانَ عَلَى بَكْرِ لِعَمْرٍ صَغْبٍ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَقُولُ أَبُوهُ يَاعَبْدَ اللَّهِ لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِغْيِهِ فَقَالَ عُمَرُ هُوَكَ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ هُوَكَ يَاعَبْدَ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ -

২৪২০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে উমরের একটি অবাধ্য ও বেয়াড়া উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। উটটি (কোন সময়) নবী (সঃ)-এর (উটের) আগে চলে যাচ্ছিল। আর তখনি উমর (রা) ডেকে বলছিলেন, হে আবদুল্লাহ! নবী (সঃ)-এর আগে আগে কেউ যেতে পারে না। নবী (সঃ) তাঁকে (উমরকে) বললেন, ওটিকে আমার কাছে বিক্রি কর। উমর (রা) বললেন, ওটি তো আপনারই। সুতরাং নবী (সঃ) সেটি কিনে বললেন, হে আবদুল্লাহ! ওটি তোমার, অতএব ওটা দ্বারা যা ইচ্ছে করতে পার।

২৫ - অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তিকে সে যে উটের পিঠে আরোহণ করে আছে সেটি দান করা জায়েয। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, নবী (সঃ)-এর সাথে এক সফরে আমি একটি বেয়াড়া উটের ওপর সওয়ার ছিলাম। নবী (সঃ) উমর (রা)-কে বললেনঃ ওটা আমার কাছে বিক্রি কর। উমর সেটাকে বিক্রি করে দিলেন। নবী (সঃ) বললেনঃ হে আবদুল্লাহ! ওটা এখন তোমার।

২৬ - অনুচ্ছেদঃ এমন কিছু উপহার দেয়া যা পরিধান করা নিষিদ্ধ।

২৬২১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَلَوْ قَدْ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ حُلٌّ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً قَالَ أَكْسَوْتَنِيهَا وَقُلْتُ فِي حُلَّةٍ عَطَارِدٍ مَا قُلْتُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لَتَلْبَسَهَا فَكَسَا عُمَرُ أَخَاهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا -

২৪২১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের সামনে একজোড়া রেশমী কাপড় বিক্রি হতে দেখে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই জোড়া খরিদ করলে আপনি জুমুআ ও প্রতিদিন আসার দিন পরিধান করতে পারতেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ঐসব কাপড় তারাই পরিধান করে আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই। এরপর কিছু রেশমী কাপড় আসলে তিনি (সঃ) তা থেকে উমর (রা)-কে একজোড়া কাপড় দান করলেন। উমর (রা) আরয় করলেন, (হে আল্লাহর রসূল,) আমাকে পরিধান করার জন্য এই কাপড় দিয়েছেন? অথচ রেশমী কাপড় সম্পর্কে আপনি এরূপ বলেছিলেন। তিনি (সঃ) বললেনঃ তোমাকে পরিধান করার জন্য আমি এই কাপড় দেইনি। সুতরাং উমর (রা) মক্কায় বসবাসকারী তাঁর এক মুশরিক ভাইকে উক্ত কাপড় পাঠিয়ে দিলেন।

২৬২২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَجَاءَ عَلَى فُذُكْرَتٍ لَهُ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنْيَا فَاتَّأَمَّا عَلَى فُذُكْرٍ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ تُرْسِلُ بِهِ إِلَى قُلَانٍ أَهْلَ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ -

২৪২২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) (একদিন) ফাতেমা (রা)-র বাড়ীতে আসলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না (ভিতরে প্রবেশ না করেই ফিরে গেলেন)। আলী (রা) আসলে ফাতেমা (রা) তাঁকে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। তিনি (আলী) আবার নবী (সঃ)-এর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করলে নবী (সঃ) বললেনঃ আমি তাঁর ঘরের দ্বারে ছবিযুক্ত পর্দা লটকানো দেখেছি। এরপর বললেন, দুনিয়া ও তার সাজসজ্জায় আমার কি প্রয়োজন? আলী (রা) ফাতেমার কাছে এসে এসব জানালেন। ফাতেমা (রা) বললেন, ঐগুলোর ব্যাপারে কি করতে হবে তাঁর ইচ্ছামত আমাকে নির্দেশ

দান করুন। নবী (সঃ) বলে পাঠালেন, অমুক পরিবারের লোকদের কাছে পাঠিয়ে দাও, তাদের তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। ৫

২৬২২- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلَّةٌ سِرَاءٌ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي -

২৪২৩. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে একজোড়া রেশমী কাপড় উপহার পাঠিয়েছিলেন। আমি তা পরিধান করলে নবী (সঃ)-এর চেহারা অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করলাম। তাই আমি ঐ কাপড় আমার আত্মীয়া মেয়েদের মধ্যে বন্টন করে দিলাম।

২৭ - অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের হাদিয়া (উপহার) গ্রহণ করা। আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করে এমন একটি জনপদে উপনীত হলেন যেখানে একজন বাদশাহ বা অত্যাচারী লোক ছিল। সে (বাদশাহ বা যালেম লোকটি) বলল, তাকে (সারাকে) উপহার হিসেবে আজরা (হাজেরা)-কে দান করে দাও। নবী (সঃ)-কে একটি (রান্নাকৃত) বিষাক্ত বকরী উপহার দেয়া হয়েছিল। আবু হুমেইদ বর্ণনা করেছেন, আয়লার শাসক নবী (সঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাকে একখানা চাদর দিয়েছিলেন এবং সেখানকার শাসক হিসেবে সনদ লিখে দিয়েছিলেন।

২৬২৪- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ جَبَّةٌ سُنْدُسٌ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِلٍ سَعْدٍ بَنٍ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا -

২৪২৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-কে একটা রেশমী জুবা উপহার দেয়া হয়েছিল। অথচ তিনি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। সেটা দেখে লোকেরা খুব খুশী হলে তিনি বললেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! বেহেশতে সা'দ ইবনে মু'আযের রুমাল এর চাইতে বহু গুণে উৎকৃষ্ট হবে।

৫. দুনিয়ার সাজসজ্জা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। বরং অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে ইসলাম সর্ব ক্ষেত্রেই অপসন্ন করেছে। সমাজে যদি কিছু মানুষ এমন থাকে যারা লজ্জা নিবারণের জন্য এক খণ্ড বস্ত্র পাচ্ছে না, তাদের এই অভাব দূর করার পূর্বে বাড়ীর দরজা-জানালায় বিনা প্রয়োজনে পর্দা লটকানো ইসলামের দৃষ্টিতে সঙ্গত নয়। তাই রনুশুত্ৰাহ (সঃ) ফাতেমা (রা)-র বাড়ীর দরজার পর্দার কাপড় এমন একটা পরিবারে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, যাদের বস্ত্রের অভাব ছিল অত্যন্ত তীব্র।

۲৬২০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِئَءَ بِهَا فَقِيلَ أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا : فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৪২৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) এক ইহুদী নারী নবী (সঃ)-এর কাছে বকরীর বিষমাখা গোশত উপহার হিসেবে নিয়ে আসলে তিনি তা থেকে কিছু খেয়েছিলেন। পরে তাকে নবী (সঃ)-এর কাছে আনা হলে নবী (সঃ)-কে বলা হল, আপনি কি তাকে হত্যা করবেন না? তিনি বললেন, না। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ)-এর (মুখ গহবরের) তালুতে বিবিক্রিয়ার লক্ষণ বরাবরই লক্ষ্য করতাম। ৬

۲৬২৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَأَذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوَهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةٌ قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَأَشْتَرِي مِنْهُ شَاةً فَصَنَعْتُ وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يَشْوَى وَيَأْتِيَ اللَّهُ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ حُرَّةٌ مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا فَقَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ -

২৪২৬. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ কোন এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে আমরা এক'শ ত্রিশ জন লোক ছিলাম। নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কারো কাছে কোন খাবার আছে কি? দেখা গেল এক ব্যক্তির সাথে এক সা' অথবা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য (আটা) আছে। রুটি তৈরী করার জন্য আটা গোলানো হল। এ সময় দীর্ঘকায় অবিন্যস্ত চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক ব্যক্তি একপাল বকরী নিয়ে আসলে নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বেচবে না উপহার দেবে অথবা দান করবে? সে বলল, না আমি এগুলো বিক্রি করব। নবী (সঃ) তার নিকট থেকে একটা বকরী কিনে নিলেন এবং সেটিকে জবেহ করা হল। নবী (সঃ) এর কলিজা ভাজতে নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর শপথ!

৬. বিষমাখা গোশতের ঘটনা নবী (সঃ)-এর খায়দার অভিযানকালে সংঘটিত হয়। নবী (সঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক ইহুদী নারী বকরীর গোশত ভাজা করে তাতে বিষ মিশিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে উপহার পাঠায়। গোশত খেয়ে বিশ্বের প্রতিক্রিয়া নবী (সঃ)-এর তালুতে সেবা দেয় তবে বড় রকমের কোন ক্ষতি হয়নি, তবে তার তিনজন সংগী এতে নিহত হন। অবশ্য শেষ জীবনে এর প্রতিক্রিয়া তিনি অনুভব করতেন এবং যত্ন শয্যায় তিনি এ বিষয়ে বলতেন।

একশ ত্রিশ জনের মধ্যে কেউই এমন থাকল না যাকে তিনি কলিজার এক টুকরা দিলেন না। উপস্থিত থাকলে তাকে তখনই দিলেন আর অনুপস্থিতদের জন্য সরিয়ে রাখলেন। আর গোশত দু'টি পাত্রে ভাগ করলেন। সবাই খেল। আমরা তো খেয়ে পরিতৃপ্ত হলাম। এরপরও দু'টি পাত্রে কিছু বাড়তি গোশত থেকে গেল। ঐগুলোকে আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে যাত্রা করলাম অথবা অনুরূপ কিছু করলাম।

২৮-অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের হাদিয়া (উপহার) দেওয়া। মহান আল্লাহর বাণীঃ

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرُجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقَاتِلُوا فِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ -

“যেসব মুশরিক দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে নিজেদের দেশ (ঘরবাড়ী) থেকে উৎখাত করে না তাদের প্রতি ইহসান করতে এবং তাদের সাথে সুবিচারমূলক ব্যবহার প্রদর্শন করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ সুবিচারকারীগণকে ভালবাসেন।”

২৬২৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ حَلَّةً عَلَى رَجُلٍ تَبَاعَ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِبْتِغْ هَذِهِ الْحَلَّةَ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلٍّ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحَلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتُ فِيهَا مَا قُلْتُ قَالَ إِنِّي لَمْ أَكْسُهَا لِتَلْبَسُهَا تَتَّبِعُهَا أَوْ تَكْسُوَهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ أَخْلَعَ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ -

২৪২৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর (রা) এক ব্যক্তিকে রেশমী কাপড় বিক্রি করতে দেখে নবী (সঃ)-কে বললেন, আপনি এই কাপড় জোড়া খরিদ করুন, জুমুআ ও প্রতিনিধি দল আসার দিন পরিধান করবেন। নবী (সঃ) বললেনঃ এ ধরনের কাপড় একমাত্র তারাই পরিধান করতে পারে, আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই। পরে এ ধরনের কয়েক জোড়া কাপড় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আনা হলে তিনি তার (মধ্য হতে) এক জোড়া উমরকে পাঠিয়ে দিলেন। উমর (রা) বললেন, কেমন করে আমি এ কাপড় পরিধান করতে পারি? কেননা আপনি এ সন্দেশে খুব কঠোর কথা বলেছেন। নবী (সঃ) বললেন, আমি তোমাকে এ কাপড় পরিধান করার জন্য পাঠাইনি, বরং এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি তা বিক্রি করে দেবে বা অন্য কোন অভাবী লোককে দান করবে। সুতরাং উমর (রা) তাঁর মক্কাবাসী এক তাইয়ের কাছে তা পাঠিয়ে দিলেন যে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি।^৭

৭. এই লোকটি ছিল হযরত উমর (রাঃ)-এর দুধভাই উসমান ইবনে হাকীম। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে; মুশরিকদেরকেও উপহার-উপঢৌকন দেওয়া যায়।

২৪২৮- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّی وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُ أُمِّی قَالَ نَعَمْ صِلِی أُمَّکَ -

২৪২৮. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে আমার মা আমার ইসলাম গ্রহণের পরে এক সময় আমার কাছে আসলেন। তখনও তিনি মুশরিক ছিলেন। (তার সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে) এ বিষয়ে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জানতে চাইলাম। আমি বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট। সুতরাং আমি কি আমার মায়ের সাথে উত্তম আচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে উত্তম আচরণ কর।

২৯-অনুচ্ছেদঃ সদকা বা দান কিরিয়ে নেয়া কারো জন্যেই বৈধ নয়।

২৪২৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِی هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِی قَبْلِهِ -

২৪২৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, দান করে তা প্রত্যাহারকারী বমি করে ভক্ষণকারীর মত।

২৪৩০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِی هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِی قَبْلِهِ -

২৪৩০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। দান করে যে ব্যক্তি আবার তা প্রত্যাহার করে নেয় সে এমন কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে।

২৪৩১- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِی سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرِّهِمْ وَاحِدٍ فَأَوَّا الْعَائِدُ فِی صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِی قَبْلِهِ -

২৪৩১. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ঘোড়া আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর রাহে আরোহণ করার জন্য দান করলাম। কিন্তু তার কাছে ঘোড়াটি থাকাকালে সে ওটিকে ঘাস পানি ঠিকমত না দিয়ে প্রায় ধ্বংস করে ফেলল। তাই আমি আবার ঘোড়াটিকে তার নিকট থেকে খরিদ করে নেয়ার ইচ্ছা করলাম। আমি

মনে করলাম, সে সন্তায়ই হয়ত সেটা বিক্রি করবে। সুতরাং এ ব্যাপারে আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এক দিরহামেও যদি ওটা সে তোমাকে দেয় তবুও তুমি খরিদ করবে না। কেননা সদকা প্রত্যাহারকারী বমি করে তা ভক্ষণকারী কুকুরের ন্যায়।

৩০-অনুচ্ছেদঃ

২৬২২- عَنْ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ إِدْعَاؤَ بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَا عَطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةٍ فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ -

২৪৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে জুদআনের আযাদকৃত দাস সুহাইবের সন্তানরা দু'টি ঘর ও একটি কামরার অধিকার দাবী করে বলল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সেগুলো সুহাইবকে দান করেছিলেন। (একথা শুনে) মারওয়ান বলল, এ ব্যাপারে তোমাদের কোন সাক্ষী আছে কি? তারা বলল, ইবনে উমর (রা) সাক্ষী আছেন। মারওয়ান ইবনে উমরকে ডেকে পাঠালে তিনি এসে সাক্ষ্য দিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সুহাইবকে দু'টি ঘর ও একটি কামরা দান করেছেন। সুতরাং তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মারওয়ান তাদের অনুকূলে রায় প্রদান করলেন।

৩১-অনুচ্ছেদঃ উমরা (মৃত্যু পর্যন্ত ভোগদখলের জন্য কাউকে কিছু দান করা) ও রুকবা (মৃত্যুকে শর্ত করে কাউকে ঘর বা বাড়ী দান) করা। (যেমন কেউ অন্য একজনকে বলল, আমি আমার এই বাড়ীটা এই শর্তে তোমাকে বসবাসের জন্য দান করলাম যে, তুমি আগে মৃত্যুবরণ করলে বাড়ীটা আমার হয়ে যাবে। আর যদি আমি আগে মৃত্যুবরণ করি তাহলে তোমার হয়ে যাবে।) এ সম্পর্কে হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে। কেউ যদি একথা বলে যে, সারা জীবন বসবাসের জন্য তোমাকে আমি বাড়ী দান করলাম, একে বলে উমরা। আর যদি কেউ বলে, তোমাকে এই ঘর বসবাস করতে দিলাম এটাকে বলে রুকবা।^৮

২৬২৩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمُرَى أَنَّهَا لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ -

২৪৩৩. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) উমরা সম্পর্কে এই মীমাংসা করেছেন যে, যাকে তা দেয়া হয়েছে তারই মালিকানা বহাল থাকবে।

২৬২৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمُرَى جَانِزَةٌ -

৮. কাউকে কোন জিনিস তার জীবদ্দশা পর্যন্ত ভোগদখল করতে দিলে তাকে বলে উমরা (জীবনবৃত্ত)। কেউ কোন জিনিস কাউকে দান করার সময় বলল, তুমি আমার আগে মারা গেলে আমিই এর মালিক হব আর আমি তোমার আগে মারা গেলে তুমি হবে এর মালিক, একে বলে রুকবা।

২৪৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, উমরা (জীবনস্বত্ব) জায়েয।

৩২-অনুচ্ছেদঃ ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কিছু খার নেয়া।

২৪৩৫. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ فَرَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ۖ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمُنْتَوْبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا -

২৪৩৫. কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, (এক সময়ে শত্রুর আক্রমণের ভয়ে) মদীনাতে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি হলে নবী (সঃ) আবু তালহার 'মানদুব' নামক ঘোড়াটি ধার নিলেন। অতঃপর তাতে আরোহণ করলেন। [এবং (গোটা মদীনা টহল দিয়ে) ফিরে এসে বললেন, ভীত বা সন্ত্রস্ত হওয়ার মত কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় (সচ্ছল গতি বিশিষ্ট) পেলাম।

৩৩-অনুচ্ছেদঃ নব দম্পতির বাসর রাতে ব্যবহারের জন্য কিছু খার নেয়া।

২৪৩৬. عَنْ أَيْمَنَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعُ قَطْرِ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتْ ارْفَعْ بَصْرَكَ إِلَى جَارِيَتِي أَنْظُرِ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهِى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ۖ فَمَا كَانَتْ امْرَأَةً تَقِينُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلْتُ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ -

২৪৩৬. আয়মান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এক সময় আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা সূতার একটা কামিজ পরিধান করে আছেন। তিনি বললেন, আমার এই দাসীটাকে একটু চোখ তুলে দেখ, বাড়ীতেও সে এটি ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে আমার ঐ রকমই একটা কামিজ ছিল। লোক পাঠিয়ে আমার নিকট থেকে ওটা না নিলে বিয়ের সময় মদীনার কোন মেয়েকেই সাজান হত না।

৩৪-অনুচ্ছেদঃ দুধ পানের জন্য উট বা বকরী দান করার মর্যাদা।

২৪৩৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ قَالَ نِعَمُ الْمَنِيحَةِ اللَّيْحَةُ الصِّفَى مِثْلُهَا وَالشَّاةُ الصِّفَى تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرَوْحُ بِإِنَاءٍ -

২৪৩৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দুধবতী উট্টী এবং দুধবতী বকরী যা সকালে এক পাত্র ভর্তি এবং বিকালে এক পাত্র ভর্তি দুধ দান করে উপহার হিসেবে কতই না উত্তম।

۲۲۳۸- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْنِي شَيْئًا وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثَمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلِّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمْ الْعَمَلَ وَالْمُؤْنَةَ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَنَسٍ أُمُّ سَلِيمٍ كَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرٍّ طَلْحَةَ ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِدَاقًا فَأَعْطَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَّغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَاحِيَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثَمَارِهِمْ فَردَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُمِّهِ عِدَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بِهَذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ -

২৪৩৮. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাজিরগণ যে সময় মক্কা থেকে মদীনা আসলেন তখন তাদের কাছে কিছুই ছিল না। কিন্তু আনসারগণ ভূমি ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন। আনসারগণ তাদের ভূমি ও সম্পদ এই শর্তে মুহাজিরদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দিলেন যে, প্রতি বছর তারা এর উৎপন্ন ফল ও ফসল একটা পরিমাণ মত তাদেরকে (আনসার) প্রদান করবে এবং শ্রম ও মজুরীর কাজ মুহাজিরগণ করবেন। আনাসের মা উম্মে সুলাইম (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহারও মা ছিলেন। এই আনাস ইবনে মালেকের মা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কয়েকটি খেজুর গাছ দিয়েছিলেন। নবী (সঃ) আবার সেগুলো তার আযাদকৃত দাসী উসমান ইবনে যায়েদের মা উম্মে আয়মানকে দিয়েছিলেন। ইবনে শিহাব (র) বর্ণনা করেছেন, আনাস (রা) আমাকে জানিয়েছেন, খায়বরবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করে নবী (সঃ) যে সময় মদীনা ফিরে আসলেন, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের দেয়া ফল ও সম্পদসমূহ ফিরিয়ে বা পরিশোধ করে দিলেন। সুতরাং নবী (সঃ)-ও আনাসের মাকে তার দেয়া খেজুর গাছগুলো ফেরত দিলেন এবং এর পরিবর্তে উম্মে আয়মানকে নিজের বাগান থেকে কয়েকটি গাছ দান করলেন। ৯

۲۴۳۹- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَآمِنٌ عَامِلٌ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءُ ثَوَابِهَا وَتَصَدِيقُ مَوْعُودِهَا

৯. ইমাম বুখারী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইসমাইল ও মালেকের মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাতে “আল-মানহাতু” শব্দের পরিবর্তে “নিমাস-সাদাকাহ” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কতই না উত্তম সাদকা।

إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْتَنُ مَا لُونُ مَنِحَةً الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ
وَتَشْمِثِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ
خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً -

২৪৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ চল্লিশটি উন্নত স্বভাব আছে যার মধ্যে কাউকে বকরী দান করা সবচাইতে উচ্চ ও উন্নত মানের স্বভাব। সওয়াবের আশায় ও আল্লাহর ওয়াদাকে সত্য জেনে যে কোন ব্যক্তি এর যে কোন একটি স্বভাবের ওপর আমল করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাসসান (রাঃ) বলেন, বকরী দান করা ছাড়া আমরা স্বভাবগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোকে গণনা করলাম তা হল, সালামের জবাবদান, হাচির জবাবদান, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া এবং অনুরূপ আরো কয়েকটি। কিন্তু পনরটি স্বভাবের অধিক গণনা করতে আমরা সক্ষম হলাম না।

২৪৪০. - عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ لِرَجَالٍ مَنَا فُضُولُ أَرْضَيْنِ فَقَالُوا نَوَاجِرُهُمَا بِالثُّلُثِ
وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ -

২৪৪০. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের কিছ্ সংখ্যক লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি ছিল। তারা নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি ঐসব ভূমি উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ কিংবা অর্ধাংশের বিনিময়ে (চাষাবাদ করতে) দিব? নবী (সঃ) বললেন, যার ভূমি আছে, হয় সে নিজে তা চাষাবাদ করবে অথবা তার ভাইকে দান করবে। যদি এতে রাজি না থাকে, তবে আবাদ না করে ফেলে রাখবে।

২৪৪১. - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهَجْرَةِ
فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْهَجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَنْعُطِي
صَدَقْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا قَالَ
نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلِي مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا -

২৪৪১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী (সঃ)-এর নিকট এসে হিজরত সম্পর্কে জানতে চাইলে নবী (সঃ) বললেনঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়! হিজরতের ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন। তোমার কি উট আছে? লোকটি বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি কি এর যাকাত আদায় করে থাক? সে বলল, হ্যাঁ, করে থাকি। নবী (সঃ)

আবার বললেন, তুমি কি তা থেকে দান করে বা উপহার পাঠিয়ে থাক? লোকটি বলল, হ্যাঁ, করে থাকি। নবী (সঃ) আবারও তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পানি পান করানোর সময় কি এগুলো দোহন করো? সে (এবারও) বললো, হ্যাঁ। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে সমুদ্র পারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইলেও এগুলো অনুযায়ী আমল করে যাও অর্থাৎ এ কাজগুলো করতে থাক। কেননা আল্লাহ তোমার আমলের (ক্ষুদ্র বা বড়) কোনটাই বাদ দিবে না।

২৬৬২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَرُ زَرْعًا فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أَكْثَرَاهَا فَلَنْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا -

২৪৪২- ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) একটি কৃষি ক্ষেতের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখলেন মাঠ ভরা সুন্দর ফসল আন্দোলিত হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এই ফসলের ক্ষেত কার? লোকেরা বলল, অমুক ব্যক্তি এটাকে অর্থের বিনিময়ে ইজারা নিয়েছেন। নবী (সঃ) বললেন, যদি সে (মালিক) তাকে এটা দান করতো তাহলে নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণের চাইতে বেশী সওয়াব সে লাভ করতে পারতো।

৩৫-অনুচ্ছেদঃ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, ‘আমি এই দাসীটি তোমার সেবা বা খেদমতের জন্য দান করছি’ তবে এরূপ বলে দান করা জায়েয বা বৈধ। কেউ কেউ বলেছেন, এটা ধার বা কর্জের মত হবে। আর যদি বলে, এই কাপড়খানা আমি তোমাকে পরিধান করলাম তাহলে তা দান বলে গণ্য হবে।

২৬৬৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةٍ فَأَعْطَوْهَا أَجْرًا فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشْعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ كَبِتَ الْكَافِرَ وَأَخْذَمَ وَلِيدَةً وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْذَمَ هَاجَرَ -

২৪৪৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সাথে করে হিজরত করলে তাকে আজরাকে (হাজেরাকে) দেয়া হল। তিনি (সারা) ফিরে এসে বললেন, তুমি কি জ্ঞান আল্লাহ কাফেরকে লাহিত করেছেন এবং খেদমতের জন্য হাজেরাকে দিয়েছেন। ইবনে সীরীন আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তাঁর খেদমতের জন্য আজেরাকে প্রদান করল।

৩৬-অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি কাউকে আরোহণের জন্য ঘোড়া দিলে তা উমরা (জীবনস্বত্ব) ও সদকা হিসাবে গণ্য হবে। কেউ কেউ বলেছেন, সে (দাতা) তা ফিরিয়ে নিতে পারে।

২৪৪৪- عَنْ عُمَرَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ -

২৪৪৪. উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর পথে আরোহণের জন্য আমি একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। এক সময় দেখলাম সেটি বিক্রি করা হচ্ছে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেনঃ সেটা খরিদ করো না এবং নিজের সদকা ফিরিয়ে নিও না।

كتاب الشهادات

(সাক্ষ্যদানের বর্ণনা)

১-অনুবাদ: বাদীকেই (নিজ দাবীর পক্ষে) প্রমাণ পেশ করতে হবে, এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَنْ لَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً - فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ - وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ - وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - (سُورَةُ الْبَقَرَةِ - آيَات - ٢٨٢-٢٨٣)

“হে মুমিনগণ! কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যদি তোমরা ঋণ দেয়া নেয়া কর, তাহলে তোমরা তা লিখিতভাবে করবে। একজন তোমাদের (উভয়ের মধ্যকার ঋণ দেয়া নেয়ার) এ বিষয়টি ইনসাকপূর্ণভাবে লিখে দেবে। লিখতে সক্ষম ব্যক্তি লিখতে অস্বীকৃতি জানাবে না, বরং লিখে দিবে। কারণ আল্লাহ তাকে লেখার যোগ্যতা

দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই বোঝা গ্রহণ করেছে সে (লিখককে) লিখনীয় বিষয় বলে দেবে। এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত, যেন ফয়সালাকৃত কথাবার্তার কমবেশি করা না হয়। তবে ঋণ গ্রহণকারী যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা লিখনীয় বিষয় বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক সুবিচারপূর্ণভাবে লিখিয়ে দেবে। এরপর (এ ব্যাপারে) দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। দু'জন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী বানাও যাতে একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমাদের গ্রহণযোগ্য লোকই সাক্ষী হবে। সাক্ষীদের (সাক্ষ্যদানের জন্য) ডাকা হলে তারা অস্বীকার করবে না। ব্যাপার ছোট বড় যাই হোক না কেন মেয়াদ নির্দিষ্ট করে তা লিখে নিতে উপেক্ষা করো না। এই ব্যবস্থা আল্লাহর কাছে সুবিচারপূর্ণ এবং সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সহজ-সরল এবং (এতে) সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ অধিকতর কম থাকে। তবে যেসব ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন তোমরা নগদ নগদ করে থাক তা না লিখলেও কোন দোষ নাই। তবে ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারের সময় অবশ্যই সাক্ষী ঠিক করে নেবে। লিখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দেয়া বা ক্ষতি করা যাবে না, যদি তোমরা এরূপ কর তবে এটা তোমাদের অপরাধ। (এ ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে (সুষ্ঠু পন্থা) শিক্ষা দেন। তিনি সব কিছুই জানেন” (সূরা বাকারাহ: ২৮২-৩)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - (سورة النساء ١٣٥)

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাক্ষী হয়ে ইনসাফের ধারক হয়ে যাও। যদিও তোমাদের এই ইনসাফ ও সুবিচারের আঘাত তোমার নিজের ওপর অথবা তোমার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের ওপরও পড়ে। আর (ইনসাফপ্রার্থী বাদী-বিবাদী) উভয়েই ধনী হোক কিংবা গরীব হোক আল্লাহর এই অধিকারই সর্বাধিক মনোযোগের উপযোগী। অতএব এ ব্যাপারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ইনসাফ থেকে দূরে সরে যেও না। যদি এ ক্ষেত্রে রেখেচেকে কথা বল অথবা মুখ ফিরিয়ে রাখো, তবে জেনো তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সবই অবহিত আছেন”-(সূরা নিসা: ১৩৫)।

২-অনুচ্ছেদ: কেউ কোন লোকের সংস্রবের বর্ণনা দিতে গিয়ে যদি বলে, আমি তো তাকে সং বলেই জানি অথবা আমি তার সততা ছাড়া আর কিছু জানি না।

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَأَسَامَةَ حِينَ

اسْتَلْبَثَ الْوَحَىٰ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَقَالَ : أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ
الْأَخِيرًا وَقَالَتْ بَرِيرَةُ إِنَّ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمَصُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثُهُ
السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَاتِي الدَّاجِنُ فَتَاكُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ
يَعْذِرُنَا مِنْ رَجُلٍ بَلَّغْنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا
وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا -

২৪৪৫. উরওয়া ইবনে যুযায়ের, ইবনুল মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও
উবায়দুল্লাহ (ইবনে আবদুল্লাহ) থেকে আয়েশা (রা)-র বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনা
সম্পর্কে বর্ণিত আছে। তাঁদের বর্ণিত কোন কোন হাদীস কোন কোনটির সত্যতা
প্রতিপন্নকারী। (তঁারা বর্ণনা করেছেন) তাঁর (আয়েশা) বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীরা যে
সময় অপবাদ রটনা করল এবং ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হল তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর
স্ত্রীকে তালাকদানের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আলী ইবনে আবু তালিব ও উসামা ইবনে
যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। উসামা (রা) বললেন, আপনার স্ত্রী, তাঁর সম্পর্কে তো আমরা
শুধু ভালই জানি। বারীরা বর্ণনা করেছেন, তাঁর (আয়েশা) সম্পর্কে আমি একটা খারাপ
ছাড়া আর কিছুই জানি না। তা হলো অল্পবয়স্কা হওয়ার কারণে তিনি প্রায়ই বাড়ীর
লোকদের জন্য আটা খামীর করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন আর এই ফাঁকে বকরী এসে
তা খেয়ে ফেলত। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাকে কে
সাহায্য করবে যার জ্বালাতন আমার পারিবারিক ব্যাপারে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

আল্লাহর শপথ! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর তারা (অপবাদ
রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলছে যার সম্পর্কেও আমি শুধু ভালই জানি।^১

১. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সূরাত বা নিয়ম ছিল যখন তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য সফরে বের হতেন তখন স্ত্রীদের মধ্যে
লটারী করে যার নাম উঠত সেই স্ত্রীকে সংগে করে সফরে নিয়ে যেতেন। বনু মুত্তালিক যুদ্ধের সময় এইভাবে
লটারী করলে তাতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নাম উঠে এবং তিনি তাঁকে সংগে নিয়ে যান। হযরত আয়েশা
ছিলেন তখন অল্পবয়স্কা ও হাল্কা-পাতলা গড়নের। সওয়াবীরতে আব্রোহণের সময় তিনি হাওদাজের (উটের
পিঠে বসানো ছই) মধ্যে উঠে বসতেন। লোকেরা তাকেসহ হাওদাজ উটের পিঠে উঠিয়ে দিত আর অবতরণের
সময়ও এইভাবে অবতরণ করাতো। যুদ্ধাভিযান শেষে মুসলিম সেনাদল মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার সময় মদীনায়
বাইরে তাঁর করে রাত্রি যাপন করল। তোরে কিছু রাত থাকতেই সেনাদলকে আবার মদীনায় দিকে রওয়ানা
দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল। হযরত আয়েশা (রাঃ) সেনাদল ছেড়ে কিছু দূরে পায়খানার হাল্কা পূরণ করতে
গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন সেনাদলে যাত্রার প্রস্তুতি চলছে। এই সময় তিনি গলায় হাত দিয়ে দেখলেন তাঁর
গলার হার ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে। হার খুঁজতে তিনি আবার ফিরে গেলেন। হারও গেয়ে গেলেন। কিন্তু এসে
দেখলেন সেনা-কাফেলা রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। তিনি ভাবলেন, তারা যখন আমাকে দেখবে না তখন নিশ্চয়ই
আমার খোঁজে এখানে আসবে। একথা চিন্তা করে তিনি তাঁর রাত্রি যাপনের জায়গায় গিয়ে বসে পড়লেন এবং
কিছুক্ষণের মধ্যেই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। লোকেরা উটের পিঠে হাওদাজ উঠানোর সময় বুঝতেই
পারেনি যে, হযরত আয়েশা তার মধ্যে নেই। তাই তারা খালি হাওদাজই উটের পিঠে উঠিয়ে দিয়েছিল।

নবী (সঃ)-এর নিয়ম ছিল কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পর কেউ কিছু ফেলে গেল কিনা তা দেখার জন্য গেছেন
কউকে রেখে যাওয়া। এবারে তিনি সাকওয়ান ইবনে মু'আভালকে রেখে গিয়েছিলেন। সকাল হলে তিনি দর

৩-অনুচ্ছেদঃ অন্তরালে অবস্থান করে সাক্ষ্যদান। আমার ইবনে হুরাইস সাফাই সাক্ষ্য দান করা বৈধ মনে করতেন। তিনি বলতেন, মিথ্যাবাদী পাপী লোকদের বিরুদ্ধে এরূপ আচরণই করা হবে। শাবী, ইবনে সীরীন, আতা এবং কাতাদা বলেছেন, শুনে থাকলেই সাক্ষ্যদান কর্তব্য হয়ে যায় (তাকে সাক্ষী মানা না হলেও)। (এরূপ ব্যক্তি যে ঘটনা শুনেছে বা জানে কিন্তু তাকে সাক্ষী মানা হয়নি তার সম্পর্কে) হাসান বসরী বলেছেন, সে এই বলে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা (বাদী বা বিবাদী) আমাকে সাক্ষী মানেনি। তবে আমি এরূপ ঘটনা শুনেছি।

২৬৬৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يُؤْمَانُ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّقِي بَجْدُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتَلُّ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قُطَيْفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ

হতে ঘুমন্ত মানুষের মত দেখতে পেয়ে কাছে আসলেন। পর্দার বিধান নাথিল হওয়ার পূর্বে তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে দেখেছিলেন। তাই তিনি তাকে দেখে চিনতে পারলেন এবং উচ্চস্বরে 'ইন্না পিচ্চাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজ্জউন' পড়লে তা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘুম ভেঙে গেল। সাফওয়ান তার উট বসিয়ে দিলে তিনি তাতে সওয়ার হলেন। আর সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল উটের রশি ধরে হেঁটে চললেন। অবশেষে তারা কাকেলার এসে মিলিত হলেন।

সেনাদলের মুসলমানদের সাথে মোনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলও ছিল। সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটাকে একটা মারাত্মক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার সঙ্কল্প করল। প্রকৃতপক্ষে এটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার ছিল। এভাবে সে মুসলমানদের নৈতিক মনোবল ভেঙে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও হানাহানির সৃষ্টি করে মহানবী (সঃ)-এর আসল মিশনকেই ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল এবং প্রায় সফলকাম হয়ে গিয়েছিল। এনিয়ে মদীনার আওস ও খায়রাজ গোত্রীয় আনসারদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিলম্ব ও সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মোনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের নেতৃত্বে অতঃপর কাকেলার মধ্যে কানায়ুযা শুরু হয়ে যায় এবং মদীনায় পৌঁছে তা আরো জোরদার হয়ে উঠে। এভাবে তারা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষে তাত্ক্ষণিকভাবে এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সব কিছু অবলোকন করতে থাকলেন।

এদিকে মদীনায় পৌঁছার পর আয়েশা (রাঃ) এক মাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকলেন। তাই তিনিও ঘটনার কিছুই জানতে পারলেন না। অসুস্থ অবস্থায় একদিন রাত্রে তিনি সাহাবা মিছতাহ ইবনে উসাসার মা উষে মিছতাহর সাথে প্রকৃতির ডাকে বাইরে বের হলেন। চলতে গিয়ে পায়ে কাপড় জড়িয়ে গিয়ে উষে মিছতাহ বৌচট খেলে সে তখন তার ছেলে মিছতাহকে অভিশাপ দিল। তখন আয়েশা এর প্রতিবাদ করলে উষে মিছতাহ তাকে তার বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর বিষয় বর্ণনা করলেন এবং বললেন, যেসব লোক এ অপবাদ রটনাতে शामिल আছে তার ছেলে মিছতাহ ইবনে উসাসাও তাদের একজন। এ ঘটনা শোনার পর হযরত আয়েশার অসুস্থ আরো বেড়ে গেল এবং তিনি রাতদিন কাদতে থাকলেন। একদিন তিনি নবী (সঃ) থেকে অনুমতি নিয়ে পিতামাতার কাছে চলে গেলেন। পরে আগ্রাহ তাআলা জায়াত (নূঃ ১১-২৬) নাথিল করে তাঁর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করলে সকল গোলাযোগ ও কানায়ুযার অবসান হয়।

فَرَأَتْ أُمَّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بَجْدُوعَ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ
أَيُّ صَافٍ هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَكْتَهُ بَيْنَ -

২৪৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে খেজুর বাগানে ইবনে সাইয়াদ থাকত, রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা) সেই বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে পৌঁছে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় নিজেস্ব আড়াল করে চলতে থাকলেন যেন ইবনে সাইয়াদ তাঁকে দেখার পূর্বেই তিনি তার থেকে কিছু শুনতে পান। সেই সময় ইবনে সাইয়াদ একখানা চাদর মুড়িয়ে বিছানায় শায়িত ছিল এবং গুনগুন শব্দ করে কিছু বলছিল। এই সময় ইবনে সাইয়াদের মা দেখল, নবী (সঃ) খেজুর শাখার আড়াল হয়ে চলছেন। সে ইবনে সাইয়াদকে ডেকে বলল, হে সাফ! (ইবনে সাইয়াদের নামের সংক্ষেপ। ইবনে সাইয়াদ ছিল এক ইহুদী গণক। সে যাদু বা গণনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। এজন্যে কেউ কেউ তাকে দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন) এই যে দেখ না মুহাম্মাদ। তখন ইবনে সাইয়াদ নিশ্চুপ হয়ে গেল। নবী (সঃ) বললেন, সে (ইবনে সাইয়াদের মা) যদি তাকে (কিছু না বলে) স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দিত তাহলে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যেত।

٢٤٤٧- عَنْ عَائِشَةَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ الْفُرْطِيِّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كُنْتُ عِنْدَ
رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتْ طَلَاقِي فَتَزَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ
هُذْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
وَيَذُوقِ عُسَيْلَتِكَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ بِالْبَابِ
يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

২৪৪৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফাআ আল-কুরাযীর স্ত্রী নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি রিফাআর কাছে ছিলাম (স্ত্রী ছিলাম)। কিন্তু রিফাআ আমাকে বায়েন তালাক দিয়ে পৃথক করে দিয়েছে। পরে আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবায়েরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু তার সাথে আছে কাপড়ের পুটলির মত কিছু (অর্থাৎ সে নপুংসক ছিল)। নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও? না, তা হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ কর। ঐ সময় আবু বাকর সিদ্দীক তাঁর (সঃ) নিকট বসা ছিলেন, আর খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস বাইরে দরজায় প্রবেশের অনুমতির জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। খালিদ (ইবনে সাঈদ ইবনে আস) বললেনঃ হে আবু বাকর! এই নারী নবী (সঃ)-এর নিকট উচ্চস্বরে যা বলছে তা কি তুমি শুনছ না?

৪-অনুচ্ছেদঃ এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি কোন বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করে এবং অন্যরা যদি বলে, এ বিষয়ে আমরা কিছু জানি না, তবে সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষ্যই গ্রহণ করা হবে। হুমাইদী বলেন, এটা ঠিক তেমন যেমন বিলাল (রা) বলেছেন, নবী (সঃ) কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন। কিন্তু ফযল বলেছেন, তিনি (কাবার অভ্যন্তরে) নামায পড়েননি। অথচ লোকেরা বিলালের কথাই গ্রহণ করেছে। অনুরূপ দু'জন এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক অমুকের কাছে দু'হাজার দিরহাম ঋণী আছে। অপরদিকে অন্য দু'জন যদি (এক্ষেত্রে) দেড় হাজার দিরহাম ঋণী হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তাহলে (ঋণের) বেশি পরিমাণটাই গ্রহণযোগ্য হবে।

২৬৬৮- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ لَأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ. وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتِنِي فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا أَرْضَعْتَ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

২৪৪৮. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইহাব ইবনে আযীযের এক কন্যাকে বিয়ে করলে একজন মহিলা এসে তাকে বলল যে, সে (মহিলাটি) উকবাকে এবং যে মেয়েকে সে বিয়ে করেছে তাকে দুধ পান করিয়েছে। (একথা শুনে) উকবা তাকে বলল, তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছিলে বলে আমি জানি না। আর তুমি আমাকে অবহিতও করনি। সুতরাং বিষয়টি জানার জন্য আবু ইহাবের পরিবারে একজন লোক পাঠান হল। সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ঐ মহিলা তাকে দুধ পান করিয়েছে কিনা তা তারা জানে না। উকবা (ইবনে হারিস) সওয়ালীতে করে মদীনায় নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এরূপ যখন বলা হয়েছে তখন এটা (ঐ মহিলাকে বিবাহ করা) কি করে সম্ভব? সুতরাং উকবা (রা) তাকে তালাক দান করলে সে অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হল।

৫-অনুচ্ছেদঃ - সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্যদাতা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

واشهدوا نوى عدل منكم وممن ترضون عن الشداء -

“যাদেরকে পছন্দ করো এমন দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে তোমরা সাক্ষী বানাও।”

২৬৬৯- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ إِنَّ أَنَسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمْنَاهُ وَقَرَّبَنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ

يَحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سَوْأَ لَمْ نَأْمَنَهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ -

২৪৪৯. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় লোকদেরকে ওহীর ভিত্তিতে পাকড়াও করা হত। কিন্তু এখন তো ওহী বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই এখন আমরা তোমাদেরকে পাকড়াও করব তোমাদের প্রকাশ্য আমল বা কাজকর্ম বিচার করে। সুতরাং এখন যে বাহ্যত ভাল আমলের প্রমাণ দিতে পারবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দিব ও কাছে টেনে নেব। তার গোপন ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে আমাদের কোন করণীয় নেই। তার গোপনীয় ব্যাপারের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ তাআলাই গ্রহণ করবেন। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের প্রমাণ দেবে আমরা তাকে নিরাপত্তা দেব না কিংবা তাকে সত্যবাদী বলেও জানব না। যদিও সে বলে যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য দিকগুলো খুবই ভাল।২

৬-অনুচ্ছেদঃ কারো সাক্ষ্যই প্রমাণের ব্যাপারে কতজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য?

২৬০. - عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجِبَتْ ثُمَّ مَرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ وَجِبَتْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتَ لِهَذَا وَجِبَتْ وَلِهَذَا وَجِبَتْ قَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهُدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ -

২৪৫০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হল, সবাই (মৃত) লোকটি সম্বন্ধে ভাল কথা বললে নবী (সঃ) বলেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। পরে অপর একটা জানাযা (পাশ দিয়ে) অতিক্রম করলে সবাই তার সম্বন্ধে খারাপ (হওয়ার) কথা বলল, অথবা ভাল কথা না বলে অন্যরূপ বলল। নবী (সঃ) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল। এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল আবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কেও বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল (ব্যাপারটা কি)? জওয়াবে নবী (সঃ) বললেন, একদল লোকের সাক্ষ্য তো বটে। এই পৃথিবীতে মুমিনগণ আল্লাহর সাক্ষী।

২৬০। - عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوتُونَ

২. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে মানুষের ভালমন্দ ও দোষত্রুটির বিষয় অবহিত করা হত এবং সেইভাবেই ফয়সালা করা হত। হযরত উমর (রাঃ) সেই দিকেই ইংগিত করে বলেছেন যে, এখন যেহেতু ওহী নাযিল হয় না, তাই সব মানুষের আমল বা কাজকর্ম দেখে তা ভাল না মন্দ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। যদি কারো বাহ্যিক কাজকর্ম ভাল হয় তাহলে তাকে ভাল মনে করা হবে। এর বিপরীত হলে খারাপ বলে মনে করা হবে। এমনকি সে নিজে নিজেকে ভাল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও।

مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ فَمَرَّتْ جَنَازَةُ فَأَتْنِي خَيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ وَجَبْتَ ثُمَّ
 مَرَّ بِأُخْرَى فَأَتْنِي خَيْرًا فَقَالَ وَجَبْتَ ثُمَّ مَرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأَتْنِي شَرًّا فَقَالَ وَجَبْتَ
 فَقُلْتُ مَا وَجَبْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ
 شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ قُلْتُ وَإِثْنَانِ قَالَ
 وَإِثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ -

২৪৫১. আবুল আসওয়াদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মদীনা এসে দেখলাম এখানে একটা রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এতে আক্রান্ত লোকেরা দ্রুত ও ব্যাপকভাবে মৃত্যুবরণ করছে। আমি উমরের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় একজনের জানাযা (লাশ) সেখান দিয়ে বহন করা হলে তার প্রশংসা করা হল। (তা শুনে) উমর (রা) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। পরে অন্য একটা লাশ বহন করা হলে তারও প্রশংসা করা হল। আবার তিনি (উমর) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর আরেকটা লাশ বহন করা হলে তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলা হলে এবারও তিনি (উমর) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেন, নবী (সঃ) যেমন বলেছিলেন আমিও ঠিক তেমনি বললাম। কোন মুসলমান সম্পর্কে যদি চারজন লোক ভাল সাক্ষ্যদান করে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আমরা বললাম, যদি তিনজন লোক সাক্ষ্য দান করে তবে? তিনি বললেন, তিনজন হলেও। বললাম, যদি দু'জন লোক সাক্ষ্যদান করে তবে? কি? তিনি বললেন, দু'জন হলেও। এরপর একজন সম্পর্কে আর আমরা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

৭-অনুচ্ছেদ: বংশধারা, স্তন্যদান, বহু পূর্বের মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্যদান এবং এর প্রতি স্থির থাকা। নবী (সঃ) বলেছেন: সুয়াইবা আমাকে ও আবু সালামাকে স্তন্য দান করেছে।৩

২৪৫২ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحٌ فَلَمْ أَذْنُ لَهُ فَقَالَ اتَّحَتَّجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمَّكَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعْتُكِ امْرَأَةً أَخِي بَلْبَنٍ أَخِي فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ إِذْذَنِي لَهُ -

২৪৫২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আফলাহ আমার সামনে আসার জন্য অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম না। এতে তিনি বললেন, আমার ব্যাপারে পর্দা

৩. সুয়াইবা আবু লাহাবের আয়াদকৃত ক্রীতদাসী। তিনি সর্বপ্রথম হামযাকে স্তন্য পান করান এরপর পান করান রসুলুল্লাহ (সঃ)-কে এবং সর্বশেষে আবু বাল্যাকে। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

করেছে? আমি তো তোমার চাচা। আমি (আয়েশা) বললাম, কেমন করে আপনি আমার চাচা হন? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধ পান করিয়েছে। তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি ব্যাপারটা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আফলাহ সত্য বলেছে। তাকে তোমার সাথে দেখা করার অনুমতি দাও।

২৪৫৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ -

২৪৫৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (তঁার চাচা) হামযা (রা)-র কন্যা সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কারণ বংশগত সম্পর্কের কারণে যারা হারাম রেযাআত বা স্তন্য পান দ্বারাও তাঁরা হারাম হয়ে যায়। সে (হামযার কন্যা) তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা অর্থাৎ রেযায়ী ভাতিজী।^৪

২৪৫৪- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَ أَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَاهُ فَلَانًا لِعِمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَاهُ فَلَانًا لِعِمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لِعِمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ -

২৪৫৪. আমরাই বিনতে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন যে, (একদিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর (আয়েশার) কাছে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি (আয়েশা) হাফসার [নবী (সঃ)-এর স্ত্রী] বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতিপ্রার্থী এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন। আয়েশা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই লোকটা (কেমন করে) আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে? রসূলুল্লাহ (সঃ) হাফসার দুধ চাচা সম্পর্কে বললেনঃ আমার মনে হয় লোকটা অমুক। একথা শুনে আয়েশা (রা) তাঁর এক দুধ চাচা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন, তাহলে অমুক

৪. ইমাম আবু হানীফার মতে আড়াই বছর এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে দু'বছর বয়সের মধ্যে কোন শিশু কোন নারীর স্তন্যপান করলে রেযাআত সাব্যস্ত হবে। এ সময়ের পরে কোন শিশু কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে রেযাআত সাব্যস্ত হবে না। বংশগত কারণে যেসব নারী পুরুষের বিয়ে নিষিদ্ধ রেযাআতের কারণেও তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। হক্কাত হামযা (রা) ও রসূলুল্লাহ (সঃ) সুহাইবার দুধ পান করেছেন। সেজন্য হামযার কন্যা তাঁর চাচাত কোন হওয়া সত্ত্বেও এদিক দিয়ে দুধ ভাতিজী হওয়ার কারণে তিনি তাকে বিয়ে করেন নি।

বেঁচে থাকলে কি আমার সামনে আসতে পারত? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হ্যাঁ পারত। কারণ রেযাআত বা দুধের সম্পর্ক ঐসব লোকদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক) হারাম করে দেয়, যারা জন্মগতভাবে হারাম।

২৬৫০- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ : أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ -

২৪৫৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমার কাছে আসলেন। সেই সময় আমার কাছে একজন লোক উপস্থিত ছিলেন। তিনি (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! এ লোক কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি (সঃ) বললেন, কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাচাই-বাছাই করে দেখ। কেননা রেযাআত বা দুধ সম্পর্ক কেবল ক্ষুধার্ত অবস্থায় (শিশু কালে) দুধপান করাতেই স্থাপিত হয়। ৫

৮-অনুচ্ছেদ: অপবাদ আরোপকারী, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্যদান। আল্লাহর বাণী:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور - ৪-৫)

“আর যারা নিষ্পাপ ও নিরুলুপ চরিত্রের নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। কেননা তারা ফাসেক। তবে এদের মধ্যে যারা এরপর তওবা করে সংশোধন করে নিয়েছে (তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে)। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান” (সূরা আন-নূর : ৪-৫)।

উমর (রা) আবু বাকরাহ, শিবল ইবনে মা'বাদ এবং নাফে ইবনে হারিসকে মুগীরার প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং তাদেরকে তওবা করিয়ে বলেছিলেন: যে তওবা করেছে আমি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করব। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, উমর ইবনে আবদুল আযীয, সাঈদ ইবনে জুবাইর, তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরিমা, যুহরী, মুহারিব ইবনে দিসার, তুরাইহ ও মুআবিয়া

৫. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রেযাআত বা দুধ সম্পর্ক কেবল শিশুকালে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুধ পান করলেই হয়। কেননা এ সময় শিশুর প্রধান খাদ্য থাকে দুধ। দুধের দ্বারা তখন শরীর গঠন ও পরিপূর্ণ হয়। এমনকি দুধ ছাড়া শিশুর পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণে শিশু বড় হয়ে অন্য খাদ্যের ওপর নির্ভর করতে থাকলে রেযাআত বা দুধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না।

ইবনে কুররাহ এ ব্যবস্থাকে জায়েয বলেছেন। আবুল যিনাদ বলেছেন, আমাদের মদীনায় লোকদের এ ব্যাপারে রায় হল, অপবাদ আরোপকারী তার কথা প্রত্যাহার করে মহান রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। শা'বী ও কাতাদা বলেছেন: নিজের মিথ্যাবাদিতা নিজে স্বীকার করলে তাকে বেত্রদণ্ড দেয়া হবে। তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, অপবাদ আরোপের অভিযোগে কোন ক্রীতদাস বেত্রদণ্ড পাওয়ার পর মুক্ত হলে তার সাক্ষ্য জায়েয বলে গণ্য হবে। হদ (শরীআতের নির্দিষ্ট শাস্তি) প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কাজী হয় এবং বিচার করে তাহলে তা জায়েয। কেউ কেউ বলেছেন, তওবা করার পরও অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য জায়েয নয়। কিন্তু তারা আবার একথাও বলেছেন যে, দু'জন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ জায়েয নয়। তবে এ ক্ষেত্রে দু'জন হদপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আর দু'জন ক্রীতদাসকে সাক্ষী করে বিয়ে করলে সে বিয়ে বৈধ নয়। রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে দাসদাসী ও হদপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এ ব্যাপারে একথাও উঠেছে যে, তার তওবা করা সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হওয়া যাবে? ব্যভিচারীকে নবী (সঃ) এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করেছেন। আর নবী (সঃ) কা'ব ইবনে মালেক ও তার সংগীষয়ের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছিলেন এবং এ অবস্থায় পঞ্চশটি রাত অতিবাহিত হয়েছিল। ৬

২৪৫৬- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَاتَى بِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَمَرَ فَقَطَعَتْ يَدَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسَنْتُ تَوْبَتَهَا وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَارْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৪৫৬. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ফাতহ যুদ্ধকালে (মক্কা বিজয়ের অভিযানকালে) এক মহিলা চুরি করলে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আনা হল। তিনি হাত কাটার নির্দেশ দিলে তার হাত কেটে দেয়া হল। আয়েশা (রা) বলেছেন, তার

৬. তাবুক যুদ্ধে যারা বিনা ওজরে অংশগ্রহণ করেননি হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) ও তার সাখীষয় হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং হযরত মুরারা ইবনে রবীও তাদের মধ্যে ছিলেন। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার প্রাকালে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিল মৌনফিক ও দুর্বলচেতা মু'মিন। উক্ত তিনজন সাহাবাও কোনরূপ শারঈ ওজর ছাড়াই যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত ছিলেন। যুদ্ধাভিযান থেকে মদীনায় ফিরে এসে আগ্রাহের নির্দেশে নবী (সঃ) এই সব লোককে ডেকে তাদের যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মৌনফিকরা মিথ্যা ওজর ও অজুহাত বর্ণনা করলে তিনি তাদের হৃদয়ের রোগ উপলব্ধি করে তাদেরকে আর কিছুই বললেন না। কিন্তু কা'ব ইবনে মালেক ও তার সঙ্গীষয়কে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা মিথ্যা কোন অজুহাত পেশ না করে নিজেদের দোষ স্বীকার করলেন। তাদের এই অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার শাস্তি স্বরূপ নবী (সঃ) সব সাহাবাকে নির্দেশ দিলেন যাতে কেউ তাদের সাথে কথা না বলে এবং কোন প্রকার যোগাযোগ না রাখে। আগ্রাহের তরফ থেকে কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এভাবে তাদেরকে বয়কট করে রাখা হল। অবশেষে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর ওহীর মাধ্যমে আগ্রাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, তাদের তওবা কবুল করা হয়েছে এবং গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

তত্ত্ব বা উত্তম তত্ত্ব প্রমাণিত হল। সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল এবং পরবর্তী সময়ে সে (আমার বাড়ীতে) আসত। আমি তার প্রয়োজনগুলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে 'পশ কর'াম।

২৪৫৭- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ فَيْصَمَ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنَ بِجِلْدٍ مِائَةً وَتَفْرِيبِ عَامٍ -

২৪৫৭. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ যেসব অবিবাহিত লোক যেনা করেছে তিনি তাদেরকে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৯-অনুলেদঃ অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী মানলে সাক্ষ্য দেয়া চলবে না।

২৪৫৮- عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ غُلَامٌ فَاتَى بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ لِهَذَا فَقَالَ أَلَاكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَارَاهُ قَالَ لَا تُشْهَرُنِي عَلَى جُودٍ وَقَالَ أَبُو حَرِيْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ لَا أَشْهَدُ عَلَى جُودٍ -

২৪৫৮. নোমান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার মা আমার পিতাকে তার মালের কিছু অংশ দান করতে বললে এক সময় আমার পিতা রাজি হয়ে যান এবং আমাকে তা দান করেন। কিন্তু আমার মা বলেন, যতক্ষণ না তুমি (এ ব্যাপারে) নবী (সঃ)-কে সাক্ষী করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট নই। তাই তিনি আমার হাত ধরে নবী (সঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। সেই সময় আমি যুবক ছিলাম। তিনি বললেন, এর মা রাওয়াহর কন্যা (আমার স্ত্রী) এর জন্য কিছু দান করতে আমাকে বলছে। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ ছাড়াও কি তোমার আর সন্তান-সন্ততি আছে? তিনি বললেন, হী আছে।। নোমান বলেন, আমার মনে আছে (একথা শুনে) তিনি (সঃ) বললেন, আমাকে অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী করো না। আবু হারিয শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, [নবী (সঃ) বললেন] আমি অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হতে পারি না।

২৪৫৯- عَنْ عَمْرِو بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي أَذْكَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُفَوَّنُونَ وَيُظْهِرُ فِيهِمُ السِّمْنَ -

২৪৫৯. ইমরান ইবনে হসাইন (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আমার যুগের লোক তোমাদের মধ্যে উত্তম, এরপর এই যুগের পরবর্তী যুগের লোকেরা, এরপর এই যুগের পরবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান (রা) বর্ণনা করেছেন, জানি না নবী (সঃ) দুটি যুগ অথবা তিনটি যুগের কথা বলার পর পরবর্তী কথা উল্লেখ করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন: তোমাদের পরে কওম (বা মানবগোষ্ঠী) হবে যারা খেয়ানত করবে। তাদের মধ্যে আমানতদারী থাকবে না। তারা সাক্ষ্য দান করবে অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। বা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। আর তাদের মধ্যে মেদবহল লোক দেখা যাবে।^৭

২৬৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يُضْرِبُونََنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ -

২৪৬০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমার যুগের লোক উত্তম লোক। অতঃপর এমন সব লোক হবে যারা কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্যের পূর্বে কসম করবে।^৮ ইবরাহীম (নাখয়ী) বলেছেন, সাক্ষ্য ও শপথ একসাথে করলে আমাদেরকে মারা হত।

১০-অনুচ্ছেদ: মিথ্যা সাক্ষ্যদান করা কিংবা সাক্ষ্য গোপন করা। মহান আল্লাহর বাণী:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

“আর (মহান করুণাময় আল্লাহর বান্দা তারাই) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।”—
(ফুরকান: ৭২)।

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ (سورة البقرة اية ২৮৩)

‘আর সাক্ষ্য কখনো গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার হৃদয়—মন গোনাহ দ্বারা কলুষিত। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা সব জানেন’ (বাকারাহ: ২৮৩)।

৭. তাদের মধ্যে মেদবহল লোক দেখা যাবে, একথার অর্থ হল, তারা পার্শ্ব লালসা ও ভোগ বিলাসের মধ্যে ছুবে থাকবে। চর্ব-চোখ-লেহ-পেয় ছাড়া আর কিছুই তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। তারা দুনিয়ার সুখ সম্বন্ধে আকর্ষণ নিমজ্জিত থাকবে, আখেরাতের কোন চিন্তা করবে না।

৮. কসমের পূর্বে সাক্ষ্য এবং সাক্ষ্যের পূর্বে কসমের অর্থ হল, দীনের ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়ার কারণে একই সাথে সাক্ষ্য ও কসম করার লোভ সত্বেরণ করতে পারবে না। তাই সাক্ষ্যের পূর্বে কসম ও কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দান করে নিশ্চিত হতে চাইবে।

মহান আল্লাহর বাণী:

وتلووا السنتكم

“আর তোমরা নিজেদের কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিথ্যা বলবে (এমন কখনো করো না)।”

২৬৬১- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمٌ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ -

২৪৬১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-কে কবীরা গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, (কবীরা গোনাহ হল) আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া বা তাদের অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

২৬৬২- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أُتَبِّعُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِهَهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ -

২৪৬২. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) নবী (সঃ) তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না, কবীরা গোনাহগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ কোনটা? সবাই বলল, হাঁ হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেনঃ সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গোনাহ হল, আল্লাহর সাথে শরীক করা ও পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া।^৯ তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। এই কথাগুলো বলে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেনঃ সাবধান! জেনে রেখ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি এই কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। আমরা তখন (মনে মনে) বললাম, আহ! তিনি যদি চুপ করতেন।

১১-অনুচ্ছেদঃ অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্তদান, নিজে বিয়ে করা বা অন্যকে বিয়ে দেয়া এবং ক্রয়-বিক্রয় করা, আযান দেয়া বা অনুরূপ কিছু যা শব্দ দ্বারা বুঝতে পারা যায়। কাসেম, হাসান, ইবনে সীরীন, যুহরী, আতা ও শাবী তার সাক্ষ্যদান জায়েয বলেছেন যদি সে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয়। হাকাম বলেছেন, কতকগুলো বিষয় এমন আছে, যেসব ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যুহরী বলেছেন, কোন ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রাঃ) যদি সাক্ষ্যদান করেন তাহলে কি ভুমি

৯. এখানে উল্লেখিত দুটি হাদীসে সব ক’টি কবীরা গোনাহ বর্ণনা করা লক্ষ্য নয় বা বর্ণনা করা হয়নি, বরং কবীরা গোনাহগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটির কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় যেনা, চুরি, সন্তান হত্যা ইত্যাদি আরো বহু গোনাহ কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত।

তা প্রত্যাখ্যান করবে? ইবনে আব্বাস (রা) একজন লোক পাঠাতেন। সে এসে সূর্য ডুবে গিয়েছে বললে তিনি ইফতার করতেন। তিনি ফজরের ওয়াত্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। যদি বলা হতো ফজরের সময় হয়ে গিয়েছে তখন তিনি দু'রাকআত পড়তেন। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রা)-র সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি কঠোরই আমাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন, সুলাইমান! এসো। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তির জন্য সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী দেয় অর্থের) কিছু বাকি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি দাসই। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) নেকাব পরিহিত মহিলার সাক্ষ্যদান জায়েয রেখেছেন।

২৬৬২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبْدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَصَوْتُ عَبْدٍ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبْدًا -

২৪৬৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে মসজিদে কুরআন (মজীদ) পড়তে শুনে বললেন, আল্লাহ তার ওপরে রহমত নাযিল করুন। সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্বরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আয়েশা (রা) থেকে আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনায় আরও আছে যে, নবী (সঃ) এক রাতে আমার ঘরে তাহাজ্জুদ নামায পড়াকালে আব্বাদের কঠোর শুনতে পেলেন। সে মসজিদে নামায পড়ছিল। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ আয়েশা, এ কি আব্বাদের কঠোর? আমি বললাম, হী। তিনি (সঃ) বললেন, হে আব্বাদ! তুমি আব্বাদের প্রতি রহম কর।

২৬৬৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ أَوْ قَالَ تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ -

২৪৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ বেলাল তো রাত থাকতেই আযান দিয়ে থাকে। সুতরাং (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে থাক, অথবা (হাদীস বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেছেন, যতক্ষণ না (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান শুনতে পাও। (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাকতুম ছিলেন একজন অন্ধ লোক। লোকেরা যতক্ষণ তাকে না বলত যে, সকাল হয়েছে, ততক্ষণ তিনি আযান দিতেন না। ১০

১০. হাদীসের সাথে অনুচ্ছেদ শিরোনামের সামঞ্জস্য হল, লোকেরা অন্ধ লোকের কঠোর বা আযানের উপর ভরসা করত। অন্ধ বলে তার আযান অগ্রহণযোগ্য মনে করত না।

২৬৭- عَنْ الْمُسَوِّدِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةً فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ ائْتَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ : خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ -

২৪৬৫. মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর কাছে কিছু রেশমী কাবা' (এক ধরনের পোশাক) আসলে আমার পিতা মাখরামা আমাকে বললেন, আমার সাথে নবী (সঃ)-এর কাছে চল। তিনি হয়ত সেগুলোর একটা আমাদের দিতে পারেন। (আমরা গেলাম) আমার পিতা নবী (সঃ)-এর বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে থাকলে তিনি কঠরুরে তাকে চিনতে পারলেন। তাই নবী (সঃ) একটা কাবা হাতে নিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং তাকে (আমার পিতাকে) তাঁবুর উৎকৃষ্টতা দেখিয়ে বললেন, আমি এটি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি এটি তোমার জন্য লুকিয়ে (আলাদা করে) রেখেছিলাম।^{১১}

১২-অনুচ্ছেদঃ জ্বীলোকদের সাক্ষ্যদান। মহান আল্লাহর বাণীঃ
وَأَسْتَشْهِدُ وَأَشْهِيْدَيْنِ - مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَى (سورة البقرة ২৮২)

“আর দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। কিন্তু দু'জন পুরুষ লোক না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন জ্বীলোককে সাক্ষী বানাও তোমাদের পসন্দ মত। তাহলে তাদের একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে” (বাকারা-২৮২)।
২৬৬৬- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى . قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا -

২৪৬৬. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক সময় জ্বীলোকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, জ্বীলোকের সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? (জ্বীলোকেরা) সবাই জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এটা তার (জ্বীলোকের) জ্ঞান-বুদ্ধির ঘাটতির কারণেই।

১৩-অনুচ্ছেদঃ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের সাক্ষ্য। আনাস (রা) বলেছেন, ক্রীতদাস যদি ন্যায়বান হয় তবে তার সাক্ষ্যদানকে বৈধ। ইবনে সীরীন বলেছেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য তবে সে তার মনিবের পক্ষে সাক্ষ্য দিলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১. নবী (সঃ) মাখরামার কঠরুর শুনে তাকে চিনতে পারলেন অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে হাদীসটির এটাই সম্পর্ক।

হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখয়ী মায়ুদী ও নগশ্য মূল্যের জিনিসের ব্যাপারে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য জায়েয বলেছেন। কাজী গুরাইহ বলেছেন: তোমরা তো সবাই দাস-দাসীর সম্বন্ধ-সম্পত্তি (অর্থাৎ সব মানুষই আব্বাহর দাস কিংবা দাসী)।

২৬৬৭- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِيَّابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمُّ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَفَنَاهَا عَنْهَا -

২৩৬৭. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইহাবের কন্যা উম্মে ইয়াহুইয়াকে বিয়ে করলে একজন কালো ক্রীতদাসী এসে বলল, আমি তোমাদের দুজনকেই দুধ পান করিয়েছি। উকবা বলেছেন, আমি ঐ ঘটনা নবী (সঃ)-কে বললে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উকবা বলেন, আমি অন্য দিক দিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে আবার ঐ ব্যাপারটি বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, কি করে তা হতে পারে অর্থাৎ এমতাবস্থায় কি করে তুমি তাকে বিয়ে করতে পার যখন সে (ক্রীতদাসী) বলছে যে, সে তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছে। তাই নবী (সঃ) তাকে (উম্মে ইয়াহুইয়াকে স্ত্রী হিসেবে) রাখতে নিষেধ করে দিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদ: স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যদান।

২৬৬৮- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ امْرَأَةً فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ دَعَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ حَدِيثُ الْأَفْكَ -

২৪৬৮. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এক স্ত্রীলোককে বিয়ে করলে অপর এক স্ত্রীলোক এসে বলল, আমি তোমাদের দু'জনকেই (শিশুকালে) স্তন্য দান করেছি। সুতরাং আমি নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে সব কিছু তাঁকে বললাম। তিনি (সঃ) বললেন, এ কথা যখন বলা হয়েছে তখন তুমি তাকে কেমন করে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পার? তুমি তাকে ছেড়ে দাও। অথবা তিনি এ ধরনের কথা বলেছিলেন।

১৫-অনুচ্ছেদ: স্ত্রীলোকদের একে অপরের ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য দেয়া।

২৬৬৯- عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكَ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ وَاتَّبَعْتُ لَهُ إِقْتِصَاصًا

وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ

سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ فَمَسَرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تَلَّكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَذْنُ لَيْلَةٍ بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ أَدْنَوْا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عَقْدٌ لِي مِنْ جَزَعِ أَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَأَلْتَمَسْتُ عَقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خَفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ وَإِنَّمَا يَا كُلُّنَ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثَقَلَ الْهَوْدَجُ فَاحْتَمَلُوهُ كُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَعُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عَقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فِيرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَا خَ رَاحِلَتِهِ فَوَطِئُ يَدَهَا فَارْكَبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُنِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فَهَلَكَ مِنْ هَلَكٍ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي ابْنِ سُلُولٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاسْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ وَيَزِيئُونِي فَنِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرُضُ إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيَسْلِمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تَيْكُمُ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ

مِسْطَحٍ قَبْلَ الْمُنَاصِعِ مُتَبَرِّزًا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ
الْكُفَّ قَرِيبًا مِنْ بَيْوتِنَا وَآمَرْنَا أَمْرَ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ فِي الْبَرِيَّةِ أَوْ فِي التَّنْزِهِ فَأَقْبَلْتُ
أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رَهْمٍ نَمْشِي فَعَثَرْتُ فِي مِرْطَهِهَا فَقَالَتْ تَعَسَ مِسْطَحُ
فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتَ أَتَسِيئِينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ يَا هَتَّاهُ أَلَمْ تَسْمَعِي
مَا قَالُوا فَأَخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْأَفْكَ فَأَزْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ
إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَبُكُمُ فَقُلْتُ أَتَذْنُ لِي إِلَى
أَبَوِي قَالَتْ وَ أَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قَبْلِهِمَا فَاذْنُ لِي رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُ أَبَوِي فَقُلْتُ لَأُمِّي مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بَنِيَّةُ هَوْنِي
عَلَى نَفْسِكَ الشَّأْنُ فَوَ اللَّهُ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةً قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا
ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ
فَبِتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرَقًا لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ
فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ
يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ فَمَامَا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ
مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلَى
بَنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ
الْجَارِيَةَ تَصَدِّقَكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتَ فِيهَا
شَيْئًا يَرِيكَ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمَصُهُ
عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِينِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعَذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِثْنٍ سَلُولَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي فَوَ اللَّهُ مَا عَلِمْتُ
عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ
عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ أَعْذُرُكَ مِنْهُ

إِنْ كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبْنَا عَنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ اِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ اَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا
فِيهِ اَمْرَكَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا
وَلَكِنْ اَحْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَامَ
أُسَيْدُ بْنُ الْحَضِيرِ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ
الْمُنَافِقِينَ فَتَارَ الْحَيَانَ الْاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ
فَنَزَلَ فَخَفَضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرَقًا لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْثَحِلُ
بَنَوْمٍ فَاصْبَحَ عِنْدِي اَبَوَايَ قَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ
كَبِدِي قَالَتْ فَبَيْنَاهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ
فَأَذْنَتْ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِيَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا يُوحَى
إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ قَالَتْ فَتَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا
وَكَذَا فَإِنْ كُنْتَ بَرِيئَةً فَسَيِّبِرْكَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ أَلَمَّتْ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتَوْبِي إِلَيْهِ
فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحْسُ مِنْهُ قَطْرَةً وَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأُمِّي أَجِيبِي عَنِّي
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا قَالَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ
وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ
أَنْتُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرُ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ بِهِ وَلَنْ قُلْتُ
لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَبَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونَنِي بِذَلِكَ وَلَنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ
بِأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقَنِي وَاللَّهُ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ
إِذْ قَالَ : فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي
وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبْرِئَنِي اللَّهُ وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا وَلَا نَا

أَحَقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يَبْرِّتُنِي اللَّهُ فَوَاللَّهِ مَا رَأَمَ مَجْلِسُهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْخَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي يَا عَائِشَةُ أَحْمَدِي اللَّهُ فَقَدْ بَرَّكَ اللَّهُ فَقَالَتْ لِي أُمِّي قُومِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ الْآيَاتِ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَأَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُنَاسَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهُ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَا حِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِي كَانَ يُجَرِّي عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتُ مَا رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمِعْتِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ وَهِيَ الْتَى كَانَتْ تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ -

২৪৬৯. উরওয়া ইবনুয যুবাইর, সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াহ্বাস লাইসী এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (রা) নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তারা অপবাদ আরোপ করেছিল আর আল্লাহ এ ব্যাপারে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করেছিলেন। যুহরী বর্ণনা করেছেন, তাঁরা (হাদীস বর্ণনাকারীগণ) সবাই আয়েশা বর্ণিত হাদীসের কোন কোন অংশ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউ কেউ অপরের চাইতে বেশী স্বত্বাধিকারী এবং ঘটনা বর্ণনাকারী হিসেবে নির্ভরযোগ্য। আয়েশার নিকট থেকে তাদের প্রত্যেকের বর্ণিত হাদীস আমি স্বরণ রেখেছি। তাদের (বর্ণিত) কোন কোন হাদীস কোন কোনটির সত্যতা প্রতিপাদনকারী। তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরের ইচ্ছা করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। তাদের মধ্যে যার নাম উঠতো সফরে তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে

যেতেন। (এইভাবে) কোন একটা যুদ্ধের সময় তিনি লটারী করলেন। তাতে আমার নাম উঠলে আমি তাঁর সাথে সফরে রওয়ানা হলাম। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। আমি হাওদায়ে (ছইয়ের ভিতরে) বসলে তা সহ আমাকে সওয়ারীতে উঠিয়ে দেয়া হত এবং এভাবেই নামানো হত। এভাবেই আমাদের সফর চলল। রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ যুদ্ধ শেষ করে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আমরা মদীনার নিকটে পৌছে গেলাম। তিনি রাতের বেলায় কাফেলা রওয়ানা হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলে আমি উঠে সেনাদল অতিক্রম করে বাইরে গেলাম এবং আমার কাজ সেরে ফিরে আসলাম। এরপর আমার গলদেশে হাত দিয়ে দেখতে পেলাম আমার জ্বায্'ই আযফারের মালাটা ছিড়ে পড়ে গিয়েছে। আমি আমার মালার সন্ধানে ফিরে গেলাম এবং তালাশে ব্যস্ত থেকে দেরী করে ফেললাম। যারা আমার হাওদায (উটের পিঠে) উঠিয়ে দিত ইতিমধ্যে তারা এসে আমি যে উটে আরোহণ করতাম সেই উটের পিঠে উঠিয়ে দিল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমি ভিতরেই আছি। কারণ সে সময় মেয়েরা হালকা পাতলা হত, ভারী বা মোটাসোটা ও মাংসল হত না। কেননা তখন খুব সামান্য খাদ্যই তারা খেতে পেত। সুতরাং হাওদায উঠিয়ে দেয়ার সময় লোকেরা বুঝতেই পারেনি যে, আমি তার ভিতরে নেই। তাই উঠিয়ে দিয়েছে। উপরন্তু সেই সময় আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী ছিলাম। তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। সেনাদল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি মালা খুঁজে পেয়ে জ্বায়গায় ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। তখন আমি যে জ্বায়গায় ছিলাম সেখানে যেতে মনস্থ করলাম। আমি মনে মনে ধারণা করলাম, তারা যখন আমাকে পাবে না তখন আমার সন্ধানে এখানে ফিরে আসবে এবং আমি বসে থাকলাম। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসলে ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল যিনি প্রথমে সুলামী ও পরে যাকওয়ানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি সেনাদলের পিছনে (পরিদর্শক হিসেবে) থেকে গিয়েছিলেন। ভোরে আমার জ্বায়গার কাছাকাছি এসে নিদ্রামগ্ন মানুষের মত দেখতে পেয়ে আমার কাছে আসলেন। পর্দার বিধান জারী হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি যে সময় উট বসাচ্ছিলেন সেই সময় তার "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন" পড়ার শব্দে আমি জেগে উঠলাম। তিনি উটের দুই পা চেপে ধরে রাখলে আমি সওয়ার হলাম। আমাকে নিয়ে তিনি উটের লাগাম ধরে কাফেলার দিকে হেঁটে চললেন। লোকেরা ঠিক দুপুরে যে সময় সওয়ারী হতে অবতরণ করে আরাম করছিল সেই সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। অতঃপর ধ্বংসযোগ্য লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। অপবাদ আরোপের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল নেতৃত্ব দিচ্ছিল। পরে আমরা মদীনায় উপনীত হলাম। আমি একমাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকলাম। অপবাদ আরোপকরীদের অপবাদ লোকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। অসুস্থ অবস্থায় আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে, এর পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি নবী (সঃ) থেকে স্নেহ মায়া ও মনোযোগ দেখেছি, (এখন) তা দেখতে পাচ্ছি না। তিনি আসতেন এবং সালাম দিয়ে বলতেন, কেমন আছ? আমি এর কিছুই বুঝলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। (একদিন রাতের বেলা) আমি ও মেছতাহর মা জুংগলে পায়খানার জ্বায়গার দিকে (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য) বের হলাম। (এজন্য) আমরা শুধু রাতের বেলাতেই বের হতাম। এটা আমাদের ঘরের নিকটবর্তী স্থানে পায়খানা বানানোর পূর্বের

ঘটনা। আমরা পূর্বের যুগের আরবদের মত জংগলে কিংবা দূরে গিয়ে প্রয়োজন সেরে আসতাম। আমি ও আবু রুহমের কন্যা উম্মে মিছতাহ বের হয়ে হাঁটতে থাকলে সে তার কাপড়ে জড়িয়ে পড়ে গেল এবং বলে উঠলো, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বললে। তুমি এমন এক ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছ যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তখন সে (মিছতার মা) বলল: আরে, তারা কি বলেছে তাকি আপনি শুনেনি? তখন তিনি অপবাদ আরোপকারীদের কথা আমাকে জানালেন। এরপর আমার অসুখ আরো বেড়ে গেল। আমি ঘরে ফিরে আসলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ? আমি বললাম, আমাকে আমার পিতামাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি সেই সময় তাদের (আমার পিতামাতা) নিকট থেকে অপবাদ রটনার খবরটা সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে ইচ্ছুক ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলে আমি আমার পিতা-মাতার কাছে চলে গেলাম। সেখানে আমার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা কি রটিয়ে বেড়াচ্ছে? তিনি বললেন, বেটি ব্যাপারটাকে নিজের জন্য হালকাভাবেই গ্রহণ কর। আল্লাহর শপথ! কোন মেয়ে যদি সুন্দরী হয়, তার স্বামীও যদি তাকে ভালবাসে, আর যদি তার সতীন থাকে তাহলে এ ধরনের কথা বহু হয়ে থাকে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! লোকেরা একথা বলাবলি করছে। অতঃপর সে রাত আমি এমনভাবে কাটালাম যে, ভোর পর্যন্ত অশ্রুপাত বন্ধ হল না এবং চোখের দু'টি পাতা এক করতে পারলাম না। এভাবেই রাত কেটে ভোর হল। পরে ওহী নাযিল বন্ধ থাকলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীকে (আমাকে) বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদকে ডাকলেন। উসামা যেহেতু জানতেন যে, তিনি (সঃ) তার স্ত্রীদেরকে খুবই ভালবাসেন, তাই তিনি সেভাবেই কথা বললেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার স্ত্রী সম্পর্কে? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাঁদের ব্যাপারে ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর আলী ইবনে আবু তালিব বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর তরফ থেকে কোন কিছুই আপনার জন্য সংকীর্ণ বা কঠোর করে দেয়া হয়নি। তাকে ছাড়াও স্ত্রীলোক আরো অনেক আছে। দাসীটিকে জিজ্ঞেস করুন সে (এ ব্যাপারে) অবশ্যই আপানকে সত্য কথা বলবে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) (দাসী) বারীরাহকে ডেকে বললেন: বারীরাহ, তুমি কি তার (আয়েশা) মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখেছো? বারীরাহ বললো, না, সেই মহান সন্তার শপথ, যিনি আপানকে সত্য বিধান সহ পাঠিয়েছেন! আমি তাঁর মধ্যে এ ছাড়া আর কোন কিছুই দৃশ্যীয় দেখিনি যে, অল্প বয়স্কা হওয়ার কারণে তিনি আটার খামির রেখে ঘুমিয়ে পড়েন আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই দিনই খোতবাহ দিতে দাঁড়ালেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের মোকাবিলায় সাহায্য চাইলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: ঐ ব্যক্তির মোকাবেলায় আমাকে কে সাহায্য করবে যে আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমার স্ত্রী সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর লোকেরা এমন এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে কথা বলছে যার সম্পর্কেও আমি ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর সে তো আমার সাথে ছাড়া আমার স্ত্রীদের সামনে যেত না। তখন (আওস গোত্রের) সাদ (ইবনে মুআয আনসারী) দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর

রসূল, আল্লাহর শপথ। তার মোকাবিলায় আমি আপনাকে সাহায্য করব। সে যদি আওস গোত্রের লোক হয়ে থাকে, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি আমাদের ভাই খায়রাজ গোত্রের লোক হয়ে থাকে তাহলে আপনি আদেশ করুন তার ব্যাপারে আমরা আপনার আদেশ কার্যকরী করব। তখন খায়রাজ গোত্রের নেতা সাদ ইবনে উবাদাহ উঠে দাঁড়ালেন। এর আগে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু গোত্রীয় মনোভাব তাকে উত্তেজিত করে তুলল। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং সে শক্তিও তোমার নেই। সংগে সংগে উসায়দ ইবনে হদায়ের উঠে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করে ছাড়ব। তুমি একটা মোনাফিক। তাই মোনাফিকের পক্ষ নিয়ে বিবাদ করছ। এরপর আওস ও খায়রাজ উভয় গোত্রই প্রস্তুত হয়ে লড়াই করতে উদ্যত হল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখনও মিসরের ওপর ছিলেন। তিনি মিসর থেকে অবতরণ করে সবাইকে নিরস্ত করলেন। সবাই থেমে গেল। তিনিও থামলেন আর কিছু বললেন না। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সারাদিন কাঁদতে থাকলাম। আমার অশ্রু বন্ধ হল না কিংবা সামান্যতম সময়ও ঘুমাতে পারলাম না। আমার পিতামাতা আমার পাশেই থাকতেন। ইতিমধ্যে ক্রন্দনরত অবস্থায় একটা রাত ও দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আমার মনে হল, ক্রমাগত কান্নায় আমার কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তাঁরা (আমার পিতামাতা) উভয়ে আমার পাশে বসা ছিলেন আর আমি কাঁদছিলাম। সেই সময় একজন আনসারী মহিলা (বাড়ীর ভিতরে) আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার পাশে বসে কাঁদতে শুরু করল। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রবেশ করে (আমার পাশে) বসলেন। অথচ যা রটানো হয়েছে তার পর থেকে তিনি আমার পাশে আর বসেননি। ইতিমধ্যে একমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। ওহী নাযিল করে আমার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কিছু জানান হয়নি। তিনি তাশাহহুদ পড়ে আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমি এরূপ এরূপ কথা নেছি। তুমি যদি নির্দোষ ও নিষ্পাপ হও তাহলে অচিরেই আল্লাহ তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি গোনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। কেননা বান্দা যখন গোনাহ স্বীকার করে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি আমি এক বিন্দু অশ্রুও অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার পিতাকে বললামঃ আমার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জওয়াব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পারছি না রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কি জওয়াব দেব? তখন আমার মাকে বললাম, আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বললেন আমার পক্ষ থেকে তার জওয়াব দিন। তিনি (আমার মা) বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পারছি না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কি জওয়াব দেব? তখনও আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী ছিলাম। আমি বললাম, আমি কুরআন মজীদ বেশী পড়ি নাই। আল্লাহর শপথ! আমি জানি লোকেরা যা বলাবলি করছে তা আপনারা শুনেছেন এবং তা আপনাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। আর তা সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। আমি যদি বলি, আমি নির্দোষ ও নিষ্পাপ, আর আল্লাহ তো জানেন যে, আমি নির্দোষ ও নিষ্পাপ তাহলেও আপনারা ঐ ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি আপনাদের কাছে ব্যাপারটা স্বীকার করি, আল্লাহর শপথ! তিনি জানেন এ ব্যাপারে

আমি নিষ্পাপ ও নির্দোষ, তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর শপথ! ইউসুফ (আঃ)-এর পিতাকে [হযরত ইয়াকুব (আঃ)] ছাড়া আমি আপনাদের ও আমার জন্য কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেনঃ “ঐর্ধ্যই (এখন আমার জন্য) উত্তম। তোমরা যা কিছু বলছ সে ব্যাপারে আল্লাহই আমার সাহায্যকারী-” (সূরা ইউসুফঃ ১৮)। অতঃপর আমি বিছানায় পাশ ফিরলাম। আমি আশা করছিলাম যে, আল্লাহ আমাকে পবিত্র ও নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি কখনো ধারণা করিনি যে, আমার ব্যাপারে ওহী পাঠানো হবে। আমি নিজেকে এতটুকু যোগ্যও মনে করতাম না যে, আমার ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য আসবে। তবে আমি এ মর্মে আশা পোষণ করতাম যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পবিত্রতা ও নির্দোষিতা সম্পর্কে স্বপ্ন দেখবেন। আল্লাহর শপথ! তিনি (সঃ) তাঁর জায়গা ছেড়ে তখনও উঠে পড়েননি, আর বাড়ীরও কেউ বের হয়ে পড়েননি, ঠিক তখনই তাঁর ওপর ওহী নাযিল হল। ওহী নাযিলের পূর্বক্ষণে তাঁর যে কষ্টকর অবস্থা হতো তাই শুরু হল। এমনকি এই অবস্থায় শীতের দিনেও তাঁর শরীর থেকে মুক্তার বিন্দুর মত ঘাম বের হত। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই অবস্থা দূর হলে তিনি হাসলেন। তিনি সর্বপ্রথম যে কথাটা বললেন তা হল, হে আয়েশা! আল্লাহর প্রশংসা কর। আল্লাহ তোমাকে পবিত্র ও নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন। তখন আমার মা আমাকে বললেনঃ উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্মান দেখাও। আমি বললামঃ না, তা করব না। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছিলেন, “যারা এই অপবাদ আরোপ করেছে তারা তোমাদের মধ্যকারই একদল লোক। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যে গোনাহ অর্জন করল তা তার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আর যে এ ব্যাপারে বিরাট অংশ অর্জন করবে তার জন্য রয়েছে বড় আযাব। তোমরা যখন তা শুনলে তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষেরা নিজেকে সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলে না কেন? তারা কেন বললে না যে, এটা একটা অপবাদ। এ ব্যাপারে তারা কেন চারজন সাক্ষী আনলো না। সুতরাং যখন তারা সাক্ষী আনতে ব্যর্থ হয়েছে তখন নিজেরাই আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর ফয়ল ও রহমত যদি তোমাদের প্রতি না হত তাহলে যা তোমরা করেছে সেজন্য তোমাদের ওপর বড় শাস্তি নেমে আসত। যখন তোমরা জিহবায় এমন একটা বিষয় আওড়াচ্ছিলে আর মুখে মুখে উচ্চারণ করছিলে যে বিষয় সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। আর একে খুবই সহজ ব্যাপার মনে করছিলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা ছিল মারাত্মক। যখন তোমরা ঐ কথা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথাবার্তা বলা আমাদের উচিত নয়। হে আল্লাহ! তুমি মাহান ও পবিত্র, আর এটা হল মারাত্মক অপবাদ। তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে পুনরায় অনুরূপ কাজ না করার জন্য আল্লাহ তোমাদের আদেশ দান করছেন, আর তার হুকুম স্পষ্ট বর্ণনা করে শুনাচ্ছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা শুণী ও বিজ্ঞ। যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেয়া পসন্দ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ সব কিছু জানেন কিন্তু তোমরা জান না। আল্লাহর ফয়ল ও রহমত তোমাদের প্রতি না হলে (তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে)। আল্লাহ দয়ালু ও মেহেরবান-” (সূরা নূরঃ ১১-২০)।

আবু বাকর সিদ্দীক (রা) আত্মীয়তার কারণে মিছতাহ ইবনে উসাসার জন্য খরচ করতেন আমার পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ এসব আয়াত নাযিল করলে তিনি বলেন, আমি মিছতাহর জন্য কিছুই খরচ করব না। কারণ সে আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছে। এ সময় আল্লাহ এই নির্দেশ নাযিল করেন: “তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত ও স্বচ্ছলতার অধিকারী তারা আল্লাহর রাস্তায় আত্মীয়-মিসকীন ও মুহাজিরদেরকে না দেয়ার জন্য যেন কসম না করে। বরং তাদের উচিত ক্ষমা করে দেয়া ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান-” (সূরা নূরঃ ২১)।

তখন আবু বাকর (রা) বললেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন তাই আমি পসন্দ করি। তিনি মিছতাহকে ইতিপূর্বে যা দিতেন তা দিতে থাকলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যয়নাব বিনতে জাহশকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ হে যয়নাব, আয়েশা সম্বন্ধে তুমি কি জ্ঞান এবং কি দেখেছ? জওয়াবে তিনি বলেছিলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার কান ও চক্ষুকে রক্ষা করেছি। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ তিনিই (যয়নাব) আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু পরহেজগারী ও খোদাতীরুতার কারণে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন।

১৬-অনুচ্ছেদঃ একজন পুরুষ লোক অন্য একজন পুরুষ লোকের নির্দোষিতা বর্ণনা করলে তার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সেটাই যথেষ্ট। আবু জামীলা বলেছেন, আমি একটা পরিত্যক্ত শিশু কুড়িয়ে পেলাম। উমর (রা) আমাকে দেখে বললেনঃ গর্ভটি শেষ পর্যন্ত কষ্টদায়ক না হয়। আমার এক পরিচিত ব্যক্তি তাকে বলল, তিনি (আমি) একজন সংকর্মশীল ব্যক্তি। একথা শুনে তিনি (উমর) বললেনঃ এক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে। তাকে নিয়ে যাও। ওর ভরণপোষণ আমার দায়িত্বে হবে। (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র ওর ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করবে)

۲۴۷- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتْنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَبِكَ قَطَعْتَ عَنْقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عَنْقَ صَاحِبِكَ مَرَّارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللَّهِ حَسِيبُهُ وَلَا أُرَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذًا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ -

২৪৭০. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) - এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির তারিফ করলে তিনি (সঃ) প্রশংসাকারীকে বললেনঃ তোমার জন্য ধন্যসংস। তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় কেটে ফেললে, তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় কেটে ফেললে। (এ কথাটা তিনি) কয়েকবার বললেন। পরে বললেনঃ তোমাদের কাউকে যদি তাঁর (মুসলমান) ভাইয়ের প্রশংসা করতেই হয়, তাহলে বলা উচিত, আমি অমুককে এরূপ মনে করি। এর অধিক আল্লাহই জানেন। আমি আল্লাহর

তুলনায় কাউকে নির্দোষ মনে করি না। তাঁর সম্পর্কে ভাল কিছু জানা থাকলে বলবে, তাকে আমি এরূপ মনে করি।

২৪৭৮ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ -

২৪৭৮, আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনলেন। সে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়িয়ে বলছিল। তাই তিনি বললেন: তুমি তাকে ধ্বংস করলে অথবা বললেন, তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে। ১২

১৭-অনুচ্ছেদ: শিশুদের সাবলকত্ব প্রাপ্তি ও সাক্ষ্যদান। মহান আল্লাহর রাণী:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - (سورة النور - ৫৭)

“আর তোমাদের শিশুরা যে সময় যৌবনপ্রাপ্ত হবে তখন তারাও তাদের পূর্বের লোকদের মত অনুমতি চাইবে (এবং তার পরে প্রবেশ করবে)। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর বিধানসমূহ এভাবেই খোলাখুলি বর্ণনা করেন। আল্লাহ সব জানেন, তিনি জ্ঞানী-” (সূরা-নূর: ৫৯)।

মুগীরা ইবনে মুকসিম বলেছেন, বার বছর বয়সে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। আর মেয়েদের যৌবন প্রাপ্তির লক্ষণ হল হায়েয বা ঋতুস্রাব। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَاللَّائِي يَنْسِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - (سورة الطلاق)

“ আর তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা মাসিক ঋতুস্রাব বা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যদি কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয়,

১২. প্রশংসা বা তারিফ মানুষের প্রাপ্য নয়। আর মানুষ তা ইজমও করতে পারে না। কোন মানুষের প্রশংসা করলে সে নিশ্চিতভাবে নিজেই অন্যদের চেয়ে স্বজ্ঞ ও যোগ্যতর মনে করতে থাকে। আর ধীরে ধীরে তা সেই ব্যক্তিকে গর্বিত ও অংকারী করে তোলে। সে নিজেই নির্দোষ মনে করতে থাকে এবং পরিশেষে জুপুম, ইটখমিতা ও অন্যান্য খারাপ দিকগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। এইভাবে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের অভয় গহ্বরে নেমে যায়।

এ ছাড়াও মানুষের প্রশংসার ব্যাপারে আরেকটা কথা জানা থাকা দরকার। মানুষের মধ্যে যে যোগ্যতা ও প্রতিভা আছে আল্লাহ তাআলাই তা মানুষকে দান করেছেন। সুতরাং সত্যিকার অর্থে কারো প্রশংসা করতে হলে আল্লাহ তাআলাই প্রশংসা করতে হয়। এজন্য কুরআনে একমাত্র মহান আল্লাহর প্রশংসাই বৈধ রাখা হয়েছে এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

তবে তাদের ইদাত হবে তিন মাস। আর যাদের এখনো হায়েয আসেনি তাদের জন্যও একই হুকুম। আর গর্ভবর্তী মেয়েদের ইদাতের সীমা হল সন্তান (গর্ভ) প্রসব করা পর্যন্ত (সূরা নূরঃ ৪)

হাসান ইবনে সালেহ বলেছেন, আমি আমার এক প্রতিবেশিনী জীলোককে একুশ বছর বয়সেই দাদী বা নানী হতে দেখেছি।

২৬৭১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ فَأَجْزَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةُ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكُتِبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ -

২৪৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ওহদ যুদ্ধের দিন তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে (যুদ্ধে যাওয়ার জন্য) উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি বলেছেনঃ পরে খন্দক যুদ্ধের সময় আবার উপস্থিত হলাম তখন আমার বয়স ছিল পনের বছর। এবার তিনি অনুমতি দিলেন। নাফে বর্ণনা করেছেন, খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে গিয়ে আমি হাদীসটা বর্ণনা করলে তিনি তাঁর গভর্ণরদের কাছে লিখে পাঠালেন, (সেনাবাহিনীতে) যাদের বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয়েছে গনীমতের অর্থে তাদের জন্য অংশ নির্ধারিত কর।

২৬৭২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ غُسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ -

২৪৭৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর জুমুআর দিনে গোসল করা ওয়াজিব।

১৮-অনুচ্ছেদঃ বিচারক কসম করানোর পূর্বে বাদীকে জিজ্ঞেস করবে, তার সপক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি না?

২৬৭৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرَأَتِي مُسْلِمٍ لِقَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِي وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدْ مَتَّهَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَاكَ بَيِّنَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ

لِّلْیَهُودِیِّ اَحْلَفَ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا یَحْلَفُ وَیَذْهَبَ بِمَا لِیْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ
تَعَالٰی : اِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَآیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیْلًا اُولٰٓئِكَ لَآخِلَاقٌ لَّهُمْ فِی
الْآخِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا یَنْظُرُ اِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكِّیْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ -
(سورة آل عمران - ۷۷)

২৪৭৪. অবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করবে (কিয়ামতের দিন) সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাযির হবে যে, তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। এ হাদীস শুনে আশআস ইবনে কায়েস বললেন, আল্লাহর শপথ! এ হাদীস তো আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমার ও অপর ব্যক্তির (এক (ইহুদী) মধ্যে এক খন্ড জমি নিয়ে ঝগড়া ছিল। আমি তাকে নবী (সঃ)-এর সামনে এনে উপস্থিত করলে নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে? আমি বললাম, না। তখন তিনি তাকে (ইহুদীকে) বললেন, কসম কর। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে তো সে কসম করবে এবং আমার সমস্ত মাল আত্মসাত করে নেবে। ঐ সময় মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেনঃ “যারা আল্লাহর সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ নগণ্য মূল্যে (পাখিব স্বার্থের কারণে) বিক্রি করে কিয়ামতের দিন তাদের জন্য কোন অংশ নেই। সেদিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং তাদেরকে সেদিন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে” (সূরা আলে ইমনারঃ ৭৭)।

১৯-অনুচ্ছেদঃ অর্থ-সম্পদ ও হদের (শরীআত নির্ধারিত শাস্তির) ব্যাপারে বিবাদীকে কসম করতে হবে। নবী (সঃ) বাদীকে সন্মোদন করে বলেছেন, হয় তুমি দু’জন সাক্ষী আনবে অথবা সে (বিবাদী) কসম খাবে। কুতাইবা, সুফিয়ান ও ইবনে ওবরুন্নার মাধ্যমে আবুল যিনাদ থেকে দু’জন সাক্ষীর সাক্ষ্যদান ও বাদীর কসম খাওয়ার কথা বলেছেন। তখন আমি বললাম, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেনঃ

واشتشهدوا شهدین من رجالکم ... فَنُذْکِرُاحِدَهُمَا الْاُخْرٰی (البقرة: ২৮২)

“দু’জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। আর দু’জন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু’জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী বানাও, যাতে একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর তোমাদের গ্রহণযোগ্য ও পসন্দের লোককেই সাক্ষী বানাও।”

কুতাইবা বলেন, আমি বললাম, একজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিলে আর বাদী কসম করলে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আরেকজন স্ত্রীলোকের কি প্রয়োজন?

২৬৭৫- عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ -

২৪৭৫. ইবনে আবু মুলাইকা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমার কাছে এ মর্মে পত্র লিখেছিলেন, নবী (সঃ) বিবাদীকে কসম করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (অর্থাৎ বিবাদীর কসমের ওপর ভিত্তি করে বিচার সমাধা করেছিলেন)।

২৬৭৬- عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَا لَا لِقَى اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ إِلَى عَذَابٍ أَلِيمٍ ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحْدِثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَنَا بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِي أَنْزَلْتَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصْمَةٌ فِي شَيْءٍ فَأَخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذَا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَا لَا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ -

২৪৭৬. আবু ওয়ায়েল (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করে অন্যের মাল আত্মসাত করে (কিয়ামতের দিন) সে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। পরে একথার সমর্থন করে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে আয়াত নাখিল করেন তা হল, “যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে সেদিন তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং সেদিন তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব” (সূরা আল ইমরানঃ ৭৭)।

পরে আশআস ইবনে কায়েস (কিন্দী) আমাদের কাছে এসে বললেন, আবু আবদুর রহমান (ইবনে মাসউদ) তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? তিনি (ইবনে মাসউদ) যা বলেছেন আমরা তা তাকে (আশআস ইবনে কায়েস কিন্দী) বর্ণনা করলাম। শুনে তিনি বললেনঃ হী, তিনি সত্য বলেছেন। ঐ আয়াত আমার বিষয়েই নাখিল হয়েছিল। (ব্যাপারটা এই যে,) আমার ও অপর এক ব্যক্তির (ইহদী) মধ্যে কোন একটা জিনিস (একখন্ড জমি) নিয়ে বিবাদ চলছিল। আমরা মামলাটা নবী (সঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন, (দাবীর সমর্থনে) তুমি দু’জন সাক্ষী নিয়ে এস অথবা তার (ইহদী) কসমের ওপর

নির্ভর করে ফয়সালা করা হবে।^{১৩} তখন আমি বললাম, তাহলে তো সে (মিথ্যা) কসম করে বসবে এবং কোন পরোয়া করবে না। নবী (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কসম করে অন্যের অর্থ-সম্পদ হস্তগত করে (কিয়ামতের দিন) সে আগ্নাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন।

২০-অনুচ্ছেদঃ কেউ কোন দাবি উত্থাপন করলে বা কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করলে তাকেই প্রমাণ পেশ করতে হবে এবং এজন্য সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অর্থাৎ প্রমাণ পেশ করার জন্য যা কিছু করার তাকেই করতে হবে)।

২৬৭৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هَلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِّكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ -

২৪৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হেলাল ইবনে উমাইয়া নবী (সঃ) - এর কাছে শারীক ইবনে সাহমের সাথে তার স্ত্রীকে যেনার অপবাদ দিলে তিনি (সঃ) বলেনঃ সাক্ষী উপস্থিত কর। অন্যথায় তোমার পিঠে কোড়া মারা হবে। হেলাল ইবনে উমাইয়া বললেন, হে আগ্নাহর রসূল! আমাদের কেউ যদি নিজে তার স্ত্রীর বুকে অন্য পুরুষকে দেখে তাহলেও কি সাক্ষীর সন্ধান করে ফিরবে? এর পরও নবী (সঃ) বলতে থাকলেন, প্রমাণ পেশ কর অন্যথায় তোমার পিঠে কোড়া পড়বে। অতঃপর তিনি লিআনের হাদীস বর্ণান করলেন।^{১৪}

১৩. কোন বিবদমান বিষয়ে সাক্ষী আদৌ না পাওয়া গেলে বা প্রয়োজনীয় সাক্ষী না পাওয়া গেলে বিবাদীকে কসম বা হলফ করতে নির্দেশ দেয়া হয় এবং এই কসমের উপর ভিত্তি করেই রায় দেয়া হয়। এমতাবস্থায় একটা মিথ্যা কসম করে অন্যের ধন-সম্পদ হস্তগত করা বা আত্মসাত করা খুবই সহজ। কেউ যাতে এভাবে কারো হক না মাত্রে সে সম্পর্কেই এসব হাদীসে বলা হয়েছে এবং এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও সাবধান করে দেয়া হয়েছে, হস্তগত বা আত্মসাতকৃত অর্থ-সম্পদের পরিমাণ যাই হোক না কেন। মুসলিম শরীফের একটা হাদীসে আছে, কেউ মিথ্যা কসম দ্বারা মুসলমান ভাইয়ের হক হস্তগত করলে আগ্নাহর তার জন্য দোষখ ওয়াজিব ও জারাত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আত্মসাত করা বন্ধু যদি খুব নগণ্য হয় তাহলে কি হবে? তিনি বললেনঃ পিলুর বৃক্ষের একখণ্ড শুক ডাল হলেও।

১৪. স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে আর তার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে তাহলে ইসলামী শরীআতে তার বিধান হল, স্বামী বিচারকের সামনে নিজের সত্য কথা বলার হলফ করবে। অর্থাৎ বলবে, আমি আগ্নাহর শপথ করে বলছি, আমি যে কথা বলছি সে ব্যাপারে আমি সত্যবাদী। এরূপ চারবার বলার পর পঞ্চম বারে বলবে, আমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকি তাহলে আমার প্রতি আগ্নাহর গণ্য হোক। স্বামী এরূপ বলার পর স্ত্রী চার বার বলবে, আমি আগ্নাহর নামে শপথ করে বলছি, সে (তার স্বামী) যা বলছে তা মিথ্যা। আর পঞ্চম বার বলবে, সে (স্বামী) যদি সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপরে আগ্নাহর গণ্য হোক। স্বামী স্ত্রী এরূপ বলার পর বিচারক তাদেরক বিচ্ছিন্ন করে দিবেন এবং এই বিচ্ছিন্নতা ডালাকে বায়েন গণ্য হবে। একেই লে'আন বলা হয়।

২১-অনুচ্ছেদঃ আসরের পর মিথ্যা শপথ করা।

২৪৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْمُمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يَبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَالْأَلَمُ يَفْ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ كَذًّا وَكَذَا فَآخَذَهَا -

২৪৭৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের দিকে তাকাবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। সেদিন তাদের জন্য থাকবে কঠিন শাস্তি। পথে যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত পানি আছে অথচ (প্রয়োজনে) অন্য পথিককে সে তা দেয় না। অপর ব্যক্তি হল যে এক ব্যক্তির (ইমামের) কাছে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ করে। কিন্তু একমাত্র পাখিব স্বার্থের জন্যই সে তার কাছে বাইয়াত করে। তার ইচ্ছামত ও আকাংখা পূরণ করে তাকে দিলে সে (বাইয়াত) পূরণ করে অন্যথায় পূরণ করে না অর্থাৎ বাইয়াত ভঙ্গ করে। আরেক ব্যক্তি হল, যে আসরের পরে কোন জিনিস খরিদ করতে গিয়ে আল্লাহর কসম করে বলে যে, সে এটা কিনতে এত কিংবা এত মূল্য দিয়েছে। আর তা শুনে খরিদদার ঐ জিনিস খরিদ করে নেয়।

২২-অনুচ্ছেদঃ যেখানে বিবাদীর কসম খাওয়া বাধ্যতামূলক হয়েছে সে স্থানেই সে কসম খাবে। শপথ করানোর জন্য তাকে জায়গা পরিবর্তন করানো হবে না। মারওয়ান য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)-কে মিশরের উপর দাঁড়িয়ে শপথ করতে হবে বলে রায় দিলে তিনি বলেন, আমি আমার জায়গায় থেকেই কসম করব। তারপর তিনি সেখানে থেকে কসম করতে শুরু করলেন এবং মিশরের ওপর যেতে অস্বীকার করলেন। তাঁর এ আচরণে মারওয়ান বিশ্বয় প্রকাশ করলেন। নবী (সঃ) বাদীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, দু'জন সাক্ষী পেশ কর অন্যথায় বিবাদীর শপথ প্রয়োজন হবে। এখানে তিনি এক জায়গা বাদ দিয়ে আরেক জায়গা নির্দিষ্ট করেন নি।

২৪৭৭- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَا لَا لِقَىٰ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ -

২৪৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (অন্যের) অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য (মিথ্যা) কসম করে সে (কিয়ামতের দিন) যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তখন তিনি তার উপরে অসন্তুষ্ট থাকবেন।

২৩-অনুচ্ছেদঃ যারা শপথ করতে প্রতিযোগিতা করে বা উৎসাহ দেখায়।

২৬৮০. - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينِ فَاسْتَرْعَوْا فَأَمَرَ أَنْ يُسْتَهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ -

২৬৮০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) কিছু সংখ্যক লোককে কসম করতে বললে তারা সবাই এসে একে অপরের আগে কসম করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। তখন তিনি তাদের মধ্যে থেকে কে কসম করবে সে ব্যাপারে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।

২৪-অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

“যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও কসম নগণ্য মূল্যে (পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রি করে দেয় (কিয়ামতের দিন) তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। সেদিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং সেদিন তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি-” (সূর, আল ইমরানঃ ৭৭)।

২৬৮১. - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ أَقَامَ رَجُلٌ سَلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا فَتَنَزَّلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى : أَلْنَا جِشُّ أَكْلٍ رَبًّا خَائِنٌ -

২৬৮১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার মালপত্র বিক্রির জন্য বাজারে উঠিয়ে আল্লাহর কসম করে বলল যে, সে এত পরিমাণ মূল্য দিয়ে তা খরিদ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ পরিমাণ মূল্যে সে তা খরিদ করেনি। এই ব্যক্তি সম্পর্কে নাথিল হয়েছেঃ “যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগণ্য মূল্যে (পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রি করে দেয়, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নাই।” আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নকল ক্রেতা সেজে (অতিরিক্ত মূল্য বলে আসল ক্রেতাকে) ধোকা দেয় সে সুদখোর ও খেয়ানতকারীর সমান।

২৬৮২. - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ

مَالَ رَجُلٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الْآيَةَ فَلَقَيْنِي الْأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذًا وَكَذَا قَالَ فِي أَنْزَلَتْ -

২৪৮২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ কোন লোকের অথবা বলেছেন, তার ভাইয়ের অর্থ-সম্পদ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করবে যখন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। এই কথার সমর্থনে আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন, “যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও তার নামে করা শপথ নগণ্য মূল্যে (পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রি করে তাদের জন্য কিয়ামতে কোন অংশ থাকবে না। কিয়ামতে আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকাবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি” (সূরা আল ইমরানঃ ৭৭)। আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেছেন, আশআস (ইবনে কায়েস কিল্বী) পরে আমার সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আজ তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, এরূপ এরূপ বলেছেন। তিনি বললেন, এটা (আয়াত) আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

২৫-অনুচ্ছেদঃ কিভাবে হলফ করানো হবে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ يَا لَهِ ان اردنا الاحسانا وتوفيقا -

“অতঃপর তারা তোমার কাছে এসে আল্লাহর নামে শপথ করে।”

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ - فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشِهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شِهَادَتِهِمَا -

“তারা আল্লাহর কসম করে বলে, তারা তোমাদেরই লোক। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর কসম করে, অতঃপর তারা আল্লাহর কসম করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য তাদের দু’জনের সাক্ষ্যের চেয়ে সত্য হবে।” নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের পরে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ ছাড়া তো আর কারো নামে শপথ করা যাবে না।

২৪৮৩- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ -

২৪৮৩. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: দিনে ও রাতে পাঁচ গুয়াক্ত নামায আদায় করা। লোকটি বলল, এ ছাড়া আর কোন নামায কি আমার জন্য ফরয? তিনি বললেন: না, তবে তুমি নফল নামায পড়তে পার। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, রমযান মাসে রোযা রাখা। লোকটি বলল, এ ছাড়া অন্য কোন রোযা কি আমার জন্য ফরয? তিনি বললেন: না তবে নফল রোযা রাখতে পার। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে যাকাতের কথা বললেন। লোকটি বলল, এ ছাড়া অন্য কোনভাবে অর্থ ব্যয় করা কি আমার জন্য ফরয? তিনি বললেন: না, তবে নফল দান-খয়রাত করতে পার। এরপর সে পিছন ফিরে যাওয়ার সময় বলেছিল, আমি এর চেয়ে কিছু বেশীও করব না কিংবা এর থেকে কিছু কমাবও না। তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তাহলে সে সফল হয়ে গেল। ১৫

২৪৮৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمِتْ -

২৪৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন: কেউ কসম করতে চাইলে আল্লাহর নামে কসম করবে অন্যথায় চুপ থাকবে (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করা যাবে না)।

২৬-অনুচ্ছেদ: বিবাদীর শপথের পর সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করলে। নবী (সঃ) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রমাণাদি উপস্থিত করার ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে পারদর্শী। তাউস ইবনে কায়সান, ইবরাহীম নাখয়ী ও কাজী ওরাইহ বলেছেন: মিথ্যা কসমের তুলনায় সত্যবাদী সাক্ষী গ্রহণযোগ্য।

২৪৮৫- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا -

২৪৮৫. উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন: তোমরা আমার কাছে বিবাদের বিষয় নিয়ে (ফয়সালার জন্য) এসে থাক। (অনেক সময় দেখা যায়) তোমাদের কেউ কেউ প্রমাণাদি পেশ করার ব্যাপারে অন্যদের চাইতে বাকপটু। এমতাবস্থায় অন্যের হক থেকে যার পক্ষে আমি ফয়সালা দিয়ে দেই তাকে দোষের এক টুকরাই দিয়ে থাকি। তাই সে যেন এভাবে তা গ্রহণ না করে। ১৬

১৫. কালেমা তায়িবা গ্রহণ করার পর যে চারটা মৌলিক জিনিস কোন ব্যক্তিকে পালন করতে হয় হক্ক তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এখানে শুধুমাত্র নামায, রোযা, ও যাকাতের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হল, তখনও পর্যন্ত হজ্জের বিধান নাথিল হয়েছিল না। আর এজন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে হজ্জের বিষয়ে কোন নির্দেশ দেননি।

১৬. এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হলেও তা যদি কোন ব্যক্তির হক না হয় তাহলে এভাবে তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হলেই তা বৈধ হয়ে যায় না, এতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

২৭-অনুচ্ছেদ: ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দান করা। হাসান বসরী এরূপ করেছেন। আব্বাহ তাআলা হযরত ইসমাইলের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি ওয়াদা পূরণে সত্যবাদী ছিলেন। ইবনুল আশওয়া (কুফার কাজী সাহিদ ইবনে আমর ইবনে আশওয়া) ওয়াদা পূরণ করার আদেশ দিয়ে রায় দিয়েছেন। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে তাঁর এক আমাতার কথা উল্লেখ করে বলতে শুনেছি, সে আমার সাথে ওয়াদা করে তা পূরণ করেছে। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেছেন: আমি ইবরাহীম (ইবনে রাহবিয়া)-কে ইবনে আশওয়ার হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে দেখেছি।

২৬৮৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ أَنَّ مَرْقَلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَقَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيِّ-

২৬৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আবু সুফিয়ান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, (রোমের সম্রাট) হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) তাকে বললেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি (সঃ) তোমাদেরকে কি কি কাজের আদেশ করেন? তুমি জবাব দিলে, তিনি তোমাদেরকে নামায, সততা, পবিত্রতা, ওয়াদা পূরণ ও আমানত আদায় করতে আদেশ করেন। আর এগুলোই তো একজন নবীর গুণাবলী।

২৬৮৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ-

২৬৮৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন: মোনাফিকের লক্ষণ তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।

২৬৮৮- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلُهُ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْطِيَنِي مُكَدًّا وَمُكَدًّا وَمُكَدًّا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَعَدُّ فِي يَدَيَّ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ مِائَةٍ-

২৪৮৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর আলা ইবনুল হাদরামীর নিকট থেকে আবু বাকরের কাছে কিছু মাল আসলে তিনি ঘোষণা করলেন, নবী (সঃ)-এর কাছে কারো পাওনা থেকে থাকলে অথবা তিনি কাউকে কোন ওয়াদা করে থাকলে সে যেন আমার নিকট এসে তা নিয়ে যায়। জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি (গিয়ে) বললাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এত পরিমাণ, এত পরিমাণ এবং এত পরিমাণ (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ তিনবার দুই বাহ ছড়িয়ে) দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবু বাকর) আমার দু'হাতে পাঁচশ' (মুদ্রা) গুণে দিলেন, তারপর পাঁচশ' এবং আরপর আরো পাঁচশ' দিলেন।

۲۴۸۹- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِّنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَىِّ الْأَجَلَيْنِ قَضَىٰ مُوسَىٰ قُلْتُ لَا أَدْرِي حَتَّىٰ أَقْدَمَ عَلَىٰ حَبْرٍ الْعَرَبِ فَاسْأَلَهُ فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضَىٰ أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ فَعَلَ -

২৪৮৯. সাঈদ ইবনে যুবারের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হীরার অধিবাসী এক ইহুদী আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, মুসা (আ) ওয়াদাকৃত দু'টি সময়সীমার কোনটি পূরণ করেছিলেন? বললাম, আমি জানি না। আরবের কোন আলেম ব্যক্তির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করে না জানা পর্যন্ত আমি বলতে পারব না। অতঃপর আমি এসে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মুসা দীর্ঘতর ও উত্তম সময়সীমা পূরণ করেছিলেন। কেননা আল্লাহর রসূল যা বলেন তা পূরণ করেন।

২৮-অনুচ্ছেদঃ সাক্ষ্য বা অনুরূপ বিষয়ে মুশরিকদের জিজ্ঞাসা করা যাবে না। শা'বী (র) বলেছেনঃ এক ধর্মাবলম্বীর সাক্ষ্য আরেক ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

فاغرينا بيتهم العداوة والبغضاء

“আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি।” আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের সত্য কিংবা মিথ্যা জানবে না, বরং

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ بِمُسْلِمُونَ - (سورة البقرة - ১২৬)

“তোমরা বলবে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর, আমাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের ওপর এবং ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি নাযিলকৃত বিয়য়ের ওপর, মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের প্রভুর তরফ

থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার প্রতিও ঈমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, আমরা একমাত্র তাঁরই (আল্লাহর) অনুগত” (বাকারাহ: ১৩৬)

২৬৭. - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ أَحَدُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ تَقْرُونَهُ لَمْ يُشَبَّ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَفَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَالَّتِهِمْ وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ -

২৪৯০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ হে মুসলমানেরা! কেমন করে তোমরা আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করতে পার? অথচ আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছেন সেটাই তোমাদের কিতাব। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ খবর জানানো হয়েছে। এই কিতাব তোমরা পড়ে থাক। এতে কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা ঘটেনি। এ কিতাবে আল্লাহ তোমাদের বলে দিয়েছেন যে, তিনি আহলে কিতাবদেরকে যা কিছু (তাদের কিতাবে) লিখে দিয়েছিলেন, তা তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজেদের হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি সাধন করার পর বলছে যে, সেটাই আল্লাহর বাণী। উদ্দেশ্য কিছু নগণ্য স্বার্থের (পার্থিব স্বার্থ) বিনিময়ে তা বিক্রি করা। তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাতে কি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়নি? আল্লাহর শপথ। আমি তাদের একজন লোককেও কখনো তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি।

২৯-অনুচ্ছেদ: জটিল বিষয়ে লটারী করা। মহান আল্লাহর বাণী:

وما كنت لديهم اذ يلقون افلا ميم ابهم يكفل مريم -

“সেই সময় তুমি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না যখন তারা এই প্রশ্নে কলম নিক্ষেপ করছিল যে, কে মরিয়মের তত্ত্বাবধান করবে।”

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (কলম নিক্ষেপ করলে) একমাত্র যাকারিয়া (আঃ)- এর কলম ছাড়া সবার কলমই পানির স্রোতে ভেসে গেল। তাই যাকারিয়া (আঃ) তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পেলেন। আল্লাহর বাণীঃ ‘ফাসাহামা’ লটারিকরণ “ফাকানা মিনাল মুহদাদীন” অর্থাৎ লটারিতে যাদের নাম উঠল তিনি (ইউনুস) তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কয়েক ব্যক্তিকে কসম করার সুযোগ দিলে আগে কসম করার জন্য তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করল। অতএব কে আগে কসম করবে তা নির্ধারণ করার জন্য তিনি তাদের মধ্যে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।

২৬৭১- عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأْذُوهُ فَآخُذٌ فَآسَأٌ فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَاتُّوهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأْذَيْتُمْ بِي وَلَا بَدَلِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجُوهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ إِنْ تَرَكَوهُ أَهْلَكَوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ-

২৪৯১. নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আত্মাহর নির্ধারিত সীমারেখার (আদেশ-নিষেধ) মধ্যে শিথিলতা প্রদর্শনকারীর উদাহরণ এমন একদল লোক যারা একখানা নৌযান নিয়ে লটারি করলে কারো অংশে পড়ল নৌযানের নীচের তলা আর কারো অংশে পড়ল উপরিতল। নীচের তলার লোকেরা পানির জন্য উপরের লোকদের কাছে যাওয়া-আসা করতে থাকায় তাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাই নীচের একজন একখানা কুঠার নিয়ে নৌকার তলদেশ বিদীর্ণ করতে শুরু করল। এতে উপরের লোকেরা এসে তাকে বলল, কি হয়েছে? তুমি এরূপ করছ কেন? সে বলল, আমাদের জন্য তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক, অথচ পানি আমাদের একান্ত প্রয়োজন, তাই এরূপ করছি। এখন সবাই যদি তাকে বাধা দেয় তবে ঐ লোকটাকে বাঁচাতে পারবে এবং নিজেরাও বাঁচবে। আর যদি তাকে যা ইচ্ছে তাই করার জন্য ছেড়ে দেয় তাহলে ঐ লোকটাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে। ১৭

২৬৭২- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي السُّكْنَى حِينَ أَقْرَعَتْ الْأَنْصَارُ سَكْنَى الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَاشْتَكَى فَمَرَضْنَاهُ حَتَّى إِذَا تَوَفَّى وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهِدَتْنِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يَذْرُوكُ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَامِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهُ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَأَرْجُوهُ الْخَيْرَ

১৭. সমাজে কেউ ধারাপ কাজ করতে শুরু করলে সবাই তাকে বাধা দেয়া দরকার। অন্যথায় পরিণামে ঐ কাজের জন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সমাজে বিস্তারলাভকারী অন্যায়কে সংযবদ্ধভাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বাধা দিতে হবে। এটাই এ হাদীসের মূলকথা।

وَاللَّهُ مَا أَتَرَيْ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِهِ قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أَزْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا
وَأَخْرَجْنِي ذَلِكَ قَالَتْ فَنِمْتُ فَأَرَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ -

২৪৯২. খারেজা ইবনে যায়েদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উম্মুল আলা নাসী তাদের গোত্রের একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি নবী (সঃ)-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, মুহাজিরদেরকে বাসস্থান দেয়ার ব্যাপারে আনসারগণ লটারি করলে তাদের ভাগে উসমান ইবনে মাযউনের নাম উঠল। উম্মুল আলা বর্ণনা করেছেন, উসমান ইবনে মাযউন (রা) এরপর আমাদের কাছে থাকলেন। এক সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা খুব যত্নের সাথে তাঁর দেখাশুনা ও সেবাসুশ্রুসা করলাম। পরে তিনি মারা গেলেন। আমরা তাঁকে কাফন দিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাশরীফ আনলে আমি (উসমান ইবনে মাযউনকে লক্ষ্য করে) বললামঃ হে আবু সায়েব! তোমার প্রতি আগ্রাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমার সর্বস্ব আমার সাক্ষ্য হল, আগ্রাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি কিভাবে জানলে আগ্রাহ তাকে মর্যাদা দিয়েছেন? আমি বললাম, হে আগ্রাহর রসূল! আমার আরা-আয়া আপনার জন্য কোরবান হোক। আমি (কিছুই) জানি না। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও বললেনঃ আগ্রাহর শপথ! তার মৃত্যু এসে গেছে আমি তার কল্যাণের আশা রাখি। আগ্রাহর শপথ! আগ্রাহর রসূল হয়েও আমি জানি না তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। (একথা শুনে) উম্মুল আলা বললেনঃ আগ্রাহর শপথ! এরপর আমি আর কোন দিনও কারো নির্দোষিতা বর্ণনা করব না। তবে এ ঘটনা আমাকে মনোকষ্টের মধ্যে ফেলে দিল। তিনি বর্ণনা করেছেন, পরে আমি ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে উসমানের জন্য একটা ঋণাধারা প্রবাহিত হতে দেখলাম। সুতরাং আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তা জানালাম। তিনি বললেন, ওটা তার আমল।

২৪৯৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَهَا
غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَهَا لِعَائِشَةَ نَزَجَ النَّبِيُّ ﷺ تَبْتَغِي بِذَلِكَ
رِضًا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৪৯৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরে যেতে মনস্থ করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকে সাথে নিয়ে তিনি সফরে যেতেন। সাওদা (রা) ছাড়া তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য রাত দিন ভাগ করে দিয়ে পালাক্রমে প্রত্যেকের কাছে থাকতেন। কেবলমাত্র সাওদা (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্মুখি লাভের জন্য তাঁর অংশের দিন ও রাত নবী (সঃ)-এর (অপর) স্ত্রী আয়েশাকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

২৫৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجُّبِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا -

২৪৯৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মানুষ যদি আযান ও প্রথম কাতারের মর্যাদা জানত এবং লটারি করা ছাড়া তা পাওয়ার সুযোগ না থাকলে লটারি করেই তা (প্রথম কাতারে দাঁড়ানো ও আযান দেওয়ার পালা) স্থির করে নিত। ভোরের নামাযে যাওয়ার কত মর্যাদা তা যদি জানত তাহলে প্রতিযোগিতা করে সেদিকে দৌড়ে যেত। আর এশা ও ফজরের জামআতে शामिल হওয়ার মর্যাদা তারা যদি উপলব্ধি করত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে হাজির হত। ১৮

১৮. এ হাদীস থেকে ফজর ও এশার নামায জামআতে পড়ার শুরু ও মাহাজের সাথে সাথে আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে शामिल হওয়ার মর্যাদাও শট বুঝা যায়। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, কিরামতের দিন মুহাম্মাদবিনের মর্যাদা সবচাইতে বেশী হবে। অনুরূপ এক হাদীসে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি এশার নামায জামআতে পড়ল সে বেন অব্বেক রাত জেগে নামায পড়ল, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামআতে পড়ল সে বেন সারা রাত জেগে নামায পড়ল।

